মজলিস

৩য় বর্ষ সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১ম সংখ্যা

১৩৩১ সাল, ৩রা শ্রাবণ শনিবার, নগদ মূল্য ৫১০ পয়সা।

সম্পাদক—শ্রীব্রজবল্লভ রায় ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস'-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম : -

মহারাজা জগদিন্দ্র নাথ রায় (নাটোর) মহারাজা ক্ষৌণীশ চন্দ্র রায় বাহাদুর, মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই,ই, মহারাজা জগদীশ নাথ রায় বাহাদুর (দিনাজপুর) রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর (নশীপুর) রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ, আর, সি, আই, (সন্তোষ), রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজা-কুমার যোগীন্দ্র নাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্কেল প্যালেস) শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম-এ, বি-এল জমিদার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার (ঢাকুরিয়া) শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল) শ্রীজগৎপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা) ; শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যা কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ সত্বাধিকারীর ইলিয়ট এণ্ড কোম্পানী, শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার শ্রীযুক্ত নলীন প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মল্লিক জমিদার ও অনারারি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী জমিদার, শ্রীযুক্ত নন্দলাল দত্ত জমিদার শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলেন্দু তর্কতীর্থ কলিকাতা, শ্রীযুক্ত মণিলাল সাহা জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল হিম্মতসিংকা (সলিসিটার) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি) ডাক্তার শ্রীনিশিকান্ত মজুমদার, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দে জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি (সত্বাধিকারী মেসার্স অর ডিগনাম এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসন্ন ঘোষ জমিদার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলী) শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্য-বিনোদ (লাভপুর), শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি, এস, শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত হরিধন নাগ (ম্যানেজার বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া) শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বোষ, শ্যামপুকুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র উকীল আলিপুর, কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়) শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার সেন, (মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন এম-এ, এল-এম এস মহাশয়ের কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদ ভবন) শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চন্দ্র জমিদার, শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার।

মজলিস-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইলে মাসিক বা বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

মজলিস

মজলিসের তৃতীয় বর্ষ।

[নিবেদন।]

"মজলিস"—তৃতীয় বর্ষে পড়িল। ইহা আনন্দের কথা, কিন্তু গৌরবের কথা নহে। প্রথম বর্ষ—আমরা কেবল পাঠকবর্গের রুচি পরীক্ষাই করিয়াছিলাম। অনেক পাঠক হকারের কাছে "মজলিস" না পাইয়া, দয়া করিয়া আমাদের অফিসে আসিয়া "মজলিস" কিনিয়া লইয়া গিয়াছেন। অথচ "মজলিস"—বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় আসল কুরুচির অবতারণা করিয়া,—ছাত্রদের মাথা খাইবার চেষ্টা করে নাই।

"মজলিসের" একজোড়া সম্পাদক-দ্বিতীয় বর্ষে বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়েন। একজন স্ত্রীবিয়োগে—শান্তিহারা, অপরে অগাধ অর্থব্যয় করিয়া মুমূর্ষু পত্নীকে কোন রকমে রক্ষা করিয়াছেন; তাই দ্বিতীয় বৎসরে "মজলিস" ভাল জমে নাই। কখনও বেহালাখানা বেসুরা বলিয়াছে, তানপুরার তার ছিঁড়িয়াছে, পাখোয়াজের পাকা আওয়াজ ছেলের হাতের ট্যাম্‌টেমির মত বেতালে বাজিয়াছে—তবলাও অবলা গোঁয়ারের হাতের চড় খাইয়াছে। এই দুঃখেই বলিয়াছি—"মজলিস" যে তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল, ইহাতে আমাদের গৌরবের কথা কিছুই নাই। তবে আনন্দের কথা বটে। এই জন্য আনন্দের কথা—যে দেশে "বামদেবের" 'প্রতিমা"র অদৃষ্টে পুরা দুইবৎসর আলোচাল কাঁচকলা জুটে নাই, ঠাকুরদাসের "মালঞ্চ" বর্ষণাভাবে শুকাইয়াছে, তারাপ্রসন্নের "ভীমরতি" শ্মশানে নয় মাসের মধ্যেই চিতায় শুইয়াছে, সেই দেশে—"মজলিস" সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ৩ বছরে পা' দিয়াছে।

আমার বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই,—গজ দিয়া মাপা যায় এমন উপাধি নাই,—জানিয়া শুনিয়া এই অধমের উপর মজলিসের কর্তৃপক্ষ—মজলিস জমাইবার ভার দিয়াছেন। কিন্তু আমার আছে কি? আছে—জীর্ণ দেহে কণ্ঠাগত প্রাণ, আর সেই প্রাণের উপর মাতৃভাষার প্রতি মায়ের মত ভক্তি। আমার এ ভগ্ন কণ্ঠের কর্কশ কাকুতে মজলিস জমিবে কি?

যাক্। ভবিষ্যতের কথা এত আগে ভাবিয়া কাজ কি? ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনীর মত আমি না হয়—ভাঙ্গা বাগান লইয়াই ফুলের বাগান দিব। যাঁহারা ত্রিশ বৎসর ধরিয়া আমার অনেক ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়াছেন, অনেক আবদার সহিয়া আসিতেছেন,—আমার ভরসা কেবল তাঁহারা। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আবার আসরে নামিলাম। আমার আস পাশে—কর্ম্মক্ষেত্রে—যে সকল সহযোগী আছেন, কাহারও সহিত আমাদের বিবাদ নাই। মাতৃপূজার বিরাট যজ্ঞে—সকলেই আমাদের সহায় ও সহচর। তবে যদি কর্ত্তব্যের খাতিরে কখনও কাহারও নিন্দা করিয়া ফেলি—রসিক লোক সেটাকে ব্যজস্তুতি অলঙ্কার ভাবিলে কৃতার্থ হইব।

দুই তিনটী গ্রহ—গোড়া থেকেই আমাদের আমাদের উপর চটা। এটা ভাগ্য বৈগুণ্য। তাঁহারা আমাদের কাযা সুনজরে দেখিতে চাহেন না। তাঁহাদিগকে আর কি বলব? তাঁহাদের কাছেই আমরা আমাদের দীর্ঘজীবন ভিক্ষা চাই। কেননা "মজলিস" দীর্ঘজীবি হইলেই—তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। আমরাও ভাই ভাই মিলিয়া—তাঁহাদিগকে স্নেহের আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ক্ষুদ্র জীবন ধন্য মনে করিব।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

আধিভৌতিক ব্যাখ্যা।

কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিয়াই গীতা পাঠ করিলাম। বুঝিলাম—গীতার মত বিরাট শাস্ত্র আর জগতে নাই। গীতার উপদেশগুলি কেমন শিক্ষাপ্রদ! "কর্ম্মফল ঈশ্বরকে দিয়া নিশ্চিন্ত হও" শ্রীধর স্বামী টীকায় ইহার অর্থ লিখিয়াছেন—"মেয়ের বিবাহে ভদ্রাসন বাঁধা পড়িলেও দুঃখ করিও না। হে পার্থ! তুমি যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রোজগার করিয়াছ, তাহার ফলের অধিকারী তুমি নও, তুমি কর্ম্ম করিয়া যাও অর্থাৎ টাকা সংগ্রহ কর, সে টাকা বরের বাপকে দিতে হইবে।"

গীতার জ্ঞান পথ, কর্ম্মপথ ও ভক্তিপথ সকলেরই জানা আছে। ইহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তবে সকলেরই বুঝা উচিত—"হঠযোগী" অর্থে কন্যাকর্ত্তা। হঠযোগীর লক্ষণ—নিরাহার, উপবাস, জলে ভিজা, রৌদ্রে পোড়া, কৃচ্ছ্র সাধন, শেষে কৌপিন পরিধান। হঠযোগীর বিশ্বাস—"মৃত্যুরেব মুক্তিঃ অর্থাৎ শ্রীভগবান বলিতেছেন মরিলেই ইহাদের হাড় জুড়ায়।

যাঁহারা "রাজযোগী তাঁহাদের নাম "বরকর্ত্তা। জীবের হিতার্থে, জগতে তাঁহারা বিচরণ করেন। তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী, জ্ঞানমার্গ বিহারী, সুতরাং ইহ সংসারে সমাধি আসনে বসিয়া মহামুদ্রার আরাধনা করেন। নিপুণ স্বর্ণকার যেমন একতোলা পাকা সোনাকে পিটিয়া হাজার ইঞ্চি পাত প্রস্তুত করিতে পারে, বিবাহযোগ্য পুত্র থাকিলে, রাজ যোগীরাও তেমনি নিজের জীবাত্মাকে পিটিয়া লম্বা করিয়া থাকেন। এই লম্বা করার বৈজ্ঞানিক নাম—"আমিত্বের প্রসার"।

গীতার সবচেয়ে বাহাদুরী সাংখ্য মত খণ্ডনে। সাংখ্য দর্শন প্রকৃতি ও পুরুষ লইয়া। অর্থাৎ সাংখ্য শাস্ত্র কেবল বিবাহের ব্যবস্থা করিবার জন্য রচিত হইয়াছিল। প্রকৃতি কিনা মেয়ে মানুষের তিনটী গুণ। সেই তিনটী গুণের নাম সত্ব রজঃ তমঃ। কিন্তু দুঃখের বিষয় একটা মেয়ে মানুষের ভিতর এই তিনটা গুণ কখনই দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন মেয়ে দিনের বেলায় ঝগড়া করে, কেহ রাত্রে কলহ করে, কেহ সর্ব্বদা হাস্য মুখী, কেহ দিন রাত মানিনী, কেহ লম্প স্বামীর পদাঘাত সহিতে পারে, কেহ কেরাণী পতির কাছে হীরার গহনা চায়; স্ত্রী জাতির গুণের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্যই কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি। বল্লালসেন বলিয়াছেন উপযুক্তা স্ত্রী থাকিতেও কুলীনের ছেলে আবার বিবাহ করিবে। স্ত্রীর সংখ্যা যত বাড়িবে, সে স্বামী ততই বড় দরের কুলীন হইবে। অনেক বুদ্ধিমান বংশ রক্ষার জন্য বৃদ্ধ বয়সে আর একটা বিবাহ করে। একটা বিয়ের দোষ তাহাতে "ব্যালেন্স" থাকে না, কাজেই প্রত্যেক পুরুষেরই দুইটা বিবাহ করা আবশ্যক। যাঁকের দুইধারে দুইটী কলসী ঝুলাইয়া ভারীগণ জল তুলিয়া থাকে। এই জন্য ভারতে বহু বিবাহের প্রচলন হইয়াছিল। যে পুরুষ শিক্ষিত হইয়া দুই বিবাহে আপত্তি করিবেন, ঘরে একটী গৃহিণী থাকিলেও, বাহিরে তাঁহাকে একটী বাহিরাণীর যোগাড় করিতে হইবে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সকল জাতির পক্ষেই এইরূপ সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। এদেশে "গিন্নী বান্নি" বলিয়া একটা কথা আছে। 'গিন্নী" গৃহিণীর 'বান্নি" বাহিরাণীর অপভ্রংশ! গীতার শ্রোতা অর্জ্জুন বহু বিবাহ করিয়াছিলেন। বক্তা হৃষিকেশ তাঁহার তো কথাই নাই। রুক্মিণী সত্যভামার উপর ষোল শ গোপিনী! বুড়োবয়সে গোঁফে তা' দিয়া যাহারা উড়িতে চাহেন, মনুষ্য শরীরে তাঁহারাই দেবতা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মেয়ের বাপেরা "হঠযোগী"। ইহারা কারণদেহে অবস্থিতি করে। অম্লযান উদযান, যবক্ষারযান প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ ইহাদের আহার। ইহারা পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করে না। অথচ কর্ম্মফল মানে অর্থাৎ ধার করিয়া মেয়ে পার করে। শিব এম এ পড়েন নাই, কিন্তু নগদ দশ হাজারের দাবী করিয়াছিলেন। সেই জন্যই দক্ষ যজ্ঞ নষ্ট হইয়াছিল। সতী আফিং খাইয়া আত্মহত্যা করায়, আফিংএর দাম অসম্ভব চড়িয়াছে। পাছে কোন অভিমানিনী গলায় দড়ি দেন, তাই স্বদেশীর দল পাটের চাষ উঠাইতে ব্যস্ত। জলে ডোবা নিবারণ করিবার অজুহাতে সহরে জলের কল সৃষ্টি হইয়াছে।

যিনি বরপণ যোগাইতে পারেন, বুঝিতে হইবে প্রাণায়াম তাঁহার অভ্যাস আছে। জামাতাকে লুচী

ও গলদাচিংড়ীর কালিয়া খাওয়ানোর নাম প্রেম বৈচিত্র্য। যে ছাত্র কলেজে পড়ে তাহার সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধের নাম সম্মোহ। তাই গীতা বলেন "সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রম।"

পাশ করা ছেলের বাপ—ষড়রিপুর উত্তেজনা। কন্যা-কর্ত্তার পকেটে "কাম" বাস করে। দানের দ্রব্য উৎকৃষ্ট না হওয়ার নাম "ক্রোধ"। বর যাত্রীর জন্য লুচী তরকারীর আয়োজনকে "লোভ" বলে। বিবাহের পর মোহের আবির্ভাব। যথা—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু" ইত্যাদি। মেয়ের বাড়ী হইতে যাহারা তত্ত্বতাবাস লইয়া যায় তাহাদের প্রতি বরের মাতার যে আসক্তি, তাহাই মদ। কুটুম্বকে দু'কথা শুনাইয়া দেওয়া মাৎসর্য্য। রাজযোগীরা এই ছয় রিপুকে বশ করিয়া ফেলেন।

যে দ্রব্যের দ্বারা অতিকষ্টে স্ত্রী পরিবারের মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান করা যায়, তাহার নাম "বুদ্ধি"। বুদ্ধি দুই প্রকার। যে মহাপুরুষ অহিফেন দুগ্ধ ও রোহিত মৎস্যের মুড়ার প্রসাদে দেহ বজায় রাখিয়া মনটা ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করেন, তাহার বুদ্ধির নাম "সুবুদ্ধি" বা "উৎকৃষ্ট বুদ্ধি"। আর যাহারা সভা সমিতির ধার ধারে না, বক্তৃতা দিতে জানে না, চাষ করে, দোকান চালায়, বড় জোর আফিসে চাকুরী করে, খাজনা ও বাড়ী ভাড়া দেয়, রোগে ভোগে, ম্যালেরিয়ায় মরে তাহাদের বুদ্ধিকে "কুবুদ্ধি' বা "নষ্ট বুদ্ধি" বলে।

মেয়ে বারো বছরের হইলেই বুদ্ধি নাশ হইয়া থাকে। সুতরাং "বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি।" তথাপি মানুষ মৃত্যু নামক পদার্থটাকে ভয় করে। এই ভয়ের জন্য কেহ বাঁচিয়াও মরিয়া থাকে, কেহ বা মরিয়াও বাঁচে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত, শাস্ত্রে ডাক্তার ডাকিবার উপদেশ আছে। যাঁহাকে অনেক ডাকাডাকি করিয়া পাওয়া যায় যিনি 'ডাকাতি করিলেও দণ্ড দিবার কেহ নাই, এমন ব্যক্তিবিশেষকে ডাক্তার বলে। ব্যক্তি বিশেষ বলিবার উদ্দেশ্য ডাক্তার মেয়েও হইতে পারে, মরদও হইতে পারে। কিন্তু যদি দৈবাৎ ক্লীবলিঙ্গ হয়—তাহার শাস্ত্রীয় নাম "কবিরাজ'। কবিরাজের পুরুষত্বের প্রমাণ নাই, বোধ হয় সেই জন্যই "মদনানন্দ মোদক' সস্তা হইয়াছে। যাহারা 'মদনানন্দ মোদক' বিক্রয় করে তাহারা "ছাগলাদ্য ঘৃত" খায়। "ছাগলাদ্য ঘৃতের" মহিমায়—অনেক ঋষি নভেল লিখিতে শিখিয়াছেন। এই সকল নভেল পড়িয়া অনেকে 'মায়া' জড়িত হইয়াছে, অনেকে "অবিদ্যা' সার করিয়াছে। বেদান্ত শাস্ত্রে এ রহস্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

সাংখ্যকার বলেন—"ঈশ্বরাসিদ্ধে' অর্থাৎ যে পিতার পুত্রাপেক্ষা বেশী কন্যা জন্মায়, তিনি অজীর্ণ রোগগ্রস্ত হইয়া লিঙ্গ শরীর ধারণ করেন এবং পরিণামে তাঁহাকে মাছ ছাড়িয়া নিরামিষ, দুগ্ধ ছাড়িয়া ঘোল, তামাক ছাড়িয়া বিড়ী, এবং হ্যাট কোট ছাড়িয়া বদ্দর ধরিতে দেখা যায়। যে স্ত্রী অধিক সংখ্যায় কাল মেয়ে প্রসব করেন, তাঁহার স্বামী এও সদ্য ক্ষুধায় জ্বালায়—বগলামুখী স্তোত্র পাঠ করেন। বিলাতী বিবিরা পৌত্তলিক নহেন, তাঁহারা মূর্ত্তি পূজার বিরোধী, কাজেই তাঁহারা কাল মেয়ে প্রসব করেন না।

গীতায় অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দেখিয়া প্রথমটা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ "পার্থ" বলিয়া ডাকিতেন। বরপক্ষের হস্তে অর্থ দিতে পারিলেই, সংসারে "পার্থ" হওয়া যায়। পার্থরূপী কন্যাকর্ত্তা বিবাহ-রাত্রে বরযাত্রীর দল দেখিয়া "বিশ্বরূপ"উপলব্ধি করিয়া থাকেন। অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য হস্ত, অসংখ্য উদর—বাড়ীতে উপস্থিত হইলে বাস্তবিক মূর্চ্ছার উপক্রম হয়। শেষে অনেকগুলি মুখ, পেট, হাত, এক সঙ্গে মিলিয়া যখন দধিসন্দেশের ক্ষিপ্রতা গুণে হুস্‌হুস্ শব্দ করিতে থাকে, তখন ভীতত্রস্ত পার্থ যোড় হাতে প্রভুকে বলেন—হে দয়াময় হৃষিকেশ। আমি দরিদ্র, কন্যাভার পীড়িত, আর কেন ভয় দেখাও, তোমার ও বিশ্বরূপ সম্বরণ কর। দ্বিভুজ মুরলীধারী হও। অত হাত, অত মুখ, অত পেট—দেখাইয়া আর কেন বিড়ম্বনা কর?" হৃষিকেশ ভদ্রলোক হইলে, অর্জ্জুনের কথায় দ্বিভুজ ধারণ করেন অর্থাৎ এক পেয়ালা চা ও একটা পান খাইয়া অম্বলের বেয়ারামের দোহাই দিয়া সরিয়া পড়েন।

মহাভারতে অনেক "রাজযোগীর" বিবরণ আছে। এখন ব্যাসদেব বাঁচিয়া নাই, মহাভারত লিখিবার লোকের অত্যন্ত অভাব। কিন্তু "রাজযোগীর" অভাব

নাই। সম্প্রতি একজন রাজযোগীর সন্ধান আমরা পাই-য়াছি। ইনি প্রকৃতই মুমুক্ষু মহাপুরুষ। ইহার সংসার আশ্রমের নাম শ্রীল শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র তলাপাত্র। জাতি বিশ্ববরেণ্য ব্রাহ্মণ। শ্রেণী—বারেন্দ্র। রাজসাহী জেলায় সাইনগ্রাম এই মহাত্মার সিদ্ধ-পীঠ।

সত্যযুগে বিশ্বামিত্র মুনি রাজা হরিশ্চন্দ্রের দান-মাহাত্ম্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বর দিয়াছিলেন—"রাজন্! তুমি আত্মবিক্রয় ও স্ত্রীপুত্র বিক্রয় করিয়া আমার দক্ষিণার ঋণ পরিশোধ করিয়াছ। এই পুণ্যে কলিযুগে তুমি বরের বাপ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে এবং পুত্র বিক্রয় করিয়া টাকা লইবে।"

ঋষি বাক্য নিষ্ফল হইবার নহে। রাজা হরিশ্চন্দ্র 'তলাপাত্র' উপাধি লইয়া রাজসাহীর তপোবনে অবতীর্ণ হইলেন। যথাকালে তাঁহার পুত্র জন্মিল। পুত্র বিবাহ যোগ্য হইল। গুণাইসাড়া গ্রামের মতিলাল লাহিড়ীর কন্যার সঙ্গে সেই পুত্রের সম্বন্ধ ঘটিল। তলাপাত্র—পুত্রের দর দিলেন—২৮০৲ টাকা। মাঘমাসে কথাবার্ত্তা পাকা হইল, কিন্তু জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যেও হতভাগ্য লাহিড়ী সমস্ত টাকা যোগাড় করিতে পারিল না এখানেও গীতার হৃষিকেশ আসিয়া শাঁখে ফুঁ দিয়া বলিলেন—হে ধনঞ্জয় ভয় পাইও না,—সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য—এক মাত্র তলাপাত্রেরই শরণ গ্রহণ কর। যাহা হাতে আছে আপাততঃ বরকর্ত্তাকে তাহাই দাও, বিবাহ হইয়া যাক্। লাহিড়ীর মেয়ের রূপ ছিল, কাজেই তলাপাত্র সমস্ত টাকা না পাইয়াও বিবাহে সম্মতি দিলেন। লাহিড়ী ১০০৲ টাকা দিয়া কিস্তীবন্দী করিলেন, বিবাহ হইয়া গেল। কিছুদিন পরে লাহিড়ী বাকী টাকা লইয়া আসিলেন। কিন্তু টাকা দিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া—উদার চরিত বরকর্ত্তা—শতকরা ৫০৲ হিসাবে—একে একে চক্রবৃদ্ধি সুদ, কিস্তী খেলাপী সুদ, সুদের সুদ তস্য সুদ আদায় করিয়া লইলেন। তবে মেয়ে পাঠাইলেন।

আমরা কংগ্রেস কমিটির কাছে প্রার্থনা করিতেছি—এই আদর্শ' ত্যাগী তলাপাত্র মহাশয়কে মোহান্তের গদীতে বসাইয়া দেওয়া হউক। আর গবর্ণমেণ্টের কাছে প্রার্থনা করিতেছি—কন্যা-সম্প্রদানের পুরস্কার স্বরূপ লাহিড়ী বেচারাকে B. H. (ব্রোকন্ হার্ট) উপাধি দেওয়া হউক।

শ্যামার শ্যাম সাজ।

[শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার বসু]

শ্যামা তোরে শ্যাম সাজাই দেখি আয়।
হাতে ছড়ি বুকে ঘড়ী কেমন মানায়॥
পরাব চিকণ ধুতী সুড়ীদার গায়ে,
শোভিবে চকচকে পম্পশু মনোহর পায়ে।
বলিবে বিদেশী বুলি "Damn Devil" মায়ে,
দিবানিশি "মা-মা মাসী" সহ্য নাহি যায়॥
ইস্কুলে যাবে গো শ্যাম চুরুট মুখে দিয়ে,
পনর বছরে বাছার দিব একটি বিয়ে,
কাটিবি বঙ্কিম টেরী চশ্‌মা নাকে দিয়ে,
হেন ছেলে ক'টা মেলে কেবা কবে পায়॥

ইহ পরকালের দেবতা।

সদ্ধর্ম্ম-ব্রত শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কাব্যকণ্ঠ সাহিত্য-ভূষণ।

(১)

জনৈক উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলিষ্ঠ যুবক ব্যস্ততার সহিত একখানি দ্বিতল পাকাবাড়ীর অন্দরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"দিদি! ঝিকে বলো শিগ্‌গির বৈঠকখানার পাশের ঘরে একটা বিছানা পেতে দিগ্!

জনৈক শ্যামবর্ণা সধবা রমণী দ্রুতপদে সহোদরের নিকট উপস্থিত হইয়া ভাবী বিপদাশঙ্কাকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন "ক্যানো রে গোপাল! কি হ'য়েছে মাণিক?

ভ্রাতার বিপদাশঙ্কায় ভগ্নী ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন বুঝিয়া যুবক সহোদরাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—আমার কিছু হয় নেই দিদি! একটী ভদ্রলোক বড় রাস্তার উপর পড়ে গিয়ে বড়ই আঘাত পেয়েছেন, তাই তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে এসেছি।

রমণী মাতৃজনসুলভ মমতা মাখানো স্বরে বলিলেন আহা তা' বেশ করেছ ভাই! কই তিনি কই? চলো আমিই বিছানা পেতে দিই।

রমণী দ্রুতপদে আসিয়া বাহিরের ঘরে বিছানা পাতিয়া বলিলেন—কই গোপাল তোমার সে ভদ্রলোক কই?

যুবক বলিলেন—কৃষাণরা তাঁকে কাঁধে কোরে আস্তে আস্তে আন্‌ছে, হরি সঙ্গে আছে, আমি দৌড়ে চ'লে এসেছি।

আহা কি রকম কোরে তিনি পড়ে গেলেন মাণিক ?

তা' কি আর আমি দেখেছি, গয়লা পুকুরের ঘাটে পেছু হ'য়ে দাঁড়িয়ে আমি মালিদের কাজ দেখ্‌ছিলাম, এমন সময় "বাপ্‌রে" শব্দ শুনে ফিরে চেয়ে দেখি, খান দুই মটর গাড়ী নক্ষত্র বেগে ধুলো উড়িয়ে অন্ধকার কোরে চলে গেল, তারপর ধুলোগুলো সরে গেলে দেখ্‌তে পেলাম ভদ্রলোকটি রাস্তার পাশে প'ড়ে রয়েছেন।

রমণী বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সহোদরের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—আহা তারপর ?

তারপর বুঝ্‌লাম ভদ্রলোকটিই "বাপরে" শব্দ কোরে পড়ে গেছেন, সেইজন্য দৌড়ে গিয়ে তাঁর মুখে মাথায় জল দিলাম, দাঁত কপাটি খুলে দিলাম, বাতাস করতে লাগলাম।

আহা লোকটি বাঁচবেন তো ?

হাঁ তা' বাঁচবেন, চোখ মেলে চেয়েছেন, তবে কথা কিছু বল্‌তে পারছেন না, আঘাতটা খুব বেশীই মনে হচ্ছে, মুখ দিয়ে অনেক রক্ত পড়েছে, এখনও রক্ত পড়ছে।

লোকটি কি জাত ?

তিনি তো কথা ক'য়ে কিছু বলতে পারেন নেই। তবে গলায় পৈতা আছে, তর্জ্জনীতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মত অঙ্গুরী আছে, বোধ হয় ব্রাহ্মণই হবেন।

আহা তা' যে জাতই হোন্‌, বেশ করেছ তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে এসেছ ?

তুমি একটু দুধ গরম করো দিদি, আমি ডাক্তার কাকাকে ডেকে আনি।

আগে লোকটিই আসুন।

যুবক সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—এই যে এসেছেন দিদি!

রমণী ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, দে-দে হরি ওঁকে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দে।

হরি সৎশূদ্র জাতীয়, বাটির কৃষাণ, প্রয়োজন হইলে চাকরের কার্য্যও করিয়া থাকে।

ভদ্রলোকটিকে বিছানায় শোয়াইয়া যুবক তাঁহার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর বলিলেন দিদি! তুমি একটু দুধ গরম কোরে আনো ? আর হরি দা! তুমি ছুটে গিয়ে ডাক্তার কাকাকে ডেকে নিয়ে এসো ?

যুবক মনিবের বাটির কৃষাণ চাকরকে "দাদা" সম্বোধন করিতে দেখিয়া আমার সহরের পাঠক পাঠিকাগণ হয়ত নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন কিম্বা প্রৌঢ় লেখকের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে মনে করিবেন। কিন্তু এ দুর্দ্দিনে এখনও পল্লীগ্রামে ধনবান গৃহস্থের গৃহে বয়োবৃদ্ধ দাস দাসীগণকে বাটীর ছেলে মেয়েরা সুমধুর দাদা, কাকা, জেঠা, দিদি, খুড়ী, জেঠাই, মাসী, পিসি প্রভৃতি সম্বোধন করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য তাহাতে দাসদাসীদের নিকট ছেলেরা বাৎসল্য, স্নেহ, ভালবাসা প্রাপ্ত হয়।

হরি "যে আজ্ঞে" বলিয়া প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ডাক্তার ডাকিতে চলিয়া গেল।

যুবক স্বহস্তে ভদ্রলোকটিকে অল্প অল্প করিয়া পোয়াটাক গরম দুধ খাওয়াইয়া দিলে লোকটা অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইলেন। যুবক মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার কি কষ্ট হচ্ছে ?

ভদ্রলোকটী নিজ মস্তকে ও দক্ষিণ গণ্ডে হস্তার্পণ করিলেন, কিন্তু কিছু বলিতে পারিলেন না।

ডাক্তার বাবু আসিয়া রোগীকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—মাথায়, চোয়ালে, ও মুখের মধ্যে এবং দাঁতে খুবই বেশী আঘাত লেগেছে। দাঁতের গোড়া কেটে গিয়ে রক্তও বেরিয়েছে। সেইজন্য কথা কইতে পারছেন না, দুই একদিন কথা কইতেও পার্ব্বেন না, বেদনা আরও বেশী হবে। কথা কইতেও দেওয়া হবে না, তাতে এখনও রক্ত পড়বার সম্ভাবনা আছে।

যুবক বলিলেন, বেশ কাকা আপনি যা বল্‌বেন তা করতে হবে। ওঁর কথা কইবার প্রয়োজনই বা কি ?

ডাক্তার বাবু পার্শ্বে দণ্ডায়মানা প্রৌঢ় রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—জান গা গিন্নী মা! গোপাল বাবাজী বাপ পিতেমোর পাঠ রাখবে। জেঠামশায়, দাদাবাবু যেমন সকালে বিকালে গয়লা পুকুরের বাঁধা ঘাটে বসে থাক্‌তেন, আর রাস্তার লোককে ডেকে এনে যত্ন কোরে খাওয়াতেন, গোপাল বাবাজীও সেই রকম আরম্ভ করেছেন, রাস্তার পথিকরা জল খাবে, বিশ্রাম কর্ব্বে বলে জেঠামশায় ঐ গয়লা পুকুরের ঘাট বাঁধিয়ে চাঁদনি করে দিয়েছিলেন।

রমণী সহোদরের প্রশংসায় আহ্লাদিত হইয়া কৃতজ্ঞতার ভাষায় বলিলেন—তাই বলো কাকা! আপনাদের পাঁচজনার আশীর্ব্বাদে গোপাল যেন বেঁচে থাকে, যেন দীর্ঘজীবী হয়, গোপাল যেনো সহস্রপোষ্য হয়, গোপাল যেনো বাপ দাদার নাম রাখতে পারে।

তা' পার্ব্বে গিন্নি মা! তা' পার্ব্বে। সংকার্য্যের পুণ্যফল যাবে কোথায় মা? তার উপর তোমার ন্যায় দেবীর শিক্ষা দীক্ষা কি নিস্ফল হয় মা!

আমি আবার দেবী কিসে কাকা?

আমি ত তোমায় খোসামুদ করে বলি নেই মা? বিশখানা গ্রামের লোক যে তোমায় "মা ভগবতী" বলে মা!

আমার মত হতভাগিণী আবার "মা ভগবতী"! তুমি হাসালে কাকা?

না গো ক্ষেপা বেটী! হাসির কথা নয়। তোমার মত দয়া দাক্ষিণ্য মা ভগবতীরও আছে কিনা সন্দেহ! তাহলে আমি গিয়ে ভদ্রলোকটির ঔষধ পাঠিয়ে দিই গে।

রমণী বলিলেন তাই দাওগে কাকা! হরি! তুই গিয়ে ওষুধটা নিয়ে আয়। আপনি আর একবার এসে দেখে যাবেন কাকা।

তা' যাব মা, তা' যাব।

যুবক বলিলেন, ভদ্রলোকটি আজ কি খাবেন কাকা?

আজ আর কি খাবেন বাবা! আজ ঐ রকম গরম দুধই আরও দুই তিনবার খাবেন।

ডাক্তার বাবু ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

(২)

যুবকের নাম গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বয়ঃক্রম বাইশ বৎসর, অল্প বয়সে পিতৃ মাতৃহীন হওয়ায় জ্যেষ্ঠা ভগ্নী অন্নপূর্ণা সুন্দরী সহোদরকে লালন পালন করিয়া মানুষ করিয়াছেন। গোপালের অবস্থা ভাল, বাৎসরিক পাঁচ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী আছে, বাড়ীতে দশখানা লাঙ্গলের চাষ, তেজারতি কারবারও আছে। সাংসারিক কোন বিষয়ে গোপালের কোন কষ্ট নাই।

উনিশ বৎসর বয়সে গোপালের বিবাহ হইয়াছে। পত্নী প্রথম গর্ভবতী, জ্যেষ্ঠা ভগ্নী, ভ্রাতৃজায়াকে প্রসবের সময় পিত্রালয় পাঠাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু গোপালের শ্বশুর মহাশয় আসিয়া অন্নপূর্ণা সুন্দরীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কন্যাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছেন। উপস্থিত বাড়ীতে আছেন, গোপাল ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নী, আর আছেন গ্রামবাসী বিধবা বয়স্থা ব্রাহ্মণ কন্যা রাঁধুনী ব্রাহ্মণী এবং সৎ শুদ্র জাতীয়া জনৈক দাসী। অধিকন্তু রাখাল কৃষাণ দশ বার জন আছে, সকলেই দুইবেলা ভোজন করিয়া থাকে।

অন্নপূর্ণা সুন্দরী বুদ্ধিমতী রমণী। বাংলা লিখিতে পড়িতে জানেন। পিতৃদেবের পরলোক প্রাপ্তির পর তিনিই তত্ত্বাবধারণ করিয়া সহোদরের বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছেন। বাড়ীতে শিক্ষক রাখিয়া সহোদরকে লেখা পড়া শিখাইয়াছেন। সহোদরের উপনয়ন দিয়াছেন, নিজে সুন্দরী গুণবতী পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া ধুমধামের সহিত সহোদরের বিবাহ দিয়াছেন। বলা বাহুল্য অন্নপূর্ণা সুন্দরী সহোদরকে পুত্রাধিক স্নেহ করিয়া থাকেন, গোপালও সহোদরাকে মাতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। সহোদরার আদেশ সকল সময়েই অবনত মস্তকে পালন করেন।

অন্নপূর্ণা সুন্দরী সধবা, সধবার প্রধান চিহ্ন ললাটে সিন্দুর বিন্দু, পরিধানে পাড়ওয়ালা সাটী, বামহস্তে লৌহ বলয়, গাত্রে কয়েকখানি স্বর্ণালঙ্কার আছে, অধিকন্তু দুই বেলা আমিষান্ন ভোজন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাকে কেহ কোন দিন শ্বশুরালয় যাইতে দেখেন নাই, অথবা তাঁহার স্বামীও পত্নীর তল্লাস লইতে কোন দিন শ্বশুরালয় আগমন করেন নাই। তথাচ অন্নপূর্ণা সুন্দরীর মুখে কেহ কোনদিন স্বামীর নিন্দা শুনেন নাই। তাঁহার জননীর জীবিতাবস্থায়, কোন কোন দিন জননী জামাতার উপর ক্রোধ প্রকাশ করিলে, জামাতাকে গালাগালি দিলে অন্নপূর্ণা সুন্দরী অসন্তুষ্ট হইতেন, তিনি জননীকে বলিতেন, বিনা দোষে তাঁকে গালাগালি দাও কেন মা? স্বামী তো মাত্র ইহকালের সামগ্রী নয়, স্বামী মাত্র ভোগ বিলাসেরও আধার নয়, স্বামী ইহ পরকালের দেবতা।

অন্নপূর্ণা সুন্দরী সহোদর গোপালের অপেক্ষা পঞ্চদশ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠা। তিনিই পিতা মাতার সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সন্তান, তাঁহার পরে চারি পাঁচটি সহোদর সহোদরা জন্ম গ্রহণ করিলেও সকলেই শৈশবে মারা গিয়াছেন। অন্নপূর্ণা

সুন্দরীর বয়ক্রম সাঁইত্রিশ বৎসর, খর্ব্বাকৃতি, সন্তানাদি হয় নাই, কৈশোর হইতে একরূপ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছেন, সেই জন্য দৈহিক লালিত্যে তাঁহাকে পঞ্চ বিংশতি বৎসরের রমণী বলিয়া ভ্রম হয়।

অম্বুজা সুন্দরী আজন্ম পিতৃগৃহে অবস্থিতি করিতেছেন, গ্রামের কোন লোককে দেখিয়া তিনি মস্তকে অবগুণ্ঠন দান করেন না, সকলের সহিত সরল ও নির্ভীকভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই তাঁহাকে "গিন্নি মা" বলিয়া সম্বোধন করেন। তিনি আবাল্য দেব দ্বিজে ভক্তিমতী, পরোপকারই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, গ্রামে এমন কোন লোক নাই যিনি গিন্নি মায়ের দ্বারা কোন না কোন বিষয়ে উপকৃত।

অম্বুজা সুন্দরীর স্বভাব, চরিত্র, নারীত্ব ও মাতৃত্বের নিকট সকলেই অবনত মস্তক। পিতৃ পিতামহের প্রবর্ত্তিত বার মাসে তের পার্ব্বণ অনুষ্ঠান তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির রমণী, যৌবনেও কেহ কোন দিন কোন বিষয়ে তাঁহাকে বাচালতা প্রদর্শন করিতে দেখে নাই। গ্রামের জনৈক বয়োবৃদ্ধ, সচ্চরিত্র, বিশ্বস্ত, পিতৃ বন্ধু ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতার আমল হইতে সদর কর্ম্মচারী, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া অম্বুজা সুন্দরী সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এখন সহোদর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও অম্বুজা সুন্দরীর অনুমতি ব্যতীত কর্ম্মচারীরা কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পরোপকারই অম্বুজা সুন্দরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সহোদর মৃতকল্প প্রৌঢ় ব্রাহ্মণকে বাটীতে আনয়ন করায় দেবদ্বিজে ভক্তিমতী অম্বুজা সুন্দরী স্বহস্তে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক মহান চরিত্রে কাহারও কোন সন্দেহ না থাকায় গ্রামবাসী বা সদর নায়েব মহাশয় অপরিচিত প্রৌঢ় ব্রাহ্মণকে বাটীতে আশ্রয় দেওয়ায় কেহ কোনরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা করে নাই। বরং সকলেই একবাক্যে অম্বুজা সুন্দরীর ও গোপাল বাবুর দয়া দাক্ষিণ্যের সুখ্যাতি করিতেছেন। বনিয়াদী ধনবান, বিশেষতঃ বনিয়াদী ব্রাহ্মণ ধনবানগণের প্রশংসা-গীতিতে গ্রাম মুখর করিয়া তুলিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

রঙ্গ-রহস্য।

বাঘের বিবাহ।

(রায় শ্রীবিনোদবিহারী বসু বি, এ।)

এক বাঘের স্ত্রী বিয়োগ হওয়ায় সে পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হয়। জঙ্গলে অনেক অনুসন্ধান করে, কিন্তু সুপাত্রী পায় না, অবশেষে জানিতে পারে যে লোকালয়ে "প্রজাপতি আপিস" বলিয়া এক ঘটকালীর আপিস আছে; সেখানকার ম্যানেজার খুব তুখোড় লোক অনেক রকম বিবাহের যোগাযোগ করিয়া থাকে। বাঘ একদিন নির্জ্জনে সেই ম্যানেজারকে পাইয়া বিশেষ বিনয় সহকারে সকল অবস্থা জানাইয়া একটী সুপাত্রী স্থির করিয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। ম্যানেজার অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়ে, অগত্যা কিন্তু স্বীকার করিতে হয়; তবে বলে তাড়াতাড়ি করিলে চলিবে না, কিছু বিলম্ব হইবে। বাঘ তখন জিজ্ঞাসা করিল খরচ পত্র কিরূপ লাগিবে? বেচারা আর কি বলে—বলিল যা তুমি দিতে সক্ষম হইবে। বাঘ খুসী হইয়া চলিয়া গেল এবং প্রায়ই টাকা, গহনা কাপড়, চোপড় আনিয়া দিত ও পাত্রীর জন্য তাগাদা করিত। দুর্ভাবনায় ম্যানেজারের কিন্তু আহার নিদ্রা ত্যাগ হইল। বাঘের বিবাহ বড় সোজা কথা নয়। অনেকদিন নানা ওজরে মাটাল করিয়া কাটাইল কিন্তু বাঘ আর শোনে না। একদিন বলিয়া বসিল "কাল যদি বিবাহ না হয় তাহা হইলে তোমাকে সবংশে খাইয়া ফেলিব।" সর্ব্বনাশ! ম্যানেজার কাঁপিতে কাঁপিতে পাঁজী দেখিয়া বলিল, কাল দিন ভাল নয়, পরশ্বঃ ভোরে অতি উত্তম লগ্ন আছে, কিন্তু সন্ধ্যা হইতে অধিবাস আরম্ভ করিতে হইবে, কারণ এ বিবাহে অধিবাসের ব্যাপারই প্রশস্ত ও মাঙ্গলিক কার্য্য। বাঘ খুব খুসী হইয়া ভালরূপ ঘটক বিদায় করিবে বলিয়া চলিয়া গেল। পরে নিরূপিত সময়ে বাঘ বর সাজিয়া আসিয়া উপস্থিত। ম্যানেজার একটী বড় থলে লইয়া প্রস্তুত ছিল এবং বাঘকে বলিল, অধিবাসের জন্য থলের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। বাঘ তাহাই করিল। ম্যানেজার থলের মুখ ভাল করিয়া দড়ী দিয়া বাঁধিয়া লগুড়াঘাত করিতে লাগিল ও বলিল এইবার প্রকৃত অধিবাস আরম্ভ হইল। আঘাত ক্রমশঃই গুরুতর হইতে লাগিল, বাঘ বেচারীও তাহা নীরবে সহ্য করিতে লাগিল—বিয়ে পাগলা কি না! মধ্যে মধ্যে কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করে "ঘটক মশায় অধিবাস আর কতক্ষণ চলিবে? দেখ্‌বেন যেন লগ্নভ্রষ্ট না হয়।" ঘটক ঠাকুর বলেন "এই যে বাবা, পাত্রী এলো বলে, এলেই অধিবাস বন্ধ হবে, লগ্ন ভ্রষ্ট হবে কেন বাবা, কোন চিন্তা নাই।" প্রহারের চোটে বাঘের ক্রমশঃ নড়ন চড়ন বন্ধ

হইল এবং অবশেষে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, ঘটক বাঘকে ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া মনে করিল বাঘ মরিয়া গিয়াছে, একারণ কয়েকজনে ধরাধরি করিয়া থলে বাঁধা বাঘকে নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দিল। ভাসিতে ভাসিতে ভোর বেলায় নদী কিনারার এক জঙ্গলের ধারে থলে আটকাইয়া গেল এবং জল পাইয়া বাঘের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। এদিকে জলের স্রোতে এবং বাঘের নড়ন চড়নে থলের মুখও খুলিয়া আসিয়াছিল। তখন বাঘ থলে হইতে বাহির হইয়া তীরে উঠিল। উঠিয়াই দেখে এক পরমা সুন্দরী বাঘিনী কয়েকটী শিশু সহ সেখানে বিচরণ করিতেছে। তাহার বাঘটী সংপ্রতি শিকারীর গুলিতে দেহ রক্ষা করিয়াছিল। বাঘিনী বাঘকে দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইল। বর ও ঘটক ঠাকুরের বন্দোবস্তের জন্য এবং অধিবাসের ঘটায় লগ্ন ভ্রষ্ট হয় নাই দেখিয়া মহা খুসী হইল ও ভালরূপ ঘটক বিদায় করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। শুভ লগ্নে বিবাহ হইয়া গেল ও তাহারা পরম সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে বাঘের কুটুম্ সাক্ষাৎ সকলেই এই বিবাহের সংবাদ পাইল। কিছুদিন পরে বাঘের এক বৈবাহিক আসিয়া জানাইল "বেই।" তোমার বেহানটি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আমি পুনরায় বিবাহ করিব, অতএব যে ঘটক তোমার বিবাহ দিয়াছে তাহার ঠিকানা বলিয়া দাও, আর খরচ পত্রইবা কিরূপ করিতে হইবে বল।" তাহাতে সে বলিল "বেই।" ঘটক মহাশয় খুব যোগাড়ে বটে, বিয়েরও একটা ঠিকানা করে দেবেন, খরচ পত্রও এমন বিশেষ কিছু করিতে হইবে না, তবে অধিবাসে টিকিলে হয়।"

সমালোচনা।

হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান সমস্যা—শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বিশী এম, এ বি-এল মহাশয় সিরাজগঞ্জ হিন্দু কন্‌ফারেন্সে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, আমরা বহুদিন হইল সেই অভিভাষণ খানি সমালোচনার্থ পাইয়াছিলাম ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এতদিন স্থানাভাবে তাহা প্রকাশ করিতে পারি নাই। শৈলেশ বাবু বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। "জনসেবক" পত্রের সম্পাদকতা করিয়া তিনি ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান অভিভাষণে তিনি যে মনের উদারতা দেখাইয়াছেন তাহা হিন্দু মাত্রেরই অনুকরণীয়। তিনি একজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণ হইয়াও যেরূপ অকুতোভয়ে "অস্পৃশ্যতা" দোষ দূর করিবার জন্য বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের ঔদার্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। হিন্দু মোসলমানের একতা ও নির্য্যাতিতা নারীদের সমাজ গ্রহণেরও স্বপক্ষে তিনি অনেক যুক্তি তর্ক দেখাইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছি। তিনি বর্ত্তমান দেশকাল পাত্রের উপযোগী কথাই বলিয়াছেন। ৫নং সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে এই অভিভাষণের এক এক খণ্ড লইয়া আমরা প্রত্যেককে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

হীরালাল দে এণ্ড কোং

কার্‌বাইড বা গ্যাসের মসলা, গ্যাসের সরঞ্জাম, গ্রামোফন, রেকর্ড, পিন
ইত্যাদি আমদানীকারক ও বিক্রেতা।
জি ১৪৪।৪ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ফোন ৪১৬১ টেলি, "এসিটিলিন"

কেশব লাল রায় এণ্ড ব্রাদার্স।

আমরা সকল রকম রূপার বাসন, শিল্ড, কাপ, টিসেট্, জগ, মগ, কার্ডকেস প্রভৃতি অবিকল বিলাতী ধরণে অথচ অতি সুলভে প্রস্তুত ও বিক্রয় করিয়া থাকি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৭নং স্মৃতিভূষণ লেন দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রাজভোগ চাউল।

যাহার আস্বাদ জীবনে ভোলা যায় না, রোগীর পথ্য, ভোগীর বিলাসের সামগ্রী, যোগীর সাত্ত্বিক আহার; ১০ মিনিটে সিদ্ধ হয়, ভাতে প্রায় ৫ গুণ বাড়ে। এক একটী চাউল সিদ্ধ হইলে প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি লম্বা ও যুঁই ফুল সদৃশ হাল্কা ও শুভ্র এবং সুগন্ধযুক্ত হয়।

২॥০ ভরি চাউলে ১ সের দুধে সুগন্ধযুক্ত পায়স হয়।

মূল্য ১ পাউণ্ড প্যাকেট ৮/০ ২ পাউণ্ড ॥০ ৩ প্যাকেট এক সঙ্গে ৮৵০ প্রতি প্যাকেট দেওয়া হয়।

আপনার সন্নিকট মনোহারি কি ঔষধের দোকানে জিজ্ঞাসা করুন, বা পান,

প্রাপ্তির প্রধানস্থান,—

আন্ন বর্দ্ধণ।

৭ নং ভবানী দত্ত লেন
(কলেজ ষ্ট্রীটের নিকট) কলিকাতা।

আর ইঞ্জেকসনের আবশ্যক নাই

গণপত্য চূর্ণ

ব্যবহারে

২৪ঘণ্টায় রক্তআমাশা বা আমাশার উপকার হইবে

৭ মাত্রা ॥০ আনা।

কবিরাজ শ্রীকালীভূষণ সেন, কবিরত্ন

৩নং কুমারটুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Regd. No. C. 1106

৩য় বর্ষ সাপ্তাহিক পত্রিকা। ২য় সংখ্যা

১৩৩১ সাল, ১০ই শ্রাবণ শনিবার, নগদ মূল্য ১০ পয়সা।

সম্পাদক শ্রীব্রজবল্লভ রায় ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস-বৈঠক

'মজলিস'-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :-

মহারাজা জগদিন্দ্র নাথ রায় (নাটোর) মহারাজা ক্ষৌণীশ চন্দ্র রায় বাহাদুর, মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই,ই, মহারাজা জগদীশ নাথ রায় বাহাদুর (দিনাজপুর) রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর (নশীপুর) রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ, আর, সি, আই, (সন্তোষ), রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজা-কুমার যোগীন্দ্র নাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্ব্বেল প্যালেস) শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম-এ, বি-এল, জমিদার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার (ঢাকুরিয়া) শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার শ্রীযুক্ত অতুলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল) শ্রীবসন্তপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা); শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যা কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ সত্ত্বাধিকারীর ইলিয়ট এণ্ড কোম্পানী, শ্রীযুক্ত কিষনচাঁদ বড়াল জমিদার শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার শ্রীযুক্ত নবীন প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মল্লিক জমিদার ও অনারারি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী জমিদার, শ্রীযুক্ত নফরলাল দত্ত জমিদার শ্রীযুক্ত শচীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলেন্দু তর্কতীর্থ কলিকাতা, শ্রীযুক্ত মণিলাল সাহা জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল হিম্মতসিং (সলিসিটর). রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি) ডাক্তার শ্রীনিশিকান্ত মজুমদার, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দে জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি (সত্ত্বাধিকারী মেসার্স অর ডিগনাম এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসন্ন ঘোষ জমিদার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলী) শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্য-বিনোদ (লাক্ষপুর), শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু এফ আর, জি, এস, শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্ত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত হরিধন নাগ (ম্যানেজার বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া) শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বোস, শ্যামপুকুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র উকীল আলিপুর, কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়) শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার সেন, (মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন এম-এ, এল-এম এস মহাশয়ের কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদ ভবন) শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চন্দ্র জমিদার, শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার।

মজলিস-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইলে মাসিক বা বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

মজলিস

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা।

(ক)

গুপ্তি পাড়ায় বহুদিন বাস
মুখুয্যে—রামকান্ত,
বড় ধার্ম্মিক, শ্রেষ্ঠ কুলীন,
সরল-স্বভাব শান্ত।
গ্রামের পাণ্ডা ইতর ভদ্র—
সকলেই তাঁর বাধ্য।
প্রতিবেশী সনে সদ্ভাব রেখে
চলিতেন যথাসাধ্য।
জমী জমা ছিল ভাগে বিলি ক'রে
পেতেন ক্ষেতের শস্য।
ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী ছাড়া,
ছিলনা অপর পোষ্য।
ষাট বাষট্টি বছর বয়স,
জীবনে ঘনায় সন্ধ্যা,
কষ্ট কেবল হয়নি পুত্র
ব্রাহ্মণী চির বন্ধ্যা।
কত দেবতার মাদুলী কবচ
পরেছেন হায় গিন্নী;
মেনেছেন কত ক্ষীর সন্দেশ,
সত্যপীরের সিন্নি।
মোহন্ত ভয়ে দৈননিক শুধু,
তারকেশ্বরে ধন্না।
পুকুরেতে মাছ, গোয়ালেতে গরু
সুখে চলে ঘরকন্না।
সতত চিন্তা সন্তান বিনে
কেবা রে বংশ রক্ষে।
ইচ্ছাটা মনে বিবাহ আবার
করেন দ্বিতীয় পক্ষে।

(খ)

ব্রাহ্মণী দিল সম্মতি তায়,
বুড়ার বাড়িল ভর্সা;
বিনা চেষ্টায় পাত্রী মিলিল,
রং তা'র খুব ফর্সা।
ভাদ্রমাসের ভরা নদী যেন—
ষোল বছরের কন্যে।
পারেনিক বাপ বিয়ে দিতে তা'র
অর্থাভাবের জন্যে।
সুন্দরী মেয়ে পছন্দ হ'ল,
সেই দিনই দিন ধার্য্য।
পুরুত ঠাকুর পড়িল মন্ত্র
চুকে গেল শুভ কার্য্য!
হ'কনা বৃদ্ধ পয়সাতো আছে,
এবর যে শিব তুল্য,
সন্তান আশে বউ ঘরে এলে
ব্রাহ্মণী বড় ফুল্ল!!

(গ)

প্রথম পত্নী সব কাজ করে,
পাট, ঝাঁট, সেবা, রান্না,
খা'ন দা'ন আর নভেল পড়েন,
নূতন বধূসে "পান্না"।

কণ্ঠের হার, আদরের ধন,
মহাশক্তির অংশ ;
এই বউ হ'তে রক্ষা যে হবে
তেজ চন্দ্রের বংশ ! ! !
দিন রাত দ্বিজ পড়েন স্তোত্র
নবীনার পদ প্রান্তে
"অয়ি প্রাণ প্রিয়ে। চন্দ্র বদনি!
হৃদয়েশ্বরি! কান্তে।
আমি ভগীরথ, তুমিলো গঙ্গা,
এজগতে আমি ধন্য।
শঙ্খ বাজায়ে এনেছি তোমায়
কুল উদ্ধার জন্য।"
তোক্‌লা মুখেতে প্রেম সম্ভাষ,
জ্বলে যুবতীর মর্ম্ম।
নির্দ্দয় বিধি! কোন অপরাধে
করিলে এমন কর্ম্ম ?

(ঘ)

বসন্ত গেল, গ্রীষ্ম আসিল
ইস্কুল হ'ল বন্ধ।
ভগ্নীর বাড়ী বেড়াইতে এল
বড় বো'র ভাই "নন্দ।"
সহরে সে থাকে, দেছে দু'টো পাশ
বয়স যখন চোদ্দ,
প'ড়ে ফেলেছিল চরিত্র হীন"
রবি ঠাকুরের পদ্য।
কাব্যি বুঝেছে আঠারো বছরে
চেয়ে থেকে শুধু শূন্যে ;
Marriage র আগে Love সে জেনেছে
মেসের ঝীয়ের পুণ্যে।
'সেলিমসু' পায়, পাঞ্জাবী গায়,
সামনের চুল মস্ত।
সভ্য হ'য়ে সে হিন্দুয়ানীর
উপরে খড়্গহস্ত।
এহেন শ্যালক পল্লীগ্রামেতে,
বাড়িল আদর যত্ন!

ছোট বো'র সনে জন্মিল ভাব,
রতনেই চেনে রত্ন!
সতীনের ভাই জানে কত ঢং
গান, গল্প ও ঠাট্টা।
গৃহে ফিরিবার নামও করে না,
নিলে মৌরসী পাট্টা!
সমস্ত দিন বুড়ো মাঠে ঘোরে,
জল কাদা মেখে অঙ্গে।
"নন্দ দুলাল" 'বিন্তি খেলেন,
"পান্নামণির" সঙ্গে!
বড় বো সদা ঝঞ্ঝাটে থাকে,
এদের হইল সন্ধি।
মুখুয্যে ভোলে মিষ্টি কথায়
জানে ধনী কত ফন্দী।
বৃদ্ধের বিয়ে পরহিত তরে,
প্রেমের দেবতা অন্ধ।
শালা বাবু খায় মাংস পোলাও,
মোদক মদনানন্দ।

(ঙ)

একদা হঠাৎ ব্রাহ্মণ এসে—
দেখিলেন জ্ঞান চক্ষে।
শালা, ছোট বৌ, মত্ত আলাপে,
তাঁহারই শয়ন কক্ষে।
অসময়ে হেরি' পতির উদয়,
কিশোরীর এলো কম্প,
বেগতিক বুঝে লজ্জায় বঁধু
বাগানে মারিল লম্ফ।
সেই দিন থেকে মুখুয্যে আর
কোথাও করে না যাত্রা।
বেদান্ত মতে দিল বাড়াইয়া
আফিমের কিছু মাত্রা।
বড় বৌ—ঢালে স্বামীর মুখেতে
তিনসের খাঁটি দুগ্ধ।
ক্রমে ব্রাহ্মণ সমাধি মগ্ন,
কৃষ্ণের প্রেমে মুগ্ধ।

পীরিতে কালায় অপূর্ব্ব রস,
রসিক জানে এ তত্ত্ব।
শালা ও ভগ্নী পতির বিবাদ
লইয়া দখলী স্বত্ব।

(চ)

হু'তিন হাজার টাকার গহণা—
ছিল রূপসীর গাত্রে,
সুপ্ত স্বামীরে ফেলে একদিন—
তিরোভাব, ধনী রাত্রে!
পলিত মুণ্ড, লোলিত চর্ম্ম,
একটিও নাই দন্ত।
তবু আসক্তি রমণীরা প্রেমে,
আশার নাহিক অন্ত!
ইংরেজ! তুমি শাসিছ রাজ্য
প্রজাহিতে তব দৃষ্টি।
বুড়ো বরে দিতে ঠাণ্ডা গারদে
আইন—করনি সৃষ্টি?
তোমার কৃপায় পার পেয়ে যায়,
সাধুবেশী কত ভণ্ড;—
সত্যের তরে প্রাণ ঢালে যারা
তা'দেরি লিখেছ দণ্ড?
বৃদ্ধের বিয়ে রাজনীতি নয়,
তাই বুঝি দোষ নাস্তি?
হে ধর্ম্মরাজ! তোমার বিচারে
বুড়োরা পাবে না শাস্তি?

লেখকের উক্তি—

এমনি কারণে কবিতা লিখব
জড়ো করে শুধু শব্দ।
মাঝে মাঝে তাহা "মজলিসে" ছেপে
পাঠকে করিব জব্দ।

স-কার, বকার।

স্বনাম খ্যাত সাময়িক পত্র সম্পাদক সরকার মহাশয়, সাধ্বী সহধর্ম্মিনী সত্বেও, সম্প্রতি আবার একটী সুন্দরীকে মৃতহিবুক যোগে সাথী করিয়া ফেলিয়াছেন। সেজন্য আমাদের কোন সহযোগী সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। সুবিখ্যাত সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন সহযোগীর সম্মুখে সভায় স্বীকার করিয়াছেন—সে'দিন তিনি সুহৃদবর সরকারের সাদর আহ্বানেও, সবান্ধবে সমুপস্থিত থাকিয়া, সন্দেশ সর-পুরিয়া, সরবতাদি সুমিষ্ট দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করেন নাই। সাহিত্যিকের এই সত্য কথায় সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। সরকার মহাশয়ের সাফাই এই যে সমুদ্রে শয্যা পাতিতে সাহস করিয়াছে, সে কি 'শিশিরে' ভয় করে?

আমরা "মজলিসের" মালসী অর্থাৎ ধামাধরা,—আমাদের সানুনয় প্রার্থনা সরকার মহাশয় সংসারে সদানন্দে সুস্থশরীরে থাকুন, সতীনে সতীনে সদ্ভাব থাক, সত্যভামা রুক্মিণীর সিঁথির সিন্দুর সমুজ্জ্বল হ'ক।

সহযোগীকে সবিনয়ে সুধাইতেছি—সরকারের সাদীতে সন্তাপের কারণ কি? এযে সকার বকারের দেশ! আমাদের সর্ব্বত্রে সর্ব্বস্বে, 'সকার' আর 'বকার' সগৌরবে বিরাজিত! কথাটা ভাঙ্গিয়াই বলি! প্রথমেই 'সকারের নমুনা দিই।

প্রথমেই ধরুন তারকেশ্বরের কথা। 'তারকেশ্বর' সতীর পীঠস্থান' সদাশিবের সাধের সংসার। এখানে সকল জাতির সকলশ্রেণীর সকল গৃহের মা লক্ষ্মীরা, সংসারের শুভকামনাতে সমবেত হন। কিন্তু এই সতী সেবিত সুপবিত্র স্থানের যিনি "সংরক্ষক, তাঁহার সুনজরে "সধবা বিধবা নাস্তি নাস্তি স্বস্থ-সুতা মাতা"।

তারকেশ্বর সোণার বাঙ্গলার শান্তি তীর্থ। তীর্থে সাধারণের সমান অধিকার। কিন্তু এই স্বেচ্ছাচারী সন্ন্যাসী বেশ ধারী, সতীর সতীত্বাপহারী, সেবায়েৎটী সাধারণের তীর্থকে স্বীয় সাম্রাজ্যের সামিল করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার সুউচ্চ, সুবৃহৎ সৌধশির সুনীল গগণ স্পর্শী; সাত পুরু গদীর উপর—সালঙ্কারা সীমন্তিনী সমূহের দ্বারা সযত্নে রচিত সুকোমল শুভ্র শয্যা। স্বর্ণ পাত্রে সুরভি অন্ন সেবা; স্নিগ্ধ সাটিনের সুরঞ্জিত গৈরিক বস্ত্র। সাঁচ্চার কাজকরা সট্‌কায় সরপোষ সম্পূটিত সাপিকা কলিকায়, সুগন্ধী অম্বুরীর ধূম পান। সংগোপনে সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া, সহাস্যমুখী সুন্দরী কণ্ঠের সরস সঙ্গীত শ্রবণ। সম্ভব ও সুযোগ হইলে সেরি স্যাম্পিন সোডাসাদির স্বাদ গ্রহণ। সাধারণের অর্থে—স্বার্থ সিদ্ধি।

এখন আমরা চাই—এই মহাতীর্থের সংস্কার। সেজন্য সর্ব্বাগ্রেই সচেষ্ট হইয়াছেন স্থবির সাধু স্বামী সচ্চিদানন্দ। স্বামীজির স্থির সংকল্প সয়তান ধর্ম্মী সতীশ গিরিকে সন্তাড়িত করা। স্বামীজির সাগ্রহ সাধনে সুপ্ত সমাজ সাড়া দিয়াছে। স্ত্রী পুরুষ সকলেই সদলে বাহির হইয়া সৎকার্য্য সামর্থ্যানুযায়ী সাহায্য করিতেছেন। সত্যগ্রহ সুরু হইয়াছে। স্বেচ্ছা-সেবক, মহাবীর সম্প্রদায়, স্বদেশ-কর্ম্মী সকলের শুভ সমাবেশে সম্বলহীন সামান্য লোকের জন্যেও সদাশিবের সন্দর্শন সুগম হইয়া উঠিয়াছে! সত্যগ্রহ সমর্থন করিয়া, সর্ব্বজন প্রিয় স্বরাজনেতা, স্বার্থত্যাগী সি, আর দাস প্রভৃতির সিংহাসন টলিয়াছে। সতীপীঠের সংস্কারে সকলেরই সম্মতি পাওয়া গিয়াছে। কেবল সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার অবতার, সরকার এমন সঙ্গত ব্যাপারটাকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিয়া স্বদেশীদের চালবাজী বলিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছেন! সুযুক্তিবলে সাধারণের স্থান সতীশ গিরির স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছে। সিংহদ্বারের সন্নিকটে সত্যগ্রহীগণ শান্তি রক্ষকের সনাতন যাত্রায় বাধা পড়িতেছে। তাহারা সংযমী স্বদেশ সেবক, সংশয় শূন্য সকলেই সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। তাহাদের সহিষ্ণুতার সীমা নাই।

সতীশ গিরি সিংহ সংস্থাপিত সার মেষের মত সিদ্ধ পীঠ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। সুযোগ্য শিষ্যটা নাকি স-সাগরা ধরা শাসনে স্বপ্ন দেখিতেছে। সুদূর পশ্চিমে সূর্য্যকিরণ তপ্ত সৈকত কণার ন্যায় সতীশ গিরি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সমীপে স্বীয় দর্প প্রচার করিতেছে। সে সবাইকে বলিতেছে আমার প্রতি সরকারের সহানুভূতি; আমার সৌভাগ্য সুনিশ্চিত! সহরের কেহ কেহ নাকি সতীশ গিরির সৌজন্যে সদালাপে মুগ্ধ। সিন্দুকে সঞ্চিত ভাণ্ডারিণ তাহাকে সর্ব্ববিজয়ী কবচ পরাইয়াছে।

এদিকে সংবাদ পত্রে পড়িতেছি, 'সচ্চিদানন্দ' সবল সঞ্চলিত লগুড়ে সাংঘাতিক আহত। অবস্থা সঙ্কট সঙ্কুল। সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দ শীর্ণ দেহে শোণিত বমন করিয়াছেন। জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাধারণ কয়েদীর মত সত্যাগ্রহীদের সাজা দিতেছেন।

এক তারকেশ্বরেই কত সকার দেখিবে?

ইহ পরকালের দেবতা।

সদ্ধর্ম্মব্রত

শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, সাহিত্যভূষণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ আজ তিন দিন গোপাল বাবুর গৃহে আগমন করিয়াছেন। এই তিন দিন তিনি কথা কহিতে চেষ্টা করিলেও ডাক্তার বাবুর আদেশে তাঁহাকে কথা কহিতে দেওয়া হয় নাই। আজ ডাক্তার বাবু বলিয়া গিয়াছেন, এখন উনি কথা কহিতে পারেন, আর কোন আশঙ্কা নাই। তবে বেশী কথা না কহাই ভাল। আজ ব্রাহ্মণ অন্ন পথ্য করিলেন!

হাড়া পাড়ার একটি হাড়ীর মেয়ের উদরাময় হওয়ায় অন্নপূর্ণা সুন্দরী বার্লি ও গাঁদাল পাতার ঝোল লইয়া তাহাকে খাওয়াইতে গিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমনের পর স্নানাহার সমাপনান্তে অন্নপূর্ণা সুন্দরী আসিয়া ব্রাহ্মণের শিয়রে স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিলেন। এবং হরিনাম করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ আপনার খাবার সময় আমি থাকতে পারি নেই, ঝোল ভাত বেশ ভাল লেগেছিল তো?

ব্রাহ্মণ সজলনয়নে উত্তর করিলেন—শ্রদ্ধার দান সকল সময়েই মিষ্টি! আজ যেমন তৃপ্তির সহিত খেয়েছি, এমন পাওয়া বহুদিন খাই নাই।

কদিন খান নেই বলেই বোধ হয়, বেশী মিষ্টি লেগেছে, নইলে শুধু দুটো ঝোল ভাত আর—

ব্রাহ্মণ বাধা দিয়া বলিলেন,—আজ্ঞে না, ঝোল ভাত প্রায় রোজই খাই কিন্তু সত্যই এমন ঝোল ভাত বহুদিন খাই নেই।

অন্নপূর্ণা সুন্দরী দুঃখিতভাবে বলিলেন—রোজ ঝোল ভাত খান কেনে? আপনার কি কোন অসুখ আছে নাকি?

অসুখ?—না, দেহের অসুখ তেমণ কিছুনেই, অসুখ বিসুখ আমার বড় হয় না।

তবে রোজ ঝোল ভাত খান কেনে?

নিজে রেঁধে খাই কাজেই ডাল তরকারী রান্না সব দিন ঘটে উঠে না, ঝোল ভাতই হয় আর নয় ভাতে ভাত।

নিজে রেঁধে খান্!—ক্যানো?

ইহ সংসারে আমার তেমন কেউ নেই।

আহা আপনার কেউ নেই?

আপনি জীবন দাতৃ! আপনার সমক্ষে মিছে কথা বলা অকর্ত্তব্য। আমার সব গেছে অথচ কেউ নেই।

কি রকম?

সে দুঃখের কথা আর আপনার শুনে কাজ নেই। আপনি যে রকম দয়াবতী তাতে হয়ত আপনার কষ্ট হবে।

না আমার কষ্ট হবে না। তবে আপনার আপত্তি থাকে তো বলবার দরকার নেই।

আজ্ঞে না, আমার কোন আপত্তি নেই। আপনি আশ্রয় দিয়ে সেবা শুশ্রূষা করে এই অভাগার প্রাণদান দিয়েছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত বোধ হয় আমার পরিচয়ও পান নেই।

না, আপনার পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় নেই!

এ হতভাগার পরিচয় বোধ হয় আপনার ভাল লাগবে না।

তা' লাগবে, আপনি বলুন।

আমি উপর্য্যুপরি চার বার বিবাহ করেছিলাম

কি—ন—তু?

আহা চার জনই বুঝি মারা গেছেন?

আজ্ঞে না, প্রথমা স্ত্রীকে বিবাহের পরদিনই পরিত্যাগ করি। কিন্তু তিনি এখনও জীবিত আছেন। তারপর পর্ পর্ দুই বিবাহ করি কিন্তু তাঁরা দুজনই মারা গেছেন তারপর শেষ যাঁকে বিবাহ করেছিলাম তিনি আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছেন।

স্ত্রীলোক স্বামী ত্যাগ করে চলে গেছেন? কি রকম?

হ্যাঁ তা যাবে বই কি! তা না গেলে আমার মহাপাপের মহা প্রায়শ্চিত্ত হবে কেমন করে? পাপের ফল যাবে কোথায়?

কি রকম?

আমি বিনা দোষে প্রথমা স্ত্রীকে বিবাহের পরদিনই পরিত্যাগ করেছিলাম। স্বামী যদি বিনা দোষে স্ত্রীকে ত্যাগ কর্ত্তে পারে তাহলে স্ত্রীই বা স্বামী ত্যাগ কর্ত্তে পার্ব্বে না কেনে? তা' বেশ পার্ব্বে।

আপনি প্রথমা স্ত্রীকে বিবাহের পরদিনই ত্যাগ করেছিলেন ক্যানো?

তাঁর মহা অপরাধ—তিনি কাল ছিলেন।

তাঁর আর কোন অপরাধ ছিল না?

কিছু মাত্র না। তিনি যে মহৎ বংশের কন্যা তাতে আর কোন দোষ তাঁকে স্পর্শ কর্ত্তে পারে না। তাছাড়া শুনেছি এখন তিনি দেবী, গ্রামের লোক তাঁকে দেবীর ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করে।

এখন আর সে কাল স্ত্রীর প্রতি আপনার কোন রকম অশ্রদ্ধা নেই?

কিছু মাত্র না।

তবে এখন তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে যান্ না ক্যানো?

এখন আর কোন মুখে তাঁর কাছে যাব? আমি পাষণ্ড পিশাচ, তিনি দেবী, তা ছাড়া এখন এত দিনের পর তাঁকে আনতে গেলেই বা তিনি আসবেন ক্যানো?

ক্রমশঃ।

এক চোখ দেখানর ফল।

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ
কাব্য সাংখ্যতীর্থ।

মেয়েদের কুসংস্কারগুলো তোমরা হেসে উড়িয়ে দাও-না? আমিও এককালে দিতুম, কিন্তু আমার জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটচে যাতে করে আমি মেয়েদের কুসংস্কার গুলোকে যতটা শ্রদ্ধা ভক্তি করি পৃথিবীর আর কাকেও ততটা করি না কি ব্যাপার ঘটেছিল শোন তবে।

সে বছর দুচার আগেকার কথা। স্ত্রীকে আনতে শ্বশুর বাড়ী গিয়েছি।

রাত্রে বালিশে মাথাটা গুঁজে বিভোর হয়ে কত কি ভাবচি এমন সময় সে, সব কাজ সেরে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে দোর ভেজিয়ে দিলে। দিয়ে বিছানায় কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে বললে, "কাল আমি যাচ্ছি না।" আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, "কাল তোমায় যেতেই হবে।"

সে রেগে বল্লে "নিয়ে যাও দেখি! কাল মাসের পয়লা! মা কিছুতেই যেতে দেবে না।"

আমি হেসে বল্লাম, "১লা গেলে কি হয়? সে ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো, "কি আবার হবে! পথে ঘাটে বিপদ হবে? মা কিছুতেই যেতে দেবে না আমি যাবো না।" আমি গোঁ ধরে বল্লাম, "তোমায় যেতেই হবে। এবার হতে তোমায় কার্ত্তিক মাসে নিয়ে আসবো, পৌষ মাসে নিয়ে যাবো। আমি প্রত্যেক মাসে সংক্রান্তির দিন আসবো ১লা চলে যাবো।" সে রাগ, ভয় ও বিরক্তিতে আমার সঙ্গে আর কথা না কয়ে শুয়ে পড়ল।

তার পরদিন শ্বশুর শাশুড়ীর একান্ত অনুরোধ পদ দলিত করে স্ত্রীকে নিয়ে কলিকাতার বাসায় এসে উঠলুম। কলিকাতায় আমরা সকলেই থাকি। মা, দাদা, বৌদি, বৌদিদির ছেলেরা ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিকেলে এক বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলাম। অনেক দিন পরে স্ত্রী এসেছে কাজেই বিশেষ আলোচনার জন্য বিডন উদ্যান চাই আর সঙ্গে থাকা চাই সহপাঠী বন্ধু ভূপেন।

ভূপেনকে নিয়ে কত কথাই কইছি! সে সব কথা বুঝি ফুরুতে চায় না, বুঝি পোরন হয় না। বেড়াতে বেড়াতে কথা কহিতে কহিতে বাগানের বাহিরে পান কিনতে এলাম। বিডন ষ্ট্রীটে এক স্ত্রীলোক বসে পান বিক্রী কচ্ছিল। তার কাছ হতে এক পয়সার পান চাহিলাম। পানওয়ালী প্রৌঢ়া পান সেজে ভূপেনের হাতে পান দেবার সময় আমার দিকে একবার চাহিলে, চেয়েই বল্লে, "বাবুদুচোখ বোজ।"

সেই সময় একটা কি আমার চক্ষে পড়ায় আমি এক হাত দিয়ে চোখ রগড়াইতেছিলাম।

"দুচোখ বোজ" কথাটা শুনেই কালকের রাত্রের কথা সব মনে পড়ে গেল! আঃ কি আপদ! যেখানে যাই সেইখানেই কুসংস্কার। হায় হতভাগী নারী জাতি কুসংস্কার ছাড়া তোমরা কি একদণ্ডও তিষ্ঠিতে পার না? এই সব ভেবেই বুঝি একটু হেসে বল্লাম, "এক চোখ দেখালে কি হয় বাছা!"

স্ত্রীলোকটা অশ্লীল ভঙ্গি করে' রূঢ় ভাষায় বলে উঠলো "কি হয় জান না! ঝগড়া হয়। নাও, নাও, ছ্যাঁ, মী করোনা। দুচোখ বোজ।"

পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে গেল। কোন রকমে ক্রোধ দমন করে বল্লাম, "তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হবে? তাহলেই গেছি আর কি?"

পানওয়ালী উঠে দাঁড়াল! উঃ সে কি ভীষণ মূর্ত্তি! আমার মুখের কাছে হাত মুখ ঘুরিয়ে বল্লে "কোথাকার ছোটলোক তোমরা ইত্যাদি, ইত্যাদি!

ভূপেনটা ছিল আকাট মুখ্যু অথচ আমার ঐকান্তিক হিতৈষী। আমার অপমান সহ্য কর্ত্তে না পেরে সে এক বেঁফাস্ কাজ করে ফেললে—তাকে ধাক্কা দিয়ে বসিয়ে দিলে।

সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! দেখতে দেখতে বিরাট ভিড় জমে গেল। স্ত্রীলোক তখন ঝাঁক'রে উঠে প'ড়লো!

সকলেই "কি হয়েছে, কি হয়েছে" বলে হাওড়া ষ্টেশন তৈরী কচ্চে। রাগে, ক্ষোভে, অপমানে, আমার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগ্ল। আমি ভূপেন, আর সেই স্ত্রীলোকটা তিনজনেই আমাদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য জনসঙ্ঘকে বোঝাতে লাগলাম। বলবো কি মুটে মজুরকেও মশাই মশাই করে আমাদের দলে আনবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু 'আমি যাই বঙ্গে আমার কপাল যায় সঙ্গে'! পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমাদের দুই বন্ধুর কোমরে প্রীতি ডোর পড়ে গেল। দুই পাহারওয়ালা টান্তে টান্তে জোড়াবাগান পুলিশকোর্টে এনে উপস্থিত কল্লে তার পর কি হল আর বলবো না।

যখন ছেড়ে দিলে বেশ রাত্র হয়েছে। কোর্ট থেকে মুখ ঢেকে একেবারে বাসায় গিয়ে উপস্থিত। তখনকার মেজাজটা বুঝিয়ে বলবার নয়। যেন মাতাল হয়েছি, কি পাগল হয়েছি। একেবারে ঘরে ঢুকে, বিছানায় ধপাস করে শুয়ে পড়লাম। স্ত্রী ঘরে ঢুকতেই, তাকে জোর করে টেনে এনে বল্লাম, "তোমাদের কি কি নিয়ম আছে বলত। সব বল একটাও বাদ দিলে চলবে না। অমন করে চেয়ে আছ যে বড়! না বলতেই হবে। আমি সব টুকে নেবো, লিখে নেবো। বল, বল, বল।" সে হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রহিল।

হিন্দুর ঘরে কোরবাণী।

শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী।

সমস্ত ভারতবর্ষে বৎসরে ৫৪ লক্ষ গো-হত্যা হয়, তন্মধ্যে মুসলমান ভায়ারা বড় জোর ২ লক্ষ মাত্র গো কোরবাণী করে, আর বাদ বাকী খায় গোরা সৈনিকে তাহা ছাড়া চামড়া ও শুষ্ক মাংসের জন্য এই গোহত্যা হইয়া থাকে। মুসলমান ভায়ারা ধর্ম্মের জন্য সামান্য ২ লক্ষ মাত্র গো-কোরবাণী করে বলিয়া আমরা আৎকাইয়া উঠি, দেশবন্ধুর চুক্তিপত্রের কতই না নিন্দা করি, কিন্তু বছর বছর আমাদের হিন্দুর ঘরে ঘরে যে ভ্রূণ হত্যা হইতেছে তাহার খবর কেহ রাখেন কি? ১৯২১ সালের সেনসাস্ রিপোর্ট কেহ পড়িয়াছেন কি? এই রিপোর্ট পাঠে জানিতে পারিলাম - ১৯২১ সালে ভারতে বিধবার সংখ্যা—গণণা হইয়াছে ১৮৮১০৭১ জন। তারা কে কি বয়সের তাহা এই তালিকা হইতেই বুঝিতে পারিবেন :—

০	হইতে	১	বৎসরের		৭৫৯	জন।
১	,,	২	,,		৬১২	,,
২	,,	৩	,,		১৬০০	,,
৩	,,	৪	,,		৩৪৭৫	,,
৪	,,	৫	,,		৮৬৯১	,,
৫	,,	১০	,,		১০২২৯৩	,,
১০	,,	১৪	,,		২৭৯১২৪	,,
১৪	,,	২০	,,		৫১৭৮৯৮	,,
২০	,,	২৫	,,		৯৬৬৬১৬	,,
					১৮৮১০৭১	,,

এই প্রায় দুই কোটি বিধবার সকলেই যে সংযমী, ব্রহ্মচারিণী তাহা নহে। যে বাল বিধবার পিতা ষষ্টী পর বয়সে ষোড়শীর পাণিগ্রহণ করিয়া পার্শ্বের ঘরে বসিয়া তরুণী ভার্য্যার সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে পারেন— যে বাল-বিধবার ভ্রাতা "লণ্ডন রহস্য" আনিয়া তাহা দ্বারা ঘরের শোভা বর্দ্ধিত করেন এবং যে বাল-বিধবার ভ্রাতৃবধূ সন্ধ্যায় হারমোনিয়ম বাজাইয়া কোকিলকণ্ঠে "এসেছি এসেছি বধূ হে নিয়ে এই হাসিরূপ গান" গাইতে পারেন এমন ধারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে যে বাল-বিধবার দিন কাটাইতে হয়, সে সংসারে তাহার যৌবনের ইন্দ্রিয় লিপসা যদি জাগিয়া উঠে এবং সেই জন্য যদি স্খলিতপদ হয় তবে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। এই সমস্ত বাল-বিধবাদের অনেকের গর্ভসঞ্চার হয়, যাহারা অর্থশালিনী তাহারা কাশী কিংবা অন্য কোন দূর তীর্থ (?) স্থানে যাইয়া গর্ভ স্খলন করিয়া আসেন, আর যাহাদের সে সাধ্য নাই তাহারা কেহ হয় ঔষধের দ্বারা গর্ভ নষ্ট করে, না হয় গোপনে প্রসব করিয়া সদ্যজাত শিশু সন্তানের গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলে। প্রতিদিন বাঙ্গালার হিন্দুর ঘরে ঘরে যে ভ্রূণ হত্যা হইতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কত রাস্তা, ঘাটে, পুকুরে, খানায় ডোবায় মুমূর্ষ শিশুর দেহ পাওয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করি সমাজের ধর্ম্মধ্বজীগণ মুসলমানের কোরবাণী দেখিয়া গরুর প্রতি মায়া মমতা ও ভক্তি প্রীতিতে একেবারে কাঁদিয়াই আকুল হন, কিন্তু এই যে প্রতি বৎসর হাজার হাজার ভ্রূণ হত্যা হইতেছে, এই যে প্রতিদিন দুই কোটি বাল-বিধবা একবেলা এক মুঠি ভাত চোখের জলে মিশাইয়া খাইতেছে, এই যে প্রতিদিন ২ কোটি বাল-বিধবাকে প্রতিদিন জীবন্তে দগ্ধ করা হইহইতেছে ইহাদের জন্য প্রাণ কাঁদিতেছে কয়জনের? এই যে এক কলিকাতা সহরে ৮৮৫৬ জন বারাঙ্গনা বিরাজ করিতেছে, ইহাদের গর্ভধারিণীরা সমাজের কোন ত্রুটিতে, কি লাঞ্ছনায় আজ বারবনিতা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে তাহা কেহ তাকাইয়া দেখিয়াছেন কি?

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

পরাশর সংহিতার এই অনুশাসন কি তালপত্রে লিপি বদ্ধ রাখিবার জন্য রচিত হইয়াছিল? স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় কি উন্মাদ ছিলেন?

যাদের ঘরে ঘরে প্রতিদিন ২ কোটি বাল-বিধবা জীবন্ত আগুণে পুড়িয়া মরিতেছে, প্রতিদিন শত শত ভ্রূণ হত্যায় শোণিত যে দেশকে কলঙ্কিত ও রঞ্জিত করিতেছে, সে দেশের লোক কিনা দোষারোপ করে মুসলমানের নিষ্ঠুরতায়। বলি নিষ্ঠুর কাহারা তোমরা না মুসলমানেরা? এখন কি জাতির শাস্ত্রের যুক্তি তর্ক লইয়া বসিয়া থাকিবার সময়?—না এখন দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকিবার সময়। এই দুই কোটি বাল-বিধবার বিবাহ হইলে দেশে বেশ্যার সংখ্যাও কমিয়া যায়, ভ্রূণ হত্যাও নিবারিত হয় আর ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুজাতি তোমার বংশ সংখ্যাও বাড়ে। কিন্তু আত্মবিস্মৃত স্বার্থপর, নিষ্ঠুর জাতি তোমরা এখনও আপন ভুল বুঝিবে কি?

ঘটিকা যন্ত্র।

(১) পূর্ব্বে ছায়া ঘড়ির দ্বারাই সময় নিরূপিত হইত। ছায়া ঘড়ির আদর্শেই ঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মিত। কিন্তু ছায়া ঘড়ির দ্বারা যেরূপ সময় নির্ণীত হয়, ঘটিকা যন্ত্রের দ্বারা সেরূপ হয় না। এই জন্য ছায়া ঘড়ির ব্যবহার অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে। সূর্য্যের অয়নানুসারেও ছায়ার অবস্থাক্রমে ছায়া ঘড়ির সময় নির্ণীত হইয়া থাকে। আর দোলক কিম্বা শলাকার গতি দ্বারা ঘটিকা যন্ত্রে সময়ের পরিমান হয়। এই জন্য ঘটিকা নির্ণীত সময় ছায়ার সহিত সর্ব্বদা ঐক্য হয় না। ঘটিকাযন্ত্রের এই ত্রুটি সংশোধন করিবার জন্যই প্রতি চার বৎসরে এক দিবস অতিরিক্ত ধরিবার রীতি ইউরোপে প্রচলিত হইয়াছে। রোমীয় প্রথম সম্রাট জুলিয়স সীজারের সময় (খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ৪৭ বৎসর) পর্য্যন্ত গণনা দ্বারা সময় নিরূপন করিয়া দুই মাস অতিরিক্ত ধরা হইয়াছিল। তৎপরে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ত্রয়োদশ পোপ গ্রেগরী দশদিন বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। অধুনা প্রতি চারি বৎসরে ফেব্রুয়ারী মাসে অতিরিক্ত একদিন ধরা হয়। পৃথিবী সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিলে এক বৎসর হয়। কিন্তু এই প্রদক্ষিণ কাল বা বৎসর ৩৬০ বা ৩৬৫ দিনে সম্পন্ন হয় না, আরও ৫.৬ ঘণ্টা অধিক লাগে, ইহা সূক্ষ্মরূপে গণনার প্রয়োজন।

(২) মার্কিন যুক্তরাজ্যে একটি ঘড়ি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার ব্যাস ৩৮ ফিট। মিনিটের কাঁটাটি প্রত্যেক মিনিটে ২৩ ইঞ্চি করিয়া অগ্রসর হয়। ফিলেডেলফিয়া সহরে আর একটি ঘড়ির ব্যাস ২৫ ফিট।

(৩) রুসিয়ার রাজধানী পেট্রোগাডে একটি ঘড়ি আছে, তাহাতে পৃথিবীর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ত্রিশটী স্থানের এবং গ্রহগণের সময় নিরূপণ করা যায়।

(৪) সুইজারল্যাণ্ডে এক প্রকার ঘড়ি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা ১৬ ইঞ্চি উচ্চ ১০ ইঞ্চি চওড়া ও ৯ ইঞ্চি পুরু একটি দীর্ঘ চতুরস্র বক্স মাত্র। তাহার ভিতরে ঘড়ির কল কব্জার সঙ্গে একটি ফনোগ্রাফ যন্ত্র আছে। প্রতি পনের মিনিট অন্তর ঘড়িটী উচ্চৈঃস্বরে মানুষের ন্যায় কথা বলিয়া সময় জ্ঞাপন করে। তৎপরে হঠাৎ আবশ্যক হইলে একটি বোতামটিপিলেই ঘড়িটি মানবের কথামত আবার বলিয়া দিয়া থাকে। তাহাতে কাঁটা নাই। পৃথিবীর মধ্যে সুইজারল্যাণ্ড প্রদেশেই সর্ব্বা অধিক সংখ্যক ঘড়ি নির্ম্মিত হয়। তথায় প্রায় পঞ্চা হাজার লোক ঘড়ি প্রস্তুত কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত আছে।

(৫) পৃথিবীর দ্বাদশটী রাজধানী ও প্রধান প্রধান নগরের সময় নিরূপণ করিতে পারা যায় এরূপ একটি ঘড়ি পারস্যের সাহের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহা মধ্যস্থলে পারস্য রাজধানী তিহরানের সময় নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য চন্দ্রাকৃতি একটি অংশ আছে। চতুষ্পার্শ্বস্থ কয়েকটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র গোলকে লণ্ডন, সেণ্টপিটার্সবার্গ, প্যারিস, বার্লিন, রোম, ভিয়ানা, কনষ্টাণ্টিনোপল, ইওকোহামা, ওয়াসিংটন, পিকিন, সমরকন্দ ও বোম্বাই এই বারটী স্থানের সময় জানিতে পারা যায়।

(৬) ১৫৯৭ খৃঃ জার্ম্মাণী হইতে ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম পকেট ঘড়ি রপ্তানী হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে ইংলণ্ডবাসীগণ ইহার ব্যবহার জানিতেন না। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইংলণ্ডে ঘড়ির প্রচলন হইয়াছে।

(৭) প্রায় দেড়শত বৎসরের পুরাতন একটি ছোট্ট ট্যাক ঘড়ি বিলাতের গ্লোসেষ্টার সায়ারে এক সাহেবের নিকট আছে। তাহা এখনও ঠিক সময় রাখে। সেই ঘড়িটি ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ট্রাফাল্গার যুদ্ধের সময়, ১৮১৫ খৃঃ ওয়াটারলু যুদ্ধের সময় এবং ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে চীন যুদ্ধের সময় এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্যবহৃত হইয়াছিল।

(৮) লণ্ডনের এক জহরীর নিকট একটি ক্ষুদ্র ট্যাক ঘড়ি আছে, তাহার স্বর্ণের আবরণটী ঠিক ইংরাজী মুদ্রার ন্যায় একটি রৌপোর থ্রিপেন্সের মত। মিনিটের কাঁটাটি এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ মাত্র।

(৯) লিংকলনের এক মণিকার একটি পকেট ঘড়ি আছে, উহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ট্যাক ঘড়ি ইহা সাধারণ ট্যাক ঘড়ির অনুকরনেই নির্ম্মিত, কিন্তু তাহার বেড় প্রায় একগজ এক ফুট পাঁচ ইঞ্চি, ওজন প্রায় ১২৫ মণ। নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

(১০) "সিঙ্গার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর ক্লাইড্ব্যাঙ্কের আফিস বাড়ীতে বিলাতে সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ ঘড়ি আছে। তাহার ব্যাস ছাব্বিশ ফিট। মূল্য জানিতে পারা যায় নাই।

হাঁপানি ও কাসির
একমাত্র মহৌষধ
সতীশ কবিরাজের
ভুবন বিখ্যাত
শ্বাসারি
পরিচিত ও
সর্ব্ব স্থানে শুভ ফল প্রদ
চিকিৎসক মণ্ডলীর
প্রশংসিত
১ দাগ সেবনেই হাঁপ কমে
১ দিনেই যন্ত্রনার উপশম হয়
প্রতি শিশি ১৷৷৹, ডজন ১৫৲ মাশুল সতন্ত্র
সাহাপুর, বেহালা পোঃ ২৪ পরগণা
ব্রাঞ্চ:- ৫৯ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট,
শোভাবাজার, কলিকাতা।

ফুটবল ফুটবল

দেশী ও বিলাতীর বিপুল আয়োজন। তুলনা করিবার সুবর্ণ সুযোগ—দেশী বল উৎকৃষ্ট কাউহাইড হইতে সুদক্ষ কারিকর দ্বারা বিলাতী বিরতুলে সেলাই হইয়া থাকে। বিলাতী বলের মত আমাদের বলের সেপ ঠিক থাকে ও সেইরূপ মজবুত হয়। ১নং ফুটবলের ব্লাডার সহ ১৷৹, ১৸৹, ২নং ব্লাডার সহ ২৲, ২৷৹ ৩নং ব্লাডার সহ ৩৷, ৪৵৹ ৫৷৹ ৪নং ৪৲ ৪৷৹ ৫৷৹ ৬৲ ও ৭৷৹ ৫নং ৫৷৹ ৬৷৹ ও ৭৲ চাম্পীয়ান ৮৲ শিল্ড চাম্পীয়ান ৯৲ শিল্ড ম্যাচ ১০৷০ শিবদাস ১২৲ ম্যাক গ্রেগর খাঁকি ক্রোম ২৫৲

ঐ কাউহাইড ২৩৲

ব্লাডার ১নং ৸৶৹ ২নং ১৶৹ ৩নং ১৷৶৹ ৪নং ১৸৹ ৫নং ২৲ ট্রপিকাল ২৷৹ অক্টোট্রপিক্যাল ৩৲ ইনক্লেটার ১৷৹, ২৲, ৩৷৹, ও ৪৲ ক্রিকেট, হকি, ব্যাডমিণ্টন, টেনিস ডাম্বেল, শিল্ড, কাপ, মেডেল ইত্যাদি আমাদের নিকট সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

ডাক্তারী বিভাগ

দেশী ও বিলাতি ডাক্তারি যন্ত্রাদি এবং ডাক্তারি ব্যাগ, পকেট কেশ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে ও অর্ডারমত তৈয়ার ও Import করা হয়।

পত্র লিখিলে বিনা খরচায় ক্যাটলগ পাঠান হয়।

মজুমদার ব্রাদার্স

১৩৬।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিবাহ

শ্রাবণ মাসের মধ্যেই দিতে চান ত আজই লিখুন।

ম্যানেজার প্রজাপতি

২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পূর্ণ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান অধ্যাপনা ও অধ্যাপক বৈশিষ্ট্যে ভারতে অদ্বিতীয়।

বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ।

(The National Ayurvedic College
64. Balaram De Street. Calcutta)

অধ্যক্ষ কবিরাজ শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের অধ্যক্ষতায়।

এই কলেজে শবব্যবচ্ছেদের সহিত (Dissection) শরীর বিজ্ঞান (Anatomy) শারীরবিজ্ঞান (Physiology) শল্য চিকিৎসা (Surgery) ধাত্রীবিদ্যা (Midwifery) প্রভৃতি সমস্তই কর্ম্ম প্রদর্শন পূর্ব্বক (With Practical demonstration in Musium, Hospital and Laboratory etc) অসাধারণ পণ্ডিত কবিরাজ বিজ্ঞানাচার্য্য ও ডাক্তার দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদের প্রধান প্রধান গ্রন্থ সকলই উৎকৃষ্টরূপে অধ্যাপিত হয়। শবব্যবচ্ছেদপূর্ব্বক কেবলমাত্র আয়ুর্ব্বেদের শরীর শিক্ষা দান ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম। কলেজের ছাত্রাবাসে থাকার ব্যয় অপেক্ষাকৃত অনেক কম। ছাত্রাবাসের ছাত্রদিগের রোগ প্রতিকার, স্বাস্থ্য, আচার পালনে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। সংস্কৃতে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন ২০ জন ছাত্রকে অন্নদান, বার্ষিক পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রকে পুরস্কার ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। আষাঢ়ে বর্ষারম্ভ। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রের অতিরিক্ত স্থান হইবে না, কাজেই শিক্ষার্থিগণ—বিশেষতঃ যাঁহারা ছাত্রাবাসে থাকিতে চান, পূর্ব্বেই আবেদন করিবেন। কলেজের বিস্তৃত বিবরণ "বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ" পরিচয় পুস্তকে জ্ঞাতব্য। খরচ ৴১০ আনা। অধ্যক্ষের নামে আবেদন করিতে হইবে।

এন, কে, মজুমদার এণ্ড কোং

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়

ড্রাম ৴১০, ৴১৫ পয়সা স্থলে ৴৫, ৴১০ পয়সা।

হেডঅফিস—৩৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C. 1106

মজলিস

৩য় বর্ষ সাপ্তাহিক পত্রিকা। ৩য় সংখ্যা

১৩৩১ সাল, ১৭ই শ্রাবণ শনিবার, নগদ মূল্য ৫১০ পয়সা।

সম্পাদক — শ্রীব্রজবল্লভ রায় ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস'-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম : –

মহারাজা জগদিন্দ্র নাথ রায় (নাটোর) মহারাজা ক্ষৌণীশ চন্দ্র রায় বাহাদুর, মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই,ই, মহারাজা জগদীশ নাথ রায় বাহাদুর (দিনাজপুর) রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর (নসীপুর) রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ, আর, সি, আই, (সন্তোষ), রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজ-কুমার যোগীন্দ্র নাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্বেল প্যালেস) শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম-এ, বি-এল জমিদার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার (চাকুলিয়া) শ্রীযুক্ত অক্ষিতনাথ দাস জমিদার শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকুমার রায়, জমিদার (নড়াইল) শ্রীজগৎপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা) ; শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যা কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ সত্বাধিকারীর ইলিয়ট এণ্ড কোম্পানী, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র বড়াল জমিদার শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার শ্রীযুক্ত নবীন প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মল্লিক জমিদার ও অনারারি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী জমিদার, শ্রীযুক্ত নন্দলাল দত্ত জমিদার শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলেন্দু তর্কতীর্থ কলিকাতা, শ্রীযুক্ত মণিলাল সাহা জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল হিম্মতসিং (সলিসিটর) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি) ডাক্তার শ্রীনিশিকান্ত মজুমদার, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দে জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দাস জমদিার, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি (সত্বাধিকারী মেসার্স অর ডিগনাম এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসন্ন ঘোষ জমিদার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলী) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্য-বিনোদ (লালপুর), শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি, এস, শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত হরিধন নাগ (ম্যানেজার বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া) শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বোস, শ্যামপুকুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র উকীল আলিপুর, কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়) শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার সেন, (মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন এম-এ, এল-এম এস মহাশয়ের কল্পতরু আয়ুর্বেদ ভবন) শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চন্দ্র জমিদার, শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার।

মজলিস-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইলে মাসিক বা বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

প্রহেলিকা।

(উৎসব)

(১)

মনোরাজ্যে বাস তার সুখ দুঃখ সুতা।
জাতি নির্ব্বিশেষে থাকে সকলনা'শ্রতা ॥
বিভিন্ন রূপেতে আসি হাসায় কাঁদায়।
জীবন সঙ্গিনী আহা কে সে, মহাশয়?

(২)

পঙ্ককলি পাতা তবে উদ্ভিদের নয়।
পর্ব্ব আছে তিনটী মাত্র চাড়ে মাসে হয় ॥
আহার সংকারে কার্য্যে কিংবা পূজা কালে।
সহায়"প্রধান সেই সর্ব্বজনে বলে ॥

(৩)

শিয়রে উৎপত্তি তার শিয়রে বসতি।
সবারি আদর পায় থাকিলে ভকতি ॥
দেখিতে সে একটী বটে এক কিন্তু নয়।
অনেকে মিলিয়া এক এক হয়ে রয় ॥

(৪)

অমৃত পালিত সে যে নাম চার অক্ষরে।
দোত্যগিরি কার্য্য কিন্তু কহিতে না পারে ॥
সঙ্গীত সমাজে বাস আপাততঃ যার।
চায়ের সোহাগ সাথী জ্ঞান প্রাণ কার ॥

(৫)

একদিকে একজন অপরে বত্রিশ।
থাকে এক সাথে বটে মনে বড় রিশ্
অন্যমনস্ক হ'য়ে পাশাপাশি থাক।
তখনি ধরিবে টিপে জলে হবে থাক ॥*

---

* এই প্রহেলিকাগুলির উত্তর যাঁহারা দিতে পারিবেন তাঁহাদের নাম আগামী সংখ্যার পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

—সম্পাদক।

মায়ের কাণ্ড।

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, কাব্য সাংখ্যতীর্থ।

সেদিন রবিবার। কাকাবাবু সকালে কল্‌কাতায় গিয়েছিলেন —আমার জীবন সঙ্গিনীর অন্বেষণে। সন্ধ্যেবেলা পাত্রীদেখে ফিরে এসে, একমুখ হাস্‌তে হাস্‌তে মাকে বল্লেন, "সবদিকে সুবিধে, বৌ! সব ভাল, সব মিলে গেছে।" মা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা কর্লে, "কেমন দেখ্‌তে শুন্‌তে বল।" কাকাবাবু বল্লেন "দেখতে ত বেশ, তবে যেমনটী হলে খুব ভালো হতো তেমন নয়, তবে সুন্দরী বলা যায়।" মা একেবারে বেঁকে বসল, না না ঠাকুর পো! ওসব চলবে না। মেয়ের বাপের টাকা দেখবার আমার দরকার নেই। যা দরকার তাই খোঁজ।' কাকাবাবু থত মত খেয়ে বল্লেন," এও খারাপ নয়, বৌ। উনিশ বিশ।" মা অধীর হয়ে চীৎকার ক'রে বল্লেন," কি বল্‌চ ঠাকুরপো! সন্তুকে না তোমার হাতে রেখে সে চলে গেছে? ওসব চলবে না, চল্‌বে না। আমি ষোল আনা চাই।" কাকাবাবু একটু বিরক্ত হয়ে অথচ হেসে বল্লেন, "তবে তুমি খুঁজে বের কর বৌ। আমি কলঙ্কের ভাগী হতে চাই না। তবে জেনে রেখো, ষোল আনা কেউ পায় না। আমি আঠার আনা পাবো, না পেলেতো ছেলের বিয়ে দেবো না" এই বল্‌তে বল্‌তে মা অন্যত্র চলে গেল।

মায়ের কথাগুলো আমায় যেন আনন্দে অভিভূত করে দিলে! আমার ভাগ্যে আঠার আনা! যার মায় মধুসূদনপণ তার আর ভাবনা কি? সে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমুতে পারে।

আমি ঘুমুইনি কিন্তু! সেই দিন হতে আমার একটা কাজ বেড়ে গেল কোন্‌ মেয়ে ক'আনা সুন্দরী তা গণনা

কর্ত্তে। তাতে আহার নিদ্রা ত্যাগ! কোন মেয়েকে দেখি পাঁচ আনা, কোন মেয়েকে দেখি বড়জোর সাতআনা!

তারপর কি একটা কাজে কলকেতায় এসে দিন কতক ছিলুম। সেখানেও ঐ, ঐ এক কাজ! পথে ট্রামে বাড়ীর জানালায় যে মেয়েকে দেখি অমনি ঠিক করে ফেলি সে মেয়ে কত আনা! একদিন লজ্জার মাথা খেয়ে একটা বালিকা বিদ্যালয়ের সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালাম। সব মেয়ে একে একে, দলে দলে, আমার অপলক দৃষ্টির সুমুখ দিয়ে চ চ'লে গেল। কিন্তু কৈ? দশ আনাই বা কৈ? সবই যে দেখলেম বড় জোর সাড়ে আট আনা!

আর আমার আঠার আনা! কোথায় তুমি? কোন দেশে জন্ম তোমার? কোথায় খেলা কচ্চ? কোন স্কুলে পড়চো? কোন রকমে তুমি কি আমার মায়ের কাছে একবার আসবে না? আজই এসো, স্বপনে হোক, জাগরণে হোক, আজ একবার মাকে দেখা দাও।

ভগবান আমার আকুল প্রাণের ব্যাকুল প্রার্থনা শুনে আর কতদিন চুপ করে থাকবে বল! তাই মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন একদিন দুটী স্ত্রীলোক—একজন পলিত-কেশা বৃদ্ধা আর একজন রুক্ষকেশা, মলিন বেশা, বিষণ্ণ-বদনা, মধ্যবয়সী রমণী। দুজনে মা ও মেয়ে। এদের মায়ের সঙ্গে আলাপ অপূর্ব্বসূত্রে। আমাদের বাড়ী থেকে গঙ্গা প্রায় তিন ক্রোশ। মা ও তার বন্ধুবান্ধব মাঝে মাঝে গঙ্গা নাইতে যেতো। যে পথ দিয়ে যাওয়া আসা করা হয় সেই পথেরই মাঝখানে এই স্ত্রীলোক দুইটীর বাড়ী। সেদিন মায়েরা কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষে গঙ্গা নাইতে যায়। ফিরে আসবার মুখে জল ঝড় হওয়ায় এবং সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে বুঝি এদের বাড়ীতে রাত কাটায়। মা অত্যন্ত মিশুকে বলে এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব একেবারে জমিয়ে আসে। কিন্তু হঠাৎ এদের আগমনের হেতুটা কি আমি প্রথমে বুঝতে পারলাম না, তারপর একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতে সব পরিষ্কার হয়ে গেল! আমি সদর ঘর হতে কাণ খাড়া করে মায়ের কথা শুনতে লাগলেম্।

মা চীৎকার করে বলে উঠ্‌লো "সে কি কথা বল বাছা। ও যে কল্পনাও করা যায় না। সে খুব ভাল মেয়ে জানি কিন্তু অমন কাল মেয়ে আমি আর আন্‌তে চাই না।

বলা বাহুল্য, আমি কেবল মার কথাই শুন্‌ছি, ওরা কি বলচে না বলচে বুঝতে পার্চ্ছি না।

কিছুক্ষণ পরে মা যেন উন্মাদের মত বলে উঠ্‌লেন, "ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি। দুশ পাঁচশ যা চাও নিয়ে যাও, মেয়ের বে'র কথা ব'ল না, সে মেয়েকে আমি ঘরে আন্‌তে পারবো না" তার কিছুক্ষণ পরে কপাল ঠোকা শব্দ পেলুম্। তাড়াতাড়ি দোর খুলে ভিতরে গিয়ে দেখি মা ঠকাস্ ঠকাস্ করে মাথা খুঁড়্‌ছে আর সেই ক্ষীণাঙ্গী ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণা রমণীটি "ও দিদি, কি কর, ও দিদি কি কর", বলে মাকে ধর্‌তে যাচ্ছে।

মাকে আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ধরে ফেল্‌লুম। সেই রমণীটি একটু সরে বসে, চোখ বুজে একবার ধ্যানস্থ হয়ে ধপাস করে শুয়ে পড়ল। তার ফিটের রোগ আছে।

তারপর সেই ফিটের কি দৌরাত্ম্য। আমরা তিন জনে তাকে নিয়ে হিম্ সিম্ খেয়ে গেলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক আমাদের ফিটের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম চল্‌ল, তার পর ফিট্ সেরে গেল, স্ত্রীলোকটি কিছুক্ষণ নির্জ্জীবের মত পড়ে রহিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তারা যখন বিদায় নিলে তখন আমি একবার সেই বিসন্নবদনা, চিন্তাকাতরা, বিধবার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম, কি যেন একটা দেখ্‌লাম যাতে তাকে সহানুভূতি না করে থাকা যায় না। যখন সে চোখের আড়াল হয়ে গেল তখন তাকে আর একবার দেখবার বাসনা মনের মধ্যে লুকিয়ে রইল। সেদিনকার পালা সাঙ্গ হয়ে গেল।

বোধ করি এমন কেউ পেছনে ছিল যে আমার মায়ের স্বভাব জান্‌তো আর সেইই বোধ হয় এই স্ত্রীলোকদের উস্‌কে দিয়েছিল। তাই দিন দশবার পরে দেখি আবার সেই দুইটী মূর্ত্তি এসে উপস্থিত।

মা আমার তাদের দেখে এমনি হতাশভাবে চেয়ে রহিল যা দেখে সত্যি আমার মনে ভয় হলো, মা না আজ একটা কাণ্ড করে বসে। মা বিমর্ষভাবে জিজ্ঞাসা কর্লে আবার এলে যে! টাকা ত পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা এক তাড়া নোট মার কাছে রেখে বল্‌লে টাকা চাই নি। আমার মেয়েকে তোমাকে নিতেই হবে। মা কাঁদ কাঁদ ভাবে বল্লে ফের, সেই কথা যা হবার নয় তাই।

সেই স্ত্রীলোকটী এবার মার পা জড়িয়ে চক্ষের জলে পৃথিবী ভাসিয়ে কত কথাই বলতে লাগল। তা'র চখের জলে মার পা ভিজ্‌ল, বুঝি মনও ভিজে গেল। মা আমার

দিকে অঙ্গুলী বাড়িয়ে তাদের উদ্দেশ করে বললে, "ওকে বল, ও যদি রাজী হয় হবে।" এই বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অন্যদিকে মুখে ফিরালে।

যাক্ সে দুঃখের কাহিণা। মা যখন সেই স্ত্রীলোককে বললে ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর তখন সে আমার কাছে এসে আমার চিবুক ধরে বললে "বাবা আমি বড় দুঃখিনী,বাবা আমি বড় অনাথা। তোমরা এখনকার ছেলে। বাবা আমার অনুরোধ পায়ে ঠেলো না।"

আমি আর তখন কি বলি; ভাঙ্গাবুক চেপে ধরে বললাম "আমার কোন আপত্তি নাই।"

* * *

আজ পাঁচ বছর আমি বিবাহিত। সেই কাল মেয়ে আজ আমার জীবন সঙ্গিনী। মা আঠার আনা রূপ চেয়েছিল। কিন্তু মার প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে রক্ষিত হ'য়েছে। যে গণিত শাস্ত্র জানে সেই জানে আঠার আনাও যা আর মাই-নাস্ দু আনাও তাই, রূপের ঘরে যেখানে শূন্য পড়ে তার চেয়েও দু' আনা নীচে আমার স্ত্রীর রূপ।

কিন্তু তাহ'লেও কি আমি দুঃখী! আকাশের দেবতা সাক্ষী, অন্তর্য্যামী সাক্ষী সেই কালো মেয়েকে নিয়ে আমার অণুমাত্র দুঃখ নেই। তাকে কোথাও নিয়ে যাই না, সেও যেতে চায় না। কিন্তু তাকে যদি কেউ কাল বলে এই বুক্ খানা ফেটে যায়! আমি তাকে নিয়ে হয়ত কতই অসুখী এই ভয়ে সে মরমে মরে থাকে! কিন্তু তাকে কতবার বলেচি, ভগবানকে বল্‌চি, আর পাঠক পাঠিকা তোমাদেরও বল্‌চি তাকে পেয়ে আমার বিন্দুমাত্র ক্ষেদ নেই, ক্ষোভ নাই, মনস্তাপ নেই। সব ভুলে গেছি, সব সহে গেছি, কিন্তু মনের মধ্যে গেঁথে আছে—মায়ের কাণ্ড।

ইহ পরকালের দেবতা।

সদ্ধর্ম্মব্রত শ্রীক্ষেত্রনাথ কাব্যকণ্ঠ, সাহিত্য বিশারদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সেটা হয়ত আপনি ভুল ধারণা করেছেন! হিন্দু স্ত্রীর স্বামী মাত্র ইহকালের সামগ্রী নন, মাত্র স্বামীই নন, হিন্দু স্ত্রীর স্বামী ইহকাল পরকালের দেবতা! যত দিনের অদর্শন, যত দিনেরই ছাড়াছাড়ি হোক না কেন, স্বামী আনতে গেলে কি স্ত্রী না এসে থাকতে পারেন? তা' পারেন না।

তাহলে আপনি তাঁকে কোন দিন আনতেও যান নেই?

কোন দিন না। বল্লাম তো বিবাহের পর দিনই তাঁকে ত্যাগ করে চলে এসেছি, আর কোন দিন তাঁর পিত্রালয়ে যাই নাই। আমি যে হৃদয়হীন পিশাচের কার্য্য করেছি, এমন মর্ম্মভেদী কাজ অসুর রাক্ষস অথবা পশু পক্ষীতেও করে না। তারাও নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে, কাছে রাখে, ভরণ পোষণ করে।

আপনি বল্‌ছেন কি?

আমি ঠিকই বল্‌ছি। আমি এক বর্ণ মিথ্যা বলি নাই। বিবাহের পরদিন তাঁহার পিত্রালয়েই কুশণ্ডিকা হয়, তারপর বৈকালে বন্ধুবর্গের মুখে "তিনি অত্যন্ত কাল, তাঁর চেহারা ভাল নয়" মাত্র এই সমালোচনা শুনেই কাউকে কিছু না বলে আমি তাঁর পিতৃগৃহ হ'তে প্রস্থান করি।

তাহলে তখন আপনি নিজের চোখে দেখেন নাই যে, আপনার সে স্ত্রী কাল কি সুন্দর?

না, তেমন ভাল কোরে দেখি নেই।

একবার দেখা বোধ হয় উচিৎ ছিল?

নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু কি জানেন? তখন আমার বাবার খুব ভাল অবস্থা, আমি বাপ মায়ের সবে ধন নীলমণি আমার কাল বউ হবে কি?

আপনার বন্ধুরা মোসাহেবী কোরে মিথ্যা কথাও তো বলে থাকতে পারেন?

তাইতো বেটারা বলেছিল? নইলে আর মনকষ্ট কি?

কি রকম কোরে জেনেছিলেন যে, আপনার বন্ধুরা মিথ্যা কথা বলেছিলেন?

আমার বাবার মুখে শুনেছিলাম। বাবা একবারও বলেন নেই যে, তিনি কাল। বাবা মৃত্যুর দিনেও অনুরোধ করেছিলেন, সেই ভদ্রলোকের মেয়েকে এনে ঘরে রেখো, তিনি কাল নন, তবে হাঁ তিনি অতসী পুষ্প বর্ণা নন, তিনি উজ্জল শ্যামবর্ণা, কিন্তু তিনি প্রকৃত সুন্দরী, তেমন সুগঠন, তেমন মুখ চোখের চেহারা সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না।

আপনি বাবার অনুরোধও রক্ষা করেন নাই?

বাবার অনুরোধ রক্ষা করতে দেন নাই আমার মা! মা বলতেন আমার একমাত্র ছেলের বউ হ'বে ময়লা! তা কিছুতেই হবে না।

আপনি দুঃখিত হবেন না, আপনার দেহের রংও তো তেমন সুন্দর নয়!

নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু আমার মা প্রবাদ বচন আউড়ে ছড়া কেটে বলতেন—'যার পুত কালো তার জগত আলো যার বউ কালো তার মরণ ভাল''

তাহলে আপনি মাতৃ-আদেশ পালনের জন্যে এবং মাকে সন্তুষ্ট কর্ব্বার জন্যই সে স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তখন যে ঠিক মাতৃ-আদেশ পালন বা মাকে সন্তুষ্ট কর্ব্বার জন্যে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিলাম তা' বল্‌তে পারি না। কারণ মা তো তাঁকে কোন দিন দেখেন নাই?

কেন বিবাহের পর কি মঙ্গল আচরণের জন্যেও সে স্ত্রীকে বাড়ীতে নিয়ে যান নেই?

আজ্ঞে না।

ভদ্রলোকটি আর নিজেকে ঠিক রাখিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষু হইতে কয়েক ফোঁটা অশ্রু পতিত হইল। তিনি দুই হস্তে চক্ষু মুছিলেন।

অমূল্যা সুন্দরীর অন্তরও কি যেন একটা অজ্ঞাত কারণে অতিমাত্র দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তিনি অতি কষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন, বোধ হয় তাহলে আপনার সেই প্রথমা স্ত্রীর অন্য কোন দোষ ছিল, আপনি সেটা স্বীকার কর্চ্ছেন না।

আপনি দেবী, আপনি জীবন-দাতৃ। আপনার নিকট আমি মিথ্যা বলি নাই। তাঁর আর কোন দোষ ছিল না। বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র তের বৎসর। তের বৎসরের বালিকার আর কি দোষ থাকতে পারে? আমি নিরপরাধিনীকে কষ্ট দিয়েছি বলেই আজ এমন মনো-কষ্টের তুষানলে দগ্ধ হচ্চি!

অমূল্যা সুন্দরী এইবার বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—তাইতো আপনি যখন কালোর উপর এমন বীতশ্রদ্ধ তখন আমাদের এই কালোর বাড়ীতে আপনার আগমন বোধ হয় আপনার তেমন প্রীতিপ্রদ হয় নাই?

আপনার বিশ্বাস হবে কি না জানি না! কিন্তু এখন কালো স্ত্রীলোক দেখ্‌লেই আমি মনে মনে তাঁর চরণে প্রণাম করি, মাত্র কাল স্ত্রী লোকই নয় কালো পশু দেখ্‌লেও আমার আনন্দ হয়! শ্রদ্ধায় আমার মস্তক আপনা হইতেই নত হয়।

তার কারণ?

তার কারণ যদি এই কালো-প্রীতিতে আমার কাল স্ত্রী পরিত্যাগের প্রায়শ্চিত্ত হয়!

তাহলে এখন আপনার খুবই অনুশোচনা হয়েছে বলুন?

অনুশোচনার আর অন্ত নাই। তবে এ পাষণ্ড পিশাচের অনুশোচনাও সহজে হয় নাই?

কি রকম?

সেই সতীর অভিশাপে, সেই সতী লক্ষ্মীর চক্ষের জলে আমার যে ঘোর দুরবস্থার আর কিছু বাকী নাই। সেই জন্যই এই অনুশোচনা!

ভদ্রলোকটি আবার চক্ষু মুছিলেন। দয়াবতী অমূল্যা সুন্দরীও অন্তরে বড়ই বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই জন্য এই অপ্রীতিকর আলোচনা পরিত্যাগের মানসে বলিলেন. আচ্ছা থাক্ ও কথা, এখন বলুন, আপনি কেমন ক'রে রাস্তার উপর পড়ে গেলেন?

ভদ্রলোকটি বলিলেন—অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে রাস্তার উপর দিয়ে চলছিলাম, হঠাৎ মটোর গাড়ীর বাঁশীর শব্দ শুনে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গেলাম।

আহা তাহলে আপনি মটরের ধাক্কা খান নেই?

আজ্ঞে না।

কোথায় যাচ্ছিলেন?

কোথায় যাচ্ছিলাম?—কি আর বলবো? যাচ্ছিলাম সেই দেবীকে একবার শেষ দেখা দেখবার জন্য!

কোথায়?

তাঁর পিত্রালয়ে!

তাহলে তাঁকে এইবার আনতে যাচ্ছিলেন?

আজ্ঞে না, আন্‌তে যাই নাই। তাঁকে নিয়ে গিয়ে আর এখন খাওয়াবো কি? এখন আমি নিজেই খেতে পাই না। ভগবানের ন্যায় বিচারে সেই সতীর শাপে, তাঁর চক্ষের জলে আমি এখন পথের ভিখারী।

আপনার আর কিছুই নেই?

বিঘে কতক জমি জায়গা আছে, দুই একটা পুকুর বাগানও আছে, তাতেই কোন রকমে দুবেলা এখনও বাঁচাচ্চি! নইলে সে জমিদারী বিষয় সম্পত্তি নগদ টাকা কড়ি আর কিছু নেই!

তাহলে এ অবস্থায় সেখানে—

ভদ্রলোকটি বাধা দিয়া বলিলেন—সেখানে আমি থাকবার জন্তে যাই নাই। আমি কাশীবাস কর্ব্ব মনে করেছি সেইজন্য একবার সেই দেবীকে দর্শন ক'রে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কোরে যাব। এই জীবন সায়াহ্নেও যদি তিনি ক্ষমা করেন তাহ'লে আগামী জন্মে যদি এ অভাগা শাপ মুক্ত হয়!

অম্বুজা সুন্দরীর কোমল হৃদয়টি সহৃদয়তায় ভরিয়া উঠিল! তিনি অন্তরে বড়ই বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ডটি কেমন দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার নাম?

আমার নাম রামময় চাটুয্যে।

আপনার নিবাস?

শ্রীকৃষ্ণপুর।

প্রথম বিবাহ আপনার কোথায় হয়েছিল?

হরিপুরে।

আপনার শ্বশুর মশায়ের নাম?

গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অম্বুজা সুন্দরী আর তথায় ক্ষণকালও অপেক্ষা না না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

(৪)

গোপালবাবু কার্য্যানুরোধে গ্রামান্তর গমন করায় ও ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হওয়ায় সেদিন সন্ধ্যায় বা রাত্রে গোপালবাবুর সহিত রামময় বাবুর আর কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। রাত্রের আহার্য্য রসুই ব্রাহ্মণী আসিয়া দিয়া যাওয়ায় রামময়বাবু তাঁহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। তবে হাজার হোক তিনি পুরুষ মানুষ, তিনি অম্বুজা সুন্দরীর স্বভাব, চরিত্র, আলাপ, আপ্যায়ন, সেবা, সুশ্রুষা, কথাবার্ত্তার সমালোচনা সারারাত্রিই করিয়াছিলেন।

প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া শৌচাদি সমাপনান্তে রামময় বাবু গোপাল বাবুর পার্শ্বে বৈঠকখানার দাওয়ায় বসিয়া দন্তধাবন করিতেছেন, রামময় বাবু গোপাল বাবুকে দুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন মনে করিতেছেন, এমন সময় গোপাল বাবুর জনৈক তহশীলদার বয়োবৃদ্ধ রামচাঁদ ঘোষ আসিয়া প্রথমে মনিব গোপালবাবুকে, পরে রামময় বাবুকে সভক্তি প্রণাম করিলেন এবং রামময় বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বাবাঠাকুর যে গো?—বেশ—বেশ, কবে এখানে আসা হলো?

রামময় বাবু অন্য কিছু না বলিয়া অল্প কথায় বলিলেন, আজ কদিনই এখানে রয়েছি।

রামচাঁদ ঘোষ বলিলেন—বেশ করেছেন, খাসা করেছেন, দেখে বড় সুখী হলাম বাবা ঠাকুর!

ক্রমশঃ

নরেন্দ্র সমিতির কার্য্য বিবরণী।

(শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়)

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, মফঃস্বলস্থ কোন জমীদারদের বাটীর নীচের তলায় একটা এঁদো ঘরে কতকগুলি হস্ত লিখিত পুঁথি ও অন্যান্য কাগজ পত্র প্রাপ্ত হই। হস্তলিখিত পুঁথিগুলি Asiatic Societyতে ছাপাইবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। অন্যান্য কাগজ পত্রগুলি অবসর মত পাঠ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা হইতে নরেন্দ্র সমিতির কার্য্য বিবরণগুলি সাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশ করিতেছি।

"ইং ১৮৮৪ সাল তারিখ ১ এপ্রিল।"

"শ্রীযুক্ত বাবু হলধর দত্ত স, ন, স (সভাপতি নরেন্দ্র সমিতি) অদ্যকার সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। যথা:—"

"এই সভা শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্র নাথ সান্ন্যাল স, স, ন, স (সহকারী সভাপতি নরেন্দ্র সমিতি) মহোদয় কর্ত্তৃক লালদীঘির পুরাবৃত্ত ও আদি গঙ্গার উৎপত্তি বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং প্রবন্ধ রচয়িতা মহাশয়কে তাঁহাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।"

"শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্র নাথ সান্ন্যাল মহাশয় তাঁহার বর্ত্তমান প্রবন্ধ ও তাঁহার হুগলি, চুঁচুড়া ও শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে পরিচালিত অসাধারণ গবেষণা দ্বারা বিজ্ঞানের যে অসীম উন্নতি সাধন করিয়াছেন তদ্বিষয়ে সভা তাঁহার নিকট বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ। এক্ষণে যাহাতে অধিকতর দূরদেশে ভ্রমণপূর্ব্বক তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তার দ্বারা বিজ্ঞানের অধিকতর উন্নতি সাধিত হয় তাহাই এই সভার অভিমত।"

"উক্ত অভিমত কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত এই সভা উক্ত নরেন্দ্র নাথ সান্ন্যাল স, স, ন, স মহাশয় ও সভার অন্যান্ত সদস্তগণ যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা বিশেষ মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে অচিরে এই সমিতির একটী সহকারী শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত করা হউক।"

"উক্ত প্রস্তাব এই সভা কর্ত্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত হইল।"

"এতদ্বারা নরেন্দ্র সমিতির একটী সহকারী শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ সান্ন্যাল, হরিভূষণ ভাদুড়ী, হরি বিলাস সাধু খাঁ, বরেন্দ্র নাথ ঘোষ উক্ত সভার সদস্ত মনোনীত হইলেন। তাঁহারা যে সকল স্থানে ভ্রমণ করিবেন তথাকার ভৌগলিক বিবরণ,অধিবাসী-গণের স্বভাব, চরিত্র, আচার, ব্যবহার, স্থানীয় দৃশ্ত ও কিম্বদন্তী সকল লিপিবদ্ধ করিয়া সময়ে সময়ে সভার কলিকাতাস্থ হেড আপিসে প্রেরণ করিবেন।"

"সহকারী সভার সদস্তগণ তাঁহাদের ভ্রমণ ব্যয় নিজ নিজ তহবিল হইতে খরচ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় সভা তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্তবাদ প্রদান করিতেছেন এবং তাঁহারা নিজ ব্যয়ে যতদিন ইচ্ছা উক্তরূপ কার্য্য করিতে পারিবেন তাহাতে এই সভার কোন আপত্য নাই।"

"সহকারী সভার সদস্তগণকে এতদ্বারা জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে তাঁহাদের পত্রাদির ডাকমাশুল ও পার্শ্বেল আদি প্রেরণের ব্যয় তাঁহারা নিজ হইতে বহন করিবেন। সভা উপরোক্ত প্রস্তাবটী বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া বিবেচনা করেন যে উহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ও প্রস্তাবকারীর উচ্চ হৃদয়ের পরিচায়ক।"

উপরোক্ত কার্য্যবিবরণীর নিম্নে নরেন্দ্র সভার সম্পাদকের নিম্নলিখিত মন্তব্য সন্নিবেশিত ছিল। যথা:—

"নরেন্দ্র বাবুর বিরল কেশ মস্তকের অভ্যন্তরে ও গোল পরকলা বিশিষ্ট কাঁচকড়ার ফ্রেমযুক্ত চসমার অন্তরালে কি সুমহৎ বস্তু বিদ্যমান আছে তাহা সাধারণ লোকে কখনই অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা নরেন্দ্র বাবুকে বিশেষরূপে অবগত আছেন তাঁহারাই জানেন যে সেই সুবৃহৎ ললাটের অভ্যন্তরে কি সুবিশাল মস্তিষ্ক ও সেই গোল পরকলা বিশিষ্ট চশমার পশ্চাতে কি উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় অবস্থিত আছে! সেই সুবিশাল মস্তিষ্কই লালদীঘির পুরাবৃত্ত ও আদি গঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণা পূর্ণ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া বৈজ্ঞানিক জগৎ আলোড়িত করিয়াছেন। সভার সদস্তগণ যখন নরেন্দ্র বাবুকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন এবং নরেন্দ্র বাবু তাঁহাদের অনুরোধে সভাপতির আসনে উপবেশন করিলেন, তখন সেই গোল পরকলা বিশিষ্ট চশমাখানি সকলের বিশেষ মনযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। নরেন্দ্র বাবু যখন তাঁহার সুবৃহৎ ভুঁড়ি নাড়াইয়া দক্ষিণ হস্ত সম্প্রসারণ পূর্ব্বক একবার দক্ষিণে একবার বামে শ্রোতাদিগের প্রতি মুখ ফিরাইয়া বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন তখন শ্রোতাগণের মনে যুগপৎ ভয় ও ভক্তি সমুদিত হইতেছিল। সভাপতির দক্ষিণে শ্রীযুক্ত হরিভূষণ ভাদুড়ী উপবিষ্ট ছিলেন। বয়ঃবৃদ্ধির সহিত যদিও তাঁহার গুম্ফ ও সিল্ক পাঞ্জাবী তিরোহিত হইয়াছিল, কিন্তু স্ত্রীজাতির প্রতি অনুরাগরূপ তাঁহার মনের দৌর্ব্বল্য তখনও কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। সভাপতির বামদিকে ঘেরা সিতি গ্রীবা বিলম্বিত দীর্ঘকেশ বিশিষ্ট ও সুবর্ণ ফ্রেমযুক্ত চসমা নাকে কবি শ্রীযুক্ত হরিবিলাস ও তাঁহার দক্ষিণে পার্শ্বে থাকিজিনের গলক্ কোর্ট পরা বলিষ্ঠ দেহ প্রসিদ্ধ শিকারী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ উপবিষ্ট ছিলেন।

সে দিনের সভায় নরেন্দ্র বাবু যে বক্তৃতা করেন ও অন্যান্ত সদস্তগণ যে সকল বাদানুবাদ করেন তাহা সভার কার্য্য বিবরণীতে লিপিবদ্ধ ছিল। উহা অন্যান্ত বিখ্যাত সভাসমিতিতে সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে তদনুরূপই হইয়াছিল। সেদিনের সভার কার্য্যপ্রণালী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—পাঠকগণ বর্ত্তমান কালের বড় বড় সভা সমিতিতে সভার প্রসিদ্ধ বক্তাগণের বক্তৃতার সহিত ইহার কোন পার্থক্য আছে কিনা অনুধাবন করিয়া দেখিবেন।

সভাপতির বক্তৃতা যথা:—'এই জগতে যশঃলাভ করিতে সকলেই অভিলাষী,—এই দেখুন আমার বন্ধু হরিভূষণ বাবু। হরিভূষণ বাবু স্ত্রীজাতির মনাকর্ষণ করিতে সর্ব্বদাই ব্যগ্র, হরিবিলাস কবিযশপ্রার্থী, খেলা ধুলা ও ব্যায়ামে কৃতিত্ব প্রদর্শন করাই বন্ধু ধীরেন্দ্র নাথের এক মাত্র উচ্চাভিলাষ, আমারও যে সাধারণ লোকের ন্যায়

যশঃলাভ করিবার ইচ্ছারূপ মানসিক দৌর্ব্বল্য আছে, তাহা আমি অস্বীকার করি না—(সকলে উচ্চৈঃস্বরে—"না"—"না") যদি কখনও আমার হৃদয়ে আত্মাভিমান উৎপন্ন হয় মানব জাতির হিত সাধনেচ্ছা তখনই তাহাকে দমিত করিয়া দেয়। যখন আমি আদি গঙ্গার উৎপত্তি বিষয়ক গবেষণামূলক সুবৃহৎ পুস্তিকা জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিলাম তখনই আমার হৃদয় আত্মাভিমানে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে আমার শত্রুগণ নিন্দাই করুন আর যাহাই করুন আমি সরল অন্তঃকরণে তাহা স্বীকার করিতেছি। তৎকালে সাহিত্যিকগণ এই বিষয় লইয়া আনন্দোৎসব করিয়াছিলেন কিনা তাহা আমি জানি না—(হাঁ—হাঁ—"করিয়াছিলেন")। যে মান্যবর সভ্য এই মাত্র "করিয়াছিলেন" বলিলেন তাহার কথাই আমি মানিয়া লইলাম—জানিলাম সাহিত্যিকগণ সত্য সত্যই আনন্দোৎসব করিয়াছিলেন। যদি আমার পুস্তিকা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পঠিত হইত তাহা হইলে আমি নিজকে তত সম্মানিত মনে করিতাম না, যত আমি অদ্য এই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া নিজকে সম্মানিত মনে করিতেছি। আমি একটি সামান্য মনুষ্য মাত্র—("না"—"না") তথাপি আপনারা যে আমাকে সম্মানজনক ও কিয়ৎ পরিমাণে বিপদ সঙ্কুল পদে মনোনীত করিয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বিপদ সঙ্কুল কেন বলি, কারণ আজ কাল ভ্রমণ করা বড়ই বিপদজনক—রেলে কলিসান হইতেছে—এঞ্জিনে বয়লার ফাটিতেছে—ঘোড়ার গাড়ি উল্টাইয়া যাইতেছে—নদীতে নৌকা ডুবি হইতেছে—(অনেক সদস্য—"না" "না")—এই যে সদস্য 'না' 'না' বলিলেন তিনি উঠিয়া আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হউন, যদি পারেন ত আমার উক্তির প্রতিবাদ করুন। কৈ ?—তাহার সে সাহস কৈ ? নিশ্চয়ই উনি আমার যশোবিস্তারে ঈর্ষিত হইয়া (যদিও আমি আপনাকে যশস্বী হইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত মনে করি) অথবা নিজের অকৃতকার্য্যতায় ভগ্নোৎসাহ ও হিংসা পরতন্ত্র হইয়া নীচজনোচিত—

বিপিনবাবু দণ্ডায়মান হইয়া বাধা দিয়া বলিলেন, "মান্যবর সভাপতি মহাশয় কি আমাকে উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ? (চারিদিক হইতে "শৃঙ্খলা—শৃঙ্খলা"—"সভাপতি"—"হাঁ—না" "বসুন" বসুন" বাহির হইয়া যান"—ইত্যাদি ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল)।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন "হাঁ, আমি উহাকেই উল্লেখ করিয়া বলিতেছিলাম (উত্তেজিত ভাবে) আমি কাহারও ভ্রূকুটীতে ভীত নহি"।

বিপিনবাবু বলিলেন "আমি মাননীয় বক্তা মহাশয়ের নীচ দোষারোপ ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করি, আমি উহাকে নিতান্ত অর্ব্বাচীন জ্ঞান করি।"

এমন সময়ে হরিবিলাসবাবু লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক চেয়ারের উপর দণ্ডায়মান হইয়া বাধা দিয়া বলিলেন—"সমবেত সদস্যগণ। আপনারা কি এই প্রকার অভদ্র জনোচিত বাক বিতণ্ডা করিতে আসিবেন ? ("শুনুন"—"শুনুন") বিপিনবাবু সভাপতি সম্বন্ধে যে বাক্য প্রয়োগ করিলেন তাহা নিশ্চয়ই তাঁহার প্রত্যাখ্যান করা কর্ত্তব্য।"

বিপিনবাবু বলিলেন—"সভাপতি মহাশয়ের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শনের সহিত বলিতেছি আমি আমার উক্তি কখনই প্রত্যাখ্যান করিব না।"

সভাপতি মহাশয় তখন বিপিনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তিনি যে উক্তি করিয়াছেন তাহা সাধারণপ্রচলিত অর্থে কিনা ?

বিপিনবাবু উত্তরে বলিলেন, "নিশ্চয় নহে, আমরা সকলেই নরেন্দ্রসমিতির সভ্য, সুতরাং উহা নারিন্দ্রীয় অর্থে প্রয়োগ করিয়াছি।" (শুনুন—শুনুন)। সভাপতি মহাশয়কে আমি অর্ব্বাচীন বলিয়াছি উহা নারিন্দ্রীয় ভাষায় বলিয়াছি।"

এই প্রত্যুত্তরে সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য সদস্যগণ সন্তুষ্ট হইলেন এবং সভাপতি মহাশয় বিপিনবাবু সম্বন্ধে যে সকল উক্তি করিয়াছেন তাহা তিনিও নারিন্দ্রিয় অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন বলিলেন।

এই স্থানে সেদিনের সভার কার্য্য বিবরণী শেষ হইল।

গ্রন্থকার-মাহাত্ম্য।

শ্রীউদ্ভটরাম বিদ্যাচঞ্চু।

শিষ্য—প্রভো। আপনি যে গ্রন্থকার নামক অপূর্ব্ব মনুষ্য জাতির উল্লেখ করিলেন, তাঁহারা ধরণার কোন্ স্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং জগতের কোন্ মহাকার্য্য সাধন করিতেছেন; তাঁহাদিগের কথা শুনিবার জন্য আমার

অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে। অতএব আপনি আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক উঁহার বৃত্তান্ত সবিস্তারে জ্ঞাপন করুন।

পঞ্চানন্দ কহিলেন, বৎস! গ্রন্থকার কলিযুগের সন্ধ্যা মুহূর্ত্তে এই ভারতভূমেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা নানাস্থানে নানাপ্রকারে প্রকটিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের চক্ষু কোটরগত, কেশ রুক্ষ, বসন মলিন ও জীর্ণ, তাঁহাদিগের কটাক্ষ কুটিল, গতি কুটিল এবং চিত্তও কুটিল। যিনি মাতৃভাষায় অনভিজ্ঞ এবং অপর ভাষা যাঁহার পক্ষে বিষবৎ তিনিই অধুনা সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার নামে পরিচিত। যাঁহার রসনাগ্র ক্ষুরধার ও যাঁহার লেখনীর অগ্রভাগ সম্পূর্ণ ধারশূন্য তাঁহাকেই গ্রন্থকার বলিয়া জানিবে। কমলা যাঁহার দ্বারে পদার্পণ করেন না এবং যাঁহার প্রতাপে সরস্বতী পদ্মাসন ত্যাগ করিয়া সমুদ্র পারে পলায়ন করেন তিনি নিশ্চয় গ্রন্থকার। অধুনা সংস্কৃত ব্যতীত আরও অনেক ভাষা জগতে প্রচলিত হইয়াছে। যিনি সেই সকল ভাষা না জানিয়া তৎ সমুদয়ের শ্লোক উদ্ধৃত করেন—তিনিই গ্রন্থকার। যাঁহার গৃহে রন্ধন শালায় অগ্নি জলে না, কিন্তু হৃদয়ে সর্ব্বদা ঈর্ষাগ্নি জ্বলিতে থাকে তিনিই গ্রন্থকার। যিনি স্বপ্রণীত গ্রন্থের বিজ্ঞাপন স্বয়ং রচনা করেন এবং সেই বিজ্ঞাপনে আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার ব্যতীত আর কেহ নহেন। যিনি স্বরচিত পুস্তকের স্বয়ং সমালোচনা করেন এবং সেই সমালোচনা অপরের নামে অন্য পত্রিকায় প্রকাশ করেন তিনিই গ্রন্থকার। যিনি গৃহে গৃহিণীর সমাদর প্রাপ্ত হন না ও বাহিরে পাঠকের সমাদর পান না—তিনিই ভাল গ্রন্থকার বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। যিনি পুস্তক বিক্রেতারূপী সূর্য্যকে গ্রহ উপগ্রহ রূপে প্রদক্ষিণ করেন, যিনি পুস্তক বিক্রেতা রাজাধিরাজের পরিষদরূপে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া রসিকতার ভাণ করেন, তাঁহাকে নিশ্চিত গ্রন্থকার বলিয়া জানিবে। যিনি পুস্তক বিক্রেতার দ্বারে বিক্রয় লব্ধ পুস্তকের মূল্যের জন্য বা তদভাবে ভিক্ষার জন্য, দণ্ডায়মান থাকেন, তিনিই ভারতের গ্রন্থকার নামে একটি জীব মাত্র। যিনি স্বপ্রণীত পুস্তকে কোন ব্যক্তির যশোগান করিয়া তাঁহার নিকট কিছু প্রত্যাশা করেন—তিনিই গ্রন্থকার। যিনি গ্রন্থ হস্তে সমালোচকের দ্বারে উপনীত হন ও সমালোচনা মনোমত না হইলে সে দ্বার পরিত্যাগ করেন—তিনিই গ্রন্থকার। যিনি রাজপুরুষের সাক্ষাত্তে গমন করিয়া রাজভাষায় কথোপকথন করিতে অক্ষম তিনিই গ্রন্থকার। বৎস! গ্রন্থকারগণের গুণাবলী আমি এই কথঞ্চিৎ বর্ণন করিলাম। তাঁহাদিগের সমগ্র গুণগ্রাম স্বয়ং ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে কীর্ত্তণ করিতে অক্ষম।

শিষ্য—গুরুদেব! গ্রন্থকার মহাপ্রভুদিগকে দূর হইতে নমস্কার করি! আপনি অপর প্রসঙ্গ উত্থাপিত করুন!

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C. 1106

মজলিস

৩য় বর্ষ — সাপ্তাহিক পত্রিকা। — ৪র্থ সংখ্যা

১৩৩১ সাল, ২৪শে শ্রাবণ শনিবার, নগদ মূল্য ৫১০ পয়সা।

সম্পাদক—শ্রীব্রজবল্লভ রায় ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস'-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্র নাথ রায় (নাটোর মহারাজা ক্ষৌণীশ চন্দ্র রায় বাহাদুর, মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই,ই, মহারাজা জগদীশ নাথ রায় বাহাদুর (দিনাজপুর) রাজ ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর (নসীপুর) রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ, আর, সি, আই, (সন্তোষ), রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজা-কুমার যোগীন্দ্র নাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্বেল প্যালেস) শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রকাশকুমার মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি-এল জমিদার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বসন্ত, জমিদার (চাকুরিয়া) শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল) শ্রীজগৎপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যা কণ্ট্রাক্টর বারাকপুর, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ সত্বাধিকারীর ইলিয়ট এণ্ড কোম্পানী শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন, পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার গোবরডাঙ্গ, শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার শ্রীযুক্ত, নবীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মল্লিক জমিদার ও অনারারি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নফরলাল দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন জমিদার কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, শ্রীযুক্ত মতিলাল সাহা জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল হিম্মতসিং (কলিকাতা) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি) ডাক্তার শ্রীনিশিকান্ত মজুমদার, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দে জমিদার, শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার চট্টোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি (স্বত্বাধিকারী মেসার্স কর ডিগনাম এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসন্ন ঘোষ জমিদার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র নাথ সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলী) শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্য-বিনোদ (লাভপুর), শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি, এস, শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত হরিধন নাগ (ম্যানেজার বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া), শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ, শ্যামপুকুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র উকীল আলিপুর, কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত নলাই চাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়) শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশারদ (মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন এম-এ, এল-এম এস মহাশয়ের কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদ ভবন) শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চন্দ্র জমিদার, শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার ও রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর (কুণ্ডি-রঙ্গপুর)

মজলিস-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইলে মাসিক বা বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

কলির ব্রাহ্মণ।

(শ্রীকুঞ্জ বিহারী মিত্র)

একি সেই জাতি ভারত গৌরব
তপে জপে ছিল যাঁদের বৈভব
যাঁদের বিমল যশের সৌরভ
ছিল একদিন ভুবন ভ'রে ?
একি সেই জাতি যাঁরা তপোবনে
শুষিত সাগরে উড়াত অচলে
যাঁদের হুঙ্কারে নৃপতি সকলে
যাচিত অভয় চরণ ধ'রে ?
একি সেই জাতি পঞ্চনদ কূলে
গেয়েছিল বেদ ষড় রাগ তুলে
যাঁদের সঙ্গীতে একদিন ভুলে
দেব দেবীগণ আসিত ছুটে ?
প্রণবের ধ্বনি যাঁদের বদনে
বাজিয়া উঠিত দূর তপোবনে
বিতারত শান্তি যত জীবগণে
পুণ্যের প্রতিভা উঠিত ফুটে।
শিরে জটাভার গৈরিক বসন
করে কমণ্ডলু সহাস্য বদন
হেরিলে যাঁদের ভক্তি-প্রস্রবণ
কার না উথলি উঠিত বুকে ?
একি সেই জাতি যাঁরা জীর্ণবাসে
গহন কাননে থাকি বনবাসে
অসাধ্য সাধন সাধি কুশকাশে
যাপিত জীবন মনের সুখে।
উদ্দাম ইন্দ্রিয় লালসা দমিয়া
আত্মার নিদেশ যতনে পালিয়া
বিভুর মহিমা সবে প্রচারিয়া
এঁরা কি ছুটিত গগন পথে ?
এই সেই জাতি ভক্তির প্রভাবে
ভগবানে আনি বাঁধিয়া স্বভাবে
তাঁর সাথে খেলা খেলি নানাভাবে
স্থাপিত যতনে মানস রথে ?
সকল গুণের অফুরন্ত খনি
এঁরা কি সে জাতি—শাস্ত্রে শিরোমণি
তবে কোথা সেই প্রণবের ধ্বনি
একদিন যার মাতিত প্রাণ ?
কোথা আজি সেই মহিমা অপার
সাত্ত্বিক আচার সাত্ত্বিক বিচার
কোথা আজি সেই বেদের ঝঙ্কার
দূর তপোবনে বেদের গান ?
কোথা হ'তে আজি হেন অবসাদ
কোথা হ'তে হায় এহেন প্রমাদ
কেন হৃদী ভেদি আজি এ বিষাদ
হেন অবনতি হারায়ে মান !
একদিন এরা বিধির বিধান
ভেঙ্গে চুরে সব করি খান খান
ভক্তি-নিগড়ে বাঁধি ভগবান
তাঁর সহ 'সোম' করিত পান !
আজি উচ্চ হ'তে কেন এ পতন
তবে কি এঁরাই কলির ব্রাহ্মণ
জাগ, যোগ, সব করিয়া বর্জন
তাই ভাসে আজি নয়ন-নীরে
হায়! কোথা সেই তপস্যার বল
স্বর্গ মর্ত্ত যায় যেত রসাতল
সুরাসুর ভয়ে হইয়া বিহ্বল
যাঁদের নিদেশ বহিত শিরে ?

গিয়াছে সে সব তথাপি ব্রাহ্মণ
ফিরিয়া বারেক দাঁড়াও এখন
ভাব দেখি আজ মুঁদিয়া নয়ন
দুদিন আগে বা কোথায় ছিলে।
সাধ মন্ত্র দেহ করহ পতন
মেঘহীন পুনঃ ভরিবে গগন
ভরিবে আবার যশের কিরণ
অনুতাপানলে আহুতি দিলে।

নারী জাগরণ।

সত্যি বো'ন! এতদিন আমরা মস্ত একটা ভুল করে ফেলেছি—অন্দরের ভিতর তোমাদের আটকে রেখে! সেকেলে বুড়ো কিনা, তাই অতটা বুঝতে পারিনি। কি জান, আমাদের বিশ্বাস ছিল পুরুষগুলা কর্ম্মরূপী বহিঃস্ফুরণ, আর নারীরা—অন্তঃপুরে সেই কর্ম্মেরই প্রেরণা। তাই অন্তঃপুরটাকেই তোমাদের রাজ্য ভেবেছিলুম। সে রাজ্যে থেকে রাণীর মতই তোমরা সম্মান পেতে। সেটা তোমাদের 'ঘুম' হ'লেও গাঢ় সুষুপ্তি, তা'তে স্বপ্ন ছিল না, চাঞ্চল্য ছিল না, অশান্তিও ছিল না। তোমাদের রাজ্যে ব'সে তোমরা আমাদের উপর হুকুম চালাতে। তোমাদের শোভায় প্রভায় আমাদের চালাঘরকে আমরা "অন্নপূর্ণার যজ্ঞশালা" ব'লে ভাবতুম। সেটা যে "অন্যায় অবৈধ অবরোধ" একথা কেউ আমাদের চ'খে আঙুল দিয়ে দেখায়নি। এখন তোমরা জেগেছ। এ "জাগরণ" অকস্মাৎ জাগ্রত কুম্ভকর্ণের মত—আজ অনেক খোরাকের দাবী ক'র্চ্ছে। অবশ্য এতে আমরা পরিণাম ভেবে ভয়ও পাচ্ছি।

এখন তোমরা জেগেছ। জাগবে বৈকি! আমাদের এই বিপদের দিনে, দুর্দ্দশার সময় আমাদের অনেক আশা আশ্বাসের ধন যখন বিদেশে গিয়ে বিশ্ব প্রেমের আলো দিচ্ছেন তোমরা কি না জেগে থাকতে পার? যখন 'রামায়ণ' 'মহাভারত' ছেড়ে 'চ'খের বালি' 'বিরাজবৌ' 'নৌকা ডুবী' তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া হ'য়েছে, তখনি ত বুঝেছি তোমরা জেগে উঠেছ। তবুও যে তোমাদের শক্তিকে দাবিয়ে রেখেছিলুম সেটা কেন, জান? তোমরা যে কতটা বড় হ'য়েছ, তা' বুঝতে পারিনি ব'লে। আমরা যখন ছোট ছিলুম, সঙ্গীদের সঙ্গে খেলা ক'রে তাদের নিয়ে বাড়ী ফিরে আসতুম, মা আমাদের সকল ছেলের হাতে খাবার দিতেন, নিজের ছেলেটি খাবে, পরের ছেলেগুলি হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখবে এ তিনি সৈতে পার্ত্তেন না। তোমরা ছেলেকে স্কুলে দাও, বিকেলে তা'র জন্যে বাড়ী থেকে জল খাবার পাঠাও, ছেলে তা একলা খায়—সঙ্গীদের ভাগ দেয় না, তোমরাও এত কম জিনিষ পাঠাও যে তা'তে নিজের ছেলেটি ছাড়া পরের ছেলের পেট ভরে না। সেই তোমরা নবীনার দল—যে ব্যক্তিগত এবং সমাজগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে নিজের দেশ ও জাতি অনেক বড় ভাববে, এ যে আমরা কল্পনাও করিনি। আমাদের মা ঠাকুরমার বুকে—সমস্ত জগৎ যেমন প্রতিবিম্বিত হ'তো—তোমাদের তেমন হয় কি?

তোমরা নিজেদের "সংস্কার কার্য্যে আত্ম নিয়োগ" কর্‌বার ইচ্ছা ক'রেছ—তাতে দেশের "মুক্তিপথ" উন্মুক্ত হবে, এই তোমাদের ধারণা, কিন্তু—সে কোন মুক্তি? আমরা প্রাচীন হিন্দু চা'র রকম মুক্তির কথা জানি। সালোক্য, সারূপ্য, সাজুয্য, সার্ষ্টি। এর অতিরিক্ত আর একটি মুক্তি আছে—তা'র নাম 'মহামুক্তি'।

'গলদ' কোথায়, 'ভাঙন' কোথায়—সে আমরা ৫০ বছর আগে দেখেছি। সে গলদ—'ধর্ম্ম শিক্ষার অভাব' আর 'ভাঙন'—নিজের অবস্থায় অসন্তোষ। "নারী শক্তিকে সকল জাতিই স্থান দিয়াছে পুরুষের পার্শ্ব দেশে"—আর "আমাদের দেশ এই নারী শক্তিকে চিরকাল দাবাইয়া রাখিয়াছে—তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছে—পুরুষের পশ্চাৎ ভাগে।" এতে বো'ন! তুমি দুঃখ ক'রেছ, সে জন্যে আমরা যৎকিঞ্চিৎ লজ্জিত। 'সকল জাতির' পুরুষ বলবান্, ঐশ্বর্য্যশীল, স্বাধীন, কাজেই তা'রা নারীকে বিপদ থেকে রক্ষা ক'র্ত্তে পারে, তারা স্ত্রীকে নিশ্চয়ই পাশে বসিয়ে রাখতে পারে। আমরা কি তাই? আমাদের দেশের পুরুষগুলা যে কি—তা' একবার খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন গুলা পড়ে দেখো। এ দেশের পুরুষের ঐশ্বর্য্য ত—"আফিসে নোটিশ হইল আরি ভেকেন্ট একটি কেরাণী গিরি। টুয়েন্টি রুপিজ্ সেলারী পাবে, আটজন

লোকে খুঁটে তা' খাবে।" আমাদের স্বাধীনতার কথা ত সকলেই জানে। আমরা স্বদেশকে মা ব'লে ডাকলে— চ'খ রাঙানিতে ভয়ে আড়ষ্ট হই। তবুও যদি নচ্ছার আমরা নারীশক্তিকে কখনও পাশে বসিয়ে রাখি—অমনি যার ভূতের নজরে পড়িয়া শক্তিটি কেমন জড়সড় হয়ে পড়ে! পরাধীন জাত যদি মেয়েমানুষকে স্বাধীনতা দেয়,—তা হ'লে যে কি সর্ব্বনাশ হয়, খবরের কাগজে কি পড়নি? "সামন্ত বয়সে" ভূতে পাওয়ারই সম্ভাবনা। তাই এই "মজলিসেরই" মুরুব্বি বুড়া একদিন একটা গান গেয়েছিল—শোননি?

"চ্যাংড়া ভূতে চিঠি লেখে, বেহ্মদত্যি লুকিয়ে দেখে
আবার গোভূত আসে শুঁকতে।
সোমত্ত বয়সে আমায় নজর দেয় ভূতে।"

ওকি! কুরুচি ব'লে নাক সেঁটকাচ্ছ যে! একি "প্রেম পিপাসার" চেয়েও খারাপ? না, ব্রহ্মদশগামী কাচাক্রের কেবিনের সেই সাপের মত হাতধ'নার চেয়েও ভীষণ?

যাক্, এখন কি সাব্যস্ত কচ্ছ শোন? ঘোমটা খুলে বাইরে আসবে? তাতে আমাদের আপত্তি কি? আর আপত্তি কর্লেই বা কে শোনে? যা'রা 'দেশের কল্যাণ কামনা করে' তারা কি সমাজচ্যুতি, নরক প্রাপ্তির ভীতিতে পেছিয়ে যা'বে? তবে আমাদের মত বুড়োদের একটা ধারণা—ঘোমটার বড় পক্ষপাতী; আমাদের একটা বুড়ো কবি একদিন নাকি ব'লেছেন—

"রাহু যে চাঁদেরে ছাড়ে শুধু চাঁদ ব'লে।
সেও না ছাড়িত বুঝি চাঁদ মুখ হ'লে।"

তাই ঘোমটা দেওয়ার প্রথাটাকে আমরা বড় ভালবাসি, আমাদের মনে হয় না ঘোমটা ঢাকা মুখখানি দুষ্টু লোকের চ'খের আড়ালে অন্দরে লুকান থাকলে, সেটা অজ্ঞানতার পূতিগন্ধময় অন্ধকার গহ্বরে নির্ব্বাসিত করা বুঝায়।

সত্যি বো'ন্! তোমরা "সেই পদ্মিনী, ঝান্সীর রাণীর জাত" তোমাদের দেবী "সিংহবাহিনী, দশভূজা, দশ প্রহরণ ধারিণী" তোমাদের মা "কালী করালবদনী, খর্পর ধারিণী দানব দলনী।" এটা আমরা আশৈশব হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। "পদ্মিনীর" জাত না হ'লে তোমরা কি শাশুড়ী ন'নদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আত্মহত্যা কর? ঝান্সীর রাণী না হ'লে মেয়ে হ'য়ে মরদের সাম্‌নে কি বক্তৃতা দিতে পার? তোমরা "সিংহবাহিণী" বলিয়া কেরাণী পতির পৃষ্ঠে চড়িয়া থাক। খাবার সময় দশভূজা হ'য়ে দশহাত বাহির কর। তোমরা "কালী" দিগম্বরী, শাড়ি হবে কি সৌখীন সাড়ীর প্রসাদে; বাসর ঘরে তোমাদের সঙ্গিনী ভূতিনী পেত্নীদের জ্বালায় অনেক বর বোকা বনিয়া যায়। যখন তোমরা "বের মা' রূপে বিরাজ কর তখনই তো বেহানের প্রতি করালবদনী। আর কর্ত্তাকর্ত্তার রক্তপান করিবার জন্য খর্পরধারিণী। যে স্বামী কথা শোনে না তা'কে জব্দ করিবার জন্য দানবদলনী।

তবে কি নিশ্চয়ই বাঁধন ছিড়বে? ঘরে আর থাকবে না? স্বাধীন জেনানা হবে? তা হ'লে দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী? বাঁচা গেল, এতদিনে এই জড়ভরত ভারতবর্ষ একটা মুক্তির পথের সন্ধান পেলে। তোমরা জাগো, জাগৃহি! ভারত জাগাও। মেয়েরা অন্তঃপুরে নিষ্ঠুর পুরুষের অত্যাচারে আবদ্ধ ছিল ব'লেই দেশের এত অবনতি! এই যে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ, মহামারী, কালাজ্বর, যক্ষ্মাকাশ, জিনেষের দুষ্মূল্যতা, শিশুর অকালমৃত্যু, পণপ্রথা, জলকষ্ট, অন্নকষ্ট, বস্ত্র সমস্যা এর একমাত্র কারণ আমরা মেয়ে মানুষকে স্বাধীনতা না দিয়ে, অন্দরের মধ্যে তার শক্তি দে'বে রেখেছিলুম ব'লে। তোমরা স্বাধীন হও—আমরা সেকেলের লোক দশমহাবিদ্যার স্তব করি।

ইহ পরকালের দেবতা।

সদ্ধর্ম্মব্রত শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ,
সাহিত্যবিশারদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রামচাঁদ ঘোষ রামময় বাবুকে চিনিলেন। রামময় বাবু, তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। রামময় আজ গরীব হইলেও একদিন ধনবান ছিলেন। ধনবানেরা কোন্ কালে গরীবকে চিনিয়া থাকে?

রামচাঁদের ওরূপ উক্তিতে রামময় বাবু, আর কিছু না বলিয়া দন্তধাবনের পর নিজের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে বিছানায় গিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু রামচাঁদের ওরূপ উক্তির কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না। ভাবিতে লাগিলেন যে, আমার এখানে অবস্থিতিতে ও লোকটা ওরূপ আহ্লাদ

প্রকাশ করিল ক্যানো? 'অধিকন্তু এটা কোন্ গ্রাম, কাহার বাটী তাহাও ভাবিতে লাগিলেন বই কি? আর ভাবিতে লাগিলেন গতকল্য আমার পরিচয় প্রাপ্তির পরই আমার জীবনদাতৃ, দয়াবতী মহিলা কেমন ব্যস্ততার সহিত প্রস্থান করিলেন ক্যানো? রাত্রে আহারের সময়ই বা অনুপস্থিত রহিলেন ক্যানো? ইত্যাদি।

এদিকে রামময় বাবু উঠিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলে গোপাল বাবু মৃদুস্বরে রামচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঘোষ মহাশয়! আপনি ঐ ভদ্রলোককে চিনেন কি?

রামচাঁদও অনুচ্চস্বরে বলিলেন, আজ্ঞে চিনি বই কি বাবু মহাশয়। শ্রীকৃষ্ণপুরে যে আমার মামা শ্বশুরের বাটী, সেখানে আমার মাঝে মাঝে আসা যাওয়া আছে।

ওঁর নিবাস কোথায়?

আজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণপুর! কেনে, বাবু মহাশয় কি ওঁকে চেনেন না?

না ঘোষ মহাশয়, ওঁকে আমি কেমন করে চিন্‌বো!

সে কি কথা! উনি যে বল্লেন এখানে এসে আজ কদিনই রয়েছি!

"তা" রয়েছেন বটে বলিয়া গোপাল বাবু রামময় বাবুর দুর্ঘটনার কথা আগা গোড়া বিবৃত করিয়া শেষে বলিলেন, ডাক্তার বাবুর আদেশ তিন দিন ওঁর কথা কওয়া নিষেধ ছিল। তারপর কাল বিকেল বেলা হ'তে কথা কইলেও এখনও ওঁর পরিচয় লওয়া হয় নাই।

রামচাঁদ ঘোষ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন এত দিনে জানলাম মাথার উপর ভগবান বলে কেউ হোক একজন বিচার কর্ত্তা আছেন, আর ওঁর বিচার ঠিকই করেছেন।

কেনে ঘোষ মহাশয়? ব্যাপারটা কি?

আজ্ঞে এ ক'দিন উনি রয়েছেন কোথায়?

বৈঠকখানার ঐ পাশের ঘরে।

তাহলে ওঁর মহাপাপ এখনও কাটে নেই!

কি রকম?

আজ্ঞে, মাঝখানে উনি দুটো বিয়ে করেছিলেন, সে দুটা মরে বেঁচেচে। একটা প্রবাদের গলি নিয়ে, জ্ঞাতি-দের সঙ্গে ঝগড়া করে, এবং নানা রকম বদ খেয়ালিতে সর্ব্বস্ব নষ্ট করেছেন। তারপর শেষবার যে মেয়েটিকে বিবাহ করে ঘরে এনেছিলেন, সে ওঁর ভাত খেলে না। সে গিয়ে তার বাপের বাটিতে রয়েছে। সে ওঁর অত্যাচার বরদাস্ত কর্ত্তে পাল্লে না।

আহা বলেন কি?

ও রকম লোককে আর "আহা" কর্ব্বেন না।

কেন বলুন দেখি?

বাবু মহাশয়! লেখা পড়া জ্ঞান, বড়লোক, ধনবান, ব্রাহ্মণের ছেলের অমন দুর্ম্মতিও দেখি নেই, অমন দুর্দ্দশাও দেখি নেই! ভগবান মহাপাপের ফল সত্ত সত্ত দিয়েছেন।

লোকটির নাম কি?

রামময় চাটুয্যে!

রামময় চাটুয্যে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের জামাই বাবু—আপনার ভগ্নিপতী!

গোপাল বাবু বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে রামচাঁদ ঘোষের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, বলেন কি ঘোষ মশায়?

আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু মহাশয়! আমি কি আপনাকে মিছে কথা বল্‌ছি? আমাদের মা জননী গিন্নি মাকে উনি প্রথম বিবাহ করেছিলেন

গোপাল বাবু আর তথায় অপেক্ষা না করিয়া, রামচাঁদ ঘোষকে কাছারীতে গিয়া তামাক খাইবার ও বিশ্রাম করিবার আদেশ দিয়া দ্রুতপদে অন্দরের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ডাকিলেন, দিদি! দিদি! কোথায় রয়েছ?

রসুই ব্রাহ্মণী বলিলেন কাল রাত থেকে গিন্নি মায়ের অসুখের মত হ'য়েছে, আজ এখনও বিছানা থেকে ওঠেন নেই। কাল রাত্রেও কিছু খান নেই!

গোপাল বাবু সহোদরার শয়ন কক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, দিদি! তোমার অসুখ করেছে?

অম্বুজা সুন্দরী বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন এবং সহোদরের চাঁদ মুখ খানিতে হাত বুলাইয়া স্নেহের ভাষায় বলিলেন না মাণিক, আমার তেমন কিছু অসুখ করে নেই, কি বলছো কি?

গোপাল বাবু কেমন অপ্রতিভভাবে বলিলেন বল্‌ছিলাম—

কি বল্‌ছিলে বলো? তোমার দিদির অসুখের জন্ত চিন্তা নেই!

গোপাল বাবু তেমনি ভাবেই বলিলেন, না তার জন্যে নয়। তবে বলছিলাম—

কি বলছিলে বলো ?

গোপাল বাবু মস্তক নত করিয়া বলিলেন, বলছিলাম ঐ ভদ্রলোকটী আমাদের চাটুয্যে মশায় ?

গতকল্য অপরাহ্নে ভদ্রলোকটির পরিচয় প্রাপ্তির পর হইতে হর্ষ বিষাদের তরঙ্গে ভাসিয়া অম্বুজাসুন্দরী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। গত রাত্রে দুই বার শয্যা ত্যাগ করিয়া ভদ্রলোকটির শয়ন কক্ষের দরজার নিকট গিয়াছিলেন। দরজা খোলা ছিল, কক্ষে রক্ষিত হারিকেন কণ্ঠনের আলোর সাহায্যে দুইবারই বহুক্ষণ ধরিয়া নির্নিমেষ নেত্রে ভদ্রলোকটিকে দর্শন করিয়া অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কক্ষে প্রবেশ করেন নাই। প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। এখন আবার সহোদরের মুখে ভদ্রলোকটির পরিচয়ের পুনরাবৃত্তি ও পোষকতা শ্রবণ করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কয়েক ফোঁটা অশ্রুও চক্ষু হইতে বাহির হইয়া বিছানায় পতিত হইল। তিনি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন এ কথা তোমায় বল্লে কে গোপাল ? কার মুখে তুমি শুনলে ?

গোপাল বাবু মৃদুস্বরে বলিলেন—আমাদের কুমোর ডিহির গোমস্তা রামচাঁদ ঘোষ বল্লেন।

রামচাঁদ ঘোষ। জানলেন কেমন কোরে ?

শ্রীকৃষ্ণপুরে রামচাঁদ ঘোষের মামা শ্বশুরের বাটী। সেই জন্য ওঁকে চেনেন।

অম্বুজাসুন্দরী ক্ষোভ ও অভিমানের ভাষায় বলিলেন—মরুকগে যে হয় হোকগে, ও কথা নিয়ে তোমার আর মাথা ঘামাবার কিছু মাত্র দরকার নেই।

তাই কি হয় দিদি ?

কি হয় না বলছিস ?

ওঁকে আর ও রকম বাইরের ঘরে অপরিচিত লোকের মত ফেলে রাখা !

বেশ হয় ! আর তা যদি না হয় তা'হলে ওঁকে পাল্কী কোরে ওঁর বাটীতে পাঠিয়ে দে !

না দিদি, দোহাই তোমার। তা' আর হয় না। ওঁকে বাটীর মধ্যে নিয়ে আসি।

অম্বুজাসুন্দরী বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন গোপাল। তুই কি আমায় শান্তিতে মরতেও দিবি না ?

ক্যানো দিদি ?

এই জীবন-সায়াহ্নে, মরণ কালে আর ও ঝঞ্ঝাট আমার ভাল লাগে না, খুবই বিরক্তির কারণ হবে !

সে কি দিদি। তোমাকে যে কত দিন বলতে শুনেছি, হিন্দু স্ত্রীর স্বামী মাত্র ইহকালের সামগ্রী নয়, হিন্দু স্ত্রীর ইহ পরকালের দেবতা !

অম্বুজা সুন্দরী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গে দেখিলেন, নারীজন বাঞ্ছিত স্বামীর অঙ্কে তাঁহার সিন্দুর-বিন্দু শোভিত মস্তক সুপ্ত রহিয়াছে। স্বামী মাথায় হাত বুলাইতেছেন।

পাঁচ হাটের ধুলো।

(শ্রী নৃপেন্দ্র কুমার বসু)

কিছুদিন পূর্ব্বে রোম নগরের একখানা কাগজে প্রকাশ, সেখানকার কোন মহল্লায় একটি একুশ বছর বয়সের ভিক্ষুক সম্প্রতি ম'রা গিয়াছে। যে ঘরটিতে সে মারা যায় সেই ঘরের মাটির নিচে ও চার কোণে অজস্র টাকা, সিকি, দুয়ানি, আধুলি, পয়সা প্রভৃতি অয়েল্ ক্লথের থলের মধ্যে মুখ আঁটা অবস্থায় পওয়া যায়। শুনে দেখা গেল, তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মূল্য প্রায় বারো লক্ষ টাকা। তার উত্তরাধিকারী তজন ভাগে, এ যাবৎকাল রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে ভিক্ষা ক'রে বেড়াত। এটর্ণির কাছে মাতুলের মর্‌লগ্‌ মোটা টাকার সন্ধান পেয়ে ভিক্ষার ঝুলি মহানন্দে কাঁধ থেকে নামিয়ে তারা নাকি একটী আধুনিক সুখ সুবিধাপূর্ণ-সুসজ্জিত অট্টালিকা এবং এক খানা ঝকঝকে রগ্‌রগে মটরগাড়ীর বায়না জারি করেছে।

* * * *

আমার এক পর্য্যটক বন্ধু একবার বিদেশের কোন পাগলা গারদ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। তিনি গল্প কল্লেন, "ভাই, কত রকমের যে পাগলা দেখলুম তার ইয়ত্তা করা যায় না। তার মধ্যে এক জনের ব্যাপার বলি শোন। একটা পাগল ত এক দিন সকালে মহা চীৎকার

সুরু ক'রে দিল—আমি মরে যাচ্ছি, তোমরা একবার শেষ দেখা দেখে যাও। ওয়ার্ডার, ছুটে এসে দেখে সব ভুয়া। জমাদার ছুপুর বেলা আহারের জন্যে ডাক্ পাড়ল, সে পাগল আর কিছুতেই উঠ্‌বে না; বিছানার উপর কাৎ হ'য়ে নিস্পন্দভাবে শুয়ে চোখ দুটো মিটির মিটির ক'রে নাকি সুরে বলতে লাগল ওরে বেটা ডাক্‌চিস্ কেনে, আমি ত সকাল বেলা ম'রেছি, মরা মানুষ কি খায়? এই বলিয়া সে কিছুতেই খাইল না। অনেক ধস্তাধস্তি করে' ও তাকে খাওয়ানও গেল না। গারদের বৃদ্ধ ডাক্তারটি পাগল প্রকৃতির পাকা জহুরী, তিনি পাগলটিকে খাওয়াবার উপায় বার করে ফেল্লেন। দুজন একটু রোগা রোগা চাকরকে পোষাক ছাড়িয়া খুব পাতলা সাদা আলখাল্লা পরাণ হ'ল, তাদের মুখে ও হাতে খড়ি লাগিয়ে নিঃশব্দে পাশের ঘরের এক টেবিলে নানাবিধ খাদ্যের সদ্ব্যবহারার্থ বসিয়ে দেওয়া হল। পাগলের ঘরের দরজা ইচ্ছাপূর্ব্বক আগে থেকে একটু ফাঁক করা ছিল; পাশের ঘরে মিঠে কাঁটা চামচের ঐকতান শুনে মুখ ফিরাতে পাগল সেই আহার নিরত অপরূপ জীবকে দেখ্‌তে পেল। পাশেই তার ঘরের জমাদার দাঁড়িয়ে ছিল, জিজ্ঞাসা কল্লে—ওরা খাচ্ছে কারা হে? উত্তর হল—মরা মানুষ। পাগল চক্ষু কপালে তুলে প্রশ্ন কল্লে—হ্যাঁ সে কি হে, তবে মরা মানুষেও খায়? জমাদার উত্তর দিল—আজ্ঞে দেখ্‌তেইত পাচ্চেন? তখন পাগল বিছানা হ'তে উপর লাফিয়ে উঠে বল্লে তবে বাবা আমিই একলা কেন শুকিয়ে ম'রি! ওই মরা ভাইদের কাছ থেকে আমার জন্য একথালা ভাল খাবার নিয়ে আ'য় শীগ্‌গির! সেইদিন থেকেই পাগলের উপবাসের খেয়াল মিটে গেল।

• • • •

ডাক্তার হ্যারল্ড বারো—যিনি যুদ্ধের সময় একদল বৃটীশ বাহিনীর স্বাস্থ্যকর্ত্তা ছিলেন, তিনি তাঁর একখানি পুস্তকে অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে একটি অপরূপ মজার ভ্রান্তির কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। লণ্ডনের একজন বিখ্যাত সার্জ্জেন এক রোগীর একখানি ক্ষতদুষ্ট পায়ের অর্দ্ধেকটা কাটতে গিয়ে তাকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে, ভ্রমক্রমে তার সুস্থ পা খানিতে অস্ত্রোপচার ক'রছিলেন। বেচারি এই ভ্রমাত্মক ও দুরাত্মক সংঘটন দেখেত কেঁদেই অস্থির। ডাক্তারও তখন নিজের ভুল বুঝ্‌তে পেরে সন্তপ্ত হৃদয়ে ক্ষতদুষ্ট পা খানি পুনরায় কাট্‌বার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, কিন্তু রোগী বেচারী আর কিছুতেই রাজী হল না, সে ভাব্‌লে—এবার ডাক্তার তার পা খানা কাটতে গিয়ে ভ্রান্তি বশতঃ হয়ত বা ভাল হাত খানাই কেটে বস্‌বেন। যাহোক ওষুধ খেয়ে ও লাগিয়ে মাস দুই পরে অভাগার ক্ষত দুষ্ট পাখানি আরাম হয়ে' গেল বটে, কিন্তু এই আরামের বিনিময়ে তার ভাল পাখানিকে বিসর্জ্জন দিয়ে আসতে হল। এ কতকটা সেই ঠাকুরমার গল্পের "নাকের বদলে নরুণ পাওয়ার" মতন নয় কি?

• • •

ইটালীর এক সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর একবার তাঁর ছবির কোন ঈর্ষান্বিত সমালোচককে তাঁর বিখ্যাত "শেষ বিচার" (Last judgement) নামক ছবিখানির তলায় নরকের নির্য্যাতিত প্রাণীর রূপ এঁকে ছিলেন। তার ফলে রাজা তৃতীয় পলের নিকট তাঁর নামে নালিশ হয়। রাজা বাদীকে জিজ্ঞাসা করলেন "কিহে তোমার কোন্ জায়গায় আঁকা হয়েছে?

"আজ্ঞে ধর্ম্মাবতার, নরকের!"

পল চীৎকার করে' বললেন, "কি সর্ব্বনাশ, নরকের! কিন্তু বাবা, সে রাজ্য আমার এলাকাভুক্ত নয়!"

নূতন রাঁধুনি।

শ্রীহেমেন্দ্র লাল পাল চৌধুরী।

গীত।

তোরা সবে দেখে যাগো কেমন রান্না শিখেছি,
কেমন রান্না বেঁধেছি নূতন রান্না শিখেছি,
রাঁধতে গিয়ে মুড়িঘণ্ট, হয়ে গেছি লণ্ডভণ্ড,
অম্বলে সম্বরা দিতে নুনে পোড়া করেছি।
রাঁধতে গিয়ে চচ্চড়ি, এক হাঁড়ি জল দিয়ে ফেলেছি,
তবু বেগুন ডোবেনি, মাথা মুণ্ডু করেছি!
রাঁধতে গিয়ে মাছের ঝোল, করে ফেলেছি গণ্ডগোল,
শাকেতে ফোড়ন দিতে, ঝোলে সাঁতার দিয়েছি!
গড়েছি পিঠে পুলী, ভেজেছি লুচিপুরী,
রাঁধতে গিয়ে সুজির পায়েশ চিনি দিতে ভুলেছি!

সংবাদ পত্র।

১। সমগ্র পৃথিবীতে ৬০ হাজার সংবাদপত্র প্রচারিত হইতেছে। পৃথিবীর সমগ্র ডাকঘরে যত সংবাদপত্র প্রেরণ হয়, তাহার মধ্যে তিন ভাগের দুই ভাগ ইংরাজী ভাষায় লিখিত।

২। ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। অধুনা লণ্ডন সহর হইতে ৪৮২ দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে। পৃথিবীর আর কোন সহর হইতে এতগুলি পত্রিকার প্রচার হয় না। লণ্ডনের জেনারেল্ পোষ্টাফিসে প্রতি বৎসর প্রায় চল্লিশ কোটিরও অধিক সংখ্যক সংবাদপত্র ডাকে গিয়া থাকে।

৩। ফ্রান্সে সংবাদ পত্রের সংখ্যা ৫৬০০ খানি। প্যারিস সহর হইতে ১৪২ দৈনিক, ৭২৬ সাপ্তাহিক, ৮৮৪ সাময়িক এবং বক্রি অপরাপর পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। বেলজিয়ম রাজ্যে সংবাদ পত্রের সংখ্যা ২০০০; বেলজিয়ম্ ষ্টেট রেলওয়েতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ট্রেণে নানা প্রকার সংবাদপত্র রক্ষিত হয়। প্রত্যেক বৎসর এক শত টনের অধিক পত্রিকা সংগ্রহ হইয়া থাকে।

৫। স্পেনদেশে সংবাদ পত্রের সংখ্যা ১,৮০০ শত। ইউরোপের মধ্যে তথায় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প দৈনিক পত্রিকা প্রচার হয়। তথা হইতে কাপড়ের উপর চিত্রিত একখানি আশ্চর্য্য সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উহা ধৌত করিলে সমুদয় কালি উঠিয়া যায়। পত্রিকাখান পাঠ শেষ হইলে গ্রাহকগণ উহা ধৌত করিয়া একখানি সুন্দর রুমালরূপে ব্যবহার করেন।

৬। মার্কিণযুক্তরাজ্যে সংবাদপত্রের সংখ্যা ২১,৪২৫; তন্মধ্যে দৈনিক ২,৫০০, জার্ম্মাণ ভাষায় ৭০০, ফরাসী ভাষায় ৪০, খানি। অধুনা এই রাজ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক পত্রিকা প্রকাশ হয়।

৭। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সংবাদ পত্রের নাম—কিংচাও। ইহা চীন দেশ হইতে বিগত পনের শত বৎসর কাল অবিরাম প্রকাশিত হইত। চীনে সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে সভাপতি এই পত্রিকার প্রচার বন্ধ করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে সেই পত্রিকার একজন সম্পাদকের কর্ণ ও জিহ্বা কাটিয়া তাহার মস্তক ছেদন করা হইয়াছিল।

কিউনর্ট নামে আর একখানি প্রাচীনতম সংবাদপত্র ৯০১ খ্রীষ্টাব্দে পিকিন সহর হইতে প্রথম বাহির হয়। সার্দ্ধ দুই শতাব্দী কাল সেই পত্রিকা নিয়মিতরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। ১৩১৯—১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহার দৈনিক তিনটী সংস্করণ প্রকাশ হইত। অধুনা ইহা বিলুপ্ত হইয়াছে।

চীনদেশের পিকিন গেজেট ৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারিত হয়। এপর্য্যন্ত ইহার সতের জন সম্পাদকের মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে। চীন গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কিছু লিখিলেই সম্পাদকের মস্তক ছেদন হয়।

৮। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানে কেবলমাত্র একখানি সংবাদপত্র ছিল, অধুনা প্রায় তিন সহস্র; উহার মধ্যে ৫০০ দৈনিক আছে। তথাকার কোন কোন প্যাসেঞ্জার ট্রেনে সংবাদপত্র পাঠের পৃথক গাড়ী থাকে।

৯। ভারতবর্ষে ১,১৮০ খানি সংবাদপত্র ও পত্রিকা আছে। লোক সংখ্যা প্রায় ৩২ কোটী, শিক্ষার অভাবে এদেশে কোন পত্রিকা উন্নতভাবে চলে না।

১০। ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশই সংবাদপত্রের জন্ম স্থান। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইংরাজী পরিচালিত কলিকাতায় প্রথম সংবাদপত্র বেঙ্গল গেজেট প্রকাশিত হয়। জেমস্ অগষ্টাস্ হিকি নামক জনৈক ইংরাজ তাহার সত্ত্বাধিকারী ছিলেন। তাহাই ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সহরে বাঙ্গালা গেজেট নামে প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রচার হয়। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য উহার সম্পাদক ছিলেন। ক্রমে সংবাদপত্রের বহুল উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে।

স্বর ও ব্যঞ্জন।

(শ্রীবসন্ত কুমার বসু।)

বর্ণপরিচয়ে দুই প্রকার বর্ণের কথা লিখিত আছে, যথা—স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। স্বরবর্ণ সংখ্যায় অল্প, আর ব্যঞ্জনবর্ণ সংখ্যায় অধিক। কিন্তু হইলে কি হয়? স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত ব্যঞ্জনবর্ণের গতি নাই।

স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের ন্যায় সমাজে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—স্বাবলম্বী ও পরপ্রত্যাশী। স্বাবলম্বী ব্যক্তি স্বরবর্ণের ন্যায় সংখ্যায় অল্প, আর পরপ্রত্যাশী অসংখ্য।

স্বাবলম্বী ব্যক্তিগণই স্বীয় প্রতিভা বলে সমাজের শীর্ষস্থানীয় হন, ইঁহারাই স্বনামো-পুরুষো ধন্যঃ।

পরপ্রত্যাশী ব্যক্তিগণ ব্যঞ্জন বর্ণের ন্যায়, পরের সাহায্য অনুগ্রহ ভিন্ন সমাজে দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হন না। এই শ্রেণীর লোকেরা কেহ পিতৃনামে, কেহ শ্বশুরের নামে কেহ শ্যালকের নামে, কেহ ভগ্নীপতির নামের দোহাই দিয়া সমাজে বিচরণ করিয়া থাকেন। ইঁহারাই সমাজে মধ্যম ও অধম পুরুষ নামে আখ্যাত হন।

আর এক শ্রেণীর লোক আছে, ইঁহারা "অনুস্বর" "বিসর্গ" ও "চন্দ্রবিন্দু"র ন্যায় আশ্রয় অন্বেষণ করিয়া থাকেন। আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে, আশ্রয় দাতাকে অবলম্বন করিয়া সমাজে বিচরণ করিয়া থাকেন। ইঁহারাই সমাজের মধ্যে অধমাধম পুরুষ নামে পরিচিত।

সতীর মন্দির

শ্রীহেমেন্দ্র লাল পাল চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ৮০ আনা. সুন্দর বাঁধাই ১৲ এক টাকা।

"সতীর মন্দির" নামেই পুস্তকের পরিচয়। হিন্দু রমণীর সতীত্ব-কাহিনী সুন্দর, সরল ও স্বাভাবিক ভাবে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সতীর তেজে দুশ্চরিত্র স্বামীর পরিবর্ত্তন ও মুক্তি গ্রন্থকার অতি দক্ষতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। অধিকাংশ চরিত্রই স্বাভাবিক এবং শিক্ষাপূর্ণ। এই সুলেখকের রচনা ও কলা নৈপুণ্যের আমরা যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে সতীর মন্দির বিরাজ করিতে দেখিলে আমরা আনন্দিত হইব। শুভ বিবাহে এই গ্রন্থখানি উপহার দিবার সম্পূর্ণ উপযোগী।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এণ্ড বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে

নোটিশ।

একস্‌পোর্ট কোল এণ্ড কোক্‌এর রিবেট উঠাইয়া লইবার এবং তাহার উপর দাবী পেশ করিবার সময় সংক্ষেপ করণ।

বর্ত্তমান ১৯২৪ অব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে একস্‌পোর্ট কোল এবং কোকের উপর প্রকৃত ভাড়ার হারের শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে যে রিবেট দেওয়া হইতেছিল, ভবিষ্যতে তাহা প্রত্যেক তিনমাস অন্তর দেওয়া হইবে। প্রত্যেক কোয়ার্টার শেষ হইবার দুই মাসের মধ্যে যে রিবেট দাবী করা হইবে না, তাহার উপর শতকরা ৫ হইতে ২০ টাকা পর্য্যন্ত ডিসকাউণ্ট করা হইবে। কিন্তু সর্ত্ত এই যে, প্রত্যেক কোয়ার্টারের শেষ হইতে ৬ মাসের পরে যে রিবেটের দাবী করা হইবে তাহা অগ্রাহ্য হইবে।

প্রত্যেক কোয়ার্টারের শেষ হইতে ধরিয়া অন্ততঃ ৩ মাসের নোটীশ দিয়া এই রিবেট নাকচ করা যাইতে পারিবে।

জি, এল, কল্‌ভিন্‌
এজেন্ট
ই, আই, আর

জি, সি, গডফ্রে এজেন্ট
বি, এন, আর
নং ১৩৪

কলিকাতা ২২শে জুলাই, ১৯২৪।

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C. 1106

মজলিস

৩য় বর্ষ　　সাপ্তাহিক পত্রিকা।　　৫ম সংখ্যা

১৩৩১ সাল, ৩১শে শ্রাবণ শনিবার, নগদ মূল্য ৫১০ পয়সা।

সম্পাদক— শ্রীব্রজবল্লভ রায় ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস'-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম : —

মহারাজা জগদিন্দ্র নাথ রায় (নাটোর মহারাজা ক্ষৌণীশ চন্দ্র রায় বাহাদুর, মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই,ই, মহারাজা জগদীশ নাথ রায় বাহাদুর (দিনাজপুর) রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর (নশীপুর) রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ, আর, সি, আই, (সন্তোষ), রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজা-কুমার যোগীন্দ্র নাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্ব্বেল প্যালেস) শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি-এল জমিদার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার (ঢাকুরিয়া) শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল) শ্রীজগত প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার (পাথরঘাটা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দোপাধ্যা কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ সত্বাধিকারীর টলিয়ট এণ্ড কাম্পানী, শ্রীযুক্ত ক্ষিদিরাম বড়াল জমিদার শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন, পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার গোবরডাঙ্গা, শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার শ্রীযুক্ত, নলীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মল্লিক জমিদার ও অনারারি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নফরলাল বসু জমিদার, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন জমিদার কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, শ্রীযুক্ত মণিলাল সাহা জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল হিম্মৎসিং (কলিকাতা) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি) ডাক্তার শ্রীমণিকান্ত মজুমদার, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দে জমিদার, শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অজয় কুমার চট্টোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত দুর্গা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি (সত্বাধিকারী মেসার্স ডর ডিগনাম এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক জমিদার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসন্ন ঘোষ জমিদার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র নাথ সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলী) শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্য-বিনোদ (লাভপুর) শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি, এস, শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত হরিধন নাগ (ম্যানেজার বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (রাটুদহ, নদীয়া . শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ, শ্যামপুকুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র উকীল আলিপুর, কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত নলাই চাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়) শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশারদ (মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন এম-এ, এল-এম এস, মহাশয়ের কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদ ভবন) শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চন্দ্র জমিদার, শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার ও রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর (কুণ্ডি-রঙ্গপুর)

মজলিস-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইলে মাসিক বা বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

বটকৃষ্ণ পালের

এডওয়ার্ডস্ টনিক

বা

য়্যাণ্টি-ম্যালেরিয়াল্ স্পেসিফিক।

অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এমত আশু ফলপ্রদ মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য—বড় বোতল ১৷৷° প্যাকিং ডাকমাশুল ১৲ টাকা।
ছোট বোতল ১৲ ,, ৸° আনা।

রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শ্বেলে লইলে খরচ অতি সুলভ হয়।

পত্রদ্বারা নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট্

(কলিকাতা হেলথ্ অফিসারের ব্যবস্থানুসারে প্রস্তুত)

অধুনা সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী যেরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে উহার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে কলিকাতার হেলথ্ অফিসারের আবিষ্কৃত ট্যাবলেটই একমাত্র অবলম্বন। তিনি অক্লান্ত গবেষণার দ্বারা এই ট্যাবলেট আবিষ্কার করিয়া বহু সংখ্যক রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (formula) অনুসারে এই ট্যাবলেট প্রস্তুত করিয়া জনসমাজে প্রশংসনীয় হইয়াছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ২৫ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি ৸° আনা মাত্র।

সিরাপ অব হাইপোফস্ফাইট অফ লাইম।

শ্বাসনালী প্রদাহ, হাঁপানি, স্বরনালী এবং মলকোষ্ঠের উত্তেজনা, স্বরভঙ্গ, সর্দ্দি, কাশি, ক্ষয়কাশ প্রভৃতি যাবতীয় কণ্ঠনালীর পীড়ায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ইহাতেও ক্ষুধার বিশেষরূপে উদ্রেক হইয়া থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৸° বার আনা মাত্র।

মহামান্য ভারতের বড়লাট সাহেব বাহাদুর কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত।

কেমিষ্টস এণ্ড ড্রগিষ্টস ১ ও ৩ বনফিল্ডস্ লেন, (চীনাবাজার) কলিকাতা।

সোল এজেণ্টস্:—

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং

রেজিনাস

সর্ব্ববিধ ধাতু দৌর্ব্বল্য ও শুক্র তারল্যের অমোঘ ঔষধ। দীর্ঘদিন পীড়া ভোগের পর রেজীনাস নিয়মিত সেবন করিলে নষ্ট স্বাস্থ্য শীঘ্র ফিরিয়া আসে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

রাণাঘাট কেমিক্যাল ওয়ার্কস বেঙ্গল।

টেলিফোন ৩৭০৩ স্থাপিত ১৮৬৬ খৃঃ

ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স

সর্ব্বপ্রকার কাগজ বিক্রেতা

১৩৪।১৩৫ পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা।
এলাহাবাদ ও বারানসী।

জন্মভূমি

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত

বঙ্গের প্রাচীন সর্ব্বোৎকৃষ্ট সচিত্র মাসিক পত্রিকা

২৯শ বর্ষের অভাবনীয় উপহার সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা" সুরঞ্জিত বহুবর্ণের চিত্র শোভিত রাজসংস্করণ, জন্মভূমির গ্রাহকগণ বিনামূল্যে উপহার পাইবেন। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা, উপহার প্রেরণের মাশুল ৷৷° আট আনা, মোট আড়াই টাকা সত্বর প্রেরণ করুন। হাতে লইলে ডাঃ মাঃ লাগে না।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ম্যানেজার

জন্মভূমি কার্য্যালয়—৩৯নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পদ্মমধু

বিখ্যাত চিকিৎসকগণের সুপ্রশংসিত হাটখোলা দত্তবাড়ী পদ্মমধু ভুবন বিখ্যাত। চক্ষু উঠা, ছানি দৃষ্টিহীনতা, রাতকাণা, ঝাপসা দেখা, চক্ষু কর্ কর্ করা, লাল হওয়া পাতায় পাতায় জুড়িয়া যাওয়া, চক্ষুজ্বালা ও অর্দ্ধদৃষ্টি, অদূর দর্শন প্রভৃতি চক্ষের যাবতীয় পীড়া প্রশমিত হয় এবং চক্ষু স্নিগ্ধ ও শীতল রাখে ও জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয় মূল্য প্রতি ড্রাম ১৲ ৩ ড্রাম ২৷৷°, ডাঃ মাঃ ।৵° আনা।

এম, দত্ত ব্রাদার্স, জন্মভূমি কার্য্যালয়,
৩৯নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মজলিস

গৃহ-প্রবেশ।

(গল্প)

[সদ্ধর্ম্মব্রত শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কাব্যকণ্ঠ-সাহিত্যভূষণ]

ওঃ কি ভীষণ দুর্য্যোগ! জল ঝড় বিদ্যুৎ বিকাশ, মেঘ গর্জ্জনের বিরাম নাই, মধ্যে মধ্যে বজ্রপাতও না হইতেছে এমন নয়। সন্ধ্যার পর হইতে প্রকৃতি দেবী এই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যেন সংহার লীলার অভিনয় করিতেছেন। বাটীর বাহির হওয়া দূরে থাকুক, কেহ কক্ষান্তরে যাইতে সক্ষম হইতেছে না।

আষাঢ় মাস, প্রকৃতি দেবীর এই ভীমা ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ—নূতন নহে! তবে দুঃখের বিষয়, আজ বিবাহের শেষ প্রশস্ত শুভদিন। আগামী কল্য হইতে কিছুদিনের জন্ত অকাল পড়িবে। সেইজন্ত বহুসংখ্যক বিবাহ আজ হইবার কথা!

যেখানে এক গ্রামে একই সহরে পাত্রপাত্রীর উভয় পক্ষেরই বসবাস, সেখানে কোন রকম করিয়া পাত্র আসিয়াছে, বিবাহও হইল! না হয় সে রকম বাজনা বাদ্য রোশনাই প্রভৃতি ধুমধাম হইতে পারে নাই। কিন্তু পল্লীগ্রামে যাঁহাদের গ্রামান্তর হইতে পাত্র আসিবে, তাঁহারা করিতেছেন কি? তাঁহাদের অনেকেরই মাথায় যে বাজ পড়িল! তাঁহাদের কন্তাগুলির আর বিবাহ হইল না!

তৈলযুক্ত মস্তকে তেল (তেলা মাথায় তেল) ভগবান বুঝি দিয়া থাকেন। যাঁহারা ধনবান, যাঁহাদের লোকজন বা অর্থাদির অভাব নাই, তাঁহারা টাকার জোরে, গ্রামে বা নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে পাত্র আনাইয়া কন্তার বিবাহ দিলেন। কিন্তু দীন হীন গরীব দুঃখীর কন্তাদের অনেকেরই আজ আর বিবাহ হইবার আশা নাই।

রাত্রি নয়টার পরে দশটার মধ্যে বিবাহের লগ্ন ছিল। সেইজন্ত অধিকাংশ পাত্রই এমন সময়ে যাত্রা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা নয়টার পূর্ব্বে পাত্রীর পিতৃগৃহে উপস্থিত হইবেন। অত্যন্ত গরম, সন্ধ্যার পর নরম পড়িলে যাইবার সুবিধা, সেইজন্ত সন্ধ্যার পূর্ব্বে কোন পাত্রই আগমন করেন নাই। কিন্তু পথিমধ্যে যাঁহাদের যে স্থানে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহারা সেই স্থানেই থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। কেহ আর পাদমেকং অগ্রগমন করিতে সক্ষম হয়েন নাই। প্রান্তরে পড়িয়াও যে অনেকে বিশেষ ভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছেন তাহা বলাই বাহুল্য!

আজ নবীনপুরের অনাথা বিধবা ব্রাহ্মণ কন্তা রাখাল দাসী দেবীর একমাত্র বয়স্থা কন্তা গৌরভবানীর শুভ বিবাহের দিন ছিল। কিন্তু পাত্র আসিয়া উপস্থিত না হওয়ায় রাখাল দাসী যার পর নাই আকুল হইয়া পড়িলেন। পাত্র বুঝি আর আসিতে পারিল না, মেয়েটার বিবাহ বুঝি আর হইল না!

কিন্তু তিনি করিবেন কি? ভাবনা ছাড়া আর তো তাঁর কোন উপায় নাই! লোক জন এবং অর্থাভাবেই এতদিন কন্তার বিবাহ দিতে পারেন নাই। মেয়েটি পনর পার হইয়া ষোল বৎসরে পড়িয়াছে, চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ তো হইয়াছেই, আবার কি শেষ পর্য্যন্ত জাত যাইবে! সেইজন্ত রাখাল দাসী তাঁহার দেবর শশাঙ্কশেখর বন্দ্যো-পাধ্যায়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করায়, যে কোন উপায়ে

হোক মেয়েটার আইবুড়ো নাম ঘুচাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করায়, দেবর বহু চেষ্টা করিয়া পঞ্চান্ন বৎসর বয়স্ক বিপত্নীক একটি বৃদ্ধের সহিত, (খুড়ি মাকাল) এক ছুধের ছেলে নব যুবকের সহিত মেয়েটির বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতা বুঝি তাহাতেও বাদ সাধিলেন, এই ভীষণ দুর্য্যোগে পাত্র আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিল না।

রাখাল দাসী কিছুক্ষণ স্বামী ও পিতার উদ্দেশ্যে রোদন করিয়া অশ্রু-প্লাবিত বদনে বলিলেন—ও হতভাগী পোড়া-কপালীর অদৃষ্টে বিয়ে নেই, নইলে এদ্দিন আবার ওর বিয়ে হয় না, অত বড় মেয়ে কি কারো কখনও আইবুড়ো নাম থাকে ? তারপর এ যা হোক তবু আইবুড়ো নামটা ঘুচ্‌তো, কিন্তু তাও হ'লো না, আর ইহজীবনে ঐ পোড়া মেয়ের বিয়ে হবে না, অমন অপয়া অলুক্ষণাকে বিয়ে কর্ব্বে না।

মাতৃবাক্যে গৌরভাবিণীর মর্ম্মস্থল হইতে একটা তপ্ত-শ্বাস পতিত হইল! মনে মনে ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—ঠাকুর! এত মেঘ ডাক্‌ছে, এত বাজ পড়্‌ছে, দয়া ক'রে আমার মাথায় একটা বাজ ফেলে দাও না? আমি ম'রে বাঁচি!

নবীনপুরে রাখাল দাসীর পিত্রালয়। শ্বশুরালয়েও তেমন সচ্ছলতা নাই, সেই জন্য বিধবা হইবার পরই কন্যাটিকে লইয়া পিত্রালয়েই বাস করিতেছেন। পিতৃদেবের কয়েক বিঘা ব্রহ্মত্তোর ও জমার জমি আছে, তাহা ভাগ আবাদি বিলি থাকায়, কোন রকমে কষ্টে বাড়ীতে চাউল তৈরী করিয়া মা বেটীর গ্রাসাচ্ছাদন চলে ; কিন্তু তাহাতে এমন কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না, যাহাতে কন্যার-বিবাহের জন্য কিছু সঞ্চয় হইতে পারে! সেইজন্য দুই বিঘা ভাল লাখরাজ জমি তিন শত টাকায় বিক্রয় করিয়া কন্যার বিবাহ দিতেছেন।

পুত্র কন্যার বিবাহে গ্রামের লোকজন খাওয়াইয়া আনন্দ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? কিন্তু অবস্থায় না কুলাইলে হইবে কোথা হইতে? রাখাল দাসীর অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়, সেইজন্য মনের কষ্ট মনে চাপিয়া পাড়ার কয়েকজন এয়োস্ত্রী সধবা ও দুই একজন বয়োবৃদ্ধ বিজ্ঞ লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। বিবাহে মঙ্গলাচরণের জন্য এয়োস্ত্রী সধবা চাই-ই! অধিকন্তু গ্রাম্য জমিদার শেখ প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে নিজে যাইয়া "গরীবের বাড়ীতে পায়ের ধুলা দিবার জন্য" অনুরোধ করিয়া আসিয়াছিলেন। জমিদার গৃহিণী গোবিন্দ-মোহিনী দেবী লোক মন্দ নহেন, তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া রাখাল দাসীকে বলিয়াছিলেন—তা' ভাই ঠাকুরঝি! উনি তো বাড়ীতে নেই, আজই আসবার কথা আছে, যদি তোমার দাদা আসেন তাহলে তিনিই যাবেন, নইলে সত্য বাড়ীতে রয়েছে সে নিশ্চয় যাবে! ওমা তোমার বাড়ীতে আবার যাবে না, তুমি যে আমাদের বাড়ীর কাজে কর্ম্মে গতর জল ক'রে খেটে দিয়ে যাও, তোমার মত এ গাঁয়ে আমার উপকারী লোক একজনও নেই। প্রাণ দিলে তোমার ঋণ শোধ হয় না, আর বেশী কথা কি বল্‌বো?

শ্রীমান্ সত্যপ্রকাশ, শেখ প্রকাশবাবুর সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান, ছয় কন্যার পরে একমাত্র পুত্র। ছেলেটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দেখিতে সুন্দর না হইলেও আর সকলই সুন্দর! বিনয়ী, নম্র, ধীর, স্বভাব চরিত্রেও খুব ভাল, ধনবানের ছেলে, আবার ঐ রকম "সবে ধন নিলমণি হ'লে" মাতার আদরেই অনেক সময় উৎসন্ন যায়। কিন্তু সত্য-প্রকাশ সে শ্রেণীর জীব নহেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইউনিভারসিটি ল-কলেজে আইন পড়িতেছেন।

অপরাহ্নে জলযোগ করিতে বসিয়া সত্য-প্রকাশ মাতৃ-দেবী কর্ত্তৃক রাখালদাসীর গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। সেইজন্য সেই অতি বৃষ্টির মধ্যেও গায়ে বহুমূল্য বর্ষাতি কোট, পায়ে বর্ষার জুতা পরিধান করিয়া রাখালদাসীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন—পিস ?—পিসিমা ?

রাখাল দাসী ব্যস্ততার সহিত কক্ষের বাহির হইয়া বলিলেন—কে?—ওমা আমার বাবা? বাবা সত্তু!—এসো বাবা এসো? ওমা আমার রাঙ্গা বাবা, আমার জমিদার বাবা এই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে গরীব পিসির বাড়ীতে এসেছেন গো!

সত্য প্রকাশ রাখাল দাসীর শয়ন কক্ষের বারান্দায় উঠিয়া বলিলেন—বোধ হয় এত দুর্য্যোগে পাত্র এখনও আসতে পারেন নেই?

বাটী আছে। সিঙ্গার শিবম কল কোম্পানীর বাটী ৬০২ ফিট, মেট্রোপলিটন্ টাওয়ার ৭০০ ফিট এবং উলওয়ার্থ প্রাসাদ ৭৯২ ফিট উচ্চ। উলওয়ার্থ প্রাসাদে ২৪ হাজার টন ইস্পাত ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে ৮৭ মাইল বৈদ্যুতিক তার সংলগ্ন এবং ৮০ হাজার বিদ্যুতের বাতি আছে।

(৮) মার্কিণে একটি অদ্ভুত প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে। দুইটি উনিশ তালা বাটীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটি সাততালা বাটী ছিল। পাশের দুইটি বাটীর মস্তকে বৃহৎ লৌহের কড়ি চাপাইয়া একটি সেতুর ন্যায় করিয়া সেই সাততালা বাটীর উপর আর কিছু না গাঁথিয়া সেই লৌহের সেতু হইতে দ্বাদশ তালা বাটি নীচের দিকে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৯) নিউইয়র্ক সহরে একটি পঞ্চান্ন তালা প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে, উচ্চতা ৭৫০ ফিট। বাড়িটী যেন একটি সহর। তাহার মধ্যে আফিস, দোকান, হোটেল, গির্জ্জা, টেলিফোন, স্কুল, থিয়েটার, বায়স্কোপ, পোষ্টাফিস, সভাসমিতি প্রভৃতি আছে। তাহাতে প্রায় ত্রিশ সহস্র লোকের সমাবেশ হয়। ইহার নিম্নতলে নানা প্রকার কারখানা, মুদ্রণ কার্য্যালয় প্রভৃতি বিদ্যমান।

(১০) ইলিয়স্ নামক স্থানের উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন তন্মধ্যে সর্ব্বদাই উষ্ণ প্রধান দেশের বায়ু মণ্ডলের উত্তাপ থাকে এবং ঐ দেশের সুস্বাদু ফলের বিবিধ বৃক্ষ রোপণ করিলে তুষার পতন দ্বারা তাহার কোন প্রকার ক্ষতি হয় না।

চুট্‌কী।

(শ্রীমন্মথ নাথ সরকার)

নূতন জামাই।

জামাই প্রথম শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছেন। অধ্যয়ন-নিরত ছাত্র কলিকাতায় কোন মেসে থাকেন। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে উদ্বাহক্রিয়া সহরে এবং কলিকাতাবাসী কোন ধনী গৃহস্থের গৃহে সম্পন্ন হইয়াছে, কারণ মুদ্রাযুক্তা এবং সালঙ্কারা সুন্দরী পাত্রী দেশে মিলে নাই। জামাই মিল্টন সেক্সপীয়রে সর্ব্বদা মসগুল কোন পারিপার্শ্বিক বিষয়ে একেবারে উদাসীন।

শ্বশুর বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিয়া চেয়ারে উপবিষ্ট বিপুলদেহ শ্বশুর মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বসিলেন।

উভয়ে নীরব। জামাই মনে করিলেন "কি বলি? 'কেমন আছেন' জিজ্ঞাসা করা ত বাচালতা কারণ সম্মুখে বেশ চাকচিক্যযুক্ত স্থূল দেহ উপবিশিষ্ট। তার উপর শালা বাবু ত একদিন অন্তর মেসে দর্শন দেন এবং সপ্তাহে অন্ততঃ তিনখানা করিয়া লেটর বক্সে পাওয়া যায়। এ অবস্থায় যদি জিজ্ঞাসা করি 'আপনি কেমন আছেন বা বাড়ীর সকলে কেমন আছেন তা হ'লে ত মনে ক'রবেন "ছোকরা ফাজিল" এই চিন্তা করিতে করিতে যখন অসহ্য হইয়া উঠিল তখন জামাই হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন—

"আচ্ছা শ্বশুর মশায়, আপনার বিয়ে হ'য়েছিল;"

"কি রকম বাবাজী!"

প্রশ্ন শুনিয়াই শ্বশুর মহাশয়ের বদনে মক্ষিকা প্রবেশ করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন 'এটা পাগল নাকি?'

জামাই প্রশ্ন করিয়াই অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িলেন এবং ঘাড় চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন "আজ্ঞে না কিছু মনে ক'রবেন না। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে আছি, কিছু বলবার কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তাই ও কথাটা ফস ক'রে মুখ দিয়ে বেরিয়ে প'ড়ল।'

"ও: বটে। এই বলিয়া শ্বশুর মহাশয় একটু হাসিয়া হাঁকিলেন "ও রামা! জামাই বাবু এসেছেন, বাড়ীর ভেতর নিয়ে যা।'

চাট্‌নী।

(১)

পণ্ডিত মশাই এখন সংস্কৃত পড়াইতেছেন। তিনি সন্তোশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সতীশ! কতকগুলো ধাতুর নাম কর ত?

সতীশ—আজ্ঞে, এই সোনা, রূপো, তামা, সীসে, লোহা, দস্তা ইত্যাদি।

(২)

ঠাকুরদাদা (নাতীর প্রতি)—ওরে হাবু কোল্‌কেটা ধরিয়ে আন্‌তো? হাবু কোলকেটা ধরাইবার জন্য রান্নাঘরে গিয়া উনানে ফেলিয়া দিল। মাটির কলিকা ধরিতে একটু দেরী হইল। ঠাকুরদাদা আবার বল্লেন—ওরে হাবু ধরান হল? এই হোল বলে। ঠাকুরদাদা হাবু কি করিতেছে দেখিবার জন্য রান্নাঘরে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে হাবু কলিকাটী উনানে ফেলিয়া দিয়াছে। তাই তিনি বলিলেন—ওরে কি করেছিস্‌ রে। (হাবু একটু চমকিয়া গেল) আমি তোকে কোল্‌কেটা ধরিয়ে আন্‌তে বল্লুম তুই কিনা কোল্‌কেটা উনুনে ফেলে দিলি। হাবু—আপনি ত আমাকে কল্‌কেটা ধরিয়ে আন্‌তে বল্লেন, তাই আমি কোল্‌কেটা উনুনে ফেলে দিলুম, তা' না হ'লে কিরকম করে ধরব?

(৩)

কিরে হরে, কি আনছিস্‌?

হরে—আজ্ঞে, বাবু আপনাকে গোটাকতক আম পাঠিয়েছেন।

রাম বাবু—বটে! তা ওগুলা বাড়ীর ভিতরে দিয়ে আয়। (হরে বাড়ীর ভিতরে আমগুলা দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল)

রামবাবু—কিরে দাঁড়িয়ে রয়েছিস্‌?

হরে—যদি বাবু জিজ্ঞাসা করেন যে আপনি আমায় কি বকশিশ্‌ দিলেন তবে আমি কি জবাব দেব সেইটে বলে দিন।

(৪)

নরেনের মাষ্টার নরেনকে একটী আঁক কষিতে দিয়াছে সে ছয়বার কষিয়াও ঠিক্‌ করিতে পারিল না।

মাষ্টার—ফের কসে আন।

এবারেও যখন সে কষিয়া দেখাইল তিনি বলিলেন এখনও তোমার উত্তরে তিন পয়সা কম আছে। আবার দেখ গে।

নরেন তাড়াতাড়ি পকেট হইতে তিনটী পয়সা বাহির করিয়া বলিল ও আঁক আর আমি কষ্‌তে পারি না মাষ্টার মশাই। যা তিন পয়সা কম হ'য়েছে তা আমি এখনই নিজের কাছ থেকে দিচ্ছি এই নিন।

ধাঁধার উত্তর।

তৃতীয় সংখ্যার মজলিসে যে কয়েকটি ধাঁধা প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই ধাঁধার যাহারা উত্তর পাঠাইয়াছেন তাহাদের মধ্যে ২০সি নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত মনুজেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ও ১৫ নেপাল ভট্টাচার্য্যির লেন কালিঘাট শ্রীযুক্ত অজিনভূষণ ভট্টাচার্য্য সমস্ত গুলি ধাঁধার যথাযথ উত্তর পাঠাইয়াছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এণ্ড বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে

নোটীশ।

একস্‌পোর্ট কোল এণ্ড কোক্‌এর রিবেট উঠাইয়া লইবার এবং তাহার উপর দাবী পেশ করিবার সময় সংক্ষেপ করণ।

বর্ত্তমান ১৯২৪ অব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে একস্‌পোর্ট কোল এবং কোকের উপর প্রকৃত ভাড়ার হারের শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে যে রিবেট দেওয়া হইতেছিল, ভবিষ্যতে তাহা প্রত্যেক তিনমাস অন্তর দেওয়া হইবে। প্রত্যেক কোয়ার্টার শেষ হইবার দুই মাসের মধ্যে যে রিবেট দাবী করা হইবে না, তাহার উপর শতকরা ৫ হইতে ২০ টাকা পর্য্যন্ত ডিসকাউণ্ট করা হইবে। কিন্তু সর্ত্ত এই যে, প্রত্যেক কোয়ার্টারের শেষ হইতে ৬ মাসের পরে যে রিবেটের দাবী করা হইবে তাহা অগ্রাহ্য হইবে।

প্রত্যেক কোয়ার্টারের শেষ হইতে ধরিয়া অন্ততঃ ৩ মাসের নোটীশ দিয়া এই রিবেট নাকচ করা যাইতে পারিবে।

জি, এল, কল্‌ভিন্‌
এজেন্ট
ই, আই, আর

জি, সি, গডফ্রে এজেন্ট
বি, এন, আর
নং ১৩৪

কলিকাতা ২২শে জুলাই, ১৯২৪।

গোবৰ্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C. 1

মজলিস

৩য় বর্ষ সাপ্তাহিক পত্রিকা। ৬ষ্ঠ সংখ্যা

১৩৩১ সাল, ৭ই ভাদ্র শনিবার, নগদ মূল্য ৵১০ পয়সা।

সম্পাদক—শ্রীব্রজবল্লভ রায় ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

'প'কারে প্রমাদ !

পাড়ার বারোয়ারী তলায়—গোপাল উড়ের যাত্রা হইতেছিল। পালা সেই বিদ্যাসুন্দরের। পূর্ণ চন্দ্র দাস বিদ্যা সাজিয়া গাহিতেছিলেন—

"পোড়া পণ ক'রে কি প্রমাদ হ'লো সই।" আমার মনে হইল—শুধু "পণ" করিয়া কেন, যেখানে পদার্থের প্রথম বর্ণ 'পকার" সেই খানেই প্রমাদ ঘটিতে দেখা যায়। এই যে পরমেষ্ঠি পিতামহের পাকা হাতে প্রস্তুত পঞ্চভূতময়ী পৃথিবী, ইহার প্রত্যেক পরমাণু কেবল 'প' এর দ্বারা পরিচালিত। তাই প্রপঞ্চ সংসার কেবল পক্ষপাত, প্রলোভন, প্রবঞ্চনা ও প্রতিহিংসায় পরিপূর্ণ। 'প' লইয়া এই প্রকাণ্ড পৃথিবী,—'প' দেখিলে আমার প্রাণে বড় আতঙ্ক হয়। কেন শুনিবে ?

আমার বাটী পূর্ব্ববঙ্গের পাবনায়। পিতা প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। আমি একজন "পুরুষ"। সুতরাং সাংখ্য মতে আমার একটী "প্রকৃতি" চাই। প্রতিবাসী পাকড়াসীদের "পুটী" নাম্নী প্রকৃতির পাণি গ্রহণ করিলাম। পরাশরের উপদেশ "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনম্," আমার সেই প্রেমময়ীকে প্রেগ্‌নান্সির লক্ষণ প্রকাশ পাইল। পুরোহিত পঞ্চু ন্যায় চঞ্চুর পরামর্শে পুংসবনের পর পঞ্চামৃত পান পূর্ব্বক, পূর্ণিমার দিন প্রত্যুষে প্রেয়সী পুত্র প্রসব করিলেন। পরমাত্মীয়গণ—পাতা পাড়িয়া—পরমানন্দে পোলাও পায়স পানতুয়া পাপর ভাজা প্রভৃতি পেটে পুরিয়া পৌত্রাতির পরমায়ু বৃদ্ধির প্রার্থনা করিলেন। 'যস্যৈবং জন্ম পত্রিকা' খুলিয়া দেখিলাম—পঞ্চাকী চক্রে পাপ গ্রহ প্রবল! পক্ষকালের মধ্যেই 'পাণ্ডরপাল' ফিডারে প্যাগল, পিপারমেণ্ট, প্যানাপেপটোন পান করিতে করিতে পিটুইটেরিন্ ইনজেক্সনের পরাক্রমে পত্নী পঞ্চত্ব পাইলেন। পুত্র পালনের ভার লইলেন 'পিসী'। প্রিয়ার শোক প্রদীপ্ত পাবকের মত প্রজ্বলিত হইল।

এ পোড়ার পিক্রিক অ্যাসিড—পুনর্ব্বার পরিণয়। পরাক্রান্ত জমিদারের জন্য পাত্রীর অভাব হয় না। কিন্তু কি পরিতাপ! প্রাণাধিক প্রিয়বন্ধু—পেন্সন প্রাপ্ত প্রমথ পুরকাইত পুনর্ব্বিবাহের প্রতিকূল। বলিলেন—প্রতি গ্রহের চেয়ে, পারৎ পক্ষে পরকীয়া প্রসক্তিও বরং প্রশস্ত। পাঁজরা ভাঙ্গা নিশ্বাস ফেলিয়া পুরাণ পাঠ আরম্ভ করিলাম। প্রাণকেও প্রবোধ দিলাম।

'পঞ্চবর্ষাণি' লালনের পর প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন বুঝিয়া, পুত্রকে পাঠশালে পাঠাইলাম।

পণ্ডিত ও প্রাইভেট টিউটারের প্রযত্নে—পনেরো বছরে পটলা আমার 'প্রবেশিকা' পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত 'পাশ' হইল। প্রতিভার প্রভাব দেখিয়া তাহাকে আরও পড়াইবার প্রয়াস করিলাম। পঞ্জিকা খুলিয়া পুষ্যা নক্ষত্রে প্রবাস যাত্রার ব্যবস্থা হইল। বাসা লওয়া হইল পটুয়াটোলায়। পাচিকা ও পরিচারিকা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিলাম।

পাড়া গেঁয়ে 'পটলা'—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রকাণ্ড সহরে প্রবেশ করিল। পাঁচ মাসেই তাহার প্রকৃতির প্রভূত পরিবর্ত্তন হইল। সে 'প্রেম পিপাসাদি' প্রাঞ্জল পুস্তক পড়িয়া ফেলিল। পার্শ্বচর গুলির প্ররোচনায় পল্লী বিশেষ প্রদক্ষিণ করিয়া, প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পার্টি ও পেগ চালাইতে পটু হইয়া উঠিল। 'পেলিটীর' প্রসিদ্ধ হোটেলে

পেঁয়াজ দিয়া পাক করা পাঁঠার কারী, পক্ষী মাংসের পিস্‌পাস্‌, পোচ, পনীর, পুডিং, পাঁউরুটী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাহার পাকস্থলীর প্রদাহ বাড়াইতে লাগিল! পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রহেলিকায় সে পিতৃপিতামহের পরিচয় পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল।

প্যাট্‌পেটে ডাগর চ'খে 'পরকোলা' আঁটিয়া পটলা দেখিল—পরমেশ্বরের আকার প্রকার নাই, তিনি পুরুষ নহেন, প্রকৃতিও নহেন—ক্লীব পরংব্রহ্ম, কাজেই সে পৈতা ফেলিয়া পুতুল পূজার প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিল।

পটলার—পরিধানে "প্যাণ্ট," গায়ে "পবলিন পিরাণ' পায়ে পাম্‌ সু, মুখে পাউডার, কেশে পমেটম, রুমালে পুষ্পসার পরিমল—প্রসাধনের পারিপাট্য দেখিয়া প্রমদাগণ পরিতুষ্ট হইলেন। পণরাগ প্রফুল্ল ওষ্ঠপুটে—"পাসিংসো সিগারেটো" প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে, প্রদোষ প্রভাতে সে পঙ্কজ নয়নার পাশে পার্কে পাদচারণ আরম্ভ করিল। পাবনায় বসিয়া পরম্পরায় আমি শুনিতে পাইলাম আমার পুন্নাম নরকের পরিত্রাণকারী পছন্দ করিয়া পঁয়ত্রিশ বছরের এক পতিহীনা পোদ কুমারীকে পবিত্র প্রণয় পাশে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।

পরিণাম ভাবিয়া পাষণ্ডকে পয়সা পাঠানো বন্ধ করিলাম। সে তখন প্রেমের প্রমোদে—প্রমত্ত! অথচ পেনিলেস!

পয়লা পৌষের প্রাতঃকালেই দেখি—পীতবর্ণের পুলিন্দা হস্তে পোষ্টপিয়ন প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান। পটলার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে, সে প্রাণঘাতী পীড়ায় পীড়িত। প্রলাপ বকিতেছে, পাল্‌স নাই। সে পাজির পাপমুখ দেখিবার প্রবৃত্তিও আমার ছিল না। শুধু পিসীর প্যান্ প্যানানির ভাবনায় পাল্কী চড়িয়া পথে বাহির হইলাম। তখন প্যাসেঞ্জারের প্রত্যাশায় পুষ্পকরথ প্ল্যাটফর্ম্মে প্রতীক্ষা করিতেছিল।

পাঁচ প্রহরে পঁচাশী মাইল অতিক্রম করিয়া—পদ্মা-পারের প্রভাস পাকড়াশী আমি—পুত্রের বাসায় পৌঁছিলাম। দেখিলাম—পরিক্ষীণ পরমায়ু পটলচন্দ্র পালঙ্কে পড়িয়া রহিয়াছে, পোদ-দুহিতা পাখায় বাতাস করিতেছে।

পাগলের মত উঠিয়া পটলা আমাকে প্রণাম করিল। আমিও তাহার পাণ্ডুবর্ণ ললাটে পাণিস্পর্শ করিলাম। পাপাত্মা হউক—পুত্র ত বটে!

পরদিন প্রথিতনামা [illegible] ত, পাল, পন্‌সন্‌ পাঁড়ে প্রভৃতিকে ড।। [illegible] লাম। তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে—পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক পীড়া [illegible] পরীক্ষা করিলেন। কেহ বলিলেন—'প্লুরিসি' কেহ বলিলেন —প্যান্‌ক্রিয়টাইটিস্‌, কেহ বলিলেন—পিউট্রিফ্যাক্‌সন্‌" কেহ বা বলিলেন—'পাইরেক্সিয়া'। পাইন্‌স্‌ পেনাগ্রা' পেটিমান 'পনিপ' 'পেটোক' পার্ণিসেস ফিভার, কোন ব্যাধিই বাদ গেল না। প্রত্যেক ডাক্তারই পৃথক পৃথক প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন্‌ লিখিয়া দিয়া, পকেট ভারি করিয়া প্যাথলজির মহিমা প্রচার করিলেন!

এই সকল পেশী পুষ্ট দেহ প্রাচ্য চিকিৎসক পূর্ব্বে পল্টনের দলে ছিলেন,—এখন প্র্যাক্‌টিসের ছলে পরের ছেলেকে প্রেতপুরে পাঠাইবার পাট্টা লইয়াছেন।

বলা বাহুল্য—পেণ্টুলন পরা পুচ্ছধারী ডাক্তার বাবুদের প্রদত্ত ব্যবস্থানুযায়ী—পটলার পীড়া প্রতিকারের যথেষ্ট চেষ্টা করিলাম। পিওর অর্থাৎ প্রকৃত ঔষধ পাছে না পাই, এই জন্য প্রসিদ্ধ ঔষধালয় হইতে 'পার্কডেভিস্‌" পারকেন প্রমুখ প্রতিপত্তিশালী কোম্পানীর ঔষধ আনাইতে লাগিলাম। পাইণ্ডে পাউণ্ডে পেপসিন প্রোটিন্‌, পাইনন্‌, পটাস্‌, পাগ, প্রোটারগন, পারম্যাঙ্গোনেট, পার্ল বার্লি প্রতিদিন রোগীকক্ষে জমা হইতে লাগিল। কত পিল, প্যাল্‌ভ, পটাস্‌, পারগেটিভ প্রোব, পুলটিস্‌, প্লাষ্টার, পিচকারী, পাহাড়ের মত টিপাইয়ের উপর উঁচু হইয়া উঠিল। তবুও পটলার পীড়া প্রশমিত হইল না। পাই-রেক্স প্রভৃতি পেটেণ্ট ঔষধও অনেক খাইল। একজন প্রফেসর বলিলেন হোমিওপ্যাথ পিঃ পিক্রুড়ীকে ডাকা হউক। পরন্তু 'পডোফাইলম' 'প্লাটিনম্‌' 'পলসেটিলা' সমস্তই পরাস্ত হইল। পরিশেষে আসিলেন পসারওয়ালা বৈদ্য "পীতাম্বর পরিভাষ প্রদীপ।" তাহার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে করিতে আমারই প্রাইভ্‌ প্যাণ্ড বাড়িয়া গেল, পক্ষাঘাত হইবার উপক্রম হইল। কবিরাজ ঠিক করিলেন রোগীর পিঙ্গলা নাড়ীতে পাচকাদি পঞ্চ পিত্তের প্রকোপ হইয়াছে। তিনি পুঁথি খুলিয়া পূর্ব্বরূপ মিলাইয়া, একে একে পর্পটী পানীয় ভুক্ত চূর্ণ, পল্লবসার তৈল, 'পাটাসপ্তক" পুটপাকের লৌহ, প্রমেহ চিন্তামণি, পীযুষবল্লী সালসা, পার্থারিষ্ট, পুনর্ণবাষ্টক পাচন, পূগখণ্ড,

পুষ্পিপণ্যাদি লেহ, প্রসারণী সন্ধান, প্রবাল ভস্ম, কত কি প্রয়োগ করিলেন। পোস্ত বাটা, পিপুলের গুঁড়া, পুনর্ণবার রস সহ তাহা খাওয়ান হইল। পথ্য চলিল পাণিফলের পালো, পেঁপে, পোরের ভাত। হায়রে পোড়া কপাল! সমস্তই পণ্ডশ্রম! প্লেগের ভয়ে পশ্চিমেও যাওয়া ঘটিল না। আমি পূর্ব্বজন্মের প্রাপ্য ঋণ পরিশোধ করিলাম! পাই ইউরিয়া উপসর্গে পটলাও পটলোৎপাটন করিল।

পতিব্রতা পোদ নন্দিনী পাছাপেড়ে পার্শীসাড়ী পরিয়া পর্দ্দানসীন সাজিয়া, পাইকপাড়ায় চলিয়া গেলেন, প্যাটেলবিল প্রচলিত হইলে "পাটরাণী" হইবেন, প্রেমিকার ইচ্ছা।

পাবনায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পোষ্যপুত্র লইলাম। কিন্তু তাহার প্রদত্ত পিণ্ড পরকালে পালাটেবল হইবে কিনা প্রাজ্ঞনই তাহা বলিতে পারেন!

এখন বুঝিলে 'প'কারে আমার কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে? যেখানে 'প' সেইখানেই প্রমাদ! আরও প্রমাণ চাও?

এই যে তারকেশ্বর তীর্থের সংস্কার ব্যাপার—এখানেও সেই "প"। পশুপতির পবিত্র পীঠস্থানের মোহান্ত হইয়াছিল কিনা একজন পয়েন্টম্যান। যদিও সে এখন 'পলাতক' তবুও প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন, প্রধান চেলা প্রভাতগিরি। কলিকাতায় মোহান্তের পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন প্রদ্যোৎকুমার ও প্রভাস—শুধু ধর্ম্মের জন্য পরিণত বয়সেও স্বামীজীর ভাগ্যে লাভ হইয়াছে পটাপট প্রহার! কারাগারে পীড়ন সহিতে না পারিয়া অনেক সত্যাগ্রহী করিতেছেন—প্রায়োপবেশন। প্রাণত্যাগ করিয়াছেন—'পরিতোষ কুণ্ডু'।

কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্য প্রশংসার পাত্র হইয়াছেন—পাগড়ী পরা পুলিশ প্রহরীগণ। সরকার ইহাঁদিগকে দিয়াছেন 'প্যারেডের পদক পুরস্কার।"

পরাধীন ভারতবাসী যে স্বায়ত্ত শাসনের অযোগ্য একথা প্রতিপন্ন করিয়াছেন "পার্লামেন্টের প্রভুর দল"।

বরেণ ঘোষ পরাজিত হইয়াছে "প্রিভি কাউন্সিলে।"

উচ্চ আদালতে—ব্যারিষ্টারকে অপমানিত করিয়াছেন, বিচারপতি 'পেজ'।

সংবাদপত্রে প্রত্যহই পড়িতেছি—এবার অনেক দেশ ধ্বংস হইতেছে "প্লাবনে"। প্রমদাদের উপর হইতেছে—'পাশব অত্যাচার'। সভা সমিতিতে চলিতেছে—'প্রস্তাব' 'প্রতিবাদ' ও "প্যাক্ট"।

পোষ্ট গ্রাজুয়েটের পৃষ্ঠপোষক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শেষ নিশ্বাস পড়িয়াছে 'পাটনায়'।

পুরাতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের পথ পরিষ্কার করিতেছেন বলিয়া স্বরাজদলের উপর ঝাল ঝাড়িতেছেন—"পাল মহাশয়"।

স্যার আলি ইমামও বুঝিয়াছেন আমাদের মন্ত্রীগুলি বোধোদয়ের 'পুত্তলিকা'।

পল্লীগ্রাম ধ্বংস হইতেছে—'পাটের চাষে'—এবং 'পানীয়ের' অভাবে।

কালা আদমীরা ধ্বংস হইতেছে 'প্লীহা জ্বরে'। সে প্লীহা মাঝে মাঝে ফাটিতেছে—'পদাঘাতে'।

কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন—'প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব'।

ঠাকুর কবি পাদ্যার্ঘ্য পাইয়াছেন—'পিকিণে'।

ছাত্র সমাজে ও কেরাণী মহলে রস রফা করিতেছে পথের মোড়ের 'পানওয়ালী'।

অনেক বড়লোক ধ্বংস হইয়াছেন "প্রেমারায়"!

আইবুড়ো মেয়ে-ছেলেদের খবর পাওয়া যায় 'প্রজাপতি অফিসে'।

ডাক্তার গৌর পেশ করিয়াছেন পাণ্ডুলিপি। তাহাতে পতি-পত্নীর প্রেমালাপের পরিধি মাপিবে পিনাল কোড।

চরমানাইয়ের ব্যাপার প্রচার করিয়া মানহানির দায়ে পড়িয়াছেন—প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়।

সাময়িক পত্রে 'প্রেরিত পত্র' পাঠাইয়া লীলা প্রকট করিয়াছেন—পণ্ডিত পোপ পঞ্চানন। আবার পরক্ষণেই 'প্রত্যাহার' করিয়া—পুণ্যের পুঁটুলি বাঁধিয়াছেন! ইহাঁর ভয়—পাছে পতিত জাতি 'পংক্তি ভোজনে' বসে।

সমাজের রক্তপান করিতেছে 'পণ প্রথা'। তবুও বিবাহে চাই "প্রীতি উপহার"।

প্রজা রক্ষার জন্য দেশে খাদ্য পরীক্ষক পদের সৃষ্টি হইয়াছে। অথচ বাজারে "পচা পোণার সের পাঁচসিকা"! আমরা ময়দার সঙ্গে খাইতেছি—পাথর চূর্ণ, ঘৃতের সঙ্গে খাইতেছি—"পেট্রন জেলি" ও "প্যারাফিন্ ওয়াক্স।"

পৌত্রাদি বর্ত্তমানে—"পঞ্চাশোর্দ্ধে" অনেকেই পক্ষান্তর গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু সেই 'প্রাণভাহৃপি গরীয়সী' পরিণামে 'পরোপকৃতয়ে'।

'পেট্রিয়ট' সাজিয়া সকলেই ত পাণ্ডা হইলেন—পরন্তু খদ্দরের প্রতিজ্ঞাও করিলেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কেবল দেখিতেছি খদ্দর প্রচার করিয়া পর্য্যটন করিতেছেন—প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রধানাচার্য্য—'প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।'

বাংলাদেশে প্রলয় হইয়াছিল—পলাসীর যুদ্ধে। রাম সীতা হারাইয়াছিলেন—পঞ্চবটী বনে। পরিবারের ভয়ে সীতা স্থান লইয়াছিলেন—পাতালে।

শিক্ষিত সমাজের কাছে কুরুচি-বৈষ্ণব কবিদের পিরীতি মাখা পদাবলীতে।

গরিবের মুণ জোটেনা 'পান্তায়', বড়লোক মুক্ত হস্ত 'পদবী' লাভে। রাজার নজর প্রেষ্টিজে। প্রজার শাসন পয়জারে। আমরা পরীক্ষা করিতেছি কবে ডায়ারাদি প্রতিনিধিরও প্যারিস্ প্লাষ্টারের প্রতিমূর্ত্তি পঞ্জাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রিন্টার আসিয়া বলিলেন—প্রভো! প্রসীদ! প্রেসে আর 'প' নাই। অতএব হে পাঠক! পাঠিকে! এই খানেই প্রবন্ধের পরিশিষ্ট!

গৃহ-প্রবেশ।

(গল্প)

[সদ্ধর্ম্মব্রত শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কাব্যকণ্ঠ-সাহিত্যভূষণ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আচ্ছা পিসিমা? বিয়ের জায়গা কোথায় হয়েছে?

ঐ সদর দরজার একটা কুঠুরীতে হয়েছে।

সেখানে কেউ আছেন? পিসি মা?

সেখানে আমার দেওর, আর আমার শ্বশুর বাড়ীর পুরোহিত সমস্ত যোগাড় কোরে বসে রয়েছেন, পাত্র এলেই কাজ আরম্ভ করে দেবেন।

রাখালদাসীর পিতার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না, বাটীর মধ্যে একতলা তিনটি কুঠুরী, বাটীর চতুর্দ্দিকে ইষ্টকের প্রাচীর বেষ্টিত, সদর দরজার উভয় পার্শ্বে দুটী পাকা কুঠুরী! বাটীর ভিতরের ইমারতটি মেরামত অভাবে নষ্ট হওয়ায়, রাখালদাসী সেই ইষ্টক দিয়া খড়ের ছাউনি একখানি শয়ন গৃহ ও একখানি চাতাল কুঠুরী রান্নাঘর তৈরী করাইয়া বসবাস করিতেছেন, সদর দরজার কুঠুরী দুইটি এখনও দণ্ডায়মান থাকিয়া পূর্ব্ব অবস্থার সাক্ষ্য দান করিতেছে। সেই কুঠুরীদ্বয় পূর্ব্বে বৈঠকখানারূপে ব্যবহৃত হইত।

সত্যপ্রকাশ বলিলেন—তোমার দেবর বুঝি কন্যা দান কর্ব্বেন?

হাঁ বাবা, উনিই আভ্যুদিক করেছেন, উনিই দান কর্ব্বেন।

তোমার শ্বশুরদের গ্রামের পুরোহিত এসেছেন, আমাদের গ্রামের পুরোহিত আসেন নেই—ক্যানো?

বাবা! আমি গরীব মানুষ, আমিতো তেমন কিছু দিতে থুতে পার্ব্ব না, তাছাড়া তিনি ওপাড়ার চক্রবর্ত্তীদের নরীর বিয়ে দিতে গেছেন।

আজ লগ্ন কখন?

একটা লগ্ন সন্ধ্যার পরই ছিল, সে লগ্ন ভস্ম হয়ে গেছে, আর একটা লগ্ন আছে রাত্রি নটার পর দশটার মধ্যে! তা' বাবা সে লগ্নও বোধ হয় ভস্ম হয়ে যায়, আর আধ ঘণ্টাও সময় নেই। কিন্তু এ জল কি আজ আর ছাড়বে? আর ছাড়লেও পথ ঘাট মাঠ সব জলে তক্ তক্ কচ্ছে, এ জলে ভিন্ন গ্রাম থেকে এ রাত্রে লোক কখনই আস্তে পার্ব্বে না।

সত্যপ্রকাশ বাম হস্তে সোণার টাইয়ে বাঁধা সোণার রিষ্ট ওয়াচখানি দেখিয়া বলিলেন হাঁ আর মিনিট পঁচিশেক সময় আছে। ওখানে দরজায় আর কেউ আছেন?

আর কে থাকবে বাবা? আমিত কাউকে বলতে পারি নেই, তা ছাড়া দুই একজন যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও এই দুর্য্যোগ দেখে চলে গেছেন?

আপনার মেয়ে কোথা?

রাখাল দাসী বিরক্তভাবে বলিলেন—এই ঘরের ভিতর ব'সে রয়েছে; যাবে আর কোথা বাবা? ওর কি কোথাও যাবার যায়গা আছে?

এমন সময় একটা জলের ঝাপ্টা আসায় রাখাল দাসী বলিলেন—বাবা সত্ত! ঘরের ভেতর চলো বাবা।

সত্যপ্রকাশ প্রতিবাদ না করিয়, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং একখানি নূতন মাদুরের উপর নতমুখে উপবিষ্টা, চিন্তাক্লিষ্টা, রক্তবস্ত্র পরিধানা সুন্দরী নব যুবতী

গৌরভাবিনীকে অতর্কিতভাবে দর্শন করিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। ভাবিলেন—আহা হা এমন মেয়ে, এমন অপরূপ রূপ যৌবন বৃথা নষ্ট হইবে? একজন বৃদ্ধের হাতে এমন রূপ যৌবনের অপমান হইবে?—না—তা' কখনই হইতে পারে না!—হওয়া উচিতও নয়।

ঠিক এই সময়ে, সত্যপ্রকাশ যখন এই ভাবে চিন্তামগ্ন, এমন সময় রান্নাঘর হইতে জনৈক স্ত্রীলোক রাখাল দাসীকে ডাকিলেন, বলিলেন—ওগো! আর খানিকটা তেল দিয়ে যাও। রাখাল দাসী প্রস্থান করিবার সময় বলিলেন, বাবা সতু! ঐ বিছানাটায় বসো, একটু মিষ্টি মুখ কোরে যেতে হবে, রান্না আর হলো বোলে।

সত্যপ্রকাশ বলিলেন—থাক্ থাক্ আমি বসছি। আপনাকে অত ব্যস্ত হ'তে হ'বে না।

রাখাল দাসী প্রস্থান করিলে সত্যপ্রকাশ নির্নিমেষ নেত্রে গৌরভাবিনীকে দর্শন করিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, গৌরী! তুমি আমাকে বিয়ে কর্বে?

গৌর-ভাবিনী কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। তাঁহার স্থল-পদ্মের মত মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। কয়েক ফোঁটা অশ্রু টপ্ টপ্ করিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে পতিত হইল।

ছিঃ গৌরী! তুমি কেঁদো না। এখন কান্নার সময় নেই। এখন আমার কথার উত্তর দাও। বলো—তুমি আমাকে বিয়ে কর্বে?

মানুষের হৃদয় যখন অত্যধিক আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তখন বুঝি মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না। তখন বুঝি মস্তক সঞ্চালনে উত্তর দান সহজ! গৌর-ভাবিনীরও মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, কলের পুতুলের মত ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

ভাখো! তুমি যোগ্য হয়েছো, তোমার বোঝবার শক্তি হয়েছে, বেশ বুঝে বলো, আমার মত একটা কাল লোককে তোমার বিয়ে কর্তে কোন অমত নেই তো?

গৌরী পুনরায় মাথা নাড়িয়া বলিল—না।

তাহলে তোমার বিয়ে করা ঠিক মত্?

গৌরী পূর্ব্ববৎ মস্তক সঞ্চালনে বলিল—হাঁ!

আচ্ছা তাহলে তোমাদের ঘরে একখানা কোন রকম শুদ্ধ কাপড় অথবা কাচা কাপড় নেই?

গৌর-ভাবিনী বীণা-বিনিন্দিত স্বরে উত্তর করিলেন, ঐ কড়ির আল্‌নায় মায়ের মট্‌কার কাপড় রয়েছে।

সত্যপ্রকাশ তাড়াতাড়ি বস্ত্র বদল করিয়া সেই মট্‌কার কাপড়খানি পরিয়া গৌরভাবিনীর হাত ধরিয়া বলিলেন—চলো।

গৌর ভাবিনী কোন কথা না বলিয়া, কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সত্যপ্রকাশ তাহার হাত ধরিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গৌর ভাবিনীর খুড়া শশাঙ্ক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুরোহিত মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—আপনাদের সঙ্গে আমার পরিচয় নাই, বোধ হয় আপনারাও আমাকে চেনেন না, আমি এই গ্রামের জমিদার শেবপ্রকাশ বাবুর ছেলে, আমি পূর্ব্বে শুনেছিলাম, আমরা আপনাদেরই ঘর, আমার সঙ্গে গৌরীর বিবাহ হ'তে পারে, সেই জন্য আমি স্বেচ্ছায় গৌরীকে বিবাহ কচ্ছি, আপনারা সত্বর যথাশাস্ত্র কার্য্য আরম্ভ করুন।

শশাঙ্কশেখর সত্যপ্রকাশকে চিনিতেন, তিনি সত্যপ্রকাশের কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেও অত্যধিক হর্ষে কেমন হইয়া গেলেন, বিশেষ কিছুই বলিতে পারিলেন না, কেবলমাত্র বলিলেন—আমি আপনাকে চিনি, তা' আপনার পিতা?—

সত্যপ্রকাশ বলিলেন—তিনি বাড়ীতে নাই, তাঁর জন্য আপনাদের কোন চিন্তা নাই! আপনারা তো আমায় জোর করে বিয়ে দিচ্ছেন না, আমি ইচ্ছে কোরে বিয়ে কচ্ছি, সুতরাং আমার পিতামাতার সম্মতির ভার আমার। আপনারা আর বিলম্ব কর্বেন না, কার্য্য আরম্ভ কোরে দিন্। আপনাদের মনোনীত পাত্র আস্‌বার আর কোন সম্ভাবনা নাই। লগ্ন ভ্রষ্ট না হয়!

রাখাল দাসী রান্নাঘর হইতে শয়ন কক্ষে আসিয়া তথায় সত্যপ্রকাশ বা কন্যাকে না দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং ব্যস্ততার সহিত বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখিলেন—সত্যপ্রকাশ বরের পিঁড়িতে বসিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। তিনি যে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন তাহা বলা বাহুল্য। তিনি কোনো কথা না বলিয়া নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

''কন্যা-সম্প্রদান'' শেষ হইলে সত্যপ্রকাশ বলিলেন—কই, মাথায় সিন্দুর দেওয়া হলো না?

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন—সেটাও কি আজ হবে?

সত্যপ্রকাশ বলিলেন—নিশ্চয়ই। কোনো কাজ আজ আর বাকী থাকবে না। তাহার পর সহাস্য বদনে বলিলেন—এ বৃষ্টিতে আপনারা তো কোথাও যেতে পার্ব্বেন না, আমিও নয়। তখন সে কাজগুলি হয়েই থাক্ না?

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন—কুশুণ্ডিকার দ্রব্যাদি পাত্র পক্ষের দেয়

সত্যপ্রকাশ বলিলেন—আচ্ছা আমাদের যা' দেয়, সে সব আমি কাল দিয়ে দোব। আজ এখন কাজ শেষ ক'রে নিন্?

"বেশ তবে তাই হোক্" বলিয়া পুরোহিত মহাশয় কুশুণ্ডিকা আরম্ভ করিলেন।

বিবাহ শেষে বর কন্যা যখন বাসর ঘরে প্রবেশ করিলেন তখন রাত্রি আড়াইটা! তখনও বৃষ্টি থামে নাই। পূর্ব্ববৎ মুষলধারেই বৃষ্টি হইতেছে। রাখাল দাসী সজল নয়নে বলিলেন—হাঁ বাবা সত্য! তুমি তো আমা'র দায় উদ্ধার কল্লে, তুমি তো দয়া কোরে মেয়েটাকে বিয়ে কল্লে, কিন্তু দাদা, বউদিদি কি বল্‌বেন?

সত্যপ্রকাশ বলিলেন—থাক্ মা! সে ভাবনা আর আপনাকে ভাব্‌তে হবে না। আমি যখন নিজে ইচ্ছে কোরে বিবাহ করেছি, তখন আর আপনাদের ভাবনা কি? আপনাদের তাঁরা কি বল্‌বেন?

ক্রমশঃ

নরেন্দ্র সমিতি।

প্রথমদিনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়।

আঠার শত চুরাশী খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে তারিখের প্রাতঃকালে রজনীর অন্ধকার দূরীকরণ করিবার জন্য সংকালে ভগবান মরীচিমালী গগনমণ্ডলে উদিত হইয়া তাঁহার আলোক রশ্মি বিকীর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন, নরেন্দ্র বাবু তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় সহসা উত্থিত হইয়া তাঁহার শয়ন কক্ষের গবাক্ষ দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন তাঁহার পদতলে কলেজ ষ্ট্রীট বিস্তৃত, দক্ষিণে ও বামে কলেজ ষ্ট্রীট বিস্তৃত সম্মুখে কলেজ ষ্ট্রীটের অপর পার্শ্বস্থ সৌধ শ্রেণী। নরেন্দ্র বাবু চিন্তা করিলেন, "যে সকল জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি তাঁহাদের দৃষ্টিপথের অন্তর্গত বিষয়গুলি লইয়াই আলোচনা করেন তাঁহাদের চিন্তাশক্তি কতই সঙ্কীর্ণ! তাঁহারা একবার ভাবিয়াও দেখেন না যে তাঁহাদের সম্মুখস্থ পদার্থ সকলের অন্তরালে কত গূঢ় তথ্য সকল নিহিত আছে। আমি চিরকাল কলেজষ্ট্রীটের দিকে তাকাইয়া থাকিলেও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান সকলের সম্যক্ বিবরণ কখনই জ্ঞাত হইতে পারি না।" এই বিজ্ঞ জনোচিত মন্তব্যটী প্রকাশ করিয়া নরেন্দ্র বাবু তাঁহার রাত্রিবাস পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেন ও কোন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইলে তাহা লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত নোট বহিখানি পকেটস্থ করিয়া এক হস্তে পোর্টম্যাণ্টো ও অপর হস্তে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটী গ্রহণ করিয়া গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া উপনীত হইলেন নরেন্দ্র বাবু উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন:—

"গাড়োয়ান ভাড়া যাবে?"

"আইয়ে বাবু আইয়ে" বলিয়া গলায় গোল চাকতি ঝুলান নগ্নদেহ, মাথায় লাল মুসলমানী টুপী এক অদ্ভুত মনুষ্য 'ক্যাক্ ক্যাক্' শব্দ করিতে করিতে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী হাঁকাইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল।

নরেন্দ্র বাবু প্রথমে তাঁহার পোর্টম্যাণ্টো পরে স্বীয় দেহ খানি গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করাইয়া বলিলেন—

"শ্যামবাজার।"

"এক রোপেয়া দিজিয়ে" বলিয়া গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

ভাড়া দিবার জন্য পকেট হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া তদ্দ্বারা নাসিকা চুলকাইতে চুলকাইতে নরেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার এ ঘোড়াটীর বয়স কত?"

কোচম্যান সন্দেহ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইল, তাকাইয়া উত্তর করিল "দোকুড়ি বয়স্।" নরেন্দ্র বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "কত?" কোচম্যান পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিল তাহারই পুনরুক্তি করিল। নরেন্দ্র বাবু একবার তাহার প্রতি কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু গাড়োয়ান তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না দেখিয়া তিনি তাহার উক্তি স্বীয় নোট বহিতে লিপিবদ্ধ করিলেন। নরেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি উহাকে কতক্ষণ গাড়িতে যুতিয়া রাখ?

লোকটা উত্তর করিল "দশ বারঘণ্টা।"

"দশ বার ঘণ্টা!" বলিয়া নরেন্দ্র বাবু উহা তাঁহার নোট বহিতে টুকিয়া লইলেন।

গাড়োয়ান বলিল "উহ বড়া দুবলা হায়, বাবু সাহেব, যোত খুললেসে এক দম গির যাতা হায় এস্‌ওয়াস্তে দিনথা বখৎ ওস্‌কে হরদম্ যোতাই রাখ্‌তা, যব্ তক্ যোতা রয়তা তবতক্ বহুত জোরসে চল্‌তা হায়।"

অতি কষ্টকর জীবন অতিবাহিত করিয়াও যে অশ্বগণ কখন কখন দীর্ঘকাল বাঁচিতে পারে তাহার এই দৃষ্টান্ত নরেন্দ্র সমিতিতে জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত নরেন্দ্র বাবু গাড়োয়ানের উক্তি সকল তাঁহার নোট বহিতে লিপিবদ্ধ করিলেন। এমন সময়ে গাড়ী শ্যামবাজারের মোড়ে আসিয়া পৌছিল। কোচম্যান লম্ফ দিয়া কোচবাক্স হইতে নিম্নে অবতরণ করিল,নরেন্দ্র বাবুও গাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। হরিবিলাস, হরিভূষণ, ও বীরেন্দ্র বাবু, নরেন্দ্র বাবুকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তথায় অপেক্ষা করিতেছিলেন।

"এই লও তোমার ভাড়া" বলিয়া নরেন্দ্র বাবু তাহার হস্তস্থিত রৌপ্যমুদ্রাটী গাড়োয়ানের হস্তে দিলেন। গাড়োয়ান উহা গ্রহণ করিয়া সবেগে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া "মার লাগাও" "মার লাগাও" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। হরিবিলাস বাবু বলিলেন "পাগল, পাগল।"

হরিভূষণ বাবু বলিলেন "মাতাল, মাতাল।"

বীরেন্দ্র বাবু বলিলেন "দুই-ই।"

কোচম্যান চাবুক হস্তে লম্ফ প্রদান করিতে করিতে বলিল "আও তোম চার আদমী কো হাম দেখ্‌লেগা।"

পশুর প্রতি অত্যাচার নিবারণী সভার ইনস্পেক্টার মনে করিয়া "পুলিসের লোক, পুলিসের লোক" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পাঁচ ছয়জন গাড়োয়ান সেখানে আসিয়া জুটিল, কালো আলপাকার কোট গায়ে একজন ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া কি বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় গাড়োয়ান উত্তর করিল "হামারা নম্বর লিখ্‌লিয়া কাহে?"

নরেন্দ্র বাবু বলিল "কৈ? আমিত তোমার নম্বর লিখে লই নাই।"

গাড়োয়ান বলিল 'ঝুট বাৎ হামরা গাড়ী পর চড়্‌কে হামারা নম্বর লিখ্‌লিয়া।

নরেন্দ্র বাবুর তখন হঠাৎ মনে হইল তাঁহার নোট বহিখানিই এই সকল অনর্থের মূল।

আর একজন কোচম্যান্ বলিল সাচ্ বাচ্ প্রথম কোচম্যান বলিল"হাম্ কেয়া ঝুট বোলতা হায় দেখিয়ে, তিনঠো গাওয়াবি থাড়া রাখ দিয়া, কাল হামকো হাকিমকা পাছমে যাকের্ দশ রোপেয়া জরিমানা করায় দেগা। হামারা ছ মাহিয়ানা জেল হোগা ওবি আচ্ছা হায় হাম এক দফে শালা লোককো দেখ্‌লেগা। এই বলিয়া সে ক্রোধে তাহার মাথার টুপি খুলিয়া তাহা বেগে ভূমিতে নিক্ষেপ করিল এবং এক ঘুসিতে নরেন্দ্র বাবুর নাসিকা হইতে তাঁহার চসমাখানি ভূলুণ্ঠিত করিয়া দিল, অপর এক ঘুসি তাঁহার বক্ষস্থলে বসাইয়া দিল, তৃতীয় ঘুসি হরিবিলাস বাবুর চক্ষুর উপরিভাগে ও চতুর্থ ঘুসি হরিভূষণ বাবুর কামিজের উপর গিয়া পড়িল। পরে লম্ফ দিয়া নৃত্য করিতে করিতে ফুটপাথের উপর হইতে রাস্তায় গিয়া পড়িল, পুনরায় ফুট পাথের উপর আসিয়া উঠিল ও তাহার ক্রোধের অবশিষ্ট উত্তেজনাটুকু বীরেন্দ্র বাবুর উপর নিঃশেষিত করিয়া দিল। মুহূর্ত্তমধ্যে এই সকল কাণ্ড হইয়া গেল।

হরবিলাস বলিলেন "এসময়ে পুলিশ কোথা গেল?"

একজন ফেরীওয়ালা বলিয়া উঠিল "ইহাদের ধরিয়া গাড়ীর চাকায় বাঁধিয়া রাখ?

নরেন্দ্র বাবু বলিলেন "তোমাদের এ সকল অত্যাচারের ফলভোগ নিশ্চয় করিতে হইবে।"

জনতার সকলেই বলিয়া উঠিল "ইহারা নিশ্চয়ই পুলিশের গোয়েন্দা।" গাড়ির চাকায় ইহাদের বাঁধিয়া রাখা হইবে কি না জনতার মধ্যে যখন এইরূপ আলোচনা হইতেছিল, তখন এক নবাগত ব্যক্তির আগমনে ব্যাপারটা আর বেশী দূর গড়াইল না। সম্মুখস্থ আস্তাবল হইতে হরিদ্রা বর্ণের আলপাকার কোট গায়ে এক যুবক বাহির হইয়া বলিলেন, ব্যাপার কি?

জনতা চীৎকার করিয়া বলিল "পুলিসের গোয়েন্দা"

নরেন্দ্র বাবু দৃঢ়তার সহিত বলিলেন "সর্ব্বৈব মিথ্যা। আমরা পুলিসের লোক নহি।"—এই বলিয়া প্রকৃত ঘটনা সংক্ষেপে বলিলেন।

হরিদ্রা বর্ণের কোট গায়ে ব্যক্তি নরেন্দ্র বাবুর হস্ত ধারণ করিয়া "আসুন মশায়" আসুন আমার সঙ্গে আসুন"—এই ৯১৪নং গাড়োয়ান, তোমার ভাড়া লেকে ভাগ যাও ভদ্র আদমী—হাম্ পসনতা হায়—বদমাইস্ চালাকী নাহি চলেগা—আসুন মশায় আপনার বন্ধুগণ কোথায়? বুঝবার ভুল এমন হয়ে থাকে কিছু মনে করবেন না।—তামাক টামাক খাবেন আসুন"—এইরূপ বলিতে বলিতে সম্মুখস্থ একটা ময়রা দোকানে প্রবেশ করিলেন। নরেন্দ্র বাবুর বন্ধুগণও তাহার অনুগমন করিলেন। ক্রমশঃ

বুড়।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী।

কে গো বুড় যষ্ঠি হস্তে,
চলেছ যে আস্তে আস্তে!
পা যে চলে না তোমার,
চোখে যে দেখ আঁধার!
মাথাটি বকের পাখা,
দাঁতের ত নাই দেখা!
ছ' আনার পাদুক',
মাথায় তালের ছাতা!
পরিধানে আট গজী,
কাঁধেতে মোটা উড়ানী!
চোখে নাইকো চশমা,
গায়ে নাইকো জামা!
এ-কি সেজেছ গো দাদা?

বুড়ী।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী।

ওকেগো বুড়ি পরে' দেশী শাড়ী,
হাতে দিয়ে শাঁখা, বলি যাচ্ছ কোথা!
কপালে সিন্দুর, ঘোমটা কি জোর!
গয়নাতে ভারি, মোটেই ন-কড়ি!
হ'লেও রূপসী,
(তবু) সেকালের তুমি!
আমরা নাম লিখেছি নব্য খাতায়,
বুড় বুড়ীর ধার ধারি নাকো তায়।
হ'ব মোরা সুসভ্য. শিক্ষা দিবে পাশ্চাত্য।
অসভ্যতা বর্ব্বরতা না র'বে আর,
ভারতে স্ত্রীজাতি পেলে স্বাধীন ভার!
(তারা) গাড়ি চালাবে, আপিসে যা'বে,
তবে ত ভারত স্বাধীন হ'বে!

মজলিস।

আগামী রবিবার ১৫ই ভাদ্র (ইংরাজী ৩০শে আগষ্ট) সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় ২০নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীট কলিকাতা স্বর্গীয় অমৃতনাথ দাসের বাটীতে স্বদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাসের আহ্বানে মজলিসের পরবর্ত্তী অধিবেশন হইবে।

দেশী ও বিলাতীর বিপুল আয়োজন। তুলনা করিবার স্বর্ণ সুযোগ—দেশী বল উৎকৃষ্ট কাউহাইড হইতে সুদক্ষ কারিকর দ্বারা বিলাতী বিরগুলে সেলাই হইয়া থাকে। বিলাতী বলের মত আমাদের বলের সেপ ঠিক থাকে ও সেইরূপ মজবুত হয়। ১নং ফুটবলের ব্লাডার সহ ১৷৷০, ১৸০, ২নং ব্লাডার সহ ২॥, ২৷৷০ ৩নং ব্লাডার সহ ৩৷৷, ৪৶০ ৪৷৷০ ৫নং ৪, ৪৷৷০ ৫।০ ৬, ৭ ৭৷৷০ ৫নং ৫৷৷০ ৬৷৷ ও ৭, চ্যাম্পীয়ান ৮, শিল্ড চাম্পীয়ান ৯, শিল্ড ম্যাচ ১০।০ শিবদাস ১২, ম্যাক গ্রেগর খাঁকি ক্রোম ২৫,

ঐ কাউহাইড ২৩,

ব্লাডার ১নং ৸৶০ ২নং ১৶০ ৩নং ১।৶০ ৪নং ১৸০ ৫নং ২, ট্রপিকাল ২।০ অক্টোট্রপিক্যাল ৩, ইনফ্লেটার ১৷৷০, ২, ৩৷৷০, ও ৪, ক্রিকেট, হকি, ব্যাডমিণ্টন, টেনিস ডাম্বেল, শিল্ড, কাপ, মেডেল ইত্যাদি আমাদের নিকট সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

ডাক্তারী বিভাগ

দেশী ও বিলাতি ডাক্তারি যন্ত্রাদি এবং ডাক্তারি ব্যাগ, পকেট কেশ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে ও অর্ডারমত তৈয়ার ও Import করা হয়।

পত্র লিখিলে বিনা খরচায় ক্যাটলগ পাঠান হয়।

মজুমদার ব্রাদার্স

১৫৬।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিবাহ

শ্রাবণ মাসের মধ্যেই দিতে চান ত আজই লিখুন।

ম্যানেজার প্রজাপতি

২০৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদ শিক্ষার একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান অধ্যাপনা ও অধ্যাপক বৈশিষ্ট্যে ভারতে অদ্বিতীয়।

বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ।

(The National Ayurvedic College
64. Balaram De Street. Calcutta)

অধ্যক্ষ কবিরাজ শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের অধ্যক্ষতায়।

এই কলেজে শবব্যবচ্ছেদের সহিত (Dissection) শরীর বিজ্ঞান (Anatomy) শারীরবিজ্ঞান (Physiology) শল্য চিকিৎসা (Surgery) ধাত্রীবিদ্যা (Midwifery) প্রভৃতি সমস্তই কর্ম্ম প্রদর্শন পূর্ব্বক (With Practical demonstration in Musium, Hospital and Laboratory etc) অসাধারণ পণ্ডিত কবিরাজ বিজ্ঞানাচার্য্য ও ডাক্তার দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদের প্রধান প্রধান গ্রন্থ সকলই উৎকৃষ্টরূপে অধ্যাপিত হয়। শবব্যবচ্ছেদপূর্ব্বক কেবলমাত্র আয়ুর্ব্বেদের শরীর শিক্ষা দান ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম। কলেজের ছাত্রাবাসে থাকার ব্যয় অপেক্ষাকৃত অনেক কম। ছাত্রাবাসের ছাত্রদিগের রোগ প্রতিকার, স্বাস্থ্য, আচার পালনে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। সংস্কৃতে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন ২০ জন ছাত্রকে অন্নদান, বার্ষিক পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রকে পুরস্কার ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। আষাঢ়ে বর্ষারম্ভ। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রের অতিরিক্ত লওয়া হইবে না, কাজেই শিক্ষার্থিগণ—বিশেষতঃ যাঁহারা ছাত্রাবাসে থাকিতে চান, পূর্ব্বেই আবেদন করিবেন। কলেজের বিস্তৃত বিবরণ "বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ" পরিচয় পুস্তকে জ্ঞাতব্য। খরচ /১০ আনা। অধ্যক্ষের নামে আবেদন করিতে হইবে।

এন, কে, মজুমদার এণ্ড কোং

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়

ড্রাম /১০, /১৫ পয়সা স্থলে /৫, /১০ পয়সা।

হেডঅফিস—৩৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C. 1106

মজলিস

৩য় বর্ষ সাপ্তাহিক পত্রিকা ৭ম সংখ্যা

১৩৩১ সাল, ১৪ই ভাদ্র শনিবার, নগদ মূল্য ৴১০ পয়সা।

সম্পাদক—শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার,

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস'-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর,) অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, মহারাজা জগদীশনাথ রায় বাহাদুর (দিনাজপুর) রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর (নশীপুর) রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ, আর, সি, আই, (সন্তোষ), রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর আসাম) মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজা কুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্বেল প্যালেস) শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি-এল, জমিদার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার (ঢাকুরিয়া) শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল) শ্রীজগৎপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ সত্বাধিকারী ইলিয়ট এণ্ড কোম্পানী, শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ বড়াল জমিদার শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা,) শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার শ্রীযুক্ত নবীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মল্লিক জমিদার ও অনারারি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নফরলাল দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, শ্রীযুক্ত মণিলাল সাহা জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল হিম্মত সিং (সলিসিটর) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি) ডাক্তার শ্রীনিশিকান্ত মজুমদার, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দে জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি (সত্বাধিকারী মেসার্স অর ডিগনাম এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসন্ন ঘোষ জমিদার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলী) শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লাভপুর). শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি, এস, শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত হরিধন নাগ (ম্যানেজার বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া) শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ, শ্যামপুকুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র উকীল আলিপুর, কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়) শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশারদ (মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন এম-এ, এল-এম এস মহাশয়ের কল্পতরু আয়ুর্বেদ ভবন) শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চন্দ্র জমিদার, শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি-রঙ্গপুর) শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল) ও শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার (রাণী রাসমণীর বাটী,) কলিকাতা।

মজলিস-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইলে মাসিক বা বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

মজলিস

মৌতাত-বধ মহাকাব্য।

(মাইকেলের প্রেতাত্মা রচিত !)

প্রথম সর্গ।

প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ—পাঁচটী খাটাল,
ঠিক্ মধ্যস্থলে তা'র তক্তপোষ পাতা,
তদুপরি আগ্রার সতরঞ্চি খানি—
তক্তোপরি—সুবিস্তীর্ণ—পারস্য দেশের
পশমী গালিচা—নীলবর্ণ সুকোমল,
তাহার উপরে দিয়ে তাকিয়ার ঠেস—
রসিক কমলাকান্ত, অম্বুরি তামাক
টানিতে ছিলেন মরি ! অপরাহ্ন কালে।
একে মোরাদপুরের কারুকার্য্যময়ী
গড়গড়া—সুদীর্ঘ নট্‌কা ছয় হস্ত
পরিমিত, নিপুণ সাঁচ্চার কাজ করা,
ক্ষীরোদ সাগরে যেন কুণ্ডলিত ফণী।
অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে,—ধ্যানমগ্ন ভাবে
ছাড়িতে ছিলেন ধূম সুগন্ধি প্রচুর।
তেঁতুল গাছের তলে শুয়ে যেন আহা
রোমন্থন-রত গাভী নাড়িছে লাঙ্গুল।
হেনকালে আসি—সে "প্রসন্ন গোয়ালিনী"—
কক্ষে শোভে দুগ্ধভাণ্ড, ফর্সা শাড়ী পরা,
হাতে বেলোয়ারী চুড়ি, পানে ঠোঁট রাঙা,
মধুর মুচকি হাসি কহিলা সুন্দরী—
"একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে
প্রাণনাথ ? আফিম্ খোরের সর্ব্বনাশ
হবে নাকি এতদিনে ? দেশের নেতারা—
করিতেছে পরামর্শ প্রকাশ্যে এবার।"
ঘুমন্ত নরের পায়ের তলায় হায় !
'দলে ছুঁচ ফুটাইয়া—সে যেমন ওঠে
চমকিয়া, ব'সে রগড়ায় চ'খ নিজ,
তেমতি চমকি উঠি—তাকাইলা রথী
প্রসন্নর মুখ পানে ; গদগদ ভাষে—
সুধাইলা—সত্য কি এ বাণী, সুলোচনে ?
কহ কার মুখে—শুনিলে এ দারুণ সংবাদ ?
অন্তঃপুর বাসিনী রমণী তুমি, ধনি !
কার কাছে পেলে এ খবর ? বল বল—
সহেনা বিলম্ব আর। বাঘের মুখেতে—
কে দিল আপন মাথা ? জ্বলন্ত আগুনে—
ঝাঁপাইল সে কোন পতঙ্গ ? ? আফিমের,
আফিম্ খোরের, হেন শত্রু কে, কহ ললনে।"
নীরব হইলা বীর। 'প্রসন্ন' অমনি—
দিল হাতে একখানা—বাঙ্গালায় লেখা—
দৈনিক সংবাদ পত্র। প্রসন্ন বদনে—
বলিল—দে'দের বাড়ী দুধ দিতে গিয়া,
শুনিলাম—ছোটবাবু বউকে নিজের
বলিতে'ছলেন—"নেসাগুলা সব উঠে—
যাবে, দেশ হ'তে এইবার।" আমি তাঁরে
সুধাইনু সকাতরে আফিম ও কি তবে
উঠে যাবে ? হেসে বাবু করিলা উত্তর—
"তোর তা'তে ভয় কিরে ? খাস্ বুঝি তুই ?
এই নে কাগজ, পড়িস বাড়ীতে বেটী।"
আমিতো জানিনি লেখা পড়া কোন কালে,
এনেছি কাগজখানা পড়ে দেখ বঁধু !
সত্য মিথ্যা এখনি বুঝিবে ; মন দিয়া
পড়িলেন সে কাগজ আগাগোড়া বীর।
সজল হইল পদ্ম পলাশ লোচন—
ঝরিল নির্ঝর সম ঝর ঝর ঝরে,

সর্ব্বাঙ্গে বেরুল ঘাম দরদর দরে,
পড়িল দীর্ঘ নিশ্বাস ফোস্ ফোস্ ফোসে।
কিছুক্ষণ পরে, লুপ্তজ্ঞান ফিরে এলে—
বীরবর উঠিলেন সহসা গর্জ্জিয়া,—
অঙ্গে লোম হর্ষ—দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ,
মুষ্টিবদ্ধ হস্ত দু'টী, মুখ হ'তে নল,
পড়িল খসিয়া, হ'লেন দণ্ডায়মান,
কাছা গেল খুলে ; রক্ত আঁখি মেলি পুনঃ—
সোচ্ছ্বাসে কমলাকান্ত আফিম ভরসা—
কহিলা—প্রসন্ন! প্রেমময়ি! প্রিয়তমে!
দুগ্ধবতি! রসবতি! আনন্দদায়িনি!
এতক্ষণে ঘুচিল সংশয় মোর, ওহো!
কি ভীষণ! দেশদ্রোহী এই লোকগুলা,
মাদকতা নিবারণী সভাস্থলে যা'রা—
নেসা উঠাইতে যায়। ছি ছি লজ্জা পাই—
কি সাহসে একত্র হইলা এরা সব
ওয়াই এম্, সি, এ, ভবনে কলেজ স্কোয়ারে!
কর্পোরেসনের কর্ত্তা—সে সুভাষ বসু—
আমাদের কত আশা আকাঙ্ক্ষার ধন—
তারি কিনা এই কাজ? বজ্র কণ্ঠে হায়,
করিল ঘোষণা—আবগারি নীতির দোষ?
আর সে সভার—হলে কিনা প্রেসিডেন্ট
লেপ্টেনান্ট কর্ণেল সাহেব গুলে! তুমি?
সাদা হ'য়ে কালার মতেতে দিলে মত?
হে লর্ড বিসপ! ধর্ম্ম প্রাণ! সদাশয়!
কোন্ প্রাণে তুমি—কহিলে দারুণ বাণী—
"আফিং আন্তর্জাতিক সমস্যা" এখন—
জেনেভা সম্মিলনীতে অবশ্য একথা
তুলিতে, ভারত সরকার যেন নিজ
প্রতিনিধি করেন প্রেরণ।" ছিছি ধিক!
সাহেবের এই উপদেশ! তবে আর
করিব কাহার ভর্শা? কার কাছে—
জানাব এ অন্তরের দারুণ বেদনা?
প্রফেসার এস্ সি মুখার্জ্জি মহোদয়!
সে দেব প্রসাদ, আরও কত ভদ্রলোক,
সকলেরই দিন যায় নেশার নিন্দায়?
সকাতরে—সুধাই একটী কথা—

হে সুভাষ! হে মুখার্জ্জি! হে সর্ব্বাধিকারী?
বল তোমাদের কাছে—কোন্ অপরাধে
অপরাধে নিরীহ আফিম? কালোরূপে
সে যে আলো ক'রেছে এ ধরা চিরদিন।
'মদ' হ'তে পারে অতি বদ, গাঁজা কড়া,
সিদ্ধি—বুদ্ধি করে কষ্ট তাড়ি ঠাণ্ডা,
চরস চ'খের দৃষ্টি নাশে ; নাহি ক্ষতি—
উঠালে এদের, কিন্তু মৃদু মোলায়েম
আফিমের কোন দোষ নাই, জোর করে
একথা বলিতে পারি। এমন মাদক—
এমন মজার নেসা,—এমন রসাল,
আছে কি—ধরণী মাঝে? সমকক্ষ এর—
কোন্ নেসা? কোন্ নেসা এত গুণ ধরে?
কাঁচা খাও, পাকা খাও—দুয়েতেই মজা!
এমন আফিমে—কেন উঠাইতে চাও?
জান নাকি আফিমের গুণ? জান নাকি
কত শক্তি? "গুলি" "চণ্ডু" আর "অহিফেণ"—
একে তিন, তিনে এক, যথা খৃষ্টানের
পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা! কিম্বা এই তিন—
বাঙ্গালীর ত্রিধারার ত্রিবেণী সঙ্গম!
পড়নি কি—বিষ্ণু পুরাণেতে আফিমের
জন্ম বিবরণ? সামান্য নহেন ইনি—
স্বয়ং বিষ্ণু অবতার আপনি আফিম,
তাই ভক্তগণ—"কালাচাঁদ" ব'লে ডাকে।
ক্ষীর, সর, ছানাও মাখনে—তাই ঝোঁক!
এই যে সংবাদপত্রে—পড়িছ নিয়ত—
'একটা গরুর দু'টো ল্যাজ" কোন গ্রামে—
একটী বালিকা ছিল,- রাত্রে ঘুমাইয়া
জাগিল যখন,—দেখে চেয়ে যত লোক
সে বালিকা—বালকে হ'য়েছে পরিণত।"
ফৈজু সেখের পত্নী—ক'রেছে প্রসব—
এককালে পাঁচটী সন্তান, তাহাদের
কারো মুখ মহিষের মত, কারো মুখ
অবিকল বাঘের মতন, কারও গাত্রে—
ভালুকের-ন্যায় লোম, কারো ছটা চ'খ,
কারো নাভি হ'তে—একখানি শ্রীচরণ

হ'য়েছে বাহির।" খবরের কাগজেতে—
এই সব রসাল খবর—নিয়মিত
হয় যে বাহির—এ কেবল জেনো ভাই!
শুধু আফিমের গুণে! আরো দেখ—
এ দেশের সাহিত্যের সকল বিভাগে
আফিমের লীলা বর্ত্তমান! পড়ে দেখ—
বর্ম্মাযাত্রী জাহাজের নির্জ্জন কেবিনে,
নিদ্রাগত যুবক যুবতী, যুবতীর
বালাপরা হাতখানি পড়ে আছে মরি
যুবকের বুকের উপরে, তথাপিও
দোষ নাই তাতে! পরপুরুষের স্পর্শে—
রমণীর সতীত্ব না যায়। এই সব
মহাসত্য, হিন্দু হ'য়ে কে করে প্রচার?
একমাত্র আফিমেরি কাজ ইহা ভাই!
সতীত্বের কোন মূল্য নাই—এ সংসারে,
পুরুষের সনে সদা একত্র থাকিলে—
অপবিত্র হয় না রমণী, হেন কথা,
হেন যুক্তি-গর্ভবাণী পারে কি লিখিতে—
আফিং খোর বিনা কেহ? জগতে কখনও
এত শক্তি যার, এত মহাগুণ যা'র—
তা'র নিন্দা সভামাঝে? সহিব কেমনে
ইষ্টদেব অপমান! জাগো—জাগো! ভাই!
আফিম্ খোরের দল! ওঠো নিদ্রা ত্যজি—
কর' প্রতিবাদ সভা! দাও হে বক্তৃতা—
জ্বালাময়ী প্রাঞ্জল ভাষায়, যেন তা'র—
শিক্ষা পায়—আফিমের মহা শত্রুগণ।
বিখ্যাত সংবাদ পত্রে—প্রবন্ধ ছাপাও,
পাঠাও তা'—বিলাতের ভদ্রলোক পাশে।
হা নেশা! হা—বন্ধু কালাচাঁদ! হা আফিম!
কি পাপে হারাব মোরা তোমা হেন ধনে!"
এত বলি নিরবিলা বথী। মনোদুঃখে—
প্রসন্নের সাথে—অতি ঘোর নিশাকালে,
আঁটিলে গোপনে পরামর্শ, হ'লো স্থির—
পোহাইলে রাতি,—দু'জনায় মিলে হায়—
চ'লে যাবে—শান্তিময় ফরাসডাঙ্গায়।
সেখানে এখনও—আফিমের ভক্ত আছে,
আরো আছে—গুলির সে "আড্ডা" "চণ্ডুখানা"
ক্ষুধার্ত্ত শিশুর—মাতৃবক্ষে স্তন সম।

ইতি মৌতাত-বধ মহাকাব্যে প্রথমো সর্গ।

নরেন্দ্র-সমিতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়।

"ওহে ছোকরা এক ছিলিম তামাক সাজ (ময়রার দিকে লক্ষ্য করিয়া) গরম গরম লুচী কচুরী আলুর দম—পাঠাও ৪ জনের মত—বলিতে বলিতে সেই অপরিচিত ব্যক্তি এক খানি বেঞ্চের উপর উপবেশন করিল এবং নরেন্দ্র বাবু ও তাঁহার বন্ধুগণকে তথায় বসিতে অনুরোধ করিল।

নরেন্দ্র বাবুর বন্ধুগণ যৎকালে সেই অপরিচিত ব্যক্তির নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ব্যাপৃত ছিলেন নরেন্দ্র বাবু তদবকাশে তাঁহার বেশ ভূষা ও আকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন।

যদিও লোকটী সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি নহেন, তথাপি তাঁহার ক্ষীণ দেহ ও লম্বা পদদ্বয় তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকার দেখাইতেছিল। তাহার অঙ্গে যে হরিদ্রাবর্ণের কোট ছিল তাহার চিটাধরা আস্তিন কবজার চারি অঙ্গুলি উপরে থাকায় ও তাহার ঝুল হাঁটুর এক হস্ত উপরে উঠায় উহা পূর্ব্বে তাঁহা অপেক্ষা কোন খর্ব্বকায় মনুষ্যের অঙ্গ শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল তাহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ দিতেছিল। জুতা জোড়াটীর নানা স্থানে তালি লাগান তাহা যে অল্পক্ষণ পূর্ব্বে ক্রেস করান হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যাইতেছিল, তাঁহার অনুন্নত চিবুক, কোটরগত চক্ষু এবং সুদীর্ঘ নাসিকা বিশিষ্ট মুখখানি দেখিলে লোকটীকে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য ও সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার চিত্ত বলিয়া অনুমান করা যায়।

এবংবিধ মনুষ্যটীর প্রতি নরেন্দ্র বাবু তাঁহার চসমার ভিতর দিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অতি ভদ্রোচিত ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে, সেই অপরিচিত ভদ্রলোকটী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, ওসব ছেড়ে দেন মশায়—বেটা ভারি বদমাইস, আমি হলে মাথা ফাটিয়ে— ফেরিওয়ালা বেটার চালাকি—এমন সময় "বরানগর কাশীপুর দক্ষিণেশ্বর" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে এক

গাড়োয়ান্ তথায় উপস্থিত হইল। তখন তাঁহাদের জলযোগ প্রায় শেষ হইয়াছে। অপরিচিত ভদ্রলোকটী রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন "আচ্ছা মশায়, আপনারা বসুন—বড় ব্যস্ত—দক্ষিণেশ্বর—দশ টাকার নোট ভাঙ্গান নাই—খাবার দামটা এখন আপনারাই—পরে হবে এখন।'

নরেন্দ্র বাবু ও তাঁহার সঙ্গিগণ ও বরাহনগর দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি প্রদেশে তাহাদের সেদিনকার গবেষণার কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্ব হইতে নরেন্দ্র বাবুর হিন্দুস্থানী ভৃত্য গঙ্গাদীনকে তাঁহাদের থাকিবার জন্ত একটী ঘর ভাড়া করিয়া রাখিবার জন্ত পাঠাইয়াছিলেন। বিছানা ও তৈজষ পত্র কিছু কিছু তাহার সহিত দিয়াছিলেন। নরেন্দ্র বাবু অপরিচিত ভদ্রলোকটীকে জানাইলেন তাঁহারাও দক্ষিণেশ্বর যাইবেন। ইহা শুনিয়া অপরিচিত লোকটি বলিলেন বেশ হয়েছে আসুন—চলুন এক সঙ্গে এক গাড়ীতেই।"

নিকটস্থ আস্তাবলের প্রাঙ্গণে একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর ফিটন গাড়ী খাড়া ছিল। গাড়োয়ান্ তাঁহাদের সকলকেই তথায় লইয়া গেল ও আস্তাবলের ভিতর হইতে অস্থিপঞ্জর নির্গত দুইটী পক্ষীরাজ ঘোড়া আনিয়া তাহাতে জুড়িয়া দিল। তাঁহারা সকলে গাড়ীতে আরোহণ করিলে গাড়োয়ান্ মালপত্র কিছু সঙ্গে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় অপরিচিত ভদ্রলোকটী একটি বাদামী কাগজ মোড়া প্যাকেট দেখাইয়া বলিলেন "এইটী মাত্র ভারী লগেজ—পর্ব্বত প্রমাণ গরুর গাড়ী বোঝাই আগেই পাঠিয়েছি, মাথা—মাথা—সামলাবেন।" এই সময় গাড়ীখানি আস্তাবলের আঙ্গিনা হইতে বাহির হইয়া গেটের উপর একটা খিলানের নীচে দিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল। 'ভয়ানক স্থান—মারাত্মক—সেদিন একটা ছেলে তাদের মা একটু চ্যাঙ্গালো রকমের মটর ভাজা খাচ্ছিল অন্যমনস্ক হঁ্যা করে মাথায় লাগলো, মুণ্ডুটা উড়ে গেল—মটর ভাজা হাতেই রইল। মুখ নাইত দেবে কোথায়? ছেলেগুলির একমাত্র অভিভাবক—বাপ নাই শোচনীয় ঘটনা—কি দেখবেন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী চমৎকার।'

নরেন্দ্র বাবু বলিলেন "আমি মানবজীবনের অদ্ভুত পরিবর্ত্তনশীলতার বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম।"

"বুঝেছি! আজ রাজদ্বারে, কাল কুটীর প্রাঙ্গণে কেমন ঠিক নয়? আপনি কি তত্ত্বজ্ঞানী?"

হাঁ একটু২ বটে।"

"আমিও তাই। যাদের কাজ কর্ম্ম নাই ও অন্নের চেষ্টায় ঘুরতে হয় না তারা সকলেই একটু আধটু তত্ত্বজ্ঞানী হয়ে থাকে।"

"আমার বন্ধু হরিবিলাসের প্রাণে কবিত্ব ভাব খুব প্রবল।"

"আমারও তাই, পয়ার, লঘুত্রিপদী, অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ, সবই একটু একটু আসে, দাশুরায়ের পাঁচালী, মধুকানের ঢপ (বীরেন্দ্র বাবুর প্রতি দৃষ্টি করিয়া আপনি কি শিকারী?")

বীরেন্দ্র বাবু উত্তর করিলেন 'একটু একটু।"

"আপনার কুকুর আছে নিশ্চয়, যদি না থাকে ত অবশ্য পুষিবেন। এমন প্রভুভক্ত জানোয়ার দ্বিতীয় নাই, আমার পোষা কুকুর কেলো অদ্ভুত জন্তু—একদিন শিকার করতে গিয়ে একটা বাগানের সামনে হঠাৎ থেমে গেল, নড়েও না, চড়েও না—মহা ভাবনা, কি হলো কাছে গিয়ে দেখি একটা সাইনবোর্ডে লেখা আছে এ বাগানে কুকুর লইয়া প্রবেশ নিষেধ, যিনি নিষেধ অমান্য করিবেন তাঁহার কুকুরকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হইবে। কুকুরট এক দৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে রয়েছে।"

অদ্ভুত ঘটনা, আমি ইহা আমার নোট বহিতে লিখিয়া লইতে পারি?

লিখে লন, ছাপিয়ে দিবেন একটা কি এমন একশটা ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ঘটনা এই কুকুর সম্বন্ধে বলিতে পারি। হরিভূষণ বাবুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কি মশায়—কি দেখবেন? তৎকালে হরিভূষণ বাবু আর্দ্রবস্ত্রা কলসী কক্ষে কোন যুবতী নারীর প্রতি নরেন্দ্র সমিতির সভ্যের অনুপযুক্ত দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। পদ্মীনাবাবার এমন স্বাস্থ্য সহবে মেয়েটা, দেখলেন কেমন গঠন সৌষ্ঠব।"

হরিভূষণ বাবু বলিলেন 'আপনি ঠিক বলেছেন। আপনি কি কখনও পদ্মীনাবার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন?

"পরমাসুন্দরী—মুখখানি ছবির মত—বলেন কি—একবারে আমার জন্য পাগল—বাপের অমত—বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতে চায়—শেষ আফিম—হাসপাতাল—বমি—মৃত্যু—শুনিবামাত্র আমার মূর্চ্ছা।"

শুনিতে শুনিতে কবি হরিবিলাসবাবুর হৃদয় করুণ

রসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "মেয়ের বাপ এখন্ কি বলেন ?"

"মেয়ের বাপ—অসহলোক—হঠাৎ একদিন অদৃশ্য—পাড়াময় হুলুস্থূল—খোঁজ খোঁজ—কলের জল বন্ধ—মিস্ত্রি লাগিয়ে রাস্তার পাইপ তোলা হল দেখা গেল পাইপের মুখে এক মুণ্ডু আটক, পলতার দম কলে টেনে নিয়ে পাইপের ভেতর যেমন মুণ্ডু বার করা, অমনি নল দিয়ে হুড় করে জল পড়া।"

হরিবিলাস বাবু বলিলেন এ আশ্চর্য্য অতি আশ্চর্য্য ঘটনা। এটাও কি আমার নোটবহিতে লিখিয়া লইতে পারি।"

একটা আশ্চর্য্য ঘটনা—এমন পঞ্চাশটা এর চাইতে আশ্চর্য্য ঘটনার কথা বলিতে পারি।"

অপরিচিত ভদ্রলোকটির অদ্ভুত জীবন বৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে তাঁহারা দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর নিকট আসিয়া পৌছিলেন। নরেন্দ্র বাবু ও হরিবিলাসের নোট বহি সেই লোকটীর অদ্ভুত জীবনকাহিনী সঙ্কলনে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

সেকালের রাম-রাজ্য।

(প্রত্নতত্ত্ব)

এখনও লোকের মুখে "রাম-রাজ্যের" নাম শুনিতে পাওয়া যায়। রামের রাজত্ব কালে প্রজাদের নাকি কোন কষ্ট ছিল না। ত্রেতা যুগের কথা যাঁহারা মনে রাখিয়াছেন,—সে কথা তাঁহারাই বলিতে পারেন, আমরা কিন্তু বিনা প্রমাণে কোন কথাই বিশ্বাস করিতে চাহি না। অতএব দেখা যাউক রাম কিরূপ রাজা ছিলেন, তাঁহার রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল, তখন দেশের স্বাস্থ্য, শিল্প ও বাণিজ্যের অবস্থাই বা কেমন ছিল ?

পিকিন দেশে সমাদৃত কোন প্রসিদ্ধ লেখক—রামের জীবনী "রামায়ণকে" রূপক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাম একজন ভারতবর্ষের যুবা, তিনি মিথিলার জনক ঋষির কাছে অহল্যা উদ্ধার পূর্ব্বক [যে জমীতে কখনও হল চালিত হয় নাই, এরূপ অকর্ষিত ভূমি] "সীতা" লাভ করিয়াছিলেন অর্থাৎ কৃষি বিদ্যা শিখিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে—বাল্মিকীর সকল কথা বিশ্বাস করা চলে না। বিশেষতঃ রামের জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বেই নাকি বাল্মিকী "রামায়ণ" লিখিয়াছিলেন। এই "রামায়ণ" বটতলায় পাওয়া যায়, পাঠক! পড়িয়া দেখিবেন। বটতলার রামায়ণে বেজায় কুরুচির গন্ধ পাইয়া কোন কোন "নৈরাকার" বাদী নাকি—বাদসাদ দিয়া আবার রামায়ণের নূতন সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। রাম সম্বন্ধে—এই রামায়ণই প্রামাণ্য।

যাহা হউক, পুরাণ শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি—রাম সত্যই কৃষি বিদ্যা শিখিয়াছিলেন। অযোধ্যায় তাঁহার যথেষ্ট পৈতৃক ভূসম্পত্তি ছিল! বিমাতার কৌশলে তিনি দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। শেষে পিতার মৃত্যুর পর—তিনি জ্ঞাতিদের হস্ত হইতে বিষয় বৈভব উদ্ধার করেন এবং "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই রাম সূর্য্য বংশীয় ছিলেন বলিয়া কৃষি বিদ্যায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। কৃষির পর "বাণিজ্য"। রামের আমলে দেশে বাণিজ্যেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। তিনি সেতু বন্ধন করিয়া সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিলেন। রাবণের স্বর্ণ লঙ্কার উপর আপনার বিজয় স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন! সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া, অযোধ্যার পৈতৃক বৃদ্ধমন্ত্রী সুমন্ত্রকে পেন্‌সন্ দিয়া, সুগ্রীব সখা জাম্বুবানকে নিজের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত করিয়া, প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। সমস্ত ভারতবর্ষই ক্রমে ক্রমে তাঁহার দখলে আসিয়াছিল। সংক্ষেপে ইহাই রামায়ণ; কিন্তু হিন্দুগণ রামকে নারায়ণের "অবতার" বলেন। বাস্তবিক রাজাও দেবতাই বটেন। শাস্ত্রের উক্তি—"মহতী দেবতা রাজা নররূপেণ তিষ্ঠতি।" রাজা—দেবতা, তবে মর্ত্ত্যে লীলা প্রচার করিবার জন্যই তাঁহার নররূপ ধারণ! রাম দেবতাই হউন, আর মানুষই হউন,—তিনি যে আর্য্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সন্দেহ থাকিলে—রাজ্ঞী সীতা রামকে "আর্য্য পুত্র" বলিয়া সম্বোধন করিতেন না।

বিচার। রামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে—অনুমান খৃঃ পূঃ ১১৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ অনার্য্যের বাসভূমি ছিল। অর্থাৎ ভারতের লোকগুলা নিতান্ত বর্ব্বর ও অসভ্য ছিল। অসভ্য জাতি চিরদিন দুষ্টবুদ্ধি। এই সকল দুষ্ট বুদ্ধিদের দমনের জন্য—রাম দণ্ডনীতির ব্যবস্থা করেন। শুক্রাচার্য্যের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, মন্ত্রী জাম্বুবান রামরাজ্যে যে সকল দণ্ডনীতির প্রচার করিয়াছিলেন—মূল সংস্কৃত হইতে

আমরা তাহা বাংলায় অনুবাদিত করিলাম। বলা বাহুল্য এই সকল "দণ্ডনীতি" সীতার বনবাসের পর প্রচলিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকে—বাল্যকালেই আমরা ইহা পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তখন বুঝি নাই—'সীতা' মানে 'শস্য' বাল্মিকী ও একটা ওয়াকিব হাল ছিলেন না, অথচ লিখিয়া গিয়াছেন হল মুখে কিনা লাঙ্গলের ফলায়—সীতার জন্ম! হায়রে মূর্খ মুনি! লাঙ্গলের মুখে কি মেয়ে ফলে? এই সব কাণ্ডজ্ঞানহীনের হাত হইতে সত্য উদ্ধারের জন্যই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় প্রয়োজন। ভাগ্যিস—যোগ্য লোকে সেই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ভার লইয়াছিলেন, নহিলে কুসংস্কারে দেশ ভরিয়া যাইত!

"রাম রাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পুত্রবৎ প্রজা পালন করিতে লাগিলেন"। কথাটা নেহাৎ স্কুল পাঠ্য পুস্তকের। নহিলে প্রজা পালন করিতে রামকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছে। শুক্রাচার্য্যের "দণ্ডনীতি" এবং জাম্বুবানের পত্রাবলী নামক গ্রন্থে আমরা ইহার পরিচয় পাই।

রাজা দশরথের সময়—ভারতবর্ষে এত পুরুষ ছিল না, কেবল মেয়ে মানুষ ছিল। কাজেই দেশে "বহু বিবাহের" প্রচলন হয়। বাল্য বিবাহ উঠিয়া যায় "বিধবা বিবাহ" বন্ধ হইয়া যায়। দেশ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। বুড়া রাজা তাল তাল আফিং খাইত, রাবড়ীর বাটীতে চুমুক মারিত, আর যুবতী মহিষীদের সঙ্গে রঙ্গ রসে মত্ত থাকিত। 'রাজস্ব' আদায়ের চেষ্টাই ছিল না। প্রজারাও—'পাপিষ্ঠ' 'দুরাত্মা' এবং 'দুর্দ্ধর্ষ" হইয়া উঠিয়াছিল। কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না। অর্থাৎ পুরুষগুলা—মাঠে জমী চষিত, গরু চরাইত, গান গাহিয়া সময় কাটাইত, লেখা পড়ার ধার ধারিত না। আর মাগীগুলা—জল তুলিত, রান্নাবাড়া করিত, প্রতিবেশিনীর সঙ্গে গল্প জমাইত, কখনও বা ঝগড়াও বাধাইয়া দিত। রামচন্দ্র দেখিলেন—এরূপ ভাবে থাকিলে "রাজস্ব" অচল এবং "প্রজাস্ব" প্রবল হইয়া উঠিবে। সুতরাং দুষ্টের দমন বিধি আবশ্যক। অচিরেই মন্ত্রী সভা গঠিত হইল। রাজ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপনের জন্য—আইন রচিত হইল।

যাঁহারা শান্তি রক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন—তাঁহাদের নাম হইল "শান্তি রক্ষক"। দুষ্ট প্রজাগণকে ধরিয়া চালান দিবার জন্য শান্তি রক্ষকেরা যে কোন কার্য্য করিতেন, তাহা "তদারক নামে অভিহিত হইত। শান্তি-রক্ষক যেখানে খুসি, যাহাকে খুসি,—বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করিতে পারিতেন। অপরাধী থাকা জানিতে পারিলে, কিম্বা থাকা সন্দেহ হইলে, কিম্বা থাকিবার সম্ভাবনা থাকিলে কিম্বা থাকিলেও থাকিতে পারে এরূপ অনুমান হইলে, কিম্বা যদি ভুল ভ্রান্তি ক্রমে থাকিয়া যায়, এরূপ বোধ হইলে—ঘর ভাঙ্গিতে, দুয়ার ভাঙ্গিতে, জানালা কপাট ভাঙ্গিতে, আসবাব পত্র তচনচ করিতে,—বৈঠকখানায়, পাইখানায়, অন্দরে, ঠাকুরঘরে, শান্তিরক্ষক অবারিতভাবে ইচ্ছামত প্রবেশ করিতে পারিতেন। অন্দরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে—বাটীর ও পাড়ার বয়োপ্রাপ্ত পুরুষগুলিকে—হাতে দড়ি বাঁধিয়া—অন্য প্রহরীর জিম্মায় রাখিয়া,—শান্তি রক্ষকগণ কুল কামিনীকে বাহির করিতে পারিতেন। প্রজাগণের উপর রাজার হুকুম ছিল—ধর্ম্ম, অর্থ, লোকবল ও বাহুবলের দ্বারা শান্তি রক্ষকের সাহায্য করিতে তোমরা প্রত্যেকেই বাধ্য থাকিবে।

সে কালে ভারতবর্ষে দুই প্রকার ধর্ম্মাধিকরণ অর্থাৎ বিচারালয় ছিল। নিম্ন এবং উচ্চ। এই উভয় প্রকার আদালতেই অপরাধীদের বিচার হইত। বিচার শব্দে লোককে সাজা দেওয়া বুঝাইত, খালাস বুঝাইত না। এইরূপ বিচার কার্য্য চালাইবার জন্য—নানা শ্রেণীর বিচারক অর্থাৎ হাকিম ছিলেন। আর্য্য এবং অনার্য্য উভয় জাতির মধ্য হইতেই বিচারক বাছাই করা হইত। তবে কোন অনার্য্য বিচারকই—আর্য্য জাতির মোকদ্দমা চালাইবার অধিকার পাইতেন না। অর্থাৎ স্বয়ং আর্য্য না হইলে সে বিচারক, আর্য্যজাতির মামলা করিতে পারিতেন না।

যাঁহাদের "ত্বচং গৌরং" অর্থাৎ চামড়া ফরসা—তাঁহারাই আর্য্য নামে অভিহিত হইতেন। আর যাঁহারা—"ত্বচং কৃষ্ণং" অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ—তাঁহাদিগকে অনার্য্য বলা হইত অনার্য্যের আর এক নাম "শূদ্র" শূদ্র শব্দ ক্ষুদ্রের অপভ্রংশ বেদ পাঠ করিলেও ইহা জানা যায়।

বিচারককে, নরহত্যা, দস্যুতা, নারীহরণ, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি বড় বড় অপরাধের বিচার, "মণ্ডলীর" সাহায্যে করিতে হইত। এই মণ্ডলীর বর্ত্তমান অর্থ জুরি আসেসর। উপস্থিত দর্শক মণ্ডলী, বাহিরের মুটে মজুর বাগানের মালী, গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ান ইহাদের ম হইতে বেশীর ভাগ মণ্ডলী অর্থাৎ জুরী মনোনীত হই

ইহাতেও নিয়মিত সংখ্যা পূর্ণ না হইলে মাঠ হইতে বলদ ধরিয়া বসান চলিত। তখন শ্রাদ্ধ কার্য্যের বৃষোৎসর্গের দাগা ষাঁড় যথেষ্ট চরিয়া বেড়াইত। এখন ষাঁড় দাগা প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে, দু'একটা যা আছে তাও মুন্সিপালের ময়লার গাড়ীতে জোতা দেখা যায়।

অর্থী,প্রত্যর্থী—বাদী—প্রতিবাদী অর্থাৎ আসামী,ফরিয়াদী উভয় পক্ষই, বিচারকের অনুমতি লইয়া নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ অর্থাৎ উকীল মোক্তার দিতে পারিতেন। এই সকল প্রতিনিধি সাক্ষীর জেরা কিম্বা সওয়াল জবাব করিতে পারিত না, কেবল সাক্ষী গোপালের মত দাঁড়াইয়া থাকিত।

'মণ্ডলী' অর্থাৎ জুরির সঙ্গে একমত হইয়া বিচারক অপরাধীকে দণ্ড দিতেন। জুরিরা আসামীকে নির্দ্দোষ বলিলে, তাহাদিগকে বুড়া আঙ্গুল দেখাইয়া, বিচারক একাকীই আসামীকে সাজা দিতে পারিতেন। মোট কথা সাজা না দিলে বিচারকের মর্য্যাদা থাকিত না।

নিম্ন আদালতের বিচারে অসন্তুষ্ট হইলে, আসামী উচ্চ আদালতে আবেদন অর্থাৎ আপিল করিতে পারিত। আপীলের ফলে জরিমানার স্থলে মেয়াদ এবং মেয়াদের স্থলে ফাঁসির হুকুম—অন্ততঃ সাজা বৃদ্ধিও হইত। যে আদালতে—আসামীর উকীল বকুনি, থাবড়া বা চড় চাপড়টা খাইত প্রধান বিচারালয় বা উচ্চ আদালত নামে এইরূপ স্থানকে বুঝাইত।

আসামীর প্রতি অবিচার হইলে, অর্থাৎ আসামী খালাস পাইলে—অরাজকতা হইতে পারে বলিয়া, রাজা সকল বিচারককে সুবিচার করিবার আদেশ দিতেন।

অপরাধীকে দোষ স্বীকার করাইবার জন্য—শান্তি রক্ষকগণ যে সকল প্রণালী অবলম্বন করিতেন, তাহা লিখিয়া রাখিবার নিয়ম ছিল না, লিখিয়া রাখিলেও তাহা শান্তিরক্ষকের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইত না।

মৃত্যুর পূর্ব্বে—যে সময়েই হউক, আসামী আপীল করিতে পারিত।

প্রত্যেক বিচারকই ধর্ম্মপ্রাণ, ন্যায়পরায়ণ এবং সমদর্শী ছিলেন। তবে "ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধিয়তে'—অর্থাৎ অবস্থা ভেদে—কোথাও লঘুপাপে গুরুদণ্ড কোথাও বা গুরু পাপে লঘুদণ্ড দেওয়া হইত। এরূপ ব্যবস্থা খুব ভালই ছিল। মনু এরূপ ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। মনুসংহিতায় দেখ—ব্রাহ্মণ শূদ্রকে গালি দিয়াছেন—সুতরাং তাঁহার দণ্ড—দশবার গায়ত্রী জপ, আর শূদ্র ব্রাহ্মণকে গালি দিয়াছে, দাও—তাহাকে শূলে দাও।" যাহারা নিন্দুক এরূপ প্রথার তাহারাই নিন্দা করে। কিন্তু জ্ঞানচক্ষে দেখিলে এইরূপ বিচারের নামই যথার্থ ন্যায় বিচার।

স্বাস্থ্য। ত্রেতাযুগে রেলপথ ছিল না, লোকে লাফ দিয়া সাগর পার হইত। ইহাতে বুঝা যায়—ভারতে তখন ম্যালেরিয়া ছিল না, লোকের গায়েও বেশ জোর ছিল। তবে অনার্য্যগণের একরকম জ্বর হইত। এই জ্বরকে মাধবকর ভাব মিশ্র,চক্রপাণি দত্ত প্রভৃতি বৈদ্যগণ কালা জ্বর বলিতেন। যাহাদের গায়ের চামড়া কালো তাহাদেরই এই জ্বর হইত। কিষ্কিন্ধ্যা বাসী মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ সুষেণ সেন দেশের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য—গন্ধমাদন পর্ব্বত আনাইয়া মজুত রাখিয়াছিলেন, এই পর্ব্বতে—অনেক গাছ গাছড়া ছিল। সুষেণ সেনের গুরু গম্ভীর গবেষণায়—এই সকল গাছ গাছড়া হইতে প্রতিদিন নূতন নূতন মহৌষধ আবিষ্কৃত হইত। দরিদ্রগণ যাহাতে তিন টাকা সেরের চ্যবনপ্রাশ পায়, বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়া লোকে যাহাতে চারিটাকা সেরে মদনানন্দমোদক খাইয়া পুরুষত্ব লাভ করিতে পারে,—সুষেণ সর্ব্বাগ্রেই তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অনেক চ্যাংড়াকে "চটক ঘৃত" খাওয়াইয়া সুষেণ আদিরসের উপন্যাস লিখাইয়া লইয়াছিলেন। এই সকল উপন্যাস বিজ্ঞান নামে পরিচিত হইয়া পুরুষ মহলে নার্ভাস্ ডেবিলিটী এবং মেয়ে মহলে হিষ্টিরিয়ার আমদানী করিয়া, দেশের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

বাণিজ্য। এই বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন—অঙ্গদ। ইনি একজন উৎসাহশীল যুবক বলিয়া রামায়ণে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই অঙ্গদ লোককে পুত্র বিক্রয়ের পন্থা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সে যুগে পুত্র বিক্রয়ের নাম ছিল পণপ্রথা। পুত্রের বিবাহ দিয়া,কন্যার পিতার নিকট হইতে বৈধ উপায়ে যিনি যত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিতেন তিনি তত "ভদ্রলোক" বলিয়া সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেন; সীতাদেবী গর্ভাবস্থায় কৌতুহলবশে তাঁহার কি সন্তান হইবে জানিবার জন্য একজন গণৎকারকে হাত দেখান এবং

গণৎকার কন্যা হইবে বলায় রাম, সীতাকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়াছিলেন, শেষে সীতা বনে গিয়া যমজ পুত্র প্রসব করেন। এক এক পুত্রের মূল্য পাঁচহাজার টাকা অনুমান করিয়া রাম আবার সীতাকে গৃহে আনাইয়াছিলেন। এই ঘটনা দৃষ্টে আমরা বুঝিতে পারি সেকালে পুত্র বিক্রয়রূপ বাণিজ্যের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল! লক্ষ্মণ, ভরত, ও শত্রুঘ্ন এই তিন ভাই যখনছেলের বিবাহ দিয়াছিলেন তখন বাণিজ্য খুব জোর চলিয়াছিল, এমন কি তখন এক একটীছেলে বিক্রয় করিয়া তাঁহারা ২৫ হাজার পর্য্যন্ত স্বর্ণমুদ্রা পাইয়াছিলেন। উত্তরাকাণ্ডে বাল্মিকী একথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন।

আমরা সংক্ষেপে সেকালের অর্থাৎ ত্রেতাযুগের অবস্থার পরিচয় দিলাম। ইহাতেই পাঠক বুঝিবেন রামের রাজত্ব কালে ভারতের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল।

রেলওয়ে।

(১) খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রোগার ঠোকন ও সপ্তদশ শতাব্দীতে স্যার আইজ্যাক্ নিউটন্ বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। ১৭৬৯ খৃঃ জোসেফ্ কাগনেট সর্ব্বপ্রথম সেই ইঙ্গিতকে কার্য্যে প্রয়োগ করেন। রেলওয়ে গাড়ীর গতি তখন ঘণ্টায় আড়াই মাইলের অধিক ছিল না। অধুনা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ মাইলের উপর রেলপথ হইয়াছে।

(২) জর্জ্জ ষ্টিভেন্সন্ ও এডওয়ার্ড পিজ্ নামক দুইজন ইংরাজ ১৮২৫ খ্রীঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর সষ্টন হইতে ডার্লিংটন পর্য্যন্ত রেলপথ প্রস্তুত করাইয়া ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম রেলগাড়ি চালাইয়াছিলেন। অধুনা সমগ্র গ্রেট-ব্রিটেন ও আয়র্ল্যাণ্ডে ২২,১৫০ মাইল রেলপথ এবং ২৬০টি রেলকোম্পানী হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় ইংলণ্ডের টেম্স্ নদীর নিম্নে সুড়ঙ্গ কাটিয়া তাহার মধ্য দিয়া ট্রেণ যাতায়াত করে।

(৩) ১৮২৮ খৃঃ ১লা অক্টোবর ফরাসী দেশে প্রথম রেলগাড়ি পরিচালিত হয়। ফ্রান্সের রেলপথে সৈনিকদিগকে সিকি ভাড়ায় যাইতে দেওয়া হয়।

(৪) ১৮৩৫খৃঃ ৭ই ডিসেম্বর জার্ম্মাণ দেশে রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। তথাকার ইঞ্জিন পরিচালকগণ প্রতি দশ বৎসর কাল ভাল কার্য্যের জন্য অর্থাৎ কোন প্রকার দুর্ঘটনা না ঘটাইলে, একটি সুবর্ণপদক ও একশত পাউণ্ড পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

(৫) ১৮৩৮ খৃঃ ৪ঠা এপ্রেল রুসিয়ায় প্রথম রেলপথ প্রস্তুত হয়। রুষরাজ্যে প্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেশনে অভিযোগ পুস্তক রাখা হয়, তাহাতে আরোহীগণ তাঁহাদের অভিযোগ লিখিয়া থাকেন।

(৬) ১৮৩৯ খৃঃ ৩০শে অক্টোবর ইটালীতে রেলপথ পরিচালিত হইয়াছে; আলপাইন পর্ব্বতের মধ্য দিয়া যে সকল রেলপথ আছে, তন্মধ্যে সেণ্টগথহার্ড পথে ৩২৪ সেতু, ৮০ সুড়ঙ্গ আছে; তন্মধ্যে বৃহৎ সুড়ঙ্গটী দৈর্ঘ্যে সোয়া নয় মাইল।

(৭) ১৮২৭ খৃঃ ১৭ই এপ্রেল মার্কিণ যুক্তরাজ্যের রেলপথ খোলা হইয়াছে। নিউইয়র্ক সহরে মাটির ভিতর দিয়া অনেকগুলি গাড়ি যাতায়াত করে। বিদ্যুৎবলে সেই সকল ট্রেণ পরিচালিত হইয়া থাকে।

(৮) ১৮৭২ খৃঃ জাপানে প্রথম রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হয়। অধুনা তথায় ৩৯১৫ মাইল রেলপথ হইয়াছে।

(৯) ১৮৭৭ খৃঃ ব্রহ্মদেশে প্রথম রেলপথ নির্ম্মিত হয়। এখন ১৬৪৩ মাইল রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে কয়েকটি শাখাপথ নির্ম্মিত হইতেছে। তথায় কেবলমাত্র একটি কোম্পানী আছে।

(১০) ভারতবর্ষের মধ্যে ১৮৫৩ খৃঃ ১৭ই এপ্রেল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হাবড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তার পূর্ব্বক কলিকাতায় একটি আফিস প্রতিষ্ঠিত করেন। "কুইন মেরী" নামে যে ইঞ্জিনখানি প্রথম পরিচালিত হইয়াছিল, উহা অদ্যাপি হাওড়া ষ্টেশনে বিদ্যমান। আগামী ৩১শে ডিসেম্বর হইতে উক্ত রেলওয়ে গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। ১৮২৫ খৃঃ জুলাই মাসে জি, আই, পি, রেলওয়ে লওয়া হইয়াছে। ১৮৬২ খৃঃ ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে পরিচালিত হয়।

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C. 1106

মজলিস

৩য় বর্ষ | সাপ্তাহিক পত্রিকা। | ৮ম সংখ্যা

১৩৩১ সাল, ২১শে ভাদ্র শনিবার, নগদ মূল্য ৫১০ পয়সা।

সম্পাদক—শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার,

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস'-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর,) অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, মহারাজা জগদীশনাথ রায় বাহাদুর (দিনাজপুর) রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর (নশীপুর) রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ, আর, সি, আই, (সন্তোষ), রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর আসাম) মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজা কুমার যোগীন্দ্র নাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্ব্বেল প্যালেস) শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি-এল, জমিদার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বসু, জমিদার (ঢাকুরিয়া) শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল) শ্রীজগতপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কন্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ সত্বাধিকারী ইলিয়ট এণ্ড কোম্পানী, শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা,) শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার শ্রীযুক্ত নলীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মল্লিক জমিদার ও অনারারি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নফরলাল দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, শ্রীযুক্ত মণিলাল সাহা জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল হিম্মত সিং (সলিসিটর) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি) ডাক্তার শ্রীনিশিকান্ত মজুমদার, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দে জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি (সত্বাধিকারী মেসার্স জব ডিগনাম এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসন্ন ঘোষ জমিদার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলী) শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লাভপুর), শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি, এস, শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত হরিধন নাগ (ম্যানেজার বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া) শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ, শ্যামপুকুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র উকীল আলিপুর, কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়) শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশারদ (মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন এম-এ, এল-এম এস মহাশয়ের কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদ ভবন) শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চন্দ্র জমিদার, শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি-রঙ্গপুর) শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল) ও শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার (রাণী রাসমণীর বাটী,) কলিকাতা।

মজলিস-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইলে মাসিক বা বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

মজলিস

টাকা (রূপেয়া)

(শ্রীকুঞ্জবিহারী মিত্র)

গঠনে টাকার দেহ অবিকল গোল
কাযেতে আবার মহা পাকায় সে গোল।
উপার্জ্জনে দুঃখ দেয় আবার রক্ষণে
নাশে ব্যয়ে বড় ব্যথা উপজয় মনে।
ধনী যাঁরা বড় ভয় আপন সন্তানে
কি জানি টাকার লোভে পিতারে সে হানে।
টাকায় যদিরে ভাই এত গণ্ডগোল
ছাড়না টাকার মায়া মিটে যাগ্ গোল।
মিটেযাগ্ হানাহানি যত বিসম্বাদ
শান্তি সুখ পাবে কোন রবেনা প্রমাদ।
হিংসা দ্বেষ দেহ হ'তে দূরে চ'লে যাবে
ধরায় বসিয়া সদা স্বর্গ সুখ পাবে।
বাদ বিসম্বাদ কিছু না রবে তখন
টাকার নেশাটী ছুটে যাবেবে যখন।
ধর্ম্মে মতি হবে—মন অন্য দিকে যাবে
অনিত্য সুখের মাঝে নিত্য সুখ পাবে।
টাকার উত্তাপ যার নাহি লাগে গায়
দর্প অভিমান তার দূরেতে পলায়।
সম-জ্ঞান এসে পড়ে—ছোট বড় নাই
একতার কি যে সুখ দেখে সে সবাই।
টাকা বড় ডানপিটে বিশ্বাস করনা
ভুলাতে মানবে কত পাতে সে ছলনা।
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই করি—অবশেষে
জোড়াহস্ত প্রদর্শিয়া যায় অন্য দেশে।
যতই করনা চেষ্টা তাহারে রাখিতে
চিরকাল এক স্থানে না চাবে থাকিতে।
বাঁধিতে টাকারে কেহ কোন কালে ভাই
পারে নাই ইতিহাসে খুঁজে পাবে তাই।
জানিও টাকার প্রেম কুলটা সমান
দুদিনের মাখামাখি—শেষে অন্তর্দ্ধান।
লোভের মোহটি সদা হাতে গুঁজে—দিয়ে
সেখানে যাবার যান সার টুকু নিয়ে।
আটে পিঠে বেঁধে তোমা পেতে নানা ফাঁদ
নিমিষে ফেরার হন প্রভু "রূপ চাঁদ।"
জান যদি শুধু হাতে এসে ফিরে যাবে
তবে কেন "টাকা টাকা" বলি খাবি খাবে।
'টাকা' তব দাস নয় তুমি ও'র দাস
উহার গোলামি তুমি কর বার মাস।
তুমি ত কিছুই নও—ছায়া বাজি মত
'টাকা' বাজিকর করে ঘোর অবিরত
আশা দড়ি গলে দিয়ে মারে টাকা টান
এমন চরণে তার লুটে তব প্রাণ।
যার সঙ্গে থাকে টাকা তাঁর বাঁচা দায়
না থাকলে হাতে হাতে লাথি ঝাঁটা খায়।
"শাপের কবাচ" টাকা তোমা চেনা ভার
এসনা জ্বালাতে মোরে মিনতি আমার।
যদিও দেহটি সাদা—অন্তর গরল
আগুণ জ্বালাতে তব বাসনা প্রবল।
নূপুর গুঞ্জন সম যদিও আওয়াজ
আওয়াজ সদৃশ তব নহে ত মেজাজ।
রাজাদের প্রিয় বন্ধু রাজ কাজে রও
ভিখারী মোদের পূজা দূর থেকে লও।
যত গোল দেখি এ সব গোলের সর্দ্দার
তুমি টাকা তব পায়ে শত নমস্কার।

গৃহ-প্রবেশ।

(গল্প)

[সদ্ধর্ম্মব্রত শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কাব্যকণ্ঠ-সাহিত্যভূষণ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাবা। তারা যদি অসন্তুষ্ট হন? তোমার উপর যদি রাগ করেন?

রাগ করা তো তাঁদের উচিত নয়। তবে যদি করেন, তাহলে নাচার! কারণ আমি তো কোন মন্দ কাজ করি নেই। অবশ্য মন্দ কাজ কর্ত্তাম তাহলে তাঁদের ভয় কর্ত্তে হতো। ওকথা মনে ক'রে এখন আর আপনাকে চিন্তিত হ'তে হবে না।

কুশণ্ডিকা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, পাত্র পাত্রী একত্র শয়নের আর বাধা নাই। অধিকন্তু এ দুর্য্যোগে আর যে অন্য কোন বাটীর স্ত্রীলোকেরা আসিয়া বাসরের আসর উজ্জ্বল করিবেন তাহারও আর আশা নাই। রাখাল দাসী সাহস করিয়া আর কাহাকেও ডাকিতে পারিলেন না। বুঝিবা ইচ্ছা করিয়াই ডাকিলেন না। ভাবিলেন যাই হোক আজকার রাতটা দুজনে একত্র শয়ন করুক. কাল ছেলের বাপ মা যে কি বলিবেন কি করিবেন তাহা তো বুঝা যাইতেছে না। বোধ হয় মেয়েটার আইবুড়ো নামটাই ঘুচিল মাত্র। মেয়েটার অদৃষ্টে সুখ নাই। ছেলের বাপ মা কখনই আমার মত দুঃখীর মেয়েকে বউ বলিয়া ঘরে তুলিবেন না। তাঁদের মানের লাঘব হইবে যে।

এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে রাখালদাসী পাত্র কন্যাকে জলযোগ করাইয়া তাহাদের একত্র শয়নের অবকাশ দিয়া তখনকার মত প্রস্থান করিলেন।

সত্য প্রকাশ নিজে কক্ষের অর্গল বন্ধ করিয়া দিলেন। তারপর সহাস্য বদনে বলিলেন, গৌরী বিছানায় গিয়ে শোও?

গৌরভাবিনী তখনও নিচে মেজের বিস্তারিত একখানি নূতন মাদুরের উপর মস্তকে পূর্ণ অবগুণ্ঠন দিয়া নত মস্তকে বসিয়া হর্ষ বিষাদের তরঙ্গে ভাসিতেছিল।

গৌরভাবিনী সত্যপ্রকাশের কথায় কোন উত্তর দিতে পারিল না। তাহার চক্ষু হইতে অজস্র ধারে অশ্রু প্রবাহ বহিয়া যাইতে লাগিল।

সত্যপ্রকাশ অতর্কিত ভাবে যাইয়া গৌরের মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিলেন গৌরীর সেই স্থল পদ্মের মত মুখখানি অশ্রুপ্লাবিত। সত্যপ্রকাশ বলিলেন গৌরী! তুমি কাঁদছো?

গৌরী মস্তকের আবরণটা আরও একটু টানিয়া দিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখ চোখ মুছিয়া, অতি মৃদুস্বরে বলিল—না।

কাঁদছো বইকি? তবে কি আমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ কল্লাম? না ভুলিও খেয়ালের বশে কাজটা কোরে ফেলে এখন তোমার অনুশোচনা হওয়ায় কাঁদছো?

গৌরী অন্য উত্তর না দিয়া, কেবল মাত্র বলিল—না।

তবে তুমি কাঁদছো ক্যানো?

গৌরী ভাবিল উঁহার কথার উত্তর না দিলে উনি হয়ত বিরুদ্ধ ভাব মনে করিবেন। কিন্তু হাঁা গা?—কথা কি কওয়া যায়? উত্তর দিই কেমন কোরে? হে মা বাগ্-বাদিনী! কৃপা কোরে আমার কণ্ঠে ব'সে উঁহার সঙ্গে কথা কইবার শক্তি দাও মা?

গৌরী দুই হস্তে সত্যপ্রকাশের পদদ্বয় ধারণ করিয়া সেই পদদ্বয়ের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

সত্যপ্রকাশ বলিলেন—ওসব তোমার কিছুই করতে হবে না।—ছিঃ গৌরী কেঁদো না। সত্যপ্রকাশ পদদ্বয় সরাইয়া লইলেন।

গৌরী কোকিল-বিনিন্দিত মৃদু মধুর স্বরে বলিল—আপনি আমার ক্ষমা করুন।

তোমার অপরাধ কি যে ক্ষমা কর্ব্ব?

আমি আপনার সঙ্গে কথা কইতে পাচ্ছি না?

ক্যানো পারছো না গৌরী?

কেমন বড় লজ্জা হচ্ছে।

আবার লজ্জা কি গৌরী?—আর তোমার লজ্জা করতে হবে না।

সত্যপ্রকাশ আবার গৌরীর মাথার কাপড় সরাইয়া দিল। এবার গৌরী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সে হাসিটুকুতে সত্যপ্রকাশের অন্তরে যেনো বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিয়া গেল। সে হাসিতে যে কি অমৃতবর্ষণ হইল বলা যায় না, কিন্তু সত্যপ্রকাশ অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন।

গৌরী সহাস্ত বদনে বলিল—না—ছিঃ—হাঁা আমি আপনার সাম্‌নে মাথার কাপড় খুলতে পার্ব্ব না।

তা' খুলতেই হবে! আমি এই কাপড় ধরে রইলাম তোমায় আর কাপড় টানতে দোব না।

তাহলে আমি আপনার পায়ের উপর উবুড় হয়ে প'ড়ে থাকবো!

তবে তোমার অনিচ্ছা এয় তো এই নাও, তোমার কাপড় ছেড়ে দিলাম!

গৌরী যেনো একটু ভীত ভাবে বলিল—হাঁা অনিচ্ছাই তো? আপনি এই অভাগীর উপর রাগ কল্লেন বুঝি?

না—না—গৌরী! সত্যি আমি রাগ করি নাই। তুমি বলো, এতক্ষণ কাঁদছিলে ক্যানো?

সত্যি আমি কাঁদি নেই।

তবে তোমার চোখের জলে এই মুখখানি ভেসে যাচ্ছিলো ক্যানো?

সত্যপ্রকাশ দক্ষিণ হস্তে গৌরীর চিবুকটী ধরিয়া নাড়িয়া দিল।

গৌরী হাসিমাখা মুখে বলিল—কান্না ভিন্ন কি আর কিছুতে চোখে জল পড়ে না?

পড়ে অত্যন্ত আহ্লাদে।

তবে আপনি কান্নাটাই মনে কচ্ছেন ক্যানো?

তাহলে তোমার খুব আহ্লাদ হয়েছে—বলো?

আপনি যে কি বলছেন তার ঠিক নেই।

আচ্ছা গৌরী! কি রকম কোরে কি হলো বলো দেখি? কি যে হলো, তা' আপনি জানেন। আর আর জানেন।—

বলো ভগবান?

হাঁ তাই।

হলো বটে গৌরী! কিন্তু এখনও বিপদ আছে।

আমার আর কোন বিপদ নাই, তবে ভয় খুবই আছে।

কি রকম?

এত সুখ আমার এই মন্দ অদৃষ্টে সহ্য হবে কি না তাই ভয়?

বিপদ নেই ক্যানো গৌরী?

আপনি যখন এই অনাথার উপর দয়া কোরে, স্বেচ্ছায় দাসীত্ব দিয়েছেন, তখন আমার আবার বিপদ কি?

আমার বাবা, মা যদি অমত করেন?

অমত করেন—কর্ব্বেন। তাহলে আপনি না হয় গ্রহণ কর্ব্বেন না।

তাহলে তোমার কষ্ট হবে না?

কষ্ট হবে বইকি?—খুবই কষ্ট হবে। তবে সে কষ্ট আমার আহ্লাদের!

কি রকম গৌরী?

আপনি তো এ বিবাহ অস্বীকার কর্ব্বেন না?

এ কোথাকার পাগলি রে? অস্বীকার বুঝি আমি কর্ত্তে পারি?

তবে আর কি! আপনি লোকের কাছে বল্লেই হ'ল আমি বিবাহ করেছি।

তাতে কি হবে গৌরী?

তাতে হবে, আহ্লাদে আমার মাথাটা গিয়ে আকাশে ঠেকবে!

আমাকে যদি না পাও? মা যদি তোমায় কাছে আসতে না দেন, তোমাকে যদি গ্রহণ কর্ত্তে বারণ করেন?

ক্রমশঃ

"মশায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ"

শ্রীকুঞ্জবিহারী মিত্র।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়; দুএকটী রাজপথের আলো কোথাও জ্বলিয়াছে, কোথাও বা জ্বলিতেছে, কোথাও এখনও জ্বালা হয় নাই। সেই সময় গোঁপ দাড়ীর একজন পরম শত্রু, মুণ্ডিত মস্তক বৈষ্ণব প্রবর পথশ্রমে গলদঘর্ম্ম হইয়া নিতান্ত হতাশ ভাবে রাস্তার ধারে একটী গাছ তলায় আসিয়া বসিয়া পড়িল। পান্তুয়ার মতন তার নিটোল দেহটী তখন কৃষ্ণরসে টুপটুপু হইয়া উঠিয়াছিল; তাই ভক্তপ্রবর তার মালপো কৃপাশ্রিত ভুঁড়িটীর উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে মস্তকের গামছা ঘুরাইয়া কিঞ্চিৎ প্রাণবায়ুর সংস্থান করিয়া লইয়া ওষ্ঠাগত প্রাণটীকে কোন রকমে সে যাত্রা গলাধঃকরণ করিয়া রাখিল।

সেই সময় দূরে চারিজন স্কুলবয়কে সেইদিকে আসিতে দেখা গেল। এখানে স্কুলবয়দের একটু পরিচয় আবশ্যক।

পয়লা নম্বর, তারা মনে করে তাদের আগে আর কেউ কখন কোন স্কুলের মুখ দেখে নাই সুতরাং তাদের মতন আর কেউ সবজান্তা নেই ; দ্বিতীয় নম্বর, তারা ক্লাসে মাষ্টারকে একটু ঠাট্টা কোরে কি দুটো ইয়ারকির ধরণের কথা বলে (অবশ্য তাদের মতে সেটা ইয়ারকি) আপনাদের খুব কইয়ে বইয়ে মনে করে ; আর ক্লাসের পণ্ডিত মশায়ের মুখের উপর দুটো কথা বলে নিজেকে একটা বিজয়ী বীর বলে মনে করে, (যদিও সেটা অনেক সময় কেরাণীর সাহেবকে দুকথা শুনিয়ে দেবার মতন মনে মনে) যাহোক এই ধরণের চারিজন স্কুলবয় ভক্তপ্রবরের নিকট উপস্থিত হইল। একজন বলিল, "ওহে Brother ঘোমেটো করা একটা মহাদেব হে, এখনও রং করেনি কিনা তাই গোঁপ দাড়ী চুল কিছুই হয়নি।" সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। নিজের গন্তব্য স্থানের পথ জানিয়া লইতে বৈষ্ণব প্রবর জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যা মশাই, বলতে পারেন মশাই "বৃন্দাবন ধাম" কোন পথে যাব মশাই।"

"আজ্ঞে রেল পথে মশাই" এই বলিয়া একজন আর সকলের দিকে চাহিয়া হাসিল।

বলা বাহুল্য বৈষ্ণবপ্রবরের কথায় মশায়ের আধিক্য সকলেরই নজরে পড়িয়াছিল। বাবাজীর দেহের সমস্ত উষ্ণ শোণিত বোধ হয় সেই কথাতেই একেবারে মস্তকে আশ্রয় লইল। সে বলিল "বয়োজ্যেষ্ঠের সঙ্গে মশাই এ কি রকম ব্যবহার মশাই।"

তখন পূর্ব্বোক্ত স্কুলবয়টী আর সকলকে বলিল "বসছে জমেছে"। পরে বলিল "হ্যা মশাই শুধু কি মাথা পোড়েই মশাই এমন নধর ভুঁড়িটী হয়েছেন।" বাবাজী তখন দন্তরুচি কৌমুদী বিকাশ করিয়া বলিল "অর্ব্বাচীন, পাষণ্ড" স্কুলবয়টী তার কথায় বাধা দিয়া বলি "পাষণ্ড কথাটা মশাই বহুব্রীহি সমাশান্ত-সমাস বাক্যটী মশাই পাশে যণ্ড মশাই যার।" বলিয়া বাবাজীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বাবাজী উঠিয়া দাঁড়াইয়া "ঢের ঢের মশাই অনড্বন্ ছেলে দেখেছি মশাই এমন মশাই বাপের জন্মে দেখিনি মশাই বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। তখন সেই স্কুলবয়টী হাসিয়া বলিল, "যাক মশায়ের আগুশ্রাদ্ধ খুব হয়ে গেল।" কথাটা কাণে যাইতেই বাবাজী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি বল্লেন মশাই, মশাই কবে মারা গেলেন—রসময় বাবু মশাই আমার পরম ভক্ত মশাই ছিলেন।" তখন সকলের মধ্যে সেই কইয়ে বইয়ে স্কুলবয়টীই একটু স্বর নামাইয়া সহজ সুরে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন রসময় বাবুর কথা বলছেন?" বাবাজী বলিল "রসময় রায় মশাই যাকে সবাই মশাই বাবু বলে। তাকে মশাই এ অঞ্চলে কে না চেনে মশাই"।

আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া চারিজন স্কুলবয় চোখে চোখে বেতার বার্ত্তা চালাইয়া about turn and quick march করিয়া চলিয়া গেল। উক্ত স্কুলবয়টির পিতার নাম রসময় রায় ; খুব মহাশয় লোক বলিয়া লোকে তাহাকে 'মশাই বাবু' বলিত। এই বৈষ্ণব প্রবরটী তাহারই 'জ্ঞানাঞ্জন শলাকা' আর তাঁহারই বাড়ীর নাম ছিল 'বৃন্দাবন ধাম'। তাহাকেই কৃপা করিতে বাবাজীর আগমন।

স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়াল।

সুবিখ্যাত গায়ক ৺লালচাঁদ বড়াল প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট নিবাসী সুবিখ্যাত এটর্ণী রায় বাহাদুর প্রেমচাঁদ বড়াল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺নবীন চাঁদ বড়াল মহাশয়ের একমাত্র পুত্র ছিলেন।

প্রেমচাঁদ বড়াল।

প্রেমচাঁদ বড়াল মহাশয় কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ৺রূপচাঁদ বড়াল মহাশয়ের পুত্র। প্রেমচাঁদ হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং তদনন্তর স্যার চার্লস্ ট্রিভেলিন তাঁহাকে সরকারী কার্য্যে নিয়োগ করেন। প্রেমচাঁদ অচিরাৎ আলিপুরের ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। তিনি কলিকাতার মিউনিসিপাল কমিশনার জাষ্টিস্ অব্ দি পিস, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট সুবর্ণ বণিক হিতকরী সভার অনারারী সম্পাদক ও রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের দাতব্য অনুষ্ঠানেরও সম্পাদক ছিলেন।

১৮৩৪ সালে প্রেমচাঁদ দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার ৬ পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম নবীনচাঁদ বড়াল। নবীনচাঁদ বড়াল হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৭২ সালে তিনি

এটর্ণীগিরি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৮৭৫ সালে নবীনচাঁদ বড়াল নাম দিয়া তাঁহার ব্যবসা খুলেন। তারপর ১৮৯৭ সালে তিনি মিঃ জি সি সেঠ ও এম্ এল্ পাইনকে অংশীদার রূপে গ্রহণ করেন। তদবধি তাঁহার ব্যবসায়ের নাম হয় এন্ সি বড়াল এণ্ড কোম্পানী হয়। তিনি ফৌজদারী মোকদ্দমায় বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। প্রথম জীবনে তিনি অনেক রোমাঞ্চকর ফৌজদারী মোকদ্দমায় দাঁড়াইতেন। ওয়ার্ড মোকদ্দমায় তিনি দাঁড়াইয়া ব্যারিষ্টার মিঃ অন্স্লিকে সহায়তা করেন। এই মোকদ্দমার আসামী পক্ষ সমর্থন জন্য মিঃ অন্স্লিকে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আনা হইয়াছিল।

তিনি সাগর দত্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি হাইকোর্টের একজন যশস্বী ও বিখ্যাত এটর্ণী ছিলেন এবং এন্ সি বড়াল নামেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ১৮৯৬ সালে তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচিত হন। এবং একাকী বিচার করিতে পারিতেন। জাষ্টিস্ অব্ দি পিস্, কলিকাতার মিউনিসিপালিটির নির্ব্বাচিত কমিশনার, উত্তর বারাক পুরের মনোনীত কমিশনার ছিলেন। তিনি বেঙ্গল এসিয়াটি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েসন্ ডালহৌসী ইনষ্টিটিউট ডালহৌসী ড্রামাটিক ক্লাব ইণ্ডিয়া ক্লাব ও বঙ্গীয় জমিদার সভা ও কলিকাতা বেনোভোলেণ্ট সোসাইটী ও ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবেল্ সোসাইটী ও পশু ক্লেশ নিবারণী সভা প্রভৃতির সভ্য ছিলেন। তিনি ইষ্টইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের আজীবন সদস্য ছিলেন এবং টাউন ক্লাবের ও এটর্ণী এসোসিয়েসনের সভাপতি ছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি বেঙ্গল ম্যাসনিক এসোসিয়েসনের আজীবন গবর্ণর ও বৌবাজার স্কুলের অনারারী সেক্রেটারী ছিলেন।

কলিকাতা মূক বধির বিদ্যালয় যখন অর্থাভাবে লুপ্ত প্রায় হইবার উপক্রম হইয়াছিল তখন তিনি এই বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহ করিয়া বিদ্যালয়টিকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করেন।

লালচাঁদ বড়াল।

ইংরাজী ১৮৭০ সালে নবেম্বর মাসে লালচাঁদ বড়াল জন্মগ্রহণ করেন। তাহার ১৮৮৫ সালে পনর বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি জোড়াশাঁকোর সুপ্রসিদ্ধ ৺গোবিন্দলাল মল্লিকের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন।

লালচাঁদ "ডাভটন্" (Doveton) কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহার পিতা নবীনচাঁদ একমাত্র পুত্রকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য মাসিক একশত টাকা বেতনে একজন ইংরেজ অধ্যাপকের শিক্ষাধীনে রাখিয়া তাঁহাকে ইংরেজী ভাষা শিখাইতেন। কিন্তু নবীনচাঁদের এত আশা, এত চেষ্টা ও যত্ন সত্ত্বেও লালচাঁদ বিদ্যাশিক্ষায় ততটা মনোযোগ প্রদর্শন করিলেন না। তিনি বাল্যাবধি সঙ্গীত চর্চ্চায় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং বার বৎসর বয়স হইতেই আপন বাটীতে যে সাপ্তাহিক হরিসভার অধিবেশন হইত সেই সভায় নিজে হারমোণিয়ম বাজাইয়া সুর লয় তান যোগে অতি সুমধুর সঙ্গীত করিতেন। বালকের অসাধারণ সঙ্গীতে পারদর্শীতা দেখিয়া সুপ্রসিদ্ধ মুরলীমোহন গুপ্ত তাঁহাকে মৃদঙ্গ বাজান শিক্ষা দেন। ক্রমে তিনি শুধু মৃদঙ্গ নয়, হারমোনিয়ম, পাখোয়াজ, পিয়ানো, জলতরঙ্গ ও বাঁয়া তবলায় অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। কিন্তু তাঁহার পিতা গীত বাদ্যের অত্যন্ত বিরোধী থাকায় তিনি বন্ধু বান্ধবদের বাড়ীতে যাইয়া গীত বাদ্যাদি করিতেন। তাঁহার স্নেহময়ী জননী তাঁহাকে গীত বাদ্যের জন্য কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। তিনি সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের সঙ্গীত বিভাগের সান্ধ্য শ্রেণীতে পিয়ানো বাজান শিক্ষা করেন। প্রসিদ্ধ কালোয়াৎ বিশ্বনাথ রাও, ভগকরন মিশ্র ও কালীনাথ মিশ্র প্রভৃতির নিকট তিনি ধ্রুপদ, নান্দে খাঁ, গুরুপ্রসাদ মিশ্র ও গোপাল বাবুর (নুলো গোপাল) নিকট খেয়াল ও রমজান মিঞার নিকট টপ্পা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি এমন কোন গান ছিল না, যাহাতে তিনি নিজের পারদর্শীতা না দেখাইয়াছিলেন এবং প্রতিগানেই তিনি নিজের একটা না একটা কিছু নূতনত্ব দেখাইতেন। তিনি যখন সুর তান লয় সংযোগে গান করিতেন তখন সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী উৎকর্ণ হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহা শুনিত। তিনি যে শুধু অপরের গানই করিতেন, তাহা নহে, নিজেও অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। দেশের রাজা—মহারাজা, জমিদারগণ তাঁহার সঙ্গীত শুনিবার জন্য তাঁহাকে সাদরে আমন্ত্রণ করিতেন। মহারাজার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, নাটোরের মহারাজা উত্তর পাড়ার রাজা

প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। এমন দিন ছিল না, যেদিন সুকণ্ঠ লাল চাঁদকে কোন না কোন রাজবাড়ীতে আমন্ত্রণ করা না হইত। কত বড় বড় কালোয়াৎ, কত বড় বড় বাদক তাঁহার কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহার সঙ্গীত প্রতিভার প্রশংসা করিত। তিনি যেমন গায়ক, তেমনি বাদক ছিলেন। লালচাঁদ বাবুর সুকণ্ঠ এখনও গ্রামোফোনের রেকর্ড সমূহে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহারই সঙ্গীতের রেকর্ড লইয়া গ্রামোফোন কোম্পানী সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার গানের রেকর্ড অদ্যাবধি ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে অতি আগ্রহের সহিত বিক্রীত হইয়া থাকে। তিনি সঙ্গীত প্রিয় ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু সঙ্গীত ব্যবসায়ী ছিলেন না। এই কারণে তিনি রেকর্ডে গান দিয়া কখনও কাহারও নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু গ্রামোফোন কোম্পানী কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাকে একখানি মোটর উপহার দিবার সঙ্কল্প করেন। দুঃখের বিষয় মোটর খানি ইংলণ্ড হইতে ভারতের তীরে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই লালচাঁদ বাবু এই নশ্বর সংসার ছাড়িয়া অবিনশ্বর ধামে প্রস্থান করেন।

তাঁহার সুকণ্ঠ কাবুলের মহামান্য আমীর মহোদয় পূর্ব্বে রেকর্ডে শুনিয়াছিলেন। শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া ছিলেন। তাই কলিকাতায় আসিয়াই আমীর মহোদয় প্রথমে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে লালচাঁদ বাবুর নিকট প্রেরণ করেন। লালচাঁদ বাবু তখন রোগ শয্যাশায়ী। তাঁহার পিতা বলিলেন, লালচাঁদ রোগমুক্ত হইলে তাঁহাকে কাবুলে পাঠাইয়া আমীরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় লালচাঁদও আর রোগ শয্যা হইতে উঠিলেন না, মহামান্য আমীরের আশাও আর পরিপূর্ণ হইল না। কলেজ ছাড়িবার পর লাল চাঁদকে তাঁহার পিতা W. Newman কোম্পানীর অফিসে শিক্ষা নবিশী চাকুরী দেন। তথায় ছাপাখানা বিভাগের ভার লইয়া লালচাঁদ দুই বৎসরকাল কাজ করেন। তারপর তিনি পিতার অফিসে অর্থ বিভাগের ভারগ্রহণ করেন। ১৮৯৫ সালে লাল চাঁদকে মিঃ স্ক্রাইন সাহেব কাষ্টমস্ হাউসের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। কিন্তু কালেক্টারী অফিসের তৎকালীন ট্রেজারার ঐ পদ লইবার জন্য রেভিনিউবোর্ডে আপীল করেন এবং রেভিনিউবোর্ড ট্রেজারারের আপীল মঞ্জুর করেন। ইহাতে Skrin সাহেব অবমানিত বোধ করিয়া পদত্যাগ করে এবং লালচাঁদ বাবুও পুনরায় পিতার অফিসে আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তিনি ১৯০৭ সালে কিষণচাঁদ, বিষণচাঁদ ও রাইচাঁদ এই তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

ভারতের নারী।

(শ্রীযতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়)

তোমায় নিয়ে শাস্ত্রকারের,
নাইকো আহার নিদ্রা।
তোমার তত্ত্ব প্রকাশ করে,
কামায় লক্ষ মুদ্রা॥
কেউ বা তোমায় ঠেলে তোলে,
ঊর্দ্ধ গগন মার্গে।
সেউবা তোমায় মিশিয়ে রাখে,
সুড়ী নাড়ার বর্গে॥
কেউবা তোমায় অসার ভেবে
ফেলে আঁস্তা কুড়ে।
কেউবা তোমায় জগন্মাতার
সঙ্গে যে দেয় জুড়ে॥
কেউবা ভাবে, হচ্চ তুমি,
আপদ রাশির মূল।
কেউবা দেখে জীবন মরুর
পান্থ পাদপ ফুল॥
কেউবা তোমার শরীরটাকে
বলে, পুঁজে ভরা।
কেউবা বলে তোমার মূর্ত্তি,
গন্ধে মনোহরা॥
কেউবা তোমায় মজা করে
কুকুর বিড়াল মত।
কেউবা তোমা পূজা করে
বলে জগন্মাতঃ॥
কোন্টী তোমার পছন্দ সই
বল্‌তে কি গো নারি?
(না) দুয়ের মধ্যে দুটোই তোমার
স্বরূপ ধ্বংশ কারী?

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।

(শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়)
কাব্য সাংখ্যতীর্থ।

কারা কালা হয়?

পূর্ব্বজন্মে যারা দাদা ও বৌদিদির নির্জ্জন আলাপ কান খাড়া করে শুনতো কিম্বা বন্ধু বান্ধবের বাড়ী গিয়ে সদর ঘরে বসে অন্দর মহলের মেয়েদের কথাবার্ত্তা উৎকর্ণ হয়ে শুনতো কিম্বা শনিবার রবিবার ব্রাহ্ম সমাজে মেয়েদের গান শুনতে যেতো কিম্বা রাত্রে গৃহিনী যখন পরামর্শ দেবার বা নেবার জন্য ডাকতো তখন দাঁত খিঁচিয়ে উঠে বলতো আঃ কি জ্বালাতন কর!

কারা কাণা হয়?

পূর্ব্বজন্মে যারা ঝড়ের সময় কাপড় নিয়ে ব্যতিব্যস্ত স্ত্রীলোকের দিকে চেয়ে তাকে ঠাট্টা করে উঠ্‌তো কিম্বা পাড়াগাঁয়ে খিড়কীর পুকুরের ধার দিয়ে বেশীভাব আনাগনা কর্ত্তো কিম্বা রেলগাড়ীতে খুঁজে খুঁজে ফিমেল ক্যারেজ বার করে তার পাশের কামরায় উঠে বসতো কিম্বা যখন তখন গৃহিনীর মাথার কাপড় খুলে দিয়ে তার সুবিন্যস্ত সুভূষিত সুচিক্কন কবরী অবলোকন কর্ত্তো।

কারা খোড়া হয়?

পূর্ব্বজন্মে যারা নিজের উপার্জ্জিত আয়ের অর্দ্ধেক গাড়ী ভাড়ায় ব্যয় কর্ত্তো কিম্বা যারা শিষ্য ছাত্রকে আশীর্ব্বাদ করবার সময় পায়ের ধূলিকাদায় তাদের মাথাটা ভরিয়ে দিতো কিম্বা সারা দিনের পরিশ্রমে কাতর নিদ্রালসা বধূকে অর্দ্ধেক রাত ধরে পা টিপিয়ে নিতো।

কাদের পেটে পিলে হয়?

পূর্ব্বজন্মে যাদের পিতামাতা সাহেবের অধীনে একটী চাকরী পাবার জন্য ছেলের নামে পঞ্চাননের কাছে জোড়া পাঁঠা মানসিক কর্ত্তো।

কারা বোবা হয়?

পূর্ব্বজন্মে যারা সারাজীবন ধরে মাষ্টারী কর্ত্তো কিম্বা যারা অনিচ্ছুক শ্রোতৃমণ্ডলীর কাণে জোরকরে বক্তৃতা ঢেলে দিতো কিম্বা যারা সারারাত ধরে গৃহিণীকে সৎপরামর্শ দিতো।

কারা কাল ও কুৎসিৎ হয়?

এজন্মে যাদের ঘাড়ে স্ত্রী সঙ্ঘ গড়বার এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রচার করবার ভাব পড়েছে। (বাস্তবিক দেখবার, যে যত কাল ও কুরূপ, স্ত্রীলোকদের উন্নতি কর্ব্বার আগ্রহ তার তত বেশী)

পান্থ নিবাশ।

(১) লণ্ডনের ইউনিয়ান্ জ্যাক্ ক্লাব নামক হোটেলে নয়শত শয্যা কক্ষ আছে। বিগত মহাসমরের সময় ১২,১৬,৫৬২জন সৈনিক ও নাবিক তাহার মধ্যে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল।

(২) বিলাতের সুবিখ্যাত হোটেলের ম্যানেজারগণ বৎসরে ত্রিশ হাজার টাকা বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

(৩) প্যারিস্ সহরে একটি সুবৃহৎ হোটেল আছে। তাহাতে প্রত্যহ চারি সহস্র লোকের খাদ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। যাঠ জন পাচক, একশত বালক ভৃত্য এই রন্ধন শালায় কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

(৪) জার্ম্মাণীর অন্তর্গত হামবার্গ সহরে একটী হোটেল ছিল, তাহার সমস্তই জমাট কাগজে নির্ম্মিত হয়। উহার ভিতরে একটী খাইবার ঘরে এক সঙ্গে প্রায় দেড়শত লোকের স্থান সমাবেশ হইত। সেই কাগজের হোটেল তৈয়ার করিতে প্রায় ১১২৫৲ টাকা ব্যয় হয়। বিগত মহা যুদ্ধের সময় ইহা নষ্ট হইয়াছে।

(৫) বোম্বায়ের তাজমহল হোটেল প্রতিচ্যে একটি দর্শনীয় স্থান। ইহাতে তিন শতের অধিক লোক সংকুলান হয়। এই হোটেলটী নানাপ্রকার কারুকার্য্য সুশোভিত।

(৬) মার্কিন যুক্তরাজ্যের চিকাগো সহরে একটী হোটেল নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা বাইশ তালা এবং ১১৭২ কক্ষ আছে।

(৭) নিউইয়র্ক সহরে একটি সুবৃহৎ মেঘচুম্বি অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে ২০৮০ কক্ষ আছে, তন্মধ্যে ৪৪০ স্নানাগার। দুই সহস্র লোকে ইহাতে বাস করিতে পারে।

(৮) যুক্তরাজ্যের ব্রডওয়ে নগরে একটি বৃহৎ হোটেল আছে,তাহা ৪৭ তালা, উচ্চতা ৬১২ফিট একটী কঠিন পর্ব্বতের উপর ইহার ভিত্তি।আঠারটি জায়গায় সোপান আছে। কক্ষগুলি পনের হাজার পিস্তলের গঠন দ্বারা সুসজ্জিত।

(৯) শুনাযাইতেছে নিউইয়র্ক সহরে একটি প্রকাণ্ড হোটেল নির্ম্মিত হইবে। ইহাতে ১৬০০ কক্ষ ও ১০০০ স্নানাগার থাকিবে। এই হোটেলের নির্ম্মান করিতে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

(১০) নিউইয়র্ক সহরে আর একটি পান্থনিবাশ নির্ম্মিত হইয়াছে; উহা ৪৫ তালা উচ্চ। তাহাতে টেলিফোনে সংবাদ আদান প্রদানের জন্য বৎসরে বিশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হয়।

মজলিস।

গত ১৫ই ভাদ্র রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় ২০নং করপোরেশন ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্তবাবু অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার মহাশয়ের ভবনে মজলিসের দ্বিতীয় বার্ষিক দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, রায় প্রমথনাথ চৌধুরী (সন্তোষ), রায় প্রমথনাথ মল্লিক বাহাদুর, রায় মণিলাল নাহার বাহাদুর, শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক, শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুহ, শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পিযুষকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত পি চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হেমশঙ্কর সেন, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সাধুর্খা, ডাঃ জে, এন, ঘোষ, শ্রীযুক্ত ফজলল হক (সম্পাদক মহম্মদী) শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মিত্র, রায় ললিতকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মানিক লাল মল্লিক, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ লাল মল্লিক, শ্রীযুক্ত নন্দলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার, রায় বাহাদুর কৃপানাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সন্ন্যাসীচরণ রায়, শ্রীযুক্ত নফর লাল দত্ত, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত লোক মজলিসে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বিজয়লাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দাস প্রভৃতি সুমধুর সঙ্গীতে মজলিস মুখরিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মালাকর, শ্রীযুক্ত নারায়নচন্দ্র বিদ, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু ডুগী তবলা এবং শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর দাস হারমণিয়ম বাজাইয়া ছিলেন। শ্রীযুক্ত কানাই বাবু ন্যাসতরঙ্গ বাজাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অনিল বাবু উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর জন্ত উৎকৃষ্ট জলযোগের বন্দবস্ত করিয়াছিলেন। অনিল বাবু ও তাঁহার ভ্রাতার সাদর সম্ভাষণে সকলেই অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। রাত্রি ১১টার সময় মজলিস ভঙ্গ হয়।

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C. 1106

মজলিস

৩য় বর্ষ সাপ্তাহিক পত্রিকা। ৯ম সংখ্যা

১৩৩১ সাল, ২৮শে ভাদ্র শনিবার, নগদ মূল্য ৵১০ পয়সা।

সম্পাদক—শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার,

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস'-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর,) অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, মহারাজা জগদীশনাথ রায় বাহাদুর (দিনাজপুর) রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর (নশীপুর) রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ, আর, সি, আই, (সন্তোষ), রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর আসাম) মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজা কুমার যোগীন্দ্র নাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্ব্বেল প্যালেস) শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি-এল, জমিদার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার (ঢাকুরিয়া) শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল) শ্রীজগতপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ সত্বাধিকারী ইলিয়ট এণ্ড কোম্পানী, শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা,) শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার শ্রীযুক্ত নলীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মল্লিক জমিদার ও অনারারি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নফরলাল দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, শ্রীযুক্ত মণিলাল সাহা জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল হিম্মত সিং (সলিসিটর) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্তনরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি) ডাক্তার শ্রীনিশিকান্ত মজুমদার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দে জমিদার, শ্রীযুক্ত [illegible]নাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, [illegible]যুক্ত অক্ষয় কুমার চট্টোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি (সত্বাধিকারী মেসার্স অর ডিগনাম এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসন্ন ঘোষ জমিদার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ ... সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলী) শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লাঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু এফ আর, জি, এস, শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত হরিধন নাগ (ম্যানেজার বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া) শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ, শ্যামপুকুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র উকীল আলিপুর, কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়) শ্রীযুক্ত সুনীল কুমার সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশারদ (মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন এম-এ, এল-এম এস মহাশয়ের কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদ ভবন) শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চন্দ্র জমিদার, শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি-রঙ্গপুর) শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল) ও শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার (রাণী রাসমণীর বাটী,) কলিকাতা।

মজলিস-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইলে মাসিক বা বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

মজলিস

মুখ বন্ধ।

সত্যই এবার দেশের হাওয়া ফিরিয়াছে। প্রত্যেক থিয়েটারের এক একখানা নিজস্ব সংবাদ পত্র হইয়াছে। দলের কর্ত্তারা নিজের ঢাক নিজেই বাজাইতেছেন—সঙ্গে সঙ্গে বাহাল তবিয়তে পঞ্চমুখ হইয়া অপর দলের কুৎসা রটাইতেছেন! কাজটা নেহাৎ মন্দই বা কি? পর-মুখাপেক্ষী কেন হইব? নিজের প্রশংসা নিজেই করিব। অনেক গ্রন্থকার আপনার পুস্তকের আপনিই সমালোচনা করেন,—সাহিত্য জগতে ইহার নজীর আছে, তবে নাট্য জগতেই বা থাকিবে না কেন?

পত্রান্তরে প্রকাশ—পাঁড়ে মহাশয় পরিত্যক্ত প্রসিদ্ধ প্যাণ্ডেলে—'প্রাইজ প্রাপ্ত' পিকিন প্রত্যাগত, পৃথিবীর প্রধান পোয়েট নাকি পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং একখানি পৌরাণিক প্রকরণের প্রিফেস্ হইতে পরিশিষ্ট পর্য্যন্ত—'প্লে' দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া পাত্রপাত্রী, পারিপার্শ্বিক প্রমটার, প্রেসিডেণ্ট, প্রোপাইটার প্রভৃতির প্রশংসা করিয়াছেন। পোড়া দেশের রঙ্গমঞ্চের পক্ষে—এ সৌভাগ্য নাকি এই প্রথম।

আবার শুনিলাম—এই বিখ্যাত বঙ্গের বরেণ্য, বেদ-বিধায়িনী বীণাপাণির বরপুত্র—বিশ্ব প্রেম বিশ্লেষণ করিয়া, বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের বক্ষ বিদারিয়া-বদরিকাশ্রমের বিশাল বেদীতে বসিয়া, বৃদ্ধ বয়সে—বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক একখানি বিস্ময়কর নাটক লিখিবেন। সে নাটক পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন—"এ শ্রেণীর নাটক বাংলা রঙ্গালয়ে আর কখনও অভিনীত হয়নি এবং শীঘ্র হবেও কিনা সন্দেহ।"

তাই আমাদেরও ইচ্ছা হইয়াছে একখানি অপূর্ব্ব নাটক লিখিতে। ইহার নাম—"পাটকিলে পারুল"। এরকম নাটক পৃথিবীতে এই প্রথম। এ নাটক বাঙ্গালী পাঠকের বুঝিবার সাধ্য নাই। কাজেই আমরা নিজেই নিজের নাটকের সমালোচনা করিব।

উদ্ধত গ্রন্থকার।

পাট্‌কিলে পারুল।

[নূতন ধরণের নূতন নাটক]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

১। একজন মুন্‌সেফ্।
২। ,, ডেপুটী।
৩। ৯ জন কাবুলীওয়ালা।
৪। হরিচরণ ভট্টাচার্য্য—উকিল।
৫। বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ—বড় পণ্ডিত।
৬। দুইজন প্রোফেসর।
৭। ১৭ জন রেলঘরিয়ার ডেলি প্যাসেঞ্জার।
৮। ৮ ,, নৈহাটীর ঐ
৯। ৩ ,, বারাকপুরের ফিরিঙ্গী।
১০। রাণাঘাটের ১৩ জন দোকানদার।
১১। ১ জন ছাতাসারা মিস্ত্রী।
১২। ১ জন দাঁতের মাজনওয়ালা।
১৩। ২ জন ছানা বিক্রেতা।
১৪। ১ জন মাড়োয়ারী ভদ্র লোক।
১৫। ১ জন কালা-জ্বরের রোগী।
১৬। ১ জন লম্বা দাড়ী-যুক্ত পুরুষ।
১৭। ৫ জন যাত্রার দলের ছোক্‌রা।
১৮। একটী দশমবর্ষীয় বালক।

স্ত্রী।

[এখন মোটেই নাই, কিন্তু পরে হয়তো জুটিয়া যাইবে।]

নপুংসক।

একটী ছাগল।

(ডেপুটী বাবু ইহা সঙ্গে করিয়া কর্ম্মস্থানে যাইতেছেন)

প্রথম দৃশ্য।

শিয়ালদহ ষ্টেশনের

৭নং প্লাটফর্ম।

(গোয়ালন্দগামী ট্রেণ—দণ্ডায়মান। প্রথম ঘণ্টা হইয়া গিয়াছে। খবরের কাগজওয়ালারা, পান-চুরুট বিক্রেতা, গরম 'চা', চীনের বাদাম, মিষ্টান্ন প্রভৃতির ভেণ্ডার বর্গ—তা'রস্বরে চীৎকার করিতেছে। সরবতের ঠেলাগাড়ী—ঘন ঘন আনাগোনা করিতেছে। ট্রেণের প্রত্যেক কক্ষে অসম্ভব আরোহীর ভিড়। ঠিক ইঞ্জিনের নিকট ঘেঁসিয়া একখানি বড় গাড়ী। তাহার গাত্রে লেখা I. N. T. কিন্তু ভিতরের দিকে চাহিলে থার্ডক্লাস বলিয়া ভ্রম হয়। তন্মধ্যে—শশব্যস্তে আমার প্রবেশ]

গাড়ীর ভিতরে—৯ জন কাবুলী, ২৫ জন ডেলি-প্যাসেঞ্জার, মুনসেফ্ বাবু, ডেপুটী বাবু, ১৩ জন দোকানদার, ১জন মাড়োয়ারী, ৫ জন যাত্রাদলের ছেলে, ২ জন প্রফেসর, ছাতা সারা মিস্ত্রী, কালাজ্বরের রোগী, ছানা বিক্রেতাদ্বয়, হরি ভট্টাচার্য্য উকীল, পণ্ডিত বিদ্যাবিনোদ, ও এক লম্বাদাড়ীযুক্ত বিকট দীর্ঘাকার পুরুষ—ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া সমাসীন।

হরি ভট্টাচার্য্য। (আমার প্রতি) আসুন, আসুন।

বিনোদ বিদ্যাবিনোদ (হতাশ ভাবে চাহিয়া) বাপ্!

আমি। কি মশাই! অমন করলেন কেন?

বিনোদ। আপনাকেও এখনি কর্ত্তে হবে। শুধু প্যাসেঞ্জার নয়, গাড়ীর ঠেলাটাও দেখবেন!

আমি। (চারিদিকে চা'হয়া সবিস্ময়ে) তাইত! বংক, বেঞ্চির তলা—কোথাও যে ফাঁক নেই! পা ঝুলিয়ে বসবার উপায়ও দেখ্‌ছিনে! বেঞ্চির নিচে—এসব মাল কার?

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক। হমার মাল আছে বাবুজী! হামি মাশুল দিয়েছে, বুক্ ক'রিয়ে নিয়েছে!

হরি ভট্টাচার্য্য। এসব তো দেখ্‌ছি—চটমোড়া টীনের ক্যানেস্তারা। এর ভিতর কি আছে?

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক। ঘিউ আছে বাবু! হাম্‌লোক বেলি আদারসে মাঙ্গায়া। এ বড়ি উমদা চিজ!

হরি ভট্টাচার্য্য। বেলি আদারস—ঘীয়ের ব্যবসাও আরম্ভ করলে নাকি?

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক। আরে মশা', আপলোক বাঙ্গালী আদ্‌মী সব দুবলা হোগিয়া ওহি আস্তে আংরেজ বাহাদুর প্রজালোককো উপকার করনেকো—এক রকম বহুৎ বড়িয়া ঘিউ আমদানী কিয়া। ইস্কো নাম 'লিলি' ঘিউ, ইস্‌মে কুচ্ ভেজাল উজাল নেই, ফের্ কাবৃবি নেই। সবকোই জানে—এ ঘিউ উদ্‌ভিদ্‌সে বানাতা।

বিনোদ বিদ্যাবিনোদ। বটে? উদ্ভিদ থেকে ঘি তৈরী হ'চ্ছে। বাঁচা গেল—গোরু মহিষের ঘি তো খাটী পাওয়া যায় না। এবার থেকে—এই উদ্ভিদ জাত পবিত্র ঘি খেয়ে হিঁদুয়ানী ও ধর্ম্ম দুই বজায় রাখা যাবে।

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক। হাঁ 'মশা', আপলোককা আস্তে—হাম্‌লোক লিলি ঘিউকা এজেন্সি লিয়া।

হরি ভট্টাচার্য্য। সাধু! সাধু! তোমরাই মানুষ, তোমাদের কারবার—কেবল এই অধম বাঙ্গালীদেরই উপকারের জন্য।

নেপথ্যে শেষ ঘণ্টা বাজিল। ট্রেণ ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। লম্বা দাড়ীযুক্ত ব্যক্তি তামাক টানিতে লাগিলেন। গাড়ী নড়িয়া উঠায়, ডেপুটী বাবুর ছাগলটা ডাকিয়া উঠিল।

বিনোদ বিদ্যাবিনোদ। ও কি! ছাগল ডাকছে কোথায়?

ডেপুটী বাবু। আমি একটা নপুংসক ছাগল কিনেছি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি। আমি নাটোরের প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

হরি ভট্টাচার্য্য। তা'বুঝেছি, নৈলে মানুষের গাড়ীতে ছাগল তুলতে সাহস হ'তো না।

ডেপুটী বাবু। তাতে দোষ কি মশাই?

হরি ভট্টাচার্য্য। কিছুই নয়। সেকেণ্ড ক্লাসে সাহেবের কুকুরের সঙ্গে ব'সে যেতে হয়, ইণ্টার ক্লাসে না হয় ডেপুটীর ছাগলের সঙ্গে ব'সে যাব।

বিনোদ বিদ্যাবিনোদ। বিশেষ নপুংসক ছাগল—এযে দুর্ল্লভ পৃথিবী লোকে। (আমার দিকে চাহিয়া) কি বলেন আপনি?

দাসীর কথা চিন্তা কর্ব্বেন না? আমার বিশ্বাস বোধ হয় তা কর্ব্বেন! আপনার মত দেবতা বোধ হয় অতখানি নিষ্ঠুর হয়ে দাসীকে চরণ ছাড়া কর্ত্তে পার্ব্বেন না।

না, তা পার্ব্ব না। কোন রকমেই পার্ব্ব না। গৌরী! তোমার জন্য যদি মা বাপ ছাড়্‌তে হয় দেশ ছাড়্‌তে হয়, এক কথায় আমায় পৃথিবী ছাড়তে হয় তাও ছাড়বো, কিন্তু তোমায় ছাড়তে পার্ব্ব না।

না–না!—ছিঃ—ওকি কথা? আমার ন্যায় হতভাগিণীর জন্য বাপ, মা, দেশ, পৃথিবী কিছুই ছাড়তে হবে না। আপনি আমাকেই ছেড়ে দেবেন। একটা'র জন্য কি অতগুলো ছাড়তে আছে? তা ছাড়তে হ'বে ক্যানো?

হ্যাঁ তা' বই কি? তোমাকেই তো ছাড়বো? তোমাকে আমি চিরদিন এই ভাবে বুকে কোরে রাখবো!

সত্যপ্রকাশ আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া গৌরভাবিণীকে দুই বাহু দ্বারা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন।

গৌর ভাবিণীও সত্যপ্রকাশের দেহে ঢলিয়া পড়িল। সেই মেজের বিস্তারিত নূতন মাদুরেই তাদের শুভ ফুলশয্যা হইল!

প্রত্যুষে বৃষ্টির বিরাম হইলে সত্যপ্রকাশের এই স্বেচ্ছা বিবাহের কথা বিদ্যুৎ প্রবাহের মত গ্রামে রাষ্ট্র হইল। অধিকাংশ লোকই সত্যপ্রকাশের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইলেন, তবে দুই একজন হিংস্র প্রকৃতির লোক একটু আধটু বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলেন বই কি!

সংবাদাদি সত্যপ্রকাশ জননীর কর্ণগোচর হইলে তিনি দুঃখে, ক্ষোভে, লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন। সত্যপ্রকাশের জন্ম দিন হইতে তিনি ইচ্ছা পোষণ করিয়া আসিতেছেন যে, কোন রাজ-নন্দিনী আসিয়া তাঁহার পুত্রবধুর পদে অভিষিক্ত হইবেন; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে একজন সম অবস্থাপন্ন জমিদার কন্যাও নয়, একবারে দীন হীন পথের ভিখারিণী কাঠ-কুড়াণী, বাঁড়ি বাইতি অধিবার কন্যা! তিনি নিজ অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিয়া বলিলেন ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! ছেলেটা কল্লে কি গো? আমাদের উঁচু মাথা একবারে দশ হাত হেঁট কোরে দিলে! উনি লোকের কাছে মুখ দেখাবেন কেমন কোরে? আমি [illegible]

সূর্য্যোদয়ের পরই শেষপ্রকাশ বাবু গোযান যোগে বাড়ী আসিয়া পঁহুছিলেন। গতকল্য রাত্রে বৃষ্টির জন্য পার্শ্ববর্ত্তী একখানি গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বৃষ্টির বিরাম হইলেই তথা হইতে রওনা হন।

বাটীতে উপস্থিত হইয়াই পত্নীর নিকট পুত্রের বিবাহ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শেষপ্রকাশ বাবু ক্রোধে একরূপ জ্ঞানশূন্য হইলেন এবং ক্রোধ কম্পিত স্বরে বলিলেন আমি ও ছেলেকে ত্যাজ্য পুত্র কর্ব্ব। তবে আগে সঠিক খবরটা নিই, সেই দুষ্টা মাগীটা সুন্দরী নব যুবতী মেয়ে দেখিয়ে, ধোরে বেঁধে, কৌশল কোরে বিয়ে দিয়েছে, না ছোক্‌রা নিজে ইচ্ছে কোরে বিয়ে করেছে! যদি মাগীর বিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তো আজই আমি ছোক্‌রার অন্য জায়গায় বিয়ে দোব। আর যদি ছোক্‌রা নিজে ইচ্ছা কোরে বিয়ে কোরে থাকে, তাহলে ও ছোকরাকে আমি বাড়ী থেকে দূর কোরে দোব। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এসে বারণ কল্লেও আমি তাঁদের বারণ শুন্‌বো না।

পত্নী ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে বলিলেন ওমা! ও কিকথা গো? ছেলেকে বাটী থেকে দূর কোরে দেবে সে আবার কি কথা গো? আহা! আমার কতদুঃখের ছেলে যে গো! ছেলে বিয়ে করেছে, বেশ করেছে, তুমি ও কাঠ কুড়ুনীর বেটীকে বউ না কল্লেই তো হোল, ও বৌ বাটীতে না আন্‌লেই লেঠা চুকে যাবে। তাছাড়া আজ এখুনি একজন বড় রাজড়ার মেয়ে এনে ছেলের বিয়ে দিয়ে দাও, তাহলে ছেলেও আর ও বউকে চাইবে না। তোমাকে আমি কতদিন বলেছিলাম ওগো! ছেলের বিয়ে দাও, ওগো ছেলের বিয়ে দাও, তখন আমার কথায় কাণ দিলে না, এখন এই সর্ব্বনাশ হ'য়ে বস্‌লো!

ওগো! তখন ঐ ছোকরাই বিয়ে কর্ত্তে চায় নাই!

হ্যাঁগো ছেলে কি আবার তোমাকে বল্‌বে যে, আমি বিয়ে কর্ব্ব? তোমারই বুঝে বিয়ে দেওয়া উচিৎ ছিল। অত বড় ছেলে কি আইবুড়ো কেউ রাখে!

বেশ আমি না হয় রেখেইছিলাম। কিন্তু তাই ব'লে কি ও যার তার মেয়েকে বিয়ে কর্ব্বে? আমি রেখেছিলাম ভাল ঘরে বড়লোকের বাড়ী বিয়ে দোব বলে! কিন্তু ও যে এমন চাল চাল্‌বে তা কে জানে? আচ্ছা ছোকরা বিয়ের আগে মেয়েটার সঙ্গে ভাব টাব করে নেই তো?

না তা' আমার মনে হয় না। (ক্রমশঃ)

Regd. No. C. 1106

মজলিস

৩য় বর্ষ সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১২শ সংখ্যা

১৩৩১ সাল, ১৮ই আশ্বিন শনিবার, নগদ মূল্য ১০ পয়সা।

সম্পাদক—শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার,

মজলিসে-বৈঠক।

'মজলিস'-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর,) অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, মহারাজা জগদীশনাথ রায় বাহাদুর (দিনাজপুর) রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর (নশীপুর) রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ, আর, সি, আই, (সন্তোষ), রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর আসাম) মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজা কুমার যোগীন্দ্র নাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্ব্বেল প্যালেস) শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম-এ, বি-এল, জমিদার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বসন্ত, জমিদার (ঢাকুরিয়া) শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল) শ্রীজগতপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ সত্বাধিকারী ইলিয়ট এণ্ড কোম্পানী, শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা,) শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার শ্রীযুক্ত নলীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মল্লিক জমিদার ও অনারারি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নফরলাল দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, শ্রীযুক্ত মণিলাল সাহা জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল হিম্মত সিং (সলিসিটর) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি) ডাক্তার শ্রীনিশিকান্ত মজুমদার, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দে জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার চট্টোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি (সত্বাধিকারী মেসার্স স্যর ডিগনাম এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসন্ন ঘোষ জমিদার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলী) শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লাড়পুর), শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি, এস, শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত হরিধন নাগ (ম্যানেজার বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া) শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ, শ্যামপুকুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র উকীল আলিপুর, কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়) শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশারদ (মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন এম-এ, এল-এম এস মহাশয়ের কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদ ভবন) শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চন্দ্র জমিদার, শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি-রঙ্গপুর) শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার (রাণী রাসমণীর বাটী,) কলিকাতা। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দত্ত জমিদার শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ ঘোষ জমিদার ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার জমিদার।

মজলিস-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইলে মাসিক বা বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

আগমনী।

শ্রীযদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন।

ভঁয়রো আড়াঠেকা।

অস্থির অন্তর, শুহে গিরিবর, প্রাণের প্রতিমা সে উমা বই।
নিশা ভোর হলে, আসিবে বলিলে, এখনো ঈশানী এল গো কই॥
শরত আসিল শারদা না এল,
এ কেমন হলো বল গিরি বল,
প্রাণ বিকল, চিন্তা অবিরল, দহিছে আমাকে কত বা সই।
যত ডাকে ঐ বিহঙ্গম দল, যত পূর্ব্বদিক হয় সমুজ্জ্বল,
তত প্রাণ মোর হ'তেছে চঞ্চল
কেমনে সুস্থির হই :—
প্রভাতে যদি না আসে উমাশশী
স্থির জেন গিরি জীবন বিনাশি
করিব প্রয়াণ, উমা অস্ত প্রাণ
উমা বিনা বল কেমনে রই॥

বিভাষ আড়াঠেকা।

১। ঐ বুঝি দেখ গিরি আসে আমার ঈশানী।
আনন্দে নাচিছে প্রাণ তাই বুঝি না জানি॥
২। উত্তরে প্রভার কর, হেরি পূর্ব্ব-প্রভা-কর
হীন প্রভা ক্ষীণ তেজ ভাবিতেছে আপনি॥
৩। শিখী শাখে নৃত্য করে, গায় গীত পিকবরে
ফল পুষ্প সুশোভিত কান্তময় ধরণী॥
৪। পৃথিবী আকাশ ছেয়ে গন্ধবহ গন্ধ ল'য়ে
ঐ শুন যায় গেয়ে উমার আগমনী॥
৫। (কত) আদরের উমাশশী, সিংহ বাহনে বসি,
ঐ আসিছে বরণ করি নেরে পুরবাসিণী।
৬ আয় আয় আয় উমে, (তোরে) কত যে দেখেছি ঘুমে,
আয় প্রতিমা তুই যে, (তোরে) কে বলেরে পাষাণী॥

আগমনী।

শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী।

মা আসিতেছেন! বিশ্ব পালয়িত্রী, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়িত্রী মা আমার বন্যা-পীড়িত, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট, অনাচার অত্যাচার-প্রপীড়িত, বুভুক্ষু, জীর্ণবাস, শীর্ণদেহ সন্তানকে অভয় দিবার জন্য সম্বৎসর পরে আবার আসিতেছেন। হিন্দু কি দিয়া আজ মায়ের আবাহন করিবে? কই তোমার হৃদয়ে সে ভক্তি, প্রাণে সে শ্রদ্ধা, অন্তরে সেই ভগবৎ প্রেম? আজ যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বন্যার বারিতে তোমার হৃদয় ক্ষেত্রে নাস্তিকতার পলি পড়িয়াছে! তুমি যে আজ গজভুক্ত কপিত্থ। নামে মাত্র হিন্দু আছ, কিন্তু তোমার হিন্দুর ন্যায় সেই নিষ্ঠা, সেই আচার, সেই জ্ঞানভক্তি, কর্ম্মে সেই প্রগাঢ় আসক্তি নাই! তোমার চণ্ডীমণ্ডপ যে আজ অযুত কুক্কুর শৃগাল চর্ম্মচটিকার আবাসস্থান হইয়াছে—তুমি যে আজ মায়ের মণ্ডপে সুরা-গরল পানোন্মত্তা বারাঙ্গনার আসর জমাইয়াছ! যদি মাকে ভজনা করিতে চাও, যদি মৃণ্ময়ীর ভিতরে চিন্ময়ীর আবির্ভাব করিতে চাও, যদি "দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসাদ, প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য" বলিয়া মায়ের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে চাও, তবে নিজের হৃদয়-মন্দির ভক্তির জাহ্নবী সলিলে বিধৌত করিয়া তন্মধ্যে মায়ের আসন রচনা কর। "আদর ক'রে হৃদে রাখো মন আদ-রিণী শ্যামা মাকে"—এই ত ভক্তের উক্তি। মাকে পূজা করিতে চাও, ধূপধুনা, পুষ্প বিল্বপত্র এবং চন্দনে মায়ের পাদ পদ্মে অঞ্জলি দান কর, ভুবনমোহিনী মায়ের অঙ্গ কলুষিত করিবার জন্য এই জার্ম্মাণীর ডাকের সাজ কেন? যিনি জগতের আলো তাঁহার সম্মুখে আবার বৈদ্যুতিক আলোর বহরই বা কেন? তোমার পিতৃপিতামহগণ যে ভাবে মায়ের সাত্ত্বিক ভাবে পূজা করিতেন, একবার তেমনিভাবে মাকে ডাক দেখি ভাই—দেখিবে সে ডাকে মা আমার স্থির থাকিতে পারিবেন না রে ভাই স্থির থাকিতে পারিবেন না।

মা আমার প্রকৃতিরূপিণী। তাই দেখ মায়ের আগমনে আজ প্রকৃতি সুন্দরী কি মনোহর বেশে সজ্জিত হইয়াছেন! ঐ দেখ শেফালী থরে থরে ঝরিয়া মায়ের আগমন-পথে কুসুমাস্তরণ করিতেছে, ঐ দেখ—সরসীবক্ষে কুমুদ-কহ্লার প্রস্ফুটিত হইয়া মৃদুমন্দ মলয়ানিলে হেলিয়া দুলিয়া মায়ের আগমনে নৃত্য করিতেছে, ঐ দেখ শারদ-শশী উদ্ভাসিত নীলাম্বরে কোটি কোটি তারকা কেমন প্রদীপ জালিয়া মায়ের আগমন পথ আলোকিত করিয়েছে! হিন্দু, তুমি এ সময় কি করিবে? মা আমার বিশ্বের জননী, জগতের ধাত্রী! মায়ের কাছে হিন্দু-মুসলমান-পার্শী-খ্রীষ্টান সব সন্তানই যে সমান! আজ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ভাইয়ে ভাইয়ে গলাগালি ধরিয়া মায়ের অর্চনা কর। এমন সার্ব্বজনীন মা আর পাবে নারে ভাই মা আর পাবে না! মা পীড়িতের অভয়দাত্রী, আবার দুরাচারের শাস্তিপ্রদাতা। তাই দেখ না মা কেমন দুরাচার অসুরকে পায়ের তলে পিশিয়া সাধুকে বরাভয় করে অভয় দান করিতেছেন! এ মায়ের আশীর্ব্বাদ একবার লাভ করিতে পারিলে আর ভবে কোন ভয় থাকে রে না ভাই কোন ভয় থাকে না। তবে ভাই, একবার রাম-প্রসাদ রামকৃষ্ণের মত গগন পবন মুখরিত করিয়া হৃদয়ের অন্তঃস্তল হইতে "মা" "মা" বলিয়া ডাক, দেখিবে মা তোমায় তাঁহার সুশীতল অঙ্কে ধারণ করিবেন।

যাহারা নাস্তিক—ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, তাহারা জানে না মায়ের বুক ভরা কত স্নেহ, প্রাণভরা কত মায়া মমতা! যখনই সন্তান 'মা' 'মা' বলিয়া আকুলকণ্ঠে ডাকে তখনই মা আমার সন্তানের আকুল ডাকে চলিয়া আসেন। এমন মাকে যে চিনে না, জানে না, তাহার মত দুর্ভাগ্য আর এ জগতে নাই। হিন্দু, সম্বৎসরের পরে আবার দশ প্রহরণ-ধারিণী, স্নেহ মমতার অধিষ্ঠাত্রী, অঘটনঘটনপটীয়সী মাকে তোমার আঙ্গিনায় পাইয়াছ, একবার 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হও—একবার দেহের শোণিত, দিয়া মায়ের পূজায় অঞ্জলি দেও, একবার কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপুকে বলি দিয়া নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত হও—মায়ের আগমন সার্থক হোক।

অষ্টমীতে আগমন।

(১)

আশ্বিনের নির্ম্মল আকাশ ভেদ করিয়া, কোটি উষার কোটি অরুণ রাগ মুখে মাখিয়া, আকাশ কুসুমের শ্বেতাস্ত-রণের উপর দিয়া, পল্লবে পল্লবে সুষমা ছড়াইয়া, মুকুলে

মুকুলে রঙ ফুটাইয়া, বাতাসে বাতাসে গন্ধ মিলাইয়া, দুই হাতে সেফালী বৃষ্টি করিতে করিতে, স্থল পদ্মের সঙ্গে রাঙ্গাহাসি হাসিতে হাসিতে,—শরৎ আসিয়াছে। জ্যোৎস্নার মধ্যে তাহার লাবণ্য উথলিয়া উঠিয়াছে। দিগন্ত চুম্বি হরিৎ শস্যক্ষেত্রে আঁচলখানি লুটিয়া পড়িয়াছে! নভো নীলিমায়—চিকুর জাল এলাইয়া দিয়া সলিল মুকুরে আপনার রূপ দেখিতেছে সোণার বাঙ্গালায় শরৎ আসিয়াছে!

কৈলাস পর্ব্বতে শিব ধ্যান-মগ্ন। পার্ব্বতী জয়া বিজয়ার সঙ্গে গৃহস্থালী লইয়া বিব্রত। অন্দরে শিবের ৪ খানি মেটে ঘর। বাহিরে—ইষ্টক নির্ম্মিত বৈঠকখানা। সেই বৈঠক খানার মেঝেতে বসিয়া নন্দী নোটিশ লিখিতেছিলেন। পূজার আর বিলম্ব নাই। তাই শঙ্করের গোমস্তা নন্দী—দাদা বাবু ও দিদিমণিদের নামে নোটীশ লিখিতেছিলেন। যেখানে মদন ভস্ম হইয়াছিল, সেখানে ছাইগাদার ভিতর আগুন ছিল, সেই আগুনে ভৃঙ্গী প্রভুর জন্ম গাঁজার কলিকা প্রস্তুত করিতেছিল। শিবের অভ্যাস—ধ্যান ভাঙ্গিলেই এক পেয়ালা সিদ্ধিপান এবং এক ছিলিম গাঁজা টানা। সুতরাং ভৃঙ্গী গাঁজা সাজিয়া রাখিল, নন্দীও নোটিশ লিখিয়া ফেলিল—

"এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে—দুর্গোৎসব আগত প্রায়। আপনারা স্ব স্ব বাহনে চড়িয়া সাজিয়া গুজিয়া বঙ্গদেশে যাইবার জন্ম প্রস্তুত থাকিবেন। মহালয়ার পরেই যাত্রা করিতে হইবে।

শঙ্করালয়	}	অনুমত্যানুসারে—
কৈলাস পর্ব্বত		শ্রীনন্দিকেশ্বর ভূতবস্ত।

রীতিমত শিলমোহর করিয়া নোটীশ পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

(২)

যথাসময়ে নোটিশ পাইয়া কার্ত্তিক, গণেশ ও লক্ষ্মীদেবী বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। মুস্কিল—বাহন ও পোষাক লইয়া। কার্ত্তিক একজন বিলাসী বাবু, সূক্ষ্ম ধুতি ছাড়া তিনি পরিতে পারেন না। এবার নাকি বাঙ্গালায় খদ্দর না পরিলে অপমান হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ গতবৎসরের অংশে কার্ত্তিক তাড়িখে বাঙ্গালায় গিয়া ময়ূরটাকে ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছে! ক্রমাগত সাপের চর্ব্বি খাইয়া খাইয়া—বেচারার পেটে প্রকাণ্ড প্লীহা বাহির হইয়াছে। অমরাবতী হাসপাতালে রাখিয়া,—শচীপতি ইন্দ্র ময়ূরকে ৪০টা অ্যান্টিমণির ইঞ্জেকসন দিয়াছেন। তবুও জ্বর বন্ধ হয় নাই। শেষে অশ্বিনী কুমারের পরামর্শে ময়ূর হিমালয়ে চেঞ্জে গিয়াছে। এ অবস্থায় কার্ত্তিক কেমন করিয়া বাঙ্গালায় যাইবেন? অথচ মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করাও পাপ!

গণেশের বিপদ আরও বেশী। মাড়োয়ারীগণ—গণেশের পরম ভক্ত। ঠিক্ সন তারিখ মনে নাই—একবার গণেশের বাহন মূষিক প্রভুর সঙ্গে কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলে গিয়া যথেষ্ট আদর পাইয়াছিল এবং তাহার বংশ বৃদ্ধিও ঘটিয়াছিল। কিন্তু এই বিরাট বংশের অনেকেই প্লেগে মারা যায়। মৃত মূষিকগণের প্রেতাত্মা—যমের মুন্সিখানায় অদ্যাপি জমা হইয়া রহিয়াছে, কৈলাসে পৌঁছিতে পারে নাই। মূল মূষিক অর্থাৎ যে বরাবর গণেশের বাহন-গিরি করিয়া আসিতেছে—সহরের চাল, ডাল, আটা, চিনি, হালুয়া, কলাকন্দের মোহে—সেও আর কৈলাসে ফেরে নাই। গণেশের মস্ত ভুড়ি—তিনি এক পাও চলিতে অক্ষম। এ অবস্থায় বাঙ্গালায় যাওয়া তাঁহার পক্ষে বড়ই সুকঠিন।

লক্ষ্মীরও বাহনাভাব। কেননা বৈকুণ্ঠের ক্যাশক্যাল ফণ্ড—পেচকের জিম্মায়। এদিকে কোন কোন দুষ্ট দেবতা—ফণ্ডের টাকার হিসাব চাহিয়া পেচককে বিব্রত করিয়া রাখিয়াছে। পেচককে ছাড়িয়া মা লক্ষ্মীও যাইতে পারেন না।

সরস্বতীর বাহন নাই। কোন ভাবনাও নাই। একটা পদ্ম পাইলেই হইল। বিশেষতঃ এবার তাঁহার পদ্মটী—বিশ্বভারতীর কল্যাণে দেশ ছাড়িয়া বিদেশে গিয়া সহস্রদলে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে পদ্মের মধু—মর্ত্ত্যের এক লাটের খোঁচায় একেবারে দশদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কাজেই সরস্বতী যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইলেন।

(৩)

অমাবস্যা চলিয়া গেল। আর দিন নাই। প্রতিপদের দিন প্রত্যুষে পার্ব্বতীকে রওনা হইতে হইবে। এবার পার্ব্বতীকে মর্ত্ত্যে পাঠাইতে শিবের আদৌ ইচ্ছা ছিল

না! কারণ শিব খবরের কাগজে পড়িয়াছিলেন—ভারতের মহিয়সী মহিলারা নাকি একজন বিদেশীর হাতে লাঞ্ছিতা হইয়াছেন। কিন্তু যাত্রায় বাধা দিলে পাছে আবার দক্ষযজ্ঞের পুনরভিনয় হয়, সেই ভয়ে শিব কোন কথা কহিলেন না। বরং নিজে পার্ব্বতীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। নন্দীকে আদেশ দিলেন—"আমার বাহন ষাঁড়কে এবং দুর্গার বাহন সিংহকে যথাসম্ভব সাজে সজ্জিত করিয়া হাজির কর।"

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। নন্দী গোমস্তা হইলেও পরম দার্শনিক পণ্ডিত ছিল,—দার্শনিক মাত্রেই আফিং খোর। নন্দীও আফিং খাইত। আফিংখোর —গাভীর আদর জানে, ষাঁড়ের মর্য্যাদা বুঝে না। কাজেই শিবের ষাঁড়টা ভৃঙ্গীর হেপাজতে থাকিত। নন্দী ভৃঙ্গীকে বলিল—"বাবার ষাঁড় ও মায়ের সিংহ দুইটাই লইয়া আয়।"

সমস্তদিন ভূতের মত খাটিয়া ভৃঙ্গী একটু ঝিমাইতে ছিল। নন্দীর হুকুম শুনিয়া সে একটু বিরক্ত হইল। কিন্তু বসিয়া থাকাও চলে না। বাহন আনিতেই হইবে। ভৃঙ্গী—হাম্বীর রাগিণীর কোমল ধৈবতের মত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠিয়া গেল।

রান্নাঘরের পার্শ্বে—একটা বেলগাছ ছিল। এই বেলগাছের তলায় ষাঁড় বাঁধা থাকিত। সিংহ থাকিত—পাহাড়ের একটা গহ্বরে। ভৃঙ্গী উভয় স্থানেই গিয়া দেখিল—ষাঁড় বাঁধা নাই, দড়িগাছটা বেলতলায় পড়িয়া আছে, সিংহের গহ্বরও শূন্য।

ভৃঙ্গী—নন্দীকে একথা জানাইবার জন্য ছুটিয়া আসিল। বাবা ও মার বাহন নাই, তাহারা কোথায় গেল নন্দী ভৃঙ্গী উভয়ই এই অভাবনীয় লোমহর্ষণ ব্যাপারে বিচলিত হইয়া পড়িল। উভয়ে স্থির করিল—থানায় খবর দেওয়া উচিত।

(৪)

থানা কৈলাস পর্ব্বত হইতে প্রায় তিন মাইল—গড়ওয়ালে। একঘণ্টার মধ্যে নন্দী ও ভৃঙ্গী গড়ওয়ালে পৌছিল।

থানার দারোগা—বড় অমায়িক ভদ্রলোক। জাতিতে বাঙ্গালী। ভারতীয় মহিলাদের নিন্দা সমর্থন করিয়া ইনি খুব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার নামে নাকি দশ দশ বার মিথ্যা মামলা আনা হইয়াছিল। নিজের গুণে ইনি সকল মামলা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। ফৌজদারী দণ্ডবিধি ও কার্য্যবিধি আইন ইঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ইঁহার নাম গুণধর গঙ্গোপাধ্যায়।

নন্দী ও ভৃঙ্গী—গুণধরবাবুকে প্রণাম করিলেন। দারোগা মহাশয়ও—দুইটী অসভ্য বর্ব্বরকে দেখিয়া—গোপনীয় প্রাপ্যের উল্লাসে বিলক্ষণ প্রীত হইলেন। দারোগার প্রশ্নে নন্দী ও ভৃঙ্গী তাহাদের বিপদের কথা নিবেদন করিল। দারোগার শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখকমল গম্ভীর হইল। তিনি নন্দীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ গুম, না চুরি?"

নন্দী। কেমন করিয়া বলিব? হুজুর স্বয়ং যা' হয় একটা অনুমান করুন।

দারোগা। যদি গুম বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে আমরা কোন প্রকার তদন্ত করিতে বাধ্য নহি। কাহাকেও সন্দেহ না করিলে এবং চুরির কথা খোলসা করিয়া না বলিলে, তোমাদের অভিযোগ—এই রোজনামচায় কেবল লেখা থাকিবে, কোন প্রতিকার হইবে না।

ভৃঙ্গী অনেকটা বুদ্ধিমান, সে আইনের অর্থ অতি শীঘ্রই বুঝিয়া ফেলিল। তারপর চুপি চুপি দারোগাকে বলিল—"তবে চুরিই লিখুন।"

দারোগা তাহাই লিখিলেন। ভৃঙ্গীকে চতুর বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ষাঁড় ও সিংহ চুরীর জন্য কা'র কা'র উপর তোমার সন্দেহ হয়?

ভৃঙ্গী। কৈলাসে অনেক লোক আছে কার নাম করিব?

দারোগা। কংগ্রেস কমিটীর কোন লোকের নাম করিলে, কাজটা খুব সহজ হইয়া আসিতে পারে।

কংগ্রেসের নাম শুনিয়া ভৃঙ্গী ভাবিল—কংগ্রেস হয়তো ত্রিপুরাসুরের বৃদ্ধ প্রপৌত্র হইবে। পাঠকের নিশ্চয় মনে আছে—শিব যখন ত্রিপুরাসুরকে বধ করেন, তখন ত্রিপুরাসুরের এক ভাগিনেয়—ভৃঙ্গীর একখানা হাত

ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। সে জন্ম ভৃঙ্গীকে অনেকদিন হাসপাতালে থাকিতে হয়। সুতরাং ভৃঙ্গী বলিল—"হাঁ আমাদের ষাঁড় ও সিংহ চুরী—কংগ্রেসেরই কাজ।"

দারোগা ভৃঙ্গীর উপর খুসী হইয়া এজাহারের বহি বাহির করিলেন।

(৫)

অবিলম্বে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এত্তেলা পাঠান হইল।—

"সন ১৩৩১ সাল, ১২ আশ্বিন তাং বেলা ১০টা, অকুস্থান—কৈলাস, থানা গড়ওয়াল হইতে ৩ মাইল মাত্র। বাদীগণের নাম—নন্দীকেশ্বর ভূতবস্থ, ভৃঙ্গীভূষণ ভূত্তাচার্য্য। পিতার নাম অজ্ঞাত, জাতি ভূত, পেশা—১নং বাদীর কৈলাস ষ্টেটের গোমস্তাগিরি, ২নং বাদী ১নং বাদীর সহকারী। আসামী অজ্ঞাত, পিতার নাম অজ্ঞাত, সুতরাং সন্দেহ হয়—স্বাসন্তাল কংগ্রেসের কেহ।

বিবরণ—ছাএল নন্দী, ছাএল ভৃঙ্গী উভয়ে একত্রে আসিয়া অভিযোগ করিয়াছে—কৈলাসে কোন চৌকীদার না থাকায় শিবের ষাঁড় ও দুর্গার সিংহী এই দুই জানোয়ার খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এই ষাঁড় "ধর্ম্মের ষাঁড়"—ইহার আনুমানিক মূল্য পাঁচ গণ্ডা কোং তঙ্কা। সিংহীর মূল্য আরও অধিক—সার্কাস ওয়ালারা কোং ১৪০৲ তঙ্কায় কিনিতে রাজি হয়। এই দুই জানোয়ারকে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইতে দেখিয়া ছাএলগণের মনে সন্দেহ হইয়াছে—উহা নিশ্চয় চুরি হইয়াছে এবং স্বাসন্তাল কংগ্রেসের লোক দ্বারা এই কার্য্য সমাধা হইয়াছে। উভয় ছাএল এই এত্তেলা দিতেছে। ছাএল নন্দী বাংলা লেখাপড়া জানে, ভৃঙ্গী জানে না, এ কারণ তাহার টিপ্ সহি লওয়া গেল। উভয়কে এত্তেলা পড়িয়া শুনান হইল।

তদন্তকারী—শ্রী গুণধর গঙ্গোপাধ্যায়।"

(৬)

পরদিন প্রাতঃকালেই দারোগা মহাশয় দুইজন প্রিয় কনেষ্টবল সমভিব্যাহারে—নন্দী ভৃঙ্গীর সঙ্গে অকুস্থল দেখিতে গেলেন। কিন্তু কৈলাস মনুষ্যের অগম্য স্থান। দারোগা দূর হইতে অকুস্থানের চিহ্ন খাতায় টুকিয়া লইলেন। আর কোন প্রমাণ বা সাক্ষী পাওয়া গেল না। বিরক্ত হইয়া তিনি নন্দীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ষাঁড় ও সিংহ যাঁদের সম্পত্তি তাঁরা কোথায়?"

নন্দী। উচ্চ শৈল শিখরে সমাধি মগ্ন হইয়া আছেন।

দারোগা। আমি তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাই।

নন্দী। সর্ব্বনাশ! বলেন কি? তাঁরা—দেবদেবী, তাঁদের সমাধি ভঙ্গ করিবে কে?

দারোগা। আমি নৈয়াকার বাদী, দেবদেবী বিশ্বাস করি না। তোমরা আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিতেছ।

দারোগা অত্যন্ত চটিলেন। চটিবার কথাইত! বাড়ীওয়ালা অভ্যর্থনা করিলেন না। কোনরূপ আহারের বন্দোবস্ত নাই! নন্দী ভৃঙ্গীর হাতে তেমন কিছুর আভাষ পাওয়া যায় না, ময়রার দোকান পর্য্যন্ত নাই। এমন স্থানেও ভদ্রলোক আসে? বাস্তবিক দারোগা ভদ্রলোক ছিলেন। এত অসুবিধা সত্বেও—তিনি দুএক স্থানে খানাতল্লাসী করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কাজেই মাল সনাক্ত করিবার জন্য নন্দী ভৃঙ্গীকে দারোগার সঙ্গে যাইতে হইল। যে যে স্থানে মিউনিসিপালিটী আছে, জুগার্ডেন আছে, সার্কাস কোম্পানী আছে, পিঁজরাপোল আছে, দারোগা সর্ব্বত্রই খানাতল্লাসী করিলেন। গ্রামবাসীরা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু ষাঁড় ও সিংহ পাওয়া গেল না। বেগতিক দেখিয়া দারোগা "সি" ফারম্ দিলেন। অর্থাৎ মন্তব্য লিখিলেন—মামলা সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে। তবে যতদূর তিনি বুঝিয়াছিলেন—এ মামলা মিথ্যা অথচ মিথ্যা প্রমাণের সাক্ষী নাই, সত্য প্রমাণ করিবারও সাক্ষী নাই।

বলা বাহুল্য—এইরূপ রিপোর্ট পাঠে—ম্যাজিষ্ট্রেটও অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি হুকুম দিলেন—'নন্দী ও ভৃঙ্গী কারণ দর্শাইবে কেন তাহাদিগকে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২১১ ধারায় চালান দেওয়া হইবে না।

পূজার ছুটির আর বড় বিলম্ব ছিল না,—নন্দী ভৃঙ্গীও আদালতে হাজির ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ডাকিয়া কারণ দর্শাইতে বলিলেন। নন্দী ভৃঙ্গীর উকীল সময় প্রার্থনা করিলেন, বলিলেন তাঁহার মক্কেলদ্বয় সাক্ষী দিবে। তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হউক—সাক্ষী যোগাড় করিবে। ম্যাজিষ্ট্রেট ২৪ ঘণ্টার জন্য মামলা মুলতুবি রাখিলেন, সাক্ষী হাজির করিতে বলিলেন। মুচলেখা লিখিয়া দিয়া নন্দী ভৃঙ্গী—কিছুক্ষণের জন্য পরিত্রাণ পাইল।

(৭)

মামলা চালাইবার জন্ত হিন্দুগণ চাঁদা তুলিতে লাগিলেন। বড় সঙ্গীন মামলা। ষাঁড় ও সিংহী না পাওয়া গেলে—শিব দুর্গার মর্ত্ত্যে আগমন অসম্ভব। 'বাগচী ও গুপ্ত প্রেসের' মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সমগ্র হিন্দু সমাজে চাঞ্চল্য দেখা দিল। কেবল যে সকল ব্যক্তি সম্প্রতি কন্তার বিবাহ দিয়াছিলেন,—তাঁহারা মনে মনে খুসী হইলেন। দুর্গা না আসিলে পূজা বন্ধ যাইবে, সুতরাং নূতন জামাতার জন্ত তত্ত্বের কাপড় জামা প্রভৃতি কিনিতে হইবে না। ভগবান করুন ষাঁড় সিংহ যেন পাওয়া না যায়; দেবী যেন মর্ত্তে না আসেন; পক্ষান্তরে মাড়োয়ারীরা বড়ই চিন্তান্বিত হইল। দেবী না আসিলে কি হইবে? তাহারা যে জাহাজ জাহাজ বিদেশী বস্ত্র আনাইয়াছে! এ সব কিনিবে কে? তাহারা গণেশের কাছে একটা ডেপুটেশন পাঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

যথাসময়ে গণেশ ডেপুটেশনের মুখে সংবাদ পাইলেন ভারতের বস্ত্রাভাব দূর করিবার জন্ত মাড়োয়ারী মহাপুরুষগণ প্রচুর পরিমাণে বিদেশী বস্ত্র আনিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু দেশের কতকগুলি বেকুব, মাড়োয়ারীদের এ মহত্ব, এ অসাধারণ পরহিতৈষণা, এ অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ, বুঝিতে না পারিয়া "খদ্দর" "খদ্দর করিয়া চীৎকার করিতেছে। তবে মাড়োয়ারী সমাজের এরূপ বিশ্বাস আছে যদি মা দুর্গা বঙ্গে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালী ভায়ারা নিশ্চয়ই মাড়োয়ারীদের মুখ রক্ষা করিবেন। খদ্দর পরিলে সোনার অঙ্গ ছড়িয়া যাইবে! অতএব যাহাতে মায়ের আগমন ঘটে গণেশকে তাহা করিতেই হইবে। কেননা মাড়োয়ারীগণ গণেশের বেজায় ভক্ত। মা'র সঙ্গে গণেশেরও আসা চাই, ইহাই মাড়োয়ারীদের একান্ত অনুরোধ।

গণেশ দিগম্বরের পুত্র সুতরাং দিগম্বরের যে কি কষ্ট তাহা তিনি জানেন। মাড়োয়ারীরা ভারতবাসীর দিগম্বরত্ব ঘুচাইবার জন্ত বিপুল আয়োজন করিয়াছে, এজন্ত প্রত্যেক ভারতবাসীর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। বিশেষতঃ ভারতবাসীকে হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ করিবে বলিয়া মাড়োয়ারীরা এক রকম নূতন ঘৃতের আমদানি করিয়াছে। এ ঘৃত নাকি বশিষ্ঠ মুনির কামধেনুর দুগ্ধ হইতে রাসায়নিক প্রণালীতে প্রস্তুত। গণেশের ইচ্ছা হইল এই ঘৃত খাইয়া তিনি একটু পুরুষত্ব লাভ করিবেন।

সরস্বতী ও গণেশ মর্ত্ত্যে আসিবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। কার্ত্তিক শুনিয়াছিলেন বাঙ্গালা দেশে নাকি "সীতা নামক একখানি নাটক অভিনীত হইতেছে ঐ নাটক না দেখিলে জন্ম বিফল। কাজেই কার্ত্তিক ও দাদা দিদির সঙ্গে মর্ত্ত্যে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন।

(৮)

এদিকে এক ডেপুটীর এজলাসে নন্দী ভৃঙ্গীর সেই মামলা উঠিল। পাঠক! সেই মামলার বিবরণ পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন। প্রথমে গুণধর দারোগার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল তারপর নন্দীর ডাক পড়িল। নন্দী জেরায় বলিল ষাঁড় ও সিংহকে চুরী করিতে দেখিয়াছে এমন দুইজন সাক্ষী আদালতে হাজির আছে। হাকিম বলিলেন, সে সাক্ষী দুইজন কে?

নন্দী। আজ্ঞে জয়া বিজয়া।

হাকিম। জয়া বিজয়া কে?

নন্দীর উকীল। শিবের পুর মহিলা।

হাকিম। ও বুঝিয়াছি তাহারা তবে "ইণ্ডিয়ান উয়োমেন্"। ইণ্ডিয়ান্ উয়োমেনদের কথায় আমার বিশ্বাস নাই। তাহারা সতীত্বের দাবী দিয়া লোককে বিব্রত করে। অন্ত সাক্ষী আছে?

নন্দীর উকীল। না, হুজুর!

হাকিম উকীলকে একটা ধমক দিলেন। নন্দী ভৃঙ্গী হাজতে গেল।

(৯)

পরম্পরায় শিব একথা জানিতে পারিলেন। তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া যোগবলে দেখিলেন—তাঁহার ষাঁড় মর্ত্তেও চলিয়া গিয়াছে! কেহ তাহাকে চুরী করে নাই। তাঁহারি পীঠস্থানে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইয়া—লোকের উপর বিষম দৌরাত্ম্য করিতেছে। শিব মদনকে ভস্ম করিয়াছিলেন, কিন্তু শিবের ষাঁড়—কামকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছেন। সিংহ সত্যাগ্রহী হইয়া—তীর্থ সংস্কার করিবার জন্ত "মহিষাসুরকে" কামড়াইয়া ধরিয়াছে।

শিব ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এই অর্ড্ডা

বুঝাইয়া বলায়,—নন্দী ভৃঙ্গী খালাস পাইল। দুর্গা অষ্টমীর দিন মর্ত্ত্যে আসিলেন। ভয়ে ও লজ্জায় ষাঁড়—কংগ্রেসের আশ্রয় গ্রহণ করিল। আপাততঃ ব্যবস্থা হইল—মহিষাসুরই শিব ও দুর্গার বাহন হইবে। যদিও—মহিষাসুরের ষাঁড়ের মতই সিং আছে—তথাপি লোকে বিশ্বাস করিল সে আর গুঁতাইতে সাহস করিবে না। যদি কখনও মহিষাসুর অসুর প্রবৃত্তি-বশে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে সেই জন্য মা দুর্গা দশহাতে দশঅস্ত্র ধরিয়া বুকে বল্লমের খোঁচা দিয়া সাপ জড়াইয়া, কাঁধের উপর পা রাখিয়া, মহিষাসুরকে নিজের আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিলেন।

ষাঁড় ও সিংহ চুরির কথা নন্দী ভৃঙ্গী প্রথমে শিবকে জানায় নাই বলিয়া শিব তাহাদেরও দণ্ড দিলেন। কৈলাস হইতে উভয়ে বিতাড়িত হইল। তাহারা দুইজনে দু'খানা খবরের কাগজ বাহির করিয়া ইতর ভাষায় সকলকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। ভদ্র সমাজ তাহাদের লিখিত প্রবন্ধে ভূতের উৎপাত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন!

গৃহ-প্রবেশ।

সদ্ধর্ম্মব্রত শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, সাহিত্যভূষণ।

(গল্প)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কিন্তু এখন পুত্র পুত্রবধূ ও পৌত্র গ্রামে আসায় আর নিজেদের ঠিক রাখিতে পারিলেন না। বিশেষ গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বণিতার মুখে পুত্রবধূ ও পৌত্রের সুখ্যাতি শুনিয়া বড়ই অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন।

গোবিন্দ মোহিনীর প্রশ্নের উত্তরে জনৈকা প্রতিবেশী বর্ষীয়সী বিধবা বলিলেন—মা! কি আর বলবো? রাখাল দাসীর মেয়ে যে অমন সুন্দরী, অমন মোটা সোটা দোহারা দাহারা হ'তে পারে একথা বিশ্বাস কর্ত্তে প্রবৃত্তি হয় না! সত্যই বল্‌ছি এ গৌরী যেন সে গৌরী নয়! গৌরীকে আমরা কেউ চিন্তে পারি নেই মা? আহা হা মেয়ে তো নয় যেন জগদ্ধাত্রী প্রিতিমে! তা ছাড়া যেমন মিষ্টি কথা বার্ত্তা তেমনি আবার গজেন্দ্র গমন! কি আর বল্‌বো মা! চলন, বলন, চেহারা কোনোটা মন্দ নয়! আর কি নাতিই তোমার হয়েছে মা? হুবহু মায়ের মতন মাতৃ-মুখো ছেলেটি! মায়ের মত রং, মোটা সোটা, মুখ চোখ আহা যেন হাতে গড়া নন্দ গোপাল! এমন ছেলে কখনও দেখি নেই! জমিদার বাবার এবং তোমারও বরাত মা! তাই অমন বউ অমন নাতি নিয়ে ঘর কর্ত্তে পেলে না! রাখালীর মেয়ে যে তোমার যোগ্য বউ এখন একথা সবাই বল্‌ছে মা! অমন বউ গাঁয়ে কারো নেই, অমন ছেলেও গাঁয়ে কারো নেই!

কক্ষের মধ্যে বসিয়া শেষপ্রকাশ বাবুও স্ত্রীলোকটির মন্তব্য শুনিলেন। পুত্র বা পুত্রবধূর জন্য যাহাই হউক কিন্তু পৌত্রকে কোলে লইয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? শেষপ্রকাশ বাবু ও গোবিন্দ মোহিনী পুত্রবধূ ও পৌত্র দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া, পুরোহিত ডাকাইয়া শুভদিন দেখিয়া চতুর্থ দিবসে প্রাতঃকালে এক শত খান মোহর লইয়া উভয়ে রাখাল দাসীর গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং কোনরূপ চঞ্চলতা প্রকাশের পরিবর্ত্তে বেশ প্রশান্তভাবে মিষ্ট কথায় শেষপ্রকাশ বলিলেন—বেয়ান ও বেয়ান! কোথা রয়েছো হে? আমাদের কি বউ নাতি দেখাবে না?

সত্যপ্রকাশ প্রাতে চা পানের পর পুত্রকে লইয়া বারান্দায় বসিয়াছিলেন। পিতামাতার আগমনে তাঁহার দুঃখের সপ্ত সমুদ্র উথলিয়া উঠিল, তিনি কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

রাখাল দাসী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। অশ্রু প্লাবিত বদনে বলিলেন—ওরে খোকা! তোর দাদা-মশায় তোর ঠাকুমা এসেছেন রে! ওরে আজ আমাদের কি সৌভাগ্য রে! ওমা গৌরী! তোর শ্বশুর শাশুড়ী এসেছেন গো! আয় আয়? এসে তোর শ্বশুর শাশুড়ীর পায়ে ধর্ পেন্নাম কর্?

রাখাল দাসী খোকাকে লইয়া আসিয়া শেষপ্রকাশ বাবুর পদতলে বসাইয়া দিলেন। শেষপ্রকাশ ব্যস্ততার সহিত পৌত্রকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। পত্নী প্রদত্ত দুইটি মোহর খোকার হস্তে দিলেন, আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

গৌর ভাবিনী রান্নাঘরে গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, মাতৃদেবীর আহ্বানে আসিয়া শাশুড়ীর এবং শেষপ্রকাশ বাবুর পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন।

গোবিন্দ মোহিনী সজলনেত্রে পুত্রবধূর হস্তধারণ করিয়া উঠাইলেন। পুত্রবধূর মুখ হইতে দক্ষিণ হস্তে মুখচুম্বন লইলেন এবং মোহরের থলিটি পুত্রবধূর হস্তে দিলেন। গৌর ভাবিনীকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন, ভাবিলেন সত্যই এমন বউ গাঁয়ে কারো নাই। এ মেয়ে যথার্থই আমার পুত্রবধূর যোগ্য! তারপর স্বামীর কোল হইতে পৌত্রকে কোলে লইলেন।

শেষপ্রকাশ বাবু রাখাল দাসীর হস্ত হইতে নিজের পদদ্বয় সরাইয়া লইলেন, এবং সহাস্য বদনে বলিলেন—ছিঃ বেয়ান! পায়ে হাত দিও না।

রাখাল দাসী জোড়হস্তে বলিলেন—দাদা! তুমি ওদের ক্ষমা করো!

শেষ প্রকাশ বলিলেন, ক্ষমা না কর্‌লে কি আর এসেছি ভাই?

গোবিন্দ মোহিনী হাসিয়া বলিলেন—আবার দাদা বলা হচ্ছে ক্যানো ঠাকরুণ?

রাঃ দাসী। কি বল্‌বো বউ?

গোঃ মোঃ। বেয়াই বলো, বেয়ান বলো?

(ক্রমশঃ)

নারীর পণ।

শ্রীযদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন।

আজ কালের সব বঙ্গ-যুবা সাহেব হব বলে।
হ্যাট্‌ কোট্‌ প্যাণ্ট্‌ নেকটাই পরে রং যায় না ধুলে॥
তারাই নিজে কন্যা দেখেন রংটা কটা চান।
কন্যা কর্ত্তার বড়ই বিপদ ওষ্ঠাগত প্রাণ॥
স্ত্রী নয় এখন অর্দ্ধাঙ্গিনী বা সহধর্ম্মিণী।
খাপ্‌ সুরৎ রং কটা হলে তবেই সোহাগিনী॥
বেশ ভূষা ঢং নাচ গানেতে পরিপক্ক হলে।
বলেন ঐটী যোগ্যা আমার হাড়কাটার বদলে॥
কুল শীল মান বংশ গৌরব যাচ্ছে রসাতলে।
হায়রে এখন উঠ্‌ছে তারাই সমাজ যাদের ঠেলে॥
কলি এখন পূর্ণ তাইত এদের আবির্ভাব।
পিতা মাতার উপর তাদের পূর্ণ প্রাদুর্ভাব॥
সমান ঘরে ন্যায্য দরে পাত্র মেলা দায়।
শিক্ষিত সৎ অসৎ ধনী বিচার নাইক তায়॥
বাপ মায়ের সেই কষ্ট দেখে মর্‌ছে কত আর।
কেরোসিনে মৃত্যু প্রথম তাইত আবিষ্কার॥
তবুত তায় জাগল নাকো বঙ্গবাসী যত।
বরঞ্চ তায় বাড়্‌ছে নারীর পীড়ন অবিরত॥
ভেবে ভেবে শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে জ্যেঠা বাপ।
আমাদের এই জন্ম যেন বিধির অভিশাপ॥
কাণা খোঁড়া কালা বোবা কাল ও কুরূপ।
তারাও চায় হায়রে বিবি সুন্দরী স্বরূপ॥
আরও চায় টাকা কড়ি বহু পরিমাণ।
কন্যাদায়ে পিতৃগণের হচ্ছে হতমান॥
আমরা কি সব নারী জাতি এতই ঘৃণ্য তবে;
পরের সোহাগ তরে মোদের জন্ম হল ভবে?
নাহি কিরে এ নারী জাতির কর্ম্ম অনুষ্ঠান?
কে দিলরে আখ্যা তাদের শক্তি মূর্ত্তিমান?
অবলাদের পীড়ন-নীতি বিধান যে জাত করে,
বিরাজ কেন আজও সে জাত করে ধরা পরে?
দাসত্ব ত তুচ্ছ তাদের ধ্বংস সে জাত হবে।
সভ্য তাদের বলে যারা তারাই মূর্খ ভবে॥
হায়রে সে সব আর্য্য ঋষি কোথায় এখন গত।
জিতেন্দ্রিয় পুরুষ যাতে ছিল সংখ্যাতীত॥
যাদের ছিল পূজ্য নারী যাদের ছিল প্রাণ।
নারী লয়ে হত যাদের ধর্ম্ম অনুষ্ঠান॥
কোটী কোটী প্রণাম এখন তাঁদের পদতলে।
এ জাত এখন বঙ্গ লয়ে যাউক্‌ রসাতলে॥

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C. 1106

মজলিস

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [২৪শ সংখ্যা

১৩৩১ সাল, ২৯শে কার্ত্তিক শনিবার, নগদ মূল্য ৴১০ পয়সা।

সম্পাদক—শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস কার্য্যালয়—২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস'-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই ই, মহারাজা জগদীশনাথ রায় বাহাদুর (দিনাজপুর) রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর (নসীপুর) রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ, আর, সি, আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট) রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর-আসাম) মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহারাজ কুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্কেল প্যালেস) শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি-এল, জমিদার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার, (ঢাকুরিয়া) শ্রীযুক্ত অজেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার. শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল) শ্রীজগৎপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ সত্বাধিকারী ইলিয়ট এণ্ড কোম্পানী, শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নবীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এম,এল, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম. এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি) শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র নাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার চট্টোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি (সত্বাধিকারী মেসার্স অর্ ডিগনাম এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলী) শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লাভপুর), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি এস. শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত হরিধন নাগ (ম্যানেজার বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া) শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ শ্যামপুকুর, কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন. কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়) শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশারদ (মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন এম-এ, এল-এম এস মহাশয়ের কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদ ভবন) শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চন্দ্র জমিদার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি-রঙ্গপুর) শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্তপঞ্চানন সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, শাঁখারিটোলা ও শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধু খাঁ কৌন্সিলার কলিকাতা কর্পোরেশন।

মজলিস-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইলে মাসিক বা বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

বোধনে বিসর্জ্জন।

(নমুনা)

শ্রীতারানাথ রায় চৌধুরী

(   )

চিরকাল ধ'রে বাবুদের বাড়ীতে যেমন পূজা হয়ে আস্‌ছে এবারও তেমনি পূজার আয়োজন হচ্ছে। গিন্নী মায়েরা সবাই বড় ব্যস্ত, বিশেষ প্রাচীনা গিন্নী তেঘরার ঘোষেদের মেয়ে। বড় ভক্তিমতী। তিনি শরতের এই উৎসবের ভিতরেও তাঁহার তপস্যা প্রসূত পূত চরিত্রকে এমন ভাবে বজায় রাখেন, যে, বাহিরের মণ্ডপে পূজা দেখ্‌তে যেমন লোকের ভিড় হয়, তেমনি এই বৃদ্ধা মাটী যখন তাঁহার পুত্র, কন্যা, নাতি নাত্‌নী আত্মীয় পরিজন সকলকে নিয়ে পূজার দালানে আরতি দেখতে বসেন, তখন অতি বড় পাষণ্ড যে তারও সে দৃশ্য দেখে ভক্তি আসে।

সেবারের দুর্গোৎসবে এই ভাবটাই বাবুদের বাড়ীতে বেশ ফুটে উঠেছিল। আজ কয় বছর বিনোদ রায় কৈলাসধামে গিয়েছিল, তাহার পাঁচপুত্র। রায়েরা বড় সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থ। এ অঞ্চলে আরও দুই একটী সম্পন্ন গৃহস্থের ন্যায় সাহপুরের রায় বাবুরাও বড়লোক জমিদার। গণ্য মান্য ব্যক্তি, বৃহৎ পরিবার। জ্ঞাতি কুটুম্ব অনেক। পূজায় যেমন আয়োজন করতে হবে ঘোষ দুহিতার আদেশে তাঁর পুত্রেরা তেমনি আয়োজন করেছে। পূজার কোন ত্রুটী নাই। উপকরণের কোন ত্রুটী নাই। আজ বোধন পূজার দালানের সামনে ছেলের দল নেচে কুঁদে আপনাদের শারদীয় আনন্দ প্রকাশ করছে। বাহিরের ফটকে রামবাগানের ভূষণ নটের রোসন চৌকীর বাজনা বাজ্‌ছে। রায় বাবুদের বাড়ীর ছোট ছোট মেয়েরা প্রভাতের শিশির স্নাত সেফালিকার ন্যায় সেজেগুজে মন্দির দরজায় দাঁড়াইয়া মৃণ্ময়ী মায়ের চিন্ময়ী মূর্ত্তি দেখছিল।

গিন্নী পুত্রবধুগণকে লইয়া পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। চাকর বাকরেরা ফাই ফরমাস নিয়ে খেটে যাচ্ছে, এদিকে বৈঠকখানা বাড়ীতে বাবুরা যে কি করছেন সে বিষয় গিন্নীরা কোন খবর পান নাই, অনেকক্ষণ পরে গিন্নি মা হরি বেচারাকে ডেকে বল্লেন, ওরে খোকাদের বলনা গিয়ে স্নান সন্ধ্যা সেরে আস্‌তে একুণই পুরোহিত ঠাকুর আস্‌বে। বৈঠকখানা ঘরে বাড়ীর বাবুরা প্রায় সকলেই উপস্থিত, সমস্ত রাত পূজার আনন্দে তাঁ'রা রাত জেগেছেন রক্তচক্ষু তখনও ঘুমের আবেগে ঢলে প'ড়ছেনি; হরি বেহারা ডাকতেই সকলে একযোগে চেঁচিয়ে বল্লে যা যা আমরা এখনই যাচ্ছি, মাকে কিছু বলিস্‌নে, কিছু বলিস্ তো মেরে ফেলব।

হরি দূর থেকে বাবুদের কাণ্ড কারখানা দেখছিল, বড়বাবু ব্রহ্মসুন্দর তখনই হরিকে ডেকে বল্লে ও দেখছিস কিরে দাঁড়িয়ে কি রঙ্গ দেখ'ছিস্ আজ যে বিজয়া তোর মনে নেই, দড়ি দড়া বাঁশ টাঁস নিয়ে আয়, লোক জনকে ডেকে দে, বড়বাবুর কথা শুনে ঘর শুদ্ধ বাবুরা সবাই বলে উঠলেন হুঁ হুঁ। আজ যে বিজয়া সে কথা আমাদের কারোই মনে নেই। আমরা কি নেশাটা না করেছি! যদুবাবু উঠে বল্লেন, আমিই না বেশী নেশাটা করেছি, তোরা কি সবাই ঘুমুচ্ছিস, বেলা বয়ে গেল পুরোহিত মশায় হয়তো বসে আছেন—এই বলে যদুবাবু, রামবাবু, শশীবাবু, বিদ্যাদিগ্‌গজ ঠাকুরের পুত্র রামলোচন, তর্কভূষণের মেজ ছেলে ভূপেন্দ্র, বিনোদবাবুর জেঠ্‌ তুত ভাইয়ের বড় ছেলের তৃতীয় পক্ষের শালা বেচারাম বসু সকলেই একযোগে বলিয়া উঠিলেন আজ যে বিসর্জ্জন; সে কথাত মোটেই আমাদের

মনে ছিল না, কি কুক্ষণে বড়বাবুর কথায় আমরা একটু আমোদ করতে বসেছিলুম, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব মাটি হ'লরে, তিন তিনটে পাজী, আমিও এমন অকাট মূর্খ— বলেই যদুবাবু তিন লম্ফে বাহিরে গিয়ে দাঁড়ালেন, দেখতে দেখতে সকল বাবুরাই, কেউ গামছা কাঁধে, কেউ বোতল বগলে, কেউ একটা বায়া হাতে করিয়াই সকলে মণ্ডবের দিকে ছুটিয়া চলিলেন, দেখতে দেখতে পুজোর দালানের সামনে সোরগোল পড়ে গেল, ছেলের দল বাবুদের আহ্লাদ দেখে নেচে উঠলো, মেয়েরা সব বাড়ীর ভিতরে পলায়ন করলো, দেখতে দেখতে আশ্বিনের ঝড়ের ন্যায় পুজার দালানের সামনে একটা ঝড় বহিয়া গেল। গিন্নিমা শুনতে পেলেন বাবুরা সব ঠাকুর বিসর্জ্জনের জন্যে মণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছে, বড় মা কি হবে গো আজ যে বোধন, বুঝি এবার আর রায়দের বাড়ী পুজা হ'ল না ঐ শুন ঠাকুর বিসর্জ্জন দিবার জন্য সোর গোল তুলছে", এদিকে দোর দালান সামনে মহামারি ব্যাপার কেহ দড়ি ধরে টানাটানি কচ্ছে, কেহ বাঁশ নিয়ে হুড়োহুড়ি কচ্ছে, একের গায়ে অপরে থুতু দিচ্ছে। চিৎকার, লাফালাফি চেচাঁন হৈ চৈ ব্যাপার, বাবুদের কাণ্ড দেখে বাহিরে রোসনচৌকী বাজনা বন্ধ হয়েছে, বাহিরে লোক জন যে যেখানে ছিল সকলে পলায়ন করেছে, কেহবা মুখ বিকৃত করে এই যাঃ মা বেশ হাসছে-রে, কেহ লম্ফ দিয়া তারে নারে গান ধরিয়াছে। দিগ গজের ছেলের আনন্দ দেখে কে? সে তখন দু' হাত তুলে আনন্দে নাচছে, ওদিকে মেয়েরা তো রেগেই খুন, গিন্নি, ওগো সর্ব্বনাশ হ'লগো কি হবে গো বলে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে বসেছেন এবার বুঝি মায়ের পুজা আর হ'ল না, সত্যসত্যই বুঝি এতদিনে এ মাতালগুলির কাণ্ডে রায়দের মাতৃপুজা বন্ধ হ'ল, ঠিক এমন সময় 'মায়ের পুজা কে বন্ধ করে" বলে পুরোহিত ঠাকুর গিন্নির সামনে এসে দাঁড়াল।

(২)

নামাবলি গায়, গরদের বসন পরে, দীর্ঘ শিখায় পুষ্প-গুচ্ছ বেঁধে উজ্জ্বল গৌরকান্তি অপূর্ব্ব তেজপুঞ্জ বৃদ্ধ পুরোহিত কেদারনাথ সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় পুজার মণ্ডপে প্রবেশ করলেন, তাঁর এক হাতে চণ্ডি অপর হস্তে কমণ্ডলু, গঙ্গা জলে পূর্ণ, তাঁকে দেখেই বাবুরা সব এক যোগে চিৎকার দিয়ে উঠলো, ঐ এসেছেন রে আমাদের বশিষ্ঠদেব এসেছেন, নে নে তোরা সব গুছিয়ে নে আর যে সময় নেই, পুরোহিত ঠাকুর সেই ভিড়ের ভিতরে মাতালের চিৎকার কোলাহলের মধ্যে এসে পড়লেন; কি হয়েছে বাবা! কিসের সময় নেই, ঊর্দ্ধ চঞ্চু কাকের ন্যায় বাবুরা সকলে ঊর্দ্ধমুখ হ'য়ে পুরোহিত ঠাকুরের মুখপানে চেয়ে রইলেন। কারও মুখে রা-টী নেই, কতক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বাবুরা সকলে সমস্বরে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আর যে সময় নেই বেলা প'ড়ে এল, বিসর্জ্জনের সময় বয়ে যাচ্ছে।

ঠাকুর আস্তে আস্তে বল্লেন আজ যে ভাষাণ তা'ত বুঝ্তে পাচ্ছি, ঠাকুর কোথায় বিসর্জ্জন দিবে বলতো? সকলেই এক যোগে বলিয়া উঠলেন কেন এইতো সাম্নে কৃষ্ণসায়র রয়েছে—এখানেই ঠাকুর বিসর্জ্জন দিলে চলবে।

ঠাকুর একটু মধুর স্বরে বল্লেন তা কি হয় বাবা? রায়দের ঠাকুর তো বরাবর মুক্তি সায়রেই বিসর্জ্জন দেওয়া হয়, কুলপ্রথা কি কখন নড়চড় হ'তে পারে?

না, না, তা হ'তে পারে না, আমরা মুক্তি সায়রেই আজ দেবির বিসর্জ্জন দিব,—এই বলে বাবুর দল মণ্ডপে ঢুকতে গেলেন।

আরে কর কি, কর কি?—ব'লেই পুরুত ঠাকুর প্রতিমার সাম্নে গিয়ে দাঁড়ালেন, এত বড় প্রতিমা তোমরা কি করে নিয়ে যাবে বলত, ভেঙ্গে গেলে যে অকল্যাণ হবে।

তা হ'লে কি হবে বাবা, ঠাকুর তো আর ভাঙ্গা হবে না—বলেই বাবুদের মধ্যে কেউ বসে পড়্লেন, কেউ শুয়ে পড়্লেন, ঠাকুর বল্লেন এক কাজ কর বাবা, অনেক বুদ্ধি খরচ করে আমি একটা ফন্দি ঠাউরেছি, যেই পুরোহিত ঠাকুরের মুখ থেকে একথা বেরুল, অমনি সকলে এক যোগে বলে উঠলো, ফন্দিটা বলেই দিন না আমরা তাই করব।

বুঝতে পেরেছ, এবার তোমাদের প্রতিমাটা সব চেয়ে বড় হয়েছে, দেশ শুদ্ধ লোক বলছে, রায়দের পুজোর মতন আর কারো পুজো হয় না, ছেলেগুলি যেন এক একটা কার্ত্তিক, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, এক কাজ কর বাবা, মানও বজায় থাকবে কাজও হবে, দেশ শুদ্ধ লোক তোমাদের ধন্ন ধন্ন করবে, ঐ মুক্তি সায়রটা এখান থেকে তিন মাইল দূর রয়েছে ওটাকে ঠেলে মন্দিরের গায়ে নিয়ে এসতো বেশ হবে, অমনি প্রতিমাটী ধরবে আর বিসর্জ্জন দেবে কোন

গোল থাকবে না। বাবুরা আহ্লাদে আটখানা হয়ে বল্লেন বাঃ—বেশতরে ফন্দি, অমন না হলে কি পুরোহিত হয়! "সর্ব্ব কর্ম্মে করে হিত তারে বলে পুরোহিত" চল্ চল্ আর দেরি করে কাজ নেই, বেলা যে বয়ে গেল—এই বলে বাবুরা সকলে কারো বা হাতে বোতল, কারো হাতে গ্লাস, কারো কাঁধে গামছা, কেহবা অর্দ্ধ বিবস্ত্র কেহবা মস্তকে চুড়ার মতন বয়ে গামছা বেঁধেছে, চল চল, দিঘীতে নিয়ে অ সি —বলে হুড়োহুড়ি করতে করতে সকলে মুক্তি সায়রের দিকে চলিয়া গেল, বাহিরের এ গোলমালের সময় বাড়ীর মেয়েরা গিন্নিমা এক মনে বসে মাতা সর্ব্বমঙ্গলা ভগবতী দুর্গার নাম নিয়ে কাঁদছিলেন, এবং ভুঁয়ে মাথা খুড়ে বলছিলেন তোমার পূজা মা তুমি পণ্ড ক'রো না।

তখনও বেলা এক প্রহর হয় নাই—একে আশ্বিনের প্রখর রৌদ্র তার উপর বাবুদের বোতলের পর বোতল মদ্য পান নেশায় তখন তাহারা চুর হইয়াছে; সকলেই দিঘীতে নামিয়া তাহার পশ্চিম তীরের উঁচু পাড় ধরে প্রাণপণে ঠেলতে লাগলো, এবং দিঘী চলেছে বলে আহ্লাদে জলের মধ্যে নাচতে লাগলো।

পুরোহিত ঠাকুর তখন বেশ নিশ্চিন্তে বসে মায়ের বোধন, প্রাণ প্রতিষ্ঠা আদি দেবকার্য্য সমাধা করে ষষ্ঠির পূজা সমাপ্ত করে চণ্ডি পাঠ কর্‌ছিলেন। নির্ব্বিঘ্নে সেদিনকার মত মায়ের পূজা সমাপ্ত করিয়া ভক্তিমতী মাতৃ মণ্ডলিকে মায়ের চরণামৃত ও নির্ম্মাল্য দিয়ে বল্লেন আজকার পূজা তো মা মায়ের ইচ্ছায় সম্পন্ন হ'ল, আর তিনটী দিনও এম্‌নি করে কেটে যাবে—ইচ্ছাময়ির ইচ্ছাতে তাঁর পূজা অনন্ত কাল ধরে চলে আসছে। চঞ্চল বালকেরা বরাবরই নিজের চাঞ্চল্যে মায়ের পূজা নষ্ট কর্‌তে চেয়েছে, পারেনি, মা ইচ্ছাময়ির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই যে হতে পারে না। মায়ের আশীর্ব্বাদে তোরা জননি বেঁচে থাক তোরাই তো ভক্তির মূর্ত্তি। তোরাই তো মায়ের সেবিকা, তোদের জন্যে আজও ভারতে হিন্দু বেঁচে আছে।

আজও যে ভারতের চরম দুর্দ্দশা আসেনি, সে কেবল তোদেরই পবিত্রতায়, সতীত্বের তেজে, তোরা সবাই যে আমার মায়েরই রূপ তোরাই যে দয়া, ভক্তি, মুক্তি, শ্রদ্ধা, পুষ্টি, তোরাই যে ভারতের বল ভাবনা, হিন্দুর আশা আকাঙ্ক্ষা, তপস্যা, তোরাই যে মূর্ত্তিমতি পবিত্রতা, আজ তোদেরই পুণ্যের তেজে আমরা বেঁচে আছি, আজও যে আমরা অধঃপাতে যাই নাই কেবল তোদেরই জন্যে, এই যে মা দেখ্‌ছিস ওতো মাটীর পুতুল নয় ও যে চিন্ময়ী আর তোরাও যে রক্ত মাংসের পুতুল নইস মা। তোরাও যে চিদানন্দময়ি বিশ্ব মানবের "মা"; আজ আমিও যে সার্থক তোদের দেখে আজ তোদের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনকে সার্থক মনে ক'রছি।

দেখ্‌লিতো মা আজ শুধু তোদের ঘরে নয়, আজ সকল ঘরের ছেলে মদো মাতাল চরিত্রহীন, ধর্ম্মহীন, আত্মবিদ্বেষী আজ ঘরে ঘরে মদের নেশার ন্যায় ঔদ্ধত্যের নেশা কচ্ছে সভ্যতার নামে ইহারা স্বধর্ম্ম ছাড়ছে, বিদ্যার নামে ইহারা অবিদ্যা পেয়ে বসেছে, গুরু, দ্বিজে, দেবতায়, স্বধর্ম্মে, স্বদেশে ইহাদের আস্থা নেই। দেখলে তো মা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে কাণ্ডজ্ঞান হীন পশুর মতন বুদ্ধি নিয়ে আজ বোধনেই দেবীর বিসর্জ্জন দিবার জন্য আজ তোমার ঘরের ছেলেরাই উন্মাদ হয়ে উঠেছিল, কেবল তোমার ঘরের নয়, সব ঘরেই তো এই দশা, পদে পদে সতীর লাঞ্ছনা, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার, ধর্ম্মের প্রতি অবমাননা। এই মদের নেশায় কত সংসার উচ্ছন্ন গেল মা! কেবল তোমরা আছ বলে সংসার বজায় আছে, ধর্ম্মও বজায় আছে, এখনও ভরসা করি তোমাদেরই পুণ্য তেজে হিন্দুর সংসারে আনন্দ ফিরে আসবে। আমি আশীর্ব্বাদ করি, মাতা জগদম্বার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করে তোমরা আমাদের সমাজ ধর্ম্ম রক্ষা কর মা! তোমরা আছ বলে আমরা এখনও আছি। আমি তোমাদের সন্তান, এস সকলে মাকে প্রণাম করি।

বেলা তখন অপরাহ্ণ পুরোহিত, ঠাকুর বলিলেন, একবার দেখে আসি মা, মাতাল ছেলেগুলি কি করছে। সেই সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি পুরোহিত তপস্যার জলন্তমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ, সেই অপরাহ্নে রৌদ্রতপ্ত দিনে দেড়ক্রোশ দূরে মুক্তি সায়রে যাইয়া দেখিতে পাইলেন, বাবুদের বাড়ীর যুবকেরা কেহবা কাদায় পড়িয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে, কেহবা অর্দ্ধ বিবস্ত্র, কেহবা পূর্ণ বিবস্ত্র, কেহবা অর্দ্ধ জলে অর্দ্ধ স্থলে, দূরে বিক্ষিপ্ত মদের বোতলগুলি গড়াগড়ি দিতেছে, কোন কোন বাবু তখনও দুই এক গ্লাস মদ মুখে ঢেলে দিয়ে বসছে, বাপ্রে চাঁদের হাট! কোথাও বা চার পাঁচটী যুবা নেশায় মূর্চ্ছিত হয়ে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। সে

বীভৎস দৃশ্য দেখিলে আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। উৎসব শেষে ছিন্ন মালার ন্যায় এমন সুকুমারমতি যুবকগণ মদের নেশায় বিভোর হয়ে জলে কাদায় গড়াগড়ি দিতেছে। যুবকদের এদশা দেখিয়া তপস্বী বৃদ্ধ পুরোহিতের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, দেশের ভাবি আশাস্থল, দেশের বল ভরসা ভবিষ্যৎ সংসারের অভিভাবক যুবকগণের এই শোচনীয় পরিণাম দেখিলে কার না প্রাণ কাঁদিয়া উঠে ? আজ তপস্বী পুরোহিতের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, পিতৃস্নেহে তাঁহার প্রাণ আকুল হয়ে উঠলো, তিনি স্নেহভরে একে একে সকলকে ডাকিয়া তুলিলেন, সকলের মস্তকে শান্তি জল দিলেন এবং স্নানাদি করিয়া গৃহে ফিরিবার জন্য সকলকে আদেশ করিলেন।

কুসুমিল

(ভ্রমণ-কাহিনী)

যাহারা নানা দেশের বৈচিত্রময়ী ভ্রমণ কাহিনী পড়িতে ভালবাসেন, তাহাদের নিকট ইহা অতি ক্ষুদ্র একটী গণ্ড-গ্রামের বিবরণ। সুতরাং ভাল না লাগিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান থাকা সত্বেও এই ভ্রমণ-কাহিনীর ভিতর এমন একটী পুরাতন গ্রামবাসীর আধুনিক সভ্যতার লেশহীন, পুরাকালের, অতীতদিনের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিবার উপকরণ সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে, যাহা দেখিবামাত্র হর্ম্ম্য অট্টালিকা সুশোভিত, যানবাহন জনকোলাহল পরিপূর্ণ, বিলাস-ঐশ্বর্য্য প্লাবিত মহানগরীর দৃশ্য মাধুর্য্য মোটেই মন আকর্ষন করিতে পারে না। ক্ষীর, ননী, মিষ্টান্নে সদা পরিতৃপ্ত রসনাও একদিন ঘন বরষার নিবিড় জলদ জাল পরিবেষ্টিত আকাশের নিম্নে বসিয়া কল্পনার কনক রাজ্যে পরিভ্রমণ করিতে করিতে, শিশুকালের অতি তুচ্ছ ভর্জ্জিত চাউল ও ছোলার সন্ধানের জন্য যেমন মন ব্যাকুল হইয়া পড়ে এবং তাহারই মধ্যে তাহার আত্নিগত সমস্ত রসাস্বাদ রসনার অগ্রভাগে অপূর্ব্ব রসসঞ্চার করিতে থাকে, তাহা কেহ কোন দিন কি উপেক্ষার অকরুণ হাস্যে উড়াইয়া দিতে পারিয়াছে, না পারিবে ? তাই আজ আপনাদের সমীপে একটী গণ্ড গ্রামের ভ্রমণ-কাহিনী বলিতে অকুণ্ঠোদয়ে অগ্রসর হইতে প্রয়াসী হইয়াছি। তাহা আমার শুনিলে নিশ্চয়ই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না।

সাঁওতাল পরগণায় একটী চির অপরিচিত ক্ষুদ্র গ্রাম কুসুমিল।

বলিতে পারেন খুঁজিয়া খুঁজিয়া কি লিখিবার মত আর কিছু অনুসন্ধান করিয়া পাইলে না ? যাহাদের কথা কেহ কোন দিন বলিবে না, যাহাদের কোন সন্ধান কেহ কোন দিন রাখিবে না, তাহাদের কথা বলিতে ও শুনিতে বড় ভাল লাগে বলিয়াই এতখানি ভূমিকার প্রয়োজন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম বলিয়াছে, যে "অমানিনাং মানদেয়ং' সুতরাং ইহাদের কথা শুনিলে বোধ হয় বিশেষ ক্ষোভের কারণ না ঘটিতে পারে।

বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে, তীর্থ করিতে বৈদ্যনাথধাম অনেকেই আসিয়াছেন। সুতরাং দেওঘর-বৈদ্যনাথের সহিত অনেকেই সুপরিচিত। যাঁহারা এখনও এস্থানে আসেন নাই, তাঁহারা ভ্রমণ কাহিনীর ভিতর দিয়া ইহার পরিচয় বিজ্ঞাত হইবেন। দেওঘর হইতে প্রায় ৯ মাইল পশ্চিমে কুসুমিল গ্রাম। রোহিণী হইয়া কুসুমিল যাইতে হয়। সেদিন মধ্যাহ্নে আমার একটী গুরুভ্রাতার নিকট বেড়াইতে যাইয়া দেখি তিনি বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত। ফটকের নিকট (এদেশীয় ঘোড়ার গাড়ীর আকার বিশিষ্ট), একখানি ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে

গুরুভ্রাতা ভগবত কৃপায় বেশ সঙ্গতি সম্পন্ন ধনশালী ব্যক্তি। ইহার নাম শ্রীযুক্ত জহরলাল জালান। দেওঘর সহর হইতে প্রায় এক মাইল দূরে কেরাণিবাদে শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমের ঠিক পূর্ব্বদিকে রাস্তার উপর জহরলাল বাবুর "আনন্দ ভবন"। নানাবিধ ফলফুলের তরুলতায় আনন্দ ভবনের উদ্যানটী সুশোভিত। ইনি জাতিতে মাড়োয়ারী। ব্যবসা বাণিজ্যে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়া এখন কর্ম্ম-কোলাহলময় জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এই নির্জ্জন স্থানে একাকী অবশিষ্ট দিনগুলি শান্তিতে অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিয়া সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। ইনি বিপত্নীক। একটী পুত্র ও দুইটী পৌত্র, তাহারা কলিকাতায় থাকে। মাড়োয়ারীর ভিতর এমন মহা প্রাণ লোক অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খুব কম লোক দেখিয়াছি, যিনি সত্যসত্যই সংসার আসক্তি শূন্য, অর্থ উপার্জ্জন আকাঙ্ক্ষা রহিত।

জহরমল বাবুর আর একটী বিশেষ গুণ যে তিনি ধর্ম্ম-জীবনে বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন। শিশুকাল হইতেই শুনিয়াছি, তাঁহার কর্ম্মজীবন অপেক্ষা ধর্ম্ম-জীবন অধিকতর সমুজ্জল। যৌবনে পদার্পণ করিয়া তিনি বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে মনোনিবেশ করেন। অবসর সময়টুকু বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া কাটাইতেন, অন্য কোন প্রকার আমোদ প্রমোদ তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে পারিত না। কিছুদিনের মধ্যেই সংসার অনিত্য, সব মিথ্যা এমন বিশ্বাস তাঁহার মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল। ঠিক এই শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীনারদ বাবাকে তিনি গুরুরূপে লাভ করেন। এ যেন মনে হইতেছে ধান ভাঙ্গিতে শিবের গীত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাহা নয়। এই ঘটনাটি জহরমল বাবুর সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা এস্থলে উল্লেখ না করিলে অন্যায় হয় বলিয়া লিখিতে বাধ্য হইলাম। নতুবা জহরমল বাবুর গুরুভক্তি, পরোপকারব্রত, দানশীলতার কথা দেওঘরে সর্ব্বসাধারণে অবিদিত নাই। সে সব কথা অন্য প্রবন্ধে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

সেটা জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি হইবে। এখানে তখন ভীষণ গরম পড়িয়াছে। গৃহের বাহির হওয়া একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। প্রখর রৌদ্রের কিরণে জীব জন্তু, পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতা সব মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। দেওঘরের প্রায় সমস্ত কূপ একরূপ বারিশূন্য হইয়া আসিয়াছে। পার্ব্বত্য ক্ষুদ্রাকায় নদীগুলি উত্তপ্ত শুষ্ক বালুকা রাশি বক্ষে করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের পিপাসা-কাতর জিহ্বার ন্যায় রৌদ্র দগ্ধ হইয়া চকচক করিতেছে। কোথাও একটুখানি জলের সন্ধান নাই। আকাশে মেঘের লেশ মাত্র পরিদৃষ্ট হইতেছে না। আজ প্রায় আট নয় মাস এ অঞ্চলে বৃষ্টি হয় নাই। স্থানে স্থানে উত্তাপ দগ্ধ পক্ষী সকল বৃক্ষমূলে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া পথিক কুলের ভীতি উৎপাদন করিতেছে। গৃহে পালিত পশু সকল কোন একটী মহুয়া বৃক্ষ ছায়া তলে শুইয়া পড়িয়া কোন মতে বাঁচিয়া আছে। পথ জনমানব শূন্য। কাহারও সাড়া শব্দ নাই। মাঝে মাঝে সামান্য একটী গরুর গলা সংলগ্ন ঘণ্টার ধ্বনি প্রকৃতির নিস্তব্ধতাকে অত্যন্ত গভীর করিয়া তুলিতেছিল। গাছের পাতাগুলি দেখিলে মনে হইতেছিল, যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে সমস্ত পুড়িয়া গিয়াছে, সবুজের চিহ্ন যেন ভূ-পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার নিমিত্ত বিপুল আয়োজন চলিতেছে। মনুষ্য শক্তি এখানে উপায়হীন অবস্থায় নির্ব্বাক। ঠিক এমনি দিনের মধ্যাহ্নে আমার গুরুভ্রাতার সহিত পূর্ব্বকথিত ঘোড়ার গাড়ীর আকার বিশিষ্ট গাড়ীতে আরোহণ করিয়া কুষ্ঠাশ্রম পরিদর্শনে যাত্রা করিলাম। জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে ঘোড়ার গাড়ীর আকার বিশিষ্ট বলিবার উদ্দেশ্য কি? এ গাড়ি গুলি বাঙ্গালা দেশের পাল্কী গাড়ীর মত আকার হইলেও অত্যন্ত নীচু; গাড়ীর ভিতর বসিলে গাড়ির ছাদ মাথায় আসিয়া ঠেকে। একটু বেশী লম্বা লোক হইলে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। গাড়ীর গদির কথা বলিতে হাসি পায়। দুইটি দেবদারু কাষ্ঠের বাক্সের উপর অত্যন্ত কম দামের অয়েল ক্লথ আচ্ছাদিত। কোন কোন গাড়িতে কেবল মাত্র টিকেন কাপড়ে ঢাকা। গাড়ির (panel) প্যানেল গুলি বড় সুন্দর, বন্ধ করিবার বা খুলিবার জন্য যথাদির প্রয়োজন হয়। সেগুলি আবার যেন সুন্দর ফিট করা যে বৃষ্টির সময় বন্ধ করিয়া দিলে বাহিরের জল ভিতরে অবিশ্রান্তভাবে আসিবার মত চতুর্দ্দিকে মুক্তপথ বিদ্যমান। এই প্যানেল গুলি প্যাকিং বাক্সের তক্তায় প্রস্তুত। ছাদের উপর যে Galvaniged iron sheet থাকে তাহা কাঠের চিপের পরিবর্ত্তে স্বদেশী ব্যাকারি দ্বারা আঁটা। গাড়ির রং এর কথা আর নাই বা শুনিলেন! গাড়ির রং নির্ণয় করা রং এর বিশেষজ্ঞের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। গাড়ির ভিতর ৪ জন লোকের অতি কষ্টে স্থান সংকুলান হইলেও স্বাস্থ্যে কাস্থ্যে আটকাইয়া যায়। পা রাখিবার স্থানটী কখন যে প্রবঞ্চনা করিয়া সরিয়া পড়িবে তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে না পারিলেও প্রতি মুহূর্ত্তে যে সে প্রকার সন্দেহের কারণ বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। মনে করিবেন না যে এখানে মিউনিসিপ্যালিটি নাই। পুরাদস্তুর স্বশরীরে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু তাহাদের দৃষ্টি যে কেন এই মৃত্যুআশঙ্কাসঙ্কুল গাড়িগুলির সংস্কার কল্পে আকৃষ্ট হয় না তাহা বলিতে পারি না। তারপর ঘোড়াগুলির অবস্থার কথা বলিতে যাইলে নয়ন ফাটিয়া অশ্রু আসিয়া পড়িবে। তাহারা আহার অভাবে অস্থিপঞ্জর সার হইলেও তাহাদের এই উঁচু নীচু পার্ব্বতীয় পথে গাড়ি টানিয়া লইয়া যাইতেই হইবে। না পারিলে চালক চাবুকের পরিবর্ত্তে বংশদণ্ডের সাহায্যে উত্তেজিত

করিয়া তুলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। এই ত গেল এ দেশের ঘোড়াগাড়ীর কথা। এই গাড়ি চড়িয়া যাত্রা করা হইয়াছিল। কুর্ম্মিল যাইতে হইলে দেওঘরের ভিতর দিয়া ডারোয়া নদীর সেতু পার হইয়া জেসিদির অভিমুখে যাইতে হয়। এই রাস্তা হইতে একটী রাস্তা রোহিনীর দিকে গিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

সৎমা।

(শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

(১)

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে রণশ্রান্ত সেনানীর মত রক্তমাখা রবি পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে। অস্তাচলের কণক-প্রভা গাছের মাথায় খেলা করিতেছে।

বিনোদলাল—তাঁহার অন্তঃপুরস্থিত অপর—মানব—হীন ঘরের—ভিতর একখানা আরাম কেদারায় শুইয়া কি ভাবিতেছিলেন। বোধহয় পূর্ব্বস্মৃতির রোমন্থন! অপরাহ্নের অসংযত বাতাস—তাঁহার ক্লান্ত শরীরে স্নেহের স্পর্শ দিয়া—মায়া মাধুরীর সঞ্চার করিতেছিল। এমন সময় একটী রমণী সেই গৃহে প্রবেশ করিল এবং সম্মুখস্থ "টিপাইয়ে"র উপর—ফলমূল মিষ্টান্ন পূর্ণ একখানি থালা রাখিয়া বলিল—"দাদা! জল খাও।" রমণীর নাম ইন্দুমতী, বিনোদলালের ভগ্নী। তাহার চ'কে করুণা, ওষ্ঠে প্রসন্ন হাস্য। বিনোদলাল কাতর ভাবে একবার ইন্দুর মুখের দিকে চাহিলেন।

আর একজন এই কাজ করিত। সে আর নাই। সাধের সংসারে সব অনুষ্ঠান অসমাপ্ত রাখিয়া—নিরুদ্দেশ যাত্রার দূর আহ্বান শুনিয়া সে পৃথিবীর পান্থশালা পরিত্যাগ করিয়াছে। ইন্দু দাদার মনের দুঃখ বুঝিল। তাহার আবেগ—তরল—নেত্রকোণে দুই ফোঁটা অশ্রু দেখা দিল। দেহ মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া ইন্দু বিনোদকে বাতাস করিতে লাগিল। খাইতে খাইতে বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলে—"সুশীল ও সুবোধ কোথায়?

ইন্দু। পড়িতেছে।

বিনোদ। তারা জল খেয়েছেত?

ইন্দু। হাঁ। আমি এই তাদের খাইয়ে আস্‌ছি।

অনেকক্ষণ ধরিয়া ভ্রাতা ভগ্নী উভয়ই নীরব। দাদার বিষাদ-গম্ভীর ম্লান মুখ দেখিয়া ইন্দুর বুক ফাটিয়া গেল। বাড়ীর অঞ্চল প্রান্ত চঞ্চল কর অঙ্গুলিতে জড়াইতে জড়াইতে ইন্দু বলিয়া ফেলিল "দাদা! আবার বিয়ে কর।" বিনোদের শরীরে একটা তড়িৎ তরঙ্গের অনুসরণে যেন ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। ইন্দু আবার বলিল—"দাদা আমার কথা রাখিবে না?" বিনোদ আপন মনে বলিয়া ফেলিলেন—"আবার!"

অগ্রজের অসমাপ্ত কথা ভগ্নী সম্পূর্ণ করিয়া দিল। বলিল—"হাঁ—আবার! নহিলে বালক দুটিকে কে দেখিবে? তারা যে নিতান্ত ছেলে মানুষ। তারা যে প্রত্যেক খুঁটিনাটিতে মায়ের অভাব অনুভব করে। আমিত দাদা! বেশীদিন থাকিতে পারিব না।"

বিনোদলাল—কোন কথা কহিলেন না। নতমুখী ইন্দুও চুপ করিয়া রহিল। সহসা সদরদ্বারে করাঘাতের শব্দ হইতে লাগিল। কেহ ডাকিতেছে ভাবিয়া বিনোদলাল বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। দরজা খুলিয়া দেখিলেন আগন্তুক ইন্দুর স্বামী হীরেন্দ্রনাথ।

হীরেন্দ্রনাথ—বিনোদলালকে প্রণাম করিলেন। ছোট ভগ্নিপতির হাত সস্নেহে ধারণ করিয়া বিনোদলাল বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন।

(২)

বিনোদলালের বৈঠকখানাটী বেশ সুসজ্জিত। কিন্তু গৃহস্বামীর অমনোযোগিতায়—যেন বিশৃঙ্খল। ঘরের মেঝে—ধূলিময়। কক্ষ—প্রাচীর বিলম্বী চিত্রপটগুলি মাকড়শার জালে পরিব্যাপ্ত, একখানি মর্ম্মর মণ্ডিত টেবিলকে বেষ্টন করিয়া চারিখানি বেণ্টউড চেয়ার। তাহারই দুইখানিতে বিনোদ ও হীরেন বসিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। সমাজের কথা, সাহিত্যের কথা, স্বাস্থ্যের কথা। হীরেন লক্ষ্য করিতেছিলেন এমন রহস্যালাপের মধ্যেও বিনোদলাল কেমন অন্যমনস্ক। হীরেন বুঝিতে পারিলেন সকল সঞ্চয় শূন্য করিয়া বিনোদলাল যে একখানি টিপ পরা হাসিভরা মুখ—জীবনের কেন্দ্রে জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন, আজ তাহা গোধূলির বর্ণ রাগের মত দিক চক্রবালে মিশিয়া গিয়াছে। সেখানে—রজনীর গাঢ় তমসা আচ্ছন্ন করিয়াছে। সে বিনোদলাল আর নাই—যখানে চণ্ডীমণ্ডপের "আগমনী"—উৎসবে, আনন্দে আকাঙ্ক্ষায়—সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর পূর্ণ বিকাশে সর্ব্বদাই জীবন্ত হইয়া থাকিত, আজ সেখানে বিজয়ার দীর্ঘশ্বাস—থাকিয়া থাকিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। হীরেন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন—যেমন করিয়া হউক বিনোদের এ দুঃখ দূর করিবেন।

ক্রমশঃ

চল্‌তি খবর।

(শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী)

বিলাতের মন্ত্রী সভা কুপোকাৎ হ'য়েছে, বল্ড্‌ইন আবার মাথা চ্যাগা দিয়ে উঠেছেন, শ্রমিক মন্ত্রীরা আবার যে যাঁর কাজে লেগেছেন! আমাদের সেই পরম সুহৃৎ লর্ড ক্রুর-জন সাহেব বাণপ্রস্থ অবলম্বন কর্বেন বলে শুনা গিয়েছিল, এখন শুনা যাচ্ছে তিনি লর্ড সভার সভাপতি হ'য়েছেন। তবু ভাল যে লর্ড সাহেব আমাদের ভারতের ঘাড় চাপেন নাই। বাঙ্গালাদেশে চণ্ডনীতির প্রতিবাদের জন্য খুব বড় বড় সভা হ'চ্ছে। সকলেই বল্‌ছেন যে স্বরাজ্য দলকেই জব্দ কর্ব্বার জন্য সরকারের এই বেড়াজালের সৃষ্টি। ওগো! তোমরা কেবল বড় বড় কর্ম্মীর মুক্তির জন্য চীৎকার কচ্ছ কেন? যে সব গরীবের ছেলে ধরা প'ড়েছে তাদের জন্য কেউ ত কোন কথা বল না? এর ফলে বিবি বেসান্তকে আটক কর্লে যেমন আন্দোলনের ফলে শুধু বিবি বেসান্তকে ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছিল, এবারও তেমনি শুধু সুভাষচন্দ্রকে ছেড়ে দেওয়া হ'বে।

সরকার আশ্বাস দিয়েছেন, বৈধ আন্দোলনকারীকে কিছু বলা হ'বে না। আমাদের বিশ্বাস সরকার এ কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন কর্ব্বেন। এই ত আমরা চাই। যে হিংসার পথে ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে চায় তাকে দস্তুর মত শিক্ষা দেওয়া হোক, আর যে অহিংসার পথে থাক্‌তে চায় তাকে যেন কিছু না বলা হয়।

স্বরাজ্যদলের মতে মত দিয়া মহাত্মা আবার তাঁহার অসহযোগনীতি বদ্‌লিয়েছেন। বেশ ভালই হ'য়েছে! এই-রূপ মিলনই ত চাই। মহাত্মা কংগ্রেস হ'তে অসহযোগ তুলে নিয়েছেন, সুতা কাটা বাধ্যতা মূলক না ক'রে বাজার হ'তে সুতো কিনে দিলেও কংগ্রেসের মেম্বর হওয়া যাবে বলে মত প্রকাশ ক'রেছেন। একেই ত বলে মহত্ব, এ না হ'লে মহাত্মার জন্য দেশের লোক পাগল কেন?

আগামী বড় দিনের বন্ধে কল্‌কাতায় হিন্দু মহাসভা! আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হ'য়েছেন। এ নির্ব্বাচন মন্দ হয় নাই! আচার্য্য অস্পৃশ্যতার ঘোর বিরোধী, তাঁর মুখে আমরা নিম্নশ্রেণীর অনুকূলে অনেক নূতন কথা শুন্‌তে পাব। মোহান্ত সতীশ গিরি নাকি আবার তারকেশ্বরের গদীতে এসে ব'সেছে। তা বেশ হ'য়েছে। এখন ব্রাহ্মণ সভা তার বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা চালাচ্ছেন তা শেষ হ'তে লাগবে ২৫ বছর, এই ২৫ বছর সে রাজত্ব বর্ত্তে কর্ত্তে অক্কা পেয়ে যাবে। মিট্‌মাট ত চুলোয় গেল, লাভের মধ্যে কতকগুলি ছেলে জেলে গেল। স্বামী বিশ্বানন্দ এখন কোথায়? শুন্‌ছিলাম তিনি তারকেশ্বরেই আছেন। টাকার জন্য স্বামী বিশ্বানন্দ কাগজে আপীল ক'রেছিলেন। বলি কি! তারকেশ্বরের জন্য এই যে এত টাকা উঠল, আগে তার হিসেবটা দেখাও, তবে ত টাকা! দেশ আর এখন তত বোকা নয়, টাকা বল্লেই টাকা মেলে না! স্বামী সচ্চিদানন্দের হাতে শুন্‌ছিলুম বেশ লম্বা চওড়া কিছু টাকা আছে, সে টাকাটা সচ্চিদানন্দ কি কর্লেন! অলমিতি বিস্তরেণ।

মায়া।

শ্রীকুঞ্জবিহারী মিত্র।

কাহার ঝিয়ারী—কোথায় বসতি
কাহার গেহিনী- মায়া
সদা সাথে সাথে আছ পাছে পাছে
দেখিনি তোমার ছায়া।
বাঁধি মহাপাশে যত জীবগণে
খেলাও না জানি কত
যত পাক দাও—ব্যাকুল পরাণে
ঘুরে জীব অবিরত।
চায় জীবগণ ছাড়িতে তোমায়
পারে ছাড়িবারে কই?
তোমায় লাগিয়ে দিশে হারা হ'য়ে
জানেনাকো তোমা বই।
রাজায় প্রজায় তোমার দাপট
সদাই সমানে চলে
ভূচর খেচর বিশ্ব চরাচর
—তোমার চরণ তলে।
ওগো তব স্নেহ সদা নিম্নগামী
নিয়ে ধীরে বহি যায়
প্রাচীন দেহের ভগ্ন কোটরে
বসতি তোমার প্রায়।

আপনি কোমলা কোমলাগণের
তুমি সে কোমল প্রাণ।
তুমি সে বাজাও কোমল হৃদয়ে
করুণ সুরের গান।
নির্ম্মম-নিঠুর কঠোর হৃদয়ে
তোমার বাগুরা বোনা।
বিকট ভীষণ ক্ষতিকের চোখে
অশ্রুর তুমি সে কণা।
তুমি না থাকিলে জগৎ সংসার
কোথায় থাকিত আজ ?
কোথায় থাকিত সাধের সমাজ
আদান প্রদান কাজ।
কোথায় থাকিত সাজান বাগান
আজি এ ভবের হাটে ?
প্রকৃতির মরি শ্যামল অঞ্চল
উড়িত কভু কি মাঠে ?
বাপের মায়ের অযাচা আদর
ভায়ের বোনের স্নেহ
পতির যতন, সতীর সোহাগ
পাইত আর কি কেহ।
কোথায় থাকিত অপরের তরে
স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন ?

কোথায় থাকিত মান অভিমান
আত্মীয় স্বজনগণ।
হারাত কি কেহ সার তত্ত্ব জ্ঞান
যত বৃথা কাজ ল'য়ে ?
মরিত কি কেহ মিছা ঘুরে ঘুরে
অসার জীবন ব'য়ে ?
জীবন সন্ধ্যায় নিতান্ত আশায়
আবার বাঁধিয়া বুক
সুখের আশায় থাকিত বসিয়া
ভুঞ্জিয়া অশেষ দুঃখ।
কেহ কার তরে হতনা পাগল
হত না আপন হারা
না জানি কোথায় থাকিত তাহারা
—মায়া পাশে বাঁধা যারা
এ ভব সংসার নূতন গঠনে
গঠিতেন পুনঃ বিধি
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া না জানি আবার
স্থাপিতেন অন্য বিধি।
মায়া যদি লুপ্ত হ'ত ধরা হতে
এইত স্বরগধাম
পাপ পুণ্য মোহ সব মুছে গিয়ে
ধরাধাম—মোক্ষ ধাম।

শিরোরোগের মহৌষধ

গুণে অদ্বিতীয়, গন্ধে অতুলনীয়। কেশের অকাল পক্কতা নিবারণ করিয়া কেশ কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ ও কুঞ্চিত করে। ১ শিশি ১৲ ৩ শিশি ২।৷৹ ৬ শিশি ৫৲ ১২ শিশি ৯।৷৹ টাকা এক গ্রোস ১০৮৲ টাকা। ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

সুরবল্লী কষায়।

রক্ত-দুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লী কষায় সেবনে রক্তের যাবতীয় দোষ নষ্ট হয়। শরীরে নূতন রক্ত উৎপন্ন হইয়া কান্তি, পুষ্টি ও লাবণ্য বর্দ্ধিত করে। এই সালসা সকল ঋতুতেই সেবন করা যাইতে পারে। আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও সেবনে বাধা নাই।

১ শিশি ১৷৷৹ ৩ শিশি ৩৸৹ ১২ শিশি ১৫৲ টাকা।

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সি, কে, সেন কোং লিমিটেড

প্রতিষ্ঠাতা।

কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন।

২৯ কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্বর্গীয় কবিরাজ

গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের

আয়ুর্ব্বেদীয়

চিকিৎসালয়, ঔষধালয় ও বিদ্যালয়

[illegible] কুমারটুলী [illegible], কলিকাতা।

তদীয় সুযোগ্য পৌত্র

বৈদ্যমহোপাধ্যায়

কবিরাজ শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন

বিদ্যাভূষণ, [illegible] রত্নাকর

ভিষক্‌ভূষণ দর্শননিধি কর্ত্তৃক [illegible]।

এখানে আয়ুর্ব্বেদোক্ত [illegible], অরিষ্ট প্রভৃতি সদাসর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ [illegible]। ঔষধাদি শাস্ত্রসম্মত ও বিশুদ্ধভাবে [illegible] অধিক। ব্যবহার করিলেই [illegible] উপলব্ধি করিতে পারিবেন। [illegible] জনসাধারণকে [illegible]দিগকে বিনামূল্যে ঔষধ [illegible]

শেরিফের ঘোষণা।

১৯২৩ সালের ৪ঠা মে তারিখে কলিকাতা হাইকোর্টের সাধারণ আদিম বিভাগের (Ordinary original civil jurisdiction) আদেশ অনুসারে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ বিক্রীত হইবে। এই মোকদ্দমার নম্বর ৯৯৮, ১৯১৬ সালে এই মোকদ্দমা দায়ের হয়। এই মোকদ্দমায় মদনগোপাল দে বাদী ও বিপিনবিহারী ধর প্রতিবাদী। এই মোকদ্দমায় ১৯১৭ সালের ১২ই জানুয়ারী ডিক্রী হয়। কলিকাতার সেরিফ এই ডিক্রী অনুসারে কোর্ট হাউসের নিম্নতলে ১৯২৪ সালের ১৪ই নবেম্বর প্রকাশ্য নীলামে বেলা ১২টার সময় নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন:—

(১) প্রতিবাদী বিপিনবিহারী ধরের সমস্ত অবিভক্ত অর্দ্ধাংশ ও জমি যাহা ৬১।৮ এ, ৬১।৯ এ, ৬১।১০ এ, ৬১।১১ এ, ৬১।১২ এ, ৬১।১৩ এ, ৬১।১৪ এ, ও ৬২।এ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে কলিকাতা সহরে আছে। ৫৪৪নং ৭নং ব্লকে কলিকাতা সহরের দক্ষিণাংশে ইহা অবস্থিত এবং কেবল মাত্র ৮৶১১ পাই সরকারী রাজস্ব দেওয়া হয়। এই বাড়ীর উত্তরে ৬২।১ এ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্ এবং পূর্ব্বে ও দক্ষিণে বৌবাজার মার্কেট এবং পশ্চিমে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্।

(২) উপরোক্ত প্রতিবাদীর লীজ প্রাপ্ত সমস্ত সম্পত্তি যাহা উক্ত বাটীর অর্দ্ধেক অংশে আছে। ৩১ বৎসরের জন্ত এই লীজ লওয়া হইয়াছিল। এই লীজের কাল এখনও শেষ হয় নাই। ১৯০৮ সালের ৭ই ডিসেম্বর একখানি লীজ পত্র দ্বারা বঙ্কুবিহারী ধর একদিকে ও ইসাক মোসেস অন্য দিকে থাকিয়া উভয়ের মধ্যে এই লীজ দেওয়া হয়। পরে উক্ত ইসাক মোসেস ১৯১৪ সালের ২৯শে জুন একখানি লীজ-পত্র দিয়া (Indentured of lease) ইসাক প্রতিবাদীকে দেয়।

১৮৬৫ হইতে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা আসু রেনসের রেজিষ্ট্রারের অফিসে অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে উক্ত সম্পত্তি বন্ধক রহিয়াছে। সরকারী রিসিভার কে এস্ বেনার্জ্জী এস্কোয়ারের নিকট ১০ হাজার টাকায় বার্ষিক শতকরা ১২৲ টাকা সুদে বন্ধক আছে। ১৯২২ সালের ৩০শে নবেম্বর তারিখে বুক নম্বর ১ প্রথম খণ্ডে ১৩৯ পাতা ৭৯—৯২ পৃষ্ঠায় রেজিষ্ট্রি করা হয়। ১৯২২ সালের ৫০৮৮ নম্বর।

যে টাকা পাইবার জন্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা হইবে তাহার পরিমাণ ৬৬২৪॥৴০ আনা। ইহা মোকদ্দমার খরচ খরচা ও সুদ এবং সেরিফের পাউণ্ডেজ ও চার্জ্জ সমেত।

বিক্রয়ের দিন অথবা তাহার পূর্ব্বদিন কলিকাতা সেরিফের অফিসে অথবা বাদীর এটর্ণীর অফিসে দেখা যাইতে পারে এবং ঐ সর্ত্ত সমূহ বিক্রয়ের সময় দেখান ও পঠিত হইবে।

রাটার এণ্ড কোং
বাদীর এটর্ণী।
৮।২ হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

শেরিফের আফিস,
২০শে আগষ্ট ১৯২৪।

ডব্লু, এল, ক্যারী
শেরিফ।

বটকৃষ্ণপালের

এডওয়ার্ডস্ টনিক

বা

য়্যাণ্টি-ম্যালেরিয়াল্ স্পেসিফিক।

অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এমত আশু ফলপ্রদ মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য—বড় বোতল ১৷৷৹ প্যাকিং ডাকমাশুল ১৲ টাকা।
ছোট বোতল ১৲ ,, ৸৹ আনা

রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শ্বেলে লইলে খরচ অতি সুলভ হয়।

পত্রদ্বারা নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট্

(কলিকাতা হেলথ্ অফিসারের ব্যবস্থানুসারে প্রস্তুত)

অধুনা সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী যেরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে উহার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে কলিকাতার হেলথ্ অফিসারের আবিষ্কৃত ট্যাবলেটই একমাত্র অবলম্বন। তিনি অক্লান্ত গবেষণার দ্বারা এই ট্যাবলেট আবিষ্কার করিয়া বহু সংখ্যক রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (formula) অনুসারে এই ট্যাবলেট প্রস্তুত করিয়া জনসমাজে প্রশংসনীয় হইয়াছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ২৫ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি ৸৹ আনা মাত্র।

সিরাপ অব হাইপোফস্ফাইট অফ লাইম।

শ্বাসনালী প্রদাহ, হাঁপানি, স্বরনালী এবং মলকোষ্ঠের উত্তেজনা, স্বরভঙ্গ, সর্দ্দি, কাশি, ক্ষয়কাশ প্রভৃতি যাবতীয় কণ্ঠনালীর পীড়ায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ইহাতেও ক্ষুধার বিশেষরূপে উদ্রেক হইয়া থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৸৹ বার আনা মাত্র।

মহামান্য ভারতের বড়লাট সাহেব বাহাদুর কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত।

কেমিষ্টস এণ্ড ড্রগিষ্টস ১ ও ৩ বনফিল্ডস্ লেন, (চীনাবাজার) কলিকাতা।

সোল এজেণ্টস :—

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং

রেজিনাস

সর্ব্ববিধ ধাতু দৌর্ব্বল্য ও শুক্র তারল্যের অমোঘ ঔষধ।

দীর্ঘদিন পীড়া ভোগের পর রেজীনাস নিয়মিত সেবন করিলে নষ্ট স্বাস্থ্য শীঘ্র ফিরিয়া আসে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

রাণাঘাট কেমিক্যাল ওয়ার্কস বেঙ্গল।

টেলিফোন ৩৭০৩ স্থাপিত ১৮৬৬ খৃঃ

ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স্

সর্ব্বপ্রকার কাগজ বিক্রেতা

১৩৪।১৩৫ পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা।

এলাহাবাদ ও বারানসী।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত

বঙ্গের প্রাচীন সর্ব্বোৎকৃষ্ট সচিত্র মাসিক পত্রিকা

৩০শ বর্ষের অভাবনীয় উপহার সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" স্বর্ণাঙ্কিত বহুবর্ণের চিত্র শোভিত রাজসংস্করণ, জন্মভূমির গ্রাহকগণ বিনামূল্যে উপহার পাইবেন। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা, উপহার প্রেরণের মাশুল ৷৷৹ আট আনা, মোট আড়াই টাকা। সত্বর প্রেরণ করুন। হাতে লইলে ডাঃ মাঃ লাগে না।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ম্যানেজার

জন্মভূমি কার্য্যালয়—৩৯নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট. কলিকাতা

পদ্মমধু

বিখ্যাত চিকিৎসকগণের সুপ্রশংসিত হাটখোলা দত্তবাড়ীর পদ্মমধু ভুবন বিখ্যাত। চক্ষু উঠা, ছানি, দৃষ্টিহীনতা, রাতকাণা, ঝাপসা দেখা, চক্ষু কর্ কর্ করা, লাল হওয়া, পাতায় পাতায় জুড়িয়া যাওয়া, চক্ষুজ্বালা ও অৰ্দ্ধদৃষ্টি, অদূর দর্শন প্রভৃতি চক্ষের যাবতীয় পীড়া প্রশমিত হয় এবং চক্ষু স্নিগ্ধ ও শীতল রাখে ও জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয়। মূল্য প্রতি ড্রাম ১৲ ৩ ড্রাম ২৷৷৹, ডাঃ মাঃ ।৵৹ আনা।

এন, দত্ত ব্রাদার্স, জন্মভূমি কার্য্যালয়,
৩৯নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মজলিস

লেখার অনেক গোল !

অনেক দিন "মজলিসে" লিখি নাই, তাই গ্রাহকগণের মধ্যে কেহ কেহ পত্র লিখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

আমার উত্তর—লিখিব কি? লেখার যে অনেক গোল! একে ত আমাদের বাঙ্গালা ভাষা একটা মিশ্র ভাষা, ইহার বর্ণমালা নাই, বানানের ঠিক্ নাই; কতক সংস্কৃত, কতক প্রাকৃত, কতক পৈশাচিক, কতক হিন্দী. কতক উর্দ্দূ, কতক ফারসি, কতক বা ইংরাজী কথা লইয়া, নেহাইত গায়ের জোরে বাঙ্গালা লেখা চলিয়া আসিতেছে ইহার উপর বাবুভাষা আসিয়া জুটিয়াছে। এ অবস্থায়—আমরা সেকালের লোক—আমরা আর লিখিব কি?

আজ আমি যে কথা বলিতেছি, ৩০ বৎসর পূর্ব্বে—আমাদের আচার্য্যবৃন্দও এই কথার আভাষ দিয়াছিলেন। জ, য,—দুইটা য, শ, ষ, স,—তিনটা স, দুইটা ব, এই সকল সমস্যা লইয়া—তাঁহারা বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলেন। বাস্তবিক, পরের বর্ণমালা লইয়া যাহাকে কাজ সারিতে হয়, তাহার প্রকৃতি বুঝা তোমার আমার কর্ম্ম নহে। সংস্কৃত ভাষায় 'বধূ' শব্দের বাঙ্গালা রূপ দিতে গিয়া কেহ লিখিয়াছেন—"বৌ", কেহ লিখিয়াছেন বউ, কেহবা লিখিয়াছেন "বঊ"। কবিতায় পড়ি—"ঐ" বলিতে বসিয়া কেহ লিখিয়াছেন—"ওই" কেহ লিখিয়াছেন—"অই"। বুড়া হইয়াছি তবুও বুঝিতে পারিলাম না—"সত্য" আর "চোদ্দ" এক উচ্চারণ হইয়াও পৃথক বানান হইল কেন? ছেলে বেলায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগে—'য' ফলা আর 'ব' ফলার হাঙ্গামে—উমেশ গুরুমহাশয় অনেকবার আমাদের কান মলিয়া দিয়াছেন। এখন দেখিতেছি—সেই আদ্যি 'কালের' য-ফলা আর 'ব' ফলা নাটক-কারের নিপুণ হাতে পড়িয়া বিলক্ষণই জব্দ হইয়াছে! কিন্তু উচ্চারণের ও বানানের যে দোষ—তাহা জন্মের মতই রহিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক ভাষার এ দোষ অনেক দিন ধরিয়া সহ্য করিতে শিখিয়াছি। দুঃখের বিষয় তোমাদের বাবু বাঙ্গালার স্বভাব আমি আজও চিনিতে পারিলাম না। বাবু বাঙ্গালা যাঁহারা দয়া করিয়া লেখেন—সেকেলে অজবুক আমি বহু চেষ্টাতেও তাহা বুঝিতে পারি না, কোন রকমে প'ড়িয়া যাই বটে, কিন্তু মানে খুঁজিতে গিয়া কেমন বিহ্বল হইয়া পড়ি। ভাব ঠিক্ করিতে আমার মাথা ঘুরিয়া যায়, বুক ধড়ফড় করে, পেট ফুলিয়া উঠে! এ এক বিষম উপসর্গ।

আমার মনে হয়—এই বাবু বাঙ্গালা যাহাদের অপূর্ব্ব প্রতিভার অদ্ভুত আবিষ্কার, তাহারা আসল বিকারগ্রস্ত। দু'একটা নমুনা দিব, দেখিবে?

একখানি ঝকঝকে চকচকে খবরের কাগজে পড়িলাম, সম্পাদক যুগল লিখিয়াছেন—

"নূতন এসেছেন, কিন্তু তাঁদের হাত পা দেখছি মান্ধাতার শাসনে অভাবিতরূপে আবদ্ধ। অতীতের পেলব স্বপ্নে কল্পনার কবিত্ব থাকতে পারে যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ক্ষুধার্ত্ত বর্ত্তমানে খোরাক জোগাবে কে? জাগ্রৎ বাংলার তরুণ যৌবন কি উপবাসী হ'য়ে কেবল অষ্টাদশ পুরাণের পুনরাবৃত্তি ক'রেই দিনের পর দিন কাটিয়ে দেবে? • • • বাংলার নাট্য প্রতিভা এই বিশ্বব্যাপী আত্মানুভূতি এবং জাগরণোৎসবের যুগেও ঘুমিয়া ঘুমিয়া কেবল অস্পষ্ট অতীতের স্বপ্ন চয়নেই নিযুক্ত হ'য়ে আছে।"

এই 'বিচ্ছিরি' 'বিদ্‌ঘুটে' 'বেয়াড়া' বাঙ্গালা পড়িয়া—"ক্ষুধার্ত্ত বর্ত্তমান কে" তোমরা চিনিয়াছ কি ভাই? যদি চিনিয়া থাক তাহা হইলে অকস্মাৎ জাগ্রত কুম্ভকর্ণের

খোরাক আনিয়া হাজির কর। আমরা দূরে দাঁড়াইয়া খাদ্য ও খাদকের লীলা দেখি।

বলা বাহুল্য—কাগজখানি নীচের মজলিসের, কাজেই ভাষাটাও নাচুনী গোছের। আর "সম্পাদকৌ দ্বৌ"—"নতুন কিছু করোর" দলের। কাজেই বাবুজীরা দুঃখ করিতেছেন—

রবীন্দ্রনাথের "চিরকুমার সভা" একখানি ঘরোয়া নাটক। যদিও এতে কোন জাতীয় সমস্যার সমাধান বা গভীর চিন্তার কথা নেই, তবু এর মধ্যে কতকটা আধুনিকতার আবহাওয়া আছে। এখানি অভিনীত হ'লেও আমরা আপাততঃ সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরের ধারাবাহিক আক্রমণ থেকে রেহাই পেয়ে একটুখানি পাশফিরে ও হাঁপ ছেড়ে বাঁচতুম।'

বটেইত! তোমরা আসল কলির চেলা—সত্য ত্রেতা দ্বাপরের অত্যাচার কি তোমাদের সহ্য হয়? সত্যযুগের "সাবিত্রীর" চেয়ে—মেসের ঝী সাবিত্রীর আদেশ লইয়া—অন্তঃপুরের স্ত্রী-শৃঙ্খলা আনাই এখন কর্তব্য! পোড়া কপাল ত্রেতাযুগের! রাবণের অশোক বনে বাস করিয়া—লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি সীতাদেবীকেও অসতী অপবাদ খণ্ডনের জন্য অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল, অথচ "দিবাকরের সঙ্গে—এক জাহাজে, এক শয্যায় একত্রে বহুদিন কাটাইয়াও 'কিরণময়ীর" সতীত্ব অক্ষুণ্ণ র'হয়া গিয়াছে! ইহাই না কলির বাহাদুরী।

অতএব বাস বাল্মিকীকে টানাটানি না করিয়া বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে—'অচলায়তন' "ঘরে বাইরে" "বিরাজ বৌ" চ'খের বালি"—প্রভৃতির আবির্ভাব হউক। 'সীতা' 'সাবিত্রী' "দময়ন্তী" "কর্ণার্জ্জুন"—এসকল চরিত্রে বাঙ্গালার ছেলে মেয়ে শিখিবে কি? নূতন যে এসেছে—নূতন করা বেজায় আবশ্যক। ভদ্রলোকের মেয়েদের লইয়া তোমরা একটা থিয়েটার খুলিবার যে "বিদুষাং পরামর্শ" দিয়াছ—আমরা এই নূতনটুকু বেশ অনুভব করিতে পারিয়াছি। এটা একটা কথার মত কথা বটে! পথটা কিন্তু তোমাদিগকেই অগ্রণী হইয়া দেখাইতে হইবে। গোঁড়া হিন্দু গুলা যে বেজায় বেকুব, তাহারা এ ব্যাপারটা কল্পনাতেও আনিতে পারিবেনা।

যাহা হউক—ভাই সব! আর্টের খাতিরে শিল্পের খাতিরে—তোমরা আর যাহা ইচ্ছা কর, বাঙ্গালা ভাষাকে অমন ফিরিঙ্গী গন্ধী দুর্ব্বোধ্য করিয়া ফেলিও না! দোহাই তোমাদের। এদিকে ত দেখিতেছি—বেশ মুরুব্বিয়ানা ভাবে লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষার পার্থক্য ঘুচাইয়া দিতেছ,—তবে অমন বাঙ্গালা লেখ কেন? তোমাদের কাগজ কি কেবল অহিন্দু মানুষগুলাই পড়িবে? আমরা সেকেলে বুড়ারা, মুদী পশারীরা, চাষা ভূষারা—তোমাদের লেখা কি পড়িতে পাইব না? তোমাদের গদ্য দেখিয়া মনে হয় উহাই বুঝি ভূগোল সূত্রের বিভীষিকা। তোমাদের পদ্যই বা কম কি? এই যে লিখিয়াছ—

স্বর্গ থেকে বর্ষা করি,
জাগায় একি শব্দ ছবি—
আজ দু'জনে 'একলা' ঘ'রে গো।
বৃষ্টি ধারায় চুটকি শুনি রাত্রি সখীর পায়ের চলাতে।
বেল ফুলের ঐ কুঞ্জে গিয়ে বাতাস বাজায় গন্ধ বাঁশরী,
অন্ধকারও ছন্দে জাগে কৃষ্ণ বুকের দুঃখ পাশরি'।
তোমার চখের চমক্ প্রিয়ে,
বিজ্‌লী শিখা উস্‌কে দিয়ে,
ন্যায় যে আমার পরাণ হ'রে লো!
শুনলে লোকে ব'ল্‌বে পাগল
বাজছে যে সুর হিয়ার তলাতে।

প্রিয়ার হাত দু'খানি মালার মত জড়িয়ে "গলাতে" শেষ কালে একেবারে মিলের খাতিরে "তলাতে" আসিয়া দাঁড়াইয়াছে? কিন্তু বল দেখি—ভাবের ধারায় কয়জনের মন "টলাতে" পারিয়াছ?

তবে একথা স্বীকার করি—

তোমাদের দ্বারা 'ভাষার' সাহিত্যের' 'ভাবের' কিছু উন্নতি না হইলেও, দেশের একটা কাজ হইয়াছে। তোমাদের নাট্য, নৃত্য, নগ্ন নারীমূর্ত্তি,—দেশে "নার্ভাস্ ডিভিলিটী"—নামাইয়া আনিয়াছে। সুতরাং নরনারী কুল নিতান্তই নিধন প্রাপ্ত হইবে, এই সোণার বাঙ্গালাকে—লোকে "নষ্টনীড়" নাম দিবে। বঙ্গসাহিত্যের অবস্থা দেখিয়া—নরকের স্থায়বাসীদের দলও নাক সিট্‌কাইবে।

মার্গ ও দেশী সঙ্গীত।

প্রথম অধ্যায়, সৃষ্টিকল্প।

শ্রীঅনুকুলচন্দ্র ঘোষ।

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কিনা জানি না; নাদের সৃষ্টি বা উৎপত্তি বিষয়ে নানারূপ পৌরাণিক গল্প প্রবাদ স্বরূপ আবহমানকাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিয়াছে। যখন প্রথম পৃথিবীর সৃষ্টি হয়, (বোধ হয় সৌরমণ্ডল কিংবা সূর্য্য হইতে) তখন সঙ্গে সঙ্গে আকাশে (Atmosphere) সৃষ্টি হয়—তৎপরে কালক্রমাগতে ঐ আকাশে কোনপ্রকার ভৌতিক কিংবা রাসায়নিক ব্যাপার ঘটে, যাহা হইতে জলের উৎপত্তি হয়। প্রবাদ আছে, সেই সময় মহাশূন্যে একটী শব্দের উৎপত্তি হয়—তাহাই নাদ। শব্দ প্রণবময়, যাহাকে নাদবিন্দু বলা যায়; নাদবিন্দু জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রতিবিম্ব। ঋষিগণ, যোগীবৃন্দ ও দার্শনিকগণ বলিয়াছেন যে, জগৎ যে কয়েকটী পদার্থে রচিত—তন্মধ্যে সর্ব্বব্যাপী আকাশই অনন্ত-শক্তি সত্তার বিশিষ্ট একটী মূল পদার্থ। সাকার নিরাকার সর্ব্বপদার্থই এক আকাশ হইতে উদ্ভূত। শূন্য হইতে বায়ুর উৎপত্তি, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি। ক্ষিতি, অপ, তেজ ইত্যাদি পঞ্চভূত আবার পঞ্চগুণে গুণান্বিত। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চটী পঞ্চভূতের বিভূতি লইয়া গঠিত। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা এই পঞ্চগুণ মানব কর্ত্তৃক অনুভূত হয়। কর্ণদ্বারা শব্দ, ত্বক দ্বারা স্পর্শ, চক্ষুদ্বারা রূপ, রসনা দ্বারা রস এবং নাসিকা দ্বারা গন্ধ অনুভূত হয়।

নাদের প্রকৃতি দুই প্রকার;—অকৃতি ও সুকৃতি। ধ্বন্যাত্মক এবং সুকৃতি বর্ণাত্মক বলিলে দুইটী প্রকার ভেদ হয়, যথা, নার্থ ও সার্থ। যাহার কোনরূপ অর্থ নাই তাহাই নার্থ—যেরূপ কোনপ্রকার আঘাত বা পতন, কেবল একটী মাত্র শব্দ। যাহার অর্থ আছে তাহাই সার্থ, যথা কোনরূপ গীত, বাদ্য বা নৃত্য যাহাতে সুর, ছন্দ ও লয় বর্ত্তমান আছে। বর্ণাত্মক, কোনরূপ রূপ বা আকারবিশিষ্ট বর্ণ যদ্বারা প্রকাশ করিবার শক্তি হয়।

নাদ হইতে সপ্তস্বরের উৎপত্তি। এই সপ্তস্বরকেই সপ্ত স্বর বলা হয়। এই সপ্তস্বরের উৎপত্তি এবং অধিষ্ঠান, ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীত্রয়ে। এই তিনটী নাড়ীর মূলস্থান হইতেছে নাভিদেশে এবং সমাপ্তি ব্রহ্মরন্ধ্রে। দক্ষিণে পিঙ্গলা, বামে ইড়া এবং মধ্যস্থলে সুষুম্নার স্থিতি। সুরের আশ্রয় স্থান এই নাড়ীত্রয়ের সপ্তটী স্থানে; ষড়জবা 'সা' নাভিপদ্মে; ঋষভ "রা" 'রে' হৃদয়ে; গান্ধার বা 'গা' হৃদপদ্মে; মধ্যম কণ্ঠে; পঞ্চম তালুকায়, ধৈবত ললাটে; নিষাদ, ব্রহ্মরন্ধ্রে। এই সপ্তস্বরের গ্রামপ্রকরণ তিনটি যথা, প্রথম উদারা বা ষড়জ-গ্রাম; দ্বিতীয় মুদারা বা মধ্যমগ্রাম; তৃতীয় তারা বা গান্ধার-গ্রাম; নাভি হইতে বক্ষঃদেশব্যাপি যে সপ্তক তাহার নাম 'মন্দ্র' ইহাই প্রথম; দ্বিতীয়গ্রাম বক্ষ হইতে কণ্ঠপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত; তৃতীয়গ্রাম কণ্ঠ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রে সমাপ্ত। নাদের অবস্থিতি শরীরের পঞ্চস্থানে, অর্থাৎ পঞ্চকোষে। ১ম অন্নময়কোষ শিরে; ২য়-প্রাণময়কোষ শিরের মধ্যে; ৩য়-জ্ঞানময়কোষ মস্তিকে, ৪র্থ-মনোময়কোষ জ্ঞানময়ের অন্তর্গত, ৫ম-আনন্দময়কোষ মনোময়ের অন্তর্গত, যথায় আনন্দের উৎপত্তি হয়।

উক্ত প্রবাদবাক্য শ্রুতিপরম্পরায় বহুকাল হইতে এ দেশে চলিয়া আসিয়াছে। সাধারণের পক্ষে ইহার মর্ম্মগ্রহণ বা মর্ম্মভেদ করা দুষ্করব্যাপার। যাহা হউক সপ্তসুর ও তাহাদের উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা করিয়া অযথা কূটতর্ক এবং বাক্যের বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন মনে করি। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই সঙ্গীত বর্ত্তমান আছে, সঙ্গীত অর্থে গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটিকেই বুঝায়। প্রায় সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানেই সঙ্গীত ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। আমাদের দেশে যে অতি প্রাচীনকাল হইতে সঙ্গীতের রীতিমত শাস্ত্র ও বিজ্ঞান সম্মত মতে চর্চ্চা হইয়া আসিয়াছে, তাহার নিদর্শন বহুস্থলে পাওয়া যায়। বেদের দুটী ভাগ মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ। মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই দুই লইয়াই বেদ। সামাজিকের পক্ষে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়েই তুল্য মূল্য, উভয়েই বেদবাক্য, উভয়েই নিত্য এবং অপৌরুষেয়, কোন ব্যক্তির মনগড়া বাক্য নহে। ব্যক্তি-বিশেষে উহার প্রচার করিয়াছে মাত্র। যাঁহারা এই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম ঋষি। বেদমন্ত্র গুলিকে তিনটী শ্রেণীতে ফেলা হয়, ঋক্, যজুঃ এবং সাম্। ঋক্ মন্ত্রগুলি ছন্দে বাঁধা বাক্য; একালে যাহাকে পদ্য বলে; ইংরাজিতে Verse বলা যাইতে পারে। যজুমন্ত্রগুলি ছন্দে বাঁধা নহে। ও গুলি গদ্যমন্ত্র; ইংরাজিতে Prose formula

বলা হয়। সাম মন্ত্র বলিয়া পৃথক মন্ত্র নাই। ঋক্ মন্ত্রে কোন এক একটী বিশিষ্ট সুর দিয়া গাইলেই হয় সাম। যাজ্ঞিকেরা নিগদ ও প্রৈষ্য মন্ত্র বলিয়া অপর একশ্রেণীর মন্ত্রের উল্লেখ করেন, কিন্তু সেগুলিও গদ্যময় বাক্য। অতএব তাহাদিগকে যজুর্মন্ত্রের প্রকারভেদ বলিতে হইবে। এই জন্যই মন্ত্রাত্মক বেদবিদ্যাকে ত্রয়ী বিদ্যা বলে, কারণ ঋক্ যজুঃ এবং সাম এই তিন শ্রেণী ব্যতীত আর চতুর্থ শ্রেণীর মন্ত্র নাই। যে সকল ঋক্ যজ্ঞানুষ্ঠানের সুর সংযোগে প্রধান ঋত্বিক উদ্গাতা কর্ত্তৃক গীত হইত তাহার নাম সাম মন্ত্র। যজ্ঞস্থলে সকল ঋত্বিকের উপর একজন প্রধান ঋত্বিক থাকিতেন তিনি সকলের ক্রিয়া কর্ম্মের পরিদর্শন এবং ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করিতেন। তাঁহার নাম ব্রহ্মা। তিনি ত্রিবেদজ্ঞ হইবেন—ব্রহ্মা নামই তাঁহার শ্রেষ্ঠতা সূচক; এই সকল ব্রহ্মারাই রাগ রাগিণীর জন্মদাতা এবং সঙ্গীতের স্রষ্টা।

(ক্রমশঃ)

হরিহরের বৈরাগ্য।

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মল্লিক।

রাম। কিহে হরিহর স্নান টান হবে নাকি?

হরি। আর ভাই চান্, এই তেল মেখে মাথায় অমনি দু' ঘটি জল ঢেলে গামছা দিয়ে গাটা গুলো মুছে ফেলা, আমাদের আবার চান্।

রাম। এই বার বোধ হয় আহার করে একটু নিদ্রা যেবে?

হরি। ওইদুটো ডাল ভাত নাকে মুখে গুঁজে একটা পান মুখে ফেলে দিয়ে ঘণ্টা দুই একটু পাশ মেড়ো দিয়ে নেওয়া আমাদের আবার আহার, আবার নিদ্রা।

রাম। বৈকালে একটু বেড়াতে যাওয়া হয়?

হরি। রাম রাম বেড়াব আবার কোথায়? ঐ রাস্তায় বেড়িয়ে একটু এ দিক ও দিক পায়চারী করা।

রাম। রাত্রে আহারাদি!

হরি। কিছু না কিছু না।

রাম। তবে পাঁটার হাঁড়ি চড়েছে যে?

হরি। ও সামান্য দু এক টুকরা মাংস একটু ঝুস্ আর খান দুচ্চার লুচি কেবল দাঁতে কাটা, আর জল স্পর্শ করিনে।

রাম। তোমার পরিবার বোধ হয় এখানে আছে?

হরি। সে যদি বললে ভাই তা সে না থাকার মধ্যে, আমি এখন বৈরাগ্য অবলম্বন করেছি তবে কি জান রেতে ভূতের ভয়ে একলা শুতে পারিনে বলে একটা মানুষ কাছে রাখা, হায় হায় আমাদের আবার পরিবার!

রাম। আহা তোমার কষ্ট দেখে বাস্তবিক কান্না পায়।

শ্যামনামে শ্রীমতী।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন কবিরাজ।

সই, কেমনে শ্যামেরে পাব!
পরাণে-পরাণ নাহিক আমার
বুঝি পরাণে মিশিয়া যাব!
আপনার মনে আছিনু করমে
মধুমাখা নাম ভাঙ্গিল ভরমে,
সে নামে আমার সকলি ঘুচিল,
জানিনা এমন হব!
কিসে দেখা পাব কেমনে হেরিব
মনের বেদনা কব!

(২)

সই, শ্যাম সে আমার গতি
শ্যামের কারণে বাঁচিনা পরাণে
কোথা বা শ্যামের স্থিতি?
কি নাম শুনিনু কি নামে মজিনু
পাগলিনী প্রায় নামেতে হইনু
আবেশে অবশ হৃদয় অলস
মরমে নাইক মতি
সরলা অবলা না জানি লো ছলা
হেরিতে বাসনা অতি।

(৩)

সই, কেনবা এমন হ'ল!
নাহিক দেখিনু নাহিক চাহিনু
শুধু নামেতে সকলি গেল
শ্রবণে শুনিনু মধুর নাম;

বদনে বারেক বলিনু শ্যাম ;
যতবার বলি আর (ও) সাধ হয়,
প্রাণ বুঝি কাড়ি নিল।
শ্যাম বিনা আর নাহিক রাধার
নামে কি লুকান ছিল।

(৪)

সহ, শ্যাম সে জপের মালা
ধরম করম সরম ভরম
সকলি রাধার বালা।
মুখে শ্যাম বলি গাই শ্যাম গান,
বিভোর হইয়া হারাই গেয়ান,
কখন শুনিনি কখন বুঝিনি
নামেতে এ কিলো জ্বালা
হেন যার নাম সে যে অভিরাম
তারে কি পাবে না বালা।

রামময় আশ্রম।

প্রতি বৎসরের মত এবারেও কুণ্ডা রামময় আশ্রমে মহাসমারোহে শ্রীশ্রী কুণ্ডেশ্বরী মাতার পূজা ও উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই পূজা উপলক্ষে কুণ্ডায় একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। এবৎসর পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা মেলায় বহু দূর দেশ হইতে দোকান পাট আসিয়াছিল, বড়ই আনন্দের বিষয় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর এই মাতৃ পূজার প্রবাসে বৎসরান্তে প্রবাসীর এই আনন্দ উৎসবে সকল বাঙ্গালী সপরিবারে আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। পর্ব্বত পরিবেষ্টিত প্রস্তরের মধ্যে মহামায়া কুণ্ডেশ্বরীর রজত ধবল শুভ্র গগন স্পর্শী মন্দির! সেই মন্দির পরিবেষ্টন করিয়া দলে দলে বাঙ্গালীর মেয়েদের প্রদক্ষিণ সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! মায়ের পাদপদ্মে তাহাদের ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী দেওয়া দেখিলে বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া থাকিতে হয়। মনে হয় অকস্মাৎ সাঁওতাল পরগণাটী কেমন করিয়া বাঙ্গালা দেশে পরিণত হইয়া বাঙ্গালীর পল্লী শোভায় সুশোভিত হইল। কোথা হইতে এত বঙ্গনারী এখানে উপস্থিত হইল? পূজার দিন হোম, চণ্ডীপাঠ, সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে প্রসাদ বিতরণ, বেলা দুইটা হইতে দরিদ্র নারায়ণের সেবা সে দৃশ্য দেখিয়া মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইয়াছিল। বৈকালে শ্রীযুক্ত শশিকান্ত পুরাণশাস্ত্রী, বি, এ, মহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন এই সমস্ত অনুষ্ঠান সেই পুরাকালের আশ্রমের কথাই স্মরণ করিয়া দিতেছিল। ৩০।৪০ ক্রোশ দূর হইতে সোৎসাহে দলে দলে সাঁওতাল, ভীল, বেহারী, হিন্দুস্থানী এই উৎসবে আসিয়া যোগদান করিয়াছিল সে এক বিরাট বিপুল ব্যাপার! সহস্রাধিক দরিদ্র কাঙ্গালী মহানন্দে ভোজন করিয়া কুণ্ডেশ্বরী মাতার জয়গানে দিগন্ত মুখরিত করিয়াছিল। জামতাড়ার বিখ্যাত সাঁওতালী ঝুমুর ও কলিকাতার বিখ্যাত সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের যাত্রা দিবসত্রয় ধরিয়া মহা ঝড় বৃষ্টির মধ্যে গীত হইয়াছিল। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় জলে ভিজিয়া ভিজিয়া লোকে যাত্রা শুনিতে আসিয়াছিল। অমৃত বাজারের শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষ, হিতবাদীর ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পৃথিবীর ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কমলহরি মুখোপাধ্যায় ইহারা সকলেই এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন ও তাঁহাদের দ্বারা আশ্রমে একটী সাহিত্য সম্মিলনী হইয়াছিল।

এই উৎসব ও পূজা উপলক্ষে বিখ্যাত মণিকার, মণিলাল কোং'র সুযোগ্য স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন এবং এই উৎসব উপলক্ষে অজস্র অর্থব্যয় করিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই।

সৎমা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ভৃত্য আসিয়া তামাকু দিয়া গেল। বিনোদলাল তামাকু টানিতে লাগিলেন। মৃগমদগন্ধী প্রচুর উদ্গীর্ণ ধূমে ঘরখানি যেন কুয়াসায় আবৃত্ত হইয়া উঠিল। এবুঝি গৃহ স্বামীর জীবনেরই স্ফুর্ত্তিহীন জড়তাময় আভাস।

ভৃত্য একপাশে দাঁড়াইয়াছিল। বিনোদলাল তাহাকে বাটীর ভিতরে হীরেণের আগমন সংবাদ দিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ইঁহার মধ্যে শ্যালক ভগ্নীপতির বিশেষ কোন

কথাবার্ত্তা হইল না। উভয়েই অন্যমনস্ক। একজন ভাবিতে-ছিলেন—বিগত জীবনের সুখোৎসব, অপরে ভাবিতেছিলেন—শূন্যকে পূর্ণ করিবার উপায়। অন্তরাল হইতে একজন দাসী হীরেণ বাবুকে ডাকিল। হীরেণ অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। সেই জন মানবহীন কক্ষে বসিয়া বিনোদলাল আবার পূর্ব্বস্মৃতির রোমন্থন আরম্ভ করিলেন।

অন্তঃপুরের একটা প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে একখানি বহুবর্ণ বিভাসিত কারুকার্য্যময়ী গালিচায় আসন পাতা ছিল। হীরেণ তাহারই উপর উপবেশন করিলেন। অর্দ্ধাবগুণ্ঠাবৃত ইন্দু স্বামীর সম্মুখে একথালা জল খাবার রাখিয়া একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইল। হীরেণ বক্রকটাক্ষে প্রিয়তমার পানে একবার চাহিলেন। দেখিলেন—মেঘময়ী পূর্ণিমার মত সে মুখখানি আজ যেন কেমন অপ্রসন্ন। হীরেণ ইন্দুর স্বভাব জানিতেন, তিনি বুঝিতে পারিলেন—ইহা রাগ নয়, দুঃখও নয়, চিন্তার উদ্বেগপূর্ণ অস্পষ্ট মলিনতাও নয়,—ইহা মানিনীর মনোদেশের মান। ইহা স্বামীর উপর সতীর সরল সহজ অভিমান। এ অভিমান অকারণ নহে। ইন্দু বাপের বাড়ীতে আসার পর হীরেণের এই প্রথম আগমন। যে স্বামী ইন্দুর একমাত্র আরাধ্য, জীবনের নিশ্চল ধ্রুব তারা, সাধনার পূর্ণালোক, প্রেমের পার্থিব দেবতা,—এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ইন্দুকে কি তাঁর দেখিতে আসা উচিত ছিল না? এই জন্যই ইন্দুর অভিমান কতকটা স্বামীর উপর, কতকটা নিজের উপর, কিন্তু সে অভিমানে কোপের স্ফুরণ ছিল না। হীরেণ ইহা ভাল রকম জানিতেন। তিনি চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিলেন, জলখাবার স্পর্শও করিলেন না, ইন্দুর মান ভাঙ্গিবার চেষ্টাও করিলেন না। ইন্দু বুদ্ধিমতী, আপনার শরীরের প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ দিয়া সে স্বামীকে চিনিয়া লইয়াছিল, স্বামীকে নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া,—ইন্দুর অভিমান অঙ্কুরেই আঘাত পাইল। স্বয়মাগতা কবিতার মত সে স্বামীর নিকটে সরিয়া আসিল। বলিল—"খাবার-গুলা কি দেখিবার জন্যই দেওয়া হইয়াছে?" হীরেণ দেখিলেন—এইবার ঔষধ ধরিয়াছে। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"দেবতা নৈবেদ্য খাইয়া ফেলিলে ভক্ত কি প্রসাদ পাইতে পারে?" ইন্দু উত্তর দিল—"আমি ত সে রকম ভক্ত নই, আমি কণামাত্র প্রসাদের ভিখারিণী, কিন্তু তা'তেও বঞ্চিত কেন? এতদিন এসেছি,—এক দিনও কি আসিতে নাই?"

হীরেণ বলিলেন তাতে ভালবাসার অভাব বুঝনা ইন্দু! কাজের ঝঞ্ঝাটেই এতদিন আসিতে পারি নাই। নৈলে, আমার ইন্দুকে ছেড়ে আমি যে একদিনও থাকিতে পারি না।

এই একটী মাত্র কথাতেই ইন্দুর সমস্ত অভিমান শীতের ঊষার সরোজিনীর মত শুকাইয়া গেল। ইন্দু স্বামীর আরও কাছে আসিয়া বসিল। স্বামী-স্ত্রীতে আবার সুমধুর সন্ধি স্থাপিত হইল! ইন্দু শ্বশুর বাড়ীর সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিল, তার পর দাদার সংসারে ঔদাসীন্যের কথাও তুলিল দাদার জন্য একটী বড় মেয়ে খুঁজিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিল। তাহার ফুল্লাধরে আজ গোলাপের আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—তাহাতে একটী দ্রুতবিলম্বিত প্রেম চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দিয়া হীরেণ বহির্ব্বাটিতে চলিয়া আসিলেন।

(৩)

বিনোদ লালের মন দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তিনি সংসারের প্রত্যেক খুটনাটিটি সর্ব্বভেদিনী সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরিয়া ফেলিতেছিলেন। আহারের সময় আর সে স্নেহ মধুর অনুরোধ বিনোদলালের কর্ণগোচর হয় না। ভোজনান্তে পানের ডিবা যথাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। পানগুলি নিপুণ নারীহস্তের সযত্ন রচিত হইলেও, তাহাতে চুণ খয়ের সমান হয় না। শয্যা কেমন যেন বিমথিত বিশৃঙ্খল. বিনোদলাল পদে পদে মৃতা পত্নীর অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই বাড়ী—সেই—ঘর সেই পুলকেগড়া আনন্দদুলাল শিশুগুলির কলহাস্য, সেই আলোক বাতাসে সংসারের দৈনন্দিন আত্মপ্রকাশ; সবই যেন প্রাণ-হীন, কিছুই আর ভাল লাগে না! ইন্দুর পত্রে হীরেণ প্রায়ই বিনোদলালের এইভাবে অভাবের সংবাদ পাইতেছিলেন। সতী শোকাতুর সমাধিমগ্ন শিবকে সংসারের মঙ্গল অনুষ্ঠানে লিপ্ত করিবার জন্য হিন্দুকবি পার্ব্বতী পরিকল্পনা করিয়া-ছিলেন! বিনোদলালের জন্য হীরেণও পাত্রী খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

পুরুষ জগতের কর্ম্মঠ উপাদান, নারী তাহার মহাশক্তি। পুরুষ কার্য্যের বহিস্ফুরণ, নারী অন্তরে নিগূঢ় মহিমা। নারীর সেই বিরাট সত্তা ভাগ্যদোষে হারাইয়া বিনোদলাল সংসার মন্দিরে পাষাণ বিগ্রহের মত বিরাজ করিতেছিলেন। ঠিক্ এই সময় সেই অন্ধকার ময় দেউলে আরতির ঘৃতদীপ

আসিবার জন্ত একব্যক্তি বিনোদলালের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে বিনোদলালকে নমস্কার করিল এবং তিনি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই একখানি পত্র বিনোদলালের হস্তে প্রদান করিল।

বিনোদলাল পত্র পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ বিষাদে হর্ষে রামধনুর মত পরিবর্ত্তিত হইল। পত্রখানি হীরেণের লেখা। আগন্তুক দুইটী বয়:প্রাপ্তা বালিকার সন্ধান দিবার জন্ত, হীরেণের অনুরোধে বিনোদলালের কাছে আসিয়াছিল। বিনোদলাল আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ মেয়ে দু'টী দেখিয়াছেন?"

আগ। আজ্ঞে হাঁ।

বিনো। ইহাদের বয়স কত?

আগ। একটীর ১৮।১৯, আর একটীর ১৫।১৬ হইবে।

বিনো। কোন্‌টী দেখ্‌তে ভাল।

আগ। দু'টীই ভাল, তবে বড়টী দেখ্‌তে খুব ভাল।

বিনো। নাম কি?

আগ। জ্যোৎস্নাময়ী।

বিনো। আচ্ছা। আমি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, আপনাকে সংবাদ দিব। আপাততঃ হীরেণের পত্রের উত্তর দিতেছি।

বিনোদ লাল—বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। আগন্তুক তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিল টেবিলের উপর—লিখিবার সরঞ্জাম ছিল, বিনোদ লাল পত্র লিখিতে লাগিলেন। তাঁহার—পেশী পুষ্ট সুদৃঢ় হস্তও আজ যেন কাঁপিয়া উঠিল। হায়! আজ তিনি কি করিতেছেন? মৃত পত্নীর শেষ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া—আর একজনকে জীবনের সঙ্গিনী করিবার প্রতিশ্রুতি দিতেছেন? এই কি প্রেমের পবিত্রতা? এই কি স্বামীর কর্ত্তব্য? কিন্তু উপায় কি?—সংসারের বিরাট যন্ত্রনাদায়—বিপত্নীক জীবন যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। রাম যে স্বর্ণ সীতা গড়িয়া প্রেমের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তবে বিনোদলালের দোষ কি? পুরুষের হৃদয়—স্বচ্ছ দর্পণ,—তাহাতে অনেকের মূর্ত্তিই প্রতিবিম্বিত হয়। যে সম্মুখ হইতে চলিয়া যায়,—দর্পণ কি তাহার মূর্ত্তি ধরিয়া রাখে। তবে বিনোদলাল আবার বিবাহ করিবেন না কেন? জীবনের ভগ্নাংশ কি—এই ভাবেই অপব্যয় করা উচিত? যে গোলাপকে বুকে তুলিয়াছে সে কি মল্লিকাকে অনাদর করিতে পারে? বিনোদলাল ক্ষিপ্র হস্তে পত্র শেষ করিলেন। আগন্তুক অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। বিনোদলাল—আবার চিন্তামগ্ন হইলেন। তাঁহার বুকে—সিন্ধু মন্থনের আলোড়ন। সে সংঘর্ষণের অমৃত ফল—ভগবানের চরণে লুটাইয়া পড়িল। তাঁহার বিষটুকু—অশ্রুবিন্দুরূপে নেত্র কোণে দেখা দিল।

বিনোদলাল যখন প্রকৃতিস্থ হইলেন—তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। হীরক-খচিত নীলাম্বরি পরিয়া—চন্দ্রমাশালিনী যামিনী নিসর্গের অভিসারে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছে। বিনোদ লাল বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আহারে সেদিন প্রবৃত্তি ছিল না। তিনি শয়ন কক্ষে চলিয়া গেলেন। একটা অরুন্তুদ মর্ম্ম যাতনার বিরাট দীর্ঘশ্বাস-নৈশ বাতাসে মিশিয়া বিনোদলালের সুখ-শয্যাকে কণ্টক শয্যায় পরিণত করিল। যে শয্যালয়—একদিন রমণীর নূপুর শিঞ্জিতে স্বর্গ বলিয়া মনে হইত, আজ সেখানে—সাহারার শুষ্ক বালুকায় ধূ ধূ করিতেছে। বিনোদ লাল চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন। স্বপ্নময়ী বিনিদ্র রজনী—আজ তাঁহার পক্ষে কি বিভীষিকাময়ী!

(৪)

পরদিন প্রত্যুষে—হীরেণ ও শশী আসিলেন। বিনোদ গত রাত্রেই—নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বিবাহে তাঁহার আর অমত ছিল না। একটু চক্ষুলজ্জা ছিল। হীরেণের কথায় সে টুকুও বিদায় লইল। হীরেণ প্রথমেই বলিলেন—দুইটী পাত্রী আপনার জন্য স্থির করিয়াছি। আপনি কোনটীকে বিবাহ করিবেন?

বিনো। আমি তো কোনটীকেই দেখি নাই। তবে আমার অভিমত যাহার বয়স বেশী এবং দেখিতে সুন্দরী—সেইটীকেই গৃহিনী করা উচিত।

হীরে। তবে জ্যোৎস্নাকেই বিবাহ করুন। সে বয়সে বড়—অপেক্ষাকৃত দেখিতেও ভাল।

হায় রূপপিপাসা! অর্জ্জুন-নিঃক্ষিপ্ত শরে ভূগ-ভোত্থিত ভোগবতীর জলেও তোমার শান্তি হয় কি? বিনোদ লাল তপ্ত আকাঙ্খার বলিয়া ফেলিলেন—তবে দিন স্থির কর। শশী একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন 'কন্যাপক্ষ ১০ই অগ্রহায়ণের মধ্যেই বিবাহ দিতে চান"।

ক্রমশঃ

ভারতবর্ষ।

(১) ভারত সাম্রাজ্যের পরিমাণ ফল ১৮,৭০,০০০ বর্গ মাইল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথম লোক সংখ্যা গণনা করা হইয়াছিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে জনসংখ্যা ২৮ কোটি ৮০ লক্ষ। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ কোটি ৯০ লক্ষ। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে লোক সংখ্যা ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ ১ হাজার ৯৯ জন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে জন সংখ্যা মোট ৩১,৮৯,৪২,৪৮০; ইহার মধ্যে ১৬,৩৯,৯৫,৫৫৪ পুরুষ এবং স্ত্রীলোক ১৫,৪৯, ৪৬,৯২৬ জন। অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর জন সংখ্যায় প্রায় একপঞ্চমাংশ। ইহারা বর্ত্তমানে প্রায় ১৭ লক্ষ বর্গ মাইল ব্যাপী স্থানে ছড়াইয়া আছে।

(২) ভারতে মোট ১,৪২,২০৩ স্কুল আছে। তন্মধ্যে বালিকা শিক্ষার নিমিত্ত ১৪,১৮৩ বিদ্যালয়। বঙ্গদেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৭ জন, মাদ্রাজের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা কিঞ্চিদধিক ৭৷৷০ জন এবং বোম্বায়ের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৬ জন লিখিতে ও পড়িতে পারেন। ভারতে পুরুষের মধ্যে হাজারে ১০৫।৬ জন এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে হাজারে ১০৷৷০ জন লিখিতে ও পড়িতে জানেন। এক শত বালকের মধ্যে দশজন এবং এক শত বালিকার মধ্যে একটির মাত্র অক্ষর পরিচয় হইয়া থাকে। ভারতের লোক সংখ্যা হিসাবে শিক্ষার কি শোচনীয় দুরবস্থা !!

(৩) ভারতে মোট পল্লীর সংখ্যা ২৮ কোটি। প্রতি গ্রামে গড়ে ৩৯০ জন লোক বাস করে। শত করা দশ জন সহরে বসতি করে—অবশিষ্ট পল্লীবাসী।

(৪) ভারতের গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুদীর্ঘ রাজবর্ত্ম। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৮,০০০ মাইল। বর্ত্তমানে ইহার অনেক স্থান নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

(৫) ভারতে ফরাসী অধিকৃত ভূখণ্ডের পরিমাণ ১,৭৮০ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। ফরাসী চন্দননগরে বৃটিশ প্রজার সংখ্যা ১৪,৪৫০ জন।

(৬) ভারতের লোকের বার্ষিক আয় ত্রিশ টাকা। প্রতি মানুষের দৈনিক ছয় পয়সা আয় মাত্র। ভারতবাসী বৎসরে কুড়ি টাকার দ্রব্য আহার করিতে পায় কি না, সন্দেহ। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প ব্যয়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয়।

(৭) ভারতবর্ষ ও চীনের রাজপ্রতিনিধি পৃথিবীর অর্দ্ধেকের উপর লোকের শাসন ভার বহন করিয়া থাকেন।

(৮) পূর্ব্বে ভারতে হাজার করা গড়ে ২৩ জন মাত্র লোকের মৃত্যু হইত; বর্ত্তমানে উহা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় গড়ে ৪০ জন হইয়াছে। ভারতে প্রতি সেকেণ্ডে একটি করিয়া শিশু মাতৃক্রোড় শূন্য করিয়া মৃত্যুর কবলে পতিত হয়।

(৯) আফগানিস্থানের নিকট নিরেট পর্ব্বত কাটিয়া যাওয়ায় এক বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি বাহির হয়। পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা সুবৃহৎ প্রস্তরমূর্ত্তি আর কুত্রাপি নাই। আমেরিকার স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তি পৃথিবীতে আকার হিসাবে দ্বিতীয় স্থানীয়

(১০) পৃথিবীতে যত প্রকার পরিধেয় বস্ত্রাদি আছে, তন্মধ্যে ভারতের কাশ্মিরী শাল প্রস্তুত করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় নিয়োজিত হয়। এক জোড়া ভাল শাল প্রস্তুত করিতে প্রায় তিন বৎসর লাগিয়া থাকে।

শেরিফের ঘোষণা।

১৯২৩ সালের ৪ঠা মে তারিখে কলিকাতা হাইকোর্টের সাধারণ আদিম বিভাগের (Ordinary original civil jurisdiction) আদেশ অনুসারে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ বিক্রীত হইবে। এই মোকদ্দমার নম্বর ৯৯৮, ১৯১৬ সালে এই মোকদ্দমা দায়ের হয়। এই মোকদ্দমায় মদনগোপাল দে বাদী ও বিপিনবিহারী ধর প্রতিবাদী। এই মোকদ্দমায় ১৯১৭ সালের ১২ই জানুয়ারী ডিগ্রী হয়। কলিকাতার সেরিফ এই ডিগ্রী অনুসারে কোর্ট হাউসের নিম্নতলে ১৯২৪ সালের ১৪ই নবেম্বর প্রকাশ্য নীলামে বেলা ১২টার সময় নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন :—

(১) প্রতিবাদী বিপিনবিহারী ধরের সমস্ত অবিভক্ত অর্দ্ধাংশ ও জমি যাহা ৬১।৮ এ, ৬১।৯ এ, ৬১।১০ এ, ৬১।১১ এ, ৬১।১২ এ, ৬১।১৩ এ, ৬১।১৪ এ, ও ৬২।এ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে কলিকাতা সহরে আছে। ৫৪৪নং ৭নং ব্লকে কলিকাতা সহরের দক্ষিণাংশে ইহা অবস্থিত এবং কেবল মাত্র ৮৵১১ পাই সরকারী রাজস্ব দেওয়া হয়। এই বাড়ীর উত্তরে ৬২।১ এ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্ এবং পূর্ব্বে ও দক্ষিণে বৌবাজার মার্কেট এবং পশ্চিমে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্।

(২) উপরোক্ত প্রতিবাদীর লীজ প্রাপ্ত সমস্ত সম্পত্তি যাহা উক্ত বাটীর অর্দ্ধেক অংশে আছে। ৩১ বৎসরের জন্য এই লীজ লওয়া হইয়াছিল। এই লীজের কাল এখনও শেষ হয় নাই। ১৯০৮ সালের ৭ই ডিসেম্বর একখানি লীজ পত্র দ্বারা বঙ্কুবিহারী ধর একদিকে ও ইসাক মোসেস অন্য দিকে থাকিয়া উভয়ের মধ্যে এই লীজ দেওয়া হয়। পরে উক্ত ইসাক মোসেস ১৯১৪ সালের ২৯শে জুন একখানি লীজ-পত্র দিয়া (Indentured of lease) ইসাক প্রতিবাদীকে দেয়।

১৮৬৫ হইতে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা আসু রেন্সের রেজিষ্ট্রারের অফিসে অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে উক্ত সম্পত্তি বন্ধক রহিয়াছে। সরকারী রিসিভার কে এস্ বেনার্জ্জী এক্সোয়ারের নিকট ১০ হাজার টাকায় বার্ষিক শতকরা ১২৲ টাকা সুদে বন্ধক আছে। ১৯২২ সালের ৩০শে নবেম্বর তারিখে বুক নম্বর ১ প্রথম খণ্ডে ১৩৯ পাতা ৭৯—৯২ পৃষ্ঠায় রেজিষ্ট্রি করা হয়। ১৯২২ সালের ৫০৮৮ নম্বর।

যে টাকা পাইবার জন্য সম্পত্তি বিক্রয় করা হইবে তাহার পরিমাণ ৬৬২৪৪৷৴০ আনা। ইহা মোকদ্দমার খরচ খরচা ও সুদ এবং সেরিফের পাউণ্ডেজ ও চার্জ্জ সমেত।

বিক্রয়ের দিন অথবা তাহার পূর্ব্বদিন কলিকাতা সেরিফের অফিসে অথবা বাদীর এটর্ণীর অফিসে দেখা যাইতে পারে এবং ঐ সর্ত্ত সমূহ বিক্রয়ের সময় দেখান ও পঠিত হইবে।

রাটার এণ্ড কোং
বাদীর এটর্ণী।
৮।২ হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

শেরিফের আফিস,
২০শে আগষ্ট ১৯২৪।

ডব্লু, এল, ক্যারী
শেরিফ।

মজলিস

কলেজের ছাত্র।

(শ্রীশচীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়)

আমরা নবীন কলেজেরই ছাত্র।
বঙ্গ মাতার শেষ ভরসা মাত্র।
আমরা বেড়াই পাম্‌সু দিয়ে পায়,
মাথায় টেরি, 'পাঞ্জাবী' দি গায়।
বিদ্যে মোদের অনেক আছে পেটে,
তালিম সবাই, কায়দা কানুন ঘেঁটে।
কলেজ যেতে হাতে থাকে খাতা,
'লাষ্ট বেঞ্চে'—গল্পে শুধু মাতা।
ক্লাসেতে নাম ডাক্‌লে প্রফেসার,
মজবুত খুব ব'ল্‌তে "ইয়েস্‌স্যার।"
তার পরেতেই—টিকী দেখা ভার—
ক্লাশ-পালাতে—বড়ই হুঁসিয়ার।
মোদের গুণের না' পায় কেহ অন্ত,
নাটক নভেল—পড়ি অফুরন্ত,
পাঠ্য বইএ—মন বসে না তাই।
"কিন্নরী" আর "চরিত্রহীন" চাই।
যোগাড় ক'রে-কোমল শব্দ রাশি
পদ্য লিখতে আমরা ভালবাসি,
সে কবিতা—পড়ে না অজবুক,
সেই দুঃখেতেই যায় সে ফেটে বুক।
সেণ্টিমেণ্টের' পানে মোদের ঝোঁক,—
বোঝে না তা'—বাংলা দেশের লোক।
'রেস্টুরেণ্টে'—লাইট রিফ্রেস্‌মেণ্ট!
গন্ধ ঢাকি—মেখে মধুর সেণ্ট!
হুজুক পেলে—অমনি তা'তে মাতি
'ইন্সিয়ং' বাড়ি ফুলিয়ে বুকের ছাতি,
সকল সময় সুখের কথাই খুঁজি,
কাজের বেলায় পাবে নাকো খুঁজি!
বুড়া গুলায়—বলি "ওল্‌ড ফুল"।
'ফি-লাভ' মোদের এ জীবনের মূল।
"বিউটী" মোরা ক'র্ত্তে বিয়ে চাই।
পরের চো'খে—প্রত্যয় তাই নাই।
অনেক বেরোয়—দেখ্‌লে মোদের মেজে,
লিখ্‌লে সে সব পুথি যাবে বেড়ে,
'অনারেবল রিট্রিট'—দিলাম আজ।
ভবিষ্যতে রইল দেশের কাজ।

সৎমা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বারান্তরালে একখানি প্রফুল্ল মুখ—প্রবল উৎকণ্ঠায় এতক্ষণ প্রতীক্ষা করিতেছিল, কঙ্কনের মৃদু ঝঙ্কারে আপনার গোপন অস্তিত্বের আভাস দিয়া, মুখখানি সরিয়া গেল। সহসা পুরোহিত ঠাকুর বৈঠকখানার গৃহে অভি-ভূর্ত হইলেন। ইন্দু পূর্ব্বেই তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিল। হীরেণ ও শশীর আগ্রহাতিশয্যে - পুরোহিত পাঁজি দেখিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া দিলেন। হীরেণ দেনা পাওনার ভার শশীর উপরই অর্পণ করিলেন। দ্বিতীয় পক্ষ—কর্ত্তা-কর্ত্তা স্বেচ্ছায় যাহা দিবেন তাহাই লওয়া উচিত। তিনজনে মিলিয়া শুভকর্ম্মের সূচনায়—তাহাই স্থির করিলেন। হীরেণ পাত্রী আশীর্ব্বাদের ভার লইলেন। পুরোহিত বলিলেন—আগামী বুধবার তোমরা মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিও, কন্যাপক্ষ—শুক্রবার পাত্র আশীর্ব্বাদ করিবেন।

সূর্য্যদেব চক্রবাল রেখার বহু উর্দ্ধে—উঠিয়া শীতের কুহেলীর অস্পষ্টতা ভেদ করিয়া প্রফুল্লনেত্রে ধরণীর পানে চাহিলেন। বেলা হইয়াছে বলিয়া শশী চলিয়া গেল। হীরেণের আর সে বেলা যাওয়া ঘটিল না। মধ্যাহ্নের তৃপ্তিময় ভূরি-ভোজন—হীরণের ঘটক বৃত্তি—কথঞ্চিৎ পুরস্কৃত করিল।

(৫)

যথা সময়ে বিবাহ হইয়া গেল। বিনোদ মঙ্গলময়—প্রভাতে নববধূ লইয়া গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার লক্ষ্মীহীন ভবন প্রাঙ্গণের তৃণলতাটী যেন এই নববধূকে বরণ করিয়া লইবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল। ইন্দু—পক্কাম্বর তুল্য অধর—নীরস শঙ্খের শুভ্র মুখে স্পর্শ করিয়া ভ্রাতৃজায়াকে আহ্বান করিবার জন্য সজোরে ফুঁ দিল। জ্যোৎস্না স্বামি-গৃহেই রহিয়া গেল।

বিনোদ ইন্দুকে সহর্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ইন্দু! কেমন বৌ দিদি হয়েছে? ইন্দু কে স্বীকার করিতে হইল—বৌ দিদি অপূর্ব্ব সুন্দরী। এই সৌন্দর্য্যের মায়া জালের ভিতর—স্নেহ মমতা কেমন প্রসারতা লাভ করিতে পারে—তাহা বুঝাইবার জন্য অদৃষ্টদেব অপরের অলক্ষে হাসিতে লাগিলেন।

জ্যোৎস্না প্রথমে আকাশ-প্লাবনের মত পতি গৃহের সর্ব্বত্রই ঝরিয়া পড়িল। সপত্নি পুত্র দুইটীকে কোলে টানিয়া লইল। তাহাদের হাতে সন্দেশ ও খেলানা দিল। গোপনে বুঝিবা একবার মুখ চুম্বনও করিল। শূন্য ঘর পূর্ণ হইল ভাবিয়া বিনোদ বহুকাল পরে—আরামে অশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

শাস্ত্র কর্ত্তা বলিয়াছেন সেবকায় পুরাতনঃ—বিনোদ ভাবিলেন—নূতনের মধ্যে স্ত্রীই ভাল হইয়া থাকে—চাণক্য শ্লোকটা এবার সম্পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে, স্ত্রী-সেবিকা নহে,—জীবনের সঙ্গিনী। পুরাতন বর্ষের মত পুরাতন স্ত্রীর কথা ভুলিয়া যাওয়া চাই। নূতন আসিয়াছে, তাহাকে আবাহন করিতে হইবে।

হে'থা হতে যাও পুরাতন।
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হ'য়েছে।

(৬)

নূতন বধূকে ঘর-কন্না গুছাইয়া দিয়া, মাতৃহীন শিশুটীকে স্নেহদৃষ্টিতে দেখিবার উপদেশ দিয়া, বিগত বাত্যাবেগ—বিপত্নীক দাদাকে যত্ন করিতে বলিয়া আনন্দময়ী ইন্দু শ্বশুর গৃহে চলিয়া গেল। সে দাদাকে দেখিবার জন্যই আসিয়াছিল, এখন দাদার সমস্ত অভাব পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া ভ্রাতৃ-সংসার হইতে বিদায় লইল। ভ্রাতুষ্পুত্র দুইটীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ইন্দু পাল্কীতে আরোহণ করিল।

নববধূ—নব সংসারকে চারিদিক হইতে মায়া বেষ্টন দিয়া ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ছেলেদুটী নূতন মার অনুগত হইয়া পড়িল। বিনোদলাল দেখিলেন—তাঁহার গৃহের সমস্ত আসবাব দুইখানি বলয়-মণ্ডিত করের অমিয় স্পর্শে জড়ত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছে। লক্ষ্মীর চন্দনাঙ্কিত ভাণ্ডারে আবার বুঝি লক্ষ্মী ফিরিয়া আসিয়াছেন।

শীঘ্রই নববধূর সন্তান সম্ভাবনা ঘটিল। ছেলেদুটী নূতন মাকে একবার আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিল। অদৃষ্ট দেবতা আর একবার হাসিয়া লইলেন। ইত্যবসরে অখণ্ড নিয়তির পদক্ষেপ গণনা করিতে করিতে জ্যোৎস্না একটী পুত্র প্রসব করিল।

নবকুমার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এদিকে সুবোধ ও তাহার ভ্রাতা সুশীল অন্ধকার স্থানের উদ্ভিদের মত আত্ম-বিকাশে বঞ্চিত হইয়া পড়িল। যে জ্যোৎস্না সপত্নী পুত্র দুইটীকে নিজের সমস্ত হৃদয়খানি ঢালিয়া যত্ন করিত, সে জ্যোৎস্না আজ তাহাদের দেখিলে জ্বলিয়া যায়। শর্করা মণ্ডিত কুইনাইনের ট্যাবলেটের মত তাহার মুখের মাধুর্য্য হৃদয়ের তিক্ততা আর বুঝি ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। স্বামি সোহাগিনী জ্যোৎস্না সুবোধ সুশীলের ত্রুটি বিচ্যুতি স্বামীর কাছে সর্ব্বদাই কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার কাণ ভারি করিতে লাগিল। সহসা এ কিসের পরিবর্ত্তন! কোন অদৃশ্য মন্থরার প্ররোচনায় জ্যোৎস্নার বুকে এ অতর্কিত সাপত্ন্য দ্বেষের আবির্ভাব? হায় ভাগ্য দেবতা! মানব জীবন লইয়া তুমি কি চিরদিনই এইরূপ রহস্য খেলায় মগ্ন থাকিবে? মানবকে দানবের মেদ মাংস দিয়া গঠন করিতে কেন তোমার এত আগ্রহ?

জলে বিজলীতে ভরা একখানা কালো মেঘ সময় বুঝিয়া জ্যোৎস্নার মুখে অবগুণ্ঠনের স্থান অধিকার করিল। মেঘময়ী পূর্ণিমার মত জ্যোৎস্নার নিখিল গুণরাশি হিংসার কালিমায় ঢাকা পড়িয়া গেল। প্রেমের প্রাণঘাতী পরিতর্পণে বিনোদলালও ঠিক্ থাকিতে পারিলেন না। জ্যোৎস্নার কথায় তিনি ছেলে দুটির উপর দিন দিন বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। ফলে হতভাগ্য বালকদ্বয় পিতৃগৃহে আর থাকিতে পারিল না। মাতুলালয়ে চলিয়া গেল। জ্যোৎস্না একা একেশ্বরী একটা ক্ষুদ্র শিশুকে অঙ্কে তুলিয়া ধরিয়া অমূল্য সম্পদের মত স্বামীর সমস্ত স্বত্বে দখলীকার হইল। শিশু ক্ষুদ্র হইয়াও বামণ দেবের মত বিনোদের স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ত্রিপাদ গ্রহণের ছলে অধিকার করিয়া লইল। সুবোধ সুশীলের নাম আর বিনোদলালের মনেও রহিল না। তাহারা দুঃখ কষ্টের ঘোর আবর্ত্তনে গোকুলস্থ কৃষ্ণের মত মাতুলালয়েই বাড়িতে লাগিল।

(৭)

বিনোদলাল এইবার জ্যোৎস্নার স্বরূপ বুঝিতে পারিলেন, সে জ্যোৎস্না আর নাই। এখন সে কথায় কথায় ঝঙ্কার দিয়া উঠে। প্রথম আগমনে কিশোরীর সরল মনে যে স্বামি ভক্তির বাসনাটুকু ছিল,— যৌবনের প্রবল উত্তেজনায় তাহা উবিয়া গিয়াছে। বিনোদলাল আহার করিতে বসিয়া দেখেন,—জ্যোৎস্নার সযত্ন পরিচালিত পাখা আর তাঁহার স্বেদাসিক্ত অঙ্গের গ্লানি অপসারিত করিতে নিয়োজিত থাকে না। আহারান্তে আচমনী জল আর ভৃঙ্গারে পূর্ণ থাকে না। পানের ডিবা সময়ে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ক্রমে বিনোদলাল বুঝিতে পারিলেন এই কুহকিনীর মুখের কথায় তিনি কতদূর অন্যায় করিয়াছেন। নিরপরাধ সন্তানদের বাটী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। তবুও সে মায়াবিনী তাঁহার আপনার হইল না। বিনোদলাল ভাবিতে লাগিলেন এই বুঝি তাঁহার আচরিত পাপানুষ্ঠানের ভীষণ প্রায়শ্চিত্তের আরম্ভ।

বিনোদলাল পীড়িত হইয়া পড়িলেন। বিনা শুশ্রূষায় বর্ষাকালের লতার মত রোগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ঔষধ ও পথ্য অভাবে হতভাগ্যের জীবন আসন্ন মরণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। জ্যোৎস্না স্বামীর চেয়ে স্বামীর টাকাকেই বড় দেখিয়াছিল, তাই স্বামীর চির বিরহের সম্ভাবনা পাপিষ্ঠাকে কাতর করিতে পারিল না। স্বামী যন্ত্রনায় ছটফট করিতেছে এ সময় সাধ্বী স্ত্রীর আশ্বাসবাণী অমৃতের ন্যায় উপকারী, বিনোদ তাহাতে বঞ্চিত। লোক লজ্জার ভয়ে জ্যোৎস্না দিনান্তে একবার মাত্র স্বামীকে দেখিতে আসিত। হয় তো স্বামির কোটর-প্রবিষ্ট নিষ্প্রভ নয়নে প্রেম স্নিগ্ধ কটাক্ষের আলোকচ্ছটা হতভাগিনী অনুসন্ধান করিত। দুঃসময়ে অতিথির আগমনের মত উভয়ের হৃদ্গত প্রেম এমনি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল যে স্বামী স্ত্রী কেহই কাহাকে ডাকিবার অবকাশ পাইত না। এমনি ভাবে দিন কাটিতে লাগিল।

(৮)

পিতার সাংঘাতিক পীড়ার কথা ক্রমে সুবোধের কর্ণগোচর হইল। তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সুবোধ এখন বড় হইয়াছে। দুইটা পাশ করিয়াছে। সুশীলও লেখাপড়া শিখিতেছিল। সমস্ত লাঞ্ছনা ভুলিয়া, সমস্ত অপমান মাথায় তুলিয়া রাখিয়া দুই ভাই অন্তিম শয্যাশায়ী পিতাকে দেখিতে আসিল। অনেক দিন পরে সাক্ষাৎ। বিনোদলাল সমস্ত ইন্দ্রিয়কে চক্ষে কেন্দ্রীভূত করিয়া সন্তানদ্বয়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। সুবোধ কাঁদিয়া ফেলিল। পিতার পদপ্রান্তে বসিয়া দুই ভ্রাতা তাঁহার সেবা করিতে লাগিল।

শুশ্রূষার গুণে মনের আনন্দে বিনোদলাল ধীরে ধীরে সুস্থ হইতে লাগিলেন। দুই ভ্রাতার অপরাঙ্মুখী সেবাশীলতা যমদূতগুলাকে তাড়াইয়া দিল। বিনোদলাল বাঁচিয়া উঠিলেন। কিন্তু সুবোধ সুশীলকে আর কোথাও যাইতে দিলেন না।

জ্যোৎস্নাও নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল। সে স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল। বিনোদলাল কিন্তু আর তাহাকে প্রাণ দিয়া অভ্যর্থনা করিতে পারিলেন না। উপন্যাসের রাজকন্যা রূপিণী রাক্ষসীর মত— জ্যোৎস্নাকে তিনি ভয়ঙ্করী রূপেই দেখিলেন—মনের দুঃখে জ্যোৎস্না আত্মহত্যা করিল।

সুবোধ সুশীল বিমাতার পুত্রটীকে উপেক্ষা করিতে পারিল না। তাহারা বিমাতার কাছে যে স্নেহের কণামাত্রও

পায় নাই, সেই স্নেহ শতধারায় উৎসারিত করিয়া দিয়া ছোট ভাইটীকে বুকে তুলিয়া লইল।

ইহার পর বিনোদ আর বেশী দিন বাঁচিলেন না। কিন্তু মৃত্যু মলিন শয্যার দুই পার্শ্বে তিনখানি হাসিমুখ দেখিয়া তিনি মরণকে সাদরে বরণ করিয়া লইলেন। চিরযাত্রার পথে আর তাঁহার কোন বাধা বিঘ্ন ছিল না। তাঁহার শেষ আশীর্ব্বাদে সুবোধ ও সুশীলের জীবন চিরদিন পুষ্পময় হইয়াছিল। তিন ভ্রাতা তিন দেহে একটী মাত্র প্রাণের প্রতিষ্ঠা করিয়া চিরকাল সুখে সংসার করিয়াছিল। বিষাদ তাহাদের কর্ম্মপথ কখনও কণ্টকিত করিতে পারে নাই।

(সমাপ্ত)

গুরু-শিষ্য সংবাদ।

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ।

কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

কলিকাতা নিমতলা ষ্ট্রীটের মধ্যবর্ত্তী একস্থানে এক ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁর ব্যবসায়—গুরুগিরি।

একদিন প্রাতঃকালে তাঁর তিন শিষ্য, তাঁর নিকট ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক পরামর্শ নেবার জন্য এবং কতকটা শ্রীচরণ দেখবার ও পদধূলি গ্রহণ কর্ব্বার জন্য, তাঁর সদর ঘরে এসে উপস্থিত হলেন, গুরুদেব তখন সবে মাত্র বাজার করে ফিরে এসেচেন সেই জন্য তাঁর পায়ে ধূলার পরিবর্ত্তে কাদার আধিপত্যই অধিক।

যাহোক শিষ্যত্রয় গুরুদেবের পদ-কাদা গ্রহণ করে হাত জোড় করে তাঁর নিকটে উপবেশন কর্লেন। তাঁদের মধ্যে একজন উকিল, একজন ডাক্তার, একজন মাষ্টার।

গুরুদেব তাঁদের পরলোকের কল্যাণ প্রার্থনা করে বল্লেন, "কেমন সব ভাল আছ ত, বাবারা!"

উকিল—আজ্ঞে, আমরা সব ভাল আছি। কিন্তু গুরুদেব আমাদের পরকালের উন্নতি আপনার আশীর্ব্বাদের বেগে হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে ইহকালের উন্নতি সেই অনুপাতে কিছুই হচ্ছে না। আমি আজ সাত বৎসর প্র্যাক্‌টীস্ কচ্চি কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের হুজুগে নালিশ মোকর্দ্দমা পোনের আনা তিন পাই কমে গেছে, ফলে নমাস ছমাসেও একটা 'কেস' হাতে আসে না। আর ইনি ডাক্তার বাবু এনারও ঐ দুর্দ্দশা। স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শেখাবার দরুণই হোক্ বা ঘরে ঘরে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স থাকার দরুণই হোক্ রোগীর মত রোগী নেই বল্লেই হয়। আর উনি শিক্ষক মহাশয়, ওনার দুঃখের কথা আর কি বল্‌বো, উনি আজ দশ বৎসর বার টাকা মাহিনেতে কাজ কচ্চেন, দশ বৎসরের মধ্যে ওনার সংসার খরচ পঞ্চগুণ বেড়ে গেছে কিন্তু আর একটাকাও বাড়ে নি। তাই আপনাকে নিবেদন, আমাদের পরলোকের সঙ্গে সঙ্গে ইহলোকের উন্নতি ও যাতে সমান্তরাল হতে থাকে তার ব্যবস্থা করে একটা উপায় বলে দিন।

গুরুদেব একটু গম্ভীর ভাবে চিন্তা করে শেষে বল্লেন, "দেখ, বৎস, তোমাদের সাংসারিক উন্নতি হচ্চে না তার জন্য আমি যথার্থই দুঃখিত। তবে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হলে যা যা করা আবশ্যক আমার বোধ হয় তোমরা কেহই তা করনি। তাই আমি আজ তোমাদের যা যা কর্ত্তে বল্‌বো, আশা করি তাই কর্ব্বে। আজ কাল নিজের নামে বিজ্ঞাপন না দিলে কোনরূপে অর্থাগম হয় না। তাই, তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ সম্বন্ধে কাগজে বিজ্ঞাপন দাও! (এখানে বলে রাখি, আমাদের গুরুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র কোন প্রেসে কম্পোজিটারির কাজ করেন এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে এনেও কমিশনরূপে কিছু কিছু উপার্জ্জন করেন।)

শিষ্যত্রয় সানন্দে বলে উঠলেন, "গুরুদেব, আপনার কথায়, আমরা এক্ষুনি বিজ্ঞাপন দিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু বাঙলা রচনায় আমাদের তিন জনের কারোই হাত নেই। আপনি পণ্ডিত, আপনি যদি দয়া করে লিখে দেন আমরা ধন্য হই।"

গুরুদেব বল্লেন, "বেশ, আমি তোমাদের বিজ্ঞাপন লিখে দিচ্চি, এবং আমি উপযুক্ত প্রেস হতে ছাপিয়ে দেবো, তবে লিখি, তোমরা একটু বোস।" এই বলে গুরুদেব বিজ্ঞাপন লিখতে সুরু করে দিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে বিজ্ঞাপনগুলি প্রস্তুত করে তাঁদের শোনাতে লাগলেন।

(১)

"১৫।৪ বলরাম দে ষ্ট্রীটে, পুলিশ কোর্টের উকিল, শ্রীশশীভূষণ ঘোষাল, বি, এল্ বাস করেন। ইনি আজ সাত বৎসর যাবৎ ওকালতি করিয়া সকলের নিকট সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন। যত বড় খুনী আসামী হোক্ না কেন, ইনি তার 'কেস্' গ্রহণ করিলে, তার কেশ স্পর্শ কর্ব্বার ক্ষমতা কাহারো নাই। যে সব চোর, ডাকাত বা জুয়াচোর টাকার অভাবে উকিল নিযুক্ত করিতে পারে না, ইনি বিনা ফিসে তাদের পক্ষাবলম্বন করেন এবং তাদের বিপদ্ হতে রক্ষা করেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।"

(২)

"১০৫নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটে ডাক্তার ধনবল্লভ অধিকারী বাস করেন। ইনি প্রাতঃকালে সমাগত রোগী-দিগকে যত্নের সহিত বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করেন। ইনি একশজন রোগীর ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া প্রথমে "বৈদ্য" উপাধি গ্রহণ করেন, তারপর বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে অতি যত্ন সহকারে এক সহস্র রোগীর ভবব্যাধি দূর করিয়া একেবারে 'চিকিৎসক' হইয়া বসেন। তারপর কলিকাতায় এক স্বয়ম্ভু হোমিওপ্যাথিক কলেজে অধ্যয়ন করিয়া প্রথম হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।"

(৩)

"৩০।৫ নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত বিনোবিহারী পাল বাস করেন। ইনি বার বৎসর যাবৎ শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ইনি সকালে ও বিকালে কোচিং ক্লাশ করেন। ইনি একশজন ছাত্রকে একসঙ্গে পড়াতে পারেন। অতি দুর্দান্ত ছেলেকেও তিনি এক মাসের মধ্যে ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পারেন। ইনি স্কুলের পাঠ ছাড়া আরো অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকেন, যথা—বাজার দোকান করান বিদ্যা, কাপড়ে সাবান দেওয়া বিদ্যা, তামাক সাজা বিদ্যা ইত্যাদি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।"

* * * *

শিষ্যত্রয় স্ব স্ব বিজ্ঞাপনের বিষয় শুনে আহ্লাদে আটখানা ও উৎসাহে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। গুরুদেবকে আগামী একুশ বিজ্ঞাপন ছাপানর খরচ দিয়ে যখন উঠে যাবেন তখন গুরু তাঁদের সম্বোধন করে একটু গম্ভীর ভাবে বল্লেন, দেখ বৎস আজকাল সকলেরই বাজার মন্দা। বিজ্ঞাপন না হলে কারোর অন্ন নেই। তাই আমি মনে করেচি আমি ও নিজের জন্য একটা বিজ্ঞাপন দি। সেটা লিখে রেখেচি। একবার শোন দেখি কিরূপ হয়েচে।

(৪)

"২১নং গৌরলাহা ষ্ট্রীটে পণ্ডিত শ্রীযত্নপ্রসাদ বিদ্যা বিশারদ বাস করেন। ইনি অনেকের অনুরোধে গুরুগিরি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ইঁহার মন্ত্রের গুণে সাত দিনের মধ্যে ইষ্ট মূর্ত্তির দর্শন হইয়া থাকে। ইনি এক বৎসর নামমাত্র পারিশ্রমিকে মন্ত্রদান করিবেন। কিন্ত একাক্ষরী মন্ত্র—১২৲ টাকা। অনেকক্ষরী মন্ত্র—১০৲ টাকা। এতদব্যতীত হাড়ি, মুচি, ডোম প্রভৃতি যে কোন জাতকে তিনি ব্রাহ্মণ করিয়া দিতে পারেন। মুসলমানগণের জন্যও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। তবে মোল্লাদের জন্য বাঞ্ছিত হার লাগিবে।

শিষ্যগণ ধন্য ধন্য করিতে করিতে উঠিয়া গেলেন।

মেয়েদের কুসংস্কার।

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ
কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

সংস্কার হলো সেইটে যেটা মনের মধ্যে একেবারে বদ্ধমূল হয়ে বসে থাকে। সংস্কার মাত্রেই কু, কারণ 'সু-সংস্কার' বলে কথাটাতে ভাষায় ঐ অর্থে দেখা যায় না। আবার এই সংস্কার যদি মেয়েদের নিজস্ব হয় তবে সেটা যে ডবল কু তা আর বুঝিয়ে বল্তে হবে না।

মেয়েদের সংস্কারগুলো সবই কু বলে স্বীকার করি, কিন্তু তাবলে সেগুলো কি একেবারেই ত্যাজ্য? আর সেগুলো মেয়েরা আঁকড়ে ধরে আছে বলে সমাজের কি কোন ক্ষতি বা অমঙ্গল হচ্চে? আমার ত তা মনে হয় না।

আমি অনেকগুলি সংস্কার নিয়ে বিশেষ চিন্তা করে দেখেচি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েচি যে অধিকাংশ

সংস্কারের মধ্যেই একটা ভাবের মাধুর্য্য বা হৃদয়ের প্রেরণা আছে এবং কতকগুলিতে লোক ব্যবহার শাস্ত্র বা Science of etiquette পুরা মাত্রায় বজায় আছে। কতকগুলি সংস্কার এমন যে যদি সেগুলিকে নষ্ট করা যায় তবে মেয়েদের হৃদয়ের একটা অতি কোমল অংশ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায় এবং কতকগুলি নষ্ট করলে অন্তঃপুরে etiquette ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যায় বা অন্ততঃ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। আমি গোটাকতক সংস্কার নিয়ে আজ আলোচনা কর্ব্বো।

ধরুণ একটা—ভাদ্র, কার্ত্তিক, পৌষ এবং চৈত্র মাসে এক বাড়ী হতে অন্য বাড়ীতে যেতে নেই, ঝী চাকর তাড়াতে নেই, অতিথি বন্ধু বিদায় কর্ত্তে নেই, মোট কথা বাড়ী হতে কোন দূর অঞ্চলে যেতে নেই। আচ্ছা, এই কুসংস্কারটার ভিতর একটা মনুষ্যত্বের কোমল সুর বাজ্‌ছে না কি? আপনারা বেশ করে ভেবে দেখুনত? বৎসরের মধ্যে তিনটি মাস হলো ওঁছা—ভাদ্র, কার্ত্তিক এবং পৌষ। একটা জলকাদা প্যাচপেচে, জলে জলময়, বন্যায় ভাসমান, সর্ব্বত্র ভিজে, সর্ব্বত্র সেঁতসেঁতে মাস। আর একটা হিমে ভরা, রোগের আকর যমমাস—যে মাসে সন্ধ্যের সময় একবার বাহিরে থাক্‌লেই টাইফয়েড, আর একটা প্রচণ্ড শীত, থর্ থর্ করে কম্পমান, ছোট দিন, বড় রাত্রি অসহ্য কষ্টকর মাস। এই তিনটে মাসে যদি মেয়েরা কাকেও কোথাও না পাঠাতে চায় আর পাঠাইবার নাম শুনলে যদি তেলে-বেগুনে জলে ওঠে এবং কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে বসে তবে তাদের দোষ দেওয়া যায় কি? এই তিনটে মাসে মেয়েরা যদি ঘর থেকে কাকেও কোথাও পাঠাতে না চায় তবে তাদের মনুষ্যত্বের একটা ক্ষীণ রেখা ভাবুকের চক্ষে এসে পড়ে না কি? শুধু এই তিন মাস কেন, চৈত্র মাসের বেলায়ও ঐ নিয়ম খাটে। অর্থাৎ "তুমি বউঝীর বা তুমি ঝী চাকর বা তুমি অতিথি বন্ধু তুমি যেই হও—তোমায় যখন এতদিন খাওয়ালুম দাওয়ালুম পুষলুম—তখন বছরের শেষ মাসটা আর রাখ্‌তে পার্ব্বো না? দেখুন, এইখানেও একটা প্রাণের ডাক্ বা কর্ত্তব্যের সাড়া রয়েচে কি না?

তার পর ধরুন—ভাদ্রমাসে লাউগাছ খেতে নেই বা কাটতে নেই। এখানেও একটী কোমল সুর বড় মজার খেলা খেলে। আপনারা কখনো লাউগাছ পুঁতেছেন কি? ভাদ্র মাসে তার দিগন্তপ্রসারী বিস্তার—তার সেই সূর্য্যের দিকে মুখরাখা বায়ু-সঞ্চালিত জীবন্ত ডগাগুলি দেখেছেন কি? যদি দেখে থাকেন তবে আপনারও ইচ্ছা যাবে না তার একটি পাতা ছিঁড়ি বা তার গায়ে সামান্যমাত্র নখ-ঘাত করি। আর সংসারের আনুকূল্যের জন্য যদি গাছ পুতে থাকেন তবে সেই বিস্তারের মুখে, বা সেই জীবন্ত যৌবনের প্রারম্ভে আপনারও ইচ্ছা যাবে না যে তার একটা অঙ্গ হানি করেন। তবেই দেখুন গৃহে গৃহিণীকুল যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে ভাদ্র মাসে তাঁরা লাউ স্পর্শ কর্ব্বেন না, তবে তাঁদের ধন্যবাদ দেবেন, না কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে উপহাস কর্ব্বেন?

আর একটা উদাহরণ দি—শিল যাকে পাড়্‌তে হয়—তাকেই সেই শিল তুলতে হয়। যদি সে কাজে ব্যস্ত থাকে তবে শিল পড়ে থাক্‌বে তবুও অপরে তুলবে না। এ নিয়মটা মন্দ না ভাল? এটা কি লোক ব্যবহার শাস্ত্রের অন্তর্গত নয়? সকলেই জানেন পাঁচজনে যেখানে মিলেমিশে থাক্‌তে হয় সেখানে একজনের ত্রুটীতে অপরকে কিরূপ বেগ পেতে হয়। একজন যদি বই একখানা টেবিলে ফেলে রাখে আর একজনকে যদি সেখানা তুলতে হয় তবে বড়ই বেজার হতে হয় না কি? তবেই দেখুন শিলের মত জিনিষ যদি অপরকে তুলতে হয় তবে তার মনে কতদূর বিরক্তি জন্মাতে পারে! তাই মেয়েদের মধ্যে ঐ সুন্দর নিয়ম প্রচলিত আছে যে যাকে শিল পাততে হয় তাকেই তুলতে হয়। এটা কু-সংস্কার না সুসভ্যতা?

আজ এই কটা উদাহরণ দিয়েই প্রবন্ধ সাঙ্গ কর্লেম। পাঠক পাঠিকা অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা কর্ত্তে পারেন। আমি যে বিষয় বলতে চাই এই কটী কথাতেই তা বলা হলো মনে করি।

বঙ্গদেশ।

(১) বঙ্গদেশের পরিমাণ ফল ৮,২০,০০০ বর্গ মাইলের কিছু বেশী। ইহাতে ৫টি বিভাগ, ২৮ জেলা, ১০৫ সহর এবং ৮৯,৫২৫ পল্লীগ্রাম আছে। ১৯১১খ্রীঃ জন সংখ্যা ৪৬,৩০৫,৬৭০। ১৯২১খৃঃ লোক সংখ্যা

৪,৭৫,৯২,৪৬২ জন; তন্মধ্যে পুরুষ ২,৪৬,২৮,৩৬৫ এবং স্ত্রীলোক ২,২৯,৬৪,০৯৭ জন। ইহার মধ্যে ৩২১১৩০৪ লোক সহরে এবং ৪৪৩৮১১৫৮ জন পল্লীগ্রামে বাস করিতেছেন। জন সংখ্যা হিসাবে বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে বৃহত্তম প্রদেশ।

(২) বঙ্গদেশের মধ্যে ৫,৪৮৩ বর্গ মাইল রক্ষিত বনভূমি, ২৩৩৭ বর্গ মাইল গবর্ণমেণ্টের খাস পতিত ভূমি। বন্দোবস্তী ভূমির পরিমাণ ৬৫,২১১ বর্গ মাইল। এতন্মধ্যে ৬৩,৬১৯ বর্গ মাইল ভূমিতে বঙ্গীয় প্রজা-ভূম্যধিকারী আইন প্রচলিত।

(৩) বঙ্গীয় প্রজাপুঞ্জ বৎসরে প্রায় ১২॥০ কোটি টাকা খাজানা দিয়া থাকেন; গবর্ণমেণ্ট ইহার মধ্যে ২ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রাপ্ত হন।

(৪) বর্দ্ধমান বিভাগে লোক সংখ্যা ৮০৭০৬৪২ তন্মধ্যে শতকরা ৮০ জন, প্রেসিডেন্সি বিভাগে লোক সংখ্যা ৯৪৬১৩৯৫, তন্মধ্যে শতকরা ৫৯, রাজসাহী বিভাগে লোক সংখ্যা ১০৩৪৫৬৬৪, তন্মধ্যে শতকরা ৩৭, ঢাকা বিভাগে লোক সংখ্যা ১২৮৩৭৩১২; তন্মধ্যে শতকরা ৩৪, চট্টগ্রাম বিভাগে লোক সংখ্যা ৬০০০৫২৪, তন্মধ্যে শতকরা ৩০ জন হিন্দু। জেলা হিসাবে মেদিনীপুরে হিন্দুর সংখ্যা অধিক এবং চট্টগ্রাম পার্ব্বতীয় অঞ্চলে অল্প। মেদিনাপুরের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৮৮ জন এবং চট্টগ্রাম পার্ব্বতীয় অঞ্চলের অধিবাসীগণের মধ্যে শতকরা ৯ জন হিন্দু। পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা মোটের উপর হিন্দুর দ্বিগুণেরও বেশী, আর নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলায় হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমান তিনগুণ অধিক।

(৫) বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যা ২,০৯,৪৫,৩৭৯ এবং মুসলমানের সংখ্যা ২,৪২,৩৭,২২৩ জন। লেখা পড়া জানা হিন্দুর সংখ্যা ২৪,৭৫,২২৬ আর লেখা পড়া জানা মুসলমানের সংখ্যা ১০,০৩,৭২৫ জন।

(৬) বঙ্গদেশে মিউনিসিপালিটীর সংখ্যা ৯৭, ইহার মধ্যে প্রেসিডেন্সী বিভাগে ৪০, বর্দ্ধমান বিভাগে ২০, রাজসাহী বিভাগে ১৮, ঢাকা বিভাগে ১৫, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩ এবং কলিকাতা সহরে একটি মিউনিসিপালিটী আছে।

(৭) বঙ্গদেশে বিভিন্ন জেলায় দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা ২৮৮; তন্মধ্যে বর্দ্ধমান ১৮, বীরভূম ৭, বাকুঁড়া ৮, মেদিনীপুর ১৩, হুগলী ১০, হাওড়া ৫; চব্বিশ পরগণা ১৭, নদীয়া ১২, মুর্শিদাবাদ ৪, যশোহর ১৫, খুলনা ১৮; রাজসাহী ১০, দিনাজপুর ১৩, জলপাইগুড়ী ৯, বগুড়া ১০, পাবনা ৯, মালদহ ৯, ঢাকা ১৮, ময়মনসিংহ ১৬, ফরিদপুর ১১, বাকরগঞ্জ ২০; ত্রিপুরা ১৭, নোয়াপালি ১৩টি বিদ্যমান।

(৮) বঙ্গদেশে প্রত্যেক একলক্ষ পুরুষের মধ্যে ৭১ হাজার লোক ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, ৮৫ হাজার লোক চল্লিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইতে না হইতে এবং ৯৩ হাজার লোক পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কি ভীষণ চিত্র!

(৯) বঙ্গদেশে মোট ৫৩,৯৬৮ ছোট বড় শিক্ষালয় আছে। এদেশে ৫১ কলেজ, ৯০৮ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ১৮৩৩ মধ্য বিদ্যালয়, ৪৭,৭৭২ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১৪০০ নিম্নশ্রেণীর জন্ত স্বতন্ত্র বিদ্যালয় আছে; শেষোক্তটী প্রায়ই খৃষ্টান মিশনারীগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত। ইহার মধ্যে ৩৭৯ গবর্ণমেণ্ট পরিচালনা করেন, ৩১১৪ মিউনিসিপালিটী ও ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের তত্ত্বাবধানে, ৪১০৮১ গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত এবং ৭৪২০ স্বাধীনভাবে পরিচালিত।

(১০) ভারতবর্ষের মধ্যে ময়মনসিংহ জেলা সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ। ইহার পরিমাণ ফল ৬২৪৯ বর্গমাইল। মোট পল্লী ও নগরের সংখ্যা ৭৯৫৪ এবং লোক সংখ্যা ৪৮,৩৭,৭৩০ জন। প্রতি একশত অধিবাসীর মধ্যে ৫ জন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। ইহার মধ্যে ৩ জন হিন্দু ও ২ জন মুসলমান।

চাটুক মশাই।

শ্রীকুঞ্জবিহারী মিত্র।

নামটী আমার চাটুক মশাই সর্ব্বলোকে জানে,
বাবুর সখের গোলাম সেজে বেড়াই সখের প্রাণে।
হাসলে বাবু হেসেই মরি কাঁদলে কেঁদেই সারা,
হাঁ করলেই বুঝতে পারি বাবুর ধরণ ধারা।

যখন যেমন তখন তেমন কথার জোরেই ভাই,
পুষছি আমি আমার পোষ্য—অন্য পেশা ছাই।
অন্য কোথাও কিছু করতে পারেনাকো যারা,
এ পেশাটী তাদের-এতে বাঁচেও B. L. ধারা।

(বাবু) মরতে বল্লে মরতে হবে এমনি পেশার জোর,
হুকুম তামিল করতে হবে দিন রাতটী ভোর।
বাবুর সখের সজোর চাঁটী বড়ই মিঠে ভাই,
দাঁত বুলিয়ে হাসতে হবে—অন্য পন্থা নাই।
মান সম্ভ্রম শিকেয় তুলে বাপ পিতেমোর নাম,
'জয় বাবু জয়' গাইলে তবে পুরবে মনস্কাম।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানের দফায় অষ্টরম্ভা সার,
পাপ পুণ্য সমান—মোদের বাবুই কণ্ঠহার।

বাবুর পোলার সাজবো ঘোড়া লাগাম মুখে বেঁধে,
হাসবে কত মিসেস্ বাবু জানলা থেকে দেখে।
হাসির রগড় উঠবে যখন দেখে বাবুর হাসি,
তীর্থের ফল ফলবে তখন—গয়া গঙ্গা কাশী।
আবল তাবল বুকনি ঝেড়ে, সত্য মিথ্যা নাই,
ছুটো চাটে রকম কয়ে মনভিজান চাই।
মিছা হাসির হর্রা সাথে সাহেবো রগড় দিয়ে,
বাবুকে নিয়ে আসবো ঘুরে জাহান্নামে গিয়ে।
তবে দফাটী শেষ হলে মারবো সটান টান,
হেঁচকা টানে গরীব বাছার নইলে যাবে প্রাণ।
চাটুক মোদের এমনি পেশা এমনি মিশে ছাই,
ব্রজের খেলা সাঙ্গ হল বৃন্দাবনে যাই।

প্যারডি।

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(ধন ধান্য পুষ্পে ভরা......সুরে গেয়)

(১)

শাঁখা সিন্দুর আল্তা পরা, পর্ণ কুটীর আলো করা;
হিন্দুর ঘরের কুলবধূ সকল মেয়ের সেরা;
ওসে, লজ্জা দিয়ে তৈরী সে যে, ঘোমটা দিয়ে ঘেরা;
এমন সোনার লক্ষ্মী পায়ে ক'রে ঠেল' নাক তুমি,
সকল মেয়ের সেরা সে যে——হিন্দু রমণী।

(২)

কাল চুলে সিন্দুর রেখা, কোথায় উজল এমন রেখা!
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ, এমন কাল কেশে!
তারা ভোরের আগে জেগে উঠে, ঘুমোয় কাজের শেষে;
এমন সোনার লক্ষ্মী পায়ে ক'রে ঠেল' না'ক তুমি,
সকল মেয়ের সেরা সে যে——হিন্দু রমণী।

(৩)

পতির নিন্দা পিতার মুখে, দক্ষ সুতা মরেণ দুঃখে!
কোথায় আছেন হে সাবিত্রী, এমন স্নেহের লতা!
সতীর কাছে যম হেরেছে এমন পতিব্রতা!
এমন সোণার লক্ষ্মী পায়ে ক'রে ঠেল' না'ক তুমি,
সকল মেয়ের সেরা সে যে——হিন্দু রমণী।

(৪)

দুঃখের বোঝা মাথায় ক'রে, মুখটী বুজে চুপটী করে!
সারা জীবন কাটিয়ে দেয় গো, আঁচল গায়ে দিয়ে,
হাঁসি মুখে আধ পেটা খায় কোন দেশেরই মেয়ে
এমন সোনার লক্ষ্মী পায়ে ক'রে ঠেল' না'ক তুমি,
সকল মেয়ের সেরা সে যে——হিন্দু রমণী॥

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস'-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, কাশীমবাজার মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর) রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর (নসীপুর) রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ, আর, সি, আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট) রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর-আসাম) মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজ কুমার যোগীন্দ্র নাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্ব্বেল প্যালেস) শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি-এল, জমিদার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার, (ঢাকুরিয়া) শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল) শ্রীজগতপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ সত্বাধিকারী (ইলিয়ট এণ্ড কোম্পানী,) শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার.) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নলীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলীনীরঞ্জন সরকার এম,এল, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি) শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র নাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার চট্টোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি (সত্বাধিকারী মেসার্স অব্ ডিগনাম এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলী) শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লাভপুর), শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি এস. শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত হরিধন নাগ (ম্যানেজার বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া) শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ, শ্যামপুকুর, কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় জমিদার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি-রঙ্গপুর) শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্তপঞ্চানন সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, শাঁখারিটোলা ও শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুখাঁ কৌন্সিলার কলিকাতা কর্পোরেশন।

মজলিস-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইলে মাসিক বা বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C. 1105

মজলিস

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [১৭শ সংখ্যা

১৩৩১ সাল, ২১শে অগ্রহায়ণ শনিবার, নগদ মূল্য ৴১০ পয়সা।

সম্পাদক — শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার

মজলিস কার্য্যালয়—২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মজলিস

নব্য শিক্ষিত বাবুদের উক্তি

গীত।

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন শাস্ত্রী]

আমরা চাকরি ক'র্ব্বো পেট ভরাবো,
ব্যবসা কাজ আর ক'র্ব্বো না,
শিখেছি যে লেখা পড়া
নইলে খাতির পাব না,
পয়সা যত পাই বা না পাই;
বিদেশেতে থাকবো সদাই,
চাকুরে পুরুষ বল্বে মোদের
তা যেমন তেমন হোক না
ব্যবসা ক'রে মরুক তা'রা
যা'রা লেখা পড়া জানে না।

ভিখারীর গান।

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন শাস্ত্রী]

এখন নব্য বাবু সভ্য বড় —ভিক্ষাও সভ্য আনা,
হাঁকিয়ে জুড়ি বাঁকা টেরি—ভিক্ষে জানে না,
কারু বই বেরোয়না দাও গো ভিক্ষা কারু
বক্তৃতাতে ঝড়
যাচ্ছে ব'য়ে দাও গো কিছু কারু 'সভ' মনোহর,
কেউ দেশ উদ্ধারে মন সঁপেছেন তাঁরও কিছু চাই,
কেউ একখানা 'কাগজ' নিয়ে ঘুরতেছেন সদাই;
আসল কাজে নাইক দৃষ্টি— কেবল আড়ম্বর,
তাই থেকে ভাই, ভিখারিদের এত অনাদর।

উল্টা বুঝিলি রাম

(গল্প)

শ্রী শ্রীপতিমোহন ঘোষ।

অদৃষ্ট দেবতাকে ধিক্কার দিয়া ডুট ভাতে পোড়া সিদ্ধ খাইয়া রাত্রি দশটার পর স্বরূপগঞ্জের খুদি মাষ্টার তাহার করগেট টিনে ঘেরা ছোট ঘরটিতে দুর্গা বলিয়া শুইয়া পড়িল। টিপাই এর উপর একটা কালি দেওয়া হারিকেন ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। তাহারই অস্পষ্ট আলোকে একখানা ছেঁড়া গীতা লইয়া কয়েকটা পাতার পাতা উল্টাইয়া গেল পড়াটা মোটেই উদ্দেশ্য নয়—ঘুমটাই ছিল উদ্দেশ্য কিন্তু ঘুম আর আসিতে চাহিতেছিল না। দূরে জোয়ারের উচ্ছ্বাসে নদীর জল ছল্ ছল্ করিতেছিল, খানিক কান পাতিয়া তাহাই শুনিয়া যাইতে লাগিল এবং থাকিয়া থাকিয়া দু' একটা পোষা মশা বন্ধুরও গুঞ্জন গীত মাষ্টারের নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্ণরন্ধ্রে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল।

সহসা বাহির হইতে দুয়ারে মৃদু করাঘাত করিয়া কে ডাকিল, মাষ্টার মশাই ঘুমিয়েছেন নাকি? একবার বেরিয়ে আসতে পারেন?

মাষ্টার মটকা মারিয়া পড়িয়া রহিল, ভাবিল এত রাত্রে কে আবার নৌকা বন্ধকী মাল লইয়া আসিয়াছে, তাহার বুঝ দিতে হইবে। সে হাঙ্গামা অপেক্ষা চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকাই ভাল। কোন উত্তরই দিল না।

এবার দ্বারে জোরে করাঘাত হইল। মাষ্টার ব্যস্ত হইয়া কহিল, আরে জ্বালাতন করে কে? বাহির হইতে শব্দ হইল আমি থানার ছোট বাবু! একবার উঠে বাইরে বেরুতে ক্ষতি কি? আমি চোরও নই, ডাকাতও নই?

ছোট দারোগা অতুলবাবু তাহার বন্ধু লোক, কাজে অকাজে অনেকবার তাহার সাহায্য লইতে হইয়াছে, বিশেষ জেলে চাল দিয়া দালালী করিয়া ত'পয়সা উপরি পাওয়াইর দিতে ছোট বাবুটি ছিল অদ্বিতীয়, সে কারণ তাহার আব্দার রাত দুপুরেও সহ্য করিতে হইত। দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, ব্যাপার কি ?

অতুলবাবুর কাছেই একটি কুণ্ঠিতপ্রায় অবগুণ্ঠিতা স্ত্রীলোককে দেখাইয়া বলিল।—ইহাই কারণ মাই ডিয়ার মাষ্টার! এখন আপনার ফাষ্টক্লাস প্যাসেঞ্জার শেডের চাবিটা কোথায় আছে দেন দেখি।

খুদি মাষ্টার দেখিল, স্ত্রীলোকটি প্রায় দেওয়াল ঘেঁসিয়া ঘোমটা চাপিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার কাছে একটি লাল পাগড়ী সিপাহীও দণ্ডায়মান; খুদি মাষ্টার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, রাত্রি দুপুরে এ শিকার কোথায় যোটালেন ?

অতুলবাবু বলিল। পেট্রলে বেরিয়ে পাওয়া গেল আর কি ? এখন চাবিটা দিয়ে দেন দেখি!

মাষ্টার ঘরে ঢুকিয়া পুনর্ব্বার হাতড়াইতে হাতড়াইতে চাবিটা বাহির করিয়া আনিয়া অতুলবাবুর হাতে দিল।

অতুল বলিল, আপনার প্রয়োজন আছে কি? বলেন ত আপনাকেই না হয় ওই মেয়েটার জেম্মায় রেখে আসি।

মাষ্টার খুসী হইয়া একমুখ হাসিয়া বলিল। জানেন ত আমি সন্ধ্যে আহ্নিক না করে জল গ্রহণ করিনে, সে জন্ম জাতি ধর্ম্মের পরিচয় নেওয়াটা আগে আমার প্রয়োজন।

দারোগা বলিল সে পরিচয় আমি নিয়েছি, জাতিতে খাঁটি হিন্দুই বটে, আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই খাপ খাবে ভাল।

মাষ্টার বহকাল আপনার স্ত্রী পরিবার ও আত্মীয় স্বজন হইতে ছাড়া, তাহার উপর এবার ছুটিতে রিপোর্ট করিয়াও ছুটি মঞ্জুর করাইতে পারে নাই, সে কারণ সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে যে চাকরীতে তাহার ঘরের সুখ নষ্ট করিয়াছে, সেই চাকরীতে সে চরিত্রের পবিত্রতাও নষ্ট করিবে। অন্য সময় হইলে আপত্তি করিত, এবার মোটে আপত্তি করিল না, কেবল জিজ্ঞাসা করিল কত দক্ষিণা লাগিবে ?

দারোগা বলিল, মোটেই দক্ষিণাদির বালাই নেই, এর ভিতরে একটু ভিষ্টী আছে শুনবেন চলুন। বলিয়া শেডের দিকে চলিতে চলিতে বলিতে লাগিল। মেয়েটার সঙ্গে একটা পুরুষও ছিল, সেটাকে এখন থানা ঘরের হাজতে আটকাইয়া ফেলা হইয়াছে, অনেক দূরেই এদের ঘর, এবং ঘরেও মেয়েটির দুটি নাবালক শিশু পুত্রও আছে, কিন্তু এম্নি কালের মহিমা, হতভাগিনী ঘর সংসার পুত্র ফেলিয়া পলাইয়া আসিয়াছে, একটা মুসলমানকে লইয়া—

এই সময় "আপনারা" বলিয়া মেয়েটি কি বলিতে যাইতেছিল। দারোগা তাহাকে অশ্লীল শব্দে এমন এক ধমক দিল যে বেচারীর আর বাক্য স্ফুর্ত্তিও হইল না।

দারোগা আবার বলিতে লাগিল। যখন ঘরের বাহির হইয়াছে, তখন আপনাদের মত ভদ্র মনুষ্যের আশ্রয়ে থাকুক কেমন মাষ্টার মশাই ?—

মাষ্টার ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"নিশ্চয়—ই" অন্ধকারেও মাথার টিকিটা সেই সুরে নাচিয়া উঠিল।

দারোগা বলিল তাহলে আপনি ওর জিম্মা ?

মাষ্টার বলিল, জিম্মা না নিয়া আর করি কি বলুন ?

দারোগা আবার পরামর্শও দিল দেখবেন যদি কিছু আদায় করতে পারেন তা না হয় কোন প্রকার হৈ চৈ না হ'তে দিয়ে ছেড়েই দেওয়া যাবে। কত টাকার পরিমাণ তাহাও আস্তে আস্তে মাষ্টারের কাণের কাছে বলিয়া গেল।

মাষ্টার চাবিটি খুলিয়া শেড ঘরের দিকেই এই অপরিচিতা মেয়েটিকে লইয়া গেল।

আলোটা জ্বালিয়া দিয়া ভাবিল, পুলীশের কাছ হইতে বেচারা রূঢ় ব্যবহার পাইয়াছে, তাহার সহিত সরস প্রেমালাপে, মনের গ্লানিটা ধুইয়া দিবে।

প্রথমেই ঘোমটাটা একটু খুলিয়া দিয়া বলিল, তোমার নামটি কি সুন্দরী ?

সুন্দরীর তখন দুটি চক্ষু জলে ভরিয়া যাইতেছিল। সেই জলভরা কণ্ঠেই বলিল আমার নাম হরিদাসী। জাতিতে আমরা বৈষ্ণব।

খুদি মাষ্টার এক গাল হাসিয়া বলিল, "আমরাও ত এককালে ঐ বৈষ্ণবই ছিলাম গো, কাল ধর্ম্মে না হয় ষ্টিমারের মাষ্টার হয়ে গেছি।" তা ভাল তোমার স্বামী বর্ত্তমান আছেন ত ?

বৈষ্ণবী—বলিল না।

মাষ্টার। আর কে আছে সংসারে?

বৈষ্ণবী। এক বৃদ্ধা শাশুড়ী, আর দুটি মাত্র ছেলে, ছেলে দুটীকে শাশুড়ী আগলাচ্ছেন আর আমাকে—

আর তোমাকে সেই ছোঁড়া বের করে নিয়ে এসেছে তা এলে এলে মোছলমানের ছেলের সঙ্গে বেরিয়ে এলে কেন? বেশ খাসা হিন্দু দেখে—

বৈষ্ণবী। আপনি আমার কথাটা আগে শুনুন।—তারপরে যা ইচ্ছে তাই বলবেন।

মাষ্টার চুপ করিয়া গেল।

বৈষ্ণবী। বিধবা হবার পর গুরুদেবকেই সংসারের একমাত্র সার ভেবেছিলাম। গাঁয়ে প্রবল জমিদারের প্রতাপ—তিনিই বল্লেন, প্রবলের কাছে দুর্ব্বলের না থাকাই শ্রেয়ঃ, মাঝে মাঝে জমিদারের ছেলেটি, কুৎসিৎ কটাক্ষও আমাকে করে যেতো, আমি মরিয়া হ'য়ে তাঁরই কথামত তাঁরই প্রস্তাবে রাজী হয়ে পড়লাম, তিনি আশা দিলেন তাঁদের দেশে খুব সস্তায় কতকগুলো জমি জমা বিকিয়ে যাচ্ছে, সেগুলা কিনে নিতে পারলে খুব ভাল হয়, আমি স্বামীর ভিটের সমস্ত জমী বন্ধক দিয়ে দেড়হাজার টাকা করে গুরুদেবের হাতে তুলে দিলাম, গুরুদেব বাড়ী পৌঁছিয়াই আমায় সংবাদ দিলেন যে তিনি নিরাপদে টাকা কড়ি সহ দেশে এসে পৌঁছেচেন, তারপর লোক মুখে খবর পেলাম জমিও তিনি কিনেছেন; কিন্তু আমার নামে নয়; তাঁর নিজ নামে টাকা কড়ি যে দিয়েছিলাম তার দলিল দস্তাবেজ কি সাক্ষী সাবুদ কিছু নেই, কেবল তাঁর পৌঁছানর চিঠিখানি মাত্র আছে। আজ বছরখানেক হতে চল্লো—এখন মামলা করা ছাড়া কোন উপায় নেই, অনেক দূরে মহকুমা, পাড়া পড়শীর কাউকে সাহায্যের জন্য পেলাম না, পেলাম গোলাপী শেখের ছোট ভাই মকবুলকে। সে আমার শাশুড়ীকে মা বলে আর আমার স্বামীকে বলতো সাক্ষাৎ বাবু, আপনি বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু সে একেবারে খাঁটী লোক, দারোগা বাবু যা নয় তাই বলে গেলেন, তিনি মাত্র বাত্রী ঘরে বসে আমার কাগজখানি পড়িয়ে পড়িয়ে শোনাচ্ছিলেন, তা অদৃষ্ট আমার বাদী, কার দোষ দেব বলুন। মামলাটী যদি না রুজু করতে পারি, আমার এ কূল ওকূল দুকূলই যাবে, একটা দাঁড়াবার গাছতলাও থাকবে না। এ অবস্থায় পাঁচটী টাকা মাত্র পুঁজি আছে, দারোগা বাবুর সেপাই বিশ টাকা চেয়ে বসলো কোথায় এত টাকা পাই তাই বলুন? সে বললাম মকবুলকে হাজতে নিয়ে গেছে, তা বাবু আমায় টাকা দেবেন? দেখছেনত রূপ যৌবন তেমন কিছু নাই, আজ তোমাদের হাতে পড়েছি, যা করবে তাই করো।

অজস্র চোখের জলে নদী ভাসিয়া যাইতে লাগিল, এবং সেই জল স্রোতে কখন যে মাষ্টারের সমস্ত প্রেম ভাসিয়া গিয়াছিল মাষ্টার তাহার ঠাহর করিতে পারে নাই। স্তম্ভিত হইয়া বলিয়া উঠিল, এতখানি বিপদের মধ্যে তুমি ভাসছো?

বৈষ্ণবী বলিল, হাঁ বাবু এতখানি বিপদের মধ্যেই ভাসছি, আপনার মর্জ্জি হয় কিছু টাকা দিয়ে আমার সাহায্য করুন, মকবুলকে খালাস করে দিন, সে কোন দোষে দোষী নয়; মাত্র আমি মেয়েমানুষ বলে আমার সঙ্গে এসেছিল, একটু উপকার করতে—

সেই রাত্রিতেই মাষ্টার ছোট দারোগা অতুলবাবুর দ্বারে গিয়া করাঘাত করিল দারোগা বাবু! দারোগা বাবু!

দারোগা বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, খুব ভাল দরের মেয়েমানুষ বটেহে মাষ্টার মশাই।

মাষ্টার বলিল মকবুলকে ছাড়ার জন্য কতটাকা চেয়েছিলেন?—

দারোগা একটা তুড়ি দিয়া বলিল, খুব যে ভাবে গদ গদ প্রাণ দেখছি টাকাটা মশাইইকি দেবেন নাকি?

মাষ্টার বলিল কি করি বলুন, বিনা কারণ ছাড়া যখন আপনাদের একপয়সা উপরি উপায় করবার উপায় নাই।

দারোগা বলিল, দেখছি বেটীর যাদু জানা আছে।

মাষ্টার বলিল, শীগ্‌গীর বলুন এখনো জোয়ারে সামান্য তেজ আছে, নৌকা পেলে ভোরের মধ্যেই খাজিপুরের কাছারীতে গিয়ে পৌঁছাতে পারবে।

দারোগা ডাকিল গুরুর সিং সিপাহী। গুরুর সিং মশারী টাঙ্গাইয়া থানার একধারে শুইয়াছিল উঠিয়া আসিয়া বলিল, হজুর।

যাও মাষ্টার বাবুর সঙ্গে কয়টা টাকা দেবেন, যে কয়টা টাকাই হোক্ তোমার তা দেখবার দরকার নেই, আর আসামীকেও এই সঙ্গে ছেড়ে দেবে?

ষ্টেশনের জেটির পাশেই একখানা নৌকা বাঁধা থাকিত, মাষ্টার তাহাতে মেয়েটীকে উঠাইয়া দিয়া মকদুমকে বলিল তুমিও উঠে পড়ো রাত ভোরেই তোমাদের ও পাড়ের আদালতে পৌঁছে দেবে, এবং সকাল বেলায় উকীলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক কালকের তারিখেই মামলা রুজু কর্ব্বে।

মকদুম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া হরিদাসীর মুখের দিকে চাহিল, ভাবটা ইনি কে?

হরিদাসী শুধু বলিল, উনি যা আজকের উপকার করলেন, চেনা নেই, শোনা নেই, এমন লোক সব সময়ে চোখে পড়ে না ম ঢম—ভাই।

ক্ষুদি মাষ্টার নৌকাওয়ালাকে একটা তাড়া দিয়া বলিল এই জোয়ার থাকতে থাকতে জলদি যাওয়া চাই বুঝলে, আর তোমাকেও বলি মকদুম পারের 'ফরতি মুখে মামলার কি হ'ল আমায় জানিয়ে দিয়ে যেয়ো।—

মকদুম সেলাম দিয়া নৌকায় উঠিল

সকালে বিস্মিত হইয়া আমরা ছোট দারোগা মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিল বলি মাষ্টার মশাই ব্যাপারটা কি মেয়েটি কি আপনাদের দেশের কেউ নাকি?

মাষ্টার বলল, দেশের কেউ নয় তবে মানুষ। মানুষ হয়ে মানুষের কাজ কিছু করতে পারি আর নেই পারি মানুষের কাজ করে মানুষের কাছে ঠকব বা কেন?—মনুষ্যত্বের দাবী যখন আমারও একদিন মানুষের কাছে আছে।

(সমাপ্ত।)

প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন।

শ্রীরতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, সাংখ্যতীর্থ।

মানুষের চরিত্র কতকগুলো প্রবৃত্তির সমষ্টি মাত্র। এই প্রবৃত্তিগুলোর কোনটা কখন মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে আর কোনটা ঘুমের ঘোরে চিত্তের কোলে লুটিয়ে পড়ে তা জীবন পথের পথিক মাত্রেই অবগত আছেন। বাল্য-কালে এমন এক একটা প্রবৃত্তি চিত্তের মাঝে আধিপত্য করে থাকে, যাকে দুর্দ্দমনীয় বলেই মনে হয়; কিন্তু কাল মাহাত্ম্যে সেই প্রবৃত্তি আপনা হতেই বিলীন হয়ে যায়, আর তার পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ বিপরীতাত্মক প্রবৃত্তি সজাগ হয়ে ওঠে।

আমার জীবনে এইরূপ একটা মজার প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তন ঘটবে সেটা মনে পড়ে গেল বলে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখলেম্।

সে অনেক দিনের কথা। পল্লীগ্রাম হতে নূতন কলকাতায় এসেছি। আমার সংবাদ পত্র পড়বার ঝোঁক বরাবর। তাই কলকাতায় এসেই খুঁজে পেতে চৈতন্য লাইব্রেরীটা বের করে নিলাম। প্রায় প্রত্যহ তিনটার সময় কাগজ পড়তে আসতেম্ পড়তে পড়তে একটা দুর্গন্ধ আমার নাকে এসে ঠেকতো, যা এত কষ্টদায়ক হতো যে সেই গন্ধে আমার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠতো। একদিন গন্ধ অনুসরণ কর্ত্তে কর্ত্তে গন্ধের উৎপত্তিস্থান দেখলেম। দেখলেম, লাইব্রেরীর নিকটেই কতকগুলো দোকান—লাইব্রেরী ও মিনার্ভা থিয়েটারের মাঝে তাতে মাংস দিয়ে কি সব তৈয়ারী হচ্ছে, কি মারাত্মক গন্ধ!

লাইব্রেরীতে বসে কাগজ পড়তেম্ আর গা বমি বমি কর্ত্তো, আর ভাবতাম এই সব অখাদ্য কুখাদ্যগুলো রাস্তার মাঝে রাঁধে আর কেউ আপত্তি করে না গা!

তারপর কলকাতার বাসার পরিবর্ত্তনে লাইব্রেরীতে বই পড়া বন্ধ হয়ে গেল। আমি বহুবাজারের দিকে চলে গেলাম।

দু'তিন বছর কলকাতায় থাকার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার বিশেষ বিশেষ খাদ্যগুলি উদরে ঢুকতে লাগলো। পল্লীগ্রামে বসে খেতে শিখেছিলাম ঠাকুর মা, দিদি মাদের হাতের রান্না সব, আর নানাবিধ মিষ্টান্ন তার মধ্যে "মনোহরা" ও আছে। আমি জনাই নিবাসী। এখানে এসে নূতন খাদ্য পুঞ্জের মধ্যে বড়ই মিঠে লাগতো চপ। সুবিধে পেলে আর পয়সা পেলেই চপ কিনে খেতুম্ আর ঐ চপের দোকানে আরো এটা ওটা সেটা কি বলে গো সেগুলোও কিনে খেতুম্। কলেজ হতে বাসায় ফিরবার মুখে চায়ের দোকানে ঐ সব মিলতো।

অনেকদিন পরে আবার ঘুরে ফিরে চিৎপুর রোডে বাসা করলেম্। আবার বিকেলটা কাগজ পড়ে কাটাবার মতলব করলেম। এই মতলবে আবার চৈতন্য লাইব্রেরীতে যেতে সুরু করে দিলেম। এই সময় আর্থিক অবস্থা বড়ই

শোচনীয়। কাগজ পড়ি আর একটা ভড়ভড়ে, সুমিষ্ট গন্ধে একেবারে অধীর হয়ে পড়ি! কিন্তু শুধু ঘ্রাণে অর্দ্ধ ভোজন কল্লে মন বোঝে না। তাই মাঝে মাঝে আস্বাদনে বাকী অর্দ্ধেক ভোজনের ব্যবস্থা করতে লাগলাম। কিন্তু এইবার এই সুরভি গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে একটা কি অতীত স্মৃতি জেগে উঠতে লাগলো। সে অনেক বছরের কথা! সে স্মৃতি কি বল দেখি। মনে পড়েছে! এই গন্ধেই যে আগে অস্থির হয়ে উঠতাম্। উঃ কি পরিবর্ত্তন বল দেখ!

রঙ্গালয়ের রঙ্গ।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী

একদিন নাট্যাচার্য্য গিরিশ বাবু থিয়েটারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন এমন সময় কোনও ভদ্রলোক এক শিশি সুগন্ধি তৈল উপহার দিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, দয়া করে আমার আবিষ্কৃত এই তৈলের একখানা সার্টিফিকেট দিয়ে বাধিত করুন।" গিরিশ বাবু অবাক হইয়া ভদ্রলোকটির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "তৈলের সার্টিফিকেট আমার কাছে কেন, উল্টাডিঙ্গী খেঁদা কলুর নিকট যান, তিনি এ বিষয়ে বেশ অভিজ্ঞ। যদি কোন নাটক লিখে থাকেন তবে আমার নিকট তা' নিয়ে আসবেন সমালোচনা করে দিব।"

একদিন জনৈক নব্য লেখক একখানা নাটক লিখিয়া ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ সারদা বাবুর নিকট সমালোচনার জন্য পাঠাইয়া দেন। প্রায় ১৫ দিন পরে স্বয়ং গ্রন্থকার উপস্থিত হইয়া সারদাবাবুর নিকট তাহার নাটক খানির কথা জিজ্ঞাসা করেন। সারদাবাবু বলেন, "আপনার বইখানিতে কোনও স্থানে আইনের (Law) কথা নাই, অতএব গিরিশ বাবু কি অমৃত বাবুর নিকট যান, তাঁরা ভাল সমালোচনা করে দিবেন, আমি নাটকের কি বুঝিব?

বেয়াড়া প্রবৃত্তি

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, সাংখ্যতীর্থ।

এক একটা মানুষের ভেতর এমন এক একটা বেয়াড়া ধরণের প্রবৃত্তি থাকে যা ভাবলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। প্রবৃত্তি সকলেরই আছে, প্রবৃত্তির সমষ্টি নিয়ে মানুষের চরিত্র, আবার লোক বিশেষে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রবৃত্তিও দেখা যায়; কিন্তু বেয়াড়া প্রবৃত্তিগুলোই লোকের চক্ষে বেশী ঠেকে এবং চলতি কথায় তাকে 'পীরকিতি' বলে।

এই পীরকিতি' সমাজের যে কত অনিষ্ট কচ্ছে তা আমরা সকলেই দেখতে পারি। কবিরা এই পীরকিতি নিয়ে খুব ঠাট্টা তামাসা করেন এবং এক একটা ছড়া বাহির করেন। সেই ছড়া লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হয়, কিন্তু এই প্রবৃত্তি হতে সমাজের যা অনিষ্ট হবার তা সমান ভাবেই হতে থাকে।

আমি আজ পাঠক পাঠিকাকে এমন তিনটী পিরকিতী উপহার দিব। উপহার দিব বটে, কিন্তু তাঁরা সেগুলি গলাধঃকরণ করে বসে না থাকেন। তা হলে আমার কলঙ্ক রাখ্‌বার জায়গা থাকবে না। সেগুলি আলমারীতে সাজিয়ে রাখবেন আর এক একবার করে তাদের প্রণাম ঠুকবেন, আর করজোড়ে নিবেদন কর্ব্বেন তোমরা ঐরূপ আলমারিতেই থাক, আমাদের অন্তরে কখনো প্রবেশ করো না।

পীরকিতি নং ১—

"ভাল কর্ত্তে পারবো না, মন্দ কর্ব্ব কি দিবি তা দে।"

সত্যি, এমন মানুষ আছে গো! তারা লোকের ভাল কর্ত্তে জানেনা, দেশ ও দশের কল্যাণ করা তাদের কুষ্ঠীতে কখনো লেখেনি। অনিষ্ট কর্ত্তেই তাদের জন্ম, অনিষ্ট করেই তাদের আনন্দ, পরোপকার পরনিন্দা, পরপীড়ন তাদের পরম পুরুষার্থ (summum bonum of life) কিন্তু মজা এই তারা এই কাজের জন্য আবার পুরস্কার চেয়ে বসে! তা আবার যার তার কাছে নয়, যারই অনিষ্ট কর্ব্বে তারই কাছ হতে!

পীরকিতি নং ২—

"দেশ যদি আমার দ্বারা উদ্ধার না হয় তবে তার উদ্ধার হয়েও কাজ নেই। আমি হলফ করে বলতে পারি,

দেশের ছোট বড় অনেক নেতার মধ্যেই এই প্রবৃত্তিটা বলবত্তর। তাঁরা প্রথম মাথাচাড়ায় দেশের জন্ম বুক চাপড়াতে থাকেন, হা হুতাশ কর্ত্তে থাকেন, প্রচণ্ড বাক্ গোলার দ্বারা নভোমণ্ডলের বায়ু সব গরম কর্ত্তে থাকেন, কিন্তু যখন বুঝতে পারেন কিছুতেই কিছু হবে না, তাঁর তেজে ইস্পাত তাতবে না তখন একেবারে অস্ত্রত্যাগ, আর পরম সত্যের আবিষ্কার যে দেশের উদ্ধার আর হবে আর দরকার নেই। উনবিংশ শতাব্দীর অনেকগুলি এইরূপ কত বিংশ শতাব্দীতেও বিদ্যমান। তাঁরা আমার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। শুধু নেতাদের কথা বলি কেন, সভা সমিতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুকর্মীর মধ্যেও এই ভাব বর্ত্তমান। তাঁরা তাঁদের মতটা জাহির করাবার জন্ম সদাই ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু যখন দেখেন সে মত কেউ গ্রহণ করে না তখন অমনি বিরূপাক্ষ বিরূপবদন। এবং সর্ব্বদাই চেষ্টা অকৃতজ্ঞ সমিতি কিসে বিনষ্ট হয়

পীরকীর্ত্তি নং ৩—

"পথেও অমুক কর্ব্বো আর চোখও রাঙাব।"

এদের দলও বড় কম নয় হে! অনেক গরীব গেরস্ত এদের নিয়ে হিম সিম খেয়ে যান। এরা ঘাড়ে এসে বসেন, জোঁকের মত রক্ত শোষণ করেন, কিন্তু কিছু বলবার জো নেই। বাঘের চোখ রাঙিয়ে বসেন। আমার ঘর-দোর বাগান পুকুর ব্যবহার কচ্ছেন, আমার বাগানের ফলগুলির সফল জন্ম করে ছাড়বেন, কিন্তু বারণ কর্ত্তে গেলেই মাথায় লাঠি। তারা ঐ ব্রিটিশের মত ঠিক করে বসে আছেন বিভুরও যা কিছু তা' তাদের নিজস্ব। এরা বোধ হয়, ঈশ্বের ভাই অর্থাৎ আমাদের বড় কুটুম।

এইরূপ তিন ধরণের তিনটী প্রাণী আমার ঘরে আছে মশাই! তাই এ প্রবন্ধটা ফস্ করে বেরিয়ে গেল। ভগবান যদি তাঁদের হাত হ'তে আমায় মুক্তি দেন আমি সেই মুক্তিকে 'পরামুক্তি' বলে স্বীকার কর্ব্বো, আমার আর অন্ত ধরণের মুক্তির কামনা নাই।

কলিকাতা।

(১) কলিকাতা অতি প্রাচীন নগর। ইংরাজ শাসন সময়ে ইহার উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে। অধুনা ইহার পরিমাণ ফল নিজ সহর ও সহরতলী ৩২ বর্গমাইল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে লোকসংখ্যা ৯৬১০৯৮ জন। ১৯১১ খৃঃ লোকসংখ্যা ১২৭২২৭৯ জন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে জনসংখ্যা ১৩১৭৫৪৭ জন। কলিকাতা জনসংখ্যার ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সহর। সমগ্র পৃথিবীর দ্বাদশ বৃহত্তম সহরের ইহা এখন অন্যতম সহর। ইহার লোকসংখ্যার ঘনতা খাস লণ্ডন সহরের লোকসংখ্যার ঘনতা অপেক্ষা অধিক। এখানে পৃথিবীর সকল সভ্য দেশের জাতি ও লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এই সহরে ৩৯৭ বিভিন্ন জাতির বাস এবং ৫১ প্রকার ভাষা প্রচলিত।

(২) ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" নাম ধারণ পূর্ব্বক বাণিজ্যসূত্রে কলিকাতার আগমন করেন। উক্ত কোম্পানীর হুগলীর এজেণ্ট জব চার্ণক সাহেব ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে আগষ্ট সুতানুটীতে একটী কুঠি স্থাপন পূর্ব্বক ভাগীরথী তীরে ইংরাজের বিশ্ববিজয়ী পতাকা উড্ডীন করিয়া বর্ত্তমান কলিকাতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় ইংরাজেরা নবাব আজিম ওসমানের নিকট হইতে সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা ক্রয় করেন।

(৩) ১৬৯৮ খৃঃ ইংরাজেরা ফোর্ট উইলিয়ম, নামক একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে নবাবের নিকট অনুমতি প্রাপ্ত হন। তখন নবাবকে ইহার জন্ম বাৎসরিক খাজনা দিতে হইত। ১৭৭৩ খৃঃ উহা পুনর্গঠিত হয়। ক্রমে ইহার বহুল পরিবর্ত্তন ও উন্নতি হইয়াছে। ইহাতে ছয়টি গেট;— সেণ্ট জর্জ্জ গেট, ট্রেজারি গেট, চৌরঙ্গী গেট, পলাশী গেট, কলিকাতা গেট ও ওয়াটার গেট। ইহার চতুর্দ্দিকে ৯৯৯ টি তোপ সজ্জিত থাকে।

(৪) ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব মীরজাফরের সময় দিল্লীর সম্রাট আলমগীরের অনুমতি ক্রমে ইংরাজেরা কলিকাতায় একটি টাকশাল স্থাপন পূর্ব্বক ঐ অব্দের ১৭ই আগষ্ট তৎকালীন ইংলণ্ডাধিপতি দ্বিতীয় জর্জ্জের নামাঙ্কিত মুদ্রা ভারতে প্রথম প্রচলন করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড আমহার্ষ্টের সময় কলিকাতায় বর্ত্তমান টাকশাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৫) পূর্ব্বে গবর্ণর জেনারেল কলিকাতা দুর্গে বাস করিতেন। ১৭৯৯ খৃঃ ৫ই ফেব্রুয়ারি বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট হাউসের ভিত্তি স্থাপিত হইয়া ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারি নির্ম্মাণ সমাধা হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

পরিচালকগণ ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লী প্রথম এই প্রাসাদে প্রবেশ করেন। ক্রমে ইহার বহুল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে। লর্ড কার্জ্জনের সময় ইহা সুন্দররূপে সংস্কৃত হয়।

(৬) ১৭৭৪ খৃঃ ধর্ম্মতলার বাজার নামে একটি বাজার স্থাপিত হয়। তখন তাহাকে সেক্সপীয়র বাজার বলিত। ১৮৭৪ খৃঃ সেই বাজার ভাঙ্গিয়া মিউনিসিপাল বাজার স্থাপিত হইয়াছে; তৎকালে বাজার ও আফিস বাটী নির্ম্মাণ করিতে প্রায় সাতলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ক্রমে ইহার উন্নতি হইয়াছে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিসিপালিটীর প্রবর্ত্তন হয়।

(৭) ১৮৭৪ খৃঃ অক্টোবর মাসে হাবড়ার সুবৃহৎ সেতু খোলা হয়; ইহা নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহা ১,৫৩০ ফিট দীর্ঘ ও ৪৮ ফিট প্রস্থ; নদীর উপর এরূপ ভাসমান সেতু আর কোথাও নাই।

(৮) ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই ফেব্রুয়ারি ভূতপূর্ব্ব রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরীয়ার স্মৃতি রক্ষা কল্পে টাউন হলের সভায় সৌধ নির্ম্মাণ সঙ্কল্প করেন। ১৯০৬ খৃঃ ৪ঠা জানুয়ারি তদানীন্তন যুবরাজ বর্ত্তমান ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয় ইহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। বিলাতের প্রসিদ্ধ শিল্পী স্যার উইলিয়ম ইমারসন্ সাহেবের পরিকল্পনা অনুযায়ী সুপ্রসিদ্ধ মার্টিন কোম্পানী কর্ত্তৃক ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য হইয়াছে যোধপুরের অন্তর্গত মাকরানা খনি হইতে আনীত প্রস্তর-দিতে ইহা নির্ম্মিত। সর্ব্বসমেত প্রায় আশী লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। প্রধান সৌধের দৈর্ঘ্য ৩৩০ ফিট, প্রস্থ ৩৫৮ ফিট, কিন্তু ইহার আনুসঙ্গিক বারান্দা প্রভৃতি ধরিলে দৈর্ঘ্য ৪২৫ ফিট এবং প্রস্থ ৩০০ ফিট উচ্চতা ২০০ ফিট। ১৯২১ খৃঃ ২৮শে ডিসেম্বর ইংলণ্ডের বর্ত্তমান যুবরাজ এই সৌধ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

(৯) ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটীক মিউজিয়ম্ নামে যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই স্থানে পৃথিবীর যাবতীয় দেশের উৎকৃষ্ট খনিজ দ্রব্য এবং নানা জাতীয় পশু পক্ষী প্রভৃতির অস্থি পঞ্জরাদি সঞ্চিত হইয়াছে।

(১০) ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ভারতের রাজধানী হইয়া কলিকাতা প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল গৌরবান্বিত ছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে মার্চ ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জের সিমলা যাত্রা সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদপুরী কলিকাতার মস্তক হইতে ভারতের রাজ মহিমার মুকুট ও তাহার প্রসিদ্ধ দিল্লী নগরীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ১৯১৭ খ্রীঃ ১লা এপ্রেল হইতে কলিকাতা বঙ্গের রাজপতাকা বক্ষে ধারণ করিতেছে।

সমস্যা।

শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গদেশের অধিবাসীবৃন্দের সাংসারিক জীবনে সমস্যার অন্ত নাই। এ দেশের আকাশে বাতাসে বোধ করি এমন কোন বস্তুর অস্তিত্ব আছে যাহা এতদ্দেশবাসী প্রাণী মাত্রকেই নিরপদ্রব হইতে দেয় না। বাঙ্গালীর জীবন সমস্যাকেই কেন্দ্র করিয়া এই যে আজও লুপ্ত হইয়া যায় নাই ইহা বোধ করি বঙ্গবাসী পিতামহগণের নিছক পুণ্য সঞ্চয়ের জোরে। নহিলে ঐতিহাসিক যুগ হইতে নিরন্তর ঘাত প্রতিঘাত সহিয়া এই মুমূর্ষ জাতির সম্পূর্ণ অবসান কেন হয় নাই তাহার কোন সত্য প্রমাণ পাওয়া যায় বলিয়া জানা নাই।

সুজলা সুফলা এবং শস্যশ্যামলা হইয়া মনোরম গঙ্গার তীরে স্নিগ্ধ সমীর বহিয়া জীবন জুড়াইতে জননী বঙ্গভূমির কোথাও বাধে নাই সত্য, কিন্তু এই জননীর কোলে স্বাস্থ্যের আর কিছু মাত্র চিহ্ন অবশিষ্ট নাই; তাই স্বাস্থ্যানুসারে বাঙ্গালীকে সাঁওতাল পরগণা ও পশ্চিমে ছুটিয়া যাইতে হয়। জননী বঙ্গভূমি বর্ষে বর্ষে আজও তাঁহার স্নেহযুক্ত আশীর্ব্বাদে বাংলার মাঠকে স্বর্ণময় করিয়া দেন সত্য, কিন্তু এই মায়ের কোলে স্বাস্থ্য ও শান্তির এককালে তিরোধান হইয়াছে। কবিগণ যেন মার্জ্জনা করেন, কিন্তু সত্য বলিতেই হইবে যে, বাংলার পল্লীনিবাস মনুষ্যের আবাস নহে। সেখানে হাস্য নাই, স্বাস্থ্য নাই, প্রীতি নাই, প্রীতি সম্ভাষণ নাই আর দৈনন্দিন জীবন যাপনেও অস্বস্তির অন্ত নাই।

সারা বাংলা দেশের বঙ্গবাসী ও বঙ্গভাষীদের জীবন আলোচনা করিতে গেলে অত্যন্ত স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমস্ত সংসারের মধ্যে বোধ করি এই একটী জাতিকেই তাহার বাঁচিয়া থাকার মাশুল অত্যন্ত বেশী

দিতে হয়। রাজনীতির কথা একেবারে ছাড়িয়া দিলেও শুধু পারিবারিক জীবন যাপনের ঘরে ও পরে মিলিয়া তাহার পথে কণ্টক কম অবধি রাখে নাই। বাঙ্গালার অন্ন সমস্যা, বস্ত্র সমস্যা, কন্যা সমস্যা, আত্মরক্ষা সমস্যা, চাকরী সমস্যা, সুন্দরী নারী গৃহ রক্ষা সমস্যা এবং সর্বোপরি তিন আইনের সমস্যা এই জাতকে প্রায় মুক্তির পথে টানিয়া আনিয়াছে। তাহার উপর চূড়ান্ত সমস্যা ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছে তাহা দৈন্য সমস্যা। বাঙ্গালী ভদ্র শ্রেণীতে ভিতরে খোকার দুধ ও খুকীর বার্লি এবং অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে রাজার খাজনা ও গরুর খোল যোগাইতেই প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইয়া থাকে। তাহার উপর স্বাস্থ্যের অপকার সুতরাং ডাক্তারের খরচ ক্রমশঃ এতই বাড়িতেছে যে, বাংলার প্রতি গৃহেই লবণ আনিতে পান্তা এবং পান্তা আনিতে লবণ ফুরাইবার অবস্থা আসিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। আর ঠিক এই সময়েই ডাক্তার এবং কবিরাজগণ প্রায় একযোগেই তাঁহাদের Fee বাড়াইতে এমন মনোযোগ দিয়াছেন যে, যিনি যত শীঘ্র শত হইতে সহস্র এবং সহস্র হইতে লক্ষপতি হইতেছেন, তিনি ততই দ্রুত দুই হইতে চার, চার হইতে আট, আট হইতে ষোল এবং তাহা হইতে বত্রিশ টাকা কি করিয়া দিতেছেন। যেন এই সম্মানিত শ্রেণীর দুই হইতে তিন এবং তিন হইতে পাঁচ টাকা কি করিতে কঠিন দিব্য দেওয়া আছে। বাংলার অধিবাসীরা বিনা চিকিৎসায় মরিতে এখনও প্রস্তুত হয় নাই কেন? তাহাও বুঝিয়া উঠা যেন সুকঠিন হইয়া পড়িতেছে। একদিক হইতে এই নিঃশেষে অপকার এবং অপর দিক হইতে নিষ্ঠুর ভাবে উপকার যে কতদিন চলিবে এবং কতদিন পরে ইহা একটা নির্দিষ্ট সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহাও তেমনই দুর্বোধ্য হইয়া উঠিতেছে। বাংলার সংবাদপত্রসেবী ও সম্পাদকগণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। সত্য বটে, ডাক্তার ও কবিরাজগণ তাঁহাদের ইচ্ছামত দর্শনী না পাইলে রোগী দেখিতে যাইতে বাধ্য নহেন এবং রোগীও তাঁহার অভিভাবকগণ অর্থের জন্য প্রাণ বিনষ্ট করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু এই বাংলা দেশেই কতলোক বিনা চিকিৎসায় ও কুচিকিৎসায় মরিয়া যায়, তাহার কি কেহ ইয়ত্তা রাখেন? রোগীর জীবন দান যখন চিকিৎসকের সাধ্যায়ত্ত নহে বরং কুচিকিৎসায় রোগীকে অকালে মারিয়া ফেলা তাঁহাদের করায়ত্ত রহিয়াছে, তখন কি হেতু তাঁহারা রোগী বাড়ীতে যাইলেও তাহাদের নিকট দর্শনী না লইয়া কথা কহিতে প্রস্তুত নহেন তাহাই ভাবিবার বিষয়। রোগী মরিয়া যাইলে তাহার অভিভাবকগণের নিকট প্রাপ্ত দর্শনীর টাকাগুলি অন্ততঃ কোন চিকিৎসক ফেরত দিয়া থাকেন কি? Operation successfull করিয়াও রোগীকে সকল ক্ষেত্রে বাঁচাইবার ক্ষমতা যখন বড় বড় ডাক্তারের নাই তখন তাঁহারা তাঁহাদের শুভাগমনের মূল্য কিঞ্চিৎ কম করিলে বোধ করি অত্যন্ত প্রীতিকর হয়। কিন্তু তাহা যদি অত্যন্ত অপ্রীতিকর হয় তাহা হইলে ডাক্তারের হাতে Operation successful করিবার সময় রোগীর মৃত্যু হইলে রোগীর জীবনের মূল্য কিঞ্চিৎ দেওয়ার অভ্যাস করিলে বোধ করি কতক সমস্যার মীমাংসা হইয়া যায়।

যে গভর্ণমেণ্ট তিন আইন করিয়াছেন, থিয়েটার ও বায়োস্কোপের উপর আমোদ কর বসাইয়াছেন তাঁহারা এদিক দিয়া কি একটা কিছু করিতে পারেন না?

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস' বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, কাশীমবাজার মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর) রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর (নশীপুর) রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ, আর, সি, আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট) রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর-আসাম) মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজ কুমার যোগীন্দ্র নাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্বেল প্যালেস) শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি-এল, জমিদার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার, (ঢাকুরিয়া) শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল) শ্রীজগত্প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ সত্বাধিকারী (ইলিয়ট এণ্ড কোম্পানী,) শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নলীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলীনীরঞ্জন সরকার এম,এল, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম. এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি) শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র নাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার চট্টোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি (সত্বাধিকারী মেসার্স অব্ ডিগনাম এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলী) শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লাভপুর), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি এস. শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত হরিধন নাগ (ম্যানেজার বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া) শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ, শ্যামপুকুর, কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন. কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় জমিদার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি-রঙ্গপুর) শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্তপঞ্চানন সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, শাঁখারিটোলা ও শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী মাধুর্য্য কৌন্সিলার কলিকাতা কর্পোরেশন।

মজলিস-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইলে মাসিক বা বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C. 1106

মজলিস

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [১৯শ সংখ্যা

১৩৩১ সাল, ৫ই পৌষ শনিবার, নগদ মূল্য ১০ পয়সা।

সম্পাদক—শ্রীব্রজবল্লভ রায় ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস কার্য্যালয়—২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস' বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, কাশীমবাজার, মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর) রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর (নসীপুর), রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ.আর, সি, আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর আসাম), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়. মহারাজ-কুমার যোগীন্দ্র নাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্ব্বেল প্যালেস) শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী এম. এ, বি, এল (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি-এল, জমিদার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার, (ঢাকুরিয়া) শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার. শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল) শ্রীজগত্প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ সত্ত্বাধিকারী (ইলিয়ট এণ্ড কোম্পানী,) শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ নগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নলীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলীনীরঞ্জন সরকার এম,এল, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম. এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি) শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র নাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার চট্টোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি (সত্ত্বাধিকারী মেসার্স অব্ ডিগমাম এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলী) শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লাভপুর). শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি এস, শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্ত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত হারধন নাগ (ম্যানেজার বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (রাটুদহ, নদীয়া) কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন. কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি রঙ্গপুর) শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্তপঞ্চানন সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, শাঁখারিটোলা ও শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুখাঁ কৌন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন।

মজলিস-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইলে মাসিক বা বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ মেডিকেল কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অধ্যাপক, "আয়ুর্ব্বেদ"-মাসিক পত্রের সম্পাদক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক,
রাজ কবিরাজ
শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত

রতি বল্লভ রসায়ন

যৌবন-স্বভাব সুলভ ইন্দ্রিয়চাপল্যে শরীর একেবারে অকর্ম্মণ্য হইলে অনৈসর্গিকস্বপ্ন বিকারে জীবনটি বিড়ম্বনাময় হইয়া উঠিলে, জ্বালা যন্ত্রণাময় মেহ বা পুরাতন প্রমেহে বিস্তর কষ্ট পাইতে থাকিলে, কাল বিলম্ব না করিয়া এই বিশ্ব বিখ্যাত মহৌষধ সেবন করুন—নিশ্চয় নষ্ট স্বাস্থ্য লাভে সমর্থ হইবেন।

বিংশতি প্রকার প্রমেহ নষ্ট করিতে ইহার অতি অদ্ভুত ক্ষমতা। ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করিতেও ইহার ক্ষমতা অসীম। যাহাদের ধাতু ক্ষীণ বা পুরুষত্ব হানির সূচনা ঘটিয়াছে অথবা সম্পূর্ণরূপে পুরুষত্ব হানি প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহাদিগের মন্ত্র শক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে।

বিগত ৩০ বৎসর হইতে এই মহৌষধ ভারতের সর্ব্বত্র সমানভাবে চলিয়া আসিতেছে।

মূল্য ১৫ দিনের উপযুক্ত দুই প্রকার ঔষধ পূর্ণ ১ কৌটা ২৲ টাকা মাত্র।

অনুপান সম্বন্ধে বিশেষ ঝঞ্ঝাট নাই, কেবল জল দিয়া খাইতে হয়।

প্রাপ্তি স্থান –

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন ভিষগ্‌রত্ন
আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী, এল,এ,এম, এস্‌, এইচ এম বি

হরনাথ আয়ুর্ব্বেদ ভবন

১১।১ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিবাহ

মাঘ মাসেই দিতে চান ? বেশ ত আমাদিগকে অদ্যই পাত্র পাত্রীর বিবরণ সহ লিখুন। আমাদের সন্ধানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র, রাঢ়ী, কায়স্থ ও বৈদ্য পাত্র পাত্রী আছে।

ম্যানেজার প্রজাপতি—২০৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সি, আই, ই, লিখিত ভূমিকা সহ

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ কুমার সঙ্কলিত

বংশপরিচয়

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড বাহির হইয়াছে।

সমুদয় খণ্ডই সম্পূর্ণ। প্রত্যেক খণ্ডের দাম ২৲। প্রথম খণ্ডে ৪৭৭ পৃষ্ঠা ৫০ খানা ফটো, দ্বিতীয় খণ্ডে ৫০৫ পৃষ্ঠা ১৪২ খানা ফটো ও তৃতীয় খণ্ডে ৬৬৬ পৃষ্ঠা ১০০ খানা ফটো আছে।

এদেশে এখন যে সকল বড় বড় পরিবার আছেন, যাঁহাদের সংকীর্ত্তিসমূহ দেশকে গৌরবজ্জ্বল করিয়াছে এবং যে সকল ব্যক্তি শিক্ষায় ও সদনুষ্ঠানে জাতিকে প্রশংসাভাজন করিয়াছেন, তাঁহাদের পারিবারিক ইতিহাস এই গ্রন্থে ধারাবাহিক রূপে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে লিপিবদ্ধ হইতেছে। পারিবারিক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া জাতির বিরাট ইতিহাসের উপকরণ যোগাইয়া দেওয়াই উদ্দেশ্য। পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃতে পাঠাই।

ম্যানেজার—প্রজাপতি ২০৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

ড্রাম /৫ ও /১০ পয়সা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
ব্রাঞ্চ ঔষধালয়—১২ নং সেণ্ট্রাল এভিনিউ, ২৯১ নং অপার চিৎপুর রোড, ১৫৩।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ৬৬।৪ নং রসারোড, কলিকাতা।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স—পুস্তক ড্রপার সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ১০৪ শিশি ২৲, ৩৲, ৩৷৹, ৫৷৹, ৬৷৷৹, ১১৷৹ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা রত্নাকর (বাঁধান) ২৷৹ টাকা, মাশুল ৷৵৹ ।

জাগা না রাগা ?

ব্যঙ্গ চিত্রে, রঙ্গ কৌতুকে, নাটকে নিবন্ধে, গল্পে গাথায়, গানে কথায়, খবরের কাগজের পাতায় পাতায়—তোমরা বলিতেছ "সোনার বঙ্গে নারী জাগিয়াছে।" কিন্তু আমরা দেখিতেছি—ক্ষোভ তরঙ্গে, ভ্রূকুটি ভঙ্গে নারী রাগিয়াছে! দেশের মঙ্গলের জন্য—এ তাঁদের জাগা নয় রাগা।

রাগের কারণ কি জান? নারী এখন নাকি সাম্য বাদিনী হইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁরা পুরুষের সঙ্গে সমান সমান অধিকার চাহেন। পুরুষগুলা পুরাকাল হইতেই নারী জাতিকে দাসীর মত অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছে। এ সভ্যযুগে আর সে প্রভুত্ব চলিতে পারে না। অথচ ভগবান স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই ভিন্ন ভাবে গঠন করিয়াছেন, এত ভিন্ন যে—এ দুই সমান হইতে পারে না। তাই মায়েরা বেজায় রাগিয়াছেন। স্ত্রী কেন পুরুষের অধীন হইয়া থাকিবে? অতএব নারীকে স্বাধীনা হইতেই হইবে। হায়! যদিও মায়েরা একটুও ভাবিতেন—তাঁ'রা সংসারের অন্তঃপুরে যেটুকু স্বাধীনতা পাইয়া থাকেন,—বাইরের কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের ভাগ্যে সে'টুকু স্বাধীনতা দেখা যায় না। তথাপি নারী যদি বলেন—আমরা নিজের পায়ে 'ভর' দিয়া দাঁড়াইতে চাই, আমরা তাহাতে আপত্তি করিব না। নারীগণ যদি অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজের ভরণ পোষণ নিজেই করিতে পারেন, সে ত' বহুৎ আচ্ছা। আমরা পুরুষ না হয়—নিজে রাঁধিয়া খাইব। কিন্তু এই যে পুরুষগণ—কত কষ্ট করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আত্মমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া টাকা রোজকার করে, কই কোন দিন তো কোন পুরুষকে গৃহিনীর প্রতি বলিতে শুনি নাই 'ওগো তুমি তোমার নিজের পেট—নিজের রোজগারে চালাও, আমি তোমার খাইতে দিতে অক্ষম।' শিক্ষিত ভদ্র পুরুষের কথা ছাড়িয়া দাও, অধম চোর ডাকাতও যে—নিজের স্ত্রীকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিবার চেষ্টা করে। তবে নারী নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবে—কিসের জন্য? পুরুষের দুঃখে দুঃখিত হইয়া? চারি হাতের উপায়ে—সংসারকে স্বচ্ছল করিবে বলিয়া?

এই জাগার আঁচলায়—সম্প্রতি কোন বিদুষী পত্রান্তরে প্রকাশ করিয়াছেন—পুরুষ ব্যভিচারী হইলে সমাজে পতিত হয় না, কিন্তু দুর্ব্বল নারীর দৈবাৎ পদস্খলন ও সমাজ মাপ করে না, সে চিরদিনের জন্য কলঙ্কিনী হইয়া থাকে।" এ কথা লিখিবার উদ্দেশ্য কি? ব্যভিচারী পুরুষকে সমাজের কঠোর শাসনে রাখা? না, নারীর সমাজ শাসন কমাইয়া দেওয়া? ব্যভিচারী পুরুষের দণ্ড বৃদ্ধিতে—আমরা নিশ্চয়ই সায় দিব, কিন্তু নারীর সতীমহিমা ক্ষুণ্ণ হইতে দেখিলে আমাদের দুঃখের সীমা থাকিবে না। নারী আমাদের নমস্যা দেবী, নারীর পবিত্রতা যে আমাদের সকল কার্য্যে—মাঙ্গলিক নির্ম্মাল্য।

বিদ্যার প্রভাবে, পরের সাহায্যে, নারী যদি অগাধ অর্থও উপার্জ্জন করিয়া আনে, তাহাতেও কি তাহার স্বাধীনতা লাভ হইবে? গতর খাটাইবার জন্য গৃহের বাহির হইলেও কি নারী নিরাপদ? একবার অন্দরের সীমা ছাড়িয়া—কর্ম্ম ভূমিতে প্রবেশ করিলেই—নারীর জীবন বিষময় হইয়া উঠিবে। কেরাণী হইতে পিওন পর্য্যন্ত সকল কাজেই দেহ খাটাইতে হইবে। অথচ পুরুষের অধীনতা হইতে মুক্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। য়ুরোপের নারী—শুধু পার্লামেন্টের মেম্বার হইয়া নিস্তার পায় নাই, অনেক নারীকে ছুতার কামারের কাজ করিতে হয়, শকট চালকের আসনেও বসিতে হয়, সেখানে স্ত্রী স্বাধীন হইলেও—পুরুষের অধীনতা এড়াইতে পারে নাই। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়—স্ত্রী পুরুষের ভিতর সাম্য স্বাধীনতার চেয়েও

মৈত্রীর প্রভাব বড় বেশী। মৈত্রীর সম্বন্ধ বড় মোলায়েম বড় মধুর, বড় মোহময়। এই মৈত্রী—স্বতন্ত্র হইতে দেয় না, পরস্পরকে বুকের মাঝে টানিয়া আনে। তাই বলিতে ছিলাম এই যে আন্দোলন—যাহাকে তোমরা নারীর জাগার লক্ষণ বলিতেছ, আমরা সেটা রাগার লক্ষণই দেখিতেছি। এ রাগার ভিতরে—আব্দার, আক্রোশ, অভিমানই উঁকি মারিতেছে।

আর একজন বিদুষী—গিরি বালা রায় লিখিয়াছেন—"যে দেশের পুরুষদের মধ্যে একজনও রাম লক্ষ্মণ কি অর্জ্জুন হইবার সাহস রাখে না, সে দেশের পুরুষ কেমন করিয়া আশা রাখে যে আমরা (নারীরা) সতী সাবিত্রী হ'ব ?" এ কি রকম যুক্তি ? পুরুষ যদি অধঃপাতে যায়, তোমরাও তাহার অনুগমন করিবে ? পুরুষকে পাপ হইতে ফিরাইয়া আনা না নারীর নারীত্ব ? এখানেও দেখিতেছি তোমরা জাগ নাই, রাগিয়াছ। তোমাদের রাগকে আমরা বড় ভয় করি। নারীর আদর্শ, হিন্দুরমণীর আদর্শ, ভারত মহিলার আদর্শ দাক্ষায়নী সতী—এইরূপ একবার রাগিয়াছিলেন। স্বামীর উপরোধ অনুনয় কানে ন শুনিয়া,—নিখিল বিশ্বে দশমহাবিদ্যার বিভীষিকা ছড়াইয়া বাপের বাড়ীতে যজ্ঞ দেখিতে ছুটিয়াছিলেন। সতীর উদ্দেশ্য ছিল—দক্ষকে দক্ষের ভুল দেখাইয়া দেওয়া। এই রাগার ফল—পিতার ছাগ মুণ্ড, যজ্ঞনাশ, ভূত প্রেতের বীভৎস কাণ্ড, আর নিজের প্রাণত্যাগ। তা'র পর—পাগল পতির স্কন্ধে ঘূর্ণায়মান শব শরীর চৌষট্টি পীঠস্থানে ছড়িয়ে ধ্বংস লীলার অক্ষয় নিদর্শনের প্রতিষ্ঠা! ইহাই না রাগার পরিণাম ?

রাগার পরিবর্ত্তে যদি জাগার মত জাগতে পার, তবে জাগ। আমরা "জননি! জাগৃহি!" বলিয়া তোমাদের উদ্বোধন করিব। তোমরা জাগো। এই যে খবরের কাগজে নিত্যই নারী নির্য্যাতনের নিদারুণ সংবাদ পাইতেছি। নির্য্যাতিতা নারীদের মধ্যে আবার যদি অত্যাচার হয় এই ভয়ে গুর্খা প্রহরীরা সেই অসহায়া অত্যাচারক্লিষ্টার রক্ষার ভার পাইয়াছে—শুনিতেছি। ইহাতে আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে—বাঙ্গালীর মেয়েকে রক্ষা করিবার শক্তি বাঙ্গালী পুরুষের নাই। যদি জাগিতে চাও মা! এই খানে জাগো। জাগো—বিরাট রাজ্যে সৈরিন্ধ্রীর মত জাগো। ক্লীবধর্ম্মী, আত্মগুপ্ত, অজ্ঞাত বাসী, পরাধীন পুরুষ জাতির ভিতরে—অপমানিতা সৈরিন্ধ্রীর মত জাগো। দেশে পশু প্রকৃতি কীচক উপকীচকের দলকে শিক্ষা দিবার জন্য নিদ্রালু বৃকোদরকে প্রবুদ্ধ করিতে তোমাদের জাগার দরকার হইয়াছে।

যদি জাগিতে চাও—জাগো,—আর্টের যেখানে নাম করিয়া নারীর নগ্নচিত্র দেখাইয়া কাপুরুষের দ'ল কড়ির যোগাড় করিতেছে, সেইখানে নিজের মান নিজে রক্ষা করিবার জন্য—পরশুরাম মূর্ত্তিতে সম্মার্জ্জনী হস্তে দাঁড়াও। যেখানে—অদূরদর্শি লেখকের দ'ল সতী ধর্ম্মের অপব্যাখ্যা করিয়া—সাহিত্যের, সমাজের, দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে,—সেইখানে রুদ্র চণ্ডী রূপে ধুমাবতী মূর্ত্তিতে অগ্রসর হও। যেখানে—দগ্ধ উদর পূরণ করিবার জন্য—'বেগম থোস্' ঔষধের বিজ্ঞাপন দিয়া—নির্লজ্জ বিক্রেতা নারীর জবানীতে নরকে "চড়ুই পাখীতে" পরিণত করিবার আহ্বান শুনাইতেছে—নারীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য,—কুল কুণ্ডলিনীর মত সেই খানে জাগো। বেহায়া, বিকৃতরুচিব্যক্তি, বিজ্ঞাপনদাতারা বিরাট রাজশালকের মত কৃত কার্য্যের পুরস্কার ব্যাপ্ত হউক।

মজিলে, সভায়, বিদ্যালয়ে, কাউন্সিলে, রঙ্গমঞ্চে, আফিসে, ক্রীড়া ক্ষেত্রে, সাময়িক পত্রের প্রবন্ধে—জাগিয়া কোন লাভ নাই ত মা! দেশের আসল দুর্নীতি যেখানে, সমাজের ভীষণ প্রতারণা যেখানে, ধর্ম্মের প্রকৃত অপমান যেখানে, নারীর নিদারুণ নির্য্যাতন যেখানে,—যদি জাগিতে চাও—সেইখানে জাগো।

শীতের তত্ত্ব।

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন, শাস্ত্রী]

শীতের তত্ত্ব ক'র্‌তে হ'বে গিন্নি ব'লেন ডেকে
তা' নইলে তো চ'লবে নাক বেয়ান যাবেন বেঁকে
পূজার তত্ত্ব মনে ধরেনি, মনে তো গো আছে!
কত কথা শুনেছিলাম—জান তাদের কাছে!
দেরীও একটু হয়েছিল তাতেও কত কথা,
ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল—মনে দিতে ব্যথা।

এবার তাতেই বল্‌ছি গো ব্যবস্থাটা কর
অগ্রাণ মাসটা যা'চ্ছে চ'লে—হচ্ছে দেরীবড়।
রমেশ বাবুর পাচটি মেয়ে নাইক কিছু তাঁর
অনেক কষ্টে ক'রেছিলেন আগে দু'টি পার।
কলম পেশা বৃত্তি দিয়ে সংসারটি চলে
ষাটটি টাকা মাসে বেতন—উপরি নাহি মেলে
পাড়া গাঁয়ে পৈত্রিক ভিটায় থাকে পরিবার
নিজে থাকেন একটা মেসে করি জলাহার।
রেলের বাবু কনসেসনে প্রতি শনিবারে
সহর ছেড়ে যান গো বাড়ী দু'দিনের তরে।
এই বোশেখে ভিটাটুকু বাঁধা দিয়া তবে
তৃতীয়টি পার ক'রেছেন এই কয়েক মাস সবে।
মাস কাবারেরও দেরী আছে (আর) তাতেই কিবা হ'বে
আকাশ পাতাল ভাবনা মাথায় কেগো টাকা দিবে।
গিন্নি বল্লেন, শাল একখানা আমাও একটা চাই—
আরও কত কল্লেন ফরমাস—মাথা মুণ্ড ছাই।
রমেশ বাবু বল্লেন তবে একটা কাজ গো করি
চাকরিটুকু আছে যাহা, দিব এবার ছাড়ি।
গিন্নি বলেন চাকরিটুকু ছাড়তে কেন যাবে!
এতগুলি প্রাণী তোমার কেমন ক'রে খাবে।
রমেশ বাবু বল্লেন তবে উপায় আর তো নাই,
চাকরি ছাড়লে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের কিছু পাই—
সেই টাকাটা তুলে নিয়ে তত্ত্বটা গো করি
তার পরেতে ভেবে চিন্তে যাহা কিছু ধরি।
পান তামাকের করবো দোকান এর চেয়ে তা ভাল,
সন্ধ্যা হ'ল—আর কাজ নাই—এখন আলো আলো।

উপর ওয়ালার শাস্তি।

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ, কাব্য সাংখ্যতীর্থ।

মাবাপের শাস্তি, গুরু মহাশয়ের শাস্তি, সমাজ সম্রাটের শাস্তিত আছেই কিন্তু তার উপর আর একজনের শাস্তি যেসারা জীবন ধরে বর্ত্তমান তা কটা লোকের চোখে ঠেকে?

অদৃশ্য হস্তের শাস্তি বা ভগবানের মার বড় কম যায় না। তবে সে শাস্তি বুঝ্‌তে বড়ই বেগ পেতে হয়। একটা অদৃশ্য হস্ত বেত্র হস্তে সদা সর্ব্বদা তোমার আমার সম্মুখে বর্ত্তমান অথচ অন্ধ আমরা তাকে মোটেই দেখতে পাই না।

সেই অদৃশ্য হস্ত আমাকেও কত দিন, কত রকমে শাস্তি দিয়েছে আমার অহমিকা চূর্ণ করেছে তা আমি ছাড়া আর কে বলতে পারে? এই ধরণের দুটো ঘটনার উল্লেখ করি।

১। একদিন বিডনষ্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি। সেই পথের কোন ডাক্তার খানার কোন ডাক্তার বিশেষ যেন আমায় না দেখ্‌তে পায় এইটেই আমার আন্তরিক ইচ্ছে। সেই ডাক্তার সেই সময় সেই ডাক্তার খানার সুমুখেই বসে থাকেন অথচ আমায় সেই সময়ই সেই পথ দিয়ে যেতে হবে।

আত্মরক্ষার উপায় ছিল আমার ইস্কুল ছাতা। ছাতা ব্যবধান দিয়ে অনেক বিষয়ে রক্ষা পাওয়া যায়। তাই সেই স্থানটা পঁহুছিয়াই ছাতাটা সেই দিকে কাত করে দিলাম। সেই সময় ঝড় বইছিল বটে কিন্তু সেই ঝড় যে অদৃশ্য হস্তের চাবুক তা আমি কি করে জানবো বল। আমিও ছাতা কাত করেচি আর ছাতাও গেল উল্‌টে! ছাতা উল্‌টে যাওয়া যে কিরকম লজ্জাকর বিপদ তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে।

যাক্, সেই ডাক্তার খানার সুমুখে থমকে দাঁড়িয়ে উর্দ্ধমুখী ছাতার কাণ ধরে আবার তাকে অধোমুখী করে তবে যেতে পারি। সে সময় লজ্জায় আমার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হয়ে ছিল তাই ডাক্তার বাবু সেখানে ছিলেন কি না বুঝ্‌তে পারি নি।

২। আর একটা ঘটনা মনে পড়ছে। একদিন স্কুলে এসে নাম সহি করবার সময় দেখি আর একজন পণ্ডিত কলম নিয়ে তাঁর নাম সহি করেন। সে দিন যে তারিখ তার পরের তারিখে তিনি স্বীয় নাম সই করেন দেখে আমি সাবধান করে দিলাম, তার পর তাঁর হাত হতে কলমটা নিয়ে একটু ঠাট্টা করে তাঁকে বল্লাম,—আজ কাল-কার দিনে একটু ইংরাজী জানা চাই, পণ্ডিত মশাই!" বলে, অন্য মনস্ক ভাবে নিজের নাম সহি করে চলে এলাম। এর অল্পক্ষণ পরেই আর একজন শিক্ষক আমার কাছে

এসে বল্লেন—বক্তিপ্রসাদ বাবু, আপনি অমুকের ঘরে আপনার নাম সহি করে এসেছেন শুধরে আসুন। আমি তাড়া তাড়ি করে ভুল শোধরাতে শোধরাতে ভাবলাম ইংরাজী জানলেও ভুল হয়। যেমন অজ্ঞতা হতে ভুলায় তেমনি অহমিকা হতেও ভুল হয়। সে দিন সপাৎ করে এক চাবুক খেলাম।

এইরূপ কতদিন কতপ্রকারেই না শাস্তি পেয়ে আসচি। সব লিখলে একখানা বই হয়ে যায় তাই বলি যে শাস্তি দেবার সে ঠিক দিচ্চে মাঝখান হতে আমরা ভেবে পাগল হই।

পল্লী সঙ্গীত।

শ্রীকুঞ্জবিহারী মিত্র।

পাহাড় থেকে নামছে ঝেঁকে
হাড়ভাঙ্গা শীত কন্‌কনে
পোষের শেষে বইছে কোনে
উত্তর বাতাস সন্‌সনে।
পুব বগলে মেঘের কোলে
উঠ্‌ছে তরুণ রণ্‌রণে
ক্যাক্‌সা মেরে সোণার চাঁদা
মারুচে পিটান্ পন্‌পনে।
টাট্‌কা ফুলের লুটতে মধু
ভোম্‌রা গাজে ভন্‌ভনে,
কাড়িয়ে রেণু বাজিয়ে বেণু
পালায় পবন বন্‌বনে।
দাওয়ায় দিদি ভাজ্চে মুড়ি
আগ জ্বলে তার গন্‌গনে
বুকনি বেজায় ঝাড়্‌ছে বোনাই
বুদ্ধিটী তার টন্‌টনে।
গ্রাম সুবাদে রমনা দাদা
আস্‌ছে হেঁটে হন্‌হনে
নাপ্‌তে খুড়ি ছুটছে গাঙে
মুখ চোখে বোল থন্‌থনে।
গাঁজার ঝোঁকে নক্‌রা খুড়ো
সাধছে গলা ঘন্‌ঘনে,
কেলার মায়ের রাগ দেখানি
আছড়ে বাসন ঝন্‌ঝনে।
গুড়মুড়ি চায় হোঁতকা মেদো
খিদের নাড়ী চন্‌চনে
একটুতে তার উঠবেনা মন
ফরকাবে সে ফন্‌ফনে।
বিশ্ব বকাট বেকারগুলো
ঘুরছে সদাই বন্‌বনে
কবেক রকম বদ খেয়ালে
খেলায় মাথা ভন্‌ভনে।
কাজরি দেবার চাপল বেলা
বাজ্‌ছে ঘড়ি ঢন্‌ঢনে
দেরি হলে ভাই শুনবে নাকো
মারবে ঠোনা ঠন্‌ঠনে।

পেত্নীর বিদায়।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্ত্রী পুরুষে ও রকম চতুর না হলে কি আমার চোকো জামাইটিকে অমন ভাবে হাত কর্ত্তে পেরেছে! তাছাড়া তোকেও হাত কর্ব্বার জন্যে অমন ভাবে মুখে যত্ন দেখায় আর কি?

ওগো ওদের ঐ মুখ মিষ্টি কথার জন্যে গ্রামখানার লোক ওদের সুখ্যাৎ করে।

তোকে লোকে নিন্দে করে নাকি?

গোপনে করে কি না জানি না, আমার মুখের সামনে তো তেমন কেউ না। তবে আমি গাঁয়ের কোন বেটীর সঙ্গে মিশিও না।

তোর জা খুব লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে বুঝি?

ও বাবা! তিনি আবার মিশবেন না তো মিশবে কে? তাছাড়া তিনি হলেন গাঁয়ের লোকের গিন্নি মা। লোকে আবার তাঁকে গিন্নি মা বলে ডাকে! কাজে কর্ম্মে লোকে তার পরামর্শ নিয়ে যায়। তিনি সব জিনিস পত্রের ফর্দ্দ কর দেন। তাছাড়া খাটতেও পারেন। লোকের বাড়ী কাজে কর্ম্মে গতর জল করে খেটে দিয়ে আসে।

ধর্ম্ম কথা বলতে গেলে আমার জায়ের মত অমন রাঁধতেও বাড়ীতে দশখানা গাঁয়ের কোন মেয়ে মানুষ পারে না।

ঘুঁটে কুড়ুনীর বেটী খুব খাটতে পারে আর কি? তা তোকে কেউ ডাকে না বুঝি?

গাঁয়ের সকলেই জেনে গেছে আমার মাথার অসুখ, আগুন তাপে যাওয়া আমার সহ্য হয় না, তাছাড়া আমার জা আমাকে কোথাও যেতেও দেয় না। লোককে বলে ও ছেলে মানুষ, ওর অসুখ ও যেতে পারবে না।

ঠাট্টা করে বলে না তো?

না—তা বোধ হয় বলে না। কথার ভাবেত মনে হয় না।

তুই তার মনটা তো দেখতে পাস না!

না তা আর কেমন করে পার্ব্ব?

তা হ্যাঁ মা! আজ তোর দাদা আনতে যেতেই যে তোর ভাসুর তোকে পাঠিয়ে দিলে কি রকম?

উজ্জ্বলবরণী সহাস্য বদনে বলিলেন। ভাসুর পাঠাতে চান নাই তোমার জামাই বাবু জেদ করে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কেনে গো—জেদ কিসের?

উজ্জ্বলবরণী বিদ্রূপের ভাষায় বলিলেন তিনি তাঁর দাদার সঙ্গে পৃথক হতে ইচ্ছে করেন তাতে তোমার আর বাবার মত আছে কি না তাই আমাকে জেনে যেতে হবে।

তুই সেইখানেই বল্লি না কেন যে আমার মা বাবার পৃথক হতে সম্পূর্ণ মত আছে।

তা কি আর আমি না বলেছি, তাতেও বল্লেন তুমি একবার ভাল করে তাঁদের মতামত জেনে এসো। আমার বিশ্বাস তোমার মা হয়ত মত কর্ব্বেন, কিন্তু তোমার বাবা যে রকম বিজ্ঞ লোক, ভাল লোক তাতে তিনি কখনও মত কর্ব্বেন না।

তা তোমার গুণমণি বাবা হয়ত মত কর্ব্বেন না মা? আমি বলি তুই তোর বাবাকে এ বিষয় কিছুই জিজ্ঞসা করিস না। তুই সেখানে গিয়ে বলবি মা বাবা দুইজনেই মত করেছেন।

সেটা কি ভাল হবে? বিশেষ তিনি উকীল লোক, ভারী সন্দিগ্ধ চিত্ত আর সত্যি বলছি মা! তিনি লোকের মুখ দেখে বুঝে নেন যে, সে লোকটা মিছে বলছে কি সত্যি বলছে।

ওরে বাছা তা হোক! কিন্তু তোর বাবার লোক ভাল নয়, উনি মান সম্ভ্রমের ভয়েই চিরকালটা কাটালেন। আমি তোর মা, তোর কাছে আর দুঃখের কথা কি বলবো বল? তোর বাবা আমাকে কোনদিন সুখ দেয় নেই, চিরকালটা আমাকে দুঃখ দিয়েছে। চিরকালটা আমাকে দুর্ব্বাক্য বলেছে তবে আমি যাই খুব ভাল মেয়ে তাই অমন স্বামী নিয়ে এতদিন ঘরকন্না কচ্ছি। একথা তোর বাবাকে বল্লেই তিনি অমত করবেন।

তোমার জামাই যদি আবার বাবাকে জিজ্ঞাসা করে?

সে তখন আমি নিজের ঘাড়ে দোষ নোব।

মাতা পুত্রীর সহিত এইভাবে বহু বিষয়ের আলাপ করিয়া অবশেষে কন্যাকে ভ্রাতৃ শ্বশুর ও জায়ের সহিত পৃথক হইবার সৎপরামর্শ দান করিলেন।

(২)

উজ্জ্বলবরণীর স্বামী বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় রাত্রে শয়ন কক্ষে পিতৃগৃহ হইতে সমাগতা পত্নীকে শ্বশুরালয়ের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন "তোমার বাপ মা দুজনেই তাহলে পৃথক হওয়া মত করেছেন তো?

উজ্জ্বলবরণী কুটীল কটাক্ষ করিয়া স্বামীর দেহে ঢলিয়া পড়িলেন, এবং কেমন একরকম নাকি সুরে প্রেমের ভাষায় বলিলেন আমার কথা বাবুর বিশ্বাস হচ্চে না বুঝি?

তোমাকে কি অবিশ্বাস করতে পারি?

তবে ঐ কথাটা বারম্বার জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ ক্যানো?

ওগো তা জিজ্ঞাসা করতে হয়।

হ্যাঁ হয়? তোমাকে বল্লে কে?

আমাকে বলেছে আমার ভাবের লোক।

তোমার ভাবের লোকের মুখে আমি সাত খ্যাংরা গুণে মারি।

বিষ্ণুপদবাবু আর কিছু না বলিয়া গড়গড়ায় তামাকু সেবন করিতে লাগিলেন।

স্বামীকে অন্যমনস্ক চিন্তাযুক্ত দেখিয়া উজ্জ্বলবরণী বলিলেন হ্যাঁগো ভাবছ কি?

বিষ্ণুপদবাবু বললেন—ভাবছি কি জান? -

কি বলই না?

তোমাকে বল্লে বিশেষ কি ফল হবে?

তা হবে?—বড়বড় কুমড়োর মত ফল হবে কি বল।

আমি ভাবছি পৃথক তো হবো—হবো ক্যানো ধর পৃথক আমি হয়েছি। কিন্তু রান্নাবান্নার কি হবে? তোমার ত ঐ অসুখ, আগুন তাপে গেলে মাথার অসুখ বাড়ে দেশে রাঁধুনি ব্রাহ্মণী পাওয়া যায় না, অবশ্য বেশী মাইনে দিলে যদিও রশুই ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় কিন্তু এ বয়সে আর ব্রাহ্মণের রান্না গিলতে পার্ব্বোনা, চিরদিন বৌদিদির হাতে পাঁচখানি পাঁচরকম তরকারী খেয়ে আজ সেই ব্রাহ্মণের একঘেয়ে রাঁধা ভাত খাওয়া আমার পক্ষে বড়ই মুস্কিল হবে। মুস্কিল কি আমি পার্ব্বই না।

ওগো! মশায় বড় লোক হলেই রশুই ব্রাহ্মণের রান্না খেতে হয়।

হয় তা জানি, কিন্তু আমি তো মায়ের পেট থেকে পড়ে বড় লোক হই নেই, আমি যে বুড়ো বয়সে বড়লোক 'হচ্চি'

ওমা তুমি এর মধ্যে বুড়ো হলে নাকি?

তা বয়েস তো চৌত্রিশ পৌত্রিশ হলো।

আচ্ছা আচ্ছা বেশ তো! বুড়ো মানুষ তাহলে ব্রাহ্মণের রান্না আর এ বুড়ো বয়সে নেহাতই খেতে পার্ব্বে না?

আমার কেমন ঘেন্না করে, বোধ হয় পার্ব্বোনা।

ক্যানো? ব্রাহ্মণের অপরাধ?

আরে ওরা ভারী নোংরা, রাত্রের কাপড়খানা ছেড়েও রান্না চাপায় না।

তা সে রকম কি গৃহস্থ বাড়ীতে কর্ত্তে পারে?

তারা সব পারে, ডালে ইন্দুর পড়লে, তরকারীতে টিক্‌টিকি পড়লে সেই ইন্দুর, টিক্‌টিকি ফেলে দিয়ে সেই ডাল তরকারী মনিবকে মনিবের ছেলেগুলিকে খাওয়াতে পারে, সুবিধা পেলে মনিবের সর্ব্বস্ব অপহরণ করতে পারে, স্থল বিশেষে খবরের কাগজে দেখা যায় যে গৃহস্বামীর এই রকম অমূল্য রত্নটী পর্য্যন্ত চুরি করতে পারে।

বিষ্ণুপদ বাবু পত্নীর চিবুক ধারণ করিয়া নাড়িয়া দিলেন।

উজ্জ্বলবরণী সহাস্য বদনে বলিলেন, এই বুড় বয়সে আবার কি তোমার এই অমূল্য রত্নটীকে কেউ চুরী করবে নাকি?

উজ্জ্বল! কানা বেগুনের ডোক্‌লা খদ্দেরের অভাব নেই। যাও বেশী বকো না! ওসব কথা শুনলে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়।

তা বেশ আর বলবো না। আর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে কাজ নেই। স্বাং স্থিং স্বরো ভব।

তাহলে আপনার রান্নাবান্না খাওয়া দাওয়ার জন্যে ভারী ভাবনা হচ্চে কি বলুন?

নিশ্চয়ই হচ্চে?

তা বেশ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার উজ্জ্বলবরণী দেবী দুই বেলা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আপনাকে পরিতোষ করিয়া ভোজন করাবে, একথা নিশ্চয়।

তোমার কোন কষ্ট হবে না?

ওগো স্বামীর পুত্ত্রের জন্য রাঁধতে বাড়তে কাজ কর্ত্তে কারো কষ্ট হয় না।

তোমার মাথার অসুখ বাড়বে না?

তা বাড়ে বাড়ুক তবু আমি তোমাকে রেঁধে খাওয়াবই।

শুধু আমাকে খাওয়ালেই তো হবে না, বড়লোক মক্কেল টক্কেল এলে তাদের দশায় কি হবে? ক্রমশঃ

দিল্লী।

(১) দিল্লী বড় প্রাচীন নগর এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে হিন্দু, পাঠান, মোগল এবং পরিশেষে ইংরাজের রাজধানী হইয়াছে। মহাভারতীয় কালে ইহার ইন্দ্রপ্রস্থ নাম ছিল; রাজা যুধিষ্ঠির এই স্থানে রাজ্য ও রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন, দিলু নামধারী জনৈক হিন্দু রাজার নামানুসারে ইহার নাম দিল্লী হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ১১৯১খ্রীঃ পর্য্যন্ত হিন্দু নরপতিগণ এইস্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১২০৬—১৫২৬খ্রী পর্য্যন্ত পাঠানগণ রাজত্ব করিয়া যান। ১৫২৬—১৮৫৭খ্রী পর্য্যন্ত মোগল রাজত্বের রাজধানী ছিল। ১৮৫৭খ্রী সিপাহী যুদ্ধের সময় হইতে ভারতে মোগলের গৌরব রবি চিরকালের জন্য অস্তমিত হইয়াছে।

(২) সমগ্র প্রাচীন ও নবীন সহরটী প্রায় দশ মাইল দীর্ঘ ও ছয় মাইল প্রস্থ। পূর্ব্বে ইহা পঞ্চনদ প্রদেশের অধীন ছিল; অধুনা একটি নূতন স্বতন্ত্র প্রদেশ হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের খাসে আছে। ইহার পরিমাণ ফল ৫২৮ বর্গ মাইল। ১৯১১খ্রীঃ ইহার লোক সংখ্যা ৪,১৩, ৪৪৭ তন্মধ্যে পুরুষ ২,৩০,৬৫৮ এবং স্ত্রীলোক ১,৮২, ৭৮৪ জন। ১৯২১ খৃঃ জন সংখ্যা ৪,৮৬,৭৪১; তন্মধ্যে পুরুষ ২,৮০,১০৯ এবং স্ত্রীলোক ২,০৬,০৮২ জন।

(৩) খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাজপুত গৌরব পৃথ্বিরাজ লালকোট দুর্গ নির্ম্মান করেন। ইহার পরিধি আড়াই মাইল, প্রাচীর ৬০ ফিট উচ্চ এবং চতুর্দ্দিক গড় দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এখন তিন দিকের গড় বর্ত্তমান। কেবল দক্ষিণ দিক বুজিয়া গিয়াছে। ইহার অনেকগুলি গেট আছে। অদ্যাপি লোকে এই দুর্গকে "রায় পিথোরা" বলিয়া থাকে। ইহাতে পৃথ্বিরাজের দিল্লীর শাসন নিদর্শন বিদ্যমান। কুতুবমিনার ও কুতুব মসজিদ রায় পিথোরার অনুকরণে নির্ম্মিত হয়।

(৪) কুতুবমিনার জগতের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। দিল্লীর প্রথম মুসলমান সম্রাট কুতুবুদ্দিন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহা পাচটী তলে ক্রমান্বয়ে লাল সাদা ও রক্তবর্ণের প্রস্তরে নির্ম্মিত। এই মিনার ২৩৮ ফিট উচ্চ এবং পরিধি প্রায় ১৪৭ ফিট। প্রথম তালা ৯৫ ফিট উচ্চ। প্রত্যেক তালার উপর রেলিং দিয়া ঘেরা বারান্দা আছে। ইহার উপর উঠিবার ৩৭৫টি সিড়ি আছে। ইহার উপর হইতে যমুনাকে সুতার ন্যায় এবং মনুষ্যকে পুত্তলিকার ন্যায় বোধ হয়। নির্ম্মান সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা নাগরী অক্ষরে লেখা আছে। মিনারের দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ তলে সুলতান আলতামাসের স্মৃতি লিপি খোদিত আছে। পঞ্চমতলে ফিরোজ সাহ টোগলকের নাম খোদিত আছে।

(৫) কুতুব ইসলাম মসজিদ কুতুবুদ্দিনের আর একটি কীর্ত্তি। ইহাতে প্রবেশ করিবার তিনটী গেট ছিল। সম্মুখ হইতে পশ্চাদ্ভাগ প্রায় ১৫০ ফিট এবং প্রত্যেক দিক ইহার অর্দ্ধেক। মধ্যস্থলে দরবারের জন্য ১০৮ ফিট দীর্ঘ্য ও ১৪২ ফিঠ প্রস্থ স্থান আছে। অধুনা অনেক স্থান ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কুতুবুদ্দিন এই স্থানে সমাধি হয়।

(৬) সুলতান আলাউদ্দীন খিলিজ কর্ত্তৃক আলাই দরজা দিল্লীর অন্যতম কীর্ত্তি। এই সৌধ ক্ষুদ্র হইলেও কারুকার্য্যে পুরাতন দিল্লীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা দৈর্ঘ্য প্রস্থে ৫৬ ফিট মাত্র, চারি দিকে চারিটী দরজার মস্তকে প্রকাণ্ড খিলান। দেওয়ালের ভিতর ও বহির্ভাগে নানাবিধ শিল্প কার্য্য আছে; তাহার অনেকগুলিতে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তির চিহ্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ উহা নির্ম্মাণের উপকরণ হিন্দু মন্দিরাদি হইতেই সংগ্রহ করা হইয়াছিল. ইহা লাল প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং অতি সুন্দর কারুকার্য্যে সুশোভিত মধ্যস্থলে একটি সমাধি বিরাজিত।

(৭) মোগল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি একটি আশ্চর্য্য মসজিদ। ইহার আকৃতি অতি বৃহৎ ও সুন্দর।—ইহা নির্ম্মান করিতে প্রায় পঞ্চদশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। এইস্থানে তাঁহার প্রিয় বেগম হামিদা ভানুও সমাধি আছে। তদ্ভিন্ন ফিরোজ সাহ জাহান্দার সাহ, আলমগীর দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের সমাধি আছে। এই সকল সমাধির চতুর্দ্দিকে সুন্দর উদ্যান এবং উহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীরের উপরিভাগে নানা রঙ্গের স্তম্ভ সকল বিরাজমান।

(৮) সম্রাট সাজাহান আধুনিক দিল্লী নির্ম্মান করেন। তিনি দিল্লীতে অনেকগুলি কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যান। তাহার অধিকাংশই অধুনা ভগ্নাবস্থায় পরিণত। সাজাহানের নামানুসারে ইহাকে সাজাহানাবাদ বলে। ইহা সুবিস্তীর্ণ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং ইহার অনেকগুলি গেট আছে। কেল্লাকে সাধারণতঃ লাল দুর্গ বলে। দিল্লীর প্রাসাদ প্রচ্যজগতের মধ্যে একটি অতি মূল্যবান ও সমৃদ্ধিশালী কীর্ত্তি। ইহার পরিধি প্রায় ১৬০০ ফিট এবং উত্তর-দক্ষিণে ৩২০০ ফিট দীর্ঘ। দুর্গ ও প্রাসাদাবলী নির্ম্মান করিতে প্রায় এক কোটি মুদ্রা ব্যয় হয়। রাজপ্রাসাদ ও দুর্গের চতুর্দ্দিক লাল প্রস্তর দ্বারা বেষ্টিত এবং প্রায় আড়াই মাইল বিস্তৃত। ইহার ভিতরে দরবার স্থলটী ৩৫০ বর্গ ফিট। মধ্যস্থলের দেওয়াল খানা ২০০ ফিট দীর্ঘ ও ১০০ ফিট প্রস্থ। এই স্থানে দরবার হইত।

(৯) সাজাহানের যুম্মা মসজিদ পৃথিবীর মধ্যে অতীব সুন্দর প্রার্থনা প্রাসাদ। ইহার তিনটী গেট আছে। এমন প্রকাণ্ড মসজিদ অদ্যাপি মনুষ্য দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই। ইহা আগ্রার তাজমহল অপেক্ষা নিম্ন কিন্তু দিল্লীর যাবতীয় বাটী অপেক্ষা উচ্চ। ইহা ২০১ ফিট দীর্ঘ ও ১২০ ফিট প্রস্থ। ইহার মস্তকে তিনটী লাল ও কাল প্রস্তরের সুসজ্জিত স্তম্ভ আছে। ইহা নির্ম্মাণ করিতে প্রায় দশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার মধ্যস্থলে একটি শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত ৪৫ ফিট দীর্ঘ ও ৩৬ ফিট প্রস্থ চৌবাচ্চা আছে। উপাসনার স্থানটী দৈর্ঘ্য ১৮৭ ফিট এবং প্রস্থে ৯০ ফিট। ইহাতে ৮৯৯ জনের উপাসনার জন্য চিহ্নিত স্থান আছে এবং মধ্যস্থলে উপাসনাবেদী। এই স্থলে রাজকন্যা জাহানারার সমাধি হয়।

(১০) ১৮৭৭ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী লর্ড লিটন দিল্লীর রাজসূয় যজ্ঞে স্বর্গীয়া রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে "ভারত রাজ-রাজেশ্বরী" বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৯০৩ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী এক বৃহৎ দরবারে লোকান্তরিত ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডকে লর্ড কার্জ্জন ভারতের রাজরাজেশ্বর বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৯১১ খ্রীঃ ১২ই ডিসেম্বর ভারতেশ্বর পঞ্চমজর্জ্জ মহোদয় রাজ্ঞীসহ আর্য্যভূমে আসিয়া দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়া ভারতের একচ্ছত্রী সম্রাট বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছেন। তৎকালে তিনি দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া যান। তদনুসারে ১৯১৩ খ্রীঃ ১লা এপ্রেল হইতে ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী কালকাতা হইতে স্থানান্তরিত হইয়া দিল্লী নগরে বিশ্ববিজয়ী ব্রিটীশ রাজের বিজয় বৈজয়ন্তী বক্ষে ধারণ করিতেছে।

চাটনী।

(শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়)॥

১। পণ্ডিত মশাই এখন সংস্কৃত পড়াইতেছেন। তিনি সতীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন - সতীশ কতোকগুলো ধাতুর নাম কর ত ?

সতীশ—আজ্ঞে, এই সোনা, রূপো, তামা, পেতল, সীসে, লোহা, দস্তা ইত্যাদি।

(২)

ঠাকুরদাদা (নাতির প্রতি)—ওরে হাবু কোল্‌কেটা ধরিয়ে আন্‌তো ? হাবু কোল্‌কেটা ধরাইবার জন্য রান্নাঘরে গিয়া উনানে ফেলিয়া দিল। মাটির কলিকা বলিয়া ধরিতে একটু দেরী হইল। ঠাকুরদাদা আবার বল্লেন—ওরে হাবু ধরান হল ? এই হোল বলে। ঠাকুরদাদা হাবু কি করিতেছে দেখিবার জন্য রান্নাঘরে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে হাবু কলিকাটী উনানে ফেলিয়া দিয়াছে। তাই তিনি বলিলেন --ওরে কি করছিস্ রে। (হাবু একটু চমকিয়া গেল) আমি তোকে কোল্‌কেটা ধরিয়ে আন্‌তে বল্লুম তুই কিনা কোল্‌কেটা উনুনে ফেলে দিলি।

হাবু—আপনি ত আমাকে কল্‌কেটা ধরিয়ে আন্‌তে বল্লেন তাই আমি কোল্‌কেটা উনুনে ফেলে দিলুম, তা' না হ'লে কিরকম করে ধরবে ?

(৩)

কিরে হরে, কি আন্‌ছিস্ ?

হরে—আজ্ঞে বাবু আপনাকে গোটাকতক আম পাঠিয়েছেন।

রামবাবু—বটে তা ওগোলা বাড়ীর ভিতরে দিয়ে আয়, (হরে বাড়ীর ভিতরে আমগুলা দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল)

রামবাবু—কিবে দাঁড়িয়ে রয়েছিস্ ?

হরে—যদি বাবু জিজ্ঞাসা করেন যে আপনি আমায় কি বকশিশ দিলেন তবে আমি কি জবাব দেব সেইটে বলে দিন।

(৪)

নরেনের মাষ্টার নরেনকে একটী আঁক কষিতে দিয়াছে সে ছয়বার কষিয়াও ঠিক্ করিতে পারিল না।

মাষ্টার—ফের কষে আন।

এবারেও যখন সে কষিয়া দেখাইল তিনি বলিলেন এখনও তোমার উত্তরে তিন পয়সা কম আছে। আবার দেখ গে।

নরেন তাড়াতাড়ি পকেট হইতে তিনটী পয়সা বাহির করিয়া বলিল ও আঁক আর আমি কষ্‌তে পারব না মাষ্টার মশাই। যা তিন পয়সা কম হয়েছে তা আমি এখনই নিজের কাছ থেকে দিয়ে দিচ্ছি এই নিন।

মজলিস।

বিগত ২৭শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭—৩০ ঘটিকার সময় ১১ প্রেমচাঁদ বড়ালের ষ্ট্রীটে স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়াল মহাশয়ের ভবনে তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত কিষনচাঁদ বড়াল মহোদয়ের আহ্বানে মজলিসের দ্বিতীয় বার্ষিক চতুর্থ অধিবেশন হইয়াছে। উক্ত অধিবেশনে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। গোয়ালিয়রের শোভারাম খাঁ, রামপুর ষ্টেটের আসবক খাঁ (শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল ও শ্রীযুক্ত বিজয়লাল মুখোপাধ্যায়ের ওস্তাদ) এবং শ্রীযুক্ত বিজয়লাল মুখোপাধ্যায়ের সুমধুর সঙ্গীতে ও জয়পুর ষ্টেটের রহিমুদ্দিন খাঁর সেতার বাদ্যে "মজলিসের" সদস্যগণ বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। আহ্বায়ক স্বয়ং কিষণচাঁদ বাবু হারমোণিয়ম বাজাইয়া ছিলেন এবং তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাইচাঁদ বড়াল ডুগী তবলায় বোল ফুটাইয় ছিলেন। স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়াল মহাশয় যেমন সঙ্গীতের চর্চ্চা করিতেন সুখের বিষয় তাঁহার সুযোগ্য পুত্রেরাও তাঁহাদের পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন এবং আশা করি ভবিষ্যতে তাঁহারা পিতার ন্যায় যশস্বী হইবেন।

কর্ম্মখালি

"বংশপরিচয়ের" উপকরণ সংগ্রহের জন্য বঙ্গদেশের প্রতি সহরে, মহকুমায়, থানায় একজন লোক চাই। তিনি স্থানীয় অধিবাসী হইবেন এবং নিজের কর্ম্ম করিয়া অবসর সময়ে কার্য্য করিতে পারিবেন। শীঘ্র আবেদন করুন।

ম্যানেজার—প্রজাপতি ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এলাহাবাদ এক্‌জিবিসনে সুবর্ণপদক প্রাপ্ত ভারতের

রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষিত

বিনোদবিহারী দত্ত জুয়েলার

স্থাপিত ইং ১৮৮২

হীরা মুক্তার এবং গিনি সোনার অলঙ্কার

বিক্রেতা ও প্রস্তুতকারক।

শাস্ত্র অনুযায়ী ধারণের জন্য হীরা, নীলা ক্যাটস্‌আই গোমেদ প্রবাল, মুক্তা ইত্যাদি বেদাগ উত্তম পাথর। হীরা মুক্তার কলার, ব্রাস্লেট, নেক্‌লেস, ইয়ারিং, টায়রা, ব্রুচ, ইয়ারটপ, বোতাম, চেন, আংটী প্রভৃতি নানাপ্রকার হাল ফ্যাসানের গহনা বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা মজুত আছে।

অর্ডার দিলে গিণি সোনার যাবতীয় গহনা বাজার অপেক্ষা কম মজুরীতে অল্প সময়ে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়।

আমরা সকলপ্রকার ঘড়ি বিক্রয় করি

একমাত্র ঠিকানা -

বিনোদ বিহারী দত্ত

১এ বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ বহুদর্শী এবং সুপণ্ডিত

চিকিৎসক

কবিরাজ—শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায়

প্রত্যেক সোমবারে ৪৭ নং বেচুচাটুয্যের ষ্ট্রীটে, বেলা ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকেন,—কঠিন, জীর্ণ ও দুশ্চি-কিৎস্য রোগগ্রস্ত রোগীরা ঐ সময়ের মধ্যে সাক্ষাৎ করিয়া রোগমুক্তির জন্য বিনামূল্যে তাঁহার পরামর্শ লউন।

কলিকাতা মিউজিকাল ষ্টোর

হারমোনিয়ম ২০৲ হইতে ৩৫০৲ অর্গ্যান টিউন মডেল ফ্লুট ৩ অক্টেভ ডবল মূল্য ৫৫৲ ঐ স্পেশাল ৪০৲

অর্ডারের সহিত ১০৲ অগ্রিম পাঠাইবেন। পরিমার্কা পিত্তলের বাঁশী বি ২৷৷০, সি-২৷০ ডি-২৲ ই-১৸০, এফ-১৷৷০, জি-১৷০, সর্ব্ববিধ বাদ্য যন্ত্র বিক্রেতা। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন বিশ্বাস এণ্ড সন্স, ৫নং লোয়ার চিৎপুর রোড (৮) কলিকাতা।

গোবৰ্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মজলিস

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [২০শ সংখ্যা

১৩৩১ সাল, ১২ই পৌষ শনিবার, নগদ মূল্য ৵১০ পয়সা।

সম্পাদক—শ্রীব্রজবল্লভ রায় ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস কার্য্যালয়—২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস' বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, কাশীমবাজার, মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর) রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর (নশীপুর), রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ,আর, সি, আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর আসাম), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহারাজ-কুমার যোগীন্দ্র নাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্ব্বেল প্যালেস) শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি-এল, জমিদার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ ... জমিদার, (ঢাকুরিয়া) শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল) শ্রীজগতপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ সত্ত্বাধিকারী (ইলিয়ট এণ্ড কোম্পানী), শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ নগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নলীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলীনীরঞ্জন সরকার এম,এল, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি) শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র নাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার চট্টোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি (সত্ত্বাধিকারী মেসার্স অর্ ডিগনাম এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলী) শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লাভপুর) শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি এস. শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্ত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত ...ধন নাগ (ম্যানেজার বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া) কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন. কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কাণ্ডি রঙ্গপুর) শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্তপঞ্চানন সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, শাঁখারিটোলা ও শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুখাঁ কৌন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন।

মজলিস-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইলে মাসিক বা বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

বেগম খোশ !!!

পথের মোড়ে, প্রিয়দর্শনা পানওয়ালীর দোকানে জনসমাগম বহুল হাটে বাজারে—দুই পয়সায় মদনানন্দের ফেরি চলিতেছে—ইহাতে আমরা কোন কথাই বলি নাই। ভাবিয়াছিলাম—এ বুঝি আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির একটা অপরিহার্য্য লক্ষণ!

খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে নিত্য নিয়ত পুরুষত্বহানির মহামহৌষধ ছাপা হইতেছে। কেহ "কামকল্প চূর্ণ" পানের সহিত খাওয়াইয়া "প্রহর ব্যাপী শুক্র স্তম্ভনের" প্রলোভন দেখাইতেছেন। কেহ "মহাপুরুষ প্রদত্ত রতি শক্তি" বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া "ইন্দ্রিয় শৈথিল্য" দূর করিতেছেন! কেহ দ্বারভাঙ্গা হইতে চীৎকার করিয়া গলা ভাঙ্গিতেছেন "অভিনব আবিষ্কার! আমাদের রতিরঞ্জন চূর্ণ ব্যবহারে বৃদ্ধের পক্ককেশও কৃষ্ণবর্ণ হয়।" কেহ রমণ বিলাসিনী বটিকা খাওয়াইয়া—যুবকদের অত্যাচার-পীড়িত অকর্ম্মণ্য অঙ্গ দৃঢ় ও সতেজ করিয়া তুলিতেছেন! কেহ "বাদসাহী তেলায়"নষ্ট শক্তি ফিরিবার আশার বাণী শুনাইতেছেন। কেহ বা কেবল মাদুলী পরাইয়া হৃত স্বাস্থ্যকে "হাতে হাতে পরীক্ষা" দিবার অঙ্গীকার করিতেছেন! ইহাতেও আমরা এতদিন কোন আপত্তি করি নাই। ভাবিয়াছিলাম—দেশের ক্লীব নপুংসক গুলা এইবার পুরুষত্ব লাভ করিবে। দেশের মঙ্গল হইবে। আশায় বুক বাঁধিয়া ছিলাম, আমাদের আর ভাবনা নাই! বিজ্ঞানবিদ্ ডাক্তার দেশের জরাজীর্ণ হতভাগাদের কল্যাণ কামনায়—"ফ্রেঞ্চ পিল" হস্তে অগ্রসর! কবিরাজ—"কামিনী মদভঞ্জন" প্রস্তুত করিয়াছেন। হাকিম "তুথ্‌মে উটাঙ্গন হালুয়া" পাকাইয়াছেন। তান্ত্রিক "কবচ" "মাদুলী" পরাইতেছেন। অবধূত "ধাতুভস্ম" দিতেছেন! সন্ন্যাসী শিকড় বাটিতেছেন! হাতুড়ে "ভয়ানক অনুকরণ" করিতেছেন। নিষ্কর্ম্মা "স্বপ্নাদ্যের" ধ্যানে মগ্ন। কেহ বলিতেছেন—"ফল না পাইলে মূল্য ফেরৎ দিব।" কেহ বলিতেছেন—"সাবধান জাল হইয়াছে।" কেহ বা অযাচিত প্রশংসাপত্রের ঝুড়ি মাথায় লইয়া হাজির। এই সব দেশ হিতৈষী, সমাজ সুহৃদ, পরোপকারী, স্বার্থত্যাগীর দল যখন আমাদিগকে পুরুষত্ব প্রদান করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তখন ভারতোদ্ধারের আর বিলম্ব কি? ভারত যজ্ঞের দেশ,—শুভক্ষণে এই সকল বশিষ্ট-বিশ্বামিত্র-জন্মেজয়ের দল—"ড্রগিষ্ট কোম্বষ্ট" রূপে—জীবের জন্য "কামেষ্টি" যাগ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পল্লীগঠন করিতে ছুটিয়াছেন—আর এই সব "কোম্বষ্ট ড্রাগিষ্ট"—অকর্ম্মণ্য জড়গুলাকে—পুরুষত্ব প্রদান করিবার জন্য অতি মাত্রায় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন।

তা উঠুন, সে তো ভালই! বাঙ্গালীর অকাল বার্দ্ধক্য—অনেক ছোটকে বড় করিয়া ফেলিয়াছে, এদের স্বাভাবিক হিল্লোলের উপর আবার যদি যৌবনের জোয়ার আসে,—সে যে নিতান্তই দৈবানুগ্রহ। সেকালে এ দেশটা নাকি সংযমের দেশ ছিল। তখন আতপ তণ্ডুল ও অপক্ক কদলী ভোক্তার দল—রামী রজকিনীকেও শ্রীরাধিকা প্রতিপন্ন করিতে পশ্চাদপদ হয় নাই! সেই পাপে এদেশের সকল লোকেরই এখন পুরুষত্ব গিয়াছে। সুতরাং পুরুষত্ব হানির মহৌষধ যাঁহারা প্রচার করিতেছেন তাঁহারা আমাদের নমস্য। তাঁহারাই কল্কী অবতার। আমরা তাঁহাদের আবিষ্কারের কাছে কৃতজ্ঞ।

বন্ধুবর দুর্গাদাস মল্লিক—সম্প্রতি একখানি বিজ্ঞাপন আমাকে উপহার দিয়াছেন। বিজ্ঞাপন খানি পড়িয়া

বুঝিলাম—এতদিনে বাঙ্গালীর পুরুষত্ব লাভের একটা উপায় হইল। এই বিজ্ঞাপন দাতা সকলের উপর টেক্কা দিয়াছেন। পাঠক! বিজ্ঞাপনখানির প্রতিলিপি একবার পড়িয়া দেখ।

বেগম খোশ।

না, আগে 'বেগমখোশ'টাই রেখে দেই। নির্ম্মলদির স্বামী নাকি বেগমখোশ সেবনে চড়ুই পাখীর মত হয়েছে। এবার স্বামীকে এটা সেবন করাবই। বউদিকেও একটা এনে দেব। বহুৎ আচ্ছা !!

ক্যাটলগ বিনামূল্যে

কারখানা—চকরিয়া, চট্টগ্রাম।

কোন নবযুবতী নিজের ট্রাঙ্ক খুলিয়া তাহার ভিতরে "বেগম খোশের" শিশি তুলিয়া রাখিতেছেন, আর মনে মনে বলিতেছেন—"স্বামীকে এটা সেবন করাবই।" যখন নির্ম্মল দির স্বামী বেগম খোশ সেবনে চড়ুই পাখীর মত হয়েছে" তখন "বউদিকেও একটা এনে দিতেও রূপসীর ইচ্ছা হইয়াছে। অতএব—"বহুৎ আচ্ছা"ই বটে !

এই বিজ্ঞাপনটী বাহির হইয়াছে—ব্রাহ্ম সম্পাদকের বিখ্যাত পত্রিকায়। সম্পাদক বিশ্বাসী ব্রাহ্ম, বয়োবৃদ্ধ, বিদ্যায় বরিষ্ঠ, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি। কুরুচির বিকট গন্ধে বিরক্ত হইয়া বাল্মিকীর বই হইতে তিনি "রত্নাবতী হরণ" ব্যাপার বাদ দিয়া বাঙ্গালীকে বাধিত করিয়াছেন। বাল বিধবার হিসাব দিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থাকে বরাবর বিদ্রূপ করিয়া আসিতেছেন। এ হেন বরেণ্য সম্পাদকের কাগজে —"বেগম খোসের" বিজ্ঞাপন বহিষ্করণ দেখিয়া—বিবেক বিহীন হিন্দু আমরা বড়ই বিস্মিত হইয়াছি। বিশেষতঃ— বঙ্গনারীর জবানীতে—বারবণিতার বাসনা বাণী পড়িয়া, আমাদের বক্ষে বজ্রাঘাত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য বাজীকরণের ঔষধ বিক্রেতারা বিকৃতরুচি বটে, কিন্তু "বেগম খোশের" আবিষ্কারকের মত বেহদ্দ বেহায়া বুঝি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জন্মগ্রহণ করে নাই! চঞ্চল চিত্ত যুবাগণ,—চকরিয়া চটগ্রামে চিঠি লিখিয়া চটকবৃত্তি চরিতার্থ করিবার চমৎকার ঔষধটী চাহিলে, চরমে চামচিকের মত চটকদার চেহারা হইবে। চাতুর্য্যের চেলা চামুণ্ডগণ—কথাটা কি চিন্তা করিয়া দেখেন নাই ?

পুলিশকে প্রশংসা করিতে গিয়া লাট লিটন—ভারত নারীর সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে নারীজাতির অপমানে সকলেই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। আর এই যে—এক বেহদ্দ বেহায়া বাদ্দির ব্যবসা ধরিয়া,—"বেগম খোশের" আবিষ্কার করিয়া, নারীর উক্তি দিয়া চটকাবৃত্তির প্রলোভন দেখাইতেছে, ইহাতেও কি সমগ্র নারী জাতির অবমাননা হয় নাই ? পেটেণ্ট ঔষধ প্রচারকারীরা—পেটের দায়ে পাগল হইতে পারে,—পাশববৃত্তি প্রবল পুরুষগুলাও হয়তো প্রলোভনে পড়িয়া পয়সা খরচ করিয়া প্রাণঘাতী 'পয়জন' পান করিতে পারে, কিন্তু—'প্রবীন পাশকরা পণ্ডিত সম্পাদক, এ পাপের প্রতিলিপি প্রকাশ করিলেন কেন ? পারলৌকিক প্রেমে ? না পরহিত পরায়ণতায় ? অথবা পরাধীনা—প্রপীড়িতা প্রমদাদের প্রাণের দুঃখে পরম ক্লিষ্ট হইয়া ?

তোমরা তো জাগিয়াছ মা! তবে আর বিলম্ব কেন ? এই সব পশু প্রকৃতির পেটেণ্ট ঔষধ বিক্রেতাগুলাকে পাপের প্রতিফল দিবার জন্য—'পাষণ্ডদলনী রূপে জাগো। পরশুরামের মত প্রবল প্রতাপে—পদ্মহস্তে সম্মার্জ্জনী ধরিয়া একবার পীঠস্থানে দণ্ডায়মান হও। এদেশে পুরুষগুলা পরপদসেবী, পতিত, পুণ্যহীন, পীড়া প্রবণ, পুরুষত্বহীন হইলেও,—এদেশের রমণীরা তো প্রকৃতি রূপিণী মহাশক্তির পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি! তোমাদের মান তোমরাই কেন রাখ না মা!

পেত্নীর বিদায়।

(সদ্ধর্ম্ম ব্রত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ)

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

সে ভাবনা আর এখন থেকে তোমার ভাবতে হবে না, তখন লোকের দুঃখু হবে না। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নেই।

তেমন কাক কৈ দেখি না ?

ওগো ঐ ও বাড়ীর বড় ঠাকুরঝি বলেছেন তোমার

কলিকাতা … আয়ুর্ব্বেদ মেডিকেল কলেজের সুপারি-
ণ্টেণ্ডেণ্ট ও অধ্যাপক, "আয়ুর্ব্বেদ"-মাসিক পত্রের
সম্পাদক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক,
রাজ কবিরাজ
শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত

রতি বল্লভ রসায়ন

যৌবন স্বভাব সুলভ ইন্দ্রিয়চাপল্যে শরীর একেবারে অকর্ম্মণ্য হইলে অনৈসর্গিকস্বপ্ন বিকারে জীবনটি বিড়ম্বনাময় হইয়া উঠিলে, জ্বালা যন্ত্রণাময় মেহ বা পুরাতন প্রমেহে বিস্তর কষ্ট পাইতে থাকিলে, কাল বিলম্ব না করিয়া এই বিশ্ব বিখ্যাত মহৌষধ সেবন করুন—নিশ্চয় নষ্ট স্বাস্থ্য লাভে সমর্থ হইবেন।

বিংশতি প্রকার প্রমেহ নষ্ট করিতে ইহার অতি অদ্ভুত ক্ষমতা। ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করিতেও ইহার ক্ষমতা অসীম। যাঁহাদের ধাতু ক্ষীণ বা পুরুষত্ব হানির সূচনা ঘটিয়াছে অথবা সম্পূর্ণরূপে পুরুষত্ব হানি প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহাদিগের মন্ত্র শক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে।

বিগত ৩০ বৎসর হইতে এই মহৌষধ ভারতের সর্ব্বত্র সমানভাবে চলিয়া আসিতেছে।

মূল্য ১৫ দিনের উপযুক্ত দুই প্রকার ঔষধ পূর্ণ ১ কৌটা ২৲ টাকা মাত্র।

অনুপান সম্বন্ধে বিশেষ ঝঞ্ঝাট নাই, কেবল জল দিয়া খাইতে হয়।

প্রাপ্তি স্থান —

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন ভিষগ্‌রত্ন
আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী, এল,এ,এম, এস্, এইচ এম বি
হরনাথ আয়ুর্ব্বেদ ভবন
১১।১ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিবাহ

মাঘ মাসেই দিতে চান? বেশ ত আমাদিগকে আজই পাত্র পাত্রীর বিবরণ সহ লিখুন। আমাদের সন্ধানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র, রাঢ়ী, কায়স্থ ও বৈদ্য পাত্র পাত্রী আছে।

ম্যানেজার প্রজাপতি—২০৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সি, আই, ই, লিখিত ভূমিকা সহ
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ কুমার সঙ্কলিত

বংশপরিচয়

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড বাহির হইয়াছে।

সমুদয় খণ্ডই সম্পূর্ণ। প্রত্যেক খণ্ডের দাম ২৲। প্রথম খণ্ডে ৪৭৭ পৃষ্ঠা ৫০ খানা ফটো, দ্বিতীয় খণ্ডে ৫০৫ পৃষ্ঠা ১৪২ খানা ফটো ও তৃতীয় খণ্ডে ৬৬৬ পৃষ্ঠা ১০০ খানা ফটো আছে।

এদেশে এখন যে সকল বড় বড় পরিবার আছেন, যাঁহাদের সৎকীর্ত্তিসমূহ দেশকে গৌরবোজ্জ্বল করিয়াছে এবং যে সকল ব্যক্তি শিক্ষায় ও সদনুষ্ঠানে জাতিকে প্রশংসাভাজন করিয়াছেন, তাঁহাদের পারিবারিক ইতিহাস এই গ্রন্থে ধারাবাহিক রূপে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে লিপিবদ্ধ হইতেছে। পারিবারিক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া জাতির বিরাট ইতিহাসের উপকরণ যোগাইয়া দেওয়াই উদ্দেশ্য। পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃতে পাঠাই।

ম্যানেজার—প্রজাপতি ২০৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ড্রাম /৫ ও /১০ পয়সা!

প্রধান ঔষধালয়—৩৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
ব্রাঞ্চ ঔষধালয়—১২ নং সেণ্ট্রাল এভিনিউ, ২৯১ নং অপার চিৎপুর রোড, ১৫৩।১ বহু-বাজার ষ্ট্রীট, ৬৬।৪ নং রসারোড, কলিকাতা।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স—পুস্তক ড্রপার সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ১০৪ শিশি ২৲, ৩৲, ৩॥০, ৫॥০, ৬৸০, ১১॥০ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা রত্নাকর (বাঁধান) ২॥০ টাকা, মাশুল ৷৵০।

যখন দরকার হবে আমাকে ডেকো আমি সব কাজ কর্ম্ম করে দোব।

ওবাটীর বড় ঠাকুরঝি অর্থাৎ আমার ওবাটীর বড়দিদি ঠাকুরাণী শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবীকে ডাকা তো সহজ কথা নয়?—তাঁকে ডাকলেই তাঁর সাতগুষ্টি এসে আমার বাটীতে অন্নধ্বংস করবেন!

ওগো! বড়লোক হলে অমন দশজনকে অন্ন দান কর্ত্তে হয়।

বিষ্ণুপদ বাবু গম্ভীরভাবে বসিয়া পত্নীর চরিত্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পত্নী বাধা দিয়া বলিলেন—আবার ভাবছো কি?

বিষ্ণুপদ বাবু তেমনি গম্ভীরভাবেই বলিলেন—কি ভাবছি?—ভাবছি বেশ!

কি ভাবছো—শুনি?

ভাবছি—আমরা ভাই, ভাজ মাত্র দু'জনকে যখন অন্ন দিতে কাতর হচ্ছি,তখন দশজনকে অন্ন দোব কেমন কোরে, দুজনকে মাত্র অন্নদানই তো নয়! দুজনকে যে সর্ব্বস্ব দান করছো, একটা পয়সা যে নিজের কাছে রাখছো না?

হাঁ তা, বটে! তা' বেশ, তাই হা'তোক হবে, তবে কি জান? লোকে যে কি বলবে তাই ভাবছি।

ওগো লোকের কথা শুনতে গেলে কাজ চলবে না, লোকের কি? লোকে ঐ রকমই চায়! লোকে তোমাকে পথের ভিখারী কর্ত্তে পারলে তবে বাঁচে। তুমি সর্ব্বস্ব নষ্ট করো তাহলে লোকের সুখের অবধি থাকবে না। তাছাড়া দুষ্ট লোকে চিরকাল পাঁচ কথা বলেই; আজ তোমাকেও বলবে।

তবেইত, ঐটাই তো মুস্কিলের কথা,কখনও কারও কথা সহ্য করি নেই; লোকের কথা কি সহ্য করতে পার্ব্ব?

ওগো সকল লোকের কথা তোমাকে সহ্য কর্ত্তে হবে না। তুমি কি মনে করেছ সকল লোকেই তোমার নিন্দে কর্ব্বে?—তা কর্ব্বে না। আবার এমন লোকেরও অভাব হবে যারা তোমার সুখ্যাতি না কর্ব্বে? আমি এই বলে রাখলাম তখন দেখে নিও।

দুই একজন তেমন লোকের নাম করো দেখি, শুনে বুকটাকে তাজা করি?

আহা এর আবার ঠাট্টা দ্যাখো?

না—না, ঠাট্টা নয় দুজন একজন তেমন লোকের নাম করো না?

ঐ তো বল্লাম,ও বাটীর বড় ঠাকুরঝিদের বাড়ীর সকলেই তোমার সুখ্যাৎ কর্ব্বে। ওদের সকলেরই ইচ্ছে তুমি এখনই পৃথক হও! বড়ঠাকুরঝির বড় ছেলে সে দিন আমায় শুনিয়ে বল্লেন—বিষ্ণুপদ এখনও বুঝছেন না, সর্ব্বস্ব ভাই ভাজকে দিচ্ছেন, কিন্তু এর পর টের পাবেন। বিষ্ণুর ভবিষ্যতে কষ্ট আছে।

বড় ঠাকুরঝিদের বাড়ী ছাড়া আর কেও তোমার তেমন লোক আছে?

নেই আবার? ঐ পুব পাড়ার নবের মা, রমি কায়েত গুঁকরা বউ, আমার মিতে, কত নাম কর্ব্ব?

বিষ্ণুপদ ভাবিলেন—গ্রামের মধ্যে যতগুলি দুষ্ট, মুখরা কলহপ্রিয়া, স্বার্থপর, বদমাইস মাগী আছে, তাঁরা সকলে এঁয়ার পক্ষে এঁয়ার ভাবের লোক, এঁয়ার পাপ কার্য্যের পোষকতাকারিণী, এঁয়ার পরামর্শ দাতৃ। "যোগ্যেন যোজয়েৎ" কথাটা মিথ্যা নয়। মণিকারই মাণিক চেনে, তারা এঁকে চিনে ফেলেছে, এঁর সঙ্গে মিশে এঁর এই নরকাগ্নিতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। গ্রামের একটিও সৎ মেয়ে মানুষের সঙ্গে এঁর প্রণয় নাই। তবে একথাটা মিথ্যে নয় যে আমাদের দুই ভাইকে পৃথক কর্ব্বার জন্যে, আমাদের এই সংসারটাকে নষ্ট করবার জন্যে এ গ্রামের অনেকেরই বিশেষ চেষ্টা; যাই হোক লোকগুলোকে চিনে রাখা দরকার কারণ ভবিষ্যতে ঐ সকল লোককে পরিহার করবার সুবিধা হবে।

বিষ্ণুপদ প্রকাশ্যে বলিলেন—তাহলে তোমার দলেও লোক আছে দেখছি! যাই হোক শুনে বাঁচলাম যে, তোমার পক্ষেও দুই চার জন দাঁড়াবে!

ওগো! তোমার এই উজ্জ্বল বরণী লোক বশীভূত করতে ভারী বাহাদুর! লোক বশীভূত কর্ব্বার মন্ত্র আমার বিশেষ রূপ জানা আছে। এর পর দেখে নিও কত লোক আমি বশীভূত করি। কত লোক আমার পক্ষে দাঁড়ায়, কত লোক আমার এক দম্ বশীভূত হয়!

লোক বশীভূত কর্ব্বার মন্ত্রটা কি আমায় বলে দাও, আমি শিখে নিই, কারণ দশ বিশজন পুরুষ মানুষ বশ ক

কর্ত্তে হবে। শুধু মেয়ে মানুষ নিয়ে তো কাজ চলবে না।

উজ্জ্বল বরণী কটাক্ষ করিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন শুধু মেয়ে মানুষ নিয়ে কাজ চলবে না?—তা' বেশ চলবে! —কি বলো?

তাই কি চলে? তাহলে ভগবান মেয়ে পুরুষ পৃথক সৃষ্টি কর্ত্তেন না।

ভগবান পৃথক সৃষ্টি করেছেন বটে, কিন্তু আমরা সে পার্থক্য আর মানবো না।

বিষ্ণুপদ হাসিয়া উঠিলেন এবং সহাস্য বদনে বলিলেন—কি রকম বলো দেখি মানবে না ক্যানো?

ওমা! তুমি খবরের কাগজ পড়ো না নাকি! নারী-জাতির যাঁরা আদর্শ, যাঁদের দেখে অন্যান্য নারীরা সকল বিষয় শিক্ষা করেন, সেই শিক্ষিতা নারীরা এখন বিষম আন্দোলন কর্চ্চেন, যে, "আমরা পুরুষদের সঙ্গে সকল বিষয়ে সমান অধিকার চাই।"

তাহলে তোমার ও কথা গুলো বেশ মনে ধরেছে, কি বলো?

তা' আবার ধর্ব্বে না? মেয়ে মানুষ মাত্রেরই ওকথা গুলি মনে ধর্ব্বে। ঐ রকম হলে, নারীরা পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার পেলে পুরুষ গুলো আচ্ছা জব্দ হবে। তাঁদের চালাকি আর খাটবে না।

এখনই বা চালাকি খাটছে কই? এখন তো প্রায় পনর আনা পুরুষেরই কন্যা না হয় মেষ রাশি, আর নারী-দের সিংহ রাশি! মেয়ে মানুষ দেখলে পুরুষেরা ভয়ে থরহরি কম্পবান!

হ্যাঁ গো তা' বই কি!

তা' বেশ, এখন দয়া করে লোক বশীভূত কর্ব্বার মন্ত্রটা আমায় শিখিয়ে দাও দেখি?

আমি তোমার গুরুমশায় নাকি যে, তোমায় শিখিয়ে দোব?

নিশ্চয়ই গুরুমশায়! তুমি আমার প্রেমের গুরু, প্রাণের গুরু, তুমি আমার সকল বিষয়েই যে গুরুমশায়! না-না তুমি আমার স্কুলের মাষ্টার মশায়, তুমি আমার কলেজের ভাড়াটে লেকচারার, প্রফেসার!

উজ্জ্বল বরণী প্রেমের ভাষায় বলিলেন—আচ্ছা যাও, বেশী বকো না।

না-না সত্যি বলছি।

হ্যাঁ, ঐ গুলো সত্যি কথা কি না?

আচ্ছা বেশ মিথ্যে কথাই হলো, এখন মন্ত্রটা কি শুনি

মন্ত্রটা শিখিয়ে দিলে আমায় কি বকশিষ দেবে?

তোমারই তো সর্ব্বস্ব!

উজ্জ্বল বরণী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আমার আর সর্ব্বস্ব কই? সর্ব্বস্ব তো তোমার, দাদার, তোমার বউদিদির!

আহা আর ওঁদের সর্ব্বস্ব থাকছে কই? এখন তো তোমারই হচ্ছে

দ্যাখো—এখন আমার বরাত!

তাহলে এইবার মন্ত্রটা?

ওগো! মন্ত্র আমার মাথা আর মুণ্ডু! মন্ত্র ঘোঁড়ার ডিম! পয়সা দিলেই লোক বশীভূত হয়। কেন তুমি কি জান না? মৃদঙ্গের মুখে ময়দা লেপে দিলেই মধুর আওয়াজ বে'র হয়?

হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বটে। কিন্তু এই গ্রামখানির লোককে, বা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম গুলোর লোককে, পয়সা দিয়ে বশ কর্ত্তে হ'লে ত বহু টাকার দরকার হবে!

তা' কিছু হবে বই কি?

দুটো লোককে তাড়াবার জন্যে যদি অত টাকা খরচ করে লোক বশ কর্ত্তে হয়, তাহালে সেই দুটো লোককে টাকা খরচ করে বশে রাখা মন্দ কি? সে দুটো লোক বশে থাকলে আর তো গ্রামের লোককে টাকা দিয়ে বশ কর্ত্তে হবে না?

[ক্রমশঃ।

নাচঘর।

শ্রীযুক্ত শ্যাম লাল গোস্বামী।

মহাত্মা গান্ধী যখন দেশে সুরুচির প্রচারে যত্নবান—সমগ্র দেশ যখন সুরুচি গ্রহণে তৎপর, সেই সময়ে যদি কেহ ব্যবসাদারীর খাতিরে কুরুচির প্রশ্রয় দেয় তবে তাহার কি শাস্তি হওয়া উচিত তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। এ শ্রেণীর লোক সাহিত্যিকের ছদ্মবেশে দেশের পরম শত্রু—জাতির

অবিসম্বাদী বৈরী—জেনারেল ডায়ার হইতেও ইহাদের কাজ ঘৃণ্য। বড় আশা করিয়া গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রভৃতি বাঙ্গালার রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার জাতি গঠনে রঙ্গালয় সমূহ নিতান্ত কম সাহায্য করে নাই। গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান', অমৃত লালের 'খাসদখল', দ্বিজেন্দ্র লালের বঙ্গনারী প্রভৃতি বাঙ্গলার সামাজিক জীবনে কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। তারপর বাঙ্গালার জাতীয় আন্দোলনের যুগে দ্বিজেন্দ্র লালের "রাণা প্রতাপ" "মেবার পতন" প্রভৃতি নাটকে মুসলমান বিদ্বেষের সৃষ্টি করিলেও দেশে একটা Nationalism এর ভাব বিকাশ করিয়াছিল। বর্ত্তমানে সেই সমস্ত রঙ্গালয় নূতন ধরণে নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এক এক খানি নাটকের অভিনয় করিয়া বেশ কৃতীত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। ষ্টারে "কর্ণার্জ্জুনের" অভিনয়ে "অস্পৃশ্য" সূতপুত্র কর্ণের "দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম পুরুষত্ব করায়ত্ত মোর" এই উক্তিটুকু মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে কম সহায়তা করিতেছে না। তার উপর মনোমোহনে "সীতার" অভিনয় করিয়া এবং কনসার্টের পরিবর্ত্তে "সানাইয়ের" প্রবর্ত্তন করিয়া শিশির কুমার ভারতের সেই প্রাচীন আদর্শকে দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

দুঃখের বিষয় এই মনমোহন থিয়েটারের ঢক্কানিনাদী "নাচঘর" নামক পত্রের গত ২৭ শে অগ্রহায়ণের সংখ্যার মুখপাতে যে উলঙ্গ রমণীর ছবি দেখিলাম, তাহাতে শিশির-কুমারের আদর্শের সহিত "নাচঘরের" আদর্শের কতটা সামঞ্জস্য আছে তাহা পাঠক সমাজেরই বিবেচ্য। এই নাচঘরের সম্পাদক শ্রীমান হেমেন্দ্র কুমার রায় ও শ্রীমান প্রেমাঙ্কুর আতর্থী উভয়েই লেখকের পরিচিত। হিন্দুস্থানের সম্পাদকীয় বিভাগে এতদুভয়ের সহিত আমার কার্য্য করিবার দুর্ভাগ্য হইয়াছিল। তখন জানিতাম না ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় ইঁহাদের অন্তরে কুরুচির এরূপ দাবানল জ্বলিতেছে।

শিশির কুমার মিত্র মহাশয় "বিবাহ বিজ্ঞান" প্রভৃতি কুরুচি মূলক গ্রন্থ প্রকাশ করায় দেশের সংবাদ পত্র মহলে হৈ চৈ উঠিয়াছিল। রাম বাগানের "হিন্দুস্থান" আর "মেছুয়া বাজারের" নায়ক একেবারে কুরুচির পুতি গন্ধে নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করিয়াছিলেন, কেহ কেহ অযাচিতভাবে পুলিশ কোর্টে সাক্ষ্য পর্য্যন্ত দিতে গিয়াছিলেন। মনে পড়ে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ভায়া হিন্দুস্থানের প্রতিনিধি পর্য্যন্ত সাজিয়া শিশির কুমারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য পুলিস কোর্টে দৌড়াইয়া ছিলেন, কিন্তু এখন?

এখন বোধ হয় "মাকড় ধোকড় Law"। শ্রীমান্ প্রেমাঙ্কুর ব্রাহ্ম ইহা জানি। ব্রাহ্ম সমাজ কি তাঁহাদের সমাজে এই সব কুরুচির প্রশ্রয়দাতাদের দোষ দেখিয়াও দেখেন না? সখী সঞ্জীবনী এ বেলা নীরব কেন? অন্য বেলায় সখী সঞ্জীবনী থিয়েটারের নাম শুনিতে ত একেবারে মূর্চ্ছা যান, কিন্তু এবারে?

"নীরব রবাব বীণা"—সঞ্জীবনীর নীরবতা দর্শনে এই কথাই মনে হয়।

স্কুল কলেজের ছাত্র সম্প্রদায় সাধারণতঃ এই শ্রেণীর পত্র পড়িয়া থাকে। এই শ্রেণীর পত্রিকা একেত দেশের সৎসাহিত্যের বিনাশক, তার উপর যদি মুখ পত্রে এরূপ কুরুচি সম্পন্ন, কামোদ্রেককর, উলঙ্গ যুবতীর প্রতিকৃতি মুদ্রিত হয়, তবে নবীন যুবক ছাত্র সম্প্রদায়ের মনে কি ভাবের উদয় হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। কোথায় দেশের সাহিত্যিকবৃন্দ ছাত্র সম্প্রদায়কে সুপথে আনিবার চেষ্টা করিবেন, তাহা না করিয়া যদি তাঁহারা দুইটি পয়সার খাতিরে এরূপ ন্যাক্কারজনক সাহিত্যের প্রচার করেন, তবে তাঁহাদের যে কি অভিধায় অভিহিত করিব তাহা ত ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। কেন, সুরুচিকর প্রবন্ধ, সন্দর্ভ, কবিতা প্রভৃতিতে কি কাগজ চলে না? দেশে আজ যে এই কুরুচির স্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাহার জন্য দায়ী কে?—দায়ী তোমরাই। তোমরা যদি "পেটকা ওয়াস্তে" অথবা "নাম-কা ওয়াস্তে" কিংবা নিজের অন্তর্নিহিত "কুপ্রবৃত্তিকা ওয়াস্তে" এই সব কুরুচির বিস্তার না কর, তবে দেশের লোক ত সৎ সাহিত্যেরই সমাদর করে।

স্ত্রীলোক জননী মাতৃস্বরূপিনী আদ্যা শক্তির অংশ সম্ভূতা দেবী। এই স্ত্রীলোকের যে অঙ্গ হইতে সন্তানরূপে সংসারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছ, সেই অঙ্গ জনসমাজে প্রকটিত করিতে কি প্রাণে একটুও দ্বিধা বোধ হইল না? ধিক্ তাহার জীবনে যে বিশ্বের রমণী সমাজকে নিজের মায়ের মত, ভগ্নীর মত ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে না পারে? ধিক্ তাহাদের জীবনে যাহারা স্ত্রীলোকের অঙ্গ বিশেষ প্রকটিত করিয়া—"পেটের

অন্নের সংস্থান" করে। বাস্তবিক নাচঘরের এই ছবি খানি দেখিয়া আমি যুগপথ বিস্মিত, স্তম্ভিত বুঝিবা বজ্রাহত হইয়াছি। মানুষ যে মাতৃজাতিকে লইয়া এতটা কুরুচির পরিচয় দিতে পারে ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। রায় এম্ সি সরকার বাহাদুর কোন্ বিবেচনায় এরূপ কুৎসিত ছবি পত্রস্থ করিতে দিলেন তাহা ত আমি বুঝিতে পারিতেছি না। এরূপ আর দু'চার খানি ছবি প্রকাশিত হইলেই তাঁহার সুযশে দেশ পরিপূর্ণ হইবে। পুলিশ কমিশনার মাননীয় মিঃ টেগার্ট এ বিষয়ে এখনও দৃক্‌পাত করেন নাই কেন তাহাও আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আমার মনে হয় এখনও এ সব উলঙ্গ ছবি তাঁহার দৃষ্টিগোচরে পড়ে নাই, যদি পড়িত তবে তিনি এতদিনে ইহার একটা প্রতীকার করিতেন। যে ব্যক্তি দেশের লোককে কুরুচির পথে পরিচালিত করিতে প্রলুব্ধ করে—কুরুচির যাহারা প্রশ্রয় দেয়, তাহাদের দস্যুর মত শাস্তি দিলে দেশের লোক তাঁহার প্রতি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হইবে না। বস্তুতঃ একজন দস্যু, তস্কর, বারবণিতা সেবী, মদ্যপায়ী অপেক্ষা আমরা এই শ্রেণীর পত্রিকা ও এই শ্রেণীর প্রতিকৃতি এবং এই ভাবের সম্পাদকগণকে দেশের, সমাজের ও বিশ্ব মানবের অধিকতর শত্রু বলিয়া মনে করি। আমরা আশা করি, পুলিশ কমিশনার মহোদয় অবিলম্বে এই কুরুচিব্যঞ্জক চিত্র প্রকাশকগণকে দস্যুর মত শিক্ষা দিয়া দেশে সৎ সাহিত্য বিকাশের পথ পরিষ্কৃত করিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয় কোন সংবাদপত্রে এ বিষয়ে একটা কথাও দেখিলাম না। ফ্রেঞ্চ কার্ড রাস্তায় বিক্রয় করিলে তাহাতে আইনতঃ দণ্ড পাইতে হয়, জিজ্ঞাসা করি এ সব ছবি "ফ্রেঞ্চ কার্ড" অপেক্ষা কোন্ অংশে উৎকৃষ্ট দেশের নেতৃবৃন্দই বা এদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন না কেন? শুধু বক্তৃতা ও রেজোলিউশন পাশের দ্বারা জাতি গঠন হয় না, জাতি গঠনের প্রধান উপাদান হইল চরিত্র গঠন—নেতৃগণ এ কথাটি যেন সর্ব্বদা মনে রাখেন।

পানওয়ালীর গান।

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন
কবিরঞ্জন, শাস্ত্রী।)

বাবু চাই মিঠে পান, বাবু চাই মিঠে পান।
একটা খেলে হ'য়ে যাবে মাতোয়ারা প্রাণ॥
হরেক রকম মস্‌লা দেওয়া—কেমন সেজেছি,
তা'তে একটু তাম্বুল বিহার মিশিয়ে দিয়েছি;
যা'তে লোকের মনটি ভোলে—তারই অনুষ্ঠান।
মধুর হাতের মধুর পানে ক'রবে মধু দান॥

সেরিফের বিক্রয়ের ঘোষণা।

আগামী ১৯২৫ সালের ৭ই জানুয়ারী বুধবার বেলা ১২ টার সময় কলিকাতা হাইকোর্টের সেরিফের বিক্রয় কক্ষে নিম্নলিখিত স্থান সমুহ অবিসম্বাদিতভাবে বিক্রিত হইবে! এই বিক্রয়ের আদেশ বঙ্গ দেশের ফোর্ট উইলিয়মস্থ হাইকোর্ট অব জুড়ি কেচারের (High court of Judicature at fort Willam in Bengai) সাধারণ আদিম সিভিল জুরিস্ ডিক্সন কর্ত্তৃক দেওয়া হইয়াছিল। ১৯২২ সালের ৩১৪৩ নম্বর মোকদ্দমায় এই আদেশ দেওয়া হয়। এই মোকদ্দমার দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ ডিক্রীদার এবং সুরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য দায়ীকগণ (Judgement debtors) এবং তারিখ ১৯২৪ সালের ১৯ শে জুলাই। নিম্নে সম্পত্তি গুলির বিবরণ দেওয়া গেল :—

লাট নং ১---কলিকাতা সহরে সুতানুটীতে অপার চীৎপুর রোডে ৩২২, ৩২৩,৩২৪, ৩২৫, ৩২৬ নম্বরের যে বাটী আছে, সেই বাটী গুলিব ১ এক বিঘা ১৯ উনিশ কাঠা জমি। সাধারণতঃ এই বাড়ী গুলি "বড়তলা সম্পত্তি" (Burtolla property) নামে পরিচিত। এই স্থানের উত্তরে কতক বস্তীর জমি নম্বর ৩১৬, এবং ৩১৭ অপার চিৎপুর রোড এই বস্তী গোপী নাথ সাহা চৌধুরীর এবং কতক একটি দোতালা বাড়ী নম্বর ৩২১ আপার চীৎপুর রোড এই বাড়ী স্যার রাধা কান্ত দেব বাহাদুরের জমিদারীর এলেকাভূক্ত, দক্ষিণে নিমু গোস্বামীর লেন, পূর্ব্ব দিকে কতক আপার চীৎপুর রোড কতক ৩১৮ ৩১৯ ৩২০ ৩২১ নম্বর আপার চীৎপুর রোডস্থ বাড়ী পশ্চিম দিকে কতক নিমু গোস্বামীর লেনের এক নম্বর বাড়ী আর কতক ১।৩ নিমু গোস্বামীর লেন।

লাট নম্বর ২। কলিকাতার উত্তরাংশে সুতানুটী তালুকে আপার সাকু্লার রোডে ১৫৭।১নং বাড়ীর পূর্ব্ব দিকে যে পাঁচ কাঠা জমি আছে তাহা। এই জমির উপর যে অসমাপ্ত দালান রহিয়াছে তাহাও বিক্রীত হইবে। এই বাড়ীর নম্বর বর্ত্তমানে ১৫৭।১।১ আপার সাকু্লার রোড। ইহার উত্তরে ১৫৭।২ নম্বর ও ১৫৭।২।১ নম্বর আপার সাকু্লার রোড, পূর্ব্ব দিকে আপার সাকু্লার রোত, দক্ষিণে ১৫৭ নম্বর আপার সাকু্লার রোড, পশ্চিমে ১৫৭।১ আপার সাকু্লার রোডের অবশিষ্ট অংশ। এখন নম্বর ১৫৭।১।১ আপার সাকু্লার রোড অনুসন্ধানের এফিডেভিট (Affidavit of search) হইতে জানা গিয়াছে যে ডিক্রী রেজিষ্ট্রেসন আফিসে ১৮৬৫ হইতে ১৯২৪ সালের আগস্ট মাস পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে উক্ত সম্পত্তির নিম্নলিখিত প্রকার দেনা আছে :—

লাট নং ১ :—১৯২০ সালের ১১ই জুন মাসে বন্ধক রাখা হয় উপরোক্ত সুরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, সুশীল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, খগেন্দ্র নাথ দে, এবং এবং সুবোধ চন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক তাঁহারা শ্যামা চরণ রক্ষিত ও তারিণী চরণ রক্ষিতের স্বপক্ষে বন্ধক রাখেন। ১২৫০০০, এক লক্ষ ২৫ হাজার টাকা লইবার জন্য এই বন্ধক রাখা হয়, বাষিক শতকরা ৯ নয় টাকা হিসাব সুদে। এই সুদ বৎসরে ১০দশ টাকা হিসাবে বৰ্দ্ধিত করা হইয়াছিল। উভয় পক্ষ ১৯২১ সালের জুলাই মাসের ২৫ শে তারিখে এইরূপ সর্ত্ত (Agreement) করিয়া-

ছিলেন। শ্যামা চরণ রক্ষিত ও তারিণী চরণ রক্ষিত ১৯২২ সালে মাননীয় হাইকোর্টে ৩৩০২ নম্বরের একটি মোকদ্দমা রুজু করেন। তিনি উক্ত বন্ধকীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন এবং ১৯২৩ সালের ৮ই আগষ্ট তারিখে তাঁহারা একটি প্রাথমিক ডিক্রী পান। রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক ডিক্রীর বলে একটি একাউণ্ট (Account) লওয়া হইয়াছিল, রেজিষ্ট্রার ১৯২৪ সালের ২১ জানুয়ারী তারিখে তাঁহার রিপোর্ট অনুসারে দেখিয়াছেন এবং রিপোর্ট দিয়াছেন যে, ১৯২৪ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর উপরোক্ত বন্ধকী টাকা পাওনার দিন। উপরোক্ত মোকদ্দমায় বাদীগণ উপরোক্ত বন্ধকানুসারে এবং সর্ত্তানুসারে ১৫৯৫৮৩ ।/০ ৪ পাই উক্ত ১৯২৪ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মূল টাকা, সুদ সমেত পাওনা হইবে। তিনি ১৯২৪ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর উক্ত টাকা পরিশোধের দিন ধার্য্য করিয়াছেন এবং ঐ দিনেই খরচা ও সুদ উক্ত ডিক্রী অনুসারে দিতে হইবে।

৩নং লাট সম্বন্ধে। এই বাড়ী প্রতিবাদী সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও তাহার ভাই বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক খরিদ হইয়াছিল এবং এই লাট ১৯২৩ সালের ৩১শে আগষ্ট তারিখের একটি বন্ধকের অধীন। এই বন্ধক—উক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বিজয় কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তির স্বপক্ষে করা হয়। ১০০০০, দশ হাজার টাকা সুদ সমেত পুনরায় প্রাপ্তির জন্য—এই বন্ধক হয়। বাৎসরিক শতকরা ১০, টাকা সুদে এই টাকা লওয়া হয়।

যে টাকা পাইবার জন্য উক্ত লাট বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে সেই টাকার পরিমাণ ৫৭৬৭ ।/৬ পাই সুদ সমেত। ৫৪৩৯॥/০ আনার সুদ সমেত। সুদ বাৎসরিক—৬, টাকা হিসাবে। ১৯২৩ সালের ৮ই জানুয়ারী হইতে এবং ৩২৭৮ ৬ পাই একই সুদের হারে ১৯২৩ সালের ১৯শে মার্চ্চ হইতে। যত দিন না টাকাটা পাওয়া যায় ততদিনের জন্য এবং ডিক্রীজারির খরচার জন্য।

বিক্রয়ের সর্ত্ত বিক্রয়ের পূর্ব্বে সেরিফের আফিসে যে কোন দিনে দেখা যাইতে পারিবে। সর্ত্ত সমূহ বিক্রয়ের সময়েও উপস্থিত করা হইবে।

কে, সি, পাল।
ফরিয়াদীর এটর্ণী।
২৯শে নভেম্বর
১৯২৪

ডব্লিউ, এল, ক্যারী
সেরিফ

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C. 1106

মজলিস

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [২১শ সংখ্যা

১৩৩১ সাল, ১৯শে পৌষ শনিবার, নগদ মূল্য ২১০ পয়সা।

সম্পাদক—শ্রীব্রজবল্লভ রায় ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস কার্য্যালয়—২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস' বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, কাশীমবাজার, মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর) রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর (নশীপুর), রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ.আর, সি, আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর আসাম), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহারাজকুমার যোগীন্দ্র নাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্বেল প্যালেস) শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী এম এ, বি, এল (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি-এল, জমিদার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, জমিদার, (ঢাকুরিয়া) শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার. শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল) শ্রীজগৎপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ সত্বাধিকারী (ইলিয়ট এণ্ড কোম্পানী,) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ নগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নলীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলীনীরঞ্জন সরকার এম,এল, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম. এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি) শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র নাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার চট্টোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি (সত্বাধিকারী মেসার্স অব্ ডিগনাম এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলী) শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লাভপুর) শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি এস. শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত চারুধন নাগ (ম্যানেজার বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া) কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন. কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কাণ্ডি রঙ্গপুর) শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্তপঞ্চানন সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, শাঁখারিটোলা ও শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুখাঁ কৌন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন।

মজলিস-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইলে মাসিক বা বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

শিরোরোগের মহৌষধ

গুণে অদ্বিতীয়, গন্ধে অতুলনীয়। কেশের অকাল পক্কতা নিবারণ করিয়া কেশ কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ ও কুঞ্চিত করে। ১ শিশি ১৲ ৩ শিশি ২৷৷৹ ৬ শিশি ৫৲ ১২ শিশি ৯৷৷৹ টাকা এক গ্রোস ১০৮৲ টাকা। ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

সুরবল্লী কষায়

রক্ত-দুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লী কষায় সেবনে রক্তের যাবতীয় দোষ নষ্ট হয়। শরীরে নূতন রক্ত উৎপন্ন হইয়া কান্তি, পুষ্টি ও লাবণ্য বর্দ্ধিত করে। এই সালসা সকল ঋতুতেই সেবন করা যাইতে পারে। আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও সেবনে বাধা নাই।

১ শিশি ১৷৷৹ ৩ শিশি ৩৷৵৹ ১২ শিশি ১৫৲ টাকা।

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সি, কে, সেন কোং লিমিটেড

প্রতিষ্ঠাতা।

কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন।

২৯ কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বর্গীয় কবিরাজ

গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের

আয়ুর্ব্বেদীয়

চিকিৎসালয়, ঔষধালয় ও বিদ্যালয়

৯।১নং কুমারটুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তদীয় সুযোগ্য পৌত্র

বৈদ্যমহোপাধ্যায়

কবিরাজ শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন

বিদ্যাভূষণ, কাব্যভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকর ভিষক্‌ভূষণ দর্শননিধি কর্ত্তৃক সুপরিচালিত।

এখানে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত, তৈল, বটীকা, অরিষ্ট প্রভৃতি সদাসর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধাদি শাস্ত্রসম্মত ও বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত হয় বলিয়া মূল্যও অধিক। ব্যবহার করিলেই ঔষধাদির গুণ সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অল্প মূল্যের ঔষধ বিক্রয় করিয়া জনসাধারণকে প্রতারিত করা হয় না। দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়।

মাইকেল মধুসূদন স্বয়ং "মায়াকানন" নামক একখানি নাটক প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। স্ত্রী-চরিত্র অভিনয়ের নিমিত্ত বালক সংগ্রহের চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্তু মাইকেল সাহেব, চিরদিনই নূতনত্বের পক্ষপাতী, তিনি বলিয়া বসিলেন,—"বালক লইয়া অভিনয় করিলে অভিনয় কখনই স্বাভাবিক হইতে পারে না, স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় স্ত্রীলোক লইয়াই করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোক গ্রহণ করা হউক।" সম্প্রদায় মধ্যে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল, ভদ্র-মহিলা কে থিয়েটারে আসিবে? স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয় করিতে হইলে বারাঙ্গনা গ্রহণ ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু ভদ্র সন্তানগণ বারাঙ্গনা লইয়া অভিনয় করিলে সমাজে বড়ই হেয় ও নিন্দনীয় হইবেন—ইহা হইতেই পারে না। কিন্তু প্রতিভাশালী মধুসূদনের ওজস্বিনী বক্তৃতায় নাট্যকলার উৎকর্ষতা সাধনের নিমিত্ত অবশেষে অভিনেতাগণ বারাঙ্গনা লইয়া অভিনয় করিতে সম্মত হইলেন। কমিটিও ইহার অনুমোদন করিলেন, কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয় এ প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে মধুসূদন পঞ্চকোটের রাজারে ম্যানেজার ছিলেন, কিন্তু নানাকারণে রাজার প্রতি বিরক্ত হইয়া কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতায় চলিয়া আসেন। এই সময়ে তিনি উমেশচন্দ্র দত্তের উৎসাহে এই নব নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার আয়োজনে যোগদান করেন এবং স্বয়ং নাটক লিখিয়া ও শিক্ষাদানে বঙ্গ নাট্যশালার উৎকর্ষতা সাধন এবং সেই সঙ্গে নিজেরও অর্থোপার্জ্জনের একটা উপায় উদ্ভাবন করেন। অল্পদিন পরেই ইনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। শয্যাশায়িত অবস্থাতেই তিনি "মায়া কানন" ও 'বিষ কি ধনুগুণ' নামক দুই খানি নাটক সমাপ্ত করিয়া, (দারুণ অর্থাভাব বশতঃ) নাটক দুই খানির গ্রন্থস্বত্ব শরৎ বাবুকে বিক্রয় করেন।

উত্তরোত্তর মাইকেলের পীড়া বৃদ্ধি হইতে থাকায়, সম্প্রদায় নূতন লিখিত নাটকের রিহারস্যাল না দিয়া তাঁহার 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক অভিনয়েই থিয়েটার খুলিবার সঙ্কল্প করিলেন। গোলাপ সুন্দরী (সুকুমারী দত্ত), এলোকেশী, জগত্তারিণী এবং শ্যাম নাম্নী চারিজন স্ত্রী অভিনেত্রী লইয়া ইহারা 'শর্ম্মিষ্ঠার' মহলা আরম্ভ করিলেন। রঙ্গালয়ও প্রায় প্রস্তুত হইয়া আসিল. এমন সময়ে শুনা গেল, (১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ, ২৯শে জুন, রবিবার, বেলা প্রায় ২ টার সময় মাইকেলের মৃত্যু হইয়াছে। যাহা হউক সম্প্রদায় নূতন নাট্যশালার "বেঙ্গল থিয়েটার" নামকরণ পূর্ব্বক ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ, ১৬ই আগষ্ট (১২৮০ সাল, ১লা ভাদ্র) শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের প্রথম অভিনয় ঘোষণা করিলেন।

'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকে বিশেষ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে না পারায় সম্প্রদায় তৎপরে মধুসূদনের 'মায়া কানন' অভিনয় করেন। কিন্তু রোগ শয্যায় কিঞ্চিৎ অর্থাগমনের নিমিত্ত যে নাটক কেবল 'দায়ে পড়িয়াই' লিখিত তাহা আর কতটা ভাল হইতে পারে? প্রথম তিন অঙ্ক বেশ জমিয়াছিল তাহার পর দর্শকগণের নিকট বিরক্তিকর বোধ হইয়াছিল। সম্প্রদায় উপর্য্যুপরি দুইখানি নাটকাভিনয়ে সুবিধা করিতে না পারিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে তারকেশ্বরের 'মোহন্ত ও এলোকেশী' লইয়া বাঙ্গালাদেশে একটা তুমুল আন্দোলন চলিতে থাকে। বেঙ্গল থিয়েটার এই হুজুকে "মোহন্তর এই কি কাজ" নামক একখানি নাটকের অভিনয় ঘোষণা করেন। নাটকখানি বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছিল। প্রত্যেক অভিনয় রজনীতে এত ভিড় হইত, যে স্থানাভাবে দর্শকগণ দলে দলে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইত।

এই সময়ে এক রাত্রি সান্ন্যাল বাটীর ন্যাসানাল থিয়েটারের সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধর্ম্মদাস সুর, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া বেঙ্গল থিয়েটার দেখিতে আসেন, কিন্তু এত ভিড় যে তাঁহারা চারি টাকার টিকিট আট টাকা দিয়া কিনিতে চাহিয়াও পাইলেন না। ভুবন মোহন বাবু ধনাঢ্য জমীদারের পুত্র সম্প্রতি পিতৃবিয়োগ হওয়ায় বিপুল সম্পত্তি আয়ত্বাধীন হইয়াছে। টিকিট না পাইয়া তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, এবং ফিরিবার পথে বিডন উদ্যানের কোণে আসিয়া তিন জনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন—একটা নূতন থিয়েটার করিতেই হইবে। ভুবন বাবুর অর্থে নগেন্দ্র বাবু এবং ধর্ম্মদাস বাবু বিপুল উদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সিমলানিবাসী মহেন্দ্র দাসের, বর্ত্তমান মিনার্ভা থিয়েটার যথায় প্রতিষ্ঠিত, খালি জমী মাসিক চল্লিশ টাকা ভাড়ায় পাঁচ বৎসরের জন্য লিজ লওয়া হইল। ধর্ম্মদাস বাবু অক্লান্ত পরিশ্রমে লুইস থিয়েটারের আদর্শে কাষ্ঠনির্ম্মিত

রঙ্গালয় নির্ম্মাণ করিলেন। ১৫৭৬—৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রথমে জেমস্ বার্বেজ নামক জনৈক সূত্রধার ব্যবসায়ী-নট কাষ্ঠনির্ম্মিত রঙ্গালয় নির্ম্মাণ করেন। প্রায় তিন শত বৎসর পরে আমাদের ধর্ম্মদাস বাবুও কলিকাতায় বাঙ্গালীর জন্য প্রথম কাষ্ঠনির্ম্মিত রঙ্গালয় নির্ম্মাণ করিলেন।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ, ২৯শে সেপ্টেম্বর, সোমবার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া নূতন থিয়েটারের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কাষ্ঠ নির্ম্মিত রঙ্গালয়টী সম্পূর্ণ হইতে প্রায় তিনমাস লাগিয়াছিল। থিয়েটারের নাম দেওয়া হইল— "গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার" ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ, ৩১শে ডিসেম্বর শনিবার মহাসমারোহে গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার খোলা হয়। ইহার পাঁচ মাস পূর্ব্বে বেঙ্গল থিয়েটার সাধারণের নিকট প্রথম প্রকাশিত হয়। সুতরাং সাধারণ বঙ্গনাট্যশালাগুলির মধ্যে খোলার ঘর হইলেও বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বেঙ্গল থিয়েটারই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ্রেট ন্যাসানাল থিয়েটারে প্রথমে গিরিশ বাবু ছিলেন না। পরে তিনি অনুরুদ্ধ হইয়া আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গুলি নাট্যাকারের পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন এবং কতকগুলি পঞ্চরং, প্রহসন, ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতিনাট্য আবশ্যক মত লিখিয়া দিয়াছিলেন। আগামী সংখ্যায় তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

অলক্ষ্মী

[শ্রীমতী পূর্ণিমা দেবী বি,এ,]

মহাকালী পাঠশালার প্রথম শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে সব চেয়ে ভাল হইতেছে লক্ষ্মী; সে পড়ায়—লেখায়—রান্নায়—পূজায়—সব বিষয়েই ফাষ্ট। কিন্তু বয়স তার বার' পার হইয়াছে; দু' দশটা যায়গা হইতে বিবাহের সম্বন্ধও আসিতেছে; কাজেই লোক লজ্জার ভয়ে মেজ মামী আর একটী দিনের জন্যও ও পাড়ায় হাঁটিয়া পুরস্কার আনিতে যাইতে দিলেন না। লক্ষ্মী গোঁ হইয়া বসিয়া রহিল। সে দিন তাহাকে দেখিয়া আমরা একটু উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। কথাবার্ত্তা সে একেবারে বন্ধ করিয়াছিল—এমন কি আপনার সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে পর্য্যন্তও।

সে দেখিতে তত সুন্দর ছিল না সত্য; ম্যালেরিয়াতেও দু' পাঁচবার ভুগিয়া কাহিল হইয়াছিল; আর সব চেয়ে বড় কথা হইতেছে যে তাহার মামা বরপণ হিসাবে সঞ্চিত অর্থ ভাণ্ডার হইতে একশত কি বড়জোর দেড়শত টাকার বেশী নষ্ট করিতে চান না। কাজেই দু' পাঁচদিন অন্তর মধুপুর বিকাসপুর ধাপধাড়া গোবিন্দপুর ইত্যাদি যায়গা হইতে যাহারা মেয়ে দেখিতে আসে তাহারাই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। ফলে নিত্য নিত্য বিদ্রূপ, গালি তিরস্কার খাইয়াই লক্ষ্মীকে পেট ভরাইতে হয়। মামী রাঁধুনীটিকে ত আগেই তাড়াইয়াছিলেন—ঝিটিকেও বিদায় দিলেন। লক্ষ্মী তাঁহার ঘরে অলক্ষ্মীরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দাবী করিল।

আজ সে প্রতিজ্ঞা করিল—সাজিয়া গুজিয়া এই যে রূপ দেখাইতে যাওয়া আর আত্মীয় অনাত্মীয়দের বিদ্রূপের পাত্র হওয়া কোনটাই সে আর বরদাস্ত করিবে না। মানুষ ত সে! কত আর সহিতে পারে বল! সে স্থির করিল—কাহারও কোন কথায় প্রতিবাদ না করিয়া সমস্তই বিনা বাক্যব্যয়ে সহ্য করিয়াও যখন কাহারও দয়া আকর্ষণ করিতে পারিল না তখন—এইবারে সম্মুখের ছাই ভস্ম সব সরাইয়া ফেলিয়া নারীর কমনীয়ত্বটুকু মুছিয়া ফেলিয়া ভৈরবী মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইবে। তাতে সৃষ্টি থাক্ আর রসাতলেই যাক, সে ফিরিয়াও দেখিবে না।

অজুর হাত ধরিয়া বুড়া তর্কতীর্থ তাঁহার তৃতীয় পক্ষ গত হওয়ার পর আবার মেয়ের সন্ধানে আসিয়াছে। অজুর বয়স চৌদ্দ;—সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে। দেখিতে রোগা;—কিন্তু বড় গোঁয়ার। তাহার ধনুকভাঙ্গা পণ—সব পাশ হইয়া গেলে—উপায় করিতে শিখিয়া তবে বিবাহ করিবে। কিন্তু শূন্য ঘর পূর্ণ করিতে হইবে ত! বিশেষ তর্কতীর্থ বামুন পাচকের হাতে খান না।—অথচ নিজেও আর কত কাল রাঁধিয়া খাইবেন! সবদিক বিবেচনা করিয়া বুড়া আজ লক্ষ্মীদের বাড়ীতে হাজির। অজু তাঁর মতলব কিছু জানিত না। বুড়া কাহারও নিকট চতুর্থ পক্ষ গ্রহণের সঙ্কল্প প্রকাশ করে নাই। অজুরা মণ্ডপে বসিল। মামা তাঁদের অভ্যর্থনা করিয়া অন্দরের দিকে চাহিয়া হাঁক দিলেন—'লক্ষ্মীকে একটা ভাল কাপড় পরিয়ে পাঠিয়ে দাও ত।" লক্ষ্মীর আর অপেক্ষা সহিল না। ময়লা শত-

ছিন্ন কাপড় পরিয়া উঠানে গোবর দিতেছিল ; সেই বেশে বাহিরে আসিয়া এক নিঃশ্বাসেই বলিল—"এবার ঠাকুর্দ্দা নিজে এয়েছ ! কি কি একজামিন কর্ব্বে বলে ফেল ;— আমার অনেক কাজ বাকী রয়েছে ।"

তার পরদিনই পাড়াময় ছি ছি পড়িয়া গেল। হাটে মাঠে ঘাটে সর্ব্বত্রই সেই একই কথা—"লক্ষ্মীর আক্কেলটা দেখ্‌লে হে ! মামা মামীর পর্য্যন্ত মুখ ডুবোলে !"

একমাত্র অজুরই প্রাণের তারে বাজিয়াছিল—একটা বুকফাটা কান্নার সুর ! নারীর এ মূর্ত্তি ত সে কখনো দেখে নাই। আজ সে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল—ভাবিয়া ভাবিয়া জ্বর করিল—দুদিন বেহুঁস হইয়া পড়িয়া রহিল। শরীরটা তখনো ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল ; মাথা ভোঁ ভোঁ করিতেছিল। তবে—অজ্ঞানের ভাবটা কাটিয়া গিয়াছে। রাত্রি আটটা কি নটা। এমন সময় শাঁখ বাজিয়া উঠিল—লক্ষ্মীদের বাড়ী হইতে ! অজু চমকাইয়া উঠিল। সে তার কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া লইয়াছিল। ঠাকুর্দ্দা রাগ করিবেন—তা করুন্ গে। কিন্তু হঠাৎ শাঁখের শব্দ ! মঙ্গলের না অমঙ্গলের ? কোনো রকমে টলিতে টলিতে লক্ষ্মীদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত ! সেখানে শুনিল—মামী ঝাঁটা মারিয়াছিল —মামা চুল ধরিয়া বেত কষাইয়াছিল—সে আজ বিদায় হইয়াছে। আর ফিরিবে না যে তা নিশ্চয় ;—চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে। মা বাপ হারা গলগ্রহ শনি তাহাদের ছাড়িয়া গিয়াছে, তাই মহা আনন্দে মামী, মেধোর মা গ্রামের পিসীদের সকলকে ডাকিয়া আনিয়া সমস্বরে শাঁখ বাজাইয়া বলিতেছে—

"অলক্ষ্মী দূর !—"

অজু দাঁড়াইল না ; ছুটিয়া বাহির হইল—সেই অন্ধকার অমাবস্যার রাত্রে অলক্ষণা অলক্ষ্মীকেই খুঁজিয়া আনিয়া সে আপন ঘরে বরণ করিয়া লইবে !

যথা পূর্ব্বং তথা পরং।

শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী।

দেখিতে দেখিতে প্রায় এক বৎসর চলিয়া গেল, দেশের প্রতিনিধিগণ সদলবলে কলিকাতা কর্পোরেশন অধিকার করিয়াছেন। তাঁহারা যখন প্রতি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বক্তৃতা করিয়া আমাদিগকে নানা আশার কথা শুনাইয়াছিলেন, তখন সত্যই আমরা ভাবিয়াছিলাম, এইবার নিশ্চয়ই কর্পোরেশনের গলদ দূর হইবে, সহরের রাস্তা ঘাট আবর্জ্জনা পরিষ্কার হইবে। কিন্তু "অভাগা যে দিকে চায় সাগর শুকিয়ে যায়"। পূর্ব্বে ইংরেজ সিবিলয়ানী শাসনাধীনে কর্পোরেশনের যে অবস্থা দেখিয়াছিলাম, এই এক বৎসর পরেও যে তাহার কোন উন্নতি হইয়াছে এমন ত বোধ হয় না ! কলিকাতাবাসী বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে অবিচারিতচিত্তে যে ভোট দিয়াছিল, তাহার কি এই পরিণাম !

কর্পোরেশনে পূর্ব্বেও যেমন প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব পাশ হইত, এখনও দেখিতেছি, তেমনি প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব পাশ হইতেছে। কিন্তু কিছু কাজ হইতেছে কি ? সহরের উত্তরাংশ ত এখনও তেমনি ময়লা, আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ, হাটে, বাজারে যাও দেখিতে পাইবে পূতিগন্ধময়, পঁচা বাশি মাছের দুর্গন্ধে মুহূর্ত্তকাল তথায় তিষ্ঠান দায় ! দুধের কথা আর নাই বলিলাম। এক সের দুধের মধ্যে এক ছটাক দুধ থাকে কিনা সন্দেহ ! সাপের চর্ব্বি, বাঘের চর্ব্বি দিয়া ঘৃত নামক পদার্থ বিশেষ দ্বারা দোকানীরা কত কুখাদ্য অখাদ্য প্রস্তুত করিতেছে, আর লোকে তাহাই শ্রমলব্ধ পয়সা দিয়া কিনিয়া চিকিৎসকের আয় বৃদ্ধি করিতেছে। কর্পোরেশন এ যাবত এদিকে কি পরিমাণ দৃষ্টি দিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ? এই সব জল মিশ্রিত গো-দুগ্ধ বিক্রয়কারীদিগকে কর্পোরেশন সাজা দিবার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ? কয়জন ইন্‌স্পেক্টর আপন কর্ত্তব্য শৈথিল্যের জন্য পদচ্যুত হইয়াছে ?—উত্তর হয় ত— মিলিবে—একজনও না।

দুধ বাঙ্গালীর প্রাণ। দুধের উপরই শিশুর প্রাণ, রোগীর জীবন নির্ভর করে। সহরের যে দিকেই যাও দেখিবে 'খাঁটি গো দুগ্ধের দোকান" এই সাইনবোর্ড লাগাইয়া এখানে সেখানে কত দুধের দোকান রহিয়াছে। কিন্তু কর্পোরেশনের ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়েরা কি একবার পরখ করিয়া দেখিয়াছেন এ সমস্ত দুগ্ধের অধিকাংশই মহিষের দুধ ? কেহ কি এ পর্য্যন্ত "খাঁটি মহিষের দুগ্ধ"—এই সাইন বোর্ড কোথাও দেখিয়াছেন ?—নিশ্চয়ই দেখেন নাই। অথচ সহরতলী

হইতে এই যে ঘড়ায় ঘড়ায় মহিষের দুগ্ধ আসে—সে দুগ্ধ গুলি যায় কোথায়? দুধওয়ালারা সে দুধ গো দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া বিক্রয় করিতেছে ইহা কি নূতন কথা? এইরূপ মহিষ দুগ্ধ মিশ্রিত "গো-দুগ্ধ" যে রোগীর পক্ষেও শিশুর পক্ষে বিষতুল্য তাহা কি কর্পোরেশন জানেন না? যদি জানেন তবে কেন এ সমস্তের প্রতীকারের জন্য তাঁহারা চেষ্টা করেন না? গো-দুগ্ধের সহিত যত ইচ্ছা জল মিশ্রিত করুক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কারণ তাহা বিশেষ ক্ষতিকারক নহে; কিন্তু গো-দুগ্ধের সহিত মহিষের দুগ্ধ সংমিশ্রণ করিলে সেটা যে একটা তীব্র বিষে পরিণত হয়, ইহা কে না জানে? এই যে শত শত শিশু যকৃতে মারা যাইতেছে, শত শত রোগী উদরাধ্মানে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেছে তাহার মূল কারণ হইল এই মহিষের দুগ্ধ। আমরা এ বিষয়ে কতবার কর্পোরেশনের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলাম—কতবার তাঁহাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কোনই ফল হইল না—আমাদের চীৎকার অরণ্যে রোদনেই পর্য্যবসিত হইল।

এইত এক বৎসর গেল। এই এক বৎসরের মধ্যে কর্পোরেশন সামান্য দুধ ঘির ভেজালটাই নিবারণ করিতে পারিলেন না। এক কথায় বলিতে গেলে গত এক বৎসরের কলিকাতার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি যে বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিয়া সহরের স্বাস্থ্য ও খাদ্যাদির অবস্থার কিছুই উন্নতি হয় নাই।

আমরা শুধু বক্তৃতা, গলাবাজি, চীৎকার ও প্রস্তাব শুনিতে চাই না। দেশ আজ শুধু কাজ চায়। বড় বড় আশার কথা শুনিয়াও দেশ আজ আশ্বস্ত হইতে চাহে না। কর্পোরেশনের বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তারা নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে যে সব বড় বড় আশার কথা শুনাইয়াছিলেন, তাঁহারা নিজেই ভাবিয়া দেখুন তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি কতদূর রক্ষা করিয়াছেন। এভাবে কার্য্যে ওদাসীন্য প্রদর্শন করিলে তাঁহাদের কথার উপর দেশের লোকের আস্থা থাকিবে কি না সন্দেহ—এইটুকু বুঝিয়া এখনও সময় থাকিতে বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তারা সহরের স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার ও ভেজাল খাদ্যের প্রতীকারে যত্নবান হউন। ইহাই তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা।

রমণী।

(শ্রীকুঞ্জবিহারি মিত্র)

রমণী তোমায় শত নমস্কার
কে তোমা জগতে চেনেনা লো,
কে আছে এমন চেনেনা তোমায়
তোমারি নিদেশ মানেনা লো।
জগতের তুমি জনম কারণ
তুমি সে জীবের জীবন লো
কি ছার পুরুষ প্রাণহীন সে যে
না হলে তোমার মিলন লো।
সুনীল নয়ন কমল বদন
লোহিত অধরে কি সুধা লো,
যতই হেরিনা মিটেনা পিয়াসা
নিভেনা বাসনা—সে ক্ষুধা লো।
চাঁচর চিকুর হেরিয়া ফণিনী
সলাজে বিবরে লুকায় লো,
ওরূপ ছটায় কমল কুমুদ
সরোবরে দুঃখে শুকায় লো।
ওরূপ কারায় পুরিবে যাহারে
নাহিক মোচন জীবনে লো,
জ্বলে পুড়ে সব খাক্ হয়ে গিয়ে
পাবে শান্তি শেষে মরণে লো।
আপন গরবে সদা গরবিনী
গমনে দামিনী ঝলকে লো,
বিশ্ব চরাচর সকলে মোহিত
ও রাঙা চরণ ঠমকে লো,
"থাক বা না থাক" কিছুই মাননা
"চাই" সদা মুখে এ বুলি লো,
পিতৃশ্রাদ্ধ ফেলি দিতে হবে আনি
চাও যদি কিছু সেগুলি লো।
তুমি কি মানবী অথবা দানবী
কিন্নরী হিমানী শিখরে লো,
হেরিলে তোমার রূপে ভুলে যাই
পরাণ কিন্তু শিহরে লো।

প্রেমের নিগড়ে পুরুষে বাঁধিয়ে
তবু কেন এত ছলনা লো,
বিধিমত তার দাস খত নিয়ে
তবু তারে কৃপা করনা লো।
কে বলে তোমায় কোমল লতিকা
হিমাণী হতেও পাষাণী লো।
কে আছে যাহার কাঁপেনা হৃদয়
দেখি ও আঁখির শাসনী লো।
হোক্ না সে রাজা রাজ রাজেশ্বর
তোমারি চরণ সেবক লো,
হোক্না কেন সে কবিকুল চূড়া
তোমারি প্রেমের লেখক লো।

বোম্বাই।

(১) বোম্বাই প্রদেশের পরিমাণ ফল ১,৮৭,০০০ বর্গ মাইল। ১৯১১ খ্রীঃ লোক সংখ্যা ১৯৬৯৮২৬৬ জন; তন্মধ্যে পুরুষ ১০২৫৮০১৭ এবং স্ত্রীলোক ৯৪৩৮২৪৯ জন। ১৯২১ খ্রীঃ জন সংখ্যা মোট ১৯৩৩৮৫৮৬; তন্মধ্যে পুরুষ ১০১৬৪৯৩৪ এবং স্ত্রীলোক ৯১৭৩৬৫২ জন। ইহার মধ্যে ২০৬৭৭৩০৩ হিন্দু, ৪৯০১৯১৬ মুসলমান, ৪৮৯৯৫২ জৈন, ৩২০৩৩৪ ভুতোপাসক, ২৪৫৬৫৭ খৃষ্টান, ৮৬৬৫৫৫ জন ইহুদী ও পার্শী, বাকি অপরাপর সম্প্রদায়।

(২) ১৫৩২ খ্রীঃ পর্ত্তুগীজগণ প্রথমে বোম্বাই দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করেন। ১৫৩৫ খ্রীঃ গুজরাটের তদানীন্তন রাজা, তাঁহাদিগকে সালসেট ও বেসিন নামক দুইটী স্থান দিয়াছিলেন। ১৬৬১ খ্রীঃ পর্ত্তুগালের রাজার কন্যা ক্যাথারিণের সহিত, ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের বিবাহ হওয়ায় ১৬৬২ খ্রীঃ ইহা যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হন। ১৬৬৮ খ্রীঃ ইংলণ্ডেশ্বর, বার্ষিক দশ পাউণ্ড রাজস্ব নির্দ্ধারিত করিয়া ইহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। ১৭০৮ খৃঃ উক্ত কোম্পানী এই দ্বীপে বোম্বাই প্রদেশের রাজধানী স্থাপন করেন। ১৭৭৫ খৃঃ মধ্যে মহারাষ্ট্র যুদ্ধের পর ১৭৮২ খৃঃ অব্দের মধ্যে অপর কয়েকটী স্থান ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হয়।

(৩) বোম্বাইয়ের তাজমহল হোটেল প্রতীচ্যে একটি দর্শনীয় স্থান। ইহাতে তিন শতেরও অধিক লোক সমাবেশ হয়। ইহা নানারূপ কারুকার্য্যে সুশোভিত।

(৪) বোম্বায়ের সম্রাটার হাউস ১৮৭২ খ্রীঃ নির্ম্মাণারম্ভ হইয়া চারি বৎসর লাগিয়াছিল। ইহা নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ৩৬৬৬২৯৲ টাকা ব্যয় হয়; তন্মধ্যে বরোদার গাইকোয়াড় বাহাদুর দুইলক্ষ টাকা দান করেন। ইহার সম্মুখভাগ ২৭০ ফিট এবং প্রস্থ ৫৫ ফিট রাজা বঙ্গটাওটায়ার নামক সুবিখ্যাত স্তম্ভ ২৮০ ফিট উচ্চ—মাট তালা চব্বিশ খানি সুবৃহৎ প্রস্তরে নির্ম্মিত। ১৬৭ ফিট উচ্চে একটি ঘড়ি আছে। বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ দানবীর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ নামক জনৈক পার্শী তাঁহার জননীর স্মরণার্থে ৫৪৭৭০৩৲ টাকা ব্যয়ে এই স্মৃতিস্তম্ভ ও পুস্তকাগার নির্ম্মাণ করেন। ইহার উপর হইতে বোম্বাই সহরের দৃশ্য অতি মনোহর দেখায়।

(৬) ১৭৩৫ খ্রীঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এখানে "ডক্" তৈয়ার করাইয়া জাহাজ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। ইহা প্রায় ৫,০০,০০০ বর্গগজ ভূমিব্যাপী। লম্বা প্রায় ১৬০০ ফিট। বৈদ্যুতিক সংযোগ আছে। ইহাতে অনেক বড় বড় জাহাজ নির্ম্মাণ হয়। অধুনা ইহার বহুল উন্নতি হইয়াছে।

(৭) বোম্বায়ের এপোলো বন্দর পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ পোতাধিষ্ঠান। এখানে সুবৃহৎ জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে। সমগ্র ভারতবর্ষে বোম্বায়ের ন্যায় সুন্দর পোতাশ্রয় আর কোথাও নাই।

(৮) ১৮৭৪ খ্রীঃ ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস্ নামক রেলওয়ে ষ্টেশনটী নির্ম্মিত হয়। উহাতে ১২৬০৮৪৪৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহা ৪৪৩ ফিট দীর্ঘ এবং চারি তালা।

ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ষ্টেশন। ইহাতে যত অধিক সংখ্যক কক্ষ আছে, সেরূপ আর কোন দেশের কোন ষ্টেশনে নাই।

(৯) বোম্বায়ের এলিফ্যাণ্টা গহ্বরে হিন্দুরা প্রস্তর কাটিয়া একটি সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এরূপ সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট মন্দির বোধ হয় ভারতের মধ্যে আর কোন দেশে নাই। এই স্থানে একটি প্রকাণ্ড হস্তী

মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকায় পর্ত্তুগীজগণ সেই হস্তীর নামানুসারে এই দ্বীপের "এলিফেন্টরূপ" নাম প্রচার করেন। এক সুবৃহৎ অখণ্ড প্রস্তর কাটিয়া এই গুহা প্রস্তুত হইয়াছে।

(১০) ১৭২৩ খ্রীঃ নাওয়াজী রুস্তমজী নামক বোম্বাইয়ের জনৈক ভারতবাসী প্রথম বিলাত যাত্রা করেন। তিনি যে জাহাজে গিয়াছিলেন, তাহার নাম—সলিসবারী

বোম্বায়ের মহিলা ডাক্তার শ্রীমতী কাশীবাঈ গোরক্ষে বি-এ, বর্ত্তমান বর্ষে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনিই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সর্ব্ব প্রথম মহিলা সদস্য।

ভোলা মন

[শ্রীগতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, কাব্যসাংখ্যতীর্থ।]

শোনা যায় একটা লোক তার গামছা হারিয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড খোঁজাখুঁজি করেছিল। অথচ গামছাখানা যে তার নিজেরই কাঁধে রয়েচে, এদিকে তার হুঁস্ নেই। এমনি ভোলা মন তার!

আরো একটা ভোলা মনের গল্প শুনেছিলুম্। একটা লোক থিয়েটার দেখে এসে, থিয়েটারের 'সিন্' গুলা ভাব্তে ভাব্তে বোধ করি, এমনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, যে শোবার ঘরে ঢুকে তার হস্তস্থিত লাঠিটাকে তার শোবার বিছানায় শুইয়ে রেখে, নিজে, ঘরের যে কোনে লাঠী রাখ্তো সেইখানে সারারাত দাঁড়িয়ে রইল! অদ্ভুত ভোলামনের পরিচয় বটে!

ও রকম ভোলামন সত্যি সত্যি হতে পারে কি না জানি না, কিন্তু আমার নিজের জীবনে যে ঐ ধরণের ছোটখাট ভোলামনী কাণ্ড ঘটে যায় তার দুই একটা এখানে বর্ণনা কর্ব্ব।

এটা আমার প্রায়ই ঘটে, যে পকেট হতে বিড়ী ও দেশলাই বার করে, দেশলায়ের কাটীটা মুখে দিয়ে বিড়ীটা দেশলায়ের গায়ে ঘস্তে থাকি। কিন্তু এটা এখানে বল্তে চাই নি।

একদিনের ঘটনা মনে পড়ে। স্কুল হ'তে বাড়ী গিয়ে আমার ঘরে এক চমৎকার কাণ্ড করেছিলাম। আমার ঘরে দেওয়ালের গায়ে একটা নির্দ্দিষ্ট পেরেকে ঘড়ীটা ঝুলিয়ে রাখতাম্ এবং চাদর খানা একটা র‍্যাকেটে রাখ্তাম্। র‍্যাকেট্টা একটু উঁচুতে থাকায় দুহাতে চাদর ধরে একটু ছুঁড়ে তবে রাখ্তে হতো। ঘটনার দিন কি ভাবতে ভাবতে ঘরে ঢুকেচি। অন্যমনস্কভাবে, চাদর খানা গা হতে খুলে সেটাকে চেপে চেপে পেরেকে রাখ্লাম। তার পর ঘড়ীটাকে নিয়ে ঠিক্ যেমন করে দুহাতে চাদর ধরি তেমনি করে ধরে, যেমন করে ছুঁড়ে রাখি ঠিক্ তেমনি করে রাখ্তে গেলাম! ছোঁড়াও যা আর অমনি র‍্যাকেটে একবার ঠেকে ঠুক্ করে পড়ে যাওয়া—আর সঙ্গে সঙ্গে চুরমার! ব্যাস! ভোলা মনের ফল হাতে হাতে পাওয়া গেল।

আর একটা ঘটনা মনে পড়ে। আমাদের আশ্রমের ঠাকুর ঘরে সে ঘটনা। কুলুঙ্গিতে একটা গঙ্গাজলের পঞ্চ পাত্রী থাক্তো। একদিন সেই পঞ্চপাত্রীতে সরিষার তৈল রাখা গেল। আমারই সামনে—আমি সেটা বেশ করে দেখলাম। দুচার দিন পরে সন্ধ্যাবেলায়, একবার সেই ঘরটায় বসবার প্রয়োজন হয়েছিল। ঘরে আলো ছিল না। অন্ধকারে সেই কুলুঙ্গীর কাছে গিয়ে গঙ্গাজলে পবিত্র হবার মানসে সেই পঞ্চ পাত্রী হইতে একটু গঙ্গাজল ডান হাতে নিয়ে মাথায় ছিটা দিলাম। তেমন গঙ্গা বারির পবিত্রতা ও শীতলতা অনুভূত হ'লো না। আবার জল নিয়ে মাথায় দিলাম। এইরূপ দুচার বার দিয়েছিলাম। তার পর ঘর হতে বাহির হয়ে আলোতে এসে দেখি। গা, মাথা, জামা তেলে ভিজে গেছে। একেবারে তৈলাক্ত কলেবর হয়ে গেছি। অপরে দেখে হো হো করে হেসে উঠ্লো—আমি রেগে বল্লাম কে ওতে তৈল রেখেছিল। যে রেখেছিল সে হেসে বল্লে—"কেন, তোমার সাক্ষাতেইত রাখা হয়েছিল।"

ঠিক্ এই ধরণের ভোলা মন আমার।

এই প্রবন্ধটা লিখ্তে গিয়ে একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আমাদের ভোলামন নিয়ে যদি এই ফ্যাসাদ তাহলে ভোলার রাজা, ভোলানাথের না জানি কি দুর্দ্দশাই হয়। তার সেই ব্যোম ভোলাকে নিয়ে আমাদের মা জননী ভবানী না জানি কি জ্বালাতনেই পড়েন। মা

আমাদের হয়তো কোনদিন দোকান হতে ধনে সবুসে আনতে দিয়েছেন আর ভোলানাথ এনে বসে আছেন—সিদ্ধি। মা হয়তো, হাঁড়ী চড়িয়ে চাল আনতে পাঠিয়েছেন, আর ভূতনাথ, এই এক্ষুণি আনছি বলে, ভূত প্রেতদের সঙ্গে নাচতে লেগে গেছেন। যাক্ মায়ের বরাতে যা আছে তাই যাছে। আমি আর কলম চালাই কেন?

চুটকী।

বিদ্যাবাগীশ।

অমুক গাঁয়ের তিঁতো চক্রবর্ত্তী কয়েকটি চাষার পাল্লায় পড়িয়া দাদা ঠাকুর বলিয়া যায়; দাদা ঠাকুরও তাহাদের মাথায় হাত বুলাইয়া বেশ দু'পয়সা করিয়া খান। শেষে এমন অবস্থা ঘটিল, কোথাও ঘরে ঘরে বিবাদ বিসম্বাদ বা মনান্তর বাদিলে বা পৃথক হইতে থাকিলে চক্রবর্ত্তীর ডাক পড়ে। পেটে যার মোটে বিদ্যা ছিল না একবারে হঠাৎ সে বিদ্যা-বাগীশ হইয়া পড়িল। এমন অবস্থায় এক দিন রামকানাই সূত্রধর, চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে একটা দলীল মুসাবিদার জন্য ধরিয়া পড়িল। চক্রবর্ত্তী কিছু পয়সার জোরে সব জান্তা হইয়া ছিল কাজেই নির্ব্বিবাদে মুসাবিদা করিয়া দিল। কিন্তু রেজেষ্টারী হইবার বেলা রেজেষ্টারী হাকিম একবার মুসবিদা ওয়ালাকে দেখিতে চাহিলেন। চক্রবর্ত্তী বাঁশীর মত টিকালো নাকটি বাহির করিয়া হাকিমের সম্মুখে উদয় হইয়া ধর্ম্মাবতার বলিয়া সেলাম দিল। হাকিম জিজ্ঞাসা করিল মহাশয়ের কোন্ পাঠশালায় পড়া হইয়াছিল?

তিঁতো চক্রবর্ত্তী ফাঁপরে পড়িয়া গেল। সে যে কোন স্কুলে—পাঠশালে পড়ে নাই তাহা গ্রামের যাবৎ লোকই জানিত। দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন—ভাবছো কি?

তিঁতো অনেকবার আদলাতে সাক্ষ্য দিয়াছিল। তাই বলিল ধর্ম্মাবতার দয়াকরে কিছুক্ষণ ভাবতে দিন।

হাকিম তাহাকে ভাবিতেই সময় দিলেন।

অনেকক্ষণের পর হাকিম আবার জিজ্ঞাসা করিলেন এইবার মনে পড়'ছে?

তিঁতো চক্রবর্ত্তী বলিল, আজ্ঞে ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। তবে বিদ্যে দিয়েছেন মা সরস্বতী এ একবারে সত্য কথা।

* * * *

একবার তিঁতো বিদ্যাবাগীশ, বিবাহ দিতে গিয়া দামোদর পার হইয়া কি একটা গ্রামে যান, গ্রামের সকলেই বিদ্যাবাগীশের দীর্ঘ নাসিকা দেখিয়া একবাক্যে তারিফ করিতে লাগিল।

বিদ্যাবাগীশ হুকায় নল লাগাইয়া বেশ ভব্য সভ্যের মত গ্রামবাসী একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, হাঁহে অনেক দূরেই ত আসা গেল। নদী ত নয় যেন মহাসাগর, একেই ত বলে কালো যমুনা, দামোদর, আচ্ছা হাঁহে এখান হইতে শ্রীধাম বৃন্দাবন কতদূর বলতে পারো, আমার ত বোধ হয় দু' এক ক্রোশই হবে। কে একজন বদ ছোকরা ফস করিয়া কহিল আজ্ঞে অতি কাছে আপনি একবার লেজটা উচু করে তাকালেই দেখতে পাবেন।

গোবৰ্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 1106

মজলিস

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [২২শ সংখ্যা

১৩৩১ সাল, ২৬শে পৌষ শনিবার, নগদ মূল্য ৴১০ পয়সা।

সম্পাদক—শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম, এ, ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার

মজলিস কার্য্যালয় ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস' বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, কাশীমবাজার, মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর), রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ, আর, সি, আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর-আসাম), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজা কুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্ব্বেল প্যালেস), শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী এম. এ, বি, এল (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্ত প্রত্যয়কুমার মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি-এল, জমিদার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার, (ঢাকুরিয়া), শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল), শ্রীজগতপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ সত্বাধিকারী (ইলিয়ট এণ্ড কোম্পানী), শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নলীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার. শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলীনীরঞ্জন সরকার এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে, জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র নাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার চট্টোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি (সত্বাধিকারী মেসার্স অর্ ডিগনাম এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলী), শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লাভপুর), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি এস. শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং), শ্রীযুক্ত হরিধন নাগ (ম্যানেজার বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া), কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়) শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি রঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, পাথরিয়াটোলা শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুখাঁ কৌন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার (পটলডাঙ্গা হাউস) ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার।

মজলিস-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইলে মাসিক বা বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

মজলিস

'ব'কারের বাড়াবাড়ি !

——:*:——

বগুলা লোকালের এক মধ্যম শ্রেণীর কামরায় যাত্রীদের মধ্যে বিশ্রম্ভালাপ চলিতেছিল। আমি একটা কোণ অধিকার করিয়া নীরবে বসিয়াছিলাম। সহসা এক প্রৌঢ় পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা মহাশয়! বড় দিনে সহর এত সরগরম কেন? হিন্দুর দোলে, দুর্গোৎসবে, রাসে, রথযাত্রায়, কৈ এমন ধুম তো হয় না। মুসলমানের মহরমেও দেশ এত মাতে না। কিন্তু বড়দিনে এত আনন্দ কিসের? বড়দিন খৃষ্টানের পরব, অথচ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান—সকলেই এত উল্লাসে মেতেছে এর কারণ কি?"

আমি আর চুপ্ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম—আমাদের দেশে এখন যে বকারেরই বাড়াবাড়ি, কাজেই বড়দিনের আদর বাড়িয়াছে।

পূর্ব্ববক্তা সবিস্ময়ে উত্তর করিলেন—"বকারের বাড়াবাড়ি' সে আবার কি মশাই? আমি বলিলাম—এই দেখুন না কেন আমরা প্রজা হইয়াছি—বিশ্ব বিজয়ী ব্রিটিশের। অর্থাৎ আমাদের বিধাতা পুরুষ ব্রিটেন। সুতরাং এটা 'ব'কারেরই রাজ্য। আমরা সকলেই বিলাসী বাবু বনিয়াছি। আমাদের বিদ্বানেরা মরে—বহুমূত্র ব্যারামে, গরিবের মৃত্যু ব্ল্যাক ফিবারে। আমরা বেটির বিবাহ দিই বাড়ীবন্ধকে। বাহান্তুরে বুড়োকে সম্প্রদান করি বারো বছরের বালিকা। বিধবার বিয়েতে আপত্তি করি বলিয়া ব্রাহ্মরা বলেন আমরা বর্ব্বর। বাল্য বিবাহের জন্যই আমরা নাকি বলহীন।

বালক-কাল হইতেই আমাদের ছেলেগুলার ঘাড় কমিয়া যায়—বইএর বোঝা বহিয়া। তাহারা খেলিতে শিখিয়াছে ব্যাট্‌বল, ব্যাডমিণ্টন্, বিলিয়ার্ড। আমাদের বনিতারা বনেট বাড আটিয়া সাজিয়াছেন বিবি। সংসার চালায় বেহারা ও বামুনে। আমাদের বড় লোকের টাকা থাকে ব্যাঙ্কে। আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য সব বিদেশী বণিকের হাতে। আমরা সভায় দিই বজ্রকণ্ঠে বক্তৃতা। আমরা ভায়ে ভায়ে বিবাদ বাধাই, বুড়ো বাপ মা—বাড়ীর বালাই। আমরা মুখে বলি—বর্জ্জন নীতি, গোপনে কিনি বিদেশী বসন। আমরা বিষয় কর্ম্মে বিষম বোকা, হিত বুঝাইলেই বেজায় রোকা। আর কত বলিব, 'ব' লইয়াই আমরা বাঙ্গালী। শুধু আমরা কেন,—'ব' নাই কোথায়? এটা যে 'ব'কারের যুগ।

হোটেলে দেখুন—বিফ্ রোষ্ট, ব্রেড বাটার, বিস্কুট, বাইরণের সোডা, ব্রাণ্ডীর বোতল। বাগানে—ব্যাণ্ডের বাদ্য, বিবি বিদ্যাধরীরা বুকে বস্‌রাই গোলাপ গুঁজিয়া বেড়ান্।

বাজারে—ভেজালের বিশেষণ বিশুদ্ধ। বৈজ্ঞানিক খোজেন—"ব্যাসিলি"। বায়স্কোপে—'ব্ল্যাক্ সিক্রেট, বিষ্ণু অবতার' "বিষবৃক্ষ"। থিয়েটারে 'বন্দিনী' বরুণা আর বিজয় বৈজয়ন্তী। বিনোদিনীর বিরামকুঞ্জে—বাঁয়াতবলা বাজাইয়া 'বেহাগ 'বিভাষের আলাপ করিলে হয় ব্রহ্মচর্য্য। ডাক্তার বলেন—ব্লাড প্রেসার বৃদ্ধি, ব্যবস্থা দেন, বীথামের বড়ী, বায়ু পরিবর্ত্তন। বৈদ্য বলেন—বাগভট্টের মতে এ 'বরক' বকার, খাও "বৃহৎ বাত চিন্তামণি, ব্যবহার কর বেগুণ, বাঁধাকপি, বরবটী, বাঙ্গা লিংড়ীর বাঞ্জন, মাখো—'বিষ্ণু তৈল। দেশে পেটেণ্ট ঔষধ বিক্রয় হইতেছে—কেবল "বাজীকরণের। ব্রাহ্ম কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে—"বেগম খোশের"!

তারকেশ্বরের মীমাংসায়—বাদী হলেন, "ব্রাহ্মণ সভা," বিপদে পড়লেন 'বিশ্বানন্দ'। বড় লাটের শুভাগমনে পবিত্র হ'ল "বেলুড় মঠ'। ইংরাজের বিদ্বেষ—'বন্দে-

স্বাস্তরমে"। অভাব-অভিযোগের হয় "বিশেষ ভাবে বিবেচনা," বজেটে হয় "ব্যয়সঙ্কোপ," কিন্তু অভ্যর্থনার বেলায়—বিশ লক্ষ টাকার বাজী পোড়ে!

কংগ্রেসের বৈঠক বসিল—বেলগাঁওয়ে। প্রতিনিধির বাহার খুলিল ব্লকে, প্রস্তাব হ'ল—'বাতিল'। বাধ্যতা-মূলক সূতা কাটার বিরোধী হইলেন—বিঠল ভাই প্রভৃতি। চমকা পাঠাইয়াছেন—বিবি বেসাণ্ট!

সাহিত্যের মজলিসে দেখুন—ঐ "ব"। বঙ্কিমচন্দ্রের বত্রিশ সিংহাসনে—"বিরাজ বৌকে বসাইতে চাহেন "বসুমতী"। বাতায়ন দিয়া উঁকি মারেন—বদ রসিক "বৈকালী। 'বিনয় সরকারের' জাল ধরিয়াছেন "বিজলী"। নামজাদা লেখক একত্র করিতেছেন "বঙ্গবাণী"। মধ্যস্থতা করিতে আসরে নামিয়াছেন "বিচিত্রা"।

খবরের কাগজে—সংবাদ বাহির হইতেছে—"বলাৎকার,' বিলাতে মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কে বিচার চলিতেছে"—ব্যভিচার'!

দেশে চাগিয়া উঠিয়াছে—"বসন্তরোগ," বিলাতী কাগজের উপর শুল্ক স্থাপনের বিরোধী বাগবাজারের বৈষ্ণবী। হিতসাধন মণ্ডলীর সভাপতি হইয়াছেন—ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, শাসন পরিষদের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন—বি, এন্ শর্ম্মা। বেনারসের হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-স্যানেসলার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—'বিকানীর'। শাসন সংস্কার সমর্থন করিতেছেন—বর্দ্ধমান। স্বরাজীর দল করিতেছেন—বিনা বিচারে বন্দীত্ব বরণ। দেশোদ্ধার হইতেছে—বাবুদের বৈঠকখানায়। বর্ম্মার বৌদ্ধ ছাত্রগণ আপত্তি করিতেছেন ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের বাইবেল পাঠে। সাহিত্য সম্মিলনীর নিমন্ত্রণ হইয়াছে এবার বিক্রমপুরে। সদস্যরা গায় দিয়াছেন—বহরমপুরী 'বালাপোষ'। মহোমহোপাধ্যায় বৈদ্যরাজের সঙ্গে মিলন ঘটিতেছে বাচস্পতির।

ধর্ম্মভূমি 'বৃন্দাবন,' কর্ম্মভূমি ইংলণ্ড—হত হইয়াছে বন্যায় বুড়িয়া।

আমরা বাস্তবিক বড় দীন, তাইএকটু আমোদ করি পেলে 'বড়দিন'। এখন উল্লাসের কারণটা বুঝিলেন কি? আমার কথায় উত্তর না দিয়া—বাবুটী বেলঘরিয়া ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলেন। বোধ হয়—আস্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন আঃ—"বাঁচা গেল"।

ইহার প্রতিকার কি?

শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ভারত হইতে নিষ্ঠুর "সতীদাহ" প্রথা তুলিয়া দিয়া ভারতবর্ষকে সহস্র সহস্র অবলার আর্ত্তনাদ হইতে রক্ষা করেন। তারপর এ যাবত নানা ভাবে ভারতবাসীর ধনপ্রাণ ব্রিটিশজাতি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নাবালক জমিদারী চালাইতে অক্ষম হইলে সরকার তাঁহার জমিদারী স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া নাবালকের সম্পত্তি রক্ষা করেন, কেহ আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে রাজ-দ্বারে শাস্তি পাইতে হয়,কেহ হত্যা করিলে তাহাকেও নিজের জীবন দণ্ড দিয়া নরহত্যা জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; বস্তুতঃ ব্রিটিশ আইন ও শাসন পদ্ধতি ভারতবাসীর ধন-প্রাণ রক্ষার্থে অনুকুল এ কথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। কিন্তু দুই একটা ক্ষেত্রে আমরা সরকারের ঔদাসীন্য দেখিয়া সে দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। লর্ড কর্ণওয়ালিশ জমিদারদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ ও সাধু ছিল। তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে জমিদারেরা প্রজাবর্গের মধ্যে বসবাস করিয়া প্রজার নিকট হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব প্রজার হিতার্থেই ব্যয় করিবেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক ক্ষেত্রে লর্ড কর্ণওয়ালিশের এই সদিচ্ছার পরিপূর্ণতা হয় নাই। সে দোষ কাহার?

বহুদিন হইতেই আমরা দেখিয়া আসিতেছি অনেক জমিদার ও ধনীপুত্র পল্লী জননীর ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়া অবস্থান করেন। এই সমস্ত জমীদার ও ধনীর তনয়েরা সহরে আসিবামাত্রই "মো-সাহেব" নামধারী এক শ্রেণীর লোকের কবলে পতিত হন। মদ্যপান,বারবণিতার সেবা, কুৎসিৎ গান বাজনা, আমোদ প্রমোদ এই দিকেই মো-সাহেবেরা জমিদার ও ধনী পুত্রদের চিত্তকে আকৃষ্ট করে। অপরিণামদর্শী,ধনী কিংবা জমিদার পুত্র বিলাসব্যসনের স্রোতে গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় ভাসিতে ভাসিতে এমন এক অনন্ত পারাবারে গিয়া উপস্থিত হন যে, শেষে

তাঁহারা কোনদিকেই আর কুল কিনারা দেখিতে পান না। এই ভাবে ভারতের কত ধনী ও জমিদার পুত্র যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। অথচ এই সমস্ত জমিদার ও ধনী পুত্রদিগকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিবার কোন উপায় এপর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই আমরা এরূপ অনেক জমিদার ও ধনী পুত্রের নাম করিতে পারি যাঁহারা লক্ষ পতির বংশধর হইয়াও আজ ছিন্নবস্ত্রে ভিখারীর ন্যায় বিচরণ করিতেছেন। দেশের লোকের দ্বারা ইহার যদি কোন প্রকার প্রতীকার হইত তবে আমরা ইহার প্রতীকারের ভার দেশের লোকের উপরই ন্যস্ত করিতাম। কিন্তু দেশবাসী যে আজ সুপ্ত, আর ধ্বংশের অভিমুখে ধাবমান, কামিনীর মোহ মদিরায় আকণ্ঠ নিমগ্ন জমিদার ও ধনী যুবককে রক্ষা করিবার তাঁহাদেরই বা কি ক্ষমতা আছে? জমিদার ও ধনী যুবক কি দেশবাসীর অনুরোধ শুনিয়া আপন পাপের অভিযান হইতে নিবৃত্ত হইবে?—কখনই না।

"পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষ বর্দ্ধনং,
উপদেশোহি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।"

উপদেশের দ্বারা এ ক্ষেত্রে কোন ফল হইবে না। তবে হইবে কিসে?

হইবে যদি দেশের প্রতিনিধিগণ ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্ম্মে একটি বিল উপস্থিত করেন, 'যদি কোন জমীদার বা ধনী যুবককে বিলাস ব্যসনের ফলে দিন দিন ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতে দেখা যায় তবে গবর্ণমেন্ট দায়ীত্ব জ্ঞান সম্পন্ন লোকের দ্বারা গঠিত একটি কমিটির হস্তে তাঁহাদের জমিদারী পরিচালনের ভার দিতে পারিবেন এবং সেই জমিদার বা ব্যবসায়ী পুত্র যদি আবার সুপথে আসিয়া অপব্যয় বন্ধ করেন তবে তিনি তাঁহার জমিদারী বা ব্যবসায় পরিচালনা ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারিবেন।"

আমাদের বিশ্বাস এই মর্ম্মে একটি বিল উপস্থাপিত হইলে কোন বিবেচক প্রতিনিধি তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিবেন না, এবং একটি আইন পাশ হইলে—অনেক জমীদার ও ব্যবসায়ী পুত্র আসন্ন ধ্বংশের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন।

ভারতে পূর্ব্বে কত জমীদার ছিল, কত জমিদারের বাটীর তোরণ-দ্বারে মাঙ্গলিক নহবত বাজিত। কিন্তু আজ সকলই নীরব। জমিদারদের সরকারে দেয় রাজস্বের পরিমাণ লর্ড কর্ণওয়ালিশের আমলে যাহা ছিল, আজও ত তাহাই আছে। তবে কেন আজ অনেক জমিদারের বাটী জনশূন্য—আলোক শূন্য—বিজন অরণ্য? অতিব্যয়, অপব্যয় যদৃচ্ছাব্যয় কি ইহার কারণ নহে? এই যে সেদিন কাশ্মীর রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী রাজা স্যার হরি সিংহের সহিত—লেডী রবেনসনের অবৈধ প্রণয়ের রহস্যময় মামলা লণ্ডন কিংস্ বেঞ্চে হইয়া গেল—এই যে সে মামলায় হরিসিং কিরূপে মুক্তহস্তে ব্যাঙ্কের চেক বহিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন বলিয়া আদালতে প্রকাশ পাইল, এই হরিসিংহের মামলা কি এ দেশের জমিদার যুবকদের রমণীর জন্য অজস্র অর্থব্যয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ নহে? এরূপ কত হরিসিং আজ ভারতে রমণীর মোহে, মো-সাহেবের প্ররোচনায় সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ব্যবস্থাপক সভায় একটী বিল উপস্থাপিত করিয়া—এই শ্রেণীর জমিদার বা ধনী যুবকগণের টাকা দিয়া ছিনিমিনি খেলিবার পথ বন্ধ করা, আশা করি কাহারও নিকট অন্যায় কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

এই উদ্দেশ্যে আমরা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণকে এইরূপ একটি বিল উপস্থাপিত করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যদি দেশের লোকের দ্বারা এই স্বকৃত ধ্বংশের কোন প্রকার প্রতীকার হইত, তবে আমরা ব্যবস্থাপক সভার দ্বারস্থ হইতে কাহাকেও অনুরোধ করিতাম না। কিন্তু প্রথমোক্ত উপায় যখন কার্য্যক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হইবে না, তখন ব্যবস্থাপক সভার শরণ গ্রহণ ভিন্ন অন্য কি উপায় আছে?

উপসংহারে আমরা দেশের জমীদার, ধনী ও মহাজনদিগের নিকট ও একটা নিবেদন করিতেছি। তাঁহাদের "জমিদার সভা", "মহাজন সভা" কেবল প্রস্তাব পাশের মধ্যে নিজেদের কার্য্যপদ্ধতি নিবদ্ধ না রাখিয়া পরস্পরের রক্ষার ব্যবস্থা নিজেরা করুন। এক জমিদার পুত্রকে অথবা মহাজন পুত্রকে—পতঙ্গের মত বিলাসের অনলে পড়িতে দেখিলে দশজনে গিয়া তাঁহাকে রক্ষা করুন। এইরূপ পরস্পর রক্ষার নীতিই হইল সমীচিন নীতি, এবং এই নীতি

অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া পাশ্চাত্য খণ্ড আজ ধনৈশ্বর্য্যে জগতের মাথার উপরে চাপিয়া বসিয়াছে। বারবণিতার আলয় হইতে যখন জমিদার কিংবা ধনীর পুত্র হাণ্ড নোটে সহি করিয়া পাঠান তখন দালালের হাতে টাকা দেন কে? সে কি এ দেশেরই জমিদার ও ধনী মহাজনেরা নহেন? এইভাবে "কাকের মাংস কাকে খাওয়ার" কি লাভ তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত।

কলিকাতায় বড়দিন।

[অচিত্র অমাসিক পত্র অসমালোচন "বিদূষকের" বিদূষক মান্যবর শ্রীযুক্ত রিপোর্টার মহোদয় কর্ত্তৃক হেঁয়ালিভাষায় লিখিত]

বড় মহাদেশ ইউরোপের, বড় আটলান্টিক মহাসাগরের, বড় মহাদ্বীপ, ইংলণ্ডবাসী ভারতের বড় মহারাজা (ভারত সম্রাট) ইংরাজাধিকৃত বড় রাজ্য বড় ভারতবর্ষের ভাইসরয় পদলাঞ্ছিত ভূতপূর্ব্ব বড় রাজধানী, বর্ত্তমান বাঙ্গালার প্রাদেশিক লাটের বড় প্রাসাদ শোভিতা, বড় লাটের হোমিওপ্যাথিক ডোজে বড়দিন অবস্থিতির সুরম্য উদ্যান ক্যাম্প, বেলবিডিয়ার বক্ষবাহিনী, এসিয়া মহাদেশের বড় প্রিমিয়র সিটি, সূর্য্যাস্ত বিহীন অতি বড় ইংরাজ রাজত্বের দ্বিতীয় বড় সহর, বড় প্রাসাদ নগরী সিটি অব প্যালেসেস এই বড় কলিকাতায় বড়দিনের বড় আমোদ মহাসমারোহে শেষ হইয়াছে।

বড়লাট সস্ত্রীক, বড় সেনাপতি সস্ত্রীক, বড় লাটের বড় কাউন্সিলের বড় বড় মেম্বারগণ, বিভিন্ন বিভাগের বড় কর্ত্তা ডাইরেক্টার জেনারেলগণ কেহ সস্ত্রীক কেহ অস্ত্রীক কৃপা পূর্ব্বক (অথবা ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি এই বঙ্গদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য) শুভাগমন করিয়া বড় সহর কলিকাতাকে সত্যই বড়তে পরিণত করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেক এনড্. পেনড্, হিক্স, মিক্স দেশী বিদেশী" "হংস বক" সাহেব সুবাগণও আগমন করিয়াছিলেন। আর শুভাগমন করিয়াছিলেন, দেশের বড় বড় রাজা, মহারাজা, বড় বড় সার নাইটের দল, এবং রায় বাহাদুর খাঁন বাহাদুর, দেওয়ান বাহাদুর, রায় সাহেব, খাঁন সাহেব প্রভৃতি; অধিকন্তু বড় বড় জমিদার, জমিদারীর অংশীদার যাঁহারা এখনও উপাধি-রত্ন লাভে কৃতার্থ হয়েন নাই তাঁহারা এবং তাঁহারাও যাঁহারা গৌর গোরা চাঁদদের বড় বড় শ্রীচরণ সরোজে সভক্তি বড় অর্ঘ্য দান করেন, বড়দের নিজদের দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিয়া তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন।

এবার আবার সোনায় সোহাগা, স্বর্ণঙ্গুরীতে হীরক খচিত হইয়াছিল, যেহেতু বড় ইংলণ্ডের বড় রাজ বংশের একটি বড় শাখার বড় রাজকুমার হিস্ রয়েল্ হাইনেস (তাঁহার রাজকীয় বড় উচ্চতা) প্রিন্স আর্থার অব কনট মহোদয় সস্ত্রীক শুভাগমন করিয়া সত্যই বড় সহরকে আরো বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন। সস্ত্রীক প্রিন্স মহোদয় বড় জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতার বড় রাজ্য এই বড় ভারতবর্ষকে নিজের বড় চক্ষে দর্শন করিবার জন্য শুভাগমন করিয়াছেন। হয়ত মাসেক দুই মাস পরে পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চল ঘুরিয়া বড় বড় দেশীয় রাজাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া অবশেষে কলিকাতায় আসিতেন, কিন্তু তিনি কলিকাতার বড়দিনের বড় আমোদ সকল দর্শন ও উপভোগ করিবার জন্য বোম্বাই হইতে বরাবর কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। এখানে তিনি বড়লাট মহোদয়ের উদ্যান ক্যাম্পে অবস্থিতি করিয়া বড় বড় লোকদের দর্শন দানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। ইহা স্থির নিশ্চয়!

বড় ঘোড় দৌড়ের মাঠে বড় বড় ঘোড় দৌড় হইয়াছে। অধিকন্তু বড় বড় সার্কাস্, থিয়েটার, সিনেমা, নাচ বড় বড় খেলা ধুলাও যে না হইয়াছে এমন নয়।

বড়লাট, লাটের বাড়ীতে বড় বড় ভোজ, খানাপিনা, দরবার, সম্মিলন, য়্যাটহোম, গার্ডেন পার্টি প্রভৃতি হইয়াছে. অবশ্য তাহাতে বড় বড় লোকই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অধিকন্তু বড় বড় হোটেলে, ক্লাবে বড় বড় লোক আসিয়া বাসা লইয়াছিলেন. ভোজ দিতেছিলেন, বড় বড় নেটীভ লোকদের বাটীতেও দুই একটা বড় ভোজ হইয়াছে বই কি! বড় বড় সভা সমিতিও যে না হইয়াছে এমন নয়, সেখানেও লাইট রিফ্রেসমেণ্ট অর্থাৎ হাল্কা খাবারের ছড়াছড়ি! তবে অবশ্যই ঐ সকল স্থলে বড় বড় লোক বড় বড় মুখ লইয়া আহারাদি করিয়াছিলেন, বড় বড়

বক্তৃতা করিয়াছিলেন, বড় বড় লোক বড় বড় কাণ দইতে শুনিয়াছেন। অহ্লাদিতও খুব বড় রকমেরই হইয়াছেন।

বড়লোক পাড়ায় অর্থাৎ সাহেব পল্লীর বাজার ও দোক নগুলি বড় আকার ধারণ করিয়াছিল। প্রত্যেক বড় দোকানেই জিনিস পত্রের বড় বড় স্তূপ! ফলের দোকান, ফুলের দোকান, অয়েলম্যান ষ্টোর অর্থাৎ তেলির দোকান, পুস্তক ও ছবির দোকান, মনহারী মদ ও মাংসের দোকান, খেলনা, চা চুরুট সিগারেটের দোকান, কেক বিসকুট পাঁউরুটি প্রভৃতি মিষ্টান্নের দোকান, এমন কি ভেজিটেবল ষ্টলগুলি পর্য্যন্ত সকলেই যেন নব যৌবনের দাপে বড় হইয়া উঠিয়াছিল! বড় কমলালেবু, বড় কফি, কড়াই শুঁটি, বড় আপেল, বেদানা, আখরোট খোবানী, বড় কলা, বড় ভেটকি, গলদা, বাদা চিংড়ি, পার্শে, বড় ফাউল, বড় দিনের বড় কেক, বড় গাঁদা, গোলাপ ও সিজন ফুল, ফুলের তোড়া অর্থাৎ লাট গৌরাঙ্গদের সান্কি ভোজন ও ভেট দিবার জন্য যাহা প্রয়োজন হয় সেই সকল দ্রব্য বড় বড় গৌরাঙ্গ বড় বড় নেটিভ ও বড় বড় মাড়োয়ারী পত্তরা খরিদ করিয়াছিলেন। ঐ সকল জিনিস ছোট গরীব লোকেদের প্রাপ্তির আশা বড় কম ছিল! বড় বড় ইংরাজী সংবাদপত্র সকল বড় বড় প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সন্দর্ভ, টীকা টিপ্পণী সহ বড় বড় সভা সমিতির বড় বড় রিপোর্ট প্রকাশ করিবার সুযোগ লাভ করিয়া বড় সুখী হইয়াছিলেন। অধিকন্তু বড় লোকের শয়ন উপবেশন এবং আহারাদির সংবাদটুকুও বাদ দেন নাই। আবার মজা বড় দলের বড় সভার উপস্থিতির নামের তালিকায় নিজের নাম ছাপাইবার জন্য অনেক ছোট বড় লোক বড় সংবাদপত্র সম্পাদকের দ্বারে দ্বারে ধন্না দিয়াছিলেন। সত্যই বড় সহর কলিকাতা বড়দিনে বড়লোকদের সংস্পর্শে বড় হইয়াছিল।

আমাদের সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ হয়ত বলিয়া বসিবেন ছোট পাড়ায় অর্থাৎ নেটীভ মহলে কি বড় দিনের বড় উৎসব কিছুই হয় নাই? তদুত্তরে বলিতেছি হইয়াছে গো, নিশ্চয়ই হইয়াছে। নেটিভ পাড়ায় বড় বড় বাবুগণের থুড়ি সাজাল বড় বড় কালা সাহেব লোকদিগের বড় বাড়ীতে বড় বড় উষ্ণশ্বাস ও অশ্রু জলের বন্যা বহিয়াছিল। যেহেতু কাহারও বড় ভোজে নিমন্ত্রণ হয় নাই, কেহ বা বড়লোক-দিগকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন, আবার কাহারও বা নিমন্ত্রণ করিবার সামর্থ্য হয় নাই।

কোথাও কোথাও বড় বড় কালা সাহেব লোকদের বাটীতে বড় বড় সওগাদ পাঠানর আনন্দ, কোথাও গৌরাঙ্গ-পদে তৈল মর্দ্দনের আনন্দ, কোথাও বা সওগাদ পাইয়া মেম সাহেবের ধন্যবাদ প্রাপ্তির বড় বড় গল্প! আবার কোথাও কোথাও যে গৌরাঙ্গ অভ্যর্থনার জন্য বড় দেনার পরিমাণ যে আরও বড় হইবে তাহার আশঙ্কা!

ছোট নেটিভ নিগারগণ, যাঁহারা বড়দের আওতায় মুসড়াইয়া যান, বড়দের উত্তাপে শুকাইয়া যান তাঁহাদের আনন্দও বড় কম ছিল না! কারণ তাঁহারা সম্বৎসরে যে অভাবের ও দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতার জন্য এই বড় সহরে আনন্দ উপভোগ করেন এই বড়দিনে সেই আনন্দ আরও বড় হয়। এবারও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই, সকল জিনিসেরই মূল্য বেজায় বড় হইয়াছিল। গৃহিণী বা বালকবালিকাগণের শত অনুরোধ সত্ত্বেও ফল মূল তরী তরকারী মাছ প্রভৃতি আনয়ন করিতে পারেন না, এ দুঃখ বড় কম নয়!

কয়েক দিনের অবকাশ ছোট চাকুরিয়া নেটিভ দিগকে সত্যই বড় আনন্দিত করিয়াছিল এটা অবশ্য বড় কথা! যদিও বাড়ী যাইবার সময় বড় গিন্নির (সহধর্ম্মিণীর) ফরমাইস মত দ্রব্যাদি খরিদ করিতে গিয়া বড় দুঃখ ও বড় মনস্তাপ ভোগ করিতে হইয়াছিল। তবে বড় কষ্টে বড় জোর "কিছু মিছু" বাবিশ ও ভুসানী মাল খরিদ করিয়া মন বুঝাইয়াছিলেন। দুঃখের উপর দুঃখ রেল ষ্টেসন বা ষ্টিমারের ঘাটে গমনের উপায় ঘোড়ার গাড়ী মটর রিক্সা বেজায় দুষ্প্রাপ্য ও নেহাৎ দুর্ম্মূল্য হইয়াছিল!

নেটিভ পাড়ার আর একটা বড় আনন্দ "বড় হাতির বড় কি দেখিয়া ছোট শৃগালের ছোট কি সুরসুর করার মত" নেটিভ থিয়েটার কয়েকটিতে নূতন নাটিকা প্রহসন অভিনয়ের বড় বড় বিজ্ঞাপন। ছোট ফলের ও শাক সব্জির দোকান গুলোতে বড় বড় লম্বা লম্বা গালাগালি ভক্ষণ! পকেট মারাদের বড় উপদ্রব! বড় বড় রাহাজানি ইত্যাদি! অতএব বড় সহর কলিকাতায় বড় দিন যে বড় দিনের নাম সার্থক করিয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি! হুজুর মাসিক! নিবেদন ইতি বড় দিনের পালা শেষ! শান্তি, হরি ওঁ।।

মেঘ ও রৌদ্র।

রঙ্গালয় সমালোচনা।

আজ কাল কয়েক খানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে রঙ্গালয় গুলির সমালোচনাই দেখিতেছি, প্রধান বক্তব্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই সমালোচনা পাঠ করিয়া পাঠকের বা নাট্যামোদীদর্শকগণের যে কোন প্রকার লাভ বা উপকার হয় তা কোন দিক দিয়াই মনে হয় না। কারণ এইরূপ সমালোচনা পাঠ করিয়া কোন প্রকার একটী মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেক সংবাদ পত্রে বিভিন্ন অভিমত। কোন খানিতে নির্জ্জলা স্তুতিবাদ, কোন খানিতে অকথ্য ভাষায় গালিবর্ষণ। কোন সংযত ভদ্রলেখকের কলম কলুষিত করিয়া সংবাদ পত্রের সত্য নিষ্ঠ পবিত্র কলেবর কলঙ্কিত করা মহা পাপ ইহা তাঁহারা ভুলিয়া যান। যে পত্রে যে রঙ্গালয়ের বিজ্ঞাপন অধিক পরিমাণে থাকে, সেই পত্রে সেই থিয়েটারের মিথ্যা স্তুতিবাদে প্রশংসায় আগাগোড়া আচ্ছন্ন হইয়া সাধারণ দর্শকবৃন্দকে প্রলোভিত ও প্রতারিত করিয়া থাকে; অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ সমালোচনা বাহির হইতে দেখিয়া থিয়েটারের পরিচালকবর্গ মনে মনে এই প্রকার স্বার্থপর স্তাবক সমালোচকগণকে যথেষ্ট ঘৃণার পাত্র বলিয়া দুঃখ করিয়া থাকেন। তাহারা মনে করেন সামান্য বিজ্ঞাপনের ও পাশের আশায় ইহারা কি যে না করিতে পারে তাহা ভাবিতেও তাহাদের শরীর শিহরিয়া উঠে। যাহারা সত্য,সুন্দর,সাহিত্যের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া লোক শিক্ষার পবিত্র আসনে সমাসীন, উপদেষ্টার সম্মান গৌরবে পূজ্য, নিরপেক্ষ সত্য মত প্রকাশের প্রচারক, যাহারা তাহাদের 'বাণী' অভ্রান্ত বলিয়া দেশবাসীর শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিবার আকাঙ্ক্ষা ও স্পর্দ্ধা রাখেন; তাহারা কেমন করিয়া সংবাদ পত্রের ভিতর দিয়া এই সকল মিথ্যা স্বার্থপর দ্বেষ হিংসা প্রণোদিত, ব্যক্তিগত কুৎসা রচনা করিয়া রটনা করিতে সাহস পান, লজ্জা বোধ করেন না, ইহা যে ভাবিতেও পারা যায় না! এই প্রকার অকারণ মিথ্যার প্রচার করিয়া যাহাদের সংবাদ পত্র পরিচালন করা ভিন্ন অর্থোপার্জ্জনের অন্য কোন প্রকার সুগম পথ নয়ন সম্মুখে পরিদৃষ্ট হয় না তাহারা অনায়াসে সম্পাদকরূপ গোলামী ত্যাগ করিয়া, এমন গোলামী করুন যাহাতে পরকে অকারণ গালি দিয়া নিজেকে ছোট করিবার অবকাশ না থাকে। কেবল পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ লইয়া গোলামী শেষ করিয়া আসা তাহা হইলে তাহার পশ্চাতে কোন প্রকার প্রবঞ্চনা বা অনর্থক গালি দিয়া আত্ম প্রচারের অসম্ভব দুর্নীতিমূলক দুরাকাঙ্ক্ষা থাকিবে না। শান্তি ও সুখ গোলামের অদৃষ্টে যতটা থাকা সম্ভব তা পাবার মত পথ পরিষ্কার থাকিবে। লাঞ্ছনা বা গঞ্জনা তাহার শান্তি পূর্ণ আরামদায়িনী শয্যাকে অশান্তির ভীষণ মরুভূমিতে পরিণত করিবে না। যাহাদের জন্য এই শ্রেণীর সমালোচকগণ প্রাণান্তকর মিথ্যা প্রচার করিতে অনুমাত্র অনুশোচনা করেন না, বরং বাহাদুরীর বৃহৎ দাবী লইয়া ভদ্র সমাজে দরবার করিতে মোটেই দুঃসাহস প্রকাশে এতটুকু লজ্জিত হন না, তাহাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার অধিকার বোধ করি সভ্য জগতে কাহারও নাই, এবং বলিতে হইলে যে কথা বলিতে হইবে, তাহাদের সম অধিকারে, সম শ্রেণীতে বসিয়া বলিতে না পারিলে বলা যায় না, সুতরাং তাহাদের এই প্রকার অসংযত মিথ্যা স্পর্দ্ধা যে কি কারণে অবাধগতি প্রাপ্ত হইতেছে তাহা তাহাদের বুঝিবার মত শক্তি ও সামর্থ না থাকিলেও যাহাদের জন্য তাহারা এই কার্য্য করিয়া থাকেন তাহারা অন্তরে অন্তরে যে বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই প্রকার সমালোচনার যে কোন মূল্য নাই, এমন অভিব্যক্তি তাহাদের হাস্যে ব্যবহারে বাক্যে প্রায় প্রকাশ পাইয়া থাকে। যাহারা নিজ নিজ শক্তি ওজন না বুঝিয়া, উচিত অনুচিত ন্যায় অন্যায় জ্ঞান হারাইয়া এমন কথা লিখিয়া বসেন, যাহা পড়িয়া দর্শক ও অভিনেতাগণ সমালোচকগণের অনভিজ্ঞতার দৌড় অবলোকন করিয়া দুঃখ না করিয়া অন্য উপায় খুঁজিয়া পান না। কোন সমালোচক সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ও সর্ব্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন না এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সুতরাং যাহা সত্য, যাহার মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বা রঙ্গালয় বিশেষের প্রতি দ্বেষ ভাব প্রণোদিত হইয়া সমালোচনা করিতে যাইলেই সমালোচনার ভিতর এইরূপ মিথ্যা ও অন্যায় সর্ব্বদিক দিয়া তাহাদের অক্ষমতা ও হীনতাকেই প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিবে, যাহা শত প্রকার আর্ট বা যুক্তির সাহায্যে সমর্থন

করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমাদের মনে হয় যে কোন কারণে কোন প্রকারে সমালোচনার পবিত্রতা খর্ব্ব বা ক্ষুণ্ণ করা কোন সম্পাদকের উচিত নয়।

আমরা বিশ্ববিজয় কবচ আনাইয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়াছি, বিজ্ঞাপনের যুগে সত্য সত্যই দৈবশক্তির প্রতি সকলের একটা অশ্রদ্ধা হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বৈদ্যনাথ ধাম, যোগমায়া আশ্রমের বিশ্ববিজয় কবচ আমাদের সে ভ্রম দূর করিয়াছে। কবচের এই অসাধারণ গুণ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। মূল্য এক টাকা পাঁচ আনা মাত্র।

নিবেদন—"গিরিশচন্দ্র" লেখক শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অসুস্থ বলিয়া এ সংখ্যায় গিরিশচন্দ্র প্রকাশিত হইল না। তিনি সুস্থ হইলে আবার গিরিশচন্দ্র প্রকাশিত হইবে।

আনন্দ সংবাদ—শ্রীযুত মন্মথমোহন বসু এম, এ, মহাশয় পারিবারিক দুর্ঘটনা ও অশান্তির জন্য সম্পাদক পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সংখ্যা হইতে আবার তিনি মজলিসের সম্পাদকতা গ্রহণ করিলেন।

পেত্নীর বিদায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সধর্ম্মব্রত শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

কাব্যকণ্ঠ সাহিত্য ভূষণ।

ওগো তা' যে হোক্। গ্রামের লোককে রোজ তো টাকা দিতে হবে না। আর সর্ব্বস্বও দেবে না। ছুটো লোককে যে সর্ব্বস্ব দিয়ে দিচ্ছ!

সর্ব্বস্ব আর কই দিচ্চি? অবশ্য বল্‌তে পারো বটে যে, অর্দ্ধেক দিচ্চি। দ্যাখো উজ্জ্বল! আমার বড় কষ্টের পয়সা, মথার ঘাম পায়ে ফেলা পয়সা, আমার মুখে রক্ত ওঠা পয়সা! বিশেষ যে পয়সা আমি আমার মায়ের পেটের ভাইকে দিতে পার্ব্ব না, সে পয়সা আমি অন্য কোন লোককে দেব, সে তুমি মনেও করো না। কাউকে পয়সা দেওয়া আমার দ্বারা হবে না।

উজ্জ্বলবরণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—ওগো! আমি কাউকে কিছু দেব না, একটা আধলা পয়সাও না।

বিষ্ণুপদ বেশ প্রশান্তভাবে বলিলেন—রাগ কর্‌লে চল্‌বে না, তোমাকে কঠিন দিব্বি করতে হবে যে, কাউকে কিছু দেবে না, কারো জন্যে কোন বাবতে একটি পয়সা আমায় না জানিয়ে খরচা কর্ব্বে না।

ওগো! আমি তোমার এই পা ছুঁয়ে দিব্বি করছি, আমি কাউকে কিছু দোব না, তোমাকে না জানিয়ে কারো জন্যে কোন বাবতে একটি পয়সা খরচ কর্ব্ব না।

দেখো, এ কথার যেনো নড়চর না হয়। বিনা কারণে কাউকে কিছু দিলে কিম্বা খরচ করলে আমি রাগ বরদাস্ত কর্ত্তে পার্ব্ব না।

ওগো! আমি একটি পয়সাও বাজে খরচ কর্ব্ব না, তুমি আমার কাছে রোজ পয়সার হিসাব নিও।

বেশ সে খুব ভাল কথা।

তা হলে পৃথক হওয়া মত হলো তো?

পৃথক হওয়া নিশ্চয়ই মত হলো, তবে পৃথকটাকে পাকা করা তোমার উপরে নির্ভর কচ্ছে।

কি রকম?

আমি রাঁধুনী ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণীর হাতে কোন দিন খাব না, তোমাকে প্রতিদিন রেঁধে খাওয়াতে হবে। তাছাড়া তুমি কোন বাবতে কোন দিন আমার বিনা অনুমতিতে একটি পয়সাও খরচা কর্ব্বে না।

আচ্ছা বেশ! তা হলে কত দিনে পৃথক হচ্চ?

সহরে একটা ভাল বাড়ী পেতে দুই একদিন অবশ্য দেরী হবে, তবে এক সপ্তাহের মধ্যেই।

দ্যাখো আমার বরাতে আবার ভাল বাটী পাওয়া গেলে হয়।

বাটী এক রকম ঠিক করেছি।

সত্যি?

তোমাকে কি মিছে কথা বলছি! আমিও পৃথক হবার জন্যে যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি।

উজ্জ্বলবরণী সহাস্য বদনে বলিলেন, ভগবান তোমার সুমতি দিন্।

(ক্রমশঃ)

নারী চরিত্র।

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ
কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

পুরুষের চরিত্রে ও যা আছে নারী চরিত্রে ও তাই আছে তবে দুজাতের পার্থক্য কোথা?

লজ্জা, ঘৃণা, স্নেহ, যত্ন, ঈর্ষা, দ্বেষ পুরুষেও দেখাতে জানে আবার নারীও দেখাতে জানে, তবে নারী চরিত্র বলে একটা নতুন জিনিষ গড়া হয় কেন?

তার কারণ আছে। পুরুষ চরিত্রে যা আছে নারী চরিত্রেও তাই আছে সত্য, কিন্তু নারীর মধ্যে যতটা বাড়াবাড়ি দেখা যায় পুরুষের মধ্যে ততটা দেখা যায় না।

লজ্জা বল, স্নেহ বল, আদর বল, ঘৃণা বল সব বিষয়েই মেয়ে মানুষ যায় একস্‌ট্রিমে। আবার নির্লজ্জতা, স্নেহ-হীনতা, হতাদরতা, নির্ঘৃণতা নারী যত দেখাতে পারে পুরুষ তত পারে না।

লজ্জার কথাই ধরা যাক্। লজ্জাশীলা নারী, এত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের লোক জানে। বাঙালীর মেয়ের লজ্জাশীলতার জন্যই কত শত গুণ্ডা নির্ব্বিচারে পার পেয়ে যাচ্ছে। গায়ে একটা ফোঁড়া হলে, সেই ফোঁড়া যমকে আধোক পথ টেনে আনবার পূর্ব্বে আমাদের ভগ্নীরা সে সংবাদ কাকেও জানতে দেয় না, স্বর্ণালঙ্কার বস্ত্রালঙ্কার কটা মেয়ের আছে? কিন্তু এই লজ্জালঙ্কারটাই তাদের সৌন্দর্য্য এত বাড়িয়ে রেখেছে নয় কি? আবার আশ্চর্য্য দেখ, এই মেয়েরাই পথের ধারে কাতারে কাতারে বসে থাকে লজ্জা বিক্রী কর্ব্বার জন্য, দেহ বিক্রয় করিবার জন্য। কি নির্লজ্জতা রেখে ঢেকে নয়, স্পষ্টাক্ষরে পথিকদের নিয়ে টানাটানি কচ্ছে —ঘৃণ্য, বীভৎস ও জঘন্য উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন কর্ব্বার জন্যে। পুরুষ কি এরূপ লজ্জাশীলতা, বা নির্লজ্জতা দেখাতে পারে?

আবার বড় আদর যত্নের কথা। দেওরকে আদর যত্নের বাড়াবাড়ি দেখাতে গিয়ে অনেক স্ত্রী সংসারে আগুন জালিয়ে দেয়, স্বামীকে সংসারত্যাগী করে বসে, আবার স্থল বিশেষে এমনও ঘটে যে স্ত্রী স্বামীর মাতৃপিতৃহীন ছোট ভাইকে এমন অনাদর তাচ্ছীল্য, অবহেলা করে যে সেই ছোক্‌রা চোখের জলে বুক ভাসাতে থাকে, শেষে আর থাকতে না পেরে, চিরকালের জন্য বাপের ভিটে ত্যাগ করে বিদেশে পালিয়ে যায়। কখনো দেখা যায় স্ত্রীলোক' তার ভাইপোকে বা সতীনপোকে পুত্রের অধিক স্নেহ কচ্চে আবার কখনো দেখা যায় তাকে কুকুর বেড়ালের মত অতি হতাদরে মানুষ কচ্চে এবং চাকরের মত খাটাচ্চে। তাই বলছিলাম এ বিষয়েও নারী পুরুষের চেয়ে এককাটী বাড়া।

তেমনি ঘৃণা ও নির্ঘৃণতা। অধিকাংশ মেয়ে সমস্ত জিনিষের উপর ঘৃণা দেখাতে গিয়ে অদ্ভুত "শুচিবেয়ে হয়ে" উঠে, কিন্তু এই মেয়েরাই মূত্র বিষ্ঠা মুক্ত কর্ত্তে অদ্বিতীয়, মাছের পোঁটা খাবার জন্য লালায়িত। আর কত উদাহরণ দেব? পাঠকপাঠিকা একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পার্ব্বেন আমার এই কথা গুলা নিতান্ত অন্তঃসার শূন্য নয়। তবে আমি নারী চরিত্রে দোষারোপও কচ্চিনা আবার সুখ্যাতিও দিচ্চি না। যে হাত পুরুষ চরিত্র বা নারী চরিত্র গড়েচে সে তার নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নিচ্চে, কিন্তু যা সত্য তা সত্য।

জন্মভূমি

মজলিস

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [২৩শ সংখ্যা

১৩৩১ সাল, ৪ঠা মাঘ শনিবার, নগদ মূল্য ১০ পয়সা।

সম্পাদক—শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম, এ, ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার

মজলিস কার্য্যালয় -২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস' বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, কাশীমবাজার, মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর), রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এক, আর, সি, আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর আসাম), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজ কুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্বেল প্যালেস), শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম. এ, বি, এল (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি-এল, জমিদার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার, (ঢাকুরিয়া), শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল), শ্রীজগতপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার ব্যারাকপুর, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ সত্বাধিকারী (ইলিয়ট এণ্ড কোম্পানী), শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নলীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলীনীরঞ্জন সরকার এম, এস, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে, জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র নাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার চট্টোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি (সত্বাধিকারী মেসার্স অব্ ডিগনাম এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলী), শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লাভপুর), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি এস. শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং), শ্রীযুক্ত হরিধন নাগ (ম্যানেজার বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া), কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়) শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি রঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্তপঞ্চানন সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, পাথারিটোলা শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুখাঁ কৌন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার (পটলডাঙ্গা হাউস) ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার।

মজলিস-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইলে মাসিক বা বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

মজলিস

পৌষ আগলাও।

পৌষ সংক্রান্তি। তখনও প্রভাতের অনেক বাকি। আকাশে কুহেলী মাখা অন্ধকার;—তারকার জ্যোতি ম্লান, চারিদিকে সৃষ্টির ছায়া অস্পষ্ট। সহসা শুনিতে পাইলাম—বাটীর গৃহিণী কোনও অদৃশ্য বপুকে মিনতির স্বরে বলিতেছেন—"থাকো পৌষ! যেওনা, আগুপানে চেওনা, থালা ভরা চাল নাও, এখানেই থেকে যাও।"

শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলাম—দেখিলাম—একথালা চাল ও একঘটী জল সম্মুখে রাখিয়া,গলায় বসনাঞ্চল জড়াইয়া গৃহলক্ষ্মী অত শীতেও উঠানে বসিয়া রহিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—ও কি হইতেছে? উত্তর আসিল "পৌষ আগলাইতেছি।" ত্রিশ দিন হিমানী ঢাকিয়া তুষারের আর্দ্রমূর্ত্তি পৌষ মাস—কালচক্রে আরোহণ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, গৃহিণী তাহার পথরোধ করিতেছেন। সে যেন বিদায় না লয়, সে যেন বাঙ্গালীর ঘরে থাকিয়া যায়। কিন্তু কিসের জন্য পৌষ মাসকে থাকিবার এত অনুরোধ? আর ও ত অনেক মাস গিয়াছে, তাহাদের কাহাকেও তো এমন করিয়া মিনতি জানান হয় নাই। পৌষ মাসের এত আদর কেন?

বুঝিলাম—গোড়ায় 'প' আছে বলিয়াই 'পৌষ মাস' সকল মাসের চেয়ে প্রিয়। 'প'কার লইয়াই না পৃথিবী? সৃষ্টি প্রণবের প্রস্ফুরণ। হিন্দুর পুরাণে প্রমাণ আছে—পরমেশ্বর প্রলয় পয়োধিজলে পাতার উপর শুয়ে—প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই প্রকৃতি পুরুষ, সংসারে পতি ও পত্নী। প্রকৃতির ধর্ম্ম—প্রসব, পুরুষের ধর্ম্ম—পালন। হিন্দুর কর্ম্ম নিষ্ঠা, পূজা পার্ব্বণে, ধর্ম্ম পরোপকারে, প্রতিষ্ঠা—পবিত্রতায়। পুণ্যে বৃদ্ধি—পরমায়ু।

সংসারের সকল কাজেই—চাই "পুরোহিত।" বিলাতে ইহারি নাম 'পাদরী'। পতি পত্নীর মিলনের নাম—'পরিগ্রহ'। ইহার পরই প্রধান সংস্কার—পুংসবন; পুংসবনের পর—নারী প্রসূতি।

পাঁচবছরে পুত্রের হাতে খড়ি। প্রবেশ পাঠশালায়। প্রথম পাঠ্য—প্রথমভাগ। শিক্ষাদাতা—পণ্ডিত মশাই ও প্রফেসর। পুস্তকের পড়া মুখস্থ করা আর পরীক্ষা দেওয়া। পাঠান্তে—পিতৃ পিতামহ প্রভৃতির প্রেতাত্মা গুলিকে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" অর্থাৎ পরিণয়। কিন্তু নিজেরই তখন "পিণ্ড প্রয়োজনম্" কাজেই পেটের জ্বালায় পাগলামী। "পয়সাই পরম পুরুষার্থ"। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বলে যিনি ডাক্তার হইলেন তিনি প্যাথলজি খুঁজে লিখিলেন প্রেসক্রপ্‌সন উকীল হইলে—পোষাক পরিয়া জমাইবার চেষ্টা প্র্যাক্‌টিস্। অধিকাংশই—প্রত্যূষে—পেঁয়াজ পান্তা মারিয়া পঁয়ত্রিশটী টাকার জন্য—পাঁচটা পর্য্যন্ত পেন চালান তারপর, হয় 'প্যালপিটেসনে', নয়তো পক্ষাঘাতে প্যারালিসিসে, অথবা প্রভুর পদাঘাতে প্লীহা ফাটিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্তি।

দেশের দশা দেখিয়া—পরিভাষা প্রদীপ খুলিয়া প্রতিনিয়তই প্রচার হইতেছে—"পুরুষত্ব হানির পেটেন্ট ঔষধ।" পয়ের আদর যে সকল।

সভায় দেখ—কেবল প্রস্তা[illegible]দ। আর পার্টী। আমরা হিন্দু—ভুলিয়া গিয়াছি প্রাচ্য প্রথা, শিখিয়াছি—পাশ্চাত্য সভ্যতা। আমাদের প্রাতঃকৃত্য হয়—চায়ের পেয়ালা ও পাঁউরুটিতে; গুরুজন 'প্রণামের পরিবর্ত্তে পান—পাণি মর্দ্দন।

আমাদের সমাজে দেখ—মেয়ের বাপ খুঁজিতেছেন—পাশকরা ছেলে, বরের বাপ খুঁজিতেছেন—পরীর বাচ্চা ও পাঁচ হাজার পণ। ঘটকালী করিতেছেন—"প্রজাপতি।" প্রতিবেশী চাহিতেছেন—পরনৈপুণ্দীতে—পাকা ফলার। খবরের কাগজে চলিতেছে—"পাষাণী" সমালোচনা।

থিয়েটারে হইতেছে—'নলিন' 'পুণ্ডরীক' প্লে। বাবুদের মুখে শুনিতেছ—প্রভার পার্টের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা। নবীন করিতেছেন—পথের মোড়ে পানওয়ালীর সঙ্গে প্রিয় প্রসাহ। বিদুষী—মাথায় পমেটম্, গায়ে পাউডার মাখিয়া পাৎলা পার্শী শাড়ী পরিয়া প্রসাধনের চূড়ান্ত করিয়া চাহিতেছেন—পুরুষের সমান অধিকার।

দেশহিতৈষীর লক্ষ্য—পতিতোদ্ধারে, পতিতের লক্ষ্য—পৈতার পানে, ব্যবসায়ীর লক্ষ্য পলিসিতে, রাজার লক্ষ্য—"প্রেষ্টিজে।" প্রজার লক্ষ্য—পাগড়ীতে। বৈষ্ণবের লক্ষ্য—পূর্ব্বরাগ ও পীরিতে। শাক্তের লক্ষ্য পাঁঠার প্রসাদে।

বন্দীর ভর্সা—"প্রায়োপবেশন," রোগীর ভর্সা—'পলতার ঝোল, প্রজার ভর্সা পার্লামেণ্ট, মোহন্তের ভর্সা—"প্রভাতগিরি।

পল্লীর ভর্সা—পানা পুকুর। সহরের ভর্সা—'পিক্‌-পকেট। বিপন্নের ভরসা—'পরমহংসদেব।" কৃষকের ভর্সা—"পাট" দেশের ভর্সা—পুলিশের প্রতাপ, জমীদারের ভর্সা—পাট্টা সেলামী। আর আমাদের মত পেটুকের ভর্সা পৌষ সংক্রান্তিতে—পিসিমার প্রস্তুত—পিটে, পুলি, পাটিসাপ্টা, পায়স। প্রেয়সি! তুমি পৌষ আগলাও,—আমরা তোমারই জয় ঘোষণা করি।

হাটের ডাক্তার

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ, কাব্য-সাংখ্যতীর্থ।

"ও সিধু ওরে সিধু। বলি তোর আক্কেল কিরে? এঁ্যা।"

"আজ্ঞে ডাক্তার বাবু! ও মাহার ২রা তারিখে তোমার টাকা যদি ফেলে দিতে না পারি তবে এই হাটে দাঁড়িয়ে আমায় বিশ ঘা জুতো মারবেন।"

"যা ভাল বুঝিস্ বাবা, করিস্। মনে থাকে যেন এটা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট। এখানে বাঘে হরিণে এক সঙ্গে জল খায়।'

সিদ্ধেশ্বর, ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারি হাটের যে দিকে তার বিপরীত দিকে গিয়ে কেনা বেচা করতে লাগল।

"ও মাধব মাধু ওরে মেধো! কাণের মাথা খেয়েছিস্" মাধব ডাক্তারের কাছে এসে অসভ্য ভাবে দাঁড়িয়ে বল্লে "কাণের মাথা খাইনি ডাক্তার, ডাক্‌চ কেন?"

"বলি আমার টাকাটা ফেলে দিতে হবে না?"

"কিসের টাকা? ভাইটাকে বিষ খাইয়ে মেরেচ সেই বিষের টাকা?'

"কি! আমি বিষ খাইয়ে মেরেচি? বেল্লিক! ফের যদি ও কথা বল্‌বি ত তোর নামে নালিশ করবো।"

"একশ বার বল্‌বো! তোমার ডাক্তার খানায় যে রোগী আস্‌বে তাকেই বল্‌বো? তুমি, অষুধ না থাক্‌লে বিষ দিয়ে পয়সা রোজগার কর।"

ক্রোধে ও আত্মাবমাননায় ডাক্তার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে উঠ্‌লো। তিনি চিৎকার করে ডাক্‌লেন, "হরিচরণ। হরিচরণ!"

কম্পাউন্ডার হরিচরণ বেরিয়ে এসেই মাধবের গালে এক চড় বসিয়ে দিলে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। হাট শুদ্ধ লোক মাধবকে তিরস্কার করতে লাগ্‌ল এবং ডাক্তারের অভিজ্ঞতার, বাক্‌সংযমতার শত মুখ হয়ে প্রশংসা করতে করতে মাধবকে টেনে অন্য দিকে নিয়ে গেল। রোগীরা লুকিয়ে অষুধ শুঁক্‌তে শুঁক্‌তে ডাক্তারের সুখ্যাতি গাইতে গাইতে যে যার স্থানে চলে গেল।

হাটের দিন ডাক্তারের ভাগ্যে এমনি অনেক লাঞ্ছনা ঘট্‌তে থাকে। অথচ এই দিনই দেনদারদের দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তাই আমাদের ডাক্তার বাবু চোখ্ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অন্য পাওনাদার খুঁজতে লাগ্‌ল।

অদূরে, চাষার মেয়ে, বিনোদিনী কাপড় হাটায় এক খানি কাপড়ে দর কর্‌ছিল। ডাক্তার ডাকিল, "বিনোদ। ও বিনোদ! এ দিকে আয় দেখি বাছা।"

বিনোদ লজ্জায় ও সঙ্কোচে জড়সড় হয়ে ডাক্তার বাবুর কাছে এসে দাঁড়াল।

"তোর ভাইকে যে কলেরা থেকে বাঁচালুম্, তার অষুধের তিন টাকা ত দিতে হবে, বাছা! ভিজিট্ না হয় না দিলি, অষুধ ত আমি ঘর থেকে দিতে পার্ব্বনা।"

বিনোদ কিছু না বলে ঘাড় হেঁট করে চুপ্ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ডাক্তার বল্‌তে লাগ্‌ল "কলেরা থেকে সারালুম আবার বিকার আসতে কতক্ষণ? ডাক্তারের পাওনা আগে চুকিয়ে দিতে হয়।"

কথাটা শুনেই ছোট ভাই হারুর অমঙ্গলের আশঙ্কায় বিনোদের সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠ্‌ল। সে মৃদুস্বরে বল্‌লে, ডাক্তার বাবু! আমি কোথায় পাব? বাবা ত ভাইবোনকে একলা ফেলে চ'লে গেল। আমার সবইত জানেন।"

ডাক্তার রুক্ষ মেজাজে বল্‌লে, "ওষুধের টাকা থাকে না, কাপড় কেনবার ত টাকা থাকে! আগে পরের পাওনা চুকিয়ে দিতে হয়।"

বিনোদের অঙ্গ অভিমানে ও ক্ষোভে জ্বলে উঠ্‌ল, সে মনে মনে বল্‌তে লাগল, "ওগো ডাক্তার! কাপড়ের খোঁটা আর দিও না। এই এক ছেঁড়া কাপড়ে আজ চার মাস চল্‌চে! যদি ইচ্ছে কর একবার কাপড় খানা ভাল করে দেখ্‌তে পার।"

কাপড় খানাকে দেখাতে ইচ্ছে হলো বটে, কিন্তু বুকের কাপড় আরো ভাল করে জড়িয়ে অভিমানের ভাঙ্গা গলায় বিনোদ বল্‌লে "সকলে বল্‌লে ডাক্তার বাবু খুব ভাল লোক তাই।"

ডাক্তার দাঁত খিচিয়ে বল্‌লে, "ভাল লোক, ভাল লোক! আর ডাক্তারের কি টাকার গাছ আছে? তার মাগ ছেলেকে খাওয়াতে হয় না।"

আর সহ্য হলো না। টাকা দুটো ডাক্তারের পায়ের তলায় ঝন্ ঝন্ করে ফেলে দিয়ে, বিনোদ বল্‌লে, "একটা টাকা রইল, কিছু দিন পরে দেবো।" বলেই, কোথাও না চেয়ে বাড়ীর দিকে চলে গেল। পথে একবার চোখ্ দুটো তার জলে ভরে উঠেছিল, কিন্তু নিঃশ্বাসের উত্তাপেই তা আবার শুকিয়ে গেল। রাস্তার ধারে দোয়ারের চৌকাটের উপর চুপ্‌টী করে হারু বসে ছিল, দিদির নতুন কাপড় দেখ্‌তে, কিন্তু দিদির শূন্য হাত দেখে সে বিমর্ষ হয়ে বল্‌লে, "দিদি, কাপড়।"

দিদি কথা না বলেই ঢুকে কাজ করতে লাগ্‌ল।

বিনোদ চাষার মেয়ে, বিধবা বয়স চব্বিশ পঁচিশ হবে, হারু তার ছোট ভাই। তাদের বাপ মা কেউ নেই, আত্মীয় স্বজনও কেউ নেই। তাদের কিছু ধানি জমি আছে, ভাগে খাটে। সেই ধানে তাদের দুটী ভাই-বোনের কোন রকমে বছর কেটে যায়। দু' একটী নারিকেল ও অন্যান্য গাছ আছে আর বিনোদ নিজের যত্নে বাড়ীর মধ্যে এটা ওটা বুনে থাকে। তাদের বাড়ীর সুমুখ দিয়ে একটী সরু পথ হাটে গিয়েছে। সেই পথ দিয়ে যে সব স্ত্রীলোক শাক সবজী বিক্রী করতে যায় বিনোদ তাদের মাথায় কিছু কিছু তুলে দেয়। এমনি করে দু' তিন মাসের পরিশ্রমে দুটী টাকা জমিয়ে বিনোদ আজ নিজে একখানি কাপড় কিন্‌তে গিছ্‌ল, কিন্তু ডাক্তার আজ সে টাকা দুটী কেড়ে নিলে।

বিনোদ আবার ভাব্‌নায় পড়ল। এক কাপড়ে কেমনে চলে। জল থেকে নেবে উঠে সেই ভিজে কাপড় খানা পরে সেই খানাকে গায়েই শুকিয়ে ফেল্‌তে বিনোদের কোন আপত্তি নেই, আর এমনি করেই এক মাস চলে আস্‌চে। কিন্তু আর যে চলে না! সকলের বেশী আপদ যে বুকটা সেটা যে এই ছেঁড়া নেকড়ায় ঢাকা চলে না। বিনোদের ডাক্ ছেড়ে কান্না পেলে!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিনোদের বহির্জ্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেল। সে আর ঘরের বার হতে পারে না। বাড়ীর পিছনে যে পুকুর আছে তাইতেই নিত্য কর্ম্ম সারে, খাবার জল বাবুদের পুকুর হতে এনে দেয় হারু। এমনি করে এক একদিন করে এক মাস কেটে গেল।

এখন ভরা বর্ষা। সাত দিন অনবরত বৃষ্টি হবার পর আজ সকাল হতে আকাশটা একটু ফর্‌সা আছে। এরা ভাই বোনে সমস্ত দুপুর ধরে এক রাশ কাঠ রৌদ্রে শুকুতে দিলে, তার পর বিকালে সে গুলিকে তুলে যথা স্থানে রেখে দিলে।

আজ অনেক দিন পরে বিনোদের ইচ্ছা গেল বাহিরের জগৎটা একবার নিজের চক্ষে দেখে। তাই আস্তে আস্তে দোরের কাছে গিয়ে খিল্‌টী খুলে একবার মুখ বাড়িয়ে উঁকি মারলে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ দমাস্ করে দোর দিয়ে হন্ত দন্ত হয়ে ঘরের দোয়ারে এসে শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করলে, "হারে হারু আমাদের ক'পয়সা জমেচে?"

হারু দিদির ভাব গতিক দেখে হতভম্ব হয়ে বল্‌লে, পাঁচ আনা দেড় পয়সা। কেন!"

"ওরে চুপ্ চুপ! চেঁচাস্ নি। ডাক্তার বাবু এই পথ দিয়ে বেড়াতে যাচ্চেন?"

খানিকক্ষণ পরে' আবার আকাশ ঘোর করে এল। এবার ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন যেন প্রলয় ঘটবার মত হলো। দোয়ারে বসে বোনের কোলে মাথা রেখে পিতৃমাতৃহীন হারু গল্প করতে লাগল।

"আচ্ছা, দিদি! রাক্ষুসী, ছাইয়ের ভেতর তাদের প্রাণ রাখে কেন?

"তারা নির্ব্বুদ্ধি, ভাল জায়গায় রাখতে জানে না।" এই কথা বলেই হারুর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বিনোদ তার কপালে চুমু খেতে লাগল

"দিদি, আজ [illegible] ফাঁটা দেখ! আজ প্রবল ঝড় হবে।" ঠিক এই সময় কার গলার স্বর বিনোদের কাণে গেল। একটু কাণ খাড়া করে শুনেই বিনোদ বলে উঠলো, "ওরে হারু, ডাক্তার বাবু ডাকছেন, শিগ্গির দোর খুলে দে", এই বলেই তড়াক্ করে লাফিয়ে সে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

এদিকে হারু দোর খুলে দিতেই ডাক্তার বাবু ও তার একজন বন্ধু হারুদের ঘরে ঢুকে পড়ল। এক মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র কুটীর যেন সরগরম হয়ে উঠল।

ডাক্তারের এই বন্ধুটী কলিকাতা হতে ডাক্তারের কাছে বেড়াতে এসেছে। উচ্চ শিক্ষিত এবং উচ্চ বংশ সম্ভূত যুবক। আজ একটু ধরণ দেখে দুই বন্ধুতে মাঠে বেড়াতে গিছ্‌ল। সে ফিরবার মুখে এই জল-ঝড়।

কলিকাতার বন্ধুটী প্রকৃতির এই বিপর্য্যস্ত ভাব দেখে ভারি স্ফূর্তি অনুভব কচ্চে, বিশেষ বিনোদের এই ছোট ঘরটীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তার মনে যেন একটা সজীব আনন্দ ঢেলে দিলে। ডাক্তার বাবু কিন্তু ঘরে ঢোকবার পর হতে বরাবরই যেন কি একটা অশান্তি অনুভব করিতে লাগল। বৃষ্টি চল্‌তে লাগল। ডাক্তার চুপ করে বসে রইল, কলিকাতার বন্ধু প্রকৃতির এই ভৈরবী মুর্ত্তি নিয়ে মেতে রৈল, হারু একবার ছুটে রান্নাঘর আর ছুটে শোবার ঘর করে, ভিজে নেয়ে যেতে লাগল, আর রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে ২ অভিমানে ফুল্‌তে লাগ্‌ল, বিনোদ। আজ এত বড় দুজন অতিথি এসেছে কিন্তু বস্ত্রের অভাবে বিনোদ তাদের উপযুক্ত সেবা কর্‌তে পাচ্চে না, একি কম আপশোষের কথা? বিনোদের ইচ্ছে হলো, মুগুর দিয়ে ছেঁচে ছেঁচে সে তার মাথাটা ভেঙ্গে ফেলে। জীবনে এত বড় দুজন অতিথিকে সে একসঙ্গে পায়নি, আজ তারা অবহেলায় বসে আছে! বিনোদের প্রাণটা ফেটে যায় না?

সন্ধ্যার পর কলিকাতার বাবু হেসে হারুকে জিজ্ঞেস কর্‌লে, "কৈরে তোদের বাড়ী এলুম, খাওয়ালি না।"

হারু ছুটে বোনের কাছে এল, তার পর আবার ঘরে গিয়ে বল্‌লে, "আমরা গরীব লোক, আমরা কি খাওয়াবো বাবু! মুড়ী আছে, নারকেল আছে, তাই খাবেন?" কলিকাতার বাবু আগ্রহ সহকারে তাই খেতে চাইল।

খানিকক্ষণ পরে দুখানি রেকাবী করে মুড়ী এলো। কলিকাতার বন্ধু এই রেকাবীতে যেন একটী পরিষ্কার হস্ত দেখতে পেলে, তার ইচ্ছে হলো একবার হারুর ভগ্নীকে দেখে। সে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, "হ্যাঁরে, হারু, তোর দিদি, কৈ আস্‌বে না? তোর দিদি, ডাক্তারের কাছে বেরোয় আর তার বন্ধুর কাছে বেরুতে লজ্জা!" হারু দিদির না বেরুবার কারণ বল্‌তে যাচ্ছিল, ডাক্তার কথাটা চাপা দিয়ে অন্য কথা পাড়্‌লে।

বৃষ্টি যখন থাম্‌লো তখন রাত এগারটা। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে বৃষ্টি হলো। এত বড় বৃষ্টি এবছর হয়নি।

হারু এসে বল্‌লে "ডাক্তার বাবু, এই দিদি বল্‌লে, রাত অনেক হয়ে গেছে, পথে এক বুক জল, বাঁশগাছ গুলো সব শুয়ে পড়েচে, তাই বল্‌চে, আপনারা আজ এখানে শোবেন?"

রান্নাঘরে হারুর কথা শুনে লজ্জায় শিহরি উঠে বিনোদ মনে মনে বল্‌তে লাগল, "কি হতভাগা ছেলে দেখ!" তার পর হারু রান্নাঘরে এলে বিনোদ ধমক দিয়ে বল্‌লে, "হারে পোড়ার মুখো! 'দিদি বল্‌চে' আমি এ কথা তোকে বল্‌তে বলেছিলুম্।" ভাই বোনে বেশ একটু ঝগড়া হয়ে গেল।

বন্ধুর একান্ত অনুরোধে ডাক্তার সেই রাত্রে বিনোদের ঘরে শুতে বাধ্য হলো। উভয়ে শুয়ে পড়লো আর হারু সেই ঘরের মেঝেতে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগলো। এদিকে রান্না ঘরের দোরে একখানা থলে বেশ করে জড়িয়ে ছিন্নবাসা বিনোদ বসে বসে মশা তাড়াতে লাগল। কিন্তু মানুষের এমন একটা অবস্থা আসে যখন মশার কামড় ও উপলব্ধি হয় না। বিনোদ বসে বসে ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে শেষে সেই দোরে শুয়ে পড়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে পড়ল।

পরদিন প্রভাত হলো। বৃষ্টি গত রাত্রের প্রবল বর্ষণের পর প্রকৃতি প্রসন্না হলো। পূর্ব্বদিকের রাঙ্গারবি পত্রাস্ত জল বিন্দু গুলিকে নাচাতে নাচাতে বিনোদের ঘরে প্রবেশ করল। একটা সুমধুর বিহগকলরবে আর সুশীতল বায়ুর

স্পর্শে কলিকাতার বন্ধুটির ঘুম ভেঙে গেল। সে উঠে বসে, জানালার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির এই মনোরম মূর্ত্তি দেখতে লাগল।

দেখতে দেখতে বন্ধুটীর চক্ষু পড়ল হারুদের রান্নাঘরের দিকে। কে একজন শুয়ে রয়েচে না? ঐ হারুর বোন্! বন্ধুটী চট্ করে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলে। কিন্তু আবার সে দৃশ্য না দেখেও যে থাকৃতে পাচ্ছে না। সে খপরের কাগজে বস্ত্রহীনার সংবাদ পড়েচ, কিন্তু ঠিক ঠিক বস্ত্রহীন অবস্থা আজ তার নজরে পড়ল। সে দেখলে এ হারুর বোন নয়, এ আমাদের দুখিনী জন্মভূমি! ঐ মা আমাদের, ঐ বস্ত্রহীনা, পর পদাবনতা মা যাদের অমনি করে ধুলায় লুটাচ্চে। পীত কৌষেয় যামিনীর আজ এই অবস্থা! বন্ধুটীর চোখ ফেটে জল আস্‌তে লাগল।

এইবার বিনোদের ঘুম ভাঙ্গল। চোখ মেলেই তার দৃষ্টি পড়ল জানালার দিকে। কি লজ্জার কথা! কি ঘেন্নার কথা! বিনোদ উঠতেও পারে না, কাপড় সামলাতেও পারে না, শুয়ে থাকতেও পারে না। অপমানের তীব্র জ্বালায় তার মাথা দিয়ে আগুন ছুট্‌তে লাগল। সে দলিতা ফণিনীর মত শুয়ে শুয়ে বলতে লাগল "ওগো তুমি না কল্‌কেতার বাবু, ওগো, আমার এই দশা চেয়ে চেয়ে দেখতে তোমার লজ্জা কচ্ছে না, মাথা হেঁট হচ্চে না! সরে যাও একবার জানালার কাছ হতে সরে যাও। আজ আর এ প্রাণ রাখবো না। তোমাদেরই সামনে, তোমাদের শিক্ষা দিয়ে চলে যাবো।"

বিনোদ এই সব আত্মঘাতী চিন্তা করচে, এমন সময় হারু হাস্‌তে হাস্‌তে কলিকাতার বন্ধুর সিল্কের চাদর খানি দিদির গায়ে দিয়ে বল্লে, "দিদি, কলিকাতার বাবু তোমাকে এখানা দিলে।

আগুনে যেন ঘী পড়ল। বিনোদের অপমানের জ্বালা দ্বিগুণ বেড়ে উঠলো। কি, আমায় পায়ে থেঁতলেও আশ মিট্‌লনা। আমার সিল্কের চাদর উপহার।"

এই ভেবে বিনোদ সেই চাদর খানার গা জড়িয়ে উন্মাদিনীর মত বাগানের দিকে ছুটলো। খানিক পরেই, হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে এসে হারু কাঁদতে কাঁদতে বল্লে, "ও ডাক্তার বাবু শিগ্গির আসুন, শিগ্গির আসুন। দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মরবে।"

তিনজন যখন ছুটে গেল তখন বিনোদ ঝুলে পড়েছে, এক প্রকার অজ্ঞান হয়ে গেচে। তার গলার ফাঁস্ খুলে দিয়ে ধরাধরি করে ঘরে এনে দুজন বন্ধুতে সেবা শুশ্রূষা করতে লাগল। কলিকাতার বন্ধু লজ্জায় যেন এতটুকু হয়ে গেল চাদর খানা উপহার দেওয়া যে তার ভাল হয়নি তা সে বুঝতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে বিনোদ চোখমেলে দেখ্‌লে তার পাশে প্রাণদিয়ে সেবা কচ্ছে সেই কলিকাতার বাবু! তার সেই সেবা পরায়ণ সরল মুখ দেখে, তার সেই জলভরা অনুতপ্ত চোখ দেখে, বিনোদ বুঝতে পারলে বাবু খারাপ ভেবে এই চাদর দেয়নি, তার বস্ত্রহীন অবস্থাই তার মর্ম্মকে স্পর্শ ক'রেছিল বলেই সে এই কাজ করেছে। কলিকাতার বাবু কাঁদকাঁদ ভাবে বল্লে "বিনোদ আজ তুমি আমার একি জব্দ করছিলে দিদি? তোমার ভাইএর মুখ হতে তোমার অবস্থা শুনে আমি ভাল ভেবেই তোমাকে একখানা আচ্ছাদন দিয়েছিলুম। তোমাকে ছোট বোনের মতই ভেবে দিয়েছিলুম আমার মনে পাপ ছিলনা।

এই কথা শুনে লজ্জায় ও ঘৃণায় বিনোদের মুখ কালি হয়ে গেল। সে যেন বল্‌তে ইচ্ছে করলে ওগো কোলকাতার বাবু আমি চাষার মেয়ে, তোমার মত বড় দান আমি কি করে বুঝতে পারবো? কিন্তু কিছুই বল্‌তে পারলে না, কেবল তার চোখ দিয়ে টস্‌টস্ করে জল পড়তে লাগল, আর সে কষ্টে হাত বাড়িয়ে বাবুর পায়ে হাত দিয়ে সেই হাত মাথায় দিলে

এই সমস্ত সময়টা কি একটা অস্বস্তিতে ডাক্তারের কাটছিল। একটা কেলেঙ্কারী বেরিয়ে পড়বার ভয়ে সে অস্থির হয়ে পড়ছিল। বন্ধুকে ডেকে বাড়ী যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল, কাজেই বন্ধুও যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে পকেট হতে দুটা টাকা বের করে বিনোদের কাছে রেখে বল্লে বিনোদ, তোমায় ছোট বোনের মত দেখলুম। আমি তোমার নিকট হতে সব বিষয়েই বড়, আমার কাছ হতে কিছু নিলে অপমান নেই। আমি মাসে মাসে তোমার ভাইএর নামে কিছু কিছু করে পাঠাবো।

আবার বিনোদের চোখের পাতা ভিজে গেল। সে কষ্টে সৃষ্টে উঠে বসে একটা টাকা নিয়ে ডাক্তারের পায়ের কাছে দিয়ে বল্লে "আপনার সেই টাকাটী"

দাঁত খিঁচিয়ে ডাক্তার বল্লে আমি কি এখন তোমার কাছ হতে টাকা চেয়েছিলুম? তোমার সব বাড়াবাড়ি?"

বন্ধু অবাক্ হয়ে ডাক্তারের দিকে চেয়ে বল্লে তুমি কি এরও কাছ হতে ভিজিট্ নাও নাকি হে?

হারু তাড়াতাড়ি ডাক্তারের মান রক্ষে কর্‌তে গিয়ে বল্লে না বাবু ও ভিজিটের টাকা নয়। ওষুধের দাম। একদিন দিদি কাপড় কিন্‌তে দুটাকা নিয়ে হাটে গিছ্‌ল, সেই টাকা ডাক্তার বাবু চেয়ে নেন, তারপর একটাকা পাওনা ছিল।

কিছুক্ষণ সবচুপ্! বন্ধু অবাক্ হয়ে ডাক্তারের মুখপানে চেয়ে! বিনোদ কৃতজ্ঞতাভরা দৃষ্টি দিয়ে বাবুর মুখের দিকে চেয়ে, আর হারু তিনখানা মুখের অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে কর্‌তে এমুখ ওমুখ করে চক্ষু'টী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন কর্‌তে লাগ্‌ল!

এইবার বন্ধুকথা বলিল। ডাক্তারের দিকে মুখ্ করে বল্লে ডাক্তার! মনে পড়ে আজ পাঁচ বছর আগে গোল-দিঘীতে বেড়াতে বেড়াতে দু'জনের প্রতিজ্ঞা? মনে পড়ে তুমি বলেছিলে পল্লীগ্রামে গরীব দুঃখীদের জন্যই তোমার ডাক্তারী শিক্ষা! মনে পড়ে? না বোধহয় ভুলেগেছ! যাক্ বিনোদ আমি কল্‌কাতায় চল্লাম। গিয়েই হারুর নামে গোটাকতক টাকা পাঠিয়ে দেবো হারুকে লেখাপড়া শিখিও। আর একটী জিনিষ পাঠাব, সেটী একটী চরকা। সেই চরকা দিয়ে নিজের হাতে সুতা কেটে আমায় পাঠিয়ে দিও। সেই সুতোর কাপড় তোমার হাতে দিতে আমি আর একবার তোমার কাছে আসব। মনেরেখ আজ যে অপমানিত হলে তার শোধ হবে যদি নিজের হাতে সুতো কেটে কাপড় পর্‌তে পার।

দুজনে চলে গেল। বিনোদ উপুড় হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। সে আজ কি একটা জিনিষের আস্বাদ জেনেছে।

নলিনীনাথের আক্কেল।

শ্রীকুঞ্জবিহারী মিত্র।

নলিনীনাথ নামে একটী উদ্ধত যুবক কলিকাতার কোন মেশে থাকিয়া পড়া শুনা করে, সে বিদ্যাসাগর কলেজে থার্ড, এ, পড়ে। তাহাদের মেশের সকল যুবকই তার উপর চটা, তার কারণ সে সর্ব্বদাই জাঁক করিত যে তার পিতা মস্ত জমিদার, সুতরাং সে যার তার সঙ্গে মিশতে অপমান বোধ করে। কিন্তু কলিকাতার কলেজের মেশ একটী অপূর্ব্ব শ্রীক্ষেত্র; এখানে জাতিভেদ নাই, অবস্থার বৈষম্য নাই—সাক্ষাৎ সাম্যের সৌম্যমূর্ত্তি।

সুতরাং সকলেই নলিনীনাথকে ঠারে ঠোরে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত, কিন্তু সে "অনন্ত কালের যোগী অচল অটল।"

একদিন বৈকালে চা পান করিয়া সে জামা কাপড় পরিয়া মেশ হইতে ফুটপাথে বাহির হইতেই উপরের বারান্দা হইতে একজন সহপাঠি জিজ্ঞাসা করিল,"কি মশাই, চলেছেন কোথা?" নলিনীনাথ মুখ তুলিয়া উপর দিকে চাহিয়া একটু রুক্ষস্বরে বলিল, "ওহে, না হয় তোমাদের সঙ্গে মেশেই থাকি যাবার যায়গা ঢের আছে। জানা আছে কি, আমার ভগিনীপতির মামাতো ভাই আলিপুরের উকিল, মাসিমার দেওরের জামাই করপোরেশনের একজন overaseer এর ভাগনে। এত সব আত্মীয়ের বাড়ী রয়েছে যাবার জায়গার অভাব কি মশাই? যাই না তাই—আপনাদের মতন ত আর "স্বজনবান্ধব হীনা নয়।" এই বলিয়া একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া সে চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য সমস্ত মেশে একটা উচ্চহাস্যের তরঙ্গ বহিয়া গেল।

পরীক্ষা নিকট; পড়াশুনার একটা ঝোড়ো হাওয়া সেই ক্ষুদ্র মেশের সমস্ত অধিবাসীদের বুক কাঁপাইয়া বহিয়া যাইতেছে।

একদিন নলিনীনাথ সকালে আপনার ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করিতেছে, এমন সময় একজন ছাত্র আসিয়া একখানা "Englishman" তাহার হাতে দিয়া বলিল. "মশাই এই খানটা পড়ে দেখুন। নলিনীনাথ "কি ব্যাপার" বলিয়া কাগজখানি তাঁহার হাত হইতে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানটী পড়িল, "N. A. L. ;I N, for God's Sake, meet me near Pagoda this evening at 6. Nelly

"তা এতে আমার কি, আমার দেখাতে এনেছেন কেন,?" বলিয়া কাগজখানি তাহার হাতে ফিরাইয়া দিল।

"না কিছু নয়, তবে আপনি একদিন বলেছিলেন যে আপনাদের দেশে কে একজন Nelly বলে একটা মিসিনারী মেমের সঙ্গে আপনার বেশ ভাব হয়েছিল সেও হতে পারে ভেবে আপনাকে দেখাতে এনেছিলাম। নলিনীনাথ তাহার কথার উত্তরে অন্যমনে একটী মাত্র "না" বলিয়া খোলা জানলা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। ছাত্রটী চলিয়া গেল।

নলিনীনাথ প্রায়ই ওই রকম মিথ্যা গল্পের অবতারণা করিয়া ছাত্রবৃন্দের সহ্য গুণকে ধৈর্য্যের সীমা পার করিয়া দিয়াছিল। সে বসিয়া ২ অনেকক্ষণ ভাবিল, হয়ত বা হবে—কেউ হয় ত love এ পড়ে গেছে—আর যারই হোক না ঐ timeএ যাওয়া যাবে, না হয় একটু আড়াল থেকেই প্রথমে ব্যাপার বুঝে নেওয়া যাবে।

যাহাই হউক পাঁচটা বাজিতেই শ্রীমান নলিনীনাথ মেশ হইতে বাহির হইয়া গেল, বলা বাহুল্য বেশেরও বেশ পরিপাট্য ছিল।

ছয়টা বাজিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বেই সে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিল। সে ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক চাহিতেছে, এমন সময়ে একটী সুবেশধারিণী ইংরাজ রমণী তাহার নিকট আসিয়া মৃদু হাসিয়া করমর্দ্দন করিল এবং তাহার হাতে একখানি কাগজ দিয়া বলিল, "পড়িয়া দেখুন"। কম্পিত হস্তে কাগজখানি লইয়া নলিনীনাথ যাহা পড়িল তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, চারিদিক অন্ধকার দেখিল। তদবস্থায় দেখিয়া রমণী বলিল "দেরী করবেন না। সই করুন নইলে আমাকে লোক ডাকতে বাধ্য করবেন।"

কাগজ খানিতে লেখা আছে, এ রমণীর আজীবন ভরণপোষণের জন্য আমি স্বীকৃত ও বাধ্য।

নলিনীনাথ কাতর নয়নে রমণীর মুখের দিকে চাহিল—এবার রমণী একটু সুর চড়াইল। ভয়ে ভয়ে নলিনীনাথ সই করিয়া দিল, রমণী অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। রোগগ্রস্তের ন্যায় নলীননাথ সেখানে বসিয়া পড়িল, সে তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

"কি নলিনী বাবু এমন ভাবে এখানে বসে কেন"? একজন মেশের ছাত্র আসিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। নলিনীনাথ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ছাত্রটী তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিল এমন সময়ে মোহিনী নামে আর একটী ছাত্র সেখানে আসিয়া হাসিতে লাগিল। নলিনীনাথকে আকুল ভাবে কাঁদিতে দেখিয়া প্রথম ছাত্রটী বলিল "কাঁদছেন কেন নলিনীবাবু আপনার কোন ভয় নেই এই দেখুন আপনার সেই Nelly এই আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আর এই সেই আপনার সই করা কাগজ।"

বলা বাহুল্য সেই দিন হইতেই নলিনীনাথের বেশ আক্কেল হইল।

"বল দেখি শত্রু কারা"

শ্রীকুঞ্জবিহারী মিত্র।

যাদের লাগিয়া দেহ করিয়াছি অবসান,
যাদের মঙ্গল তরে ঢালিয়া দিয়াছি প্রাণ,
যাদের চোখের জলে মিশেছে চোখের জল,
যাদের বলেতে বুকে বেঁধেছি কতই বল,
যাদের হাসিটী হেরি অধরে ফুটিত হাস,
যাদের কল্যাণ সাধি মিটিতনা প্রাণে আশ
যাদের মজিয়া প্রেমে হয়েছি আপনহারা
যাদের সুখের লাগি ঘুরিয়া হতেছি সারা
যাদের করেছি চুম্বি হৃদয়ের বার বার
যারা এ মরুর মাঝে জীবনের কণ্ঠহার
যাদের সকলি সঁপে সেজেছি ভিখারী আজ
যাদের নিকটে মোর নাহি মান নাহি লাজ
মায়াতে ফেলিয়া পাক অবিরত দেয় যারা
জগত উপাস্য দেবে জানিতে দেয় না যারা
বিপদের উপকার পলে পলে ভুলে যারা
উপরে উঠিয়া নিচে নাহি ফিরে যায় যারা
অর্থের মহিমা বুঝে অপরে পীড়ন যারা
অর্থহীন আত্মজনে ঘৃণা চোখে দেখে যারা
তাদের সমান শত্রু বল দেখি আর কারা।

ব্রহ্মদেশ।

(১) ভৌগলিক হিসাবে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত নহে, কিন্তু ইহা ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধির অধীন। বঙ্গদেশ ও আসামের পূর্ব্বে এই প্রদেশ। আয়তনে ইহা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ। ইহার পরিমান ফল ২৮০০০০ বর্গ মাইল ১৯১১ খ্রীঃ লোক সংখ্যা ১২১১৫২১৭ জন, তন্মধ্যে পুরুষ ৬১৮৩৪৯৪ এবং স্ত্রীলোক ৫৯৩১৭২৩ জন। ১৯২১ খ্রীঃ জন সংখ্যা ১৩২০৫৫৬৪ জন, তন্মধ্যে পুরুষ ৬৭৫০৭৮১ এবং স্ত্রীলোক ৬৪৫৪৭৮৩। আয়তন হিসাবে ইহার লোক সংখ্যা কম। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২০০ এবং প্রস্থে ৫৭৫ মাইল। ইহা ৮টি বিভাগ ও ৩৮টি জেলায় বিভক্ত এতদ্ব্যতীত অর্দ্ধ স্বাধীন শ্যানরাজ্য উত্তর ও দক্ষিণ শ্যান নামে দুই ভাগে বিভক্ত। ব্রহ্মবাসিগণ মঙ্গোলীয়া জাতীয় এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী।

(২) ১৬১২ খৃঃ ইংরাজের সহিত বাণিজ্য সূত্রে ব্রহ্মদেশের ঘনিষ্ঠতা হয়। তৎকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেন্ট এবং কুঠি সাইরিয়ম, প্রোম এবং আভাতে ছিল।

(৩) ১৭৫৭ খ্রীঃ ব্রহ্মরাজ আলংপায়া রেঙ্গুণ নগর স্থাপন করেন। ১৭৯৬ খৃঃ এই স্থানে একটি ইংরাজ রেসিডেণ্ট স্থাপিত হয়। ১৮২৪ খ্রীঃ লর্ড আমহার্ষ্টের সময় ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হইয়াছিল, সেই সময় রেঙ্গুণ নগর অধিকৃত হয়। ১৮৫২ খ্রীঃ লর্ড ডালহাউসী দ্বিতীয় বার যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ লর্ড ডাফ্‌রিণ বাহাদুর তৃতীয় বার যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ব্রহ্ম অধিকার করেন তদবধি ব্রহ্মদেশ ব্রিটীশরাজ কর্ত্তৃক ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া শাসিত হইতেছে।

(৪) মান্দালে ব্রহ্মদেশের শেষ রাজধানী ১৮৬০ খৃঃ ব্রহ্মরাজ মিন্দন মিন কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। এই স্থানের আরাকান মন্দির, রাণীর সুবর্ণ মঠ, প্রাসাদ, দুর্গ দরবার গৃহ, মানমন্দির প্রভৃতি সুবিখ্যাত।

(৫) ব্রহ্মদেশের বর্ত্তমান রাজধানী রেঙ্গুণ সহর বা গঞ্জ বিষয়ে কলিকাতার পরবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়াছে। রেঙ্গুণের ন্যায় চাউল রপ্তানীর বন্দর পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই। এই সহরে দুইটী সুদর্শন ও সুবৃহৎ বৌদ্ধ মন্দির—সুয়ে প্যাগোডা ও সুয়েডেগুন প্যাগোডা আছে সুয়েডেগুন মন্দিরের চূড়ায় কিয়দংশ কাঞ্চন মণ্ডিত। এরূপ কিম্বদন্তী যে, বুদ্ধদেবের মস্তকের কেশ এই মন্দিরে মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। ইহা প্রায় ২৫০০ বৎসরের পুরাতন এবং ক্রমে সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৮৭১ খৃঃ ব্রহ্মরাজ মিন্দন মিন কর্ত্তৃক ইহার উপরিভাগে একটি সুবর্ণ ছত্র দেওয়া হয়। ১৯০২খ্রীঃ উহার নিম্নভাগটী স্বর্ণ মণ্ডিত করা হইয়াছিল।

(৬) মান্দালের সন্নিকট ইরাবতীর পশ্চিম তীরে মিঙ্গন গ্রামে একটি সুবৃহৎ ভগ্ন মন্দির আছে। তাহার ভিত্তি ৪০০ ফিট সম চতুষ্কোণ। উচ্চতা ৫০০ ফিট হইবার কথা ছিল, কিন্তু এক তৃতীয়াংশ মাত্র নির্ম্মিত হইবার পর কার্য্য স্থগিত হইয়া যায়। কক্ষটি যেমন বৃহৎ ইহার ঘণ্টাও তদ্রূপ তাহার ওজন ৯০ টন এবং ১৮ ফিট উচ্চ। এরূপ সুবৃহৎ ঘণ্টা পৃথিবীর একটি আশ্চর্য্য দর্শনীয় বস্তু।

(৭) ব্রহ্মদেশের গোটেক্‌ ব্রীজ উচ্চতায় পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। পর্ব্বতের অতি নিম্নে দুইটি সুবৃহৎ গহ্বরের উপর বিশাল স্তম্ভে এক বিপুলকায় সেতু বিরাজমান। ইহা ১৬২০ ফিট দীর্ঘ। ১৯০১ খ্রীঃ এই সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে।

(৮) ব্রহ্মের প্রত্যেক প্যাগোডা ও মঠ-মন্দিরে বিনা মূল্যে দেশীয় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা আছে। ইহার ফলে তথায় যত নগর ও গ্রাম আছে তাহার শতকরা ৭াট৺তে শিক্ষা মন্দির বিদ্যমান। ব্রহ্মদেশ, ভারতের সকল প্রদেশ অপেক্ষা স্ত্রী পুরুষের প্রাথমিক শিক্ষায় অগ্রণী; তথায় দেশীয় ভাষা শিক্ষা সমিতির আনুকূল্যে পাঁচ বৎসর ধরিয়া প্রতিবর্ষে আড়াই শত করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

(৯) ব্রহ্মদেশে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদ্মরাগমণি পাওয়া যায়। এই প্রদেশের পদ্মরাগমণির খনি জগদ্বিখ্যাত। এখানে রুবি, মার্বেল এবং নানাবর্ণের মূল্যবান প্রস্তর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

(১০) ব্রহ্মদেশের নিবিড় জঙ্গলে শ্বেত হস্তী ও দ্বিখড়্গা গণ্ডার আছে। বিখ্যাত পেগু অশ্ব শ্যানরাজ হইতে নানাদেশ প্রেরিত হয়। এ দেশে প্রচুর পরিমাণে ধান্য, সেগুণ কাষ্ঠ রবার উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ স্থানে উত্তম চুরুট ও মোমবাতি প্রস্তুত হয়।

কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ মেডিকেল কলেজের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও অধ্যাপক, "আয়ুর্ব্বেদ"-মাসিক পত্রের সম্পাদক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক, রাজ কবিরাজ

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত

রতি বল্লভ রসায়ন

যৌবন-স্বভাব সুলভ ইন্দ্রিয়চাপল্যে শরীর একেবারে অকর্ম্মণ্য হইলে অনৈসর্গিকস্বপ্ন বিকারে জীবনটি বিড়ম্বনাময় হইয়া উঠিলে, জ্বালা যন্ত্রণাময় মেহ বা পুরাতন প্রমেহে বিস্তর কষ্ট পাইতে থাকিলে, কাল বিলম্ব না করিয়া এই বিশ্ব বিখ্যাত মহৌষধ সেবন করুন—নিশ্চয় নষ্ট স্বাস্থ্য লাভে সমর্থ হইবেন।

বিংশতি প্রকার প্রমেহ নষ্ট করিতে ইহার অতি অদ্ভুত ক্ষমতা। ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করিতেও ইহার ক্ষমতা অসীম। যাঁহাদের ধাতু ক্ষীণ বা পুরুষত্ব হানির সূচনা ঘটিয়াছে অথবা সম্পূর্ণরূপে পুরুষত্ব হানি প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহাদিগের মন্ত্র শক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে।

বিগত ৩০ বৎসর হইতে এই মহৌষধ ভারতের সর্ব্বত্র সমানভাবে চলিয়া আসিতেছে।

মূল্য ১৫ দিনের উপযুক্ত দুই প্রকার ঔষধ পূর্ণ ১ কৌটা ২৲ টাকা মাত্র।

অনুপান সম্বন্ধে বিশেষ ঝঞ্ঝাট নাই, কেবল জল দিয়া খাইতে হয়।

প্রাপ্তি স্থান—

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন ভিষগ্‌রত্ন
আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী, এল,এ,এম, এস্, এইচ এম বি

হরনাথ আয়ুর্ব্বেদ ভবন

১৭।১ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিবাহ

মাঘ মাসেই দিতে চান ? বেশ ত আমাদিগকে অগ্রই পাত্র পাত্রীর বিবরণ সহ লিখুন। আমাদের সন্ধানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র, রাঢ়ী, কায়স্থ ও বৈদ্য পাত্র পাত্রী আছে।

ম্যানেজার প্রজাপতি—২০৯।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশ্ব-বিজয়-কবচ।

যাহা বহু অর্থব্যয় সাধ্য ও অসাধ্য ছিল, সেই বিশ্ব-বিজয়-কবচ সাধারণের হিতার্থে একরূপ বিনামূল্যে মাত্র খরচ বাবদ ১।৵০ আনা গ্রহণ করিয়া বিতরিত হইতেছে। এই বিশ্ব-বিজয়-কবচ শাস্ত্র অনুমোদিত ও সংশোধিত করিয়া প্রস্তুত করিতে হইলে ন্যূনকল্পে ৫০৲ টাকা ব্যয় পড়ে। এক ব্যয়ে বহু কবচ প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া ১।৵০ আনা।

ইহা ধারণে এক সপ্তাহের মধ্যে সর্ব্ব রকম বিপদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। পুরশ্চরণসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মন্ত্রশক্তি দ্রব্যগুণের অপূর্ব্ব সম্মিলন বিশ্ব বিজয় কবচ। ভক্তি সহকারে সাধ্যমত পূজা মানসিক করিয়া মন্ত্রপূত বিশ্ব-বিজয়- কবচ ধারণে মকর্দ্দমায় জয়লাভ, চাকরী প্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্যলাভ ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি, শত্রুদিগকে বশীভূত করা ও পরাভূত, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, কালাজ্বর প্রভৃতি মহামারীর হাত হইতে আত্মরক্ষা ও অকালমৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ অনায়াসে করা যায়। ইহা ধারণে অর্শ, অম্ল, স্বপ্নবিকার, আমাশয় সারে, বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়, মৃতবৎসা দোষ যায়, সুখপ্রসব হয়, নষ্ট সম্পত্তির পুনরোদ্ধার, বেশ্যাসক্ত-স্বামী স্ত্রী-অনুরাগী, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, সর্প-দংশন নিবারণ হয়। প্রদর, বাধক, মৃগি, মূর্চ্ছা, ভূত প্রেত, পিশাচ, উন্মাদ, চোর, ও অগ্নিভয় হইতে রক্ষা পাইবার বিশ্ব-বিজয় কবচ ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ। ইহা ধারণে কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন হয় এবং অতি দরিদ্র ব্যক্তিও ধনবান হইয়া থাকেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ শিখ, পাঞ্জাবী আপামর সাধারণ ভরতবাসী, রাজা, মহারাজা, শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই কবচ ধারণ করিয়া প্রতিদিন অভাবনীয় ফললাভ করিতেছেন।

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান—"যোগমায়া আশ্রম" বৈদ্যনাথ ধাম, দেওঘর পোঃ সাঁওতাল পরগণা।

ড্রাম /৫ ও /১০ পয়সা !

প্রধান ঔষধালয়—৩৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ব্রাঞ্চ ঔষধালয়—১২ নং সেণ্ট্রাল এভিনিউ, ২১৭ নং অপার চিৎপুর রোড, ১৫৩।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ৬৬।৪ নং রসারোড, কলিকাতা।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স—পুস্তক ড্রপার সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ১০৪ শিশি ২৲, ৩৲, ৩৷৷০, ৫৷৷০, ৬৷৵০, ১১৷৷০ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা রত্নাকর (বাঙ্গালা) ২৷৷০ টাকা, মাশুল ৷৷৵০।

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [২৪শ সংখ্যা

১৩৩১ সাল, ১১ই মাঘ শনিবার, নগদ মূল্য ৵১০ পয়সা।

সম্পাদক—শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম,এ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার ও

মজলিস কার্য্যালয়—২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস' বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম:—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, কাশীমবাজার, মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর), রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ, আর, সি, আই, (সন্তোষ) রাজা গোপললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর-আসাম), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজ-কুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্বেল প্যালেস), শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি-এল, জমিদার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, জমিদার, (চাকুরিয়া), শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল), শ্রীজগতপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ সত্বাধিকারী (ইলিয়ট এণ্ড কোম্পানী), শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নলীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার. শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলীনী-রঞ্জন সরকার এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে, জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র নাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার চট্টোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি (সত্বাধিকারী মেসার্স অব্ ডিগনাম এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলী), শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্য-বিনোদ (লাভপুর), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ. এস. শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং), শ্রীযুক্ত হরিধন নাগ (ম্যানেজার বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী (নাটুদহ, নদীয়া), কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ সেন, (কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়, শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি রঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, পাথারিটোলা শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুখাঁ কৌন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার (পটলডাঙ্গা হাউস) ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার।

মজলিস-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইলে মাসিক বা বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

মজলিস

বিশ্বপতির দরবারে নির্য্যাতিতা বধুগণের আবেদন।

১

১২ নাহি হ'তে পার বাপ মার ভার
১৪ য় পড়িলে সবে দেখে অন্ধকার।
পনেরোয় যদি মেলে পঞ্চাশের বর
আর যদি তার হয় কম কিছু দর।
পনেরোয় ধাড়ী মেয়ে বিদায় তখন
গরীবের ভিটে মাটী কখন কখন
মেয়ে দিতে বিকে যার নাহি জোটে অন্ন
বিয়ে দিয়ে তনয়ার বাপ ছাড়া ছন্ন।
তবু নাহি ওঠে মন দুহিতার কাণ
শ্বশুর ও শাশুড়ীর ষায় বাক্য বাণ।
কটু কথা তীক্ষ্ণ শর গুরু নিন্দা বিষে
জর্জ্জরিত হ'য়ে বেঁধে রক্তে যায় মিশে।
কোমল বুকটী তার ব্যথায় কাতর
মুখে তবু নাই কথা প্রশান্ত অধর।
বাপ মার মত তার দুনিয়ায় নাই
এমন অসৎ যারা তার মেয়ে তাই।
কত লক্ষ সোণা রূপা অমুকের ছেলে
পেলো তার শ্বশুর তো দিল ঢেলে ঢেলে।
নরেনের ভাই আর দ্বিজেনের শালা
কম তো পায়নি কেউ হীরে জালা জালা।

২

কেই বা পেয়েছে কম শুধুমোর কপালে
বৌ এলো হাঁড়ি মুখ কি বিষম ঠকালে।
বিশ হাজার টাকা মোরা ফেলে দিই অমনি
সোনার মোহর কোটী দিলে তবে তা গণি।
হায় হায় চাঁদ ছেলে ফেলে দিনু গঙ্গে
যাস্‌নে কো বৌ'র কাছে থাক্ নিজ রঙ্গে।
মার কথা শুনে ছেলে স্ত্রীর দিকে চায় না
খালি বলে কি আপদ কিছুতে কি যায় না?
নাহি আছে রূপ গুণ না দিয়েছে পয়সা
কি হবে এমন বৌ ধ্যাইসা কে তেয়সা!
যাব আমি রোজ রোজ রাত্তিরে বাইরে
আছে কত সুন্দরী অপ্সরী তাইরে"।
পায়ে ধ'রে বৌ বলে "ছি ছি বলো কি কথা
নাহয় পাঠিয়ে দাও কেন সবে এ ব্যথা?"
এই শুনে ছেলে বলে "শোনো মাগো কি বাচাল
বাপ ঘরে যেতে চায় বলে দিই গালাগাল"
আগুনেতে ঘির ছিটে পড়ে যেন বাড়ে রোষ
শাশুড়ী বলেন "তবে এত বড় কথা ক'স
নবাবের মেয়ে উনি বাপের না জোটে শাক্
এত বড় কথা মুখে ভালো নয় এত জাঁক্।
তার মানে বৌ যদি রাগ ক'রে চ'লে যায়
কে খাটিবে হাড়ভাঙ্গা এ খাটুনি কার দায়
দেওরের মুখে ভাত ননদের পায়ে তেল
হেঁট মুখে কেবা স'বে বুক পেতে এত শেল?
বিনা বেতনের দাসী কেবা হবে আজীবন
সকাল হ'তে রাত কে খাটিবে কে এমন
পায়ে ধ'রে শাশুড়ীর বৌ বলে "ক্ষমা চাই
রব হেথা আমরণ কোথায় বা আছে ঠাঁই"।

৩

মন-সুখে রোজ রাতে ছেলে যায় বেরিয়ে
বাড়ী আসে মদ খেয়ে পশুত্ব পেরিয়ে।
ক্রমে ক্রমে গণিকার ঘরে রাত পুইয়ে
পত্নীর গহনা যা, তাও এলো খুইয়ে।

ক্রমে ক্রমে সব টাকা বারাঙ্গনার শ্রীপায়ে
জড় হ'ল কত সোণা হীরা মতি সে গায়ে।
গৃহে সতী কল্যাণী ভূষণ সে শূন্যা
পরনেতে ছেঁড়া সাড়ী দীন হীন ক্ষুণ্ণা।
মা বাপের টাকা যত ক্রমে হ'ল সে উজাড়
রোগে ক্ষোভে মা চেঁচায় "অপয়ারে কোথাকার
অলক্ষ্মী এলো ঘরে তাই এলো দৈন্য
চাকরীটা গেলো তাও এলো ছেলে সৈন্য।
এমন যে হীরে ছেলে সেও গেল গোল্লায়
ঘর ছাড়া হ'ল সে যে বৌটার পাল্লায়
আর নয় কাল ওরে পাঠিয়ে দে শিগ্‌গির
যেতে যদি নাই চায় আছে গঙ্গার তীর
এ আপদ ঘোচা বাবা কাজ নাই ও সুখে"।
এত শুনে বৌ বলে "কিবা কব এ মুখে
যা ব'লব তাই নিয়ে তিল থেকে হবে তাল
হে হরি দয়াময় গড়েছিলে কি কপাল।
কোনো দিকে নাই কূল নৌকার নাই হাল
নাই কো কাণ্ডারী মোর ঢেউ আসে উত্তাল"
এই শুনে ছেলে বলে "শোনো মাগো আখ্যা
শোনাচ্ছে ভক্তি ও মুক্তির ব্যাখ্যা"।
মা বলেন "এত যদি জানা আছে তত্ত্ব
তবে কেন স্বামী তব রোজ রোজ মত্ত?"
এই শুনে বৌ নিতি পায়ে ধরে সোয়ামীর
কাঁদে কাটে বলে ঢের ক্রমে পতি হ'ল ধীর।
এই দেখে শাশুড়ীর রাগে জ্বলে ওঠে মন
"ছেলে পর ক'রে নেয় এত জানে দুর্জ্জন!"

৪

ও পাড়ার ভালো ছেলে বি,এ, পাশ সুবিলাস
বৌটার ব্যথা দেখে রোজ এসে খেলে তাস।
বৌদিদি ব'লে ডাকে দরদের দরদী
কেঁদে বলে "এই বেলা হেথা থেকে সর'দি
কতকাল স'বে আর নাই কোনো উপায়ও"
বৌ বলে "রব হেথা যদি ঠেলে ফ্যালাও।
বাপ মার কাছে মোর ঠাঁই নাই কেননা
যদি যাই বদনাম—তুমি লোক চেননা
দেওর ননদ মিলে রটিয়েছে এখনি
কোনো দিকে নাই পথ আছে শুধু মরণই"।
এই মত পিঞ্জরে বৌ পাখী কাতরায়
ঝট্‌ পট্‌ করে ডানা ঘা খেয়ে তা কেটে যায়
ছিঁড়ে যায় সুকোমল পালকের চর্ম্ম
হাড়সার তনু তার কেটে যায় মর্ম্ম
এততেও কে দেখে বা কে বোঝে কুকর্ম্ম
যাতনায় ছট্‌ফট্‌ নাহি কিরে ধর্ম্ম?
পায়ের শিকল দাঁতে কাটে দিন নক্ত
কাটীতে না পারে ঝরে ঝর ঝর রক্ত
এত টুকু ছোট বুক যেন তুলো তুল্‌ তুল্‌
ছিল রাঙা টুক্‌ টুকে এক দিন কি অতুল।
আহা আজ বেদনায় করে ধুক্‌ ধুক্‌ গো
মর মর প্রাণ যায় দাও জল টুক্‌ গো।
সব দিকে কাঁটা তার ঝাঁটা তার পথ যে
শুধু আছে এক পথ মৃত্যুর রথ যে!

৫

বাঙ্গলার বধূগণ এই মত মরে
দয়ারূপ জল কেউ দান নাহি করে।
বাঙ্গলায় সোণা ফলে বাঙ্গলার শোভা
বাঙ্গলার বিদ্বান মনীষির প্রভা
বাঙ্গলার প্রতিভা ও বাঙ্গলার যশ
বিজ্ঞান দর্শন কাব্যের রস
বাঙ্গলার রসায়ন খানজের জ্ঞান
সাংখ্য চতুর্ব্বেদ স্বাধ্যায় ধ্যান।
বাঙ্গলার অপরূপ অনুপম ছবি
বাঙ্গলার রবি আজ বিশ্বের কবি।
বাঙ্গলার দানবীর বাঙ্গলার যোগী
বাঙ্গলার মহারাজ অধিরাজ ভোগী।
বাঙ্গলায় আছে বীর আছে রণজয়ী
বাঙ্গলায় আছে মাতা মঙ্গলময়ী।
বাঙ্গলার ভক্তি ও শক্তির বর
ছায় আজি এ ভুবন— এই কি সে সব?
তাই কি গো এত জ্ঞান বিদ্যার পরে
অসহায়া রমণীরা মরে ঘরে ঘরে?

বাঙ্গলার বধূগণ এস যে যেথায়
কায় মনে জানাও সে রাজা ছুটী পায়
বধূহীন হ'ক গৃহ ভবনে ভবনে
বাজিবে না কিঙ্কিনী কন্ কন্ স্বনে।
নুপুরের নিক্কণ ঝুমুর ঝুমুর
বকুল বিথীর পানে তুলিবে না সুর।
কুঞ্জের ঢুল্ ঢুল্ তটিনীর কূলে
ঢুলিবে না কজ্জল আঁকা চোখ তুলে।
বাজিবে না মল, আর আলতার রাগ
বাঙ্গলার শ্যাম তৃণে ফেলিবে না দাগ।
কুঙ্কুম কস্তুরী চন্দন বাস
ঘর ময় ছড়াবে না অঙ্গ বিলাস
সিন্দুরের টীপও জল্ জল্ জলে—
উজ্জল মঙ্গল; তুলসীর তলে
জলিবে না দীপ আর শুভ কামনায়
পাটল কেতকী চম্পা ঝ'রে যাবে বায়
বন পথে জমা হবে কুসুমের শব
কাননে ফুরায়ে যাবে মধু উৎসব।
কে আর তুলিবে ফুল পরিবে খোঁপায়
চাঁদের কিরণ বুঝি লুকাবে গুহায়
বধূহীন হ'ক যত বাঙ্গালীর ঘর
দেবতা চরণে মোরা মাগি এই বর

ইতি

বাঙ্গলার বৌ।

পেত্নীর বিদায়।

সদ্ধর্ম্মব্রত শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কাব্যকণ্ঠ, সাহিত্য ভূষণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৩)

স্নানের ঘাটে উজ্জল বরণীর জ্যেষ্ঠা জায়া শ্রীমতী অতসীবালা দেবীকে পাড়ার জনৈকা বর্ষীয়সী, বিধবা মহিলা বলিলেন—হ্যাঁ বলি বউ! বলি বিষ্ণু নাকি তোমাদের পৃথক করে দিয়েছেন?

অতসীবালা বিস্মিতভাবে বলিলে—পৃথক! পৃথক করে দিয়েছেন কি?

হ্যাঁ ভাই, তাইতো শুনছি।

না, না ঠাকুরঝি! তিনি আমাদের পৃথক করে দেবেন কেনে? তবে এখন কাজ কর্ম্মের বেশী চাপ পড়েছে বাড়ী থেকে যাতায়াতে তাঁর কষ্ট হয়, তাই সহরে বাটী ভাড়া নিয়ে রয়েছেন।

হ্যাঁ, তুমি বল্লেই হবে কিনা? ওহে, আমরা সব শুনেছি! ওমা! এখনকার ছেলে মেয়েগুলো হলো কি! বড় ভাই, বড় ভাজ, যারা আপনারা না খেয়ে, আপনারা না প'রে ভাইকে দেওরকে খাওয়ালে, পরালে, লেখাপড়া শেখালে, শেষে তার ফল হ'লো ভাই ভাজকে পৃথক করে দেওয়া! ওমা, কেমন ধর্ম্ম মা! এও কি ধর্ম্মে সইবে?

অতসীবালা দুঃখিতভাবে বলিলেন—দোহাই ঠাকুরঝি! ঠাকুরপোকে ধর্ম্ম দেখিও না, তিনি যথার্থ ধর্ম্মই পালন কচ্ছে'ন।

তোমাদের পৃথক করে দিয়ে তিনি কি ধর্ম্ম পালন কচ্ছে'ন ভাই?

আমাদের পৃথক কই করে দিয়েছেন ভাই? টাকা কড়ি খরচপত্র সবই দিচ্ছেন, রবিবারে বাড়ী এসে সমস্ত দিন বাড়ীতে থাকেন, দুবেলা বাড়ীতে খান, একে কি পৃথক করে দেওয়া বলে ভাই? তা ছাড়া বিষয় সম্পত্তি জমি জায়গা সবই আমরা ভোগ দখল কচ্ছি, কই তিনি তো ভাগ করে নেন নেই?

তুমি তোমার মনের মত সাদা কথা বল্লে ভাই, কিন্তু পৃথক তাঁরা হয়েছেন, শিগগির তোমরা জানতে পার্ব্বে, জমি জায়গার ভাগও প'রে নেবে, গাঁয়ের মেয়ে পুরুষ সকলেই বিষ্ণুকে নিন্দে করছে।

কেন যে নিন্দে কচ্ছে কিছুই তো ভাই বুঝতে পাচ্ছি না।

ওহে। ছোট বউ যে লোকের কাছে বলে গেছে, তাছাড়া সুমতি দিদি সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে! মাতি দিদির হাসির বহর কি?

কে জানে ভাই পৃথকের কথা আমি কিছুই বলতে পাচ্ছি না! আমি ওর বিন্দু বিসর্গ জানি না।

তাহার পর অতসীবালা মৌখিক শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন, ঠাকুর পো যদি পৃথকই হন তাতেই এমন দোষ কি হয় ঠাকুরঝি? "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" একথা তো চির-দিনই আছে, তাতে আর ঠাকুর পোর লোকে নিন্দে কচ্ছে ক্যানে? এত বড় গ্রাম খানায় কারা ভাইয়ের সঙ্গে এক সঙ্গে রয়েছে? কেউ তো নেই ঠাকুরঝি?

না তা কেউ নেই বটে। কিন্তু তারা তো কেউ তোমার ঠাকুর পোর মত নয় ভাই? তোমার ঠাকুরপো আমাদের সহরের আদালতে সব চেয়ে বড় উকিল, মাসে দু'তিন হাজার টাকা রোজগার করেন, চার পাঁচটা পাশ দিয়েছেন; কিন্তু তারা সবাই নিরেট মূর্খ! তোমার ঠাকুর পো আর তারা কি সমান ভাই? তা, কখনই নয়!

ওকথা বলো না ঠাকুরঝি! সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চার যুগেই যখন পৃথক হওয়া চলন আছে, তখন আমার ঠাকুর পো (ঈশ্বর না করুন) যদি আমাদের সঙ্গে পৃথকই হন, তাহলে এমন কি দোষের কাজ হবে ভাই?

তারা আলাদা থাকাতে তোমার দুঃখ হয় নেই? মন কষ্ট হয় নেই?

সত্যি বল্‌ছি ঠাকুরঝি! আমার দুঃখ কষ্ট কেবল ঠাকুর-পোকে খাওয়াতে পার্‌ছি না এই জন্যে। আমার হাতে না খেলে ঠাকুর পোর খাওয়া হয় না। সেখানে বাসায় কি খাচ্ছে কি খাওয়াচ্ছে সেই দুঃখেই মরে যাচ্ছি!

আর কিছুর জন্যে দুঃখ কষ্ট নেই!

আর আমার কোন কিছুর জন্যে দুঃখ কষ্ট নেই।

টাকা পয়সার জন্যে?

না ঠাকুরঝি। আমার বাপ মা তো টাকা দেখে আমার বিয়ে দেন নাই, আমার বাপ মা, ছিলেন গরীব দুঃখী, আমাকেও গরীব দুঃখী রাস্তার ভিখারীর হাতে সঁপে দিয়ে-ছিলেন। তোমাদের পাঁচ জনার আশীর্ব্বাদে যখন সেই ভিখারী এখনও বেঁচে রয়েছেন, তখন আমার টাকা পয়সার জন্য দুঃখ কেন হবে ভাই? আশীর্ব্বাদ করো, তিনি যেন আরও দশ বছর বাঁচেন!

তা বাঁচবেন, তোমার পুণ্যের জোরে যে বাঁচবেন, রাম পদর (বিষ্ণুপদ বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর) এক শো বছর পরমায়ু হবে, আমরা কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ কর্চ্ছি।

তাই আশীর্ব্বাদ করো ঠাকুরঝি।

অন্য একজন স্ত্রীলোক বলিলেন দ্যাখ্‌, বড় বউ! তোর মতন মাটীর মানুষও দেখি নেই, আবার তোর জায়ের মত অত বড় দজ্জাল বদমাইস্ খল হিংসুকে মেয়ে মানুষ কখনও দেখি নেই।

অতসীবালা নম্রভাবে বলিলেন কেনে পিসি মা, আমার জা' কি করেছে?

আবার কি কর্ব্বে বাছা, সোয়ামীকে ভেড়া বানিয়ে, এমন সতি লক্ষ্মী জাকে, তেমন মহাদেবের মত নিরীহ ভাসুরকে পৃথক করে দিলে! বাছা তোমাকে যে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিলে! আবার এর চেয়ে কি কর্ব্বে?

তোমাদের পাঁচ জনার আশীর্ব্বাদে তোমার বড় ভাইপো যখন বেঁচে রয়েছেন তখন আমি রাস্তায় কেন দাঁড়াব পিসিমা? আমি আমার শ্বশুরের পবিত্র ভিটায় বাস কচ্ছি, যাই হোক দুবেলা দুমুটো খাবার বা পরবার কষ্ট নেই। অপগণ্ড দুটো ছেলে মেয়েও হয়েছে, মেয়েটার যে জায়গায় বিয়ে হয়েছে, সেও বোধ হয় খাবার পরবার কষ্ট পাবে না, তখন আবার আমার কষ্ট কি?

তুই না হয় ভাল মেয়ে, ও সব গ্রাহ্য না করলি, তুই না হয় বাছা অল্পে সন্তুষ্ট হলি, কিন্তু তোর জা' করলে কি?

সে আর কি করেছে পিসিমা?

সেই তো তোদেরে পৃথক করে দিলে!

পিসিমা! মানুষের সাধ্যে কিছু হয় না, যদি তাঁরা সত্যই পৃথক হয়ে থাকেন, তাহলে জান্‌বো বাবা রাজ রাজেশ্বর (বিষ্ণুপদ ও রামপদর গৃহ দেবতা) হয়ত আমাদের মঙ্গলের জন্যই এ কাজ ক'রেছেন। মানুষে কি মানুষের অনিষ্ট করতে পারে পিসিমা। তা কখনই পারে না।

ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক হওয়া আবার ভাল নাকি? ওতে আবার মঙ্গল হয় নাকি? কে জানে বাছা আমরা বুড়ো মানুষ আমরা ওসব বুঝিনে!

পিসিমা! ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক হলে দুটো গৃহস্থ হয়, ভিখিরিতে দুই বাটীতে দু' মুঠা ভিক্ষে পায়, দুই ভাইয়ে বাপ মায়ের শ্রাদ্ধ করে, পাঁচটা ভাল কাজ করে, বাটীতে পাঁচজনার পায়ের ধুলা পড়ে! তাছাড়া সকল ভাই-ই আপনার উন্নতির চেষ্টা করে, মঙ্গল হয় বই কি পিসিমা?

এতে তোদের কি মঙ্গল হবে?

অবশ্য রাজ রাজেশ্বর না করুন, যদি তাঁরা আমাদের পৃথকই করে দেন, তাহলে আমাদের মঙ্গল হবে বই কি দিদি মা! ঠাকুর পোর রোজগারের পয়সায় আমরা হয়ত বেশী মাত্রায় "বাবু" হ'য়ে উঠতাম, হয়ত পয়সার গরমে আমাদের অহঙ্কার হ'য়ে দাঁড়াতো! আমাদের ছেলে গুলোও হয়ত "পোটা চুন্নির বেটা চন্দন বিলেসে" হয়ে উঠ্তো, তোমার বড় ভাইপোর উপায় কর্ব্বার আর যোগ্যতা থাকতো না। এখন তোমার বড় ভাইপো হয়ত দু'টাকা রোজগারের চেষ্টা কর্বেন।

তুই যাই বল্ বড় বউ, লোকে কিন্তু পাঁচ কথা খুবই বলাবলি করছে।

লোকের কিছু না বলাই ভাল।

না বাছা লোকের তেমন কিছু দোষ নেই। ঐ তোমার জা' তোমাদের কাছে বাটীতে থাকতে অসুখের ভান করে একদিনের জন্য কখনও ভাতের হাঁড়ীর কাণায় হাত দেয় নেই, কখনও রান্না ঘরে যায় নেই, কুটো কেটে দুখান করে নেই, আর এখন শুন্‌ছি দুবেলা রেঁধে সোয়ামীকে ভাত দিচ্ছেন, মক্কেলদের ভাত পর্য্যন্ত সিদ্ধ করছেন!

(ক্রমশঃ)

পৌষ পার্ব্বণ।

(শ্রীমনোমোহন বিদ্যারত্ন)

বাঙ্গালী আজ বিশিষ্টতা হারিয়েছে, নিজের স্বাভাবিক বৃত্তি গুলিকে ব্যর্থ অনুকরণের হীন আবর্ত্তে ডুবিয়ে দিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। তাই এখন নিজস্ব বলতে বাঙ্গালীর কিছুই নাই। প্রাচীন রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার শিক্ষা দীক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়ে, বিজাতীয় চাকচিক্যময় আপাত মধুর বাহ্য দৃশ্যে ভুলেছে। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায় সর্ব্বত্রই একটা ধার করা গিলটীর ছাপ দেখে চোখ ঝলসে যায়, এই গিলটীর রং বজায় রাখতে চক্‌চকে বার্ণিশের পোচড়া দিতে যে কত বনিয়াদী ঘর সর্ব্বনাশের অন্ধকার গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে ও যাচ্ছে তা দৃষ্টিটা একটু অন্তর্মুখী না করলে বোঝার উপায় নাই! তবুত জ্ঞান হয় না, তবুত চোক ফোটে না! কি এক আফিঙের নেশায় বাঙ্গালী বুঁদ হয়ে পড়ে আছে যে সকলের মুখে সদাই "কেবা আঁখি মেলে" লেগে আছে। হাতী নিজের দেহের অতিকায়ত্ব বুঝতে পারে না, তাই মানুষ তাকে নিয়ে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে সাহস পায়। ঘরে অষ্টপ্রহর "ছুঁচোর কেত্তন" নিয়ে বাইরে সে কতদিন "কোচার পত্তন" বজায় রাখতে পারা যায় তা আমাদের ধারণার বাইরে।

আমাদের এত সাধের, এত আদরের পৌষপার্ব্বণকে চেপে হবে বিদেশের বড়দিন আজ মাথাতুলে দাঁড়িয়েছে। ইংরেজ সমাজে বড়দিনের সময় যেরূপ আনন্দ উৎসব হয় বাঙ্গালী সমাজে পৌষ পার্ব্বণে সেইরূপ—অথবা তার চেয়েও বেশী আনন্দ উৎসব হইত। বেশী বল্‌ছি এই জন্য যে বড়দিনের আনন্দের আদান প্রদান সমানে সমানে হয়, কিন্তু পৌষ পার্ব্বণের আনন্দ ধনীদরিদ্র সকলেই জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে অল্পাধিক পরিমাণে উপভোগে বঞ্চিত হয় না। বামুন বাড়ীর আসকে পিঠে গ্রামের হানিফ্ চাচার হেঁসেলে পৌছে যায়, পক্ষান্তরে পৌষ পার্ব্বণের দিন প্রতিবেসীর ঘরে পাত পাড়তে মাননীয় জমীদার বাবুরও আভিজাত্যে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগে না। এক বাড়ীর জিনিষ পাড়ার দশ বাড়ীর ছেলেমেয়ে কাড়াকাড়ি করে খায়! এই স্বর্গীয় দৃশ্যের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য বড়দিনের উৎসবে আছে কি না জানিনা। এখন দেখা যায় পূজার পূর্ব্বে আনন্দময়ীর আগমনের সাড়া পড়লেই বাবুর দল হিল্লী ডিল্লী পাড়ী মারতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, হিন্দু সন্তান হয়ে অখাদ্য কুখাদ্য ও সর্ব্বদা শাস্ত্র বিগর্হিত ক্রিয়া কলাপে মত্ত থাকায় মায়ের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা বা পুতুল পূজারূপ ছেলে মানুষীর প্রশ্রয় দিতে অনিচ্ছাই এই পলায়নের হেতু কিনা তা বুঝে ওঠা দায়। এদের কাছে পৌষ পার্ব্বণের কথা তুলতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। কিন্তু আশার কথা সম্প্রতি পরিত্যক্তা, ঘৃণিতা, জীর্ণা, শীর্ণা, দীর্ণা পল্লীজননীর উপর লোকের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণটা আবার ধীরে ধীরে জেগে উঠচে, মনেপড়ে একজন কবিবর দুঃখেই গেয়েছিলেন।—

"যে হয়েছে কৃতবিদ্য লভেছে সম্পদবল
"সেই করিয়াছে ভিটা স্বাপন সজম স্থল।"

কিন্তু এখন প্রকৃতির প্রতিশোধ আরম্ভ হয়েছে, এখন "গুঁতোর চোটে" বাবা বলাইতেছে। এখন সকলেই বুঝেছেন পল্লীগ্রাম জাগিয়ে তুলতে না পারলে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা কতদূর কঠিন সমস্যায় দাঁড়াবে। পাড়াগাঁয়ে

"স্বচ্ছন্দ বনজাতেন" শাকায় অপেক্ষা সহরের কপি কড়াই শুঁটীর ডালনা বা পোলাও কালিয়া চপ কাটলেট লইয়া নাড়াচাড়া আর বড় বেশীদিন সম্ভবপর থাকবে না। পাড়াগাঁয়ে ফিরতে হলে সেখানকার সমস্ত অনুষ্ঠানই সকলকে রপ্ত করে নিতে হবে। যে সকল অনুষ্ঠানে দীন দরিদ্র নিঃসঙ্কোচে ধনীর বাড়ীতে গিয়ে দাঁড়াতে পারে, যে সকল উৎসবে উচ্চ ও নীচে প্রভেদ থাকে না সে সব অনুষ্ঠান অবহেলা করলে পল্লীগ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। তাই আমরা সময়োপযোগী হিন্দুর এই উৎসবটী সকলকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। যাঁরা বড়দিনের উৎসব করবার শক্তি ও সামর্থ্য রাখেন তাঁরা তা করুন, কিন্তু তাই বলে আমাদের পৌষপার্ব্বণকে ভুললে ত চলবে না। এত শুধু নানা প্রকার রসনা তৃপ্তিকর ভোজ্য সম্ভারে আমোদের পুরণ নয়। হিন্দুর ত সে ধর্ম্ম নয়!! হিন্দু জগৎকে তৃপ্ত করে নিজে তৃপ্তি লাভ করে। পৌষপার্ব্বণ উপলক্ষে প্রায় সর্ব্বত্রই সাক্ষাৎ ভগবতী মূর্ত্তি গো মাতাকে পিষ্টক দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তার পরে মানুষের আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়। হিন্দু আজ বিপথের অনেকটা দুর এগিয়ে পড়েছে, কিন্তু যখন ভুল বুঝেছে, প্রাণে আকাঙ্খা জেগেছে তখন যতদেরীই হোক না কেন আশা আছে একদিন পিতৃ পিতামহের অনুসৃত পুরণ পথে ফিরে আসতে সক্ষম হবে।

"নমঃ ব্রহ্মণ্য দেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায়-চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমো," *

পুরুষ।

তোমরা বিধির কেমন সৃজন
বিধিই বুঝিতে পারে না গো
অযথা দারুণ বচনের ধারে
কাঁদাও বলনা কারেনা গো।
বোঝনা যতই ততই ছাড়না
ক্ষমতা জাহির করিতে গো
কাটে কাটে ঠেকে ছুটে আস শেষে
মেয়েদের আঁচল ধরিতে গো।
হুকুম করিতে থাক বা না থাক
হুকুম করাটী চাই গো
তামিল তাহার করি কি যে ছাই
ভেবে কিছু নাই পাই যে গো।
এ খাব ও খাব করি খাওয়া সারি
ছুটিয়া আপিষে পালাও গো
মাসটী কাবারে বিষম বিভ্রাট
দিতে থুতে বড় জ্বলাও গো।
ঘোমটা টানিব—বডিস্ পরিব
—দুদিক বজায় থাকে না গো
পাঁপুরে থরজে মেমের সাজনে
বাঙ্গালী ধরণ ঢাকে না গো।
এত খেটে মরি আমাদের দিকে
বারেক ফিরিয়ে চাও কি গো
সংসার জ্বালায় জ্বালাতন হ'লে
প্রাণে শান্তি ঢালি দাও কি গো?
কপচান চুলে সরল রেখায়
মরি কি বাহার তাহার গো
মন দুঃখে 'ড্রেন' পথ পাশে পড়ি
নীরবে খাটিছে ব্যাগার গো।
বেশ বিন্যাসে মোরা থাকি শুধু
তোমাদের সদা এ বুলি গো
তোমরাও নও কম বিব্রত
লইয়া সদাই সে গুলি গো।
আমরা কোমল বলিয়া তাই কি
তোমরা কঠিন পাষাণ গো
খাটিয়ে খাটিয়ে মোদের তবুত
হয় না মুস্কিল আসান গো।
ছিঃ ছিঃ ছিঃ তোমরা সেবক মোদের?
—আমরাই পদ সেবিকা গো
প্রেম চাতুরির ছলা না থাকিলে
হতাম কভু কি লেখিকা গো

---

* এই প্রবন্ধটি আমরা পৌষ সংক্রান্তির পূর্ব্বে প্রকাশার্থ পাইয়া ছিলাম। স্থানাভাবে তখন প্রকাশ করিতে পারি নাই, কাজেই একটু অসাময়িক হইয়া পড়িল।

সম্পাদক।

পুরুষ নিঠুর আমরা কোমল
এ কথা সবাই জানে যে গো
পুরুষের করে মোদের লাঞ্ছনা
জগতে সবাই মানে যে গো।

শ্রীমতী-

আসাম।

(১) ভারতের উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তে আসাম প্রদেশ। ইহার পরিমাণ ফল ৫৩,০০০ বর্গ মাইল। ১৯১১ খ্রীঃ লোক সংখ্যা ৬৭৬৪২৯৯ জন; তন্মধ্যে পুরুষ ৩৪৬৭৯৮০ এবং স্ত্রীলোক ৩২৪৬৩১৯ জন। ইহা একাদশটী জেলায় বিভক্ত।

(২) অতি প্রাচীন কালে এই প্রদেশে কিরাত জাতির বাস ছিল। মহারাজ নরক তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া এই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বর্ত্তমান কামাখ্যার সন্নিকট প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামে রাজধানী স্থাপন করেন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এই প্রদেশের নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অথবা কামরূপ ছিল। মহাভারতে ইহা পরশুরামের তীর্থস্থান বলিয়া বর্ণিত।

(৩) ১২২৮ খ্রীঃ শানবংশীয় আহমজাতি ব্রহ্মদেশ হইতে আসিয়া আসাম আক্রমণ করিয়াছিল। তাহারা শিবসাগর অধিকার পূর্ব্বক তথায় বসতি করিয়াছিল। সেই আহম জাতির নামানুসারে এই প্রদেশের আহম বা আসাম নাম হইয়াছে।

(৪) ১৮২৬ খ্রীঃ আসামের নিম্ন প্রদেশ ইংরাজের অধিকৃত হয়। তৎপরে ১৮৬৫ খ্রীঃ সমগ্র আসাম ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এক সময়ে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার সহিত আসামও এক লেপ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীনে ছিল। সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল্ যখন বাঙ্গালার ছোটলাট ছিলেন, তখন তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে ১৮৭২ খ্রীঃ আসামকে একটী স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিয়া একজন চিফ কমিশনারের অধীনে দেওয়া হয়। ১৮৭৪ খ্রীঃ লর্ড নর্থব্রুকের আমলে শ্রীহট্ট জেলা আসামের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ১৯১৩ খ্রীঃ হইতে এই প্রদেশ বঙ্গদেশের ন্যায় একজন গবর্ণরের শাসনাধীন হইয়াছে।

(৫) আসামে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু ছয়গুণ অধিক। শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে উভয় ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা সমান। পার্ব্বত্য জাতির দুই তৃতীয়াংশ আসামে বাস করে। খৃষ্টানদিগের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পর্ব্বতে বসতি করিয়া থাকে।

(৬) আসাম প্রদেশে ১৯টি লোকাল্‌বোর্ডের অধীনে ১২৪টি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। ইহার মধ্যে দশটী বোর্ডে মহিলা চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন।

(৭) আসামে বর্ত্তমান ৮০টি চা বাগান আছে। এই প্রদেশ চা বাগানের জন্য জগদ্বিখ্যাত। এস্থানে উৎকৃষ্ট চা প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষ হইতে আসামের চা অর্দ্ধেকের বেশী বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

(৮) এ প্রদেশে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়, পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে তদ্রূপ হয় না। চিরাপুঞ্জী নামক স্থানে বৎসরে প্রায় ৬০০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। এখানে এক দিনে এত বৃষ্টিপাত হয় যে, ভারতবর্ষের অনেক স্থানেও সম্বৎসরে তদ্রূপ হয় না। জগতের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সিক্ত স্থান বলিয়া প্রখ্যাত।

(৯) গৌহাটি সহরের সন্নিকট হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থ কামাখ্যা। ঐ দেবী যে পর্ব্বতে বিরাজ করিতেছেন, সেই পর্ব্বতের নাম নীলাচল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামক তিনটী পর্ব্বত সমষ্টি লইয়া এই নীলাচল সংঘটিত। ইহা ভারতের একান্ন পীঠস্থানের অন্যতম। তাম্রবাটীতে কামাখ্যাদেবী দর্শন প্রশস্ত।

(১০) ভারতবর্ষের মধ্যে আসামের ভূমি সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর ও শস্যশালিনী। ইহার নদী হইতে সুবর্ণ রেণু পাওয়া যায়। এ স্থানের এড়ি, মুগা, ও পাটের বা রেশমের কাপড় উৎকৃষ্ট। গৌহাটী জেলার অন্তর্গত রেপেটা নামক স্থানে হস্তীদন্ত নির্ম্মিত চিরুণী, চুড়ি, কৌটা প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত হয়। শ্রীহট্ট জেলার শীতলপাটী সর্ব্বত্র বিখ্যাত। এ প্রদেশের প্রায় সকল গৃহস্থের গৃহে এক একখানি তাঁত আছে।

প্রকৃতি।

(শ্রীশচীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়)।

ধীরে অতি ধীরে,
জাহ্নবী তীরে
বহিতেছে সমীরণ ;
ফুলের সুবাস,
প্রকৃতির হাস,
করি সব আহরণ।
নৈশ গগনেতে,
কিরণ ছড়াতে,
উদিতেছে নিশাপতি ;
চারিদিকে হেরি,
প্রাণ মন ঘেরি,
রূপ অপরূপ অতি।
কুলু কুলু ধ্বনি,
ছুটিছে তটিনী,
মিশিতে সাগর সনে ;
যেন বলিতেছে,
"এস মোর পিছে,
মিলিবে বিভু চরণে।"
প্রকৃতির কাছে,
শিখিবার আছে,
এখনো মোদের কত !
স্নেহ সিঞ্চিত,
উপদেশ কত,
দিতেছে মায়ের মত।
দেবতা ভাবিয়া,
ভকতি করিয়া,
পূজিত, করি গান ;
সভ্যতা লোকে,
সবে ব'লে থাকে,
"ওটা ধর্ম্মের ভান।"
পথ ভোলা হে'য়ে,
অভিমান ক'রে,
অবহেলা তব সাজে ?

মোদের ব্যথায়,
দেখিবে তোমায়,
তুমি আমাদের মা যে।

বঙ্গনারী।

(ডি, এল, রায়ের সুরে)

রচয়িতা—শ্রীমতী দুর্গেশনন্দিনী ঘোষ।

(১)

রূপে রাগে হাস্তে ভরা, সেজে গুজে বেড়ায় যারা,
তাদের মাঝে আছে কত, রং বেরঙের সেরা,
সোহাগ দিয়ে তৈরি কতক ঘোমটা দিয়ে ঘেরা।
এমন রূপের বাহার কি কোন দেশে আছে ;
সকল দেশের সেরা, সেরূপ আমার দেশেই আছে।

(২)

এমন উজল চোখের বাহার, কেমন যে মাধুরি তার,
কেমন তায় খেলে তড়িৎ ঐ চাহনির সাথে ;
তারা হাসি মুখে সুখ দুঃখ তুলে নেয় সাথে।
(কোরাস্) এমন রূপের.................................

(৩)

এমন কালো চুলের বাহার, কোথাও কি আছে কাহার,
কোথায় এমন সিন্দুর শোভা শিথির মাঝেতে ;
তাদের সোণার চেয়ে আদর বেশী হাতের নোয়াতে
(কোরাস্) এমন রূপের.................................

(৪)

এমন কোমল হস্তের নিপুণতায়, গৃহকর্ম্ম সহিষ্ণুতায়,
গৃহের ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়েই ব্যস্ত হ'য়ে থাকে ;
নারী জাতি পরাধীন সংসারেতেই থেকে।
(কোরাস্) এমন রূপের.................................

(৫)

এ ভুবনে নাহি কেহ, যাহার এমন অপার স্নেহ,
যাহার রূপ সংসারেতে নিত্য আমরা হেরি ;
তাদের জন্যে বেঁচে থাকা (আবার) তাদের জন্যেই মরি।
(কোরাস্) এমন রূপের.................................

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস' বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, (কাশীমবাজার) মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর), রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ, আর, সি, আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর-আসাম), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজা কুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্ব্বেল প্যালেস), শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি-এল, জমিদার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার, (ঢাকুরিয়া), শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত জগতপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ সত্বাধিকারী (টলিয়ট এণ্ড কোম্পানী), শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নলীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার' শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলীনী-রঞ্জন সরকার এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এল, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম. এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে, জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র নাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি (সত্বাধিকারী মেসার্স অব্ ডিগনাম এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলী), শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্য-বিনোদ (লাভপুর); শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এক আর, জি এস. শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং), শ্রীযুক্ত হরিধন নাগ (ম্যানেজার বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া), কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়) শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি রঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, শাঁখারিটোলা শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুখাঁ কৌন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার (পটলডাঙ্গা হাউস) ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার পাথুরিয়া ঘাটা।

মজলিস-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইলে মাসিক বা বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

মজলিস

'ক' এর কেরামতি !

পুরাণে প্রকাশ—পরমভক্ত প্রহ্লাদ "ক" দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন ! পাকাছেলে কিনা, তাই গোড়া থেকেই 'ক' চিনিয়া ককাইয়া উঠিয়াছিল ! আমরাও দেখিতেছি—সংসারের কাণ্ড কারখানা কেবল 'ক' যেদিকে যাও—কেবল 'ক' কারেরই কেরামতি !

সৃষ্টি রহস্যই দেখনা—প্রথমে এই প্রকাণ্ড পৃথিবীটা জল ময়ই ছিল এইজন্য 'ক' শব্দে জলকেই বুঝায়। জল হইতে যখন স্থলভাগ জাগিল, সৃষ্টিকর্ত্তা তখন হইলেন 'কূর্ম্মাবতার'। শেষে 'কেশব' রূপে ভাসিলেন—কারণ সলিলে। ভাল বাসিলেন—"কমলাকে"। ধরিলেন—"কৃষ্ণমূর্ত্তি" করিলেন—কালীয় দমন, কেশী মথন, কুঞ্জে কেলি, কান্নার কক্ষে কুম্ভ দিয়া কলঙ্ক ভঞ্জন, বাজাইলেন—কালিন্দীকুলে কদম তলে 'করনেট' আর 'ক্ল্যারিনেট', পাহাড় তুলিলেন ক'ড়ে আঙুলে! তার পর মথুরায় গিয়া মারিলেন কংশাসুর, বামে বসাইলেন—কুৎসিতা কুরূপা কুব্জাকে, মাতিলেন—কৌরবের কুরুক্ষেত্রে, রাজ্য দিলেন কুন্তিকুমার কঙ্ককে, কায়া ছাড়িলেন—কিরাতের করে। কাকুৎস্থবংশে মা বলিলেন কৌশল্যাকে, বনে গিয়েছিলেন কুঁজি ও কৈকেয়ীর কথায়, কপিসৈন্য ও কোদণ্ড সাহায্যে জয় করিয়াছিলেন—কনক লঙ্কা, কোল দিয়াছিলেন—কুম্ভকর্ণকে। হার মানিয়া ছিলেন—'কুশী লবের' কাছে। বামন বেশে বাপ বলিয়া ছিলেন কশ্যপকে, পরশুরাম নামে—কাম ধেনু পেয়ে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে নষ্ট করিয়াছিলেন, পিতৃআজ্ঞায় মাকে কোপাইয়া কাটিয়াছিলেন—কুঠারে ! ! 'ক' লইয়াই তাঁর কত কোমল-করুণ-কঠোর লীলা ! তিনি এসিয়ার আলোক রূপে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন 'কপিলবাস্তু' দেশে।

ঈশ্বর লইয়া মানুষে মানুষে কলহ কূটতর্ক। প্রকৃত ভক্ত ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না তিনি মাতা কি পিতা ? যাহাদের বিশ্বাস তিনি পুরুষ—তাহাদের মধ্যেও মতভেদ। কেহ বলিল তিনি স্রষ্টা অতএব "কমলযোনী" কেহ বলিল তিনি পালনকারী, সুতরাং তিনি "কৃষ্ণ" কেহ বলিল তিনি কালরূপী শিব—তাঁহার নাম কৈলাসেশ্বর বৈষ্ণব দেখিলেন—তিনি 'কালোবরণ'—কমণীয় কান্তি, শৈব প্রমাণ করিল তিনি কালকূট কণ্ঠ কঙ্কালমালী, কামারি, সৌর তাঁহাকে "কাশ্যপেয়ং" বলিয়া প্রমাণ করিলেন। গাণপত্য কল্পনা করিল—তিনি "কড়ীমুখ"।

যাহারা শাক্ত—তাহাদের কাছে তিনি 'করালবদনা' 'কাত্যায়নী' তাঁর কটিদেশে করকিঙ্কিনী ! ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁহাকে ক্লীব ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইল। খ্রীষ্টান তাঁহার নাম দিল—ক্রাইষ্ট। মুসলমান তাঁহার আদেশের নাম "কোরাণ সরিফ"। কেবল ঈশ্বর মানিলেন না—ভারতের "কপিল ঋষি" !

এইবার ভগবান ছাড়িয়া ভবের বার্ত্তা ভাবা যাক্। জগৎটা জীবের "কর্ম্মক্ষেত্র" তাহার কেন্দ্র—কামিনী। ইনি পুরুষকে জয় করিলেন—কুরঙ্গনেত্রের কটাক্ষে। ইহার জন্যই গৃহে—"কমলার কৃপা"। নারী কামনায় কলুষিতা হইলে—"কুলটা"।

ভারতে বিবাহের—প্রধান উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়—"কুশণ্ডিকায়"। ইউরোপের লোক কাজ সারেন—"কোর্ট সিপে"। সংসার সচ্ছল হইলে—গৃহিণী "কলভাষিণী", টানাটানি বুঝিলে সর্ব্বদাই "কোপে কটুক্তি"।

আম। একেবারে নামিয়া আসলাম "কলিযুগে"। এ যুগে—বিদ্যা শিক্ষা হয় স্কুল কলেজে। শিক্ষার ফল—'কেরাণীগিরী'। তিনি ভোজন করেন—'কদন্ন' রান্না হয় 'কয়লার' জ্বালে। ঘরে জ্বলে—'কেরসিন' জ্বর হ'লে খান 'কুইনাইন' চল্লিশ না পার হইতেই—চ'খে পড়ে 'ক্যাটারক্' মরণ হয়—কালাজ্বরে, কাসিতে, ক্যানসারে কি কলেরায়।

আমরা হিন্দু—আমাদের দেশের সমস্তই নাকি 'কুপ্রথা'। সমাজে দেখ—বর্ণভেদ 'কৃতকার্য্য' কেহ কায়স্থ, কেহ কর্ম্মকার, কেহ কুম্ভকার, কেহ কাঁসারী, কেহ "কলু"। নব বিধানে কোন বালাই নাই, কাজেই কেশবের কন্যা—কুচবিহারে। ভেদের জন্যই—দেবমূর্ত্তি গুঁড়া করিয়াছিল 'কালাপাহাড়'—সে চিহ্ন এখনও আছে—'কালনায়' ও 'কটকে'।

সেকালে কবি ছিলেন,'কৃত্তিবাস' 'কাশিদাস' কবিকঙ্কন একালে কবি নাম পাইয়াছেন—'কুমুদরঞ্জন' "কালিদাস" কামিনী সেন প্রভৃতি।

আগে আর্য্যের উপজীবিকার ছিল—'কৃষিকার্য্য', অস্ত্র ছিল 'কোদাল' ও 'কাটারী' ভক্ষ্য ছিল কাঁচকলা। তখন অর্থ শাস্ত্র লিখিতেন—'কৌটিল্য' নীতি বুঝাইতেন—কামন্দক, ভাষা রচিতেন—ক্রমদিশ্বর, বিজ্ঞান শিখাইতেন কণাদ, পুরুষ—গুনিত—কীর্ত্তন, মেয়ে মাতিত কথকতায়। বাজারে—কড়ি চলিত—এখন—করকরে ক্যাস্।

নেসার সেরা—কোকেন, পাখীর সেরা কোকিল, মাংসের সেরা কুক্কুট, রূপের সেরা কার্তিক, সহরের সেরা কলিকাতা, পাচকের সেরা—কেলনার, খাদ্যের সেরা—কেক, কাটলেট, কোর্ম্মা, কাবাব উপাধির সেরা—কে সি এস্ আই।

ব্যসনার সেরা—'কবিরাজী', লাটের সেরা—'কর্জ্জন' সুরের সেরা—কালাংড়া, তালের সেরা কাওয়ালী—বিপ্লব বাদীর সেরা—কাইজার, বীরের সেরা—'কীচেনার' অস্ত্রের সেরা—কামান কর্টিজ, জলযানের সেরা—ক্রুজার, দায়ের সেরা কন্যাদায়! ধাত্রীর সেরা—কেদার দাস।

এখন সহর চালান "কার্পোরেশন", কারবার চালান 'কোম্পানী, যুক্তিচালান 'কাউন্সিল' ভাগ্যচালান কংগ্রেস—ঝগড়া চালান—কাগজে। কলকারখানা চালান—কুলী।

এখন বিষ্ণুভক্তিতে—কণ্ঠি কোপিন, আর কপালে ফোঁটা, কালী ভক্তিতে—কাদম্বরী, কুমারী আর কচি পাঁঠা, দেশভক্তিতে কারাবাস, প্রেমভক্তিতে—কণ্ঠশ্বাস।

থিয়েটারের দেখে—"কিন্নরী" "কৃতান্তের বঙ্গদর্শন" আর "কর্ণার্জ্জুন"কোরিন্থিয়ানে দেখ 'কায়টায় দি গ্রেট" কানাডায় দেখ—কুলির বদর, প্রেম দেখ—কোহাটে, বাবু দেখ—কাপড়ে, মনোযোগ দেখ 'কাণমলায়'।

ক লইয়াই—ব্রহ্মাণ্ড রচনা। ডাক্তার খানায় যাও দেখিবে ডাক্তার বাবু কোট গায়ে দিয়া বলিতেছেন—এ কন্‌ভলসন কঠিন কেস্ খাও—কডলিভার, ক্যাষ্টরঅয়েল, হোমিও প্যাথ বলিতেছেন—চালাও ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব, বৈদ্য ব্যবস্থা দিতেছেন—কুষ্ঠের কুষ্মাণ্ডখণ্ড, কামলা রোগে কন্টিকারির কাথ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিতেছেন—কীটাণু,প্রত্নতাত্ত্বিক চেতন্য চরিতামৃতের জন্মকথা খুঁজিতেছেন—কুড়িয়ে পাওয়া কলসীর কাণায়।

সংবাদপত্রে 'কুৎসা'—মাসিকপত্রে 'ক্রমশঃ' ধর্ম্মের দ্বারে কুটে—খাদ্ধবাড়ী 'কাঙ্গালী'—কুটুম্বিতায়—কৃপণখ্যাতি,-এ কখনও ঘুচিবে না।

এ দেশে ইংরাজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা—'ক্লাইভ'। কয়ের চেয়ে বড় কে? প্রহ্লাদ ক দেখিয়া কাঁদিতেছিলেন খৃষ্টান কাঁদেন ক্রুশ দেখে, মুসলমান কাঁদেন—কারবালায়, হিন্দু কাঁদেন কর্ম্মফলে।

শৈবের তীর্থ—কাশিধাম, শাক্তের তীর্থ—কনখল কামাখ্যা ও কালীঘাট। বৈষ্ণবের তীর্থ—কেঁদুলে, কাটোয়া কুলের পাট, বৈদ্যদের তীর্থ—কাঞ্চন পল্লী, সাহিত্যের তীর্থ—কাঁটাল পাড়া, ডাক্তারের তীর্থ—ক্যাম্বেল, কারমাইকেল।

'ক' এর মহিমা প্রচার করিবার জন্যই—কাঁদ কামিয়ে কামেজ গায়ে বাবুসাজা, গরুর বদলে কুকুর পোষা—উদরাস্ত কলমপেশা, কানামাছি আর কপাটীর বদলে—ক্রিকেট্ এবং ক্যারম্ বোর্ড খেলা। আজ এই পর্য্যন্ত কয়ের কারদানি,—এই খানেই থামিল—কালামুখের কপ্‌চানি।

মান্দ্রাজ।

(১) মান্দ্রাজ প্রদেশের পরিমাণ ফল ১৪৪,০০০ বর্গ মাইল। ইহাতে ১২টী জেলা আছে এবং নগরটীতে ২৩টি গ্রাম আছে। মান্দ্রাজ সহর ভারতবর্ষের মধ্যে তৃতীয় সমৃদ্ধি-শালী নগর। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে লোকসংখ্যা ৪১,৪০৫,৪০৪ জন; তন্মধ্যে পুরুষ ২০৩৮২৯৫৫ এবং স্ত্রীলোক ২১০২২৪ ৪৯। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার জনসংখ্যা ৪২৩২২২৭০ জন; ইহার মধ্যে ২০৮৮৪২৩৩ পুরুষ এবং ২১৪৩৮০৩৭ জন

স্ত্রীলোক। মান্দ্রাজবাসিগণ দ্রাবিড় জাতির বংশধর। এ দেশে তৈলঙ্গী কর্ণাটিকা মালবী ভাষা প্রচলিত। এই প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু। প্রতি ছয় জনের মধ্যে একজন মুসলমান। এদেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা এত অধিক যে সমগ্র ভারতের কোন স্থানের সহিত তাহার তুলনা হয় না।

(২) প্রাচীনকালে জনৈক রাজার সহোদর চীনাপার অমিত পরাক্রমে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম চীনাপত্তনম্।

(৩) ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কালিকাট বন্দরে সুবিখ্যাত পর্ত্তুগীজ নাবিক ভাস্‌কোডিগামা সর্ব্বপ্রথম আসিয়া উপনীত হন।

(৪) ১৬১২ খৃঃ বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক বণিক সম্প্রদায় সর্ব্বপ্রথম পশ্চিম উপকুলস্থ সুরাট নগরে একটি কুঠি নির্ম্মাণ করেন। ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কোম্পানী কর্ণাটের গিরিদুর্গের অধিপতি চন্দ্রগরির নিকট হইতে মান্দ্রাজ নগর ক্রয় করেন।

(৫) ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মান্দ্রাজ নগরে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের তৎকালীন রাজা জর্জ্জের নামানুসারে সেণ্ট জর্জ্জ নামে বর্ত্তমান দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে।

(৬) মান্দ্রাজ সহরের গৌরবের বস্তু প্রকৃতপক্ষে তিনটী—(১) মেরিনা সমুদ্রকুলে বায়ুসেবনের জন্য সুদীর্ঘ সুরম্য রাজপথ, (২) আর্টিফিসিয়াল হারবার—জাহাজ ধরিবার অপূর্ব্ব নিরাপদ স্থান, (৩) একোয়ারিয়াম সামুদ্রিক জীবজন্তুর প্রদর্শনী।

(৭) মান্দ্রাজ ডক স্থাপত্য বিদ্যার এক অদ্ভুত কীর্ত্তি। এই ডকের এক দিকে একটি প্রকাণ্ড প্রাচীর আছে। তাহা সমুদ্রগর্ভে বহুদুর পর্য্যন্ত প্রোথিত হইয়া গিয়াছে।

(৮) পার্থসারথী স্বামীর সুবৃহৎ মন্দির গ্রানাইট্ প্রস্তর দ্বারা সজ্জীকৃত। প্রতি শনিবার মহাসমারোহে পূজা হয়। ঈশ্বর স্বামীর মন্দিরও একটি দর্শনীয় বস্তু। প্রতি আষাঢ়মাসে সমারোহে রথোৎসব হইয়া থাকে।

(৯) হাইকোর্টের বাড়ী মান্দ্রাজের সর্ব্বোচ্চ। সেই জন্য ইহার চুড়া আলোকস্তম্ভরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সমুদ্রে বহুদুর হইতে রাত্রিকালে এই আলোক দেখিতে পাওয়া যায়।

(১০) মান্দ্রাজের সৈয়দাপেটা অঞ্চলের জন্য শ্রীমতী মার্গারেট্ কজিন্স স্পেসাল্ ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। ভারতে মহিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্তি এই প্রথম। সম্প্রতি শ্রীমতী জয় লক্ষ্মী কুমার বি. এ, মদনপল্লী বেঞ্চ আদালতের ম্যাজিষ্ট্রেট মনোনীত হইয়াছেন।

শক্তি।

(শ্রীমতি সুরুচি রায় বি, এ)

(গল্প)

নদীর স্থির বুকের উপর প্রভাতের প্রথম আলোকটুকুর মত হাসিতে হাসিতে মাধুরী আসিয়া বিছানায় বসিয়া পড়িয়া বলিল, "জান শক্তির বিয়ে!"

হাতের কলমটি টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া মলিনা বলিল "তাই নাকি? ভুষণবাবুর সঙ্গে? এতো আমি জানতুম, শুধু খাঁটি খবরটা শোন্‌বার অপেক্ষায় ছিলুম, এতদিন।" মাধুরী বলিল, "হ্যাঁ, এই উৎসবের সময়েও ঠিক হয়ে গেছে, আমাকে নাকি ওর আগেই বল্‌বার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আমি শুনলেই তুমিও শুনবে তাই নাকি ওর লজ্জা করছিল।"

মলিনা ফিরিয়া বলিল "এখন শক্তি কোথায়, বাড়ীতে না বেরিয়েচে কোথাও?

—হ্যাঁ, বাড়ীতেই আছে, ও কি বলছিল জান? যে এক্ষুণি তো তোমার কাছে খবর যাবে, তাই ভয়ে উপরকার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করেচে"

—"কোথায়?" বলিয়া হাসিতে হাসিতে মলিনা মাধুরির সাথে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া চলিল।

মলিনার বাড়ী এবং শক্তি ও মাধুরীদের বাড়ীর মাঝে একটি সরু পথ মাত্র, তাহাকে পল্লীপথ বা নগরপথ উভয়ের একটি না বলিয়া মাঝামাঝি একটা কিছু বলা যাইতে পারে। মলিনাদের বাড়খানি দেখিতে সুন্দর,—স্নিগ্ধ ছাইবর্ণ, কিন্তু পাশ দিয়া একটি নর্দ্দমা গিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটিকে লিখিয়া লিখিয়াও তাহারা বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে দুর্গন্ধের কটুতা দুর করিবার জন্য কিছু কিছু চুণ দেওয়াইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

দ্রুতপদে একজোড়া মেটিয়া রং-এর চামড়ার স্যাণ্ডেল পরিয়া মলিনা ও মাধুরী শক্তিদের বাড়ীর দিকে চলিল।

তখন শক্তিরা খাইতে বসিতেছে; মলিনার কণ্ঠের আভাস পাইয়া শক্তি পর্দ্দা তুলিয়া উঠান্ দিয়া একেবারে দোতালার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিল।

টেবিলে গিয়া আদ্যোপান্ত সব শুনা গেল। সকলের মুখে হাসি, সকলেরই এক কথা। কবে কাহার কিসে মনে হইয়াছিল এ ঘটনাটি সম্ভব হইতে পারে, কে আগে বলিয়াছে, কে আগে ভাবিয়াছে ইহা লইয়া হাসির ধুম পড়িয়া গেল; শক্তি তখনও নিজের ঘরে বন্দী, অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর সে টেবিলে আসিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার পর প্রশ্নের পর প্রশ্ন! ভূষণ বাবু কবে আসিবেন, তাহার নিকট সন্দেশ খাইতে হইবে, এ রবিবারে নিশ্চয়ই শক্তি তাঁহাকে আসিতে নিষেধ করিয়াছে, তাহার হাতের লেখা চিঠি আসিলে লুকাইয়া পড়িবে ইত্যাদি। শক্তি ইহার ভিতর মুখখানি রাঙা করিয়া ভাতের গ্রাস তুলিয়া যাইতে লাগিল ও কাহার পাতে মাংস পড়ে নাই দেখিয়া চট্ করিয়া উঠিয়া গিয়া মাংসের বাটি আনিয়া দিল।

বাড়ী ফিরিবার পথে মলিনার মনে হইল চারিমাসও যায় নাই তাহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এমনি করিয়া একদিন বসন্তের আগমনীর মৃদু হিল্লোলের সহিত তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, এমনি করিয়া কোকিলের গীতি তাহার হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। সেই একদিন আর আজ! সে অনেক দিনের কথাও নয়, বৎসর এখন ঘুরিয়া আসে নাই। সন্ধ্যার অন্ধকার ছায়ায় মলিনা একবিন্দু অশ্রু মুছিল, আর হৃদয়ের দীর্ঘ গুরুভার বহন করিয়া ফিরিয়া আসিল।

পরদিন রবিবার ভূষণবাবুর আসিবার দিন, কিন্তু আজ শক্তি লজ্জায়পড়িয়া তাঁহাকে আসিতে বারণ করিয়া দিয়াছে। প্রভাতে উঠিয়া মলিনা রোজ একবার করিয়া মাধুরীর নিকট যাইত; এই উদ্দেশ্যে ঘুরিয়া আসিবার সময় শক্তির সহিত তাহার দেখা হইল। শক্তির ইচ্ছা হইতেছিল একবার ভূষণ বাবু চলিয়া আসেন অথচ সে যে তাহাকে ইচ্ছা করিয়াই নিষেধ করিয়াছে। তাহার মুখ দেখিয়া মলিনার হৃদয় দুলিয়া উঠিল। সেওতো এমনি করিয়া একজনের চিঠির জন্য অপেক্ষা করিয়াছে। এখনও যে মলিনার মনে হয় তিনি দূরে কর্ম্মস্থানেই রহিয়াছেন, ছুটী আসিলে তাহাকে সকল কথা গিয়া বলিতে পারিবে; চিরদূরে যে চলিয়া গিয়াছেন তাঁহাত মনে হয় না। এই নিভৃত পান্থশালার কর্ম্মঅন্তে সে কি তাঁহার দেখা পাইবে যখন সে বলিতে পারিবে

"মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ
তোমায় করি গো নমস্কার।"

মাধুরী, মলিনা ও প্রতিবেশীগণ কোলাহল করিয়া বলিল. কি অন্যায় আজ ভূষণ বাবুর না আসা।" কল্পনা ঘরের ভিতর হইতে দৌড়িয়া আসিয়া বলিল খাইয়ে দাও শক্তিদি"। শক্তি মুখ বাঁকাইয়া বলিল "আমি কেন খাইয়ে দেব, আমাকে খাইয়ে দাও। সকলে হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল "হ্যাঁ তিনি খাইয়ে দেবেন বই কি? শক্তি অপ্রতিভ হইয়া বলিল "হ্যাঁ তাই বইকি।" ইহার পর সকলে মিলিয়া পরামর্শ হইল ভূষণ বাবুকে আজই একখানা টেলিগ্রাম করা হইলে, তিনি আসিয়া পড়িবেন আর তাহারা সন্দেশ খাইতে চাহিবে। শক্তিকে ধরিয়া টাকা বাহির করিতে গিয়া শুনিল সময় হইয়া গিয়াছে আজ আর টেলিগ্রাম পৌছিবে না।

বিকালে শক্তিদের বাড়ীর সামনের মাঠে অনেকগুলি মহিলার সমাবেশ হইয়াছে, সকলের মুখে একই কথা। কেহ বলিতেছেন "অবশেষে এই?" কেহ বলিতেছেন "কি জানি আমরা ত এমন ভাবি নি" কেহ আবার বলিতেছেন "তা আর কি হয়েছে, আজকাল দিন কাল যেমন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে একটী পয়সা উপার্জ্জন করতে হয়, তা বেশ হয়েছে।" শক্তি তখন একটী ট্রেতে সাজাইয়া চা, খাবার, মিষ্টান্ন তাহার ভাবী দেবরদিগের জলযোগের জন্য লইয়া যাইতেছে, কাহারও কথায় তাহার ভ্রুক্ষেপ নাই, যাইতে যাইতে তাহার পায়ে ইট ফুটিয়া গেল, সামনের ইটের স্তম্ভের গায়ে সে একবার পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। অন্য সময় হইলে সে দুকথা শুনাইয়া দিতে ছাড়িত না, কিন্তু আজ নিজের কথায় সে কি আর বলিবে? তাছাড়া আজইত তার চিরভিক্ষু হৃদয়ে স্নেহের সিঞ্চন দিয়া ভূষণ বাবু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,—তোমাকে অনেক সহ্য করতে হবে, কিন্তু তোমার

সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুল ফুটবে
সকল ব্যথা রঙীন হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠবে।"

আজ সকালে মলিনা যখন এই গানটীর কথাই শক্তিকে বলিতেছিল তখন সে একবার অবাক হইয়া মলিনার দিকে চাহিয়াছিল, ভাবিয়াছিল মলিনা বুঝি তাহার গোপন কথাটুকু ধরিয়া ফেলিয়াছে? সে একবারও ভাবে নাই যে মলিনার সকল ব্যথা তখনও কাঁটা হইয়া বিঁধিতেছে, কবে যে তা'

"রঙীন হয়ে উঠবে" সে ভাবিয়া কূল কিনারা পাইতেছে না। আজ যখন সে প্রাতে উঠিয়া মাধুরীদের বাড়ী হইতে ঘুরিয়া আসিয়া তার নিভৃত ঘরের কোণে তাঁরছবিকে প্রণাম করিয়া নিজের কাজ ক'রতে বসিল, তখন ঘুরিয়া ফিরিয়া তার শক্তির কথাই মনে হইতে লাগিল। যে দিন সে প্রথম কলেজে গিয়াছিল সেই দিনটির কথা আজ তাহার মনে পড়িল। সে অপরিচিত স্থানে পরিচয়হীন বলিয়া সেদিন সে শক্তিকে ডাকিয়া পরদিনের পড়াটা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তাহাতে শক্তি আচল ঘুরাইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিয়াছিল "আমি জানি না" তাহার পর কতদিন চলিয়া গিয়াছে, অদৃষ্টের দৈব বিপাকে দুজনকে আজ ৮।৯ বৎসর ধরিয়া একই স্থানে কাটাইতে হইয়াছে। মলিনা যে সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিল তাহা নয়। মলিনার কোমল প্রকৃতি হইতে তখনও তাহার গভীর রেখা মুছিয়া যায় নাই। তাহার পর কত কাজেই সে দেখিয়াছে শক্তির শক্তি নাম সার্থক। দৌড় ধাপে, খেলার মাঠে, সঙ্গী মহলে, বিপরীত বর্ণযোজনায় তাহার শক্তি নাম সার্থক। কোনো দল বাঁধিতে হইলে শক্তি গিয়াছে আগে; কোনো সুনাম অর্জ্জনের প্রয়োজন হইলে শক্তি গিয়াছে সকলের প্রথম, কোনো অন্যায়ের প্রতিকার হইলে শক্তি দাঁড়াইয়াছে সাম্‌নে। মলিনা একবার কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল "তুমি চাঁদ সুলতানা হইলে বেশ হইত।" শক্তি রাগিয়া বলিয়াছিল "হাঁ যত মারামারি কাটাকাটি আমারই পোষায়"।

ইদানীং মলিনার জীবনের উপর দিয়া দুঃখের ধারা বহিয়া গেলে মলিনা চাহিয়া চাহিয়া দেখিত শক্তির তেজোদীপ্ত মুখখানি কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছে। তাহার মনে হইত কোনো লেখক যদি শক্তিকে দেখিতেন তাহার আর একখানি "বিন্দুর ছেলে" "পণ্ডিত মশায়" বা "বামুনের মেয়ে" রচিত হইয়া যাইত। পক্ষান্তরে সে, শক্তি, রেখা, কল্পনা, সুলেখা ও পাড়ার আর আর মেয়ে মহলে যখন শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের লেখার কথা তুলিয়াছিল শক্তি মুখ বাঁকাইয়া বলিয়াছিল 'শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের ছোটলেখা গুলি ভাল, বড় লেখাগুলিতে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।" মলিনার নীরব চিন্তা ছুটিয়া গিয়াছিল সেই এক জনের কথায় একদিন শরতের "পরিণীতা" "দত্তা" পড়িয়া কেহ বলিয়াছিল "কি সুন্দর বই গুলি লিখেছেন।" দত্তার মত কি কেহ মলিনাকে দেখিয়াছে? মলিনার বৌদি যখন ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, "বিয়ে কর্বেন কবে" তরুণের মুখ লাল হইয়া গিয়াছিল বলিয়াছিল' বৌদি খাওয়াব কি? আপনি আড়াইশো টাকা আমাকে দিন এক্ষুনি কর্‌চি; তরুণের ইচ্ছা হইয়াছিল এমনি সুন্দর সজ্জিত গৃহে মলিনাকে আনিবে যেখানে আসিয়া তাহার মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিবে। মলিনা জানাইতে চাহিয়াছিল তিনি সঙ্গে থাকিলে তাহার দারিদ্র্য কিছু ভয় নাই, তরুণ তাহা উপেক্ষা করিয়া বিলেত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, মলিনাও আর কিছু বলে নাই পাছে তিনি কিছু মনে করেন। শক্তি আজ সব সঙ্কোচ উড়াইয়া দিয়া লোকের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভুষণকে সম্পত্তি দিয়াছে আর স্নিগ্ধ হইয়াছে তাহার দৃষ্টি, শান্ত হইয়া গিয়াছে তাহার মূর্ত্তি। দূরে সকালেই বালিকাবিদ্যালয়ের বালিকারা গাহিল

"আমার সকল জীবন সফল তখন
আসন যখন তুমি লও"
সকল কর্ম্ম হয় যে ভাল
(তাতে) তুমি যখন প্রীতি ঢালো।"

বিকালে মেজবোন রমলার ঘরে গিয়া মলিনা দেখিল রমলা ও রেখা বসিয়া সেলাই করিতেছে ও শক্তির বিবাহের কথাই গল্প করিতেছে। মলিনাকে দেখিয়া রমলা বলিয়া উঠিল "জান রেখা কি বলছিল"? মলিনা বলিল "কি"?

রেখা একরাশ কাল কাল কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের আড়ালে মুখ লুকাইয়া ফেলিল। রমলা বলিল "ওরা জেনে শুনে ইচ্ছে করেই কর্‌চেন যেই যা বলুক না কেন ওরা তা জানেন"। মলিনা মৃদু হাসিল মাত্র আর বলিল বড় হয়ে লোকে যখন কিছু করে তখন কি না ভেবে চিন্তেই করে? রেখা হাসিয়া বলিল, রমলাদি গীতির বিষয় তুমি কি বলছিলে"? রমলা বলিল, হাঁ দেখনা বিয়ে হবে শক্তির গীতি লজ্জায় লুকিয়ে মরে, সে মোটে শক্তির কাছে লজ্জায় এগুতেই পার্‌চে না। সকলে মিলিয়া হাসিয়া ফেলিল, গীতির সুন্দর স্নিগ্ধ ফুল্ল মুখখানি সকলের মনে পড়িল, আর মনে পড়িল তাহার গান—

"আমায় বাঁধবে যদি কাজের ডোরে
কেন পাগল কর এমন ক'রে"?

রমলা বলিল "গীতিকে ঠাট্টা করতে হবে"। পরদিন সকালে উঠিয়া মলিনা যখন শক্তিদের বাড়ী গিয়াছে তখন দেখিল রেখা ও কল্পনা সেখানে, নাম করিতে করিতে সুলেখা আসিয়া উপস্থিত হইল, আর বলিল বাবারে! কতদিন যেন বেঁচে থাকতে হবে। পারিনা আর! শক্তি বলিল "দেখো তুমি তোমার বাবার আয়ু পাবে"। শান্ত স্নিগ্ধ সুন্দর চেহারাখানি তার পরণে সাদা থান, হাত দুখানি খালি, মাথায় একরাশ কাল কাল কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। আজ দুই বৎসর হইল সুলেখার সাঁথির সিন্দুর মুছিয়া গিয়াছে। অবিনাশ বাবু বাঁচিয়া থাকিতে তাহাকে একাকী কোনো

কষ্ট করিতে দেন নাই; আজ একাকী সংসারে সে একটী পুত্র ও একটী কন্যা লইয়া রহিয়াছে। অবিনাশ বাবুরই এক বন্ধুই মধ্যে মধ্যে তাহার তত্ত্বাবধান করিয়া যান। মলিনার মনে পড়িল তরুণের মৃত্যুসংবাদ যখন আসিয়াছিল সুলেখাই আসিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়াছিল, আর আজ শক্তির বিবাহসংবাদে সেই তাহাকে সুন্দর করিয়া সাজাইবার জন্য নূতন প্রণালীতে অনন্ত গড়াইবার প্রস্তাব করিতেছে।

সন্ধ্যায় একাই শক্তি ভাবী দেবরদের চা খাওয়াইল, সঙ্গে লইল ছোট দুটি বোনঝিকে পাড়ার মেয়েরা উঁকি ঝুঁকি দিয়া দেখিল, মাধুরী হাসিল, মলিনা দেখিল শক্তি ক্ষিপ্রগতিতে রান্নাঘরের শিকল খুলিয়া গরম জলের কেটলি লইয়া খাবার ঘরের দিকে চলিয়া যাইতেছে। মলিনা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "সখীদের দরকার আছে কি? মাধুরীত প্রিয়ংবদা আছেই, আমি অনুসূয়া হতে পারি"। শক্তি হাসিতে হাসিতে বলিল "আমি সব ঠিক করে রেখেছি"। দুই চারি সপ্তাহ পূর্ব্বেও উৎসবের দিন এমনি করিয়া শক্তি পাড়ার মেয়েদের সঙ্গিনী জুটাইয়া উৎসবের রান্না রাঁধিয়াছিল, তখন সবে ভূষণ বাবুর বীণার ঝঙ্কার শক্তির কাণে পৌঁছিয়া তাহার হৃদয়ে সুরের হিল্লোল তুলিয়াছে। দেবরদের চা পান করাইয়া, একটী বোনঝির চোখের ব্যাখ্যা করিয়া আর একটী সঙ্গিনীর ঘটকালী সুরু করিয়া, শক্তি দেবরদের গেট পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া আসিল। রমলা, রেখা, মলিনা নিকটেই বেড়াইতেছিল, রমলা বলিল "এক বৎসর দেরী করবে? তার আগে হয়ে গেলেইত ভাল হ'ত"। রেখা বলিল সত্যি। মলিনার নিকট শক্তি বলিয়াছিল ভূষণ বাবু তাহার বর্ত্তমান চাকুরীটি ছাড়িয়া দিয়া ব্যবসায়ের চেষ্টা করিবেন এইজন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন, তাই এক বৎসরের পূর্ব্বে তিনি সুবিধা বোধ করিতেছেন না। মলিনা আপন অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া বলিল কেন তার আগে তোমার যা আছে আর তাঁর যা আছে তাই মিলিয়ে হয় না? আমাদের দেশে চাকরীর যে অদৃষ্ট, তার জন্য ভাবতে গেলে আর কোন দিনও ভেবে শেষ করা যায় না। শক্তির মনের মত কথাটা হওয়াতে সে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিল "আমি সে কথা কি করে ওঁকে ব'লবো তোমরা যদি বলত হয়"। মলিনার মনে হইয়াছিল তাই করিয়া দেখিবে আর মনে হইয়াছিল শক্তির শক্তি নাম সার্থক, তাহার অব্যর্থ শক্তি, তাহার দ্বারা কোন কাজ হইবে আর ঠিক জায়গাটিতেই সে বলিতে পারিত। এই সকল সংবাদ গোপন থাকে না। ওপাড়ার কালীমাসী ও এ পাড়ার স্নেহমাসীমা সংবাদ শুনিয়া বালিকাদের মহলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্নেহমাসীমা সস্নেহ হাসি হাসিয়া বলিলেন "তা বেশ হয়েছে" আর মাধুরী প্রস্তাব করিল স্নেহমাসীমার ভাইএর দোকান হইতে একসেট আসল চায়না টিসেট্ আনিয়া শক্তিকে উপহার দিবে স্নেহ-মাসীমাও তাহাতে সায় দিল। ওপাড়ার কালীমাসী কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা শুনিয়া বলিলেন ভাবিনাই শক্তির আবার বিয়ে হবে। সকলে কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? ওকে দেখেত মনে হয়নি ও আবার বিয়ে করবে"। সকলে হাসিয়া ফেলিল আর সকলেরই মনে হইল তরুণের মৃত্যু সংবাদ আসিলে, তিনি যখন জানিতে পারিয়াছিলেন চারি বৎসর ধরিয়া প্রাণপণ চেষ্টার পর তরুণ হঠাৎ অকালে মারা গিয়াছেন তিনি পাড়ার লোকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন "এরা এত লেখাপড়া শিখেছে তবুও ঠিক থাকতে পারে না"। আজ শক্তির বিবাহ সংবাদে ভয়ে কেবল এইটুকু বলিলেন "ওযে আবার বিয়ে করবে তাত ভাবিনি"। কালীমাসীর নিজের কুলীনের ঘরে জন্ম না হইলেও অদৃষ্টটি কুলীনের মতই ছিল ছোট বড় সকলকে চিঠি লিখিয়াও আজ পর্য্যন্ত তিনি কালী মাসীই রহিয়া গেলেন।

বিকালে সুলেখার নিকট শুনা গেল পল্লীর সকলেই এ বিষয় ভালমন্দ অনেক আলোচনা করিতেছেন। মেয়ে মহলে হাসি ঠাট্টা চলিতেছে, পুরুষমহলে সকলেই ইহা গম্ভীরভাবে আলোচনা করিতেছেন, কেবল একজন স্নিগ্ধ প্রীতিহাস্যে বিচক্ষণ বৃদ্ধ সংবাদ শুনিয়াই শক্তিকে তাঁহার প্রীতির চিহ্ন দুইটি গোলাপ ফুল পাঠাইয়া দিয়াছেন। অপর সকলে বলিতেছেন তাইত কি হল? মহিলামহলেও অনেকে বলিতেছেন শক্তির এত অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে। একথা যে একেবারে ভিত্তিহীন ছিল তাহাও নয়। শক্তি এতদিন যাহাকে সামনে পাইয়াছে সমালোচনার বিদ্রূপ ভ্রুকুটিতে উড়াইয়া দিয়াছে, কাহাকেও পরোয়া করে নাই। সে যে এমন করিয়া ধরা পড়িবে তাহা সে নিজেই কল্পনা করিতে পারে নাই। যেস্থানে সে গিয়াছে তাহার সহিত বাহিরের কাজ কর্ম্মের সার্থকতা অনুসরণ করিয়াছে, প্রথম স্থান না পাইলে অপ্রতিহত তেজে সে ফিরিয়া আসিয়াছে। আজ যখন শক্তির এই আকস্মিক বিবাহসংবাদে সমালোচনার এক ঝটিকা উঠিল তখনও শক্তি দুই হাতে কর্ণ চাপিয়া সেই ঝটিকার ভিতর দিয়া বালিকাবিদ্যালয়ের বারান্দাখানিতে তাহার দৈনিক কাজে চলিয়া গেল। মলিনা কার্য্যান্তরে বালিকা বিদ্যালয়ে গিয়াছিল, দেখিল শক্তি তাহার সহায়তা করিবার জন্য তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। মলিনা ফিরিয়া দেখিল সে তেজোদীপ্ত

মুর্ত্তি কতকটা স্নিগ্ধভাব ধারণ করিয়াছে, ফিরিবার পথে মলিনা যখন শক্তিকে সিঁড়ির উপর রাখিয়া চলিয়া আসিল তখন শক্তি গুণগুণ করিয়া গান গাহিতেছে, আর দুপুরের রৌদ্রের প্রখরতা যখন তীব্রতা দিয়া সকলকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছে তখন মলিনা শুনিল শক্তি বালিকা বিদ্যালয়ের অর্গানের সহিত তাহার নবস্নিগ্ধ কণ্ঠের সুর মিশাইয়া গাহিতেছে

"করিনা ভয়, তোমারী জয় গাহিয়া যাব চলিয়া
দাঁড়াব আসি তব অমৃত দুয়ারে হে প্রভু।

পেত্নীর বিদায়।

সধর্ম্মব্রত শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, সাহিত্য ভূষণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কেহ বলিলেন, দেখো ব'লে রাখলাম ঐ বউটার দুর্গতির সীমা থাকবে না। বিনাদোষে এদের পৃথক করে দিলে গা! মনের গুণে ছেলে পিলে কিছুই হলো না, আর হবেও না! তাছাড়া গ্রামের যত বদমাইস ছেনাল মাগীদের সঙ্গে তেনার প্রণয়! ঐ যে তিনি ও বাড়ীর বড় ঠাকুরঝি মাতঙ্গিনী দেবীকে পেয়েছেন উনিই তেনার ভিটেয় ঘুঘু চরাবেন। উনি মাতি বামনী মাতঙ্গিনী, উনি না করতে পারেন এমন কাজ জগতে নাই।

অন্যজন বলিলেন ঐ মাতি বামনীই তো পরামর্শ দিয়ে একাজ করালে। তাছাড়া মাতি কি কেবল এদের এই ঘরটা প্রথম ভাঙ্গলে! ঐ ও পাড়ার কায়েতদের বড় কর্ত্তার ঘরটা ঐ ভেঙ্গেছে, বড় কর্ত্তার নাতীটাকে কুলের বার অবধি করে দিয়েছে। ঐ শশি সদগোপদের ভাইয়ে ভাইয়ে মামলা লাগিয়ে দিয়েছিল! এদেরও কি মামলা মকর্দ্দমা না লাগাবে মনে কর্চ্ছ? তবে বিষ্ণু চালাক ছেলে, সে মামলা মকর্দ্দমায় ঘেঁসবে না। ওরে বাপরে! মাতির আজ কাল গল্প কি, হাসি কি, মাতি এখন ছোট বউয়ের কাছে রোজ বিকেল বেলা সহরে যায়, সন্ধের সময় একটি পুঁটুলী হাতে হাতে করে বাড়ী আসে! আমার সদর দরজা হ'য়ে যায় তাই দেখতে পাই।

অন্যজন বলিলেন—বিষ্ণু কিছুতেই পৃথক হ'তে রাজী হয় নেই। কিন্তু বউটা আসল ছোট লোকের মেয়ে, ছোট লোকের মেয়ে না হ'লে কি কখনও অমন ছোট নজর হয়! মনের মধ্যে অত হিংসা দ্বেষ পুরে রাখে। হতভাগীর পয়সা খাবে কে তার ঠিক নেই! ত'বে বাছাধন যতই করুন ওঁর কখনও ভাল হবে না। ঐ যে রামপদ কি বড় বউ বিষ্ণুকে শাপ অভিশাপ কিছুই দিচ্চে না, দুঃখ করছে না, চোখে জল ফেলছে না, ভুলেও ওদের নিন্দে করছে না, ঐ গুলি হলো বিষম ব্যাপার! আমার বাবা বলতেন—"কেউ কারো অনিষ্ট করলে সে যদি তার ইষ্ট করে, কেউ, করো মন্দ করলে সে যদি তার ভাল করে তাহলে সেই অনিষ্টকারীর, সেই মন্দকারীর ভারি অকল্যাণ হয়। পরস্পর ঝগড়া করলে পরস্পরের দোষ গুণ কেটে যায়।" ওঃ কলিকালে আরো কত রকমই দেখবো! ঐ বিষ্ণু ছেলে বেলা থেকে যে রকম ভাল ছেলে ছিল, বড় ভাইকে বড় ভাজকে যে রকম ভক্তি শ্রদ্ধা করতো, তাতে মনে হয় নেই যে, বিষ্ণু কোন দিন ভাই ভাজের সঙ্গে পৃথক হ'বে! ঐ বিষ্ণু ভাইঝির বিয়েতে দশ হাজার টাকা খরচ করেছে, গ্রামের লোক জনকে পাঁচ দিন সমানে খাইয়েছে, তাছাড়া পুজা আশ্রয়ে লোক জনকে বেশ ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রে খাওয়ায় দাওয়ায়! কিন্তু তেমন লোক, যথার্থ রামের ভাই লক্ষ্মণ আজ ছোট লোকের মেয়ের সংস্পর্শে দশের কাছে ছোট হয়ে গেল, তাতেই লোকে বলে দর্জ্জাল মেয়ের অসাধ্য কার্য্য জগতে নেই, মেয়ে ভাল হ'লে লোকের সোণার সংসার হয়, আর মেয়ে দুষ্ট হ'লে সংসার ছারেখারে যায়! এও দেখো ওদের সংসারটা ছারখার হ'য়ে যাবে!

বিষ্ণুপদ বাবু নিজগ্রামের অনুবর্ত্তী কোন একটি সাবডিবিজানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল। গ্রাম হইতে আদালত এক মাইল রাস্তা, তিনি নিজের বাড়ী হইতে জুড়িগাড়ী করিয়া প্রত্যহ আদালত গমনাগমন করিতেন। তাঁহারই ইচ্ছা ও অর্থব্যয়ে গ্রাম হইতে আদালত পর্য্যন্ত একটি পাকা রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। তিনি সাবডিবিজন-সহরের মিউনিসিপালটির চেয়ারম্যান, ডিষ্ট্রিক্ট ও লোকাল বোর্ডের মেম্বার, গ্রামের প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ। তাঁহার যত্নে সহরে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, পাবলিক লাইব্রেরী, চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারী এবং হাঁসপাতাল, তাঁহার গ্রামেও তাঁহার যত্নে ও অর্থব্যয়ে একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, একটি টোল বেশ ভাল ভাবে চলিতেছে।

ক্রমশঃ

বাঙ্গলার কুলবধু।

শ্রীকুঞ্জবিহারী মিত্র।

এঁরা বাঙ্গলার কূলবধু

আহা লজ্জানত মুখ খানি রাখে ঘোমটায় ঢাকি শুধু।
শ্বশুর ভাসুরে দেখিবে এ মুখ ওমা সেকি গো লাজের কথা
সে জাতির মাঝে আছে এ চলন কি বেহায়া নারীরা সেথা
ভেবেও পায়না তাদের কাছেতে কেমনে খুলিবে মুখ
"হার্টফেল" করে মরে যাবে সবে ভাবতেই কাঁপে বুক।
একজন হ'ল স্বামীর পিতা কেউবা তাহারই ভাই
তাদের সামনে ঘোমটা দেবেনা পথেতে দেবেকি ছাই?
বাড়ীতে এরা থাকেন হইয়ে সরমজড়িত বল্লরী।
বাড়ীর বাহিরে পা দিলেই দেন রূপের উৎস ছাড়ি।
নিজেদের ছোট গণ্ডীর মাঝে রাখেন এরূপ ঢাকি
বিশ্বের জনে আপন করিতে ওমারের প্রিয় সাকি।
রেলের গাড়ীতে উঠিলে এদের ঘোমটা উড়িয় পড়ে।
থাকে বলে শুধু রেল বাবু আর ছাপরার পানী পাড়ে।
তাদের দেখেকি ঘোমটা টানিয়ে অমন সাধের চুল।
খারাপ করিয়ে রূপহীনা হবে ধারণাটাও যে ভুল।
পাড়া পড়শীর কাছে ইঁহাদের লজ্জায় হেট মাথা
ঢাকা চাটগেয়ে ফিরিঙ্গাসনে হেসে হেসে কন্ কথা।
লজ্জা কিসের এদের কাছে এরা সাত পুরুষের কে!
আত্মীয় কুটুম নয়ত কেহই বেহায়া বল্‌বে যে।
সে কালের সব বধূদের মত লাজুক ইহারা নয়।
বাধ্য হইয়ে শ্বশুরের গৃহে ঘোমটা টানিয়ে রয়।
লজ্জায় নয় নিন্দার ভয়ে মাথায় রাখে এ ভার
না হলে জগতে কারেও ডরেনা শ্বশুর ভাসুর ছার।
বধূকুল এতে লেখকের প্রতি হয়োনা খড়্গা হস্ত
রক্ত আঁখীর চাহনী দেখিয়ে বদ্ধ হইল হস্ত।

গোবৰ্দ্ধন মেশিন-প্রেস্ ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd. No. C. 1106

মজলিস

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [২৬শ সংখ্যা

১৩৩১ সাল, ২৫শে মাঘ শনিবার, নগদ মূল্য ৫১০ পয়সা।

সম্পাদক—শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম, এ, ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার

মজলিস কার্য্যালয় - ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস' বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি,আই, ই, (কাশীমবাজার) মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর),রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ,আর, সি,আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর-আসাম), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজ কুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্ব্বেল প্যালেস), শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্তপ্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি-এল, জমিদার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার, (ঢাকুরিয়া), শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত জগতপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার ব্যারাকপুর, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ সত্ত্বাধিকারী (ইলিয়ট এণ্ড কোম্পানী), শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নলীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার' শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলীনীরঞ্জন সরকার এম,এল, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে, জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র নাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি (সত্বাধিকারী মেসার্স অব্ ডিগনাম এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলী), শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লালপুর),— শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি এস. শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং), শ্রীযুক্ত হরিধন নাগ (ম্যানেজার বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া), কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়) শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি রঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্তপঞ্চানন সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, শাঁখারিটোলা শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুর্খা কৌন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার (পটলডাঙ্গা হাউস) ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার পাথুরিয়া ঘাটা।

মজলিস-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইলে মাসিক বা বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

শিরোরোগের মহৌষধ

গুণে অদ্বিতীয়, গন্ধে অতুলনীয়। কেশের অকাল পক্কতা নিবারণ করিয়া কেশ কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ ও কুঞ্চিত করে। ১ শিশি ১৲ ৩ শিশি ২৸০ ৬ শিশি ৫৲ ১২ শিশি ৯৸০ টাকা এক গ্রোস ১০৮৲ টাকা। ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

সুরবল্লী কষায়।

রক্ত-দুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লী কষায় সেবনে রক্তের যাবতীয় দোষ নষ্ট হয়। শরীরে নূতন রক্ত উৎপন্ন হইয়া কান্তি, পুষ্টি ও লাবণ্য বর্দ্ধিত করে। এই সালসা সকল ঋতুতেই সেবন করা যাইতে পারে। আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও সেবনে বাধা নাই।

১ শিশি ১৸০ ৩ শিশি ৩৷৹ ১২ শিশি ১৫৲ টাকা।

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সি, কে, সেন কোং লিমিটেড

প্রতিষ্ঠাতা।

কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন।

২৯ কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বর্গীয় কবিরাজ

গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের

আয়ুর্ব্বেদীয়

চিকিৎসালয়, ঔষধালয় ও বিদ্যালয়

৯১নং কুমারটুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তদীয় সুযোগ্য পৌত্র

বৈদ্যমহোপাধ্যায়

কবিরাজ শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন

বিদ্যাভূষণ, কাব্যভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকর ভিষক্‌ভূষণ দর্শননিধি কর্ত্তৃক সুপরিচালিত।

এখানে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত, তৈল, বটীকা, অরিষ্ট প্রভৃতি সদাসর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধাদি শাস্ত্রসম্মত ও বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত হয় বলিয়া মূল্যও অধিক। ব্যবহার করিলেই ঔষধাদির গুণ সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অল্প মূল্যের ঔষধ বিক্রয় করিয়া জনসাধারণকে প্রতারিত করা হয় না। দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়।

কাণমলার কৈফিয়ৎ !

মাদ্রাজের তাঞ্জোর ষ্টেশনে—স্বামীনাথ আয়ারের পুস্তকের দোকান। ডাক্তার ম্যান্‌সন্‌ সাহেব একদা একখানা খবরের কাগজ কিনিবার জন্য সেই দোকানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দোকানদার আয়ার নাকি তখন পিছন ফিরিয়া কি পড়িতেছিল। সাহেব কাগজ লইয়া আয়ারের হাতে একটা সিকি দিলেন। কিন্তু অসভ্য দোকানদার উঠিয়া দাঁড়াইল না। সে বসিয়া বসিয়াই—কাগজের দাম বাদে বাকি পয়সা ফিরাইয়া দিবার জন্য বাক্স খুঁজিতে লাগিল! তখন সাহেব বিনয় নম্র স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি বসিয়াই থাকবে? পয়সা আনিতেও উঠিয়া দাঁড়াইবে না? তবুও বেকুব লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইল না! কাজেই সাহেব দুই আঙুলে সেই অসভ্য দোকানদারের কাণ দুইটা ধরিয়া বলিলেন—"ওরে হতভাগ্য! উঠিয়া দাঁড়াও।" এই সঙ্গে মৃদুভাবে সাহেব লোকটার অঙ্গে সবুটচরণের কিঞ্চিৎ মোলায়েম পদাঘাতও করিলেন!

দোকানদার লোকটা কিন্তু বেজায় বেরসিক। সাহেবের সদুদ্দেশ্য সে বুঝিল না। আদালতে গিয়া নালিস করিল—"সাহেব আমার কাণ মলিয়া দিয়াছে, আমায় লাথি মারিয়াছে!"

বিচার আরম্ভ হইল। সত্যবাদী সাহেব—কথাটা অস্বীকার করিলেন না। হাকিমের কাছে বলিলেন—হাঁ। লোকটাকে শিষ্টাচার শিখাইবার জন্য আমি তাহার কাণ দুটা ধরিয়াছিলাম। তবে যে ভাবে পদাঘাত করিয়াছি বলিয়াছে, সে ভাবে আমি পদাঘাত করি নাই। সে বসিয়াছিল, আমি তাহাকে দাম দিতে গিয়াছিলাম, হয়তো সেই সময় তাহার কর্ম্ম কঠিন কুৎসিত অঙ্গে,—আমার কোমল চরণ ঠেকিয়া গিয়াছে! কিন্তু আমি তাহাকে পদাঘাত করি নাই।

হাকিম সাহেব আসামীর কথা প্রণিধান করিলেন। বাস্তবিক সাহেবের মনে ত কোন কুভাব ছিল না। তাই হাকিম রায় দিলেন আসামীর কাযটা একান্ত প্রয়োজনীয় না হইলেও ক্ষতিকর নহে। মানুষকে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপায় আছে। সেই জন্য যখন কাহারও কাণ ধরিয়া টানা হয়, তখন তাহাকে কোন ক্ষতি হয় না। কাণমলাটাকে অপমান মনে করাও যায় না। আসামী ফরিয়াদীকে যে পদাঘাত করিয়া ছিলেন, সে এতই মৃদুভাবে যে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। যদিআসামী ২।৩ বার পদাঘাতই করিয়া থাকেন, সে ফরিয়াদীকে অপমনা করিবার জন্য নয়, সে যাহাতে উঠিয়া দাঁড়ায় এবং ভদ্রলোকের মত নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করে—সেই জন্য।

সুতরাং বিচারে আসামী বেকসুর খালাস।

কিন্তু অজবুক ফরিয়াদী—উপকারী সাহেবকে চিনিয়াও চিনিতে পারিল না। দায়রা জজের কাছে আপীল করিল।

আপীল অবশ্য দায়রা জজের কাছেই হইল। তিনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন—ম্যাজিষ্ট্রেটের বিশ্বাস স্বামীনাথকে অপমানিত করিবার জন্য ডাক্তার সাহেব কোন কাজ করেন নাই। বিশেষতঃ ডাক্তারের স্থানান্তর গমনের তাড়া ছিল, আয়ার ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ডাক্তারের গমনে বিলম্ব ঘটাইয়াছিল, অর্থাৎ ফরিয়াদী সত্বর উঠিয়া ভদ্রলোকের মত, ডাক্তারের প্রাপ্য মিটাইয়া দেয় নাই। তবে ডাক্তারের যে কোন গুরুতর কার্য্যের ক্ষতি হইয়াছিল এমন কিছু প্রমাণও পাওয়া যায় না, সুতরাং আয়ার যদি তাঁহার যাত্রায় বিলম্ব ঘটাইয়া অথবা তাঁহার কাছে কোন অশিষ্ট ব্যবহারও করিয়া থাকে, তজ্জন্য কাণ মলার জন্য ডাক্তারের অপরাধ একেবারে

মুছিয়া ফেলা যায় না, তবে অপরাধের গুরুত্ব হ্রাস হইতে পারে। ফরিয়াদীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ডাক্তারের বল প্রয়োগ করা ভাল দেখায় নাই! বল প্রয়োগের নিতান্ত প্রয়োজন হইলেও—যাহাতে ফরিয়াদী বিরক্ত না হয় এমন ভাবে বল প্রয়োগ করা উচিত ছিল, সুতরাং জজ—মামলার পুনর্বিচারের আদেশ দিলেন।

এইবার অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ জেম্‌সের হাতে বিচারের ভার পড়িল। তিনি সুক্ষ্মভাবে সকল কথা শুনিয়া স্থির করিলেন—আসামী যখন অতি মৃদুভাবে ফরিয়াদীকে আঘাত করিয়াছেন, তখন তাঁহার কার্য্য ঠিক অপরাধজনক মনে করা যায় না। আসামীর আচরণ- ফরিয়াদীর অনিষ্ট করিবার জন্যও নহে। ফরিয়াদীকে ভয় দেখাইবার বা বিরক্ত করিবার উদ্দেশ্যও আসামীর যে ছিল না—অত্র সন্দেহ নাস্তি। বিশেষতঃ যখন একজন সাক্ষী বলিয়াছে—আসামী যখন ফরিয়াদীকে প্রহার করিতেছিল—তখন তাহা দেখিয়া সাক্ষীর ধারণা হইয়াছিল—যেন পরিচিত ব্যক্তি পরিচিত ব্যক্তিকে সম্ভাষণ করিতেছেন—Of the nature Of a familiar friendly greeting !

অতএব আসামীর কোনও দোষ নাই। তিনি বেকসুর খালাস !

আমরাও দিব্যচক্ষে দেখিতেছি—আসামীর অপরাধ হয় নাই ; বরং ফরিয়াদীই দোষী। কেন সে বই ওয়ালা হইয়া, সাহেবকে দেখিয়া আসন ছাড়িয়া উঠে নাই ? কেন সে কালা হইয়া ধলার সঙ্গে স্বেচ্ছায় অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিল ? সাহেবের নামে নালিশ না করিয়া সে কাণমলাটা বেবাক্ হজম করিল না কেন ? সে বইয়ের দোকানটাকে কেন বাসর ঘরের আসর মনে করিল না ? তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিত—সাহেবের কাণমলা—ভগ্নিপতির কর্ণে যুবতী শালিকার মধুর কর স্পর্শ। সাহেবের পদাঘাত—প্রণয়ীর পুলকাঞ্চিত দেহে—বিপ্রলব্ধ নায়িকার মানময় পদাঘাত।

ফরিয়াদী মাদ্রাজ-বাসী, আমাদের বিশ্বাস তিনি বাঙ্গালার কোমল মাটিতে জন্মিলে অত অরসিক হইতেন না, সাহেবের নামে নালিশ করিবার তাহার সাহসও হইত না। এখন নিশ্চয়ই তাঁহার অনুতাপ জন্মিয়াছে। এই অবকাশে আমরা আমাদের বাঙ্গালী কবির একটা উপদেশ শুনাইয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতেছি—

> জানো নাকি কদাচন মূঢ় !
> কর্ণ বিমর্দ্দন মর্ম্ম কি গূঢ় ?
> কর্ণ দিবার কি কারণ অন্য,
> না যদি তা আকর্ষণ জন্য ?
> যদি বল সেটা শালী ভিন্ন,
> অপর ক'রে নয় আদর চিহ্ন ;
> তবু সাহিব যদি অল্পে স্বল্পে
> টানে, হয় তা মধুর বিকল্পে।
> অন্ততঃ নাসা রক্ষার্থে সে
> কাণমলা হয় গিলিতে হেসে।

বাঙ্গালী জানে—

> বাবা ! সে দশইঞ্চি প্রস্থে
> বিপুল বিশাল প্রকাণ্ড হস্তে—
> শূকর গো মৃগ মাংসে পুষ্ট—
> (আছে রক্ষা হইলে রুষ্ট ?)
> কর্ণাকর্ষণ অতিশয় তুচ্ছ—
> না কর সাহিব নাড়িব পুচ্ছ ;
> হুজুর হুজুর বলি জীবন মরণে,
> রব পড়ি ইন্দু বিনিন্দিত চরণে ;

অতএব মাদ্রাজী ভাই দুঃখ করিও না ; ঐ শুন কবি বলিতেছেন—

> মোরা চিঁ চিঁ ওরা জোয়ালো,
> ওরা ফর্সা মোরা কালো;
> যার কৃপাতে জীবন কাটে,
> যার গুঁতাতে পীলা ফাটে।

তাহার সঙ্গে কি বিবাদ করিতে আছে ?

> আর ডাক্তারকেও বলি—
> তুমি সত্যবাদী প্রিয় হে ! বঁধু হে !
> তব কাণমলায় কত যে মধু হে,
> বল জানিবে কেমনে মাদ্রজীটা।
> এসো বন্ধ তুমে ল'য়ে হস্ত মিঠা।

তারকেশ্বর।

(শ্রীমনোমোহন বিদ্যারত্ন)

তারকেশ্বর সত্যগ্রহ সংগ্রাম ত মিটে গেল কিন্তু সাধারণের কি লাভ হল তা ঠিক বুঝে ওঠা যাচ্ছে না। একদল বলবেন "আমরাত সিদ্ধির ডিঙ্গি প্রায় ঘাটে পাড়ি জমিয়ে দিয়েছিলুম কিন্তু মাঝখান থেকে ব্রাহ্মণ সভা "উড়ো খই গোবিন্দায়" বলতে গিয়ে সব ভেস্তে দিলে। আবার ব্রাহ্মণ সভা সমান তালে উপোর গাইবেন ভাগ্যে আমরা ছিলুম নইলে সর্ব্বনাশ হয়েছিল আর কি? এই দুই সুন্দ উপসুন্দর মাঝে পড়ে আমারা কিন্তু যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছি। আমাদের অবস্থা যথাপূর্ব্বং তথা পরং। এদিকে আবার শুনতে পাই তারক নাথের ভোগ চলে না, কমিটির বিস্তর টাকা দেনা। এই সব গুজবের সত্য মিথ্যা বেছে নিতে রীতিমত বেগ পেতে হয়। একাধিক সংবাদ পত্রে একথাও প্রকাশ যে স্বামী সচ্চিদানন্দ রিসিভার নিযুক্তর জন্য আদালতে দরখাস্ত করেছেন, কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্। এদিকে আবার মজা হচ্ছে মন্দ নয় দুই স্বামীতে খবরের কাগজে ইংরাজী ভাষায় চিঠি বাজী চালাচ্ছেন। দেখে শুনে বোধ হচ্ছে, যেন সকলের মনেই এই সদিচ্ছাটা বলবতী আছে যে বাবা তারকনাথ যদি উদ্ধার হতে ইচ্ছা করেন তবে আমার হাতেই উদ্ধার হোন, নতুবা তিনি অনায়াসে গোল্লায় যেতে পারেন। হায়রে স্বামী! হায়রে ভক্ত!! আর হায়রে হিন্দু!!! দেখে শুনে হাসির চেয়ে কান্নাটাই বেশী পায়।

আর এইযে মুক্তি ফৌজের দল হাটে, বাজারে, পথে, ঘাটে, গাড়ীতে ষ্টেসনে এমন কি বাড়ী পর্য্যন্ত চড়াও হয়ে টাকা পয়সা কাপড় চোপড় ভিক্ষা করলে তার একটু হিসাব নিকাশ এপর্য্যন্ত হল কি? এই ধর্ম্ম সংগ্রামে সাধারণ হিন্দুর প্রাণ কেঁদে উঠেছিল, তাদের গায়ের রক্ত জলকরা পয়সা সেচ্ছায় হাসি মুখে ভিক্ষাপাত্রে তুলে দিয়েছে, সেই পয়সা নিয়ে কর্ত্তারা কি করলেন তা জানবার অধিকার কি সে বেচারাদের নাই? আর ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ জানাতেও কি কর্ত্তারা বাধ্য নন? এইসকল স্বদেশী ফণ্ড (National Fund) শেষে কোথায় গিয়ে নির্ব্বাণ গতিলাভ করে তা ১৯০৮ সাল থেকে বাঙ্গালী দেখে আসছে। তাই উহাতে তাদের এখন আর তত মাথা ব্যথা করেনা, কিন্তু ভয় হয় যে সত্যিসত্যি পালে ব্যাঘ্র এসে পড়বে সেদিন সাহায্যের জন্য হয়ত আর কাকেও পাওয়া যাবেনা। বিভিন্ন সভা সমিতি কর্ত্তৃক প্রেরিত অর্থের পরিমাণ মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজের মারফতে প্রচার করা হ'ত, কিন্তু তাঁরা কত টাকা আদায় করে কত টাকা পাঠালেন তা কিন্তু উহ্যই থাকত। এখন পর্য্যন্ত সত্যগ্রহ সংগ্রামের জন্য অর্থ সংগ্রহ হচ্ছে এইরূপ প্রকাশ মিট্ মাট হবার পর আবার এ চেষ্টা কেন? সত্যগ্রহ কমিটির প্রকাশিত হিসাবও খুব সুস্পষ্ট নয়। স্বামী বিশ্বানন্দ ১৫ই জনুয়ারী তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় কয়েকটী প্রশ্ন তুলিয়াছেন। যাঁরা পরের—বিশেষতঃ দশের টাকা নিয়ে নাড়া চাড়া করেন হিসাবটা তাঁদের ভাল মতই রাখা দরকার, ভিক্ষার চাল নিয়ে কি অত ছড়াছড়ি ভাল দেখায়? সত্যাগ্রহ উপলক্ষে অনেকগুলি সভা সমিতি গজিয়ে উঠে ভিক্ষেয় নেমে-ছিলেন। সকলেই কিছু ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির নন্, কোন কথা উঠবার আগেই সংগৃহীত অর্থের কড়া ক্রান্তির হিসাব প্রকাশ করা সকলেরই কর্ত্তব্য; অন্যথায় দুষ্ট কথা বলবার সুযোগ ত পাবেই! তারকেশ্বরের বর্ত্তমান অবস্থা কি সত্যাগ্রহ কমিটীর সাধারণে জানিয়ে দেওয়া উচিত। মিটমাট হয়ে যাবার পর ওখানে লোকজন রাখারই বা দরকার কি তাও জানান উচিত। লোকের মন ক্রমেই আস্থাহীন হচ্ছে, এটা ত ভাল কথা নয়?

ক,এর কতকাংশ।

শ্রীমতি দুর্গেশনন্দিনী ঘোষ।

ক, কণ্ঠ বর্ণ, ক নিয়ে কত লোকে কতই কাতর, কখনও কতই কৌতুক করে। কলির কর্ত্তা কৃষ্ণ কদম তলায় কদম্বকেলী করিতে, কত কুলকামিনীর কারণ কতই কৌতুক করিতেন। কিন্তু কলির কর্ত্রী কালী করালিনীও কিছুই কসুর করেন নাই। কেহ কেহ কালী কৃষ্ণ করিয়া কত কর্ম্মই করিতেছে।

কলিকাতায় কায়স্থ কানাই কৃষ্ণর কনিষ্ঠা কন্যা কমল কুমারী। কুঞ্চিত কৃষ্ণ কুন্তলা, কুলক্ষণা, কুরঙ্গনয়না,

কোমলাঙ্গী, কর্ম্মিষ্ঠা কুমারী। কানাইকৃষ্ণ কমল কুমারীর কর কোষ্ঠীর কারণে কত কষ্ট করিয়া কালীকে কাতরোক্তি করিতেছেন, কবে করালিনী কৃপা করিবেন।

কানাই কৃষ্ণর কঙ্কাট খানির, কতিপয় কক্ষ কত কারুকার্য্য কল্পলিত। কানাইকৃষ্ণ কিংখাপমণ্ডিত কেদারায় কপোলে করস্থাপন করিয়া ক্লান্তিদূর করিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ কাটিলে, কর্ম্মসঙ্গিনী কাদম্বিনী, কবের—কর্ম্মান্তে কামিনীনাশ কারণে কমলালেবু, কচুরি, কদমা, কাঁচাগোল্লা করে করিয়া কক্ষাগমন করিলেন।

কালক্রমে কমলার করগ্রহণ কারণে, কালাপেড়ে-কোঁচান কাপড়ে, কামিজ কলেবরে, ক্যাম্বিস ক্রমনে, কেহ কেহ কুটিরাগমন করিল। কানাইকৃষ্ণ কতই কথা কাটাকাটি করিয়া কমলার কর গ্রহণ করাইতে কটুক্তার করাইলেন। কতই কাঁকলীদ্রাক্ষা, কমলালেবু, কাঞ্চন কদলী, কেক্, কিষোনভোগ, কাঁচাগোল্লা, কালাকাঁদ, কচুরি, কালিয়া, কোপ্তা, কাবাব, কারি, কোর্ম্মা, কাট্‌লেটে কর্ম্মকর্ত্তারা কামনাপূর্ণ করিলেন।

কমলার কেশালঙ্কার, কণ্ঠহার, কর্ণাভরণ, করে করগেট, কটিদেশে কটিত্র, কৌষেয়, কণ্ঠে কাঠকুস, কপোলে কুঙ্কুম। কার্ত্তিকান্তে কুলাকুল তিথিতে, কুলবারে, কারুকার্য্য কল্পলিত কাষ্ঠাগনে, কোন্নগরস্থিত কুলীন, কৃতবিদ্য, কুস্তীর, কিরণ কুমারকে কানাইকৃষ্ণ কন্যাদান করিলেন। কুলাচার্য্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়া কল্যাণ কামনা করিলেন। কোকিল কণ্ঠী কত কেলিকুঞ্চিকা কতই কৌতুকালাপ করিলেন। কতিপয় কুটুম্বিনীরা কুটনা কুটিতেছে, কাপড় কাচিতেছে, কেশগর্ভক করিতেছে, কর্পূরী পান করিতেছে, কোলাহলে কর্ণ কর্ম্মহীন।

কন্যা কাদম্বিনী কমলকুমারীকে ক্রোড়ে করিয়া কতই ক্রন্দন করিলেন। কুলচণ্ডীকে কাতরোক্তি করিয়া কিরণ কুমার কমলকুমারী কোন্নগর। কোন্নগরে কমলকুমারী কামিনীশ কর্ম্ম করিত। কুলবধূ কমল, কর্ম্মান্তে কর্ত্রী-কাত্যায়িনীকে কালীসিংহের কাব্য কর্ণগোচর করাইত। কিছুকাল কাটিলে কমলকুমারীর কোমল ক্রোড়ে—কোমল কান্তি কিশোর ক্রীড়া করিল।

কংগ্রেস কমিটির কর্ম্মকর্ত্তারা, কখন কখন কলিকাতার কল্যাণ কল্পে কতই কাম্যকর্ম্ম করেন। কনেষ্টবলেরা কয়েদীগণের করবন্ধন করিয়া কেস্ করে।

কিশোর কিশোরীরা কবিতা কণ্ঠস্থ করিতে কর্ম্মঠ।

কলিকালে কুলীনের কৌলিন্যতা কোথায়? কেবল কামে ক্রোধে।

কামিনীরা কলহপ্রিয়া, করুণাময়ী।

কলেজ কুমারীরা, কলেজ কুমারদের কতই কুৎসা করিল, কর্ম্মসম্পাদক, কেন্দ্রে কতই কাতরোক্তি করিলেন, কিন্তু, কর্ম্মে—কদলী।

কলিকালে কত কুমারী কেরোসিনে কর্ম্মক্রিয়ার।

কেরাণীরা কাপড়ে, কেনামুর কোটে, ক্যাম্বিস ক্রমনে, কর্ম্মস্থলে কাগজেতে কালি দিয়ে কলমের ক্রিয়া করে।

কলিকাতার—কস্‌বীকুল, কলিকালের কল্পতরু! কেহবা কুৎসিতা, কেহবা কলিকা, কেহবা কলাবৎ। কতই কহিব? কেহ কেহ কলত্র ত্যাগ করিয়া, কস্‌বীর—কুহকে কতই কুকর্ম্ম করিতেছে।

করণে কপালুল করে কপটবেশী কন্থাধারীরা কপাল মানিনীর কৃত্রিম কথা কহিয়া কামিনী—কটাক্ষপাত করিতে কিছুমাত্র কিন্তু করে না।

কণাদেরা কষ্টিপাথরে কলধৌতকে কষিয়া কর্ম্মাহ করে।

কর্ণওয়ালিশের কর্ণার্জ্জুনের কীর্ত্তিত্ব কোটী কোটী কণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেছে।

কাঙ্গালদের কাতোরোক্তি কতই কষ্টকর।

কম্পোজিটার কহিলেন, কর্ত্তা আর ক কই? কর্ত্তা কহিলেন কর্ম্ম ক্রিয়ার কর।

কতই কহিব কহ কএরই কীর্ত্তন।
কলম করে করেছিলাম কএরই কারণ।
কিন্তু কই! কাপি কই! কাগজ ওযে কম,
কাজেই, কিছু কার্য্য ক'রে ক-য়া-ন্ত করিলাম।

পেত্নীর বিদায়।

সধর্ম্মব্রত শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ সাহিত্য ভূষণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অতসীবালা হাসিয়া বলিলেন—ঐ দ্যাখো পিসি মা! কথাটা যদি সত্যি হয়, ত'হলে পৃথক হওয়ার উপকার হয়েছে, আমার জায়ের সব রোগ বালাই ভাল হয়ে গেছে!

ওঁর কোন্‌কালে রোগ বালাই ছিল মা? ওঁর রোগ ভাল হতে কতক্ষণ? সবটাই ওঁর বজ্জাতি দুষ্টুমি, বড় মানুষের মেয়ে লোককে দেখানো, আহা বাপ তো বড় মানুষ কত? বাপ লাঙ্গলের বড় লোক, আটদশ খানা লাঙ্গলের চাষ করে ভাত খায়। নইলে জমিদারী নেই, বড় তেজারতিও নেই, ব্যবসা বাণিজ্য ও নেই। বাবা, ধন্য মেয়ে, কেমন রোগের ভাণ করে তা'কে গাধার খাটুনী খাটাতো গা? ছিঃ ছিঃ ছিঃ ভারি ছোট লোকের মেয়ে!

না-না-পিসিমা, ও কথা মনে করো না, রোগ বালাই ছিল বই কি! রোগ না থাকলে কি কখনও একটা লোক দিন রাত চুপ করে বসে থাকতে পারে?

ওমা এখনকার মেয়েরা পারে! সেবার সেই কলকাতা থেকে চোখে চশমা পরা, পায়ে জুতো, গায়ে জামা, পরণে বেনারসি কাপড় একজন মেয়ে লেকচার দিতে আমাদের গ্রামে আসে নেই? তিনি বারয়ারি তলার সভায় বলে-ছিলেন "আমরা পুরুষগুলোর ভোগ বিলাসের সামগ্রী নই, আমরাও মানুষ, পুরুষ গুলোকে আমরা গ্রাহ্য কর্ব্ব কেনে?" কিন্তু বাছা তাঁকে দেখে আমার মনে হয়েছিল যে, ঐ সকল মেয়ে পুরুষগুলোর খাটি ভোগ বিলাসের সামগ্রী! ওদের পুরুষ নইলে একদণ্ড চলবে না। তাই বল্‌ছি বাছা এখনকার মেয়েরা স্বামী পুত্রের সেবা কর্ত্তে চায় না, বসে বসে শুধু ভোগ বিলাস চায়! তোমার কাজ করা একটা বাই, তাই তুমি ঐরকম মনে কচ্ছ, তোমার মনের মত তুমি জগত সংসারটাকে দেখো! তবে তুমি যাই বল বাছা, পেটের ছেলের মত মানুষ হ'য়ে আজ তোমাদের সঙ্গে পৃথক হওয়া বিষ্ণুর মত মান্যমান লোকের উচিত কাজ হয় নাই; তোমার কি রামপদর চোখ দিয়ে জল পড়লে বিষ্ণুর কি ভাল হবে বাছা?

দোহাই পিসি মা! আমাদের চোখ দিয়ে জল যেন না পড়ে! ঠাকুর-পোর যেন কোন অনিষ্ট না হয়। তিনি যে, রাজা হন, তিনি সর্ব্বসুখে সুখী হন্, তাঁর যেন একশো বছর পরমায়ু হয়।

তুমি তাকে পেটের ছেলের মত মানুষ করেছ, তুমি তার মা, কারণ "কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনও নয়" বিশেষ আবার পেটের ছেলের চেয়ে মানুষ করা ছেলের উপর স্নেহ মমতা বেশী হয়।

ঠাকুরপো আমার কুপুত্র নয়! ঠাকুরপো আমার যথার্থই সুপুত্র! ঠাকুরপোর জন্য আমার শ্বশুর ও শাশুড়ীর মুখ উজ্জ্বল হয়েছে, আমার শ্বশুরের বংশ উজ্জ্বল হয়েছে, তোমার বড় ভাইপো মান্যমান হয়েছে, ঠাকুরপোর জন্যে সত্যিই আমি সুখী হয়েছি; ঠাকুরপো আমাদের কোন অনিষ্ট করেন নেই, তিনি আমাদের ভালই করেছেন।

হ্যাঁ, ভাল করেছিল বটে, কিন্তু শেষ রাখ্‌তে পারলে কই?

ভগবান করুন এখনি যেন শেষ না হয় পিসিমা! ঠাকুরপোর আমার একশো বছর পরমায়ু হোক, ঠাকুরপো আমার আরও দশটা সংকাজ করুন, ঠাকুরপো আমার রাজা হোক, লোকে যেন আমাকে রাজার মা বলে ডাকে।

অতসীবালা দেবী ক্রমাগত দেবর ও জায়ের নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া তাড়াতাড়ি স্নান সমাপনপূর্ব্বক দুঃখিত অন্তরে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সমালোচনা কারিণী রমণীগণ সকলেই একবাক্যে অতসীবালা ও রামপদর সুখ্যাতি এবং বিষ্ণুপদর ও উজ্জ্বল বরণীর নিন্দা করিতে লাগিলেন।

কেহ বলিলেন বড় বউয়ের মত অমন সতী সাবিত্রী লক্ষ্মী মেয়ে কি হয়? অমন ভাল মেয়ে আমাদের এই পরগণ গ্রামে আর একটা নেই। ওর পুণ্যের জোরে ওদের কখনও কষ্ট হবে না। ওর একটি মেয়ে, বল্‌তে গেলে এক রকম মেয়েটির রাজবাটীতে বিয়ে হইছে। মেয়েটির শ্বশুর জেলার কোম্পানীর উকিল, তিনি যে মাসে কত টাকা রোজগার করেন তার ঠিকানা নেই। আবার জামাইটিও উকিল, তারও খুব পশার। শ্বশুর বউকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে

স্বর্গে যায়, বউকে "মা" ব'লে ব.ড়ী ঢোকে, মেয়েটিও ভাল শ্বশুর শাশুড়ীকে সেবাযত্ন করে, শ্বশুর শাশুড়ীর খুব মন নিয়েছে!

কেহ বলিলেন -বড় ছেলেটি এর মধ্যে এই বয়সে ছুটো পাশ পেয়েছে, মেজ ছেলেটি এবার প্রথম পাশটা দেবে, আব ছেলেগুলি শিষ্ট, শান্ত, মুখে সব কেমন মিষ্ট কথা, আর দেখতেও যেন সোনার চাঁদ! তাছাড়া বেশ কেমন একটি মেয়ে, তিনটি ছেলে, আজ দশ বছর হলো বিয়েন উঠে গেছে। কোন ঝঞ্চাট নেই! তার উপর যেমন দেবী তেমনি দেবতা, রামপদও বেশ ভাল লোক, মাটির মানুষ, কারো সঙ্গে বিবাদ ঝগড়া নেই, কাউকে ছুটো চড়া কথা বলা নেই, শিবতুল্য পুরুষ। স্ত্রী পুরুষের মুখে মিষ্টি কথা; ওদের ভগবান ভালই কর্ব্বেন।

ক্রমশঃ।

বাঘের গান।

(শ্রীকানাই লাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

একদা এক বাবের গলায় ফুটেছিল সাদা হাড়খানি
বেচারী ব্যাঘ্র হইয়া ব্যগ্র করিতেছিল হাড় টানাটানি।
তখন সে বনে ছিল নাক কোন জানোয়ার
কোন পরামানিক কোন পোড়ামানিক কোন মুখপোড়া ডাক্তার।
তখন সে বনের তরু শিরোপরে অস্ত যেতে ছিল সূর্য্য
আর মাঝে মাঝে বাঘ ছাড়িতেছিল ডাক পনাভবি-শত তূর্য্য।
প্রলোভনে তার বক যবে হাড় নিজ গলা থেকে-বারটানি।
তখন ব্যাঘ্র হইল উগ্র কেদেখে তাহার কারদানি॥

তথ্য সপ্তক।

[শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়]

(১)

আমরা সকলেই জানি যে, গরু ছাগল ইত্যাদির চাম্ড়া দিয়া বই বাঁধান হয়। কিন্তু মনুষ্যের চাম্ড়ায় বাঁধান বইও আছে। পেরি—সহরের কারণাভেলেট্ লাইব্রেরীতে (Cernavalate Library) একখানা মানুষের চাম্ড়ায় বাঁধান বই আছে। কথিত আছে যে—ফরাসী বিপ্লবের সময় একজন বিপ্লবকারী নিহত হইয়া শত্রুর হাতে পড়ে। তাহারা তাহার গাত্রচর্ম্ম লইয়া রাজনীতি সম্বন্ধীয় একখানা বই বাঁধাইয়া লাইব্রেরীতে রাখিয়া দেয়। আশ্চর্য্যের বিষয় বটে!

(২)

রোমের কোন প্রাসাদে নাকি আর একখানি বই আছে, তাহা মর্ম্মর-প্রস্তরের। এই বইএর পাতা গুলি কাগজের মত পাৎলা।

(৩)

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সমস্ত পোষ্টাফিস্ হইতে প্রত্যহ ২,৮০,০০০০০ টিকিট বিক্রয় হয়।

(৪)

রোমের পোপের চিঠির উত্তর দিবার জন্য ৩৫ জন সেক্রেটারী আছেন। তাঁহারা গড়পড়তা রোজ ২২,০০০ চিঠির উত্তর দেন।

(৫)

ইংলণ্ডের উরশটার শায়ারের রেডিস সহরের সূচের কলে সপ্তাহে ৭,০০০০০০০ সাত কোটী সূচ তৈয়ারী হয়। আর বার্মিংহামে বারো কোটী নিব্ প্রস্তুত হয়।

(৬)

মেস্-নামক জুরিচের জনৈক লোক একটী নূতন রকম বুট জুতার বোতাম তৈয়ারী করিয়াছিল। তাহা আমেরিকার ৩০০০ তিন হাজার পাউণ্ডে বিক্রীত হইয়াছিল।

(৭)

হাওয়াইন—দেশের ভাষায় ১২টী মাত্র অক্ষর। কিন্তু টাটার—দেশের ভাষায় ২০৮টী অক্ষর।

পৃথিবী।

(১) পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৮০০০ মাইল, পরিধি ২৫০০০ মাইল, ক্ষেত্রফল ২০ কোটি বর্গ মাইল। ইহার এক চতুর্থাংশ স্থল এবং অবশিষ্ট জল। পণ্ডিতেরা কেহ কেহ বলেন, পৃথিবীর বয়ঃক্রম ২০ কোটি বৎসর আবার কেহ বলেন, ৭১ হইতে ১০২ কোটি বৎসর। পৃথিবীর বর্ত্তমান জনসংখ্যা ১৫১৭০০০০০০ জন।

(২) সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিবৎসর গড়ে পাঁচকোটি লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রত্যেক মিনিটে প্রায় ৭০ জন ভূমিষ্ট হইতেছে আর ৬৭ জন মরিতেছে অর্থাৎ প্রতি মিনিটে তিনজন করিয়া লোক বৃদ্ধি হইতেছে।

(৩) পৃথিবীতে প্রায় ছয় সহস্র বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত, তন্মধ্যে পাঁচ হাজার ভাষার একটির সহিত একটির কোন না কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে। আর এক হাজার ভাষার মধ্যে পরস্পরের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। এই স্বতন্ত্র ভাষা গুলির মধ্যে ২৫৪ আফ্রিকায়, ১২৩ এসিয়ায়, ৪১৭ আমেরিকায়, ৪৭ ইউরোপে এবং ১১৭ বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত।

(৪) পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা ঠিক বলিতে পারা যায় না। তবে মোটামুটি জানা যায়—খ্রীষ্টান ৪৭ কোটি, বৌদ্ধ ২৮ কোটি, হিন্দু ২০ কোটি, মুসলমান ২২ কোটি, ইহুদী ৮০ লক্ষ এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী প্রায় ৩৭ কোটি লোক আছে।

(৫) পৃথিবীর সমুদয় সম্পত্তি সকলকে সমভাবে বিভাগ করিয়া দিলে প্রত্যেক ব্যক্তি গড়ে ৯০৲ টাকা করিয়া পাইতে পারে। অধুনা মার্কিণ যুক্তরাজ্যেই চিরচঞ্চলা কমলা অচঞ্চলা হইয়া রহিয়াছেন।

(৬) পৃথিবীর দশজন শ্রেষ্ঠ ধনকুবের—হেনরী ফোর্ড—১১০,০০০,০০০ ; জন ডি রক ফেলার—১০০,০০,০০০ ; ডিউক অবওয়েষ্টমিনিষ্টার ৩০,০০০,০০০ ; মিঃ এণ্ড্রুমেলন ৩০,০০০,০০০ ; স্যার বেসিল্ ঝেহেরফ্—২০,০০০,০০০ ; হুগোষ্টিনেস্—২০,০০০,০০০ ; পার্শী রক ফেলার—২০,-০০০,০০০ ; ব্যারন্ এইচ মিটশুই—২০,০০০,০০০ ; ব্যারণ এইচ ইওয়াস্কী—২০,০০০,০০০ ; বরোদার গাইকোয়াড়—২০,০০০,০০০ টাকা সম্পত্তির মূল্য।

(৭) পৃথিবীতে সাতটী আশ্চর্য্য দৃশ্য আছে—(১) আগ্রার তাজ মহল, (২) ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরবর্ত্তী ব্যাবিলন্ নগরের শূন্য উদ্যান (৩) রোডস্ ও সাইপ্রাস্ নামক দ্বীপদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ধাতু নির্ম্মিত সুবৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি, (৪) চীনদেশের উত্তরে অবস্থিত বৃহৎ প্রাচীর, (৫) বিলাতের টেমস্ নদীর মধ্যবর্ত্তী রাস্তা (৬) লণ্ডনের কৃষ্টাল প্যালেস (৭) আফ্রিকার অন্তর্গত মিশর দেশের সুবিখ্যাত পিরামিড বা স্মৃতি চিহ্ন।

(৮) পৃথিবীতে প্রধানতঃ সাতটী ধর্ম্মগ্রন্থের প্রাধান্য উপলব্ধি করা যায়। হিন্দুর বেদ, মুসলমানের কোরাণ শরিফ, খ্রীষ্টানের বাইবেল, পার্শীদিগের জেন্দাবেস্তা, চীনের পেঙ্করাজ, বৌদ্ধের ত্রিপিতিকা এবং কাণ্ডিয়ানার এড্ডা।

(৯) বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে জানিতে পারা গিয়াছে যে, পৃথিবীতে প্রত্যেক বৎসর প্রায় ৪০ সহস্র বার ভূমিকম্প হয় ; তবে সকল ভূমিকম্পের কম্পন সমান হয় না।

(১০) পৃথিবীর গর্ভের শেষ সীমা পৃথিবীর উপর হইতে ৪ হাজার মাইল দূরবর্ত্তী পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধাংশ লৌহে পরিপূর্ণ।

ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে

বিজ্ঞাপন।

১৯২৫ সালের আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারী যে চন্দ্রগ্রহণ হইবে, সেই চন্দ্রগ্রহণোপলক্ষে যে সমস্ত যাত্রী হাওড়া হইতে কাশী, বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশন ও এলাহাবাদে যাইবেন তাঁহাদিগকে রিটার্ণ কন্‌সেসন (যাতায়াতের জন্য কম ভাড়ার) টিকেট দেওয়া হইবে। এইজন্য ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী যে নোটিশ দিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল ;—

আগামী চন্দ্রগ্রহণোপলক্ষে ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী হাওড়া হইতে কাশী ও বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ও এলাহাবাদ পর্য্যন্ত মধ্যম শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ কন্‌সেসন টিকেট দিবেন। একবার যাইতে যে ভাড়া (Single journey) লাগিবে তাহার উপর সিকি দিলেই এই রিটার্ণ কন্‌সেসন টিকেট পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ একপ্রস্থ ভ্রমণে যে ভাড়া লাগে তাহার সওয়া গুণ (১।০) ভাড়ায় উক্ত কন্‌সেসন টিকেট মিলিবে। আগামী ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার হাওড়া ও কলিকাতার যে যে স্থানে সিটি বুকিং অফিস (city booking office) আছে সেই স্থান হইতে এই রিটার্ণ টিকেট পাওয়া যাইবে।

১৯২৫ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী বুধবার দুপুর রাত্রের পূর্ব্বে প্যাসেঞ্জার ট্রেণে এই সমস্ত রিটার্ণ টিকেট গ্রহণকারী যাত্রীগণকে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

পাঞ্জাব কিংবা বোম্বাই মেলে যাইবার জন্য এই সকল কম ভাড়ার রিটার্ণ টিকেট পাওয়া যাইবে না।

নং ২০
হাওড়া
২৩ শে
জানুয়ারী
১৯২৫

অনুমত্যানুসারে
এন্, এ, এস্, বশু
রেট্‌স্ ও ডেভেলপমেণ্ট
ম্যানেজার

কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ মেডিকেল কলেজের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও অধ্যাপক, "আয়ুর্বেদ"-মাসিক পত্রের সম্পাদক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক, রাজ কবিরাজ

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত

রতি বল্লভ রসায়ন

যৌবন-স্বভাব সুলভ ইন্দ্রিয়চাপল্যে শরীর একেবারে অকর্ম্মণ্য হইলে অনৈসর্গিক স্বপ্ন বিকারে জীবনটি বিড়ম্বনাময় হইয়া উঠিলে, জ্বালা যন্ত্রণাময় মেহ বা পুরাতন প্রমেহে বিস্তর কষ্ট পাইতে থাকিলে, কাল বিলম্ব না করিয়া এই বিশ্ব বিখ্যাত মহৌষধ সেবন করুন—নিশ্চয় নষ্ট স্বাস্থ্য লাভে সমর্থ হইবেন।

বিংশতি প্রকার প্রমেহ নষ্ট করিতে ইহার অতি অদ্ভুত ক্ষমতা। ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করিতেও ইহার ক্ষমতা অসীম। যাঁহাদের ধাতু ক্ষীণ বা পুরুষত্ব হানির সূচনা ঘটিয়াছে অথবা সম্পূর্ণরূপে পুরুষত্ব হানি প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহাদিগের মন্ত্র শক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে।

বিগত ৩০ বৎসর হইতে এই মহৌষধ ভারতের সর্ব্বত্র সমানভাবে চলিয়া আসিতেছে।

মূল্য ১৫ দিনের উপযুক্ত দুই প্রকার ঔষধ পূর্ণ ১ কৌটা ২৲ টাকা মাত্র।

অনুপান সম্বন্ধে বিশেষ ঝঞ্ঝাট নাই, কেবল জল দিয়া খাইতে হয়।

প্রাপ্তি স্থান—

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন ভিষগ্‌রত্ন

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী, এল,এ,এম, এস্‌, এইচ এম বি

হরনাথ আয়ুর্ব্বেদ ভবন

১৭১ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিবাহ

মাঘ মাসেই দিতে চান? বেশ ত আমাদিগকে অদ্যই পাত্র পাত্রীর বিবরণ সহ লিখুন। আমাদের সন্ধানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র, রাঢ়ী, কায়স্থ ও বৈদ্য পাত্র পাত্রী আছে।

ম্যানেজার প্রজাপতি—২০৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশ্ব-বিজয়-কবচ।

যাহা বহু অর্থব্যয় সাধ্য ও অসাধ্য ছিল, সেই বিশ্ব-বিজয়-কবচ সাধারণের হিতার্থে একরূপ বিনামূল্যে মাত্র খরচ বাবদ ১।/০ আনা গ্রহণ করিয়া বিতরিত হইতেছে। এই বিশ্ব-বিজয়-কবচ শাস্ত্র অনুমোদিত ও সংশোধিত করিয়া প্রস্তুত করিতে হইলে ন্যূনকল্পে ৫০৲ টাকা ব্যয় পড়ে। এক ব্যয়ে বহু কবচ প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া ১।/০ আনা।

ইহা ধারণে এক সপ্তাহের মধ্যে সর্ব্ব রকম বিপদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। পুরশ্চরণসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মন্ত্রশক্তি ও দ্রব্যগুণের অপূর্ব্ব সম্মিলন বিশ্ব বিজয় কবচ। ভক্তি সহকারে সাধ্যমত পূজা মানসিক করিয়া মন্ত্রপূত বিশ্ব-বিজয় কবচ ধারণে মকর্দ্দমায় জয়লাভ, চাকরী প্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্যলাভ ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি, শত্রুদিগকে বশীভূত করা ও পরাভূত, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, কালাজ্বর প্রভৃতি মহামারীর হাত হইতে আত্মরক্ষা ও অকালমৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ অনায়াসে করা যায়। ইহা ধারণে অর্শ, অম্ল, স্বপ্নবিকার, আমাশয় সারে, বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়, মৃতবৎসা দোষ যায়, সুখপ্রসব হয়, নষ্ট সম্পত্তির পুনরোদ্ধার, বেশ্যাশক্ত-স্বামী স্ত্রী-অনুরাগী, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সর্প-দংশন নিবারণ হয়। প্রদর, বাধক, মৃগি, মূর্চ্ছা, ভূত প্রেত, পিশাচ, উন্মাদ, চোর, ও অগ্নিভয় হইতে রক্ষা পাইবার বিশ্ব-বিজয় কবচ ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ। ইহা ধারণে কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন হয় এবং অতি দরিদ্র ব্যক্তিও ধনবান হইয়া থাকেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ শিখ, পাঞ্জাবী আপামর সাধারণ ভারতবাসী, রাজা, মহারাজা, শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই কবচ ধারণ করিয়া প্রতিদিন অভাবনীয় ফললাভ করিতেছেন।

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান—"যোগমায়া আশ্রম" বৈদ্যনাথ ধাম, দেওঘর পোঃ, সাঁওতাল পরগণা।

গোবৰ্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C. 1116

মজলিস

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [২৭শ সংখ্যা

১৩৩১ সাল, ২রা ফাল্গুন শনিবার, নগদ মূল্য ৵১০ পয়সা।

সম্পাদক—শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম, এ, ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস কার্য্যালয় ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস' বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি,আই, ই, (কাশীমবাজার) মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর),রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ,আর, সি,আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর-আসাম), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজা কুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্কেল প্যালেস), শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্তপ্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি-এল, জমিদার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার, (ঢাকুরিয়া), শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত জগতপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নলীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার' শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলীনীরঞ্জন সরকার এম,এল, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দে, জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলী), শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লাভপুর). শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি এস. শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং), শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া), কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়) শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি রঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্তপঞ্চানন সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, শাঁখারিটোলা, শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুখাঁ কৌন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার (পটলডাঙ্গা হাউস) ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার পাথুরিয়া ঘাটা।

মজলিস-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইলে মাসিক বা বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

শিরোরোগের মহৌষধ

গুণে অদ্বিতীয়, গন্ধে অতুলনীয়। কেশের অকাল পক্কতা নিবারণ করিয়া কেশ কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ ও কুঞ্চিত করে। ১ শিশি ১৲ ৩ শিশি ২৷৷৹ ৬ শিশি ৫৲ ১২ শিশি ৯৷৷৹ টাকা এক গ্রোস ১০৮৲ টাকা। ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

সুরবল্লী কষায়।

রক্ত-দুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লী কষায় সেবনে রক্তের যাবতীয় দোষ নষ্ট হয়। শরীরে নূতন রক্ত উৎপন্ন হইয়া কান্তি, পুষ্টি ও লাবণ্য বৰ্দ্ধিত করে। এই সালসা সকল ঋতুতেই সেবন করা যাইতে পারে। আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও সেবনে বাধা নাই।

১ শিশি ১৷৷৹ ৩ শিশি ৩৸৹ ১২ শিশি ১৫৲ টাকা।

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সি, কে, সেন কোং লিমিটেড

প্রতিষ্ঠাতা।

কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন।

২৯ কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বর্গীয় কবিরাজ

গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের

আয়ুর্ব্বেদীয়

চিকিৎসালয়, ঔষধালয় ও বিদ্যালয়

৯১নং কুমারটুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তদীয় সুযোগ্য পৌত্র

বৈদ্যমহোপাধ্যায়

কবিরাজ শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন

বিদ্যাভূষণ, কাব্যভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকর ভিষকভূষণ দর্শননিধি কর্ত্তৃক সুপরিচালিত।

এখানে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত, তৈল, বটীকা, অরিষ্ট প্রভৃতি সদাসর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধাদি শাস্ত্রসম্মত ও বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত হয় বলিয়া মূল্যও অধিক। ব্যবহার করিলেই ঔষধাদির গুণ সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অল্প মূল্যের ঔষধ বিক্রয় করিয়া জনসাধারণকে প্রতারিত করা হয় না। দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়।

মজলিস

আমি আর কিছু চাহি না।

শ্রীমতী শৈলবালা দেবী।

(১)

রামনগর একটি নূতন সহর, ইহাকে ঠিক সহরও বলা যায় না অথচ ইহা ঠিক পল্লীগ্রামও নহে, পূর্ব্বে ইহা একটা মস্ত বড় ডাঙ্গা বা 'তেপান্তর মাঠ' ছিল। দুই চারিঘর ছোট লোক ও এক ঘর চাষা ইহার একমাত্র অধিবাসী ছিল, কালক্রমে ইহার উপর দিয়া রেলওয়ে লাইন যাওয়ায় ও ইহা একটি ষ্টেশন হওয়ায় ইহার কদর বা মূল্য বাড়িয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে যদি রামনগর তাহার উচ্চ ইংরাজী স্কুল, মুন্সেফী আদালত, রেজিষ্ট্রী অফিস, পোষ্ট আফিস, চাউলের কল, তেলের কল ও পনোর হাজার নরনারীর জন্য গর্ব্ব করে, তাহা হইলে কেহ তাহাকে কোন দোষ দিতে পারিবেন না, একটি নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া তাঁহার উত্তর ধার দিয়া বহিয়া গিয়াছে। এই নদীর তীরে চীমনি গুলি সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া মিলের অস্তিত্ব প্রকাশ করিতেছে। ঐ সকল চীমনী হইতে ঘন ঘন উত্থিত কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি, চীমনীর অবিরত গোঁ গোঁ শব্দ, কামিনীদের ঐক্যতান গীত ও মধ্যে মধ্যে হো হো হাসির শব্দ আগন্তুকের নিকট কলগুলির কার্য্যতৎপরতার পরিচয় দিতেছে।

(২)

সরলা নামে একটি রমণী ঐ সকল কলের মধ্যে একটি কলে কায করে, সরলা সুন্দরী, গরীব লোকের বাটীতে জন্মগ্রহণ না করিলে ও গরীবের মত লালিত পালিত না হইলে তাহাকে অসাধারণ সুন্দরী বলা যাইত। তাহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা নির্ম্মাতা যেন ছাঁচে ঢালিয়া তুলিয়াছেন। তাহার অঙ্গ সৌষ্ঠবে সমালোচক যত বড়ই অনুসন্ধিৎসু হউন না কেন বিন্দু মাত্র দোষ খুঁজিয়া পাইবেন না, তাহার গায়ের রঙ দুধে আলতা গোলা রঙ বলা যাইতে পারিত, কিন্তু রৌদ্র ঝড় বৃষ্টির মধ্যে কায করায় রঙ কতকটা তামাটে বা তাম্রবর্ণ হইয়াছে। সরলার মুখে অনবরত হাসি দেখা যায়, কিন্তু একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সে হাসির মধ্যে বিষাদের রেখা আছে।

(৩)

এই সুবৃহৎ পৃথিবীর মধ্যে সরলার স্বামী ব্যতীত কেহ নাই। সরলার বয়স ২৬।২৭ বৎসর হইবে, ঐরূপ বয়সে বড়লোকের বাড়ীর স্ত্রীলোকের দেহ হইতে (অনেক চেষ্টা স্বত্বেও) যৌবন এতদিন কোন্ কালে পলায়ন করিত। কিন্তু কর্ম্মিষ্ঠা ও পরিশ্রমী সরলার দেহে এখনও পূর্ণ যৌবন বর্ত্তমান। হাঁপানী রোগে সরলার স্বামী শয্যাগত। যতদিন ঐ ব্যাধি সরলার স্বামীকে কাবু করে নাই, তিনি ততদিন সরলাকে তাহার কুটীর হইতে বাহির হইতে দিতেন না। কিন্তু তাহার ব্যাধি হওয়ায় তাঁহার যৎসামান্য সঞ্চিত অর্থ চিকিৎসা খরচে ও বসিয়া বসিয়া খাইতে ফুরাইয়া গেল, অগত্যা সরলাকে তাহার স্বামীর সেবা শুশ্রূষা চালাইবার জন্য ও নিজের উদর পোষণার্থ একটি কলে মজুরি গিরি করিতে যাইতে হইল।

(৪)

যদুবাবু ঐ কলের ম্যানেজার, তাঁহার স্বভাব চরিত্র ভাল নহে, যেদিন সরলা ঐ কলে প্রথম কায করিতে যায়, সেই দিন হইতেই সরলার উপর ম্যানেজার বাবুর নজর পড়িল। সরলা সতী ও সাধ্বী স্ত্রীলোক, ম্যানেজার বাবু নানারূপ ইঙ্গিত ও প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন ও কুমুদিনী নামক একজন ভ্রষ্ট চরিত্রের স্ত্রীলোককে ঐ কাযের জন্য নিযুক্ত করিলেন। সরলা এক্ষণে মহাবিপদে পড়িল। তাহার স্বামী রুগ্ন, ঘরে এক কপর্দ্দকও নাই, না খাটিলে

স্বামীর আহার ও ঔষধ হয় কি প্রকারে? একবার মনে করিল এই কল ত্যাগ করিয়া অন্যত্র খাটিতে যাইবে। আবার ভাবিল সেখানে ইহা অপেক্ষা আরও খারাপ লোক তাহা কে বলিবে? অন্য কোন উপায় না দেখিয়া সে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া ও ধর্ম্মের জোরে বুক বাঁধিয়া কাজ করিতে লাগিল। কুমুদিনীর কথায় সে কর্ণপাতও করিত না, কুমুদিনী কথা পাড়িলে সে বিরক্তির ভাব দেখাইয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া যাইত। একদিন তাহার নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় সে বলিয়া উঠিল, "দেখ্ কুমদে, আমরা খাটিয়া পয়সা রোজগার করিতে আসিয়াছি। তোর মতন ত আমরা আমাদিগকে বিলাইয়া ও বেচিয়া দিতে আসি নাই।" একে ম্যানেজার বাবুর উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে পারে নাই, তাহার উপর এই অপমান বাক্য। কুমুদিনী রাগে ফুলিতে লাগিল, প্রতিহিংসা পরবশ হইয়া সে তাহার দলের স্ত্রীলোক লইয়া ম্যানেজার বাবুর সহিত সরলার মিথ্যা অপবাদ রটাইয়া দিল।

(৫)

এই অপবাদের কথা এক মুখ হইতে অন্য মুখ দিয়া সরলা ও তাহার স্বামীর নিকট পৌছিল। একে স্বামীর ব্যারাম, তাহার উপর অর্থ কষ্ট, তাহার উপর কায়িক পরিশ্রম, তাহার উপর এই অপবাদ। সরলা কি করিবে তাহা ঠিক করিতে পারিল না, একদিন রাত্রে স্বামী ও স্ত্রী শয়ন করিয়া আছে। স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেখ, সরলা এ ব্যাপারটা কি?"

সরলা উত্তর করিল,—"তুমি কি বল? তোমার মনে কি হয়?"

স্বামী উত্তর করিলে,—"আমার আবার কি মনে হইবে? তোমার চোখ দেখলেই লোকে বুঝিতে পারিবে যে তোমার ভিতরে পাপ নাই।"

এই কথা শুনিবামাত্র সরলা আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। সে কাঁদিয়া ফেলিল ও স্বামীর চরণ ধূলা লইয়া বলিল, "আমি আর কিছু চাহি না।"

পেত্নীর বিদায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সৎকর্ম্মব্রত শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ, সাহিত্যভূষণ

তাঁহার মাসিক দানও যথেষ্ট, অনেক গুলি দরিদ্র সন্তান তাঁহার সাহায্যে লেখা পড়া করে, অনেক গুলি অনাথ, অনাথা, অন্ধ, কুষ্ঠ তাঁহার নিকট মাসিক সাহায্য পায়, তাছাড়া লোকের বিবাহ উপনয়নে সাহায্য করিয়া থাকেন। সতাই তিনি মান্যমান এবং বড় লোক।

কিন্তু হঠাৎ তিনি সহরে বাড়ী ভাড়া লইয়া জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত পৃথক্‌ভাবে বাস করায় সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। অবশ্য পৃথক হওয়ার কথা তিনি কাহারও নিকট স্বীকার না করিলেও সকলেই অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে, এতদিনের পর বিনা কারণে স্বতন্ত্র বাসা করিয়া সহরে বাস করায় তিনি প্রকারান্তরে জ্যেষ্ঠ সহোদরকে পৃথকই করিয়া দিলেন। এ কার্য্য তাঁহার মত শিক্ষিত মান্যমান লোকের যোগ্য কার্য্য হইল না। তবে মুখ ফুটিয়া কেহ কোন দিন তাঁহাকে কিছু বলিতে পারিতেছেন না। কি জানি যদি তিনি অসন্তুষ্ট হন, গ্রাম, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম বা সহরের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছেন যাঁহারা বিষ্ণুপদর নিকট অল্প বিস্তর ঋণী নহেন।

তিনি উকিল, লোকের মুখ দেখিয়া অন্তরের ভাব উপলব্ধি করা তাঁহার পেশা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি লোকের মুখের ভাব দেখিয়া লোক তাঁহার এই কার্য্যটি আহ্লাদের সহিত সমর্থন করিতেছেন না বুঝিয়া কথায় ছলে সকলকে বলিতেছেন সহরে না থাকায় কাজ কর্ম্মের বড়ই অসুবিধা হইতেছিল, যাতায়াতে অনেক সময় বৃথা নষ্ট হইতেছিল, বিশেষ সরকারী কাজ অনেক বাকী পড়ায় অগত্যা আমাকে বাড়ীভাড়া লইয়া এখানে থাকিতে হইল। কিন্তু তিনি বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে, তাঁহার এ কৈফিয়তে কেহই তুষ্ট হইতেছেন না, বরং অসন্তুষ্টই হইতেছেন, বিরক্ত হইতেছেন, লোক মৃদু হাসিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেছে।

এক মাস হইল বিষ্ণুপদ বাবু সহরে বাসা ভাড়া লইয়া বাস করিতেছেন। এই এক মাস তাঁহার পত্নী উজ্জল

বরণী দেবী অন্তরের সহিত না হউক মৌখিকভাবে বিশেষ বিরক্তির সহিত তাঁহার সেবা যত্ন করিতেছেন, স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতেছেন, আদেশ মাত্র তাঁহার হুকুম তামিল করিতেছেন। কিন্তু বিষ্ণুপদ বাবু বেশ মনের শান্তিতে নাই। প্রথমতঃ পত্নীর মনের অবস্থা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইতেছে না, দ্বিতীয়তঃ "জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত তিনি পৃথক" একথাটা ভাবিতেও তাহার কষ্ট হইতেছে, দুঃখ হইতেছে, সময় সময় তাঁহার চক্ষু হইতে বিষাদাশ্রু আপনা হইতে গড়াইয়া পড়িতেছে।

আজ বিষ্ণুপদ বাবু অপরাহ্নে কাছারী হইতে আসিয়া জুড়ি গাড়ী হইতে নামিয়াই দেখিলেন বাড়ীর সদর দরজার সম্মুখে স্থাম্পিন প্যাটর্ণের একখানি বেশ ফেন্সি গো-যান রহিয়াছে। গরু দুইটি "ডিউটি" শেষে গাড়ীর চাকায় আবদ্ধ থাকিয়া একখানি বড় চাঙ্গারীতে আহার্য্য ভক্ষণ করিতেছে। গাড়োয়ান তামাকু দেবীর অর্চ্চনায় তন্ময় রহিয়াছে, এমন সময় গ্রামবাসী সৎশূদ্র জাতীয় চাকর পঞ্চানন ওরফে পঞ্চু বা পঞ্চা জুড়ি গাড়ীর মধ্য হইতে কাছারীর কাগজ পত্র হ্যাণ্ডব্যাগ প্রভৃতি লইতে আসিলে বিষ্ণুপদ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—এ গাড়ী কার রে পঞ্চু ?

পঞ্চু উত্তর করিল—আজ্ঞে মামা বাবু এসেছেন।

বিষ্ণুপদ বিস্মিতভাবে বলিলেন—মামা বাবু! বাঃ মামা বাবু! বেশ। আজ আমার ভারী সৌভাগ্য তো দেখছি। মামা বাবু রয়েছেন কোথা রে ?

আজ্ঞে বাড়ীর মধ্যে।

আর কেউ মামা বাবুর সঙ্গে এসেছেন ?

মামা বাবুর একটি ছেলে এসেছেন।

বাঃ বেশ খাসা, সোণায় সোহাগা।

এমন সময় গো-যানের চালক হুঁকা দেবীকে গাড়ীর এক পার্শ্বে বিশ্রাম দিয়া, বিষ্ণুপদর সম্মুখীন হইয়া বলিলেন—পেন্নাম হই হুজুর।

তুমি কে হে বাপু!

আজ্ঞে আমি এই গাড়ী এনেছি।

তাহলে তুমি মামা বাবুর গাড়ীর কোচম্যান ?

আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

বেশ বসো।

তার পর বিষ্ণুপদ বৈঠক খানা ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক আপিসের পোষাক পরিবর্ত্তন করিলেন এবং জানিনা কেন, কিসের জন্য, নগ্ন পদে খুব সন্তর্পনে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোপনভাবে দেখিলেন শ্যালক ও শ্যালক-পুত্র রান্না ঘরে দুই খানি স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্ট, উজ্জলবরণী তরকারী ভাজা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া লুচি ভাজিতেছেন। বিষ্ণুপদ আত্মগোপনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন।

উজ্জ্বল বরণী ভ্রাতাকে বলিলেন—কত কষ্ট কষ্ট করে যে, এইটুকু হয়েছে, এই আপনারা এসে রয়েছে, তা আর তোমাকে কি বলবো ? তবে দাদা, এতেও আমার একবিন্দু সুখ নেই, বরং কষ্টই বেড়েছে। এই খাটুনা আমার কষ্ট! একটা রাঁধুনী রাখবে না, একটা সৎশুদ্দুরের মেয়ে ঝি নেই, সমস্ত দিন আমাকে গাধার খাটুনি খাটতে হচ্ছে! কেবলই মনে হচ্চে—"পড়েছি মোগলের হাতে, অবিশ্যি হবে খানা খেতে।" কিন্তু দাদা, এমন পিশাচ, এমন দয়া মায়া-হীন লোক যে এতেও একটু "আহা" করে না। প্রাণপণ ক'রে রেঁধে দিচ্চি তবু আমার রান্না মিষ্টি লাগছে না, যেমন করেই রাঁধি, বলবেই যে এ রান্না বউ দিদির মতন হয় নেই। তা ছাড়া দুঃখের কথা বলবো কি, তখন বাড়ীতে কদাচিৎ দুই এক দিন দুই এক জন মক্কেল ভাত খেত, কিন্তু এখন দুবেলা এই বাসা করে অবধি প্রত্যহ পাঁচ সাত জন লোক উপরি খাচ্ছে, লোককে ডেকে এনে খাওয়াচ্চে।

ভ্রাতা বলিলেন—আহা তা হলে তো তোমার বড় কষ্ট হচ্চে উজ্জল ?

দাদা, আমার কষ্টের কথা আর কি বলবো! এমন পাষণ্ড পিশাচের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলে যে, একদিনের জন্য সুখী হলাম না। চিরকালটা আমার কষ্ট ভোগ করতে হলো!

হ্যাঁ, মা দিন রাতই ঐ কথা বলেন। (ক্রমশঃ)

সহজ পথ।

শ্রীযতিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্য সাংখ্য তীর্থ, বি, এ।

দেশের যে সমস্ত জটিল বিষয়ের মীমাংসা হচ্ছেনা আমি সেইগুলির মীমাংসা করবার জন্য গম্ভীর গবেষণা করি,

এই গবেষণার ফলে, আমি অমীমাংসিত অবস্থাগুলি মীমাংসিত হবার জন্য কতকগুলি সহজ পথের আবিষ্কার করেছি। এ পথ ধরে যদি কেউ চলতে চান আমার তাতে খুবই উৎসাহ বাড়বে এবং আমি এইরূপে উৎসাহিত হয়ে আবার নব নব পথের আবিষ্কার কর্ত্তে পার্ব্বো।

ধরুণ একটী সমস্যার কথা—সর্ব্বাঙ্গীন স্ত্রী স্বাধীনতা বাঞ্ছনীয় কি না। আমাদের দেশের মেয়েরা স্বাধীনতায় যে বিশেষ অনুরাগিনী তা বলে ত মনে হয় না। তবে তাঁরা স্বাধীনতা ২ করে যে চীৎকার করেন সে কেবল পুরুষের উপর হিংসা করে। এখন এর মীমাংসা কি? দুজাতের মধ্যে সামঞ্জস্যের উপায় কি? আমি বলি স্ত্রীলোককে স্বাধীন কর্ব্বার জন্য চেষ্টা না করে পুরুষকে একদম স্ত্রীলোকের মত পরাধীন হবার উৎসাহ দিলে হয় না? আমরা পুরুষজাতি যে পরাধীনতার অত্যন্ত পক্ষপাতী তা আমাদের ৫০০ বৎসরের অতীত ইতিহাস হতে দেখতে পাবেন। যদি তাই না হবে ত মনু মহারাজা ও স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সমস্ত নিয়মগুলো মেনে নিলুম কি করে? ক্লাইভকে ডেকে, আদর আপ্যায়ন দেখিয়ে, তাঁর সমস্ত আদেশগুলো মাথায় পেতে নিলুম কি করে? আমরা পরাধীনতার পক্ষপাতী, আবার স্ত্রীলোকেরও স্বাধীনতার তত অনুরাগ নেই, এস্থলে সকলেরই পরাধীন হওয়া যুক্তিসঙ্গত কি না? যদি তাই হয়, আশা করি এই সহজ পথটা ধরে সকলেই চলতে শিখবেন।

আর এক সমস্যার কথা ধরুন। হিন্দুমুসলমানের মিলন। অনেকেই জানেন, বড় বড় নেতারা ঠিক করেচেন এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে হয় সব হিন্দুর মুসলমান হয়ে যাওয়া, না হয় সব মুসলমানের হিন্দু হয়ে যাওয়া। এখন কোন্‌টা সোজা, হিন্দুদের মুসলমান হওয়া না মুসলমানদের হিন্দু হওয়া? আমার মতে সহজ হলো, সমস্ত হিন্দুর মুসলমান হয়ে যাওয়া। একটা হিন্দু যদি মুসলমানের একটা ভাত খায় তৎক্ষণাৎ সে মুসলমান হয়ে যায়, অন্ততঃ হিন্দুত্ব হতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু একটা মুসলমানের মুসলমানত্ব ঘোচাতে পারে এমন বীর পুরুষ কে? মুসলমান ভায়ারা যদি একটু কৌশল করে দেশের পুকুর পাতকো গুলোয় তাদের এঁটো ভাত কিছু কিছু ছড়িয়ে দেয় তবে সাতদিনের মধ্যে এতবড় বিরাট হিন্দুত্ব ফুৎকারে উড়ে যাবে, শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে। তখন এই ধর্ম্মবর্জ্জিত জাতিটা বাধ্য হয়ে বিলকুল মুসলমান হয়ে পড়বে। হিন্দু মুসলমানের আত্মিক মিলন ঘটবে।

আরো একটা সমস্যার কথা ধরুন। আমরা যদি স্বরাজ পাই তবে ইণ্ডিয়ান্ কি পাবে আর এংলো ইণ্ডিয়ান্ কি পাবে? অর্থাৎ ভাগাভাগিটা কিরূপ হবে? এতেও আমি এক সহজ পথ আবিষ্কার করেচি। আমি বলি, স্বরাজের স্বত্ব পাক্ খাঁটি ভারতবাসী আর রাজত্বটা পাক ইংরেজ ভারতবাসী। কথাটা বোধ হয় এখনো পরিষ্কার হলো না। ভারতবর্ষ ও ভারত সাম্রাজ্য বলে দুটো জিনিষ আছে জান ত? ঐ ভারতবর্ষটা থাক্ আমাদের, আর ভারত সাম্রাজ্যটা থাক ইংরাজদের। পথ, ঘাট, মাঠ, মাটী মাটীর তলা, জল বায়ু, আকাশ, এই সব ভোগ করুক ভারতবাসী, আর সেণ্ট্রাল গভরমেণ্ট, প্রভিন্সিয়াল গভর্ণমেণ্ট, কাউন্‌সিল, এসেম্ব্রী বোর্ড ইত্যাদি ইত্যাদি এসব ইংরাজের হাতে থাক্। তারা আমাদের মাটী ছুঁতে পার্ব্বে না আর আমরাও তাদের ঘরে ঢুকতে পার্ব্বোনা। এমনি করে ভাগ করে নিলে সব গোল চুকে যায় না? দু'পক্ষই সন্তুষ্ট হয় না? আমার মতে নিশ্চয়ই হয়।

আজ এইখানেই কথা সমাপ্ত হলো। পাঠক পাঠিকার ইচ্ছা থাকলে তাঁদের আরো নতুন নতুন পথের সন্ধান দিব।

সিংহল।

(১) ভারত মহাসাগরের একটি প্রসিদ্ধ দ্বীপ। অতি প্রাচীন কালে ইহা দক্ষিণ ভারতের সহিত সংলগ্ন ছিল। অধুনা ইংরাজ উপনিবেশ রাজ্য। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ২৪,০০০ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৩৬০০,০০০ জন। ইহা আটটি বিভাগে বিভক্ত। অধিবাসীদিগের মধ্যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক। এখানে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যাই অধিক।

(২) প্রবাদ আছে, অনুরাধপুর নামক স্থানে রাবণের রাজধানী ছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, তাল নামক স্থানটী পূর্ব্বে রাবণের সীতাবাস এবং নিউরেলিয়া পর্ব্বত গ্রীষ্মাবাস ছিল। ইহা বর্ত্তমানে সিংহলের শাসন কর্ত্তার গ্রীষ্মাবাস।

কলম্বোর সন্নিকট কল্যাণী গঙ্গার তীরে বিভীষণের মন্দির দৃষ্ট হয়।

(৩) সিংহলে সিগিরি নামক একটী পর্ব্বত আছে। তাহার উচ্চতা চারিশত ফিট অপেক্ষাও অধিক। পর্ব্বতের গাত্র এরূপ সোজা ভাবে ঢালু যে, মনুষ্যের পক্ষে বিনা সাহায্যে তাহার উপর উঠা অসম্ভব। এই দুরারোহ শৈল শিখরে প্রাচীন সিংহলের রাজধানী ছিল। এখনও সেই প্রাচীন শিল্পচিত্র রাজধানীর ধ্বংসের শেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ অপূর্ব্ব রাজধানী পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

(৪) শ্রীপাদ পর্ব্বতের ৭৫০০ ফিট উচ্চ শিখরের উপর একটী সুবৃহৎ পদচিহ্ন বিদ্যমান। অনেকে বলেন উহা মহাদেবের পদচিহ্ন। রাবণ বধের পূর্ব্বে রঘুকুল তিলক রামচন্দ্র ইহার পূজা করেন। এরূপ সমৃদ্ধ দেবালয় এস্থানে আর নাই। ইহা অনৈক বৌদ্ধ পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে বিদ্যমান।

অনুরাধপুরে অতি প্রাচীন ঈশ্বরযোনি মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। সেই মূর্ত্তিটী পর্ব্বতের গাত্র খোদিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে।

(৫) ১৫৩৮ খ্রী: পর্ত্তুগীজগণ প্রথমে সিংহল অধিকার করেন। ১৬৭৮ খ্রী: ওলন্দাজরা তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন। ১৭৯৬ খ্রী: ইংরাজেরা এই স্থানে পদার্পণ পূর্ব্বক ক্রমে ১৮১৫ খ্রী: সমগ্র সিংহল দ্বীপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

(৬) সিংহলের উত্তরস্থ অরণ্যময় প্রদেশে একটি হ্রদ আছে, তাহাতে এক প্রকার মৎস্য বাস করে। তাহারা তন্ত্রী নিনাদ তুল্য সুশ্রাব্য স্বর উচ্চারণ করিয়া থাকে।

(৭) পৃথিবীতে শুণ্ডহীন হস্তী কেবলমাত্র সিংহল দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় পুরুষ হস্তীর শুণ্ড নাই—তাহাদের উপর চোয়ালে ২।৩ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা একটী স্থান আছে।

(৮) সিংহলের পার্ব্বত্য প্রদেশে এক প্রকার আশ্চর্য্য তৃণ জন্মে, বর্ষাকালে যখন বারিবর্ষণ হয়, তখন সেই তৃণ স্বতঃই প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। তাহাতে আলোক ও ধূমোৎপত্তি হইয়া মধ্যে মধ্যে এক প্রকার শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(৯) সিংহলে ভেড্ডামরা নামে এক অসভ্য জাতি আছে, তাহারা জীবনে কখনও হাস্য করে না।

(১০) সিংহল দ্বীপ, মরকত, পদ্মরাগ প্রভৃতি মূল্যবান প্রস্তরের জন্য প্রসিদ্ধ। মান্নার উপসাগর হইতে প্রচুর মুক্তা উত্তোলিত হইয়া থাকে। এই স্থানের চা অতি উপাদেয় বলিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র আদৃত হয়। বিখ্যাত চা বিক্রেতা লিপটন্ কোম্পানীর প্রধান কার্য্যালয় এই স্থানে বিদ্যমান।

উপাধি-বিচার।

শ্রীললিতলোচন দত্ত।

(গান)

দিদি লো,

যা'কে তা'কে বিয়ে আমি
কিছুতেই ক'র্ব না;
চির-আইবুড় র'ব
জ্যান্তে তবু ম'র্ব না।
যদি আসে 'দফাদার',
বলে, হও মোর দার,
ক'ব তা'রে দূরে যারে
তোর হাত ধ'র্ব না।
'দত্ত-মিত্র-বসু ঘোষ
হ'লে পতি পরিতোষ;
'বন্দ্যো'-মুখো-চট্টো' গঙ্গেশ'
এলে দূরে স'র্ব না।
'কুণ্ডপুতিতুণ্ড' তেড়ে
এলে দেব মুণ্ড নেড়ে,
এলে 'সি', ক'ব ছি!
চেলী-'নোয়া' প'র্ব না।

তীর্থ-কথা।

(শ্রীমন্মথনাথ সরকার)

নবদ্বীপ।

শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাভূমি নবদ্বীপে গেলাম। লোকাল্ ট্রেণ, সুতরাং রেল-গাড়ীর অবস্থা সহজেই অনুমেয়। গাড়ীর ভিতরে যে ময়লা জমিয়া আছে, তাহা তুলিয়া লইলে রেল-কোম্পানীর কোন নূতন লাইনে ভরাটী কাজ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। আরোহী অধিকাংশ কেরাণী, তাঁহারা নাকে মুখে চারটী ভাত গুঁজিয়া বিড়ী মুখে দিয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উঠেন, দুটী একটী খোস গল্প করিতে করিতে অথবা দুঃখের কাহিনী বলিতে বলিতে হাওড়ায় আসিয়া পৌছান এবং আফিসে ভুতের খাটুনি খাটিয়া আধমরা হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া যান; কাজেই তাঁহারা গাড়ীর গাত্রে দৃষ্টিপাত করিবার বা কোম্পানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার সুযোগ পান না।

নবদ্বীপ একটী বিস্তীর্ণ নগর, লোকের বাসও বহু; অজ্ঞাত কুলশীলের বাসই অধিক। মাথায় টিকি, গলায় মালা, কপালে তিলক—নাম হরিদাস, গৌরদাস প্রভৃতি। বৈষ্ণবীর সংখ্যা আরও প্রচুর, অসংখ্য বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বাড়ীতে বাড়ীতে মন্দির—মহাপ্রভু মদন গোপাল, শ্রীপাট গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি ভক্তবীর-গণের মূর্ত্তি অথবা চিত্র স্থাপিত। যথারীতি পূজা আরতি হইয়া থাকে। সন্ধ্যায় কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনি চতুর্দ্দিক হইতে উত্থিত হইয়া যথার্থই হৃদয়ে আনন্দ রস সিঞ্চিত করে এবং এককালে হরিনামে নবদ্বীপ যে পাগল হইয়াছিল তাহার আভাস পাওয়া যায়। গোস্বামী মহাশয়গণ স্ব স্ব বাটীতে এক একটী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া যাত্রীর টেক্স মারিয়া বেশ উপার্জ্জনের পন্থা করিয়াছেন! তাঁহারা ফটকে খাতা কলম লইয়া মোতায়েন আছেন এবং যাত্রী পিছু চারি আনা, তিন আনা বা দুই আনা হারে ভেট নামে টেক্স আদায় করিতেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, "গুপ্ত-বৃন্দাবন" নামে এক মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। কৃত্রিম পাহাড় রচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গিরি-গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন দেখান হইতেছে। গর্ত্ত খুঁড়িয়া, জল সঞ্চার করা হইয়াছে এবং তাহাতে পানা ছাড়িয়া যমুনার সৃষ্টি হইয়াছে, কোন কোন যাত্রী সিঁড়ি বাহিয়া তাহাতে নামিয়া সেই জল মস্তকে সিঞ্চন করিয়া যমুনা স্নানের পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন। তীরভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা, বনে গোচারণ প্রভৃতি, পুতুল ও লতা পাতার দ্বারা দেখান হইতেছে। শুনিলাম ঐ যমুনায় একটা নাকি এক কুম্ভীর শাবক বাস করিতেন, অধুনা তিনি গতজীবন হইয়াছেন—বোধ হয় শ্বাসরুদ্ধ হইয়া। ইহা ছাড়া অসংখ্য পুতুল রহিয়াছে এবং নারায়ণের অবতার রূপ কোনটী বাদ পড়ে নাই। যাহা হউক গোস্বামী মহাশয়ের পরিকল্পনাকে নিন্দা করিতে পারিলাম না।

কলিকাতা সমাজে সুপরিচিত রামদাস বাবাজীর মঠ অথবা "সমাজ-বাড়ী"তে গেলাম। একজন স্ত্রীবেশী বাবাজী আরতী করিলেন দেখিলাম। এই মঠে একজন "ললিতা সখী" অথবা বৈষ্ণবী মালে "ললিতা দিদি" নামে বিদিত একজন স্ত্রীবেশী পুরুষ আছেন। এ ইঁহার দর্শন ঘটে নাই। পুর্ব্ববারে একবার তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। তিনি মাথায় চুল রাখিয়া, গোঁফ দাড়ি কামাইয়া নাকে নথ পরিয়া পশ্চিমা মহিলার ভাষায় ধরিয়া রাধা সেবা করিতেছেন। অভিনয় অনেকাংশ মেয়েলী হইয়াছে। আমি পুরুষ, সুতরাং আমার সহিত কথা কহিতে কহিতে তিনি মাঝে মাঝে মাথার কাপড় টানিতে, বক্ষের কাপড় সংযত করিতে এবং সলজ্জ দৃষ্টিপাত করিতে ক্রটী করেন নাই। সাম্প্রদায়িক নিন্দা করা অন্যায়, সুতরাং সে বিষয়ে কিছু বলিব না। কিন্তু তাঁহার মুখে ও ও চোখে শক্তির পরিচয় আছে এবং স্বাস্থ্য দেখিয়া জিতে-ন্দ্রিয় বলিয়া বোধ হয়। শুনিলাম তিনি একজন উচ্চ শিক্ষিত যুবক। কিন্তু বিপদ এই যে তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপন হইলে "দিদি" নাম ঘুচান কঠিন হইবে।

হীরালাল বাবুর মঠ দেখিতে গেলাম! তিনি একজন ধনী মাড়োয়ারী তাঁহার ব্যবস্থা যথার্থ ই সুন্দর। তাঁহার মঠে প্রায় চারিশত বৈষ্ণবী সকাল হই তে প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত এবং সন্ধ্যা হইতে রাত্রি প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত "হরে কৃষ্ণ—" এই বীজ মন্ত্রটী গান করিয়া থাকেন। নাট মণ্ডপের চতুর্দ্দিকে এই মন্ত্র লিখিত আছে। কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবাবেশে অনেকে নৃত্য করিতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। একজন বৈষ্ণবী চমৎকার

খোল বাজাইতেছেন, অনেকে করতাল বাজাইতেছেন ও গান করিতেছেন ইহাঁদের প্রত্যেককে প্রত্যহ অর্দ্ধসের চাউল, ডাউল প্রভৃতি দেওয়া হয়, বৎসরে চারিখানি কাপড় ও শীতে কম্বল দেওয়া হয়। মধ্যাহ্নে ঐ স্থানেই বালিকা বিদ্যালয় বসে। বালিকাগণ স্তবপাঠ করে ও তাহাদিগকে যথারীতি প্রাইমারী শিক্ষা দেওয়া হয়। চারিটার সময় তাহাদের প্রত্যেককে জল খাবার খাইতে দেওয়া হয়, হীরালাল বাবু স্বয়ং তাহাদের পয়সা দেন ও আদর করেন।

নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর ব্যবস্থা বড় মন্দ সঙ্কীর্ণ রাস্তা, দেবরাজের কৃপা ব্যতীত রাস্তার ধূলি নিবারণের অন্য কোন উপায় নাই। ড্রেনের জল নিকাশের কোন ব্যবস্থা নাই, রাস্তার ধারে ময়লা জল পচিতেছে—সূর্য্যদেব একা আর কত শুষ্ক করিতে পারেন! পানীয় জল সঙ্কীর্ণ গঙ্গার স্নান ও মলদুষ্ট সলিল। দোকান ও যাত্রীখানা হইতে সহর কর্তৃপক্ষের বেশ আয় আছে অথচ সহরের অবস্থা এরূপ কেন? নিকটে গঙ্গা, তাঁহারা সচ্ছন্দে একটী ওয়াটার ওয়ার্কস্ স্থাপন করিতে পারেন। শুনিলাম মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার অধিকাংশই নাকি গোস্বামী প্রভুগণ, সুতরাং ব্যবস্থা যে "হরেকৃষ্ণ" মতে হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি।

সর্পদংশনের দুইটি মহৌষধ

(প্রাপ্ত)

একটি কিংবা দুইটি কলাগাছের মধ্যাংশটি (মাজ) পেষণ করিয়া, এক বাটি কিংবা দুই বাটি রস সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে সেবন করাইলে ঐ ব্যক্তি মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি পায়। হিংহলে এই ঔষধটি বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে এবং শতকরা ৯৪ জন তাহাতে আরোগ্য হয়। অধিকাংশ সর্প কলাগাছের তলে থাকে না কিংবা কলাগাছে দংশন করে না, এই থ্যটি লক্ষ্য করিবার বিষয়।

গাঁজার কলিকাতে যে শক্ত কাল পদার্থ নীচে জমিয়া থাকে, তাহাও জলে গুলিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তির দষ্টস্থানের সমীপে চর্ম্ম ছিন্ন করিয়া টাট্‌কা লাল রক্তের সঙ্গে মিশাইয়া দিলেও ঐ ব্যক্তিকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করা যায়। দংশনের পর যত বিলম্ব হইবে, ততই দষ্ট স্থানের নিকটে টাট্‌কা রক্ত পাওয়া যাইবে না; সেক্ষেত্রে একটু দূরে চর্ম্ম ছিন্ন করিয়া ঐই পদার্থ রক্তে মিশাইয়া দিতে হইবে। হাজারীবাগের কোন বৈজ্ঞানিক দংশনের বহুক্ষণ পরে এক নারীর সর্ব্ব দেহে লালরক্ত খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে তাহার চোখের পাতার নীচে ঐ ঔষধ রক্তে মিশাইয়া দেন। তাহার পর দুই ঘণ্টার মধ্যেই ঐ নারীর চেতনার সঞ্চার হয়, সে এখনো সুস্থদেহে বাঁচিয়া আছে। তৎপরে ঐ ঔষধটি আরও অনেক স্থানে পরীক্ষা করিয়া সাফল্য লাভ করা গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ এই দুই ঔষধের বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের মূল কার্য্যকরী পদার্থের সন্ধান করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

চুট্‌কি।

মৌলিক চিত্র

চিত্রকর। এই ছবিখানা আমি সব এঁকেচি।

সমালোচক। এ কিরকম সূর্য্যাস্ত? আমি ত এমনটি কখনো দেখি নি।

চিত্রকর। (সগর্ব্বে) আপনি আমাকে কি মনে করেন? আমি কি মাছি মারা কেরাণী যে যেমনটি দেখব তেমনটি আঁকব?

এক ঢিল ও দুই পাখী

রোগী। ডাক্তারবাবু, এই দুর্য্যোগে রাত্রি বেলায় আমার জন্যে আপনাকে যে এতদূরে আসতে হয়েছে, এজন্যে আমি বড়ই দুঃখিত।

ডাক্তার। কিছুই দুঃখিত হবার দরকার নেই। আপনার সঙ্গে এ পাড়ার আর এক রোগীও আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। এক ঢিলে আমি দুই পাখী মারতে পারবো।

কারনাই, কার আছে

শ্রীমতী। লোকে বলে আমার নাকি হৃদয় নাই।

শ্রীমান্। তবে আমার হৃদয় নিয়ে তোমার অভাব পূর্ণ কর।

মাথায় পেয়ালা নিক্ষেপ

রাধু। দ্যাখ ভাই মাধু আমার গিন্নি আজ আমার মাথায় কাঁচের পেয়ালা ছুঁড়ে মেরেছে। পেয়ালাটা ভেঙ্গে গেছে। আমি এখন কি করি বল্ দেখি?

মাধু। তুই এক কাজ করলে তোর গিন্নি আর সহজে পেয়ালা ভাঙ্গতে পারবে না।

রাধু। কি ভাই, কি?

মাধু। এবার থেকে তুই এনামেলের পেয়ালা কিনে রাখিস।

তিনি দেব—স্বর্গসুখে তাঁর অধিকার

শ্রীকুঞ্জবিহারী মিত্র।

যাঁহার বিহনে লোকে করে হাহাকার,
জড়িত যাঁহার প্রেম প্রেমে সবাকার;
অসীম অনন্ত যাঁর গুণ পারাবার,
তিনি দেব—স্বর্গ-সুখে তাঁর অধিকার।
কিবা সুখে কিবা দুঃখে আনন্দ অপার
আত্মপর ভেদাভেদ নাহিক যাঁহার,
মান অপমানে যাঁর তুল্য ব্যবহার
তিনি দেব—স্বর্গ-সুখে তাঁর অধিকার।
ধনী বা নির্ধন প্রতি সমান আচার
কিবা শত্রু কিবা মিত্রে সমান বিচার,
এভব অনিত্য নিত্য এ জ্ঞান যাঁহার
তিনি দেব—স্বর্গ সুখে তাঁর অধিকার।
পরের ব্যথায় যাঁর ঝরে অশ্রুধার
পর সেবা সার ধর্ম্ম ধরেনা যাহার,
যোগে যাগে রত নিত্য সংযত আহার
তিনি দেব—স্বর্গ সুখে তাঁর অধিকার।
সর্ব্বত্যাগী—কিন্তু কর্ম্ম করি অনিবার
সাধেন কল্যাণ যিনি সতত সবার,
ইন্দ্রিয় লালসা বৃত্তি মথিত যাঁহার
তিনি দেব—স্বর্গ সুখে তাঁর অধিকার।

বদনে বিরাজে শান্তি—শ্রদ্ধার আচার
হৃদয়ে বহিছে সদা করুণার ধার,
জীবে জীবে যাঁর কীর্ত্তি করিছে প্রচার
তিনি দেব—স্বর্গ সুখে তাঁর অধিকার।
সর্ব্ব কর্ম্মে লিপ্ত—কিন্তু নির্লিপ্ত আচার
সবার মঙ্গলে পুনঃ উন্মুক্ত ভাণ্ডার,
সকলের—কিন্তু বাঁধা নাহিক কাহার
তিনি দেব—স্বর্গ সুখে তাঁর অধিকার।
জ্ঞানের প্রতিভা পুঞ্জ করিতে প্রচার
সহেন কতই ক্লেশ যাতনা অপার,
আত্ম বলিদানে কুণ্ঠা নাহিক যাঁহার
তিনি দেব—স্বর্গ সুখে তাঁর অধিকার।
হরিতে ধরার ভার জনম যাঁহার
মাতা পিতা ভাই বন্ধু যিনি সবাকার
বিলাতে পবিত্র প্রেম সঙ্কল্প যাহার
তিনি দেব—স্বর্গ সুখে তাঁর অধিকার।
সাধু সেবা সাধু সঙ্গ করি অনিবার
মায়া বিজড়িত কর্ম্ম করি পরিহার,
ত্রিগুণের পায়ে আস্থা গিয়াছে যাহার
তিনি দেব—স্বর্গ সুখে তাঁর অধিকার।

এলাহাবাদ একজিবিসনে সুবর্ণ পদকপ্রাপ্ত ভারতের

রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষিত

বিনোদবিহারী দত্ত জুয়েলার

স্থাপিত ইং ১৮৮২

হীরা মুক্তার এবং গিনি সোনার অলঙ্কার

বিক্রেতা ও প্রস্তুতকারক।

শাস্ত্র অনুযায়ী ধারণের জন্য হীরা, নীলা ক্যাটাস্‌আই গোমেদ প্রবাল, মুক্তা ইত্যাদি বেদাগ উত্তম পাথর। হীরা মুক্তার কলার, ব্রাশ্লেট, নেকলেস, ইয়ারিং, টায়রা, ব্রুচ, ইয়ারটপ, বোতাম, চেন আংটী প্রভৃতি নানাপ্রকার নূতন ফ্যাসানের গহনা বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা মজুত আছে।

অর্ডার দিলে গিনি সোনার যাবতীয় গহনা বাজার অপেক্ষা কম মজুরীতে অল্প সময়ে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়।

আমরা সকলপ্রকার ঘড়ি বিক্রয় করি

একমাত্র ঠিকানা -

বিনোদ বিহারী দত্ত

১এ বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ বহুদর্শী এবং সুপণ্ডিত

চিকিৎসক

কবিরাজ—শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায়

প্রত্যেক সোমবারে ৪৭ নং বেচুচাটুয্যের ষ্ট্রীটে, বেলা ১২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকেন,—কঠিন, জীর্ণ ও দুশ্চিকিৎস্য রোগগ্রস্ত রোগীরা ঐ সময়ের মধ্যে সাক্ষাৎ করিয়া রোগমুক্তির জন্য বিনামূল্যে তাঁহার পরামর্শ লউন।

ক্যালকাটা মিউজিক্যাল ষ্টোর

অর্ডারের সহিত ১০৲ অগ্রিম পাঠাইবেন। পরিমার্কা পিত্তলের বাঁশী বি-২৷৷০, সি-২৷০ ডি-২৲ ই-১৷৵০, এফ-১৷৷০, জি-১৷০, সর্ব্ববিধ বাদ্য যন্ত্র বিক্রেতা। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন বিশ্বাস এণ্ড সন্স, ৫নং লোয়ার চিৎপুর রোড (চ) কলিকাতা

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd, No. C. 1116

মজলিস

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [২৮শ সংখ্যা

১৩৬১ সাল, ১১ই ফাল্গুন শনিবার, নগদ মূল্য ৫১০ পয়সা।

সম্পাদক — শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম, এ, ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস কার্যালয় — ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস' বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি,আই, ই, (কাশীমবাজার) মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর), রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ,আর, সি,আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর-আসাম), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজ কুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্ব্বেল প্যালেস), শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি-এল, জমিদার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার, (ঢাকুরিয়া), শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত জগৎপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার ব্যারাকপুর, শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নলীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলীনীরঞ্জন সরকার এম,এল, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দে, জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলী), শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লাউপুর), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি এস. শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং), শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া), কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়) শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি রঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, শাঁখারিটোলা, শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুখাঁ কৌন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার (পটলডাঙ্গা হাউস) ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার পাথুরিয়া ঘাটা।

মজলিস-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইলে মাসিক বা বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

মজলিস

দাশুরায়ের পাঁচালী।

তিন অক্ষরে নামটা ব'লে—কুঁদুলে নারদ কয়।
তিন বামুনে একত্রেতে যাত্রা উচিৎ নয়॥
ত্রিতাপের বছরে দাদা! যম রাজারই জয়।
তিন দ্রব্য দিলে, লোকে শত্রু ব'লে লয়॥
তিন কান হ'লে—মন্ত্রৌষধ, নিষ্ফল নিশ্চয়।
তেমাথা পথেতে যেন ভূত ও ঠিকের ভয়॥
তিন্ নকলে অমনি খাস্ত—আসল কি ঠিক্ রয়?
তিন তিথিতে 'ত্র্যহস্পর্শ'—বিড়ম্বনা ময়॥
তে চ'খো মাছ খেলে পরে, সকল রোগই হয়।
ত্রিদোষ কুপিত সান্নিপাতে—সদ্য জীবন ক্ষয়॥
ত্রিপাদ ভূমীর জন্য বলির পাতালে আশ্রয়।
ত্রিশঙ্কু রাজাটার দেখ—বিপদ অতিশয়॥
তিন্ ঠাঁই "বাঁকা ত্রিভঙ্গ" তাই কৃষ্ণ দয়াময়।
তিনটে বেঞ্চায় মারাত্মক পাঠক মহাশয়।
তিন এডিটার এ "মজলিসের", কাযেই পরিচয়!
কাপড়ের ময়লা কাটে যেমন—সাজিমাটী সাবানে,
দেহের ময়লা কাটে যেমন. যোগে—গঙ্গাস্নানে,
গুড়ের ময়লা সেওলায় কাটে, ক্ষুরের ময়লা শাণে,
পাপের ময়লা কাটে যেমন,—পঞ্চগব্য পানে,
খেতের ময়লা জোলাপেতে,—প্রেমের ময়লা মানে,
ফট্কিরিতে জলের ময়লা কাটে, সবাই জানে।
দাঁতের ময়লা কাটে যেমন,—জর্দ্দা দেওয়া পানে,
বাবুর ময়লা কাটে তেম্নি—মোসাহেবের গানে।

যেমন দুর্য্যোধন আর ভীমে, চিনীতে আর নিমে,
দেবতা আর অসুরে, জামাই আর শ্বশুরে,
রাহু আর চাঁদে, ঘুঘু আর ফাঁদে,
সাপে আর নেউলে, যমে আর দেউলে,
বিড়ালে আর ইঁদুরে, কাজলে আর সিঁদুরে,
মদনে আর শঙ্করে
তেম্নি ধারা পীরিত জেনো "শিশিরে" আর "নাচঘরে"!

যেমন মড়া আর খাটুলি, বেরাল আর এঁটুলি.
আরসী আর পারায়, বীজে আর চারায়,
দাড়ী আর ক্ষুর, নাগরী আর গুড়,
ধূলোয় আর ঝাঁটায়, পিয়াজ আর পাঁঠায়,
আরতি আর ঘণ্টায়, জিহ্বায় আর কণ্ঠায়,
ঢেঁকি আর চালে, ঠোঁটে আর গালে,
আগুন আর বারুদে, টাকায় আর সুদে,
বাঙালে আর রাগে,
মহিষে আর বাঘে,
"মনোমোহন" আর 'নাচঘরের' ভাবটা তেম্নি লাগে।

যেমন বাঘকে ডরায় ছাগল, জলকে ডরায় পাগল,
রোদ্দকে ডরায় চাতক, মহাজনকে খাতক,
রামনামে ভূত, শিবকে যমের দূত,
মৃত্যুকে ডরায় প্রাণী, অপমানকে মানী,
তেম্নি হিন্দু সমালোচককে ভয় করে "পাষণী"।

যেমন খাপ্ ছাড়া তলোয়ার, জল ছাড়া পলোয়ার,
ছাপ্পর ছাড়া ঘর, পণ ছাড়া বর,
কুঞ্জছাড়া বৃন্দে,
তেম্নি খবরের কাগজ মানায় নাকো নৈলে পরের নিন্দে!

যেমন সতীর রক্ষক পতি, রত্নের রক্ষক জ্যোতি,
অন্ধের রক্ষক যষ্টি, শিশুর রক্ষক ষষ্ঠী,
দেহের রক্ষক বল, শস্যের রক্ষক জল,
সাময়িক পত্রের রক্ষক তেম্নি জেনো গ্রাহক দল!

যেমন মাটী আর পাটে, লোহা আর কাটে,
গুড়ে আর ছানায়, মুক্তা আর সোণায়,
হাঁড়ী আর সরায়, [illegible]ক আর পারায়,

কাঁটালে আর ক্ষীরে,
তেম্নি মধুর মিলনরে ভাই। হেমন্ত শিশিরে।
যেমন শচির তুল্য রূপ নাই, কাশির তুল্য ধাম,
প্রেমের তুল্য সুখ নাই, হরির তুল্য নাম,
বামুনের তুল্য জাত নাই, সাপের তুল্য খল,
চুরির তুল্য পাপ নেই, কলের তুল্য জল,
রোগের তুল্য শত্রু নেই, যোগের তুল্য বল,
তেম্নি ভাদুড়ীর তুল্য এক্টার নেই,—আর্টের সুকৌশল।

ভগীরথের কীর্ত্তি যেমন—গঙ্গাএনে ভুবনে,
বলিরাজার কীর্ত্তি যেমন—চিত্ত দিয়ে বামনে,
রাবণ রাজার কীর্ত্তি যেমন, ঘাস কাটিয়ে শমনে,
লাট মিটনের কীর্ত্তি যেমন অর্ডিন্যান্সের চলনে,
পরশুরামের কীর্ত্তি যেমন—ক্ষত্রিয় কুল দলনে,
ভাদুড়ী দলের কীর্ত্তি তেম্নি—"পাষাণী" প্রতিপালনে।

যেমন কালায় আর ধলায়, আদায় আর কাঁচ কলায়,
তেলে আর বেগুণে, জলে আর আগুণে,
আফিমে আর তামুকে, সাঁকেতে আর শামুকে,
কাগে আর কোকিলে, দাতায় আর কৃপণে,
বাঁকায় আর সোজায়, উপরি ভাব আর রোজায়,
আলোচাউল আর ভেড়ায়, কাপালিক আর নেড়ায়,
বিধবায় আর মাছে,—
নায়কে আর নাচঘরেতে,—সেই সম্বন্ধটা আছে।

পেত্নীর বিদায়

সধর্ম্মব্রত শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ,সাহিত্য ভূষণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মা মেয়ে মানুষ, তাই আমার দুঃখ কষ্ট বোঝেন। কিন্তু বাবা তো বোঝেন না, বাবা আমারই দোষ দেন, তিনি বলেন, "নিজে ভাল না হ'লে তার কখনও ভাল হয় না, তার কখনও সুখ হয় না, যার মন ভাল তার সব ভাল, মন ভাল না হ'লে, মনের দোষে লোক কষ্ট পায়, তুমিও পাচ্ছ।" তাহলে এই পৃথকের জন্য বাবা রাগ করেছেন? কি বল?

ওঃ! বাবা ভয়ানক রাগ করেছেন! বাবা তোমাকে বকাবকি কর্‌ছিলেন এমন সময় মা ব'লে ফেল্লেন—যে, "তোমার আমার মতামত জানবার জন্যে জামাই উজ্জ্বলাকে এবার এখানে পাঠিয়েছিল, কিন্তু আমি আর তোমায় জিজ্ঞাসা না করে পৃথক হ'তেই বলে দিয়েছিলাম।" সেই জন্যে মায়ের সঙ্গে বাবার খুবই ঝগড়া হ'য়ে গেছে, আজ পর্য্যন্ত বাড়ীর মধ্যে বাবা শুতে আসেন না। বাবা কেবলই মাকে দোষ দিচ্চেন, আর বলছেন যে, এক জনার ঘর ভাঙ্গতে যে মা বাপ পরামর্শ দেয়, তার কখনও ভাল হয় না, তার নিজের ঘরও ভেঙ্গে যায়। তোমার বেয়াড়া বুদ্ধির দোষে সেই মেয়েটা পর্য্যন্ত বেয়াড়া হ'য়ে গেল। এইবার লোক কথায় কথায় সেই মেয়েকে ছোট লোকের মেয়ে বলবে, লোক আমাকেই গালাগালি দেবে। ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! তুমি এমন ছোট মন নিয়েও আমার সংসারে এসেছিলে! আমাকে একদিনের জন্যও মনের সুখে থাক্‌তে দিলে না।

ঐ স্যাখো বাবার কেমন ব্যাপার! তা দেখ দাদা! তুমি যেন আবার তোমার গুণের ভগ্নীপতিকে বলো না যে একথা আমি বাবাকে জানাই নেই, কিম্বা বাবার এ পৃথক হওয়ার মত নেই, তাহলে আমাকে যা ইচ্ছে তাই বল্‌বে। হয়ত আবার গ্রামের বাড়ীতে ফিরে যাবে।

ভ্রাতা মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলেলন, না না তা' আমি তা বল্‌বো না, আর বোধ হয় তিনি আমায় ওকথা জিজ্ঞাসাও কর্ব্বেন না।

এমন সময় উজ্জ্বলবরণী দুই খানি থালায় লুচি তরকারী, ভাজা ও বিবিধ মিষ্টান্ন সাজাইয়া ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে আহার করিতে দিলেন।

বিষ্ণুপদ এতক্ষণ পত্নীর কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইলেও অতিকষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিয়াই দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু আর পারিলেন না। শ্যালক ও শ্যালক পুত্র ভোজন করিবার পূর্ব্বেই পত্নী ও শ্যালকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিরস কঠোর কণ্ঠে শ্যালককে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে মশায়?—আমার অনুপস্থিতিতে, আমার বিনা অনুমতিতে আমার বাটীর মধ্যে ঢুকে ওরূপ ভাবে বসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে গল্প গুজব কচ্চেন?

বিদ্রূপ মনে করিয়া শ্যালক সহাস্যবদনে বলিলেন আয়ে—এসো—এসো—

বিষ্ণুপদ বাধা দিয়া বলিলেন—চোপরাও রাস্কেল্ ফুল, পাজী নচ্ছার বেহায়া—

উজ্জ্বলবরণী বিরক্তির স্বরে বলিলেন—আমরণ, মুখের বাক্যি ছাখো? আজ আবার মদ খেয়ে এসেছেন বুঝি?

বিষ্ণু। হাঁ, আমি মদ খেয়েই এসেছি, চোপরাও ছোট লোক কোথাকার! কে এ? আমার বিনা অনুমতিতে কেন তুই একে বাড়ীতে ঢোকালি? আমাকে না বলেই বা তুই কেন এত পয়সা বাজে খরচ করে লুচি তরকারী তৈয়ার করলি?

উঃ বঃ। আমরণ চিন্তে পাচ্ছ না?—চোখ নেই? উনি আমার দাদা যে—

বিষ্ণু। তোর দা-দা?—তোর দাদা আমার এ বাড়ীতে কেন এসেছে?

উঃ বঃ। আমার দাদা আসবে না?

বিষ্ণু। না—আসবে না। তোর দাদা আমার বাড়ীতে কেন আসবে?

উঃ বঃ। কেনে—তাতে হয়েছে কি?

বিষ্ণুপদ ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া পত্নীকে প্রহার করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বিবেকের কৃপায় বিরত হইয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—যে বাড়ীতে আমার দাদার ভাইপোদের একমুঠা অন্ন পাবার উপায় নেই, যে বাড়ীতে আমার দাদার আমার ভাইপোদের প্রবেশ করিবার অধিকার নেই, সেই বাড়ীতে তোর দাদা তোর ভাইপো এসে আসনে বসে লুচি খাবে! পাজী নচ্ছার বদমাইস মেয়ে মানুষ! বেরো—দুর—হ—

উজ্জ্বল বরণী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। বিষ্ণুপদ বলিলেন চুপ্ কর, চেঁচালে সত্যই তোর অদৃষ্টে প্রহার আছে।

চুপ কর্ব্ব? চুপ আমি কর্ব্বনা। আমার সাম্নে আমার দাদার এত অপমান? ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!

আর আমার সাম্নে আমার দাদার তুই কি অপমান না করেছিস্! আমার দাদাকে যে তুই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে পর্য্যন্ত দিয়েছিস! জানিস না?

উজ্জ্বল বরণীর সহোদর বা ভ্রাতুষ্পুত্রের লুচি ভক্ষণ আর ঘটিয়া উঠিল না, বিশেষ লজ্জিতভাবে উজ্জ্বলার সহোদর বলিলেন—বেশ মশায়, আপনি স্থির হোন্ রাগারাগির কোন প্রয়োজন নাই, আমরা আপনার বাড়ী থেকে চলে যাচ্ছি।

বিষ্ণু। নিশ্চয় যান্, এখুনি যান, এক মিনিট দেরী কর্ব্বেন না।

উজ্জ্বল বরণী রোদন করিতে করিতে বলিলেন—ওগো দাদা গো! আমাকেও নিয়ে চলগো! আমি ও পিশাচের বাড়ীতে আর থাক্‌বো না গো! তোমরা কি আমাকে এক মুঠো ভাত দিতে পার্ব্বে না গো?

বিষ্ণু। তোকে রাখলে তবে তো তুই থাক্‌বি। তুই এক্ষুণি চলে যা। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

উজ্জ্বল বরণী সহোদর ও ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত গো-যান যোগে পিত্রালয় প্রস্থান করিলেন। বিষ্ণুপদও সেই মুহূর্ত্তে জুড়ি গাড়ী করিয়া স্বগৃহে গমন পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ সহোদর ও ভ্রাতৃজায়াকে প্রণাম করিয়া পদধুলি লইয়া মস্তকে দিলেন।

ভ্রাতৃ-স্নেহ-প্রবণ রামপদ বাবু ভ্রাতার মুখ দেখিয়া ভীত বিহ্বলভাবে বলিলেন, কি খবর ভাই? এমন সময় সহর থেকে চলে এলে কেন? খবর ভাল তো?

বিষ্ণুপদ শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন—আপনার কোন চিন্তা নাই দাদা! খবর খুব ভাল! আজ এত দিনের পর আমার স্কন্ধ হ'তে পেত্নী নেমে গেল।

অতসীবালা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেবরের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—কি বল্‌ছো ঠাকুরপো!

তোমার জায়া রূপা পিশাচী, আমার পত্নী রূপিনী পেত্নী আজ স্ব-ইচ্ছায় নিজ সহোদরের সহিত পিত্রালয়ে প্রস্থান করেছেন। আমার হাড়ে বাতাস ঢুকেছে।

সে আবার কি কথা ঠাকুর পো?

বেশ ভাল কথা, আনন্দের কথা, সুখের কথা, যার পর নেই আহ্লাদের কথা। কারণ যে দুঃশীলা মুখরা পিশাচীর জন্য প্রকারান্তরে আমি আমার রামচন্দ্রের মত জ্যেষ্ঠ সহোদর ও সতী সাবিত্রী সীতা দেবীর মত জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে পৃথক হ'য়েছিলাম, যার জন্য আমার উঁচু মাথা নিচু হ'য়ে পড়েছিল, যার জন্যে লোকের সম্মুখে আমি লজ্জায় ঘৃণায় মাথা তুল্‌তে পারছিলাম না, যার জন্যে লোকে আমাকে বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করেছিল, হয়ত আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ আমায় অভিশাপ দিচ্ছিলেন, আর

দিন কতক থাকলে যে পাপিনী আমাকে এমন সোণার সংসারের চালের মটকায় আগুন ধরিয়ে দিত, সংসারটা ছারখার করে ফেল্‌তে, সেই পাপিনী পিশাচী ভগবানের কৃপায় আজ স্বইচ্ছায় সহোদরের সঙ্গে পিত্রালয় প্রস্থান করেছে। এখনি হরির লুট দাও, কাল মা কালীর, আর বাবা রাজরাজেশ্বরের ভোগ ও পূজা দোব, আজ আমার বড়ই আনন্দের দিন, আজ আমার পত্নী-রূপা পেত্নীর প্রস্থান!!

সমাপ্ত।

ভাল, কি মন্দ ?

শ্রীমতী দুর্গেশনন্দিনী ঘোষ।

আজকাল যে নারী স্বাধীনতার একটা ঢেউ উঠেছে; তার কারণটা কি? নারীকে স্বাধীনতা দিয়ে কিছু লাভ আছে কি? নারী যখন বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর, বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের অধীন, প্রাচীনকাল হইতে যখন এইরূপ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু আধুনিক সম্প্রদায়ের শিক্ষানুযায়ী তাহা বোধ হয় লোপ পাইল। আমাদের পুরুষেরা যখন অন্য জাতিরই পরাধীন, তখন কি ব'লে তারা আবার নারীকে স্বাধীনতা দিতে চায়? সেটা যেন বাতুলতা মাত্র। যদি চ অনেকের স্বামী কেরাণী নন্‌, তথাচ অনেক বঙ্গনারীর মতে এটা বড়ই হাস্যাস্পদ।

আজকাল ত গোলামী পাওয়াই দায়, তা সত্বেও যারা ২০৷৩০ টাকার গোলামী করেন, সেই মহাপুরুষদের ভিতর অনেকে, উড়ে বামুনের সেই সিক্‌নী ফেলা খোসচুলকানি ইত্যাদির হাতের রান্না খেয়েও পরম তৃপ্তি লাভ করেন। বলিহারি যাই তাঁদের তৃপ্তির খাওয়াকে! আর ও বলি হারি যাই তাঁদের গিন্নীদের! কারণ যাকে দেখ্‌লে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে ইচ্ছা করে, সেই সব উড়ে বামুনের হাতে নিজেদের পূজনীয় আরাধ্য দেবগণের রান্নার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। হায় রে গতর! যাঁরা আমাদের সুখের জন্য এই দারুণ শীতে, প্রচণ্ড রৌদ্রে, এবং প্রবল বর্ষার জলস্রোতে কাতর না হইয়া, সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমান্তে শুষ্কমুখে ক্লান্ত দেহে, ভগ্নমনে, পূর্ণাকাঙ্খা ঢিত্তে যখন স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন; নারী, স্বাধীনতা পেয়ে যদি ক্লাবে, ইডেন গার্ডেনে, গড়ের মাঠে, বোটানিক্যাল গার্ডেনে, ফ্রেণ্ড সোসাইটীতে কিংবা গার্ডেন ফিষ্টে প্রভৃতি স্থানান্তরে গিয়া আন্তরিক ও বাহ্যিক প্রফুল্লতা বৃদ্ধি করে, তখন তা হলে কর্ম্মক্লান্ত পুরুষদের মুখাবলোকন করিবে কে? সেই শ্রীল শ্রীযুক্ত দ্রৌপদী প্রতিম উড়ে পাচকটি? না সেই হাতে পায়ে হাজা কিস্তুত কিমাকার ঝিংএর বীচির রং তুল্য পরিচারিকাটি?

আচ্ছা। ভারতের নারী জাতি যদি স্বাধীনতা পায় নারীস্বাধীনতা কর্ম্মকর্ত্তারা কি এটুকু বিচার ক'রে দেখেছেন পরিণামে কি ফল হইবে? বাঁধা গরু ছাড়া পেলে, কয়েদবন্দী ডাকাতের দল কারামুক্তি পেলে, তাদের যেরূপ অবস্থা হ'য়ে থাকে তখন ভারতের নরনারীর অবস্থা প্রায় তদ্রূপই হইবে। ভারতের স্বায়ত্ত শাসন ও নারী স্বাধীনতা এই দুইটাই খুব প্রবল হইয়া উঠিতেছে। যদি নারী স্বাধীনতা পায়, তবে স্বায়ত্তশাসন বাঁধ ভাঙ্গিয়া অকুল পাথারে ভাসিবে তাহা কি কেহ অনুভবে আনিয়াছেন? কেন না এখন যে সব নারী অর্ধ স্বাধীনতা পেয়েছেন, (আজকালকার গৃহিনীরা) সময় সময় তাঁদের কর্ত্তারা সু-কু বিবেচনা না করিয়া তাঁদের গিন্নীদের কথানুযায়ী অধিকাংশই কর্ম্ম সমাধা করিয়া থাকেন। ইহার ফলে সংসারে, সমাজে, আত্মীয়স্বজন, কুটুম্বদের আদান প্রদান সম্বন্ধে পদে পদে কতই না বিঘ্ন ঘটিতেছে। ইহার উপর যদি পূর্ণ স্বাধীনতা পায় তাহলে ত সোণায় সোহাগা হইবেই।

নারীকে স্বাধীনতা দেওয়ার উদ্দেশ্যটা কি?

আমার বোধ হয় কর্ম্মস্থলে নিজেদের কার্য্য লাঘব করিবার নিমিত্ত, নারীকে বামপার্শ্বে রাখিয়া কর্ম্মের সহায়তার জন্য কিম্বা নারীকে পিঞ্জরাবদ্ধ না রাখিয়া কর্ম্মান্তে সান্ধ্য-সমীরণ সেবনান্তে সার্কাস, বায়স্কোপ, থিয়েটার ইত্যাদি আমোদ প্রমোদের জন্য কি নারী স্বাধীনতার এতই আবশ্যক?

হায়! কলিকালের মহাপুরুষেরা নারীর ভার বহনে যদি এতই অসমর্থ, তবে সেই সাতটি পাকের ব্যবস্থা তুলে দেওয়াই কর্ত্তব্য নয় কি?

লোকে কথায় বলে "অবলা" নারী কিন্তু নারী যখন স্বাধীনতা পদ পাইবে তখন "অবলা ত থাকিবেই না সবলা ত হইবে, কিন্তু দুর্ব্বলতা দূর হইবে কি? এখন ভারতে—নরনারী উভয়ের স্বাধীনতার জন্য অনেক মহাপুরুষই ব্যস্ত। লাভ জনক কোন্‌টি? ভারত—না নারী?

নব্যচিকিৎসক।

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন, শাস্ত্রী]

[স্থান—কলিকাত হেদুয়ার মোড়। সময় প্রাতঃকাল। অ্যালোপথ, হোমিওপ্যাথ, হাকিম ও বৈদ্য চিকিৎসকগণ]

গীত।

(সকলে)

আমরা সব হালফ্যাসানের নব্য চিকিৎসক।
মোদের ধরণ ধারণ সহজ আছে—যা'তে ভোলে লোক।

(বৈদ্য)

ক'বরেজ আমি নাইক টিকি,
'সিগারেট টা সদাই ফুঁকি,
তোমরা সব দেখেছ কি—আমার বিজ্ঞাপনের রোক্?

(অ্যালোপ্যাথ)

অ্যালোপ্যাথি বৃত্তি আমার,
গোঁপ কামান তেড়ির বাহার
চুরুট ছেড়ে টানছি তামাক,—যার যা খুসী কোক্।

(হোমিওপ্যাথ)

আমি হানিম্যানের প্রধান শিষ্য'
দেখ দেখি আমার দৃশ্য,
এক দিকের গোঁফ কামিয়ে ফেলে ভুলাই রোগীর শোক্।

(হাকিম)

আমি হাকিম সাহেব আরব ছেড়ে,
এইছি ওগো হেথায় তেড়ে,
'টিকি' রেখেছি হিঁদুর মত,—রোগী সব হাতের ভেতর হোক্।

[ব্রহ্মার প্রবেশ]

ব্রহ্মা। ওঃ। চিকিৎসা জগতে কি দুর্দ্দশাই না হ'য়েছে। এদের এই চারি মূর্ত্তি চিকিৎসা বিদ্যা আমার এই চতুর্মুখ হ'তেই নির্গত হ'য়েছিল। কিন্তু সকল চিকিৎসার মূলে একই উদ্দেশ্য নিহিত আর্ত্তের সেবা কর, পরোপকার ধর্ম্মে ব্রতী হও—কখনো চিকিৎসা বৃত্তিকে ব্যবসায়ের সামগ্রী কর'না। কিন্তু দেশের একি শোচনীয় অবস্থা! এরা চার জনেই চিকিৎসার মহান্ উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে চিকিৎসা কার্য্যটীকে সম্পূর্ণ ব্যবসায়ে পরিণত ক'রে রোগী সংগ্রহের জন্য স্বধর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগে ও পশ্চাৎপদ হয়নি। ক'বরেজ মহাশয় ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলে হিন্দুয়ানির চিহ্ন পর্য্যন্ত টিকি ছেড়ে টেরী রেখেছেন। অ্যালোপ্যাথ গোঁফ কামিয়ে চুরুট ছেড়ে হুঁকা টানছেন। হোমিওপ্যাথ এক দিকের গুম্ফ মুণ্ডনে এক কিম্ভুত কিমাকার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক রোগী সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। আর হাকিম সাহেব শ্মশ্রুগুম্ফ মুণ্ডন পূর্ব্বক শিখা রেখে হিন্দু সেজেছেন! উঃ? চিকিৎসক সমাজের কি ভীষণ দুর্গতিই না ইহাদ্বারা অনুমান করা যায়! লোকে অর্থের জন্য পারেনা—এমন কার্য্যই নাই—দেখছি।

[সমাপ্ত]

উড়ে ও মেড়ো।

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

সাদৃশ্য—

১। দুজাতই একই শাসন কর্ত্তার অধীন যদিও ভৌগলিক অবস্থিতি অনুযায়ী এরূপ শাসন অসম্ভব এবং ইহা কেবল ভারতেই শোভা পায়।

২। দুই জাতই বাঙ্গালার গলিতে গলিতে আনাচে কানাচে প্রবেশ করেছে। এমন কি বাঙ্গালায় যে সব পল্লীতে বাঙ্গালীর বসবাস উঠে যাচ্ছে সে সব পল্লীতেও একদল উড়ে বা একদল খোট্টাকে দেখতে পাওয়া যায়।

৩। এক ঘরে পঞ্চাশ জন বাস করার অভ্যাস দুই

জাতের মধ্যেই সমান প্রবল। সকাল বেলা তাদের শুয়ে থাকতে দেখলে বাস্তবিকই কষ্ট হয়। "অন্ধকূপের" প্রাণীগণের চেয়েও কষ্ট সহিষ্ণু যে এরা তাদের শোবার ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়।

৪। দুই জাতই সমান ভাবে দারিদ্র্যোপহত। দারিদ্র্যমাখা কাপড়, দারিদ্র্যমাখা খাওয়া, দারিদ্র্যমাখা দৈনন্দিন জীবন যাপন।

৫। দুই জাতই ভারবাহী। তবে কেহ পাল্কি বয় কেউ মোট বয়। কিন্তু বাঁকে করে জল বা মোট বহন দুজনেই করে।

৬। বাঙ্গালী বিদ্বেষ দুজাতেরই সমান সমান। বাগে পেলে বাঙ্গালীকে চেপে ধর্ত্তে দুজাত খুবই মজবুত। যারা উড়িষ্যা এবং বিহারে গেছেন তারাই বুঝতে পাচ্ছেন।

পার্থক্য :—

১। উড়ে অপেক্ষা মেড়োর নৈতিক জ্ঞান অনেক কম। পরের দ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান কর্ত্তে, বা আত্মসাৎ কর্ত্তে, পরের কল পায়খানা ব্যবহার কর্ত্তে পরের জায়গায় খাটিয়া পেতে শুতে, রাস্তার মাঝে দোকান সাজিয়ে বসতে বিষ্ঠামূত্রাদি ত্যাগ কর্ত্তে মেড়ো অদ্বিতীয়। যদি বারণ কর চোখ রাঙ্গিয়ে তেড়ে আসবে; যদি গুতো দেও, কিছুদিন বন্ধ কর্ব্বে বটে কিন্তু আবার যে-কে সেই। প্রকৃত-পক্ষে মেড়োর মত অমন আত্মমর্য্যাদাহীন জাত ভারতে আর আছে কি না বলা যায় না।

কিন্তু উড়ের প্রকৃতি ওরূপ নয়। সে দুই একটাকা দিয়ে যে ঘরখানি ভাড়া নেবে সেই খানেই গাদাগাদি করে পড়ে থাকবে তবু পরের জায়গায় বসবে না। সে পরের রাস্তায় বড় একটা দোকান খোলে না। পরের কল পায়খানা তাকে ব্যবহার কর্ত্তে দেখা যায় না।

২। উড়ের মুখশ্রী বড় সুন্দর; এমন কি বাঙ্গালীদের চেয়েও সুন্দর। তাদের মুখশ্রীতে নারীর সৌন্দর্য্যও যেন কতকটা ফুটে ওঠে; কিন্তু মেড়োর চেহারা প্রীতিপ্রদ সৌন্দর্য্যে বাঙ্গালী অপেক্ষা নীচে। লোকে বলেন যেন কাটখট্টা। এক দম্ বুলেটের মত চেহারা, তার উপর আকর্ণ জুল্‌পি আর বিচিত্র গোঁফ নিতান্ত অপ্রিয়দর্শন।

৩। উড়ে মেড়ো অপেক্ষা কম অতিথি বৎসল। এটা যে কেন হল আমি অনেক সময় ভেবে পাই না। দেখা যায় ঝেকামুটে তার ট্যাক হতে একটা পয়সা নিয়ে কোন সাধারণ কাজে দান কচ্ছে, কিন্তু উড়ে এক পয়সাও দিতে পারে না। উপর্য্যুপরি বার বার উড়িষ্যার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হওয়ায় বোধ হয় উড়ের স্বভাব ঐরূপ হয়েছে।

৪। উড়ে বাঙ্গালী ফেশানে নিজের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেচে, মেড়ো কিন্তু নিজের আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রেখে চলেছে। উড়ে বাঙ্গালীর বেশী অনুসরণ কর্ব্বে কিন্তু মেড়ো বাঙালীর ভাল জিনিষটাও নিতে নারাজ।

আমি অনেক দিন এই দুইজনের সম্বন্ধে আলোচনা করে উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। একটু আধটু ব্যাতিক্রম থাকতে পারে, কিন্তু আমি যে সব পার্থক্য সাদৃশ্যের কথা বল্লাম তাতে পাঠক পাঠিকার সায় দিতেই হবে।

বঙ্গনারী ও ব্রজের রাখাল।

গত ৩১শে জানুয়ারী শনিবার বৈঁচবাটী শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ চৌধুরীর বাড়ীতে বৈঁচবাটী অবৈতনিক নাট্য সমিতির "বঙ্গনারী" ও "ব্রজের রাখালের" অভিনয় হইয়া গিয়াছে। আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া অভিনয় দেখিয়াছিলাম। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে বৈঁচবাটীর বিশিষ্ট নাট্যানুরাগী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক এই সম্প্রদায়টী প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্যে কিছু দিন বন্ধ ছিল, পরে কয়েক বৎসর হইল স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও নাট্যানুরাগী ডাক্তার আশুতোষ সিংহ এবং শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ চৌধুরীর ও তাহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ চৌধুরীর যত্ন, চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে পুনরায় নবোদ্যমে নব কলেবরে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। প্রথমেই একটী বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, সন্ধ্যা ৭টার সময় অভিনয় আরম্ভ হইবার কথা ছিল, ঠিক ৭টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐক্যতান বাদন আরম্ভ হয়। সমিতির নাট্যাচার্য্য শিরীষ বাবুর কীর্ত্তন গান কয়েকটী শ্রোতৃমণ্ডলী পরম আগ্রহ সহকারে উপভোগ করিয়া-ছিলেন। এই অভিনয়ে আমরা কেদারকে নিঃসঙ্কোচে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে পারি। মফঃস্বল থিয়েটারে এরূপ অভিনয় খুব কমই দেখা যায়। আমরা হাঁদু বাবুর অভিনয়ও

দেখিয়াছি কিন্তু বড় বেশী তফাৎ বুঝিতে পারিলাম না। এই হীরাই সানে চড়াইয়া পালিশ করিয়া বাজারে ছাড়িয়া দিলে কোহিনুর হয়। কেদারের পরে যজ্ঞেশ্বরের অভিনয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। হাব ভাব বক্তৃতার একেবারে হুবহু যজ্ঞেশ্বর। বিনোদিনী সুশীলা সদানন্দ উপেন্দ্র প্রভৃতিও ভাল হইয়াছে, ইহাদের সহিত তুলনায় বিনয় ও দেবেন্দ্র আমাদের তত ভাল লাগে নাই। সামান্য কয়েকটী ত্রুটীও লক্ষিত হইল, সাধারণের দর্শকের চক্ষে সহসা অনুভূত না হইলেও ত্রুটীত বটে। আশা করি সমিতির সম্পাদক মহাশয় একটু অবহিত হইয়া অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার চেষ্টা করিবেন। প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে উপেন্দ্রের জনৈক ভক্ত উপেন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন কিন্তু বাস্তবিক ঐ স্থানে কোন ছবি ছিল না। দেবেন্দ্র যে খাট খানিতে শয়ন করিয়া ছিলেন তাহা এত ছোট যে পদদ্বয়ের অর্দ্ধেকটা বাহির হইয়াছিল, এটা বড়ই অস্বাভাবিক। সুশীলা বি-এ পাশ বলিয়াই কি তাহার হাতে অষ্টপ্রহর একখানি বই গুঁজিয়া দিতে হইবে? সর্ব্বাপেক্ষা বিষদৃশ ঘটনা দম্পতি ও বিনয় আহত হইয়াও অনেকটা সময় রঙ্গমঞ্চের উপর দাঁড়াইয়াছিল। মোটের উপর আমরা অভিনয় দেখিয়া সুখী হইয়াছি। আরও দেখিলাম নাট্যানুরাগী ও সহৃদয় ষ্টেশন মাষ্টার Mr. B. I. Hamar শেষ পর্য্যন্ত অভিনয় স্থলে উপস্থিত ছিলেন। উপসংহারে চা পান ও সিগারেট ইত্যাদি দ্বারা আপ্যায়নের কথা না বলিলে বিজয় বাবুর নিকট অকৃতজ্ঞ থাকিয়া যাইতে হয়। সেওড়াফুলী নাট্য-সমিতিরও মেবার পতন এই দিনে বৈষ্ণবাটীতে হইয়াছে শুনিলাম, কিন্তু তাঁহাদের গতি বিধির খবর সাধারণে বড় একটা পায় না। ছোঁয়া ছুত তাঁহাদের সহ্য হয় না—তাতে নাকি গুণের মাত্রা কমিয়া যায়। ও ঢাকা থাকাই ভাল।

তীর্থ কথা।

শ্রীমন্মথনাথ সরকার বি এ।

ত্রিবেণী।

গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম স্থল ত্রিবেণী। সরস্বতী দেহ রক্ষা করিয়াছেন, গঙ্গা-গাত্রে শীর্ণ খাদ্ ব্যতীত এখন তাঁহার আর কোন চিহ্ন নাই, যমুনা গঙ্গার বাহুপাশ ছেদন করিয়া এক বিস্তীর্ণ চর সৃষ্টি করিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছেন, সুতরাং ত্রিবেণী তীর্থের এক্ষণে মৌলিকত্ব ব্যতীত আর কিছুই বজায় নাই। ত্রিবেণীর বাসিন্দাগণ অধিকাংশই ম্যালেরিয়ায় ভয়ে গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। স্থানটী সুন্দর। তীরে "বেণীমাধবের" মন্দির। শিবলিঙ্গ স্বপ্ন প্রাপ্ত অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল, আধুনিক্ যুগের ভাস্করের কৃতি নহে। মন্দিরের উভয় পার্শ্বে আরও কয়েকটী মন্দির দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিলাম। মিউনিসিপ্যালিটী ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহাদের ব্যবস্থা ভাল। স্ত্রীলোকদিগের একটী স্বতন্ত্র স্নানের ঘাট, ঐ ঘাট কোন পুরুষে ব্যবহার করিতে পারিবেন না, বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে।

পণ্ডিত প্রবর ৺ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বাসস্থান এই ত্রিবেণী। বর্ত্তমানে তাঁহার পৌত্র বাণীর দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইয়া বংশ রক্ষা করিতেছেন। "দায়ভাগ", "মিতাক্ষরা" প্রভৃতি হিন্দু আইন ইংরাজিতে ব্যাখ্যাত হওয়ার পূর্ব্বে কলিকাতা হাইকোর্টের ইংরাজ বিচার-পতিরা জটিল বিষয়ের মীমাংসার জন্য তাঁহার বাটীতে যাইতেন। তিনি শ্রুতিধর ছিলেন। কথিত আছে এক দিন তিনি ঘাটে স্নান করিতেছিলেন, তাঁহার সম্মুখে একখানি জাহাজ বাঁধা ছিল। ঐ জাহাজে দুই জন ইংরাজ বচসা আরম্ভ করে, বচসা গুরুতর হয় এবং উহা অবলম্বনে উভয়ের মধ্যে শ্রীরামপুরের আদালতে মকদ্দমা হয়। তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে সাক্ষ্য দিতে হয়। তিনি আদা-লতে উভয়ের কথা যথাযথ আবৃত্তি করেন। বিচারক প্রথমে তাঁহাকে ইংরাজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে তিনি আদৌ ইংরাজি জানেন না। আর একটী কথা প্রচলিত আছে যে, একদা তিনি বাটীর পাশে ক্ষেতের বেড়া বাঁধিতেছিলেন। এমন সময় একজন পশ্চিম দেশীয় পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার নিকট তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের বাটী কোনটি জিজ্ঞাসা করেন। তর্কপঞ্চানন মহাশয় তাঁহাকে বাহিরের ঘর দেখাইয়া তথায় বসিতে বলেন। তৎপরে তিনি বাটীর ভিতর হইতে সংবাদ পাঠাইলেন যে অগ্রে

অতিথির স্নানাহার শেষ করুন, পরে তাঁহার সহিত বাদানুবাদ হইবে। বলা বাহুল্য, ঐ পণ্ডিত, তাঁহার নাম শুনিয়া তর্ক করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন। পণ্ডিত স্নান করিতে গেলে, তর্কপঞ্চানন মহাশয় বাহিরে আসিয়া তাঁহার পুঁথির তাড়া খুলিয়া, ন্যায়ের একখানি অজ্ঞাত ভাষ্য দেখিতে পাইলেন এবং সেখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া পূর্ব্ববৎ বাঁধিয়া রাখিলেন। পশ্চিম দেশীয় পণ্ডিত ঐ পুস্তকে তাঁহার অজ্ঞাত জানিয়া উহা অবলম্বনে তাঁহাকে ঠকাইবেন আশা করিয়া আসিয়াছিলেন। যথাকালে প্রশ্ন আরম্ভ হইল, তর্কপঞ্চানন মহাশয় মুখস্থের ন্যায় সব উত্তর দিতে লাগিলেন। ইহাতে ঐ পণ্ডিত বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি তাঁহার তাড়া হইতে ঐ পুঁথি গোপনে লইয়া পাঠ করিয়াছেন কি না? তর্কপঞ্চানন মহাশয় অস্বীকার করিলেন। পণ্ডিত অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন যে তাঁহার কথা যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে তাঁহার বংশে কখনও একটীর অধিক পুত্র সন্তান থাকিবে না। এখনও পর্য্যন্ত ঐ পণ্ডিতের অভিশাপ ফলিয়া আসিতেছে।

ভারত সঙ্গীত সমাজ।

বহুদিন পরে গত ২৫শে মাঘ শনিবার রাত্রি ৮ ঘটিকায় ভারত সঙ্গীত সমাজের জুনিয়ার সভ্যগণ সমাজের রঙ্গমঞ্চে "চন্দ্রগুপ্ত" ও "রেশমী রুমালের" অভিনয় করিয়াছিলেন। এই অভিনয় দর্শন করিবার জন্য মাননীয় এড্‌ভোকেট জেনারেল মিঃ এস্ আর দাশ ও অনারেবল ডাক্তার দ্বারিকা নাথ মিত্র প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহিলাগণের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়াছিল। চাণক্যের অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছিল। অনেক পেশাদার থিয়েটারের চাণক্যের অপেক্ষা এই সখের চাণক্যের অভিনয় উৎকৃষ্টতর হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। মুরার অভিনয়ও চিত্তাকর্ষক হইয়া ছিল। সঙ্গীত সমাজ বহু দিন পরে নাটকের অভিনয় করিয়া আমাদের তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন। আশা করি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র ও শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার দত্ত মহাশয় অতঃপর একটু ঘন ঘন যাহাতে থিয়েটারের অভিনয় হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া সঙ্গীত সমাজের নামের সার্থকতা বজায় রাখিবেন।

শোক সংবাদ।

বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর নিবাসী স্বনামখ্যাত সঙ্গীতবিদ্যা বিশারদ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয় আর ইহ জগতে নাই। গত ২৩শে মাঘ ১টার সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে ৬৫ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ সহরে নিখিল ভারতীয় সঙ্গীত কনফারেন্সে তিনি যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। তথায় তিনি উচ্চ পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়া আসিবার পরই তাঁহার কাল ব্যাধি হয় এবং সেই ব্যাধিতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি শেষ বয়সে পাথুরিয়া ঘাটার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুত ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করিয়া সঙ্গীতবিদ্যার অনুশীলন করিতেন। তাঁহার ন্যায় ধ্রুপদ গায়ক এযুগে আর বাঙ্গালায় ছিল না। আমাদের মজলিসের তিনি অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার অভাবে যে স্থান শূন্য হইল তাহা আর শীঘ্র পূরণ হইবে না। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। আমরা আশা করি তাঁহার শিষ্য সেবক ও গুণগ্রাহীগণ তাঁহার ন্যায় একজন সঙ্গীতজ্ঞের যথাযোগ্য স্মৃতি রক্ষা করিয়া গুণগ্রাহীত পরিচয় দিবেন।

শিরোরোগের মহৌষধ

গুণে অদ্বিতীয়, গন্ধে অতুলনীয়। কেশের অকাল পকতা নিবারণ করিয়া কেশ কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ ও কুঞ্চিত করে।

১ শিশি ১৲ ৩ শিশি ২॥০ ৬ শিশি ৫৲ ১২ শিশি ৯॥০ টাকা এক গ্রোস ১০৮৲ টাকা। ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

সুরবল্লী কষায়।

রক্ত-দুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লী কষায় সেবনে রক্তের যাবতীয় দোষ নষ্ট হয়। শরীরে নূতন রক্ত উৎপন্ন হইয়া কান্তি, পুষ্টি ও লাবণ্য বর্দ্ধিত করে। এই সালসা সকল ঋতুতেই সেবন করা যাইতে পারে। আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও সেবনে বাধা নাই।

১ শিশি ১॥০ ৩ শিশি ৩৸০ ১২ শিশি ১৫৲ টাকা।

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সি, কে, সেন কোং লিমিটেড

প্রতিষ্ঠাতা।

কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন।

২৯ কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বর্গীয় কবিরাজ

গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের

আয়ুর্ব্বেদীয়

চিকিৎসালয়, ঔষধালয় ও বিদ্যালয়

৯১নং কুমারটুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তদীয় সুযোগ্য পৌত্র

বৈদ্যমহোপাধ্যায়

কবিরাজ শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন

বিদ্যাভূষণ, কাব্যভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকর

ভিষকভূষণ দর্শননিধি কর্ত্তৃক সুপরিচালিত।

এখানে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত, তৈল, বটীকা, অরিষ্ট প্রভৃতি সদাসর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধাদি শাস্ত্রসম্মত ও বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত হয় বলিয়া মূল্যও অধিক। ব্যবহার করিলেই ঔষধাদির গুণ সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অল্প মূল্যের ঔষধ বিক্রয় করিয়া জনসাধারণকে প্রতারিত করা হয় না। দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়।

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg. No. C. 1116

মজলিস

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [২৯শ সংখ্যা

১৩৩১ সাল, ১৬ই ফাল্গুন শনিবার, নগদ মূল্য ৴১০ পয়সা।

সম্পাদক—শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম, এ, ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস কার্য্যালয়—২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস' বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি,আই, ই, (কাশীমবাজার) মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর),রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ,আর, সি,আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর-আসাম), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজ কুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্বেল প্যালেস), শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি-এল, জমিদার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার, (চাকুরিয়া), শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত জগৎপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নলীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার' শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন সরকার এম,এল, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে, জমিদার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলী), শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্য-বিনোদ (লাক্ষপুর), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি এস, শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (স্বত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং), শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া), কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়) শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি রঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এস, এ, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্তপঞ্চানন সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, পাথরিয়াঘাটা, শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুখাঁ কৌন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার (পটলডাঙ্গা হাউস) ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার পাথুরিয়া ঘাটা।

মজলিস-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইলে মাসিক বা বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

বটকৃষ্ণপালের

এডওয়ার্ডস্ টনিক

বা

য়্যাণ্টি-ম্যালেরিয়াল্ স্পেসিফিক।

অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এমত আশু ফলপ্রদ মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য—বড় বোতল ১।৷৹ প্যাকিং ডাকমাশুল ১৲ টাকা।
ছোট বোতল ১৲ ,, ৸৹ আনা

রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শ্বেলে লইলে খরচ অতি সুলভ হয়।

পত্রদ্বারা নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট্

(কলিকাতা হেলথ্ অফিসারের ব্যবস্থানুসারে প্রস্তুত)

অধুনা সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী যেরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে উহার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে কলিকাতার হেলথ্ অফিসারের আবিষ্কৃত ট্যাবলেটই একমাত্র অবলম্বন। তিনি অক্লান্ত গবেষণার দ্বারা এই ট্যাবলেট আবিষ্কার করিয়া বহু সংখ্যক রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (formula) অনুসারে এই ট্যাবলেট প্রস্তুত করিয়া জনসমাজে প্রশংসনীয় হইয়াছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ২৫ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি ৸৹ আনা মাত্র।

সিরাপ অব হাইপোফস্ফাইট অফ লাইম।

শ্বাসনালী প্রদাহ, হাঁপানি, স্বরনালী এবং মলকোষ্ঠের উত্তেজনা, স্বরভঙ্গ, সর্দ্দি, কাশি, ক্ষয়কাশ প্রভৃতি যাবতীয় কণ্ঠনালীর পীড়ায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ইহাতেও ক্ষুধার বিশেষরূপে উদ্রেক হইয়া থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৸৹ বার আনা মাত্র।

মহামান্য ভারতের বড়লাট সাহেব বাহাদুর কর্তৃক পৃষ্টপোষিত।

কেমিষ্টস এণ্ড ড্রগিষ্টস ১ ও ৩ বন্‌ফিল্ডস্ লেন, (চীনাবাজার) কলিকাতা।

সোল এজেণ্টস :—

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং

সহচরী।

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত। জীবনের প্রেমময়ী সহচরীর হস্তে দিবার সুন্দর উপন্যাস। কোনরূপ অশ্লীলতার নাম গন্ধ নাই। একবারে অনাবিল দাম্পত্য প্রেমলীলার রসে ভরপুর। সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য। সুন্দর বাঁধাই প্রায় দুইশত পৃষ্ঠা। মূল্য—৷৷৵৹ আনা মাত্র।

টেলিফোন ৩৭০৩ স্থাপিত ১৮৬৬ খৃঃ

ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্‌স

সর্ব্বপ্রকার কাগজ বিক্রেতা

১৩৪।১৩৫ পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা।
এলাহাবাদ ও বারানসী।

জন্মভূমি

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত

বঙ্গের প্রাচীন সর্ব্বোৎকৃষ্ট সচিত্র মাসিক পত্রিকা

৩০শ বর্ষের অভাবনীয় উপহার সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" সুরঞ্জিত বহুবর্ণের চিত্র শোভিত রাজসংস্করণ, জন্মভূমির গ্রাহকগণ বিনামূল্যে উপহার পাইবেন। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা, উপহার প্রেরণের মাশুল ৷৷৹ আট আনা, মোট আড়াই টাকা। সত্বর প্রেরণ করুন। হাতে লইলে ডাঃ মাঃ লাগে না।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ম্যানেজার

জন্মভূমি কার্য্যালয়- ৩৯নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পদ্মমধু

বিখ্যাত চিকিৎসকগণের সুপ্রশংসিত হাটখোলা দত্তবাড়ীর পদ্মমধু ভুবন বিখ্যাত। চক্ষু উঠা, ছানি, দৃষ্টিহীনতা, রাতকাণা, ঝাপসা দেখা, চক্ষু কর্ কর্ করা, লাল হওয়া, পাতায় পাতায় জুড়িয়া যাওয়া, চক্ষুজ্বালা ও অর্দ্ধদৃষ্টি, অদূর দর্শন প্রভৃতি চক্ষের যাবতীয় পীড়া প্রশমিত হয় এবং চক্ষু স্নিগ্ধ ও শীতল রাখে ও জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয়। মূল্য প্রতি ড্রাম ১৲ ৩ ড্রাম ২৷৷৹, ডাঃ মাঃ ।৵৹ আনা।

এন, দত্ত ব্রাদার্স, জন্মভূমি কার্য্যালয়,
৩৯নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ধামাধরার ভাষ্য।

সুরসিক সম্পাদক শরচ্চন্দ্র সখ করিয়া তাঁহার সাধের সাময়িক পত্রের সংজ্ঞা দিয়াছেন—"ধামাধরা দলের মুখ পত্র"। আমার বড়ছেলেটী,—বয়স বছর দশ, বেজায় বুদ্ধিমান, বাঙ্গালা পড়ে, বিদূষকের মলাটে বামুণের বিরাট মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে হঠাৎ বলিয়া বসিল "বাবা! ধামাধরা মানে কি?" বালকের প্রশ্নে আমার ত চক্ষু স্থির, বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসনে বসিতে গিয়া,—ভোজরাজা 'যেমন থতমত' খাইয়াছিলেন, আমার অবস্থা অনেকটা সেই রকম হইয়া দাঁড়াইল, আমি তূষ্ণীম্ভূব অর্থাৎ বাক্ সরিল না, গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলাম।

বিকালে মাষ্টার আসিলেন,—বালক তাঁহাকেও ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিল। মাষ্টার মোটাসোটা মোলায়ামী মানুষটী, মৃদু হাসিয়া তিনি মনে বুঝাইলেন "ধামাধরার অর্থ মোসাহেব"। মানেটা কিন্তু আমার মনে ধরিল না। বাস্তবিক মোসাহেব আর ধামাধরা কি এক? স্বভাবগত ঐক্য থাকিলেও, কার্য্য উভয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ দেখা যায়। কেন না মোসাহেব সরল প্রাণে— কেবল পেট চালাইবার জন্ত যত টুকু প্রয়োজন, ততটুকু পর্য্যন্ত মনিবের মনোরঞ্জন করে, তাহার নিন্দা প্রশংসা—কেবল মণিবের মুখের কথায় সায়; দিয়া সে গায়ে পড়িয়া পরকে চটাইতে প্রস্তুত নহে। কিন্তু ধামাধরা স্বতন্ত্র প্রকৃতির জীব। অভিধানে লেখে—ইহারা মানবাকৃতি, মানব সমাজে থাকেও বটে, অথচ রীতি নীতি মানবেতর প্রাণীর মত। ইহারা অত্যন্ত প্রভুভক্ত, ইহাদের মূলমন্ত্র—ধ্যানে জ্ঞানে নিশি দিনে, তোমাবিনে জানিনে." অন্নদাতাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্ত—ইহারা অসাধ্য সাধন করে, পরের হিংসা ইহাদের মজ্জাগত। এই ধামাধরা জীবগুলি আজ কাল এ দেশের সকল বিভাগেই নামাবলী মুণ্ডিত গাত্র বৈষ্ণব সাধুর মত আবির্ভূত হইয়াছেন। বৈষ্ণব সাধু—দিন রাত হরি হরি বলেন, ধামাধরারা দিনরাত পরের নিন্দা করেন,—লোকে বলে—ইহারই নাম প্রেমের কপচানি। নাম গানে—বৈষ্ণবের সহায় খোল করতাল, ধামাধরার সহায় কালি কলম। ধামাধরার লক্ষণ কি, আজ আমরা আমাদের পাঠকগণকে তাহা চিনাইয়া দিব। তাহা হইলে "যাদুঘরে" গিয়া তাহারা কৌতুহল নিবৃত্তি করিতে পারিবেন।

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী তারাসুন্দরী নাকি"শিশির কুমার" গঠিত সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়াছেন, তাই ধামাধরা তাঁহার বিশেষণ দিয়াছে—"জগতের অন্ততমা প্রধানা অভিনেত্রী"। যেহেতুক শিশির কুমার "বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা।" সুতরাং এবার "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে", অতএব এটা শুভসংবাদ বটে। ধামাধরাদের মুখে প্রকাশ শ্রীমতী তারা সুন্দরীর "জনা" ও শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ীর "প্রবীর" দেখবার জন্ত মনোমোহন নাট্যমন্দিরে দর্শকের দল ভেঙে প'ড়বেন", এটা—ফলিত জ্যোতিষির ভবিষ্যদ্বাণী ধামাধরা এই ভবিষ্যদ্বাণী "অকুতোভয়ে"ই করিতে পারিয়াছেন।

কিন্তু হায়রে আমাদের পোড়া কপাল—এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সার্থকতা সমুজ্জ্বল শুভসংবাদেও একটা খোঁচের খট্কা রহিয়া গিয়াছে। তাই সূক্ষ্মদর্শী ধামাধরা ফতোয়া দিয়াছেন—'জনা' বাঙ্গালা থিয়েটারের প্রথম যুগে বেমানান্ হয় নি। সম্প্রতি জনা পড়িয়া ধামাধরারা দেখিয়া ফেলিয়াছেন—"এতে (জনায়) এত অনাবশ্যক দৃশ্যের অবতারণা আছে. যে তাতে নাটকের গতি বাধা পায়।" অর্থাৎ ধামাধরার মতে—জনার প্রথম দৃশ্যটা "অবান্তর",। প্রথম মণ্ডনের গান বিষদৃশ্য ঠেকে। ধামাধরা আশা করেন—'শিশির কুমারের এটুকু নজর এড়ায়নি'।

কাজেই ষ্টেজে জনা নামাবার পূর্ব্বে—তাকে একবার ঢেলে সাজবেন! নতুবা আর্ট ক্ষুন্ন হবে—একথা যেন তাঁর (শিশির কুমারের) মনে থাকে।"

পাঠক! এত বড় দম্ভের কথা আর কখনও শুনিয়াছ কি? যে গিরিশচন্দ্র সমগ্র ভারতের শ্লাঘা দর্পের জিনিষ, বঙ্গভাষার অন্যতম অধিনায়ক আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র—যে গিরিশকে গ্যারিকের চেয়েও শক্তিশালী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন—সেই গিরিশচন্দ্রের অমর লেখনীর প্রসব 'জনা'—তাহার বর্ত্তমান রূপ লইয়া রঙ্গমঞ্চে দেখা দিবার যোগ্য নহে! কেননা তাহাতে "আর্ট ক্ষুন্ন" হইতে পারে!! শুধু ইহা বলিয়াও ধামাধরাদের ধৃষ্টতার শেষ হয় নাই। শিশির কুমার স্বয়ং গুণী পুরুষ, তিনি অবশ্যই গুণের আদর জানেন। তিনি যে 'জনা' 'রঘুবীর' 'ভীষ্ম' এবং "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' এই চারি খানি উৎকৃষ্ট নাটক—অভিনয়ের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন—ইহা তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচায়ক, কিন্তু ধামাধরার দল—এজন্য বিরক্ত। তাঁহারা শিশির কুমারের উদ্দেশে উপদেশের তিলাঞ্জলী দিয়া বলিতেছেন—"শিশির কুমারের একঘেয়ে পুরাতন প্রীতি ভালো ঠেক্‌ছে না, নূতন কি সত্যই পাওয়া যায় না? তাহা কি একান্তই দুর্লভ? সেই থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়! পুরোনো কর্‌তেও যে মেহনৎ, নূতনেও তাই! আমরা তাঁর কাছ থেকে নূতনত্বের প্রয়াসী।"

তোমরা কথাটার ভাব বুঝিয়াছ কি? 'জনার' উপর বাবুদের এতটা আক্রোশ কেন, জান কি? 'জনার' অপরাধ—জনা দানী বাবুর পিতার লেখা। যে দানী বাবুকে—সকলেই একজন দক্ষ অভিনেতা বলিয়া বিশ্বাস করে, যিনি রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করিবেন শুনিলে,—দর্শক গণ পাগলের মত ছুটিয়া আসে, যিনি নাটকের জড়দেহে—জীবনের স্পন্দন আনিতে পারেন, যাঁহার অভিনয় কৌশলে কথায়, ইঙ্গিতে, প্রাণহীন শূন্যও জীবন্ত এবং পূর্ণ হইয়া উঠে, সেই দানীবাবুর বাপের লেখা বই—শিশির কুমার অভিনয় করিবেন—এযে নিতান্তই অসহ্য!! পেচকের চ'খে আলোকও বুঝি এত অসহ্য হয় না।

আর্ট থিয়েটারের পক্ষ হইতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে—দানী বাবু নগেন্দ্র দত্তের ভূমিকা গ্রহণ করিবেন, আর দেবেন্দ্র সাজিবেন শ্রীমতী আশ্চর্য্যময়ী। ধামাধরার দল—ইহাতেও দেখিতেছি বেজায় চটিতং! আর্ট থিয়েটার কেন এরূপ "অবিবেচনার কাজ করিতে সাহসী" হইলেন? বিষবৃক্ষের অভিনয় এবার মাটীংচকার। আর্ট থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি ধামাধরাদের এই অযাচিত উপদেশ—নিষ্ঠাবান্ হিন্দু সন্তানের কাছে—পাদরী সাহেবের উপদেশের মত মনে হয় না কি?

ষ্টার থিয়েটারকে ধামাধরার দল আরও কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়াছেন—"শ্রীমতীসুবাসিনী ও শ্রীমতী আশ্চর্য্যময়ীকে নিপুণা অভিনেত্রীর পরিবর্ত্তে সুকণ্ঠা গায়িকার শ্রেণীতে রাখ্‌লে" ভাল হয়। জোর বরাত দেখিতেছি—কৃষ্ণভামিনীর। কেন না চক্ষু লজ্জার খাতিরে ধামাধরাদের মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িয়াছে—"একমাত্র কৃষ্ণভামিনী ব্যতীত আর কোন উল্লেখযোগ্যা অভিনেত্রী তাঁদের (ষ্টারের) নাই।"

মোট কথা যে অভিনেতা 'মনোমোহনে'যাইবেন না,—তিনি সুদক্ষ হইলেও বড় জোর চলন সই হইবেন, তাঁহার অন্য দোষ না থাকিলেও ভূমিকা হিসাবে তিনি বে মানান হইবেন। ইহাই ধামাধরার নির্দ্দেশ! মানবের কার্য্যে—আর্টিষ্টের হাতে আর্টের খেলা! কপালগুণে—পাকা নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদের "গোলকুণ্ডাও" নাটক হিসাবে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে! হায়! বঙ্গবরেণ্য ক্ষীরোদ বাবু হায়! সর্ব্বজন প্রিয় দানী বাবু! তোমরা নষ্টচন্দ্র দেখিয়া কি জলপড়া খাইতে ভুলিয়া গিয়াছ? তাই দুষ্ট সরস্বতীর প্ররোচনায়—ধামাধরাদের কলমের খোঁচায়—তোমাদের প্রতিভাও আজ মলিন হইয়া পড়িয়াছে! আর কেন, এবার মানে মানে আসর হইতে সরিয়া পড়। তোমাদের কৃতিত্বের রত্নদ্যুতি ধামাধরারা ধামা চাপিয়া দিয়া ঢাকিয়া ফেলিতে চায়। এই বেলা সাবধান হও! বাণপ্রস্থের সময় আসিয়াছে। ধামাধরারা—"গোলকুণ্ডার" মধ্যে প্রচুর সীসক ও তাম্রের আবিষ্কার করিয়াছে! "ইতিহাসকে এমন চমৎকার কবিত্বপূর্ণ স্বপ্নময় খোসগল্পে পরিণত করিতে একমাত্র পণ্ডিত মহাশয়ই সিদ্ধহস্ত!" এই যে 'সমালোচনা'—এ যেন ক্ষীরোদ বাবুর প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ, এ যেন শর্করা-মণ্ডিত কুইনাইনের ট্যাবলেট।

ইতঃপূর্ব্বে আর একদল ধামাধরা—বঙ্গ সাহিত্যের

আসরে তাঁদের মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিলেন। তাহারাও গুজব রটাইয়াছিল—দানী বাবুর আর পূর্ব্ব গৌরব নাই। তিনি আর ভাল বক্তৃতা করিতে পারেন না। ইহার কারণ তিনি অন্ততঃ বি, এ, পাশও দেন নাই, কাজেই তাঁহার প্রতিভা নাই। বাপের মৃত্যুর পর হইতেই দানী বাবুর—এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। দানীবাবু যেন রেওয়াবীশ ময়দার তাল ছিলেন, গিরীশ বাবুর হাতেতে তিনি লুচি কচুরী, গজা, নিমকিতে পরিণত হইতেন। দানীবাবুর নিজস্ব কিছুই নাই; দানীবাবুর সম্বন্ধে এরূপ অসার মন্তব্য ধামাধরাদের মুখে শুনিয়া আমরা একটা কথাও কহি নাই। আমরা জানিতাম—দানীবাবু—এখনও অপরাজেয়, এখনও তাঁহার দেহে ধৃতরাষ্ট্রের মত লৌহভীম চূর্ণ করিবার বিরাট শক্তি বর্ত্তমান। তাঁহার বিজয় গর্ব্ব—লৌহ লেখনীর ক্ষুদ্র আঁচড়ে খর্ব্ব হইবার নহে।

শিশির কুমারের সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা নাই। তিনি একজন উদীয়মান নট, প্রতিভাবান পুরুষ, বিশেষতঃ তিনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, এ,—ব্রহ্মার মত তাঁহার সৃষ্টি কৌশল আছে, তিনি বহু কঙ্কালে মেদমাংস শোণিতের প্রলেপ দিয়া তাহাতে প্রাণের সঞ্চার করিয়াছেন, নাট্য ক্ষেত্রে তিনি যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার অভিনয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ ও সুবিধা এপর্য্যন্ত হয় নাই, তথাপি বন্ধু বান্ধবের মুখে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বের কথা শুনিয়া ধন্য হইয়াছি। তিনি দীর্ঘজীবি হউন—ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। আরও প্রার্থনা ভাদুড়ী মহাশয়কে—এই সব অন্ধ স্তাবক ভক্তের হস্ত হইতে নিজেকে রক্ষা করুন।

আমরা জানি ধামাধরাদের কাছে—"ধর্ম্মের কাহিনী" বিফল। তবুও আমাদের সানুনয় নিবেদন—তাঁহারা সংযত হউন। শিশির কুমার প্রথিতযশঃ পুরুষ—তিনি নট বুঝেন,—তিনি পাষাণীতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাঁহার শিক্ষা কৌশলে—পাড়ায় পাড়ায় প্রভার পার্টের প্রশংসা, তাঁহার প্রতিভাবলে—পুণ্ডরীক 'মহানাটক' নাম পাইয়াছে, তাঁহকে প্রবীর রূপে দেখিবার জন্য সকলেই পাগলের প্রায়। তাঁহার পক্ষে 'পুরাতন প্রীতি কি এতই খারাপ?' আমরা পুরান পন্থী, তাই পাঁচালীর একটা ছড়া শুনাইয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম—

নূতন জনের কাফর বুদ্ধি,
গুণ করেনা নূতন সিদ্ধি,
নূতন পিরীত ভাঙলে লাগেনা যোড়া,
নূতন জরে হ'লে বিকার,
ধন্বন্তরীর হাতেও বাঁচা ভার,
বশ কর ভাই! শক্ত নূতন ঘোড়া।
বিশ্বাসী নয় নূতন মুটে,
রোগ সারেনা নূতন গুঁটে,
হয়না হজম নূতন চেলের অন্ন।
নূতন গুড়ে পিত্তি বাড়ে,
নূতন সখে লক্ষ্মী ছাড়ে,
নূতন বুদ্ধিতে যেতে হয় উৎসন্ন।
অতএব পুরাতন কে অনাদর করিওনা।
পুরাতন প্রেম পরেশ তুল্য,
পুরাতন ঘৃত মহামূল্য,
পুরাতন ভার্য্যা পতির আদর জানে।
পুরাতন ভৃত্য প্রভুর ভক্ত,
পুরাতন পোটে বাড়ায় রক্ত,
পুরাতন কথা—পুরাণ ব'লে লোকে মানে।"

ত্রৈলোক্য সুন্দরীর গল্প

রাজার আয়োজন।

(১)

রাণী—হরিমতী! আজ অন্দর মহলে এত আয়োজন কিসের রে!

হরি—ও মা! তাও শোননি! সবাই শুনেছে, তুমি কিছুই জান না?

রাণী—নারে! বলনা কি হবে!

হরি—রাণীমা! কি আর ব'লব! রাজা বাহাদুরকে কে সংবাদ দিয়াছে তোমাদের রাজ্যেই এক ব্রাহ্মণের ঘরে এক ত্রৈলোক্য সুন্দরী আসিয়াছে। সবাই পরামর্শ দিয়াছে, মহারাজ! দরিদ্র ব্রাহ্মণ বুঝি কোথা হইতে ইহাকে চুরী করিয়া আনিয়াছে। ত্রৈলোক্য সুন্দরী দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে থাকিতে পারে না; এ বস্তু রাজার প্রাপ্য। তাই রাজা ত্রৈলোক্যসুন্দরীকে আনিবার জন্য সেপাই

বরকন্দাজ পাঠাইয়াছেন। ভাল মুখে না আসিলে জোর করিয়া তুলিয়া আনিবেন।

রাণী ক্ষণকালের জন্ম গম্ভীর হইলেন। পরক্ষণেই হাসিয়া বলিলেন,তা আমাকে বলিলে আর কি ক্ষতি ছিল। আমিই যে আয়োজন করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া ত্রৈলোক্য সুন্দরীকে রাজার কাছে দিয়া আসিতাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সে ত্রৈলোক্যসুন্দরী ত ব্রাহ্মণের বধূ নহে? অন্তরঙ্গা দাসী চলিয়া গিয়াছে। রাণী কতক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে স্থির করিলেন যদি তার বিবাহ না হইয়া থাকে, তবে রাজার সহিত তাহার বিবাহ দিব। দিয়া না হয় যুগল সেবাই করিলাম। আর যদি সে কাহার স্ত্রী হয়, তবে অধর্ম্ম করিতে দিব না। প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার।

কিন্তু ত্রৈলোক্যসুন্দরী কেমন?

রাণী বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন। দেখিবার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত। আর রাজার ত কথাই নাই।

(২)

বুদ্ধির দোষে মানুষ অনেক সময়ে অনেক কাজ করিয়াও কিছুই অগ্রসর হইতে পারে না। যেমন ছিল তেমনিই থাকে, পরিশ্রম মাত্র সার হয়।

এক সংসারে চারিটী প্রাণী। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূ. এই চারিজন লইয়া সংসার। ইহারা ভারী দরিদ্র। গৃহস্বামী কিন্তু বিশেষ ধার্ম্মিক। স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূ সর্ব্বদা দুঃখ করে, অথচ কেহ কাহারও কষ্ট সহ্য করিতে পারে না। ইহারা যদি ব্রাহ্মণকে উৎপীড়ন করিত, তবে বুঝি ব্রাহ্মণ সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু এ সংসারে সহ্য করা আছে ক্রোধ নাই। ব্রাহ্মণ মায়ায় জড়াইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ ভাবিতেছেন দারিদ্র্য দুঃখ সহ্য করা যায় না। হউক সকাম—শ্রীভগবানের কাছে অর্থই চাহিব—সেই জন্যই তাঁহাকে বিশেষ করিয়া ডাকিব।

বিশেষ বিত্ত না হইলে ত তপস্যাও হয় না—বেদ এই কথা বলেন।

কাহাকে ডাকি? কাহাকে ডাকিলে শীঘ্র কৃপা পাইব? কে আশু তুষ্ট হইবেন? আশুতোষকেই ডাকি।

ব্রাহ্মণ ধার্ম্মিক। স্ত্রীকে এবং পুত্রকে বলিলেন, দেখ আমি মনস্থ করিয়াছি শিবমন্ত্রে শিবকে সন্তুষ্ট করিয়া অর্থ ভিক্ষা করিব। তোমরাও এই মন্ত্র জপ কর। সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলেই আমাদের দারিদ্র্যদুঃখ থাকিবে না।

বধূ বালিকা মাত্র। পুত্রের কিন্তু সম্পূর্ণ অনুরাগ বালিকা স্ত্রীর প্রতি। বধূবাদ রহিল। পিতা, মাতা, ও পুত্র তিনজনে তপস্যা করিতে লাগিল।

প্রথমে ব্রাহ্মণের তপঃসিদ্ধি হইল। আশুতোষ তুষ্ট হইলেন, প্রসন্ন হইয়া সেই শশধর মুকুট নানালঙ্কার দীপ্ত পার্ব্বতী সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সূর্য্য-শশাঙ্কবহ্নি নয়ন ভক্ত ক্লেশহর দেবাদিদেব মহাদেব তখন স্মিতমুখে জিজ্ঞাসিলেন, ব্রাহ্মণ! আমি তুষ্ট হইয়াছি। বর প্রার্থনা কর।

ব্রাহ্মণ পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিল; করিয়া বলিল, প্রভু! যেন ঐ চরণে ভক্তি থাকে। আমি আর কি প্রার্থনা করিব! তবে যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন—তবে আমাকে যে বর দিবেন মনস্থ করিয়াছেন, তাহা আমার পুত্রকেই যেন প্রদান করেন। তথাস্তু! বলিয়া মহাদেব অন্তর্দ্ধত হইলেন।

তরঙ্গায়িত বিপুল বলাহক গর্জ্জন করতঃ যেমন গগন মণ্ডলে মিলাইয়া যায়, কর্পূর গৌর মহাদেবও সেইরূপে মহাশূন্যে মিলাইয়া গেলেন। স্বামীর পরে স্ত্রীরও সিদ্ধিলাভ। স্ত্রীও স্বামীর মত পুত্রের জন্য বর প্রার্থনা করিল। বাকী রহিল পুত্র।

পুত্রের অভিলাষ পূর্ণ হইল, মহাদেবের দর্শন মিলিল। মহাদেব বলিলেন তোমার পিতা ও মাতার বর তুমিই পাইয়াছ। তোমার তিনটি বর প্রাপ্য কি চাও বল?

পুত্র কতক্ষণ রূপ দেখিল—দেখিয়া মুগ্ধ হইল। যাহার যাহাতে আসক্তি তাই তাহার হৃদয়ে রাজত্ব করে। পুত্র যেন কাহার প্রেরণায় বলিয়া উঠিল প্রভু! আমার স্ত্রী যেন ত্রৈলোক্য সুন্দরী হয়। তথাস্তু! বলিয়া মহাদেব অন্তর্দ্ধত হইলেন। স্ত্রী ত্রৈলোক্যসুন্দরী হইল। দরিদ্রের পর্ণ কুটীর স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইল। ক্রমে লোকে কানাঘুসা করিতে লাগিল। যেখানে সেখানে ত্রৈলোক্যসুন্দরীর রূপ ব্যাখ্যা হইতে লাগিল। ক্রমে রাজার কাণে গিয়া সে কথা প্রবেশ করিল। রাজার রাজধানীতে যাহা হইল তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

(৩)

শূকরী।

একদিন প্রাতঃকাল। অকস্মাৎ ব্রাহ্মণের বাড়ী ঘেরাও হইল। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। বাহকগণ কারুকার্য্যখচিত আবরণে আবৃত চতুর্দ্দোল ব্রাহ্মণের বাড়ীর সম্মুখে রাখিল। ক্রমে বল প্রয়োগ করিয়া ত্রৈলোক্যসুন্দরীকে তাহার মধ্যে বসাইল। চারিদিক আবরণ করিয়া বাহকগণ চতুর্দ্দোল লইয়া চলিল। ব্রাহ্মণ পুত্র শোকে অভিভূত হইল।

তখন নিরুপায় হইয়া পুত্র মহাদেবকে স্মরণ করিল, মহাদেব আবার আসিলেন। ব্রাহ্মণ পুত্র কাতর ভাবে মহাদেবকে সকল কথা বলিল। মহাদেব বলিলেন, তোমার আরও দুই বর বাকি আছে। তুমি প্রার্থনা কর. ব্রাহ্মণ পুত্র বলিলেন প্রভু! ত্রৈলোক্য সুন্দরীকে শূকরী করিয়া দিন তথাস্তু! বলিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন

(৪)

ঘোঁত ঘোঁত শব্দ।

বাহকেরা ত্রৈলোক্যসুন্দরীকে বহন করিয়া রাজবাটী অভিমুখে লইয়া চলিয়াছে। সহসা তাহারা ভারের লাঘব অনুভব করিল। তাহারা আরও এক প্রকার শব্দ চতুর্দ্দোলের উপর হইতে উঠিতেছে শুনিল। সকলেই শুনিল। বিশেষ মনোযোগ করিল। রক্ষকদিগকেও বলিল। সেই এক শব্দ; সেই ঘোঁত ঘোঁত শব্দ. সকলে আশ্চর্য্য মানিল, চতুর্দ্দোলের উপর কি হইল খুলিয়া দেখিতে কাহারও সাহস হইল না, সকলে ভাবিল সমস্ত ত্রৈলোক্যসুন্দরীরাই বোধ হয় ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করে।

রাজা ও রাণী।

রাণী—মহারাজ! এখুনিই কি আমার সমস্ত অধিকার গেল? আপনি সকলের বিচার কর্ত্তা। আমারও বিচারের মালিক আপনি. আর আপনার নিজের বিচারও করিবেন আপনি। এরূপ নির্ব্বাক হইয়া থাকিলেন কেন? আমিত কখন আপনার অবাধ্য নই।

রাজা—যথেষ্ট হইয়াছে। যদি অবাধ্য না হও তবে যাহা বলি তাহাই কর।

রাণী—দাসী সর্ব্বদা আজ্ঞা পালনে প্রস্তুত। কিন্তু যে কার্য্যে লোক নিন্দা হয়—

রাজা—লোক নিন্দা আবার কি? আমি যাহা করিব তাহাই হইবে। লোক নিন্দা গ্রাহ্য করে কে?

রাণী—আমার বলা উচিত নহে, কিন্তু রাজা রামচন্দ্র গ্রাহ্য করিয়াছিলেন। প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত লোকনিন্দা গ্রাহ্য করিয়া মহারাণিকে বনবাস দিয়াছিলেন।

রাজা—বড় ভাল কাজ করিয়াছিলেন আর কি? রাজা তাঁর রাণীকে দোষ শূন্য জানিয়াও কোন্ বিচারে তাঁহাকে বনে দিয়াছিলেন।

রাণীর চক্ষে জল। রাণীও এনিন্দা সহ্য করিতে পারেন না। রাজাই কতবার বলিয়াছেন রাজা রামচন্দ্র, রাণীকে আপনার বহিঃপ্রাণ জানিতেন বিচার করিতে হইলে অপরের উপর দয়া যতদূর করিতে পারা যায় তাহাই দেখান উচিত, আর নিজের উপর বিচারের কাঠিন্য আনা উচিত। সীতা রাম হইতে ভিন্ন নহেন। প্রজার উপর দয়া দেখাইয়া ভগবান রামচন্দ্র যে আত্মত্যাগ দেখাইলেন—এ আত্মত্যাগ আর কোন রাজাই শিখিলেন না। আমি শত গর্হিত কর্ম্ম করি না কেন সে আমার ইচ্ছা। অন্যায় হউক আর ন্যায় হউক যাহা বলিব তাহা যদি না শোন তবে তোমাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিব, দিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিব। পতনোন্মুখ জনের বিচার এইরূপ, নতুবা নিজের বংশের মস্তকে পদাঘাত করিয়া নিজের পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম ডুবাইয়া নিজের ব্যভিচারী হৃদয় লইয়া চলে কে? সদাচার, জাতীয় সম্মান, প্রজার মনোকষ্ট, ধর্ম্ম ইত্যাদি অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা চরিত্র সংশোধক যে লোকনিন্দা তাহা একবারে মান্য না করিয়া কুৎসিৎ কর্ম্ম করে কে? নিজের অবশ্য ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য দেবতা পর্য্যন্ত কলঙ্কিত করে কে?

রাণী আর কিছুই বলিলেন না। মনে মনে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলেন, কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন হে দয়াসিন্ধো! যদি দাসী একদিনও তোমায় স্মরণ করিয়া থাকে, যদি দাসী স্বামীকে নারায়ণ ভাবিয়া সেবা করিয়া থাকে, যদি দাসী কখন সতীত্বের আদর করিয়া থাকে, তবে তুমি আজ দাসীর লজ্জা নিবারণ কর, আমার স্বামী যেন পাপে লিপ্ত না হয়েন—তুমি আমার স্বামীকে রক্ষা করিও।

সতীর প্রার্থনা শ্রীভগবান শুনিয়া থাকেন। পর মুহূর্ত্তে

এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। অধর্ম্ম নিবারণ হইল, ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা হইল।

ষ্যায়সা কে ত্যায়সা।

রাজার অন্তঃপুর মধ্যে বাহকেরা চতুর্দ্দোল আনিয়া নামাইল। কিন্তু একি ব্যাপার। আবরণ উন্মোচন করিবামাত্র চতুর্দ্দোলের মধ্য হইতে এক শূকরী বাহির হইল; বাহির হইয়া ঘোঁত ঘোঁত করিয়া এদিক্ ওদিক্ ছুটিতে লাগিল। কুলাঙ্গনাগণ মুখে কাপড় দিয়া হাসিলেন—সুন্দর ত্রৈলোক্যসুন্দরী! কেবল হাসিলেন না রাণী! রাণী রাজার ক্রোধ দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন।

হইলও তাই। রাজা একবারে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া হুকুম দিলেন যাহারা এসংবাদ দিয়াছিল তাহাদের শিরশ্ছেদ কর। হুকুম দিয়াই রাজা নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে শূকরী এদিক ওদিক ছুটিতে লাগিল। যেখানে যায় লোকে সেই খানে শূকরীকে তাড়া দিতে লাগিল, প্রহার করিতে লাগিল। শূকরী চীৎকার করিতে করিতে পলাইল।

শূকরীর আর স্থান ত নাই। শূকরীত শূকরীই নহে, বধূর কর্ম্মও ভাল ছিল না। ভালকর্ম্ম না থাকিলে শূকরী হইয়াও প্রারব্ধ ভোগ করিতে হয়। কর্ম্মের গতি বড়ই দুজ্ঞের্য় বলিয়াই বড় সাবধানে ধর্ম্ম, সদাচার, লোকনিন্দা এই সমস্ত মানিয়া সর্ব্বকর্ম্মে ভগবান প্রসন্ন হও—নিত্য স্মরণ করিয়া সংসার পথে চলিতে হয়। ভগবান্ প্রসন্ন হও বলিয়া যদি কর্ম্ম করা যায় তবে কুকর্ম্ম হইতেই পারে না। নতুবা নিজের ইন্দ্রিয় বিলাসের জন্য প্রতিষ্ঠিত লোকাচার ত্যাগ কর, নিরন্তর নিজের ব্যভিচারী হৃদয়ের প্রশ্রয় দাও, শূকরীই হইতে হইবে।

শূকরী বহুস্থানে প্রহার খাইয়া নিজের প্রারব্ধ ক্ষয় করিয়া ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করিল। একবারে স্বামীর পদমূলে লুটিয়া পড়িল। স্বামী বড়ই বিব্রত হইলেন। কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না শেষে নিরাশ্রয় হইয়া সর্ব্বাশ্রয়ের আশ্রয় লইলেন। আবার মহাদেবকে স্মরণ করিলেন। আর একটি বর বাকী ছিল। একেবারে প্রার্থনা করিলেন প্রভু আপনি দয়াময়, কিন্তু আমার বুদ্ধির দোষেই আমি আপনার কৃপালাভ করিয়াও যে মূর্খ সেই মূর্খই রহিলাম; আজ পিতা মাতা আমাকে আপনার হাতে সমর্পন করিয়া তপস্যার্থ বনে গিয়াছেন আমি আপন দোষেই আপনি বঞ্চিত হইলাম। আর কি বলিব প্রভু! এই শূকরী পূর্ব্বে যেমন ছিল সেই রূপ করিয়া দিন। আর ত্রৈলোক্য সুন্দরীতে কাজ নাই।

মহাদেব তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হৃত হইলেন। ব্রাহ্মণ বধূ আবার নিজের আকার প্রাপ্ত হইল।

সবই করা হইল তথাপি য্যায়সাকে ত্যায়সাই রহিল। তাই ঋষিগণ বলেন ভোগের জন্য তপস্যা করিও না; সর্ব্বদা অশুচি এই দেহটাকে সুস্থ রাখিব বলিয়া যোগ করিও না। শ্রীভগবান প্রসন্ন হইবেন মনে রাখিয়া লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম কর শুভ হইবে। শোনাযায় রাণীর কৌশলে ফাঁশী রদ হইয়াছিল এবং রাজাও শান্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

জাপান।

(১) ভারতের ঈশানে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম প্রান্তে জাপান সাম্রাজ্য। অনেক গুলি দ্বীপপুঞ্জ লইয়া এই সাম্রাজ্য গঠিত, তন্মধ্যে পনেরটী দ্বীপ বৃহৎ। ইহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান দ্বীপ নিপন নাম বলিয়া সমগ্র সাম্রাজ্যকে নিপন বলাও হয়। জাপান সাম্রাজ্যে যতগুলি দ্বীপ আছে, সমস্ত ইংরাজ রাজত্বে তত দ্বীপ নাই, জাপানকে অনেকে পৃথিবীর পূর্ব্বপ্রান্তে বলিয়া পরিগণিত করেন। ইহার পরিমাণ ফল

১৪৮০০০ বর্গ মাইল লোক সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি। ইহার বাৎসরিক রাজস্ব আদায় প্রায় ৭৯ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা

(২) প্রথম সম্রাটকেই জাপানীগণ আদি পুরুষ বলেন। ৬৬০ খ্রীঃ জাপানের প্রথম সম্রাট জম্মু সিংহাসনে আরোহণ করেন। তদবধি একটি রাজবংশই রাজত্ব করিতেছে। জগতে আর কোথাও এরূপ দেখা যায় না। বর্ত্তমান জাপান সম্রাট্ কেশীহিত প্রথম সম্রাট হইতে এক শত দ্বাবিংশ পুরুষ অধস্তন। এদেশের সম্রাট গণ মিকাডো নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

(৩) ১২৯৫ খ্রীঃ ভুবন বিখ্যাত ভ্রমণকারী মার্কো পোলো ইউরোপে সর্ব্ব প্রথম জাপান সাম্রাজ্যের সংবাদ প্রচার করেন। ১৫৪২ খ্রীঃ পূর্ব্বের কোন বৈদেশিক জাপানে পদার্পন করেন নাই। উক্ত বৎসর সেণ্ডিস্ পিন্টো নামে জনৈক পর্ত্তুগীজ প্রথমে এদেশে আগমন করেন। ১৮৫৩ খ্রীঃ একদল মার্কিন জাপানে আসিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ বৃটিশরাজের সহিত জাপান সম্রাটের একটি সন্ধি হয়,তাহাতে জাপানের জেডো সহরে একজন বৃটীশবৈদেশিক দূত যাইবার স্থির হইয়াছে।

(৪) অতি প্রাচীন কাল হইতে জাপান ভূমিকম্পের জন্য প্রখ্যাত। এখানে অনেক গুলি আগ্নেয় পর্ব্বত আছে, তন্মধ্যে আঠারটি মধ্যে মধ্যে অগ্নিময় ধূম রাশি উদ্‌গীরণ করিয়া থাকে। বহু আগ্নেয় গিরি অবস্থান জন্য তথায় প্রতি বৎসর প্রায় পাঁচ শত বার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিকম্প হয়। সম্প্রতি জাপানে এক বৃহৎ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

(৫) জাপানের বিদ্যালয়ে শতকরা ৮১ জন বালক ও যুবক অধ্যয়ন করে। তথায় বিদ্যালয়ে গমনের যোগ্য প্রত্যেক ষষ্ঠ হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক বালক রাজ বিধানে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে বাধ্য হয়। অনেক বালককে উভয় হস্তে লিখিতে শিক্ষা করিতে হয়। তথায় প্রায় সাতাইস হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ১৯০১ খ্রীঃ স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জাপানে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রচলিত।

(৬) ৫৫২ খ্রীঃ জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হয়। সেই সময় কিমেরি জাপানের সম্রাট ছিলেন। তাঁহাকে কোরিয়ার তৎকালীন রাজা, স্বর্ণ নির্ম্মিত বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি উপঢৌকন দিয়াছিলেন। জাপানসম্রাট আনায়ে একটি মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে সেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজারম্ভ করেন। তদবধি জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

(৭) ১৮৬৮ খ্রীঃ জাপানীগণ প্রথম রণস্থলে অবতীর্ণ হয়, সেই যুদ্ধের ফলে জাপানের সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ একটী সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়া মিকাডো ইহার সম্রাট হইয়াছেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ দ্বিতীয় বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়, উহা জাপানের গৃহ যুদ্ধ বলিয়া বিদিত। ১৮৯০ খ্রীঃ পুনরায় চীন জাপান সমর অভিনয় হইয়াছিল। ১৯০৪।৫ খ্রীঃ প্রবলপ্রতাপ রুষের সহিত মহাসমরে বিজয়ী হইয়া এক্ষণে জাপান পৃথিবীর একটি মহাশক্তিতে পরিগণিত হইয়াছে।

(৮) বাৎসরিক পঞ্জিকা এবং মাস বৎসরের গণনার জন্য জাপান চীনের নিকট ঋণী। ৬০৩ খ্রীঃ জাপসম্রাট শুইকোর সময়ে চীন হইতে জাপান এই গণনা গ্রহণ করে এবং ৬০৩ খ্রীঃ জাপানে উহা প্রচলিত হয়। তদবধি জাপানে নব বর্ষের উৎপত্তি হইয়াছে।

(৯) পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম পুত্তলিকা জাপানীদিগের বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি। ইহা দৈর্ঘ্যে ষাট ফিটের উপর। মূর্ত্তিটী তামা,টিন, পারদ ও স্বর্ণের সংমিশ্রণে প্রস্তুত। প্রায় দ্বাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে জাপানের আদিম যুগের জাতি সমূহ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আসিতেছে।

(১০) জাপানে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনী মহিলার বাস তাঁহার নাব ইয়োনি সুজুদ্দি। ইহার আয় প্রায় তিন কোটি পাউণ্ড। এই ধনী মহিলার জাহাজের কারবার ও কল কারখানা আছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে কারবারের শাখা কার্য্যালয় বিদ্যমান।

মজলিস।

আগামী ২০শে ফাল্গুন (৪ঠা মার্চ্চ) বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এম, এল, সি ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, মহোদয়ের আহ্বানে ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভারত সঙ্গীত সমাজে মজলিসের দ্বিতীয় বার্ষিক পঞ্চম অধিবেশন হইবে।

উক্ত মজলিস অধিবেশনের পূর্ব্বে অপরাহ্ণ ৬টার সময় সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ ৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইবে।

নোটীশ

১৯২৫ সালের আগামী ১৩ই মার্চ্চ শুক্রবার বেলা দ্বিপ্রহরে কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক কোর্ট হাউসে তাঁহার বিক্রয় গৃহে নিম্ন-লিখিত সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মামলার নম্বর ৫৪২। ১৯২৩ সালে ন্যাশন্যাল ইন্-সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড বনাম হীরালাল মণ্ডল ও অন্যের সহিত যে মামলা হয় সেই মামলা অনুসারে নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রীত হইবে। সম্পত্তির বিবরণ নিম্নে দেওয়া

লাট নং ১ :—কলিকাতার সুতানুটীতে ১৫২ নং অপার সার্কুলার রোডে যে ৬ ছয় কাঠা ১২ বার ছটাক এবং ১ বর্গ ফুট জমির অংশ আছে তাহা সম্পূর্ণ।

লাট নং ২ :—কলিকাতার সুতানুটীতে ১২৭ ও ১২৮ নং অপার সার্কুলার রোডে যে ১৭ সতর কাঠা ৪ চার ছটাক এবং ২৫ পঁচিশ বর্গ ফুট জমির অংশ আছে তাহার সম্পূর্ণ।

লাট নং ৩ :—কলিকাতার উত্তরাংশে সুতানুটীতে ১৫৩ নং অপার সার্কুলার রোডে যে ছয় বিঘা ১৪ বর্গ ফুট জমির যাহা আংশিক জলময় রহিয়াছে ; তাহা সম্পূর্ণ। এই স্থান পূর্ব্বে ১০৪ নং অপার সার্কুলার রোড বলিয়া পরিচিত ছিল। ইহার সহিত সরিষার তেলের মিল, কাঠের কল কব্জা, এঞ্জিন, বয়লার ঘানি ও তাহার উপরিস্থ ট্যাঙ্ক বিক্রীত হইবে।

বিশেষ জানিতে হইলে রেজিষ্ট্রারের আফিসে অথবা মেসার্স কার মেটা এণ্ড কোম্পানী সলিসিটর ১১নং ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় আবেদন করিবেন।

কার মেটা এণ্ড কোং
বাদীর এটর্ণী
১১নং ওল্ড পোষ্ট
অফিস ষ্ট্রীট কলিকাতা

মরিস্ রেমফ্রি
রেজিষ্ট্রার

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd. No. C. [illegible]

মজলিস

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [৩০শ সংখ্যা

১৩৩১ সাল, ২৩শে ফাল্গুন শনিবার, নগদ মূল্য ৵১০ পয়সা।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ, ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস কার্য্যালয়—২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আর্টের খেলা।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

ভদ্রঘরের বালবিধবা—রূপ যৌবন আছে,
কপাল দোষে, দাসী হ'য়ে রয় বাবুদের কাছে।
মনিবগুলির মনের কথা ইঙ্গিতে সে জানে,
কে দেখেছে—এমন স্নেহ, 'ঝী'এর ক্ষুদ্র প্রাণে!
সবার প্রতি সমান যত্ন, কেউ ভাবেনা পর,
বামুনটাকে রান্না শেখায়, গুছিয়ে রাখে ঘর।
খাবার সময় ব'সে খাওয়ায়, কথাটী কয় হেসে,
নারীর ধর্ম্ম খোয়ায়নিকো—চাকুরি ক'রেও মেসে!
পান সেজে দেয়, গল্প শোনায়, বিছানাটাও পাতে!
আর্টের এ খেলারে ভাই! আর্টিষ্টের হাতে।
দৈন্য দশায় রোগে ভুগে—স্বামী গেলেন ম'রে,
ভাঙা বাড়ী, একলা নারী থাকে কেমন ক'রে,
ইস্কুলেতে প'ড়তো যুবা—লাজুক, নম্র, ধীর,
বৌদিদিকে আগলাবে সে,—এইটে হ'ল স্থির!
একত্রেতে থাকে দু'জন, রঙ্ তামাসাও চলে!
ছাড়লে ছোঁড়া লেখাপড়া—যুবতীর কৌশলে!
ক্রমে দোঁহার বর্ম্মাযাত্রা—বন্দোবস্ত পাকা!
দিনে রেতে, জাহাজেতে—এক কামরায় থাকা!
পর পুরুষের স্পর্শে—নারী যায়নি অধঃপাতে।
আর্টের এ খেলারে ভাই! আর্টিষ্টের হাতে!
সিক্তবেশে, এলোকেশে—কলসী ল'য়ে কাঁকে,
স্নানের ঘাটে—দাঁড়িয়ে বালা, নোলক দোলে নাকে,
সূক্ষ্মশাড়ী ভেদ ক'রে তার বেরোয় দেহের ছটা,
নগ্ননারীর মোহন ছবি আঁকার কতই ঘটা!
বিচিত্র সব চিত্র দেখে—ভোলে গ্রাহক দল!
কভার খুলেই চ'ক্ষে পড়ে—'বসনবিহীন নল'
কলির কোপে—রাজার নাকি এই উলঙ্গ বেশ!
সাধ্বী রাণী—অবাক হয়ে চেয়ে আছেন বেশ!
স্কেচ্ কার্ডও হবে ছাপা মাসিক পত্রিকাতে!
আর্টের এ খেলারে ভাই! আর্টিষ্টের হাতে!
যক্ষ্মারোগে শয্যাগত হ'য়ে আছেন পতি,
টাকার অভাব, হয়না সেবা, ভেবে আকুল সতী,
দেশে ছিল মস্ত ধনী,—ছবি আঁকার ঝোঁক,
খুঁজে বেড়ায় 'আদর্শ' সে,—সুন্দরী স্ত্রীলোক,
তার কথাতে রাজী সতী হ'লেন মনের জোরে,
ষ্টুডিওতে হাজির থাকেন ঘণ্টা থাকেন ধ'রে!
শিল্পী—রসিক টাকার মালিক, যুবক, রূপবান,
সিটিং দিতে গিয়া নারীর শিউরে ওঠে প্রাণ,
সতীত্ব নয় কাচের জিনিস ভাঙবে এক আঘাতে!
আর্টের এ খেলারে ভাই! আর্টিষ্টের হাতে!
পেটের দায়ে,—বিয়ের পরেই স্বামী বিদেশবাসী,
সংসারটা চালায় খেটে পাচক চাকর, দাসী,
গৃহের কর্ত্রী—অল্প বয়স, বিদুষী রমণী,
ড্রইং রুমে—আসেন অনেক পুরুষ পরশমণি।
গিন্নির কি হ'ল অসুখ—পেট যে উঠে কেঁপে,
চাকর বামুন সবাই তারা ভয়ে মরে কেঁপে!
স্বামী এলেন ফিরে,—ধনী ব'ল্লে "কর' ক্ষমা—
এতো ভ্রমে—পদস্খলন, ভয় কি প্রিয়তমা!
এমন প্লটও গজিয়ে ওঠে—নারীর কল্পনাতে!
আর্টের এ খেলারে ভাই আর্টিষ্টের হাতে!
'অহল্যা'—গৌতমের নারী, ঋষির প্রাণ প্রিয়া,
পঞ্চ কন্যার প্রথম তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া।
গৌতমের রূপ ধ'রে নাকি ইন্দ্র তাঁরে ছলে,
ঋষির শাপে পাষাণ সতী, পুরাণে এই বলে।

আসল কথা এত দিনে ব্যক্ত হ'ল হায় !
মদ্যপানে হা'রিয়ে চেতন—মজেছে স্বেচ্ছায়।
বৃদ্ধ পতি ঘৃণার পাত্র, সাধ মিটাতে নারে,
ইন্দ্র হ'ল যুবা পুরুষ, ডাকলে ধনী তারে।
ছায়াটাকে কায়া দিলেন শিশির ও প্রভাতে।
আর্টের এ খেলারে ভাই! আর্টিষ্টের হাতে।
কাগজ কিনে কালার হাতে সিকি দিলেন ধলা,
মনছিল তার অন্য দিকে, তাই খেলে কানমলা।
বেকুব কিনা ক'ল্লে নালিস্ হাকিম দিলেন রায়—
শিক্ষা দিতে কান টান্‌লে, দোষ বড় নেই তায়।
তবু আবার আপিল হ'ল! কে দিলে এ যুক্তি ?
ধর্ম্ম আছেন মাথার উপর, সাহেব পেলে মুক্তি।
এসব ব্যাপার নিয়ে কোর্টে যাওয়াই অনুচিত
ক'রে ছিলেন—এ কাজ ধলা, ভেবে কালার হিত!
প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধে যে—ধলা কালার সাথে!
আর্টের এ খেলারে ভাই! আর্টিষ্টের হাতে!
দণ্ডী সেজে, পাড়ায় ঘুরে, লঙ্কা ছাতু খেয়ে—
বদ্ধ যিনি বদ্ধমানে—হদ্দ মজা পেয়ে,
হ'কনা বুড়ো, রসের গুঁড়ো, মনটী বড়ই সাদা,
অনেক সভার পতি যিনি সাহিত্যকের "দাদা",
তার কাগজেই—এনালাইজ নারীর মনস্তত্ত্ব,
সত্য কথা প্রকাশ ক'রে দিলেন মিসেস্ দত্ত!
কপোত মিথুন দেখে কবির বেরিয়ে গেল কাব্য,
শৃঙ্গার রস রসের সেরা, হয় কি তা, অশ্রাব্য,
তোমরা কেন অমন ক'রে চম্‌কে ওঠো তাতে ?
আর্টের এ খেলা রে ভাই আর্টিষ্টের হাতে।
ব্যস্ত পুরুষ দেশের কাজে, নারী উঠ্‌লেন জেগে!
সেই মোহান্তই গদী পেলে, মলুম ভিক্ষা মেগে!
বাবু চ'ল্লো পাড়া গাঁয়ে, ফিরবে দেশের 'ছিরী'!
বছর বছর পাশ ক'রে, তার ফল "কেরাণী গিরি"
আধ পেটাতে শীর্ণ শরীর—এইত লোকের দশা—
বিজ্ঞান কয়—বাঁচবি যদি, মার মাছি আর মশা!
বাল্য বিয়ে তুলতে হবে—স্বাস্থ্য হানির সূত্র!
আইবুড়ো ঐ থুব্‌ড়ো মেয়ে—প্রসব করে পুত্র।
জড়ের মত হিন্দু সমাজ,—পঙ্গু হ'ল বাতে!
আর্টের এ খেলা রে ভাই! আর্টিষ্টের হাতে!

মণিহারি।

শ্রীমতি দুর্গেশনন্দিনী ঘোষ।

শিক্ষক—"হ্যাঁরে কেষ্ট! পয়সায় পাঁচটা ক'রে কলা হ'লে এক পয়সায় কটা কলা হয়রে" ?

ছাত্র—"একটু মাথা চুলকাইয়া ফট্ ক'রে উত্তর দিল, আজ্ঞে গুরুমহাশয় কি কলা ? কাঁচা না পাকা" ?

মনিব—ওরে নিধে! এই এককুড়ি ফুলগাছ এনেছি, বাগানের চইধারে এই রকম ক'রে পুতে দিস্ বলিয়া একটি পুতে দেখাইয়া দিয়া কোন কর্ম্মে প্রস্থান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে পুনরাগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরে নিধে সব হ'ল" ?

নিধে—"আজ্ঞে হুজুর আর উনিশটা হইলে কুড়িটা হয়"।

রাণিং ট্রেনে চেকার টিকিট চেক্ করিতে আসিয়াছে। বাঙ্গাল প্যাসেঞ্জার টিকিট দেখাইল, কিন্তু চেকার টিকিট খানি হাতে লইয়া দেখিতে চাওয়ায় প্যাসেঞ্জারটি কহিল পয়সা দিয়া টিকিট কাটসি তোমার হাতে দিব ক্যান্? ইয়ার মধ্যে কি ল্যাহা আছে জান ? নট্ ট্র্যানেসফারবেল (পর হস্তে দেওয়া নিষিদ্ধ)।

সতীন।

শ্রীযতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(১)

সন্ধ্যা আগত প্রায়। প্রতিদিনের মত আজও দিনমনি রক্তিমছটা বিকীর্ণ করিয়া পশ্চিমদিকে তাঁহার বিশ্রাম ভবনে গমন করিলেন। দিবসের কোলাহল, সাঁঝের নীরবতায় পরিণত হইতে চলিল। এমনি সময়ে বেলুড়ের গঙ্গা বক্ষে অবস্থিত পাকাবাড়ীর ছাদের উপর, অসীম আকাশের পানে চাহিয়া, বসিয়া আছে এক তরুণী। মাথাটি তার তরুলতা। এই নীরব সন্ধ্যায়, অতীতের সুখ দুঃখ

জড়িত কত কথাই আজ তরুর তরুণ প্রাণে জাগিতেছে। জীবনটা তার বুঝি কেবল ব্যর্থতার জন্যই সৃষ্টি হইয়াছিল। সে ভাবিয়া দেখিতে ছিল যে জীবনে সে কোনদিন সুখী হইয়াছে কিনা—তার জীবন আকাশে একবারও মন ভুলান জ্যোৎস্নার বিকাশ হইয়াছে কিনা তার প্রেম যমুনার কুলে একদিনও প্রীতির মুরলী বাজিয়াছে কিনা। তার সেই চাঁপা ফুলের মত রং মুক্তপ্রাণা যূথীকার মত হাসি, আর বীণান্দিত মধুর কণ্ঠ, এ জগতের অনেকের মনকে হয়ত জয় করিয়াছিল; কিন্তু সুখ দুঃখের অতীত সেই অচিন দেশের অনন্ত পুরুষের মনটাকে নমিত করিতে পারে নাই। অদৃষ্টের তীব্র পরিহাসের তিক্ততা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবার জন্যই বোধ হয় সে অনেক পার্থিব লোভনীয় গুণের অধিকারিনী হইয়াও অশ্রু ভিন্ন আর কিছুই সঞ্চয় করিতে পারে নাই। তরু মাঝে মাঝে তাই একা বসিয়া, কল্পনা দেবীর সহায়তায় তার অতীত জীবনের ব্যথাময় স্মৃতির উদ্যানে সুখ পুষ্প পাইবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইত। চিন্তা ছিল তার অফুরন্ত। সাগর বক্ষে যেমন অসংখ তরঙ্গ শিশুগণ খেলা করে একটির পর আর একটি ছুটে আসে তার যেমন শেষ হয় না,—তেমনি তরুর চিন্তা সাগরে যখন তরঙ্গ উঠিত তখন তার আর শেষ হইত না। একটির পর আর একটি, এমনি কত চিন্তাই তার হৃদয়ে উঁকি দিত। বাসন্তী পূর্ণীমার জ্যোৎস্না স্নাত নীরব রজনী কত মধুর। এমনি রাতে সে চিন্তা সখির ক্রোড় ব্যতিত জুড়াবার স্থান আর কোথাও পায় নাই, তাই সে তারই ক্রোড়ে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। চঞ্চল বায়ু তার সেই চিন্তাক্লিষ্ট মলিন মুখ দর্শনে ব্যথীত হইয়া, দূর প্রস্ফুটিত হেনার স্নিগ্ধ সৌরভ বহিয়া আনিয়া তার সেই বিক্ষুব্ধ চিত্তকে বৃথা ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছিল। সান্ধ্যবায়ু তার অন্তর জ্বালা নিবারণের জন্য মৃদু মৃদু প্রবাহিত হইতেছিল। সব নীরব। কেবল দূরে কোন দেব মন্দিরে মঙ্গল আরতির শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনির মধুর তান ভাসিয়া আসিতেছিল, আর নিকটে একটা সুপারি গাছের নিভৃত কুঞ্জে পেচক দম্পতি তাহার অবোধ্য ভাষায় প্রেম আলাপ করিতেছিল। সে ভাবিতেছিল সে এত দুঃখী কেন, সেত ভুলিয়াও কোন দিন, দীনবন্ধু সেই চির বন্দিতের কোন [illegible] কার্য্য নাই; সেত তার সর্ব্বস্ব তাঁর পূজায় নিয়োজিত করিয়াছে তবে তিনি তার প্রতি এত বিরূপ কেন। সে অব্যক্ত বেদনায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "ওগো বল তুমি আর কি চাও আমি যে তোমাকে আমার সব দিয়েছি আমি যে আজ কাঙালিনী হয়েছি, বল আরো কি তোমার চাই?" এমন সময় গঙ্গা বক্ষে কে যেন মধুর কণ্ঠে গাহিল—

"ওগো কাঙাল আমায় কাঙাল করেছ
আরোকি তোমার চাই।
ওগো ভিখারী আমার ভিখারী চলেছ
কি কাতর গান গাই।

তরু এক মনে গান শুনিতে লাগিল—আহা কি মধুর গান, কি স্বর্গীয় তান গানের প্রত্যেকটি স্বরে যে প্রেমময়ের প্রতি অসীম অনুরাগের পূণ্যকণা বিচ্ছুরিত হইতেছিল সে গানের মূর্চ্ছনায় তার শ্রবণে কি যেন এক অমীয় স্নিগ্ধ শান্তির ধারা ঢালিয়া দিতেছিল। গায়ক গান শেষ করিল।

"হায় আরো যদি চাও মোরে কিছু দাও
ফিরে আমি দিব তাই।"

গান থামিল. কিন্তু তরুর চিন্তা থামিল না বরং আরো বাড়াইয়া দিল। যে চির দুঃখী যার হৃদয়ে বেদনা ব্যতিত আর কিছুর স্থান হয় নাই, তার সামনে যদি কোন সুখের দৃশ্য ভাসিয়া ওঠে তবে তাহা তাহার দুঃখের লাঘব না করিয়া বেদনার অনুভূতি আরো তীব্রতর করিয়া তুলে। সেই জন্য গঙ্গাবক্ষের মধুর গান অথবা মুক্ত আকাশের হাসিময় চাঁদ ও খোলা ছাদের মৃদু বাসন্তী সমীর কিছুতেই তার প্রাণে শান্তি দিতে পারিল না; কেবল তার অতীত জীবনের আশাময় স্মৃতিকে জাগাইয়া দিল। তার মনে হইল একটি দিনের কথা—সে কতদিনের কথা হইল যার ছায়ামাত্র মনে আসে—এমনি জ্যোৎস্না মাখান রাত্রে তার মেঘাবৃত প্রাণে চাঁদের বিকাশ হইয়াছিল, সেদিন এমনি সময় রক্তবস্ত্র পরিয়া নানা প্রকার বাদ্য ভাণ্ড ও আনন্দ কোলাহল মধ্যে তার ভাবি সুখ জীবনের একটা বিরাট কল্পনা গড়িয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু কার যেন একটা অদৃশ্য ইঙ্গিতে তার জীবন বসন্তের পূর্ণচাঁদকে একটা দুঃখের কাল মেঘ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল; একটা বিরাট ঝটিকা তার সেই কল্পনার সুখ ময় প্রাসাদকে চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। এসেছিস সে এক অভিশাপ নিয়ে সংসার পথে চলিয়াছেও এক অভিশাপ

নিয়ে। বাবার কথা তার মনে পড়ে না, মার মুখে সে শুনিয়াছিল, তার বয়স যখন চারি বৎসর মাত্র, তখন তার বাবা পর পারের ডাক পেয়ে চলিয়া গেলেন—কারো বাধা মানিলেন না—সেই যে গিয়াছেন আর ফিরে আসার সময় পান নাই। তদবধি সে তার মার আদুরে মেয়ে—নিত্য তার কত আবদার তিনি রক্ষা করিতেন। চুম্বনের পর চুম্বন দানে তার মুখ মণ্ডল প্লাবিত করিয়া বলিতেন যে “আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়াও তোকে এমন ঘরে বিয়ে দেব যেখানে তুই চির সুখী হবি”। কিন্তু এমনি অদৃষ্ট তার যে মার সর্ব্বস্ব গিয়াছিল বটে কিন্তু সুখের বেলায় ঠিক তার বিপরিতই ঘটিয়াছিল। সে ছার কৈশোর প্রাণে কত আশা আকাঙ্খা কত সুখময় কল্পনা লইয়া শ্বশুর গৃহ প্রবেশ করিয়াছিল। সে তাহাদের জন্য কি না করিয়াছিল তার বুক ভরা প্রেম, অনাবিল প্রীতি অক্লান্ত সেবা, অতুলনীয় ভক্তি সবই তাহাদের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিল। তার পরিবর্ত্তে সে পাইয়াছে কেবল তীব্র যন্ত্রনা, মর্ম্মন্তুদ ঘৃণা, আর সর্ব্বোপরি চিরকলঙ্ক। আর সে ভাবিতে পারিল না। এখনও যে সে পুত গঙ্গোদকের মতই পবিত্র সতীত্বের উজ্জ্বল আলোক প্রভায় একটুও ছায়াপাত হয় নাই সবই সে হাসিতে হাসিতে সহিতে পারে—কিন্তু নারীর যাহে গৌরব সেই নারীত্বের অপমান সে সহিতে পারে না। তার সমস্ত মন আজ বিদ্রোহি হইয়া উঠিল। কে তার এ অবস্থা করিল অদৃষ্ট কি! অদৃষ্টতো কেবল একটা বিশ্বাস মাত্র—কোন দিনই তো সে দেখে নাই সেটা কি এবং কে, কেহ দেখিয়াছে বলিয়াও শুনে নাই—তবে কি কর্ম্মফল সেও তো তার জ্ঞানের অতীত সে তো জানে না কি কি কর্ম্ম সে করিয়াছে না করিয়াছে। কিন্তু বাস্তব জীবনে একজনকে সে দেখিতে পায় যে তার এই দুরদৃষ্টের জন্য একমাত্র দায়ী। দুঃখও ক্রোধে সে অভিভূত হইয়া তাহাকে একটা গুরু অভিশাপ দিতে যাইতেছিল কিন্তু তখনই একটী সরলার মুখ তাহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। আপনা আপনই মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল ছিঃ কি করিতে ছিলাম ব্রাহ্মণ কন্যা আমি কেন ক্রোধের অধীনা হইতে চলিয়াছি, কর্ম্মফলই আমাকে এখানে আনিয়াছে আবার কর্ম্মফলেই আমাকে আলোকের পথে লইয়া যাইবে। তার অকল্যাণ করিতে হইলে আর একটী সরলারও অকল্যান হইবে। সে যে আমার বোন আমি বড় সে ছোট তার কি অকল্যান করিতে আছে, ভগবান করুন সে যেন তার সীথের সিন্দুর অক্ষয় রাখিতে পারে। তরুর সমস্ত অস্থিপঞ্জর চূর্ণ করিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। শূন্য দৃষ্টিতে আকাশ পানে সে চাহিয়া রহিল। অদৃষ্ট ও কর্ম্ম ফলের মিমাংসা সূত্র সে খুঁজিয়া পাইলনা। এহেন দুরূহ সমস্যার মিমাংসা তার কে করিয়া দিবে-চিন্তায় তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। এদিকে যে প্রায় মধ্য রাত্রির পুরো ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারে নাই, এমন সময় তার ছোট বোন সুর আসিয়া বলিল দিদি তোমার কি হ'য়েচে বল ত রাতবাজে ১২টা এখনও ছাদেবসে আকাশ পাতাল ভাবছো খেতে টেতে হবে না? আর ভাবই বা কেন? তুমি বল্লেই ভাব আমি হলে একদিনও তাদের কথা মনে আনতাম না তরু বলিল “চল যাচ্ছি” মনে মনে বলিল তুমি কি বুঝবে সুর। এ দুঃখে নারীর যে কত বেদনা তা যে না দুঃখ পেয়েছে সে বুঝতে পারবে না।”

(২)

মানুষে ভাবে এক আর ভগবান করেন আর এক। সে মনে মনে কত সুখের কল্পনাই করে কিন্তু এক বারও ভাবে না একটি অজ্ঞাত পুরুষ তাহার সবখানই উল্টাইয়া রাখিয়াছেন। ঠিক এমনটিই ঘটিয়াছিল প্রিয়দর্শনের প্রিয় দর্শন রায় দেখিতেও প্রিয়দর্শন তবে অদৃষ্ট নামে সেই অজানা দেবতাটি তাঁর প্রতি বড় প্রিয় ছিলেন না। যদিও সে মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে কোন এক সওদাগরী আপিসে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া কোনক্রমে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তবু গৃহে প্রেমময় পত্নির আনাবিল ভালবাসা ছিল বলিয়া কায়িক কষ্ট তাঁর প্রাণে একটা কাল দাগও কাটিতে পারে নাই। কর্ম্মান্তে যখন তিনি স্বীয় অদৃষ্টের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে গৃহে আসিয়া ছাদের উপর স্নেহ লতার ক্রোড়ে ক্লান্ত দেহকে শায়িত করিত, আর স্নেহ তার উন্মুক্ত প্রাণের সমস্ত স্নেহ প্রীতি তাহারই চরণে ঢালিয়া স্মিতাননে ধীরে ধীরে বাতাস করিত, তখন সে মনে করিত স্বর্গ আর কাহাকে বলে এই তো স্বর্গ আহা স্বর্গেও বুঝি এমন সুখ নাই। এমনি সুখের দিনে যেদিন তরু হাসিতে হাসিতে আসিয়া তাহাদের প্রাণে চির আনন্দের একটা সুখময় প্রদীপ জ্বালিয়া দিল সেদিন

তাহারা মনে করিয়াছিল তাহাদের মত সুখী বুঝি আর কেহ হয় না। কিন্তু এত সুখ বোধহয় বিধাতার চোখে সহিল না। তরুর বয়স চারবৎসর পার হইতে না হইতেই প্রিয়দর্শন নিয়তির শমন পাইয়া চির শান্তিধামে প্রস্থান করিলেন। স্নেহ অকূল সাগরে পড়িলেও করুণাময়ের করুণা হইতে একবারে বঞ্চিত হয় নাই। সময় বসিয়া থাকেনা—কিন্তু স্নেহ বড় লক্ষ্য করিতনা যে সময় তাহাকে কোন স্থানে আনিয়া ফেলিয়াছে। সে স্বামী ধ্যানে, সংসারে কাজকর্ম্মে ও এক মাত্র কন্যা আনন্দের মূর্ত্তিমতী উৎস স্বরূপা তরুলতার আদরে সময় অতিবাহিত করিত। শেষে তরুর যৌবনশ্রী তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে। তাহার যাহা কিছু ছিল তাহা দিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়া শুনিয়া তরুকে পার করিয়াছিল।

বরাহনগরের ভাদুড়ী বংশের প্রতুল ভাদুড়ী মহাশয় সামান্য কিছু লইয়া তরুকে একমাত্র পুত্র অতুলের বধূরূপে লইয়া স্নেহকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়া দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। তবে এই সামান্য অর্থাৎ প্রায় ১৮০০ টাকা পনেই বিধবার যথা সর্ব্বস্ব গিয়াছিল। তবু বেয়াই বলিতে থামেন নাই "বেয়ান মেয়ে তোমার সুন্দরী বলেই কিছু না নিয়েই ছেলেকে বিয়ে দিলাম। তা নাহলে আমার ছেলে কি যে সে, বিশ টাকা মাইনের চাকরী করে পেটে বিদ্যেও আছে ভাল ভাবে থাকলে ভবিষ্যতে উন্নতিও করতে পারে।"

যদিও প্রতুল ভাদুড়ী কিছু উদারতা দেখাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার গৃহিণী স্বামীর এই উদারতাকে বোকামির নামান্তর রূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার রুদ্ধ ক্রোধের সবটুকুই গিয়া পড়িয়াছিল তরুর উপর। শাশুড়ীর কাছে কেবল লাঞ্ছনা ছাড়া কোন দিন একটা ভাল কথা শুনে নাই। তাহার কোন কার্য্যেই তাঁহার পছন্দ হইত না—যারে দেখতে নারি তার চরণ বাঁকা। তাহারও হইয়াছিল, তাই, অনেক সময় সে বুঝিতেই পারিত না তাহার দোষ কোথায়। এ সংসারে সে স্নেহ পাইয়াছিল মাত্র দুই জনের, তাহার শ্বশুর ও দেবরের কিন্তু এমনই কপাল লইয়া সে জগতে আসিয়াছিল যে বিবাহের পর বৎসর না ঘুরিতেই শ্বশুরও তাহাকে ছাড়িয়া গেলেন। অতুলের কাছে স্বামী সোহাগের কিছুই সে পায় নাই। অতুলের সে ছিল কেবল সেবা দাসী। দাসী ছাড়া তরু যে আবার জীবন সঙ্গিনী হইতে পারে সে ধারনা অতুল এক দিনের জন্যও ভাবে নাই। তার পর সে অতি বেশী মাতৃভক্ত ছিল; যদিও সে ভক্তির বিকাশ নিজের সুবিধা অনুযায়ী প্রকাশ পাইত অন্যথা নহে। মোক্ষদা ঠাকুরাণী বধূর বিষয় যাহা বলিতেন বা করিতেন তাহাতে সে সত্যাসত্য বিচার না করিয়া সমর্থন ব্যতীত কখ. অসমর্থন করে নাই। তাই যখন কর্ত্তা প্রতুল ভাদুড়ী মারা গেলেন যখন তিনি ছেলেকে বলিলেন "কোথেকে এক অলক্ষুনে ছোটলোকের ডাইন মেয়ে নিয়ে এলি তোরা, তাই বছর না যেতে যেতেই এমন সর্ব্বনাশটা হয়ে গেল। অমন অলু-ক্ষনে বউ নিয়ে আমি বাপু সংসার করতে পারব না। তোমায় এর যা হয় একটা বিহিত করতে হবে।" যদিও তরু যে কত বড় ছোট লোকের মেয়ে তাহা অতুলের বেশ জানা ছিল তবুও সুবোধ ছেলের মত মায়ের কথার উপর কোন কথা বলা সঙ্গত নয় বলিয়া নীরবে ছিল।

তরু জানিত না যে সে কি অপরাধ করিয়াছে। যথাসাধ্য সে সকলের মনস্তুষ্টি করিয়া চলিত। কিন্তু তার কপালে যে দুঃখ সে দুঃখই ছিল তবুও তরুর মনে এইটুকু শান্তি ছিল যে সে তার স্বামীর ভিটায় একটু স্থান পাইয়াছে; সে তাহাতেই সুখী হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপের কঠোর প্রায়শ্চিত্তের এখনও বাকি ছিল। এমন একদিন আসিল যে দিন সত্যই তার মাথায় অশনি সম্পাত হইল। সে দিন কি দুর্য্যোগ। সারাদিন ঝড়বৃষ্টি বিদ্যুৎ চমক, মনে হইতে ছিল যে সৃষ্টি বুঝি আজই রসাতলে যাইবে। এ হেন দুর্য্যোগে তরুর এক দূর সম্পর্কের মামাত ভাই সুধীর আসিয়া উপস্থিত। সে সময়ে সে বাহিরের ঘর ঝাট দিতে ছিল। সুধীরকে দেখিয়া বলিল "কি দাদা এই জলের ভিতর কোথেকে এলে? সুধীর বলিল "এদিকেই এসেছি-লাম ভাবলাম তোর সঙ্গে দেখা করে যাই কতকাল দেখি নাই, তুই যে বড় রোগা হয়ে গেছিস্ ভাদুড়ী মহাশয় কোথায়" তিনি বাড়ী নেই।"

"বলিস্ কি! এই জলের ভেতর কোথায় গেল—কোন বিশেষ কাজে বোধ হয়! তুই যে বাইরে ঝাট দিচ্ছিস চাকর চলে গেছে বুঝি!"

"না অমিষ্ট বলে চাকর ছাড়িয়ে দিয়েছি। মামা মামী মা কেমন আছেন।"

"ভালই আছেন। তুই বোধহয় শুনিস্নি আমি এবার আই এ পরীক্ষায় ফাষ্ট হ'য়েছি,

"শুনবো কেমন করে তোমরা ত চিঠি পত্র দাও না।"

সুধীর যেন কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় ক্রুদ্ধস্বরে কে যেন ডাকিল "বৌমা,,

উভয়ে চমকিত হইয়া দেখিল সারদাঠাকুরাণী রক্তচক্ষুতে তাহাদের দিকে চাহিয়া আছেন। তিনি বলিতে লাগিলেন "তখনি বলেছিলাম কোথা থেকে এক ছোট লোকের মেয়ে ঘরে এন না। কি সাহস মা ঘরে বসে অন্য এক পুরুষের সঙ্গে আলাপ করা হচ্ছে, সহসা যেন সেখানে যেন হাজার অশনি পাত হয়ে গেল। তরু বলিল কি বলছেন মা উনি যে সুধীরদা আমার মামাত ভাই। কি আবার মুখে মুখে চোপা বলে কি না মামার ঘরে বিয়াল গাই সেই সম্পর্কে মামাত ভাই। হারামজাদি ঘরে বসে পিরীত হচ্ছে আবার চোপা। যাওনা কেন কলকাতায় ঘর ভাড়া কর গে অমন অনেক ভাই আসবে যেন ওর বাবা কেলে মামাত ভাই বের আমার বাড়ী থেকে"। সুধীর ক্রোধে ফুলিতেছিল সুধীর বলিল "চলে আয় তরু চলে আয় এখনও বলচি চলে আয় একটু দেরি হলে বোধ হয় নিজেকে আর সামলাতে পারবো না। তরু তবুও শাশুড়ীর পায়ে ধরিয়া বলিল এমন সর্ব্বনাশ করিবেন না আমাকে এই খানেই থাকতে দিন এ স্থান ছাড়া আমার আর যে থাকার জায়গা নেই।" ও সহজে যাবিনী বলিয়া মোক্ষদা ঠাকুরাণী তরুর চুল ধরিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিলেন। তরু আর সহ্য করিতে পারিল না। তার সমস্ত হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, এত উপেক্ষা এমন সর্ব্বনাশ মানুষ মানুষের করিতে পারে! সে সুধীরের সহিত চলিয়া আসিল। সেই সে দিন চলিয়া আসিয়াছিল, আর এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কি ছয় বৎসর সে আর যায় নাই। জগতে সে কলঙ্কিনী বলিয়া রটিত তাড়িত লাঞ্ছিত। কত আশাই সে করিয়াছিল কিন্তু সব বালির বাঁধের মত সব ভাসিয়া গিয়াছে। আজ ছাদে বসিয়া নির্জ্জনে তাই একাকিনী ভাবিতেছিল কেন সে এত দুঃখিনী! এই কেনর উত্তর কে তাহাকে দিবে? সে কত ভাবিল কত কাঁদিল কিন্তু এর উত্তর যে রহস্য জালে আবৃত তাহা ভেদ করিতে সে পারিল না।

ক্রমশঃ।

রঙ্গরস।

চুনী, পান্না, মণি

এদিকে চুনীর বাড়ী, ওদিকে মণির বাড়ী মাঝখানে বাসকরে পান্না। চুনীর একটা কুকুর আছে, সারারাত ঘেউ ঘেউ করা তার অভ্যাস। তার চ্যাচানির চোটে পান্নার ঘুম হয় না পান্না একদিন চুনিকে বল্লে "ওহে তোমার ঐ কুকুরটাকে বাড়ী থেকে বিদায় ক'রে দাও, তাহলে তোমাকে আমি পঁচিশ টাকা দেব।"

চুনি বল্লে "আচ্ছা."

তারপর সন্ধ্যা বেলায় চুনীর সঙ্গে দেখা ক'রে পান্না বল্লে "কি হে খবর কি?"

চুনী কুকুরটাকে আমি বিদায় করেচি।

পান্না। আঃ, এইবার আমি সুখে ঘুমিয়ে বাঁচ্ব। এই নাও পঁচিশ টাকা। কুকুরটাকে কি করে তাড়ালে?

চুনী। দশ টাকা নিয়ে কুকুরটাকে আমি মণির কাছে বেচে ফেলেচি।

বুদ্ধিমান রোগী

ডাক্তার। দীর্ঘ শ্বাস প্রশ্বাসে দেহের রোগের জীবাণু মারা পড়ে।

রোগী। কিন্তু দীর্ঘ শ্বাস প্রশ্বাস নেবার জন্যে তাদের আমি বাধ্য করব কেমন ক'রে?

লেবেলের প্রমাণ।

স্বামী। চাটনি গুলো দেখে সব একরকম মনে হচ্ছে।

স্ত্রী। বাঃ, তা কি ক'রে হবে, ও গুলো যে আলাদা বোতলের লেবেলেই তা বোঝা যাচ্ছে।

স্বামী। (গম্ভীর স্বরে) হ'তে পারে, বোতলের লেবেল চাখার অভ্যাস আমার নেই।

চীন

(১) চীনদেশ এসিয়ার এক চতুর্থাংশ ভাগ জুড়িয়াছে। এই সাম্রাজ্য আয়তনে প্রায় ৪০ লক্ষ বর্গ মাইল— লোক সংখ্যা প্রায় ৪৬ কোটী জনসংখ্যা হিসাবে চীনদেশ পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রধান। পৃথিবীর মধ্যে এই ভূভাগ ঘনবসতি পূর্ণ ও বিলক্ষণ উর্ব্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।

(২) চীনদেশের উত্তরে একটী প্রকাণ্ড প্রাচীর আছে। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই সহস্র মাইল উর্দ্ধে অনেক স্থান ৪৫ফিট ইহার নিম্নের ভাগ ২৫ফিট ও উপরের ভাগ ১৫ফিট প্রশস্ত। উত্তর পশ্চিমের অসভ্য মঙ্গোলীয় দিগের দৌরাত্ম্য বা আক্রমণ নিবারণের জন্য একবিংশ শত বৎসর পূর্ব্বে সিন্ সি ইয়াঙ্ টী নামক চীন সম্রাট এই প্রাচীর নির্ম্মান করাইয়াছিলেন। প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে দুর্গ আছে। উহা রক্ষার নিমিত্ত পূর্ব্বে সেই সকল দুর্গে বহুসংখ্যক সৈন্য থাকিত। ইহার কোন কোন স্থান বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড ও কোন কোন স্থান ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত। অধুনা এই প্রাচীরের অনেক স্থান ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ইহা পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের মধ্যে একটী দ্রষ্টব্য জিনিস।

(৩) খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে চীন দেশের রাজমন্ত্রী কুংডেও মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার করেন। চীনারা সর্ব্বপ্রথমে বাঁশের বাকারী খোদিত করিয়া অক্ষর প্রস্তুত করে। ক্রমে কাঠের অক্ষর হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কাঠের অক্ষর দ্বারা পুস্তক মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ সর্ব্বপ্রথম বাজারে বাহির হয়। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তাম্র অক্ষর ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। তৎপরে সপ্তদশ শতাব্দী হইতে সীসার অক্ষর ব্যবহৃত হইতেছে।

(৪) ১০৫ খ্রীঃ সাইলুন নামক চীন দেশীয় জনৈক বৈজ্ঞানিক গাঁজার শুষ্ক গাছ, পুরাতন ন্যাকড়া, মৎস্য ধরিবার অব্যবহার্য্য জল প্রভৃতির সাহায্যে এক প্রকার মোটা কাগজ প্রথম আবিষ্কার করেন। তাহার পর ক্রমে কাগজের উন্নতি হইয়াছে।

১৮২৪ খ্রীঃ হইতে ইউরোপীয়গণ চীনের ২৩টী বন্দরে বানিজ্য করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন।

(৬) চীনদেশে কয়লার খনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তথায় প্রায় দুইলক্ষ বর্গ মাইল ভূমিতে খনি আছে। কয়লাও প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায়। চীন ইচ্ছা করিলে, সমগ্র পৃথিবীকে সহস্র বৎসর কয়লা সরবরাহ করিতে পারে।

(৭) চীন দেশের কোন কোন প্রদেশে এমন ঘন বসতি যে, তথাকার বহু লোক "সামপান" নামক নৌকায় জলের উপর বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে। এক একটী সামপানে ভিন্ন ভিন্ন পরিবার বাস করে। কেণ্টন্ নামক প্রদেশের নদীর মধ্যে এই প্রকার বহু বাটী দেখিতে পাওয়া যায়।

(৮) চীনাদের শতকরা প্রায় নব্বই জন লোক নিরক্ষর। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার বিশেষ কিছুই নাই। এখনও চীন ভাষায় চল্লিশ হাজার বর্ণমালা শিক্ষা করিতে এক জনের ন্যূন পক্ষেও চল্লিশ বৎসর যায়। অধুনা চীন গবর্ণমেণ্ট ৩৯ অক্ষরের এক প্রকার বর্ণমালা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই বর্ণমালা চীনের আধুনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। চীনাভাষা ভালরকমে বুঝিতে হইলে শ্রবণ শক্তি প্রখর থাকা আবশ্যক। কারণ চীনা ভাষার অর্থ, শব্দের উচ্চারণ বৈষম্য নানা আকার ধারণ করে। কোন কোন সময় উচ্চারণ বৈষম্য এক শব্দই বিপরিত অর্থ হইয়া থাকে। জগতের সমুদয় কথিত ভাষার মধ্যে এক মাত্র চীন ভাষার একটী নিজস্ব সুর আছে। এই সুরের বিশেষত্বের উপর চীন ভাষার প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। চীন ভাষার একটী কথাই রকমারি সুরে বলিতে পারিলে চারি পাঁচ প্রকার অর্থ হইতে পারে।

(৯) ১৬৪৪ খ্রীঃ জনৈক অনাহূত ব্যক্তি সদলে আসিয়া চীনের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহাকে তাড়াইবার জন্য সেই সময় মাঞ্চু তাতারদিগের সাহায্য লওয়া হয়। এই সুযোগে তাহারা আসিয়া পিকিনে বাস করেন। ক্রমে ক্রমে ইহারা চীনের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল। তদবধি এই বংশীয়গণ চীনের সম্রাট হইয়া আসিতেছিলেন। ১৯১২ খ্রীঃ হইতে এদেশে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে।

চীনদেশে মাসের হিসাব, চাঁদের গতিবিধি দেখিয়া হয়। কিন্তু সূর্য্যকে ধরিয়া বৎসর আরম্ভ ঠিক করে। সূর্য্যের উত্তরায়ন গতি আরম্ভ হইবার পর প্রথম অমাবস্যাতে নূতন বৎসর আরম্ভ হইয়া থাকে। চাঁদকে ধরিয়া দিন ও তারিখের গননা করে। প্রতিমাসের ১লা অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা ১৫ই, তারিখ হয়।

স্নেহের কবলে।

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিএ, কাব্য সংখ্যাতীর্থ

নিমতলা ষ্ট্রীটে একটা বাড়ীর রকে একটী ছেলে কতক গুলি জিনিস সাজিয়ে রেখেচে। ভোরের বেলা সে এসে বসেচে। সকালে মেয়েরা গঙ্গাস্নানে যায় সেই জন্য সকালটাতেই কেনা বেচার সুবিধা। তাই ছেলেটী অতি প্রত্যুষে তার বিক্রেয় জিনিষ গুলি 'যেখানে যা সাজে' এরূপ ভাবে সাজিয়ে চুপ করে বসে আছে।

মেয়েরা আস্‌ছে যাচ্ছে জিনিষ দেখ্‌চে দর করচে, কেহ বা এটা ওটা কিন্‌চে।

খানিক পরে একটী প্রৌঢ়গোছ স্ত্রীলোক ছেলেটর দোকানের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে, দুই একটী জিনিষের দর কর্ত্তে লাগল। এটা ওটা নাড়তে নাড়তে একখানা ভাল আরসিতে স্ত্রীলোকটীর নজর পড়ল এবং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সে সেটি তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখ্‌তে লাগল।

"এটা কতয় দিবি বাবা ?"

ছেলেটী আরসি খানা হাতে নিয়ে একটু ভেবে বল্লে "এক টাকা এগার আনা।"

"বাবা আট আনায় দিবিরে ?

"দশ আনায় কেনা, তোমায় আট আট আনায় কি করে দেবো ? "

"দে মাণিক, মেয়ে আজ কদিন ধরে একখানা আরসীর কথা বলছিল, তা মোটে আট আনা হাতে দিয়েছে, কি করি বল্‌"

এই বলে আট আনা আঁচল হতে খুলে দোকানদার হাতে গুঁজে দিতে গেল।

দোকান দার সুধু আট্‌ আনা দেখে প্রথমে অবাক হয়ে গেল তারপর জলে উঠে বল্লে" তুমি বাছা কখ জিনিস কেননি ? এক টাকা এগার আনার মাল আট আনা দিয়ে কিন্‌তে এসেছ ?

স্ত্রীলোকটী অনুমাত্র দমে না গিয়ে বা লজ্জিত না হয়ে বল্লে, "কি করি ধন, মেয়ে যা দিয়েচে তাই নিয়ে এসেচি। "তবে আট আনার মত আরসি কেন গে যাও না এমন জিনিস হবে কেন বাছা"

"ওরে মেয়ে যে এই জিনিসের কথাটী বলচে।"

এই বলে স্ত্রীলোকটী ছোক্‌রার চিবুক ধরে অতি মিষ্ট মধুর আদরের সুরে বল্লে, ওরে মাণিক, তুই রাজা হবি। দেখিস্‌ আমার কথা। তুই এই দোকান থেকে এক শ টাকা রোজ আয় কর্ব্বি। দে মাণিক! মেয়ে মানুষের কথা রাখ্‌। তোর আজ দশ টাকা লাভ হবে দেখিস্‌।"

ছেলেটী বিরক্তির সহিত মুখ সরিয়ে নিয়ে বল্লে, "যাও যাও। দুটাকার মাল, আট আনায় দিয়ে আমি আজ খুব দশ টাকা লাভ কর্ব্বো।"

বাস্তবিক পক্ষে আরসি খানির উপর স্ত্রীলোকটীর এত মায়া পড়েছিল যে সে কোন প্রকারে এটীকে ছেড়ে যেতে পাচ্ছিল না। ছেলেটী কিছুতেই দেয় না দেখে মেয়ে লোকটী অতি করুণ সুরে বল্লে "তবে দিবিনি ছেলে। দেখ্‌ আমি তোর মা হই। আজ সকালে তোর কাছ হতে ফিরে গেলে তোর আজ দিন ভাল যাবে না তা বলে দিচ্ছি।"

দোকানদার ছেলেটীর হয়তো মা নেই। তাই স্ত্রীলোকটী তার মায়ের আসনে বসাতে সে যেন অনেকটা দমে গেল এবং ক্ষুব্ধ উদাসীন ভাবে বলে উঠ্‌লো, "যাও যাও, নিয়ে যাও।"

স্ত্রীলোকটী যেন স্বর্গ হাতে পেলে। আট আনা পয়সা রেখে আরসি খানি বেশ করে কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে দোকানদারকে আশীর্ব্বাদ করে চলে গেল। দোকানদার গালে হাত দিয়ে গুম হয়ে বসে রইল।

আহা বেচারি সে দিন কার মুখ দেখে উঠেছিল!

ব্যাঘ্রর কবল আছে, মৃত্যুর করাল কবল আছে কিন্তু এদুটোর চেয়ে স্নেহের কবল যে আরো মারাত্মক তা পাঠক পাঠিকা জেনে রখুন।

জীবনে এই স্নেহের কবলে প্রায় সকলকেই পড়তে হয়। কাকে কোন দিক দিয়ে যে এই স্নেহ কবল অক্টো পাসের মত ঘেরে তা বলা যায় না। সেই জন্য স্নেহ গ্রহণ কর্ব্বার সময় সাবধান সতর্ক হওয়া সকলের কর্ত্তব্য।

Regd. No. C. 4110

মজলিস

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা [৩১শ সংখ্যা

১৩৩১ সাল, ৩০শে ফাল্গুন শনিবার, নগদ মূল্য ৫১০ পয়সা।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ, ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিজ কার্য্যালয়—২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সেল! সেল!! সেল!!!

প্রাপ্ত রিডাক্সন সেল, সস্তার চূড়ান্ত।

জগৎবিখ্যাত "বি" টাইমপিসের আদর চিরদিন ভারতের ঘরে ঘরে হইয়া আসিতেছে। ইহার নূতন পরিচয় দিবার আর কিছুই নাই। কলকব্জা অতি সূক্ষ্ম ও মজবুত। একদমে ৩৬ ঘণ্টা চলে। গ্যারাণ্টি ৩ বৎসর। গ্রাহক-সাবধান। উপহার নামক 'অশ্বডিম্ব' লইয়া ঠকিবেন না। কারণ লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু। জগৎ-বিখ্যাত "বি" মার্কা জার্ম্মাণ দেশে প্রস্তুত দেখিয়া লইবেন! মূল্য ১টী ১৸০ এলার্ম্ম বা ঘুম ভাঙ্গান ২৷৷০ টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

দি টাইমপিস্ সেলার

৩০, গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পদ্মমধু

বিখ্যাত চিকিৎসকগণের সুপ্রশংসিত হাটখোলা দত্তবাড়ীর পদ্মমধু ভুবন বিখ্যাত। চক্ষু উঠা, ছানি, দৃষ্টিহীনতা, রাতকাণা, ঝাপসা দেখা, চক্ষু কর্ কর্ করা, কাল হওয়া পাতায় পাতায় জুড়িয়া যাওয়া, চক্ষুজ্বালা ও অর্দ্ধদৃষ্টি, অদূর দর্শন প্রভৃতি চক্ষের যাবতীয় পীড়া প্রশমিত হয় এবং চক্ষু স্নিগ্ধ ও শীতল রাখে ও জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয়। মূল্য প্রতি ড্রাম ১৲ ৩ ড্রাম ২৷৷০, ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা।

এন, দত্ত ব্রাদার্স, জন্মভূমি কার্য্যালয়,

৬৭নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্ব-বিজয়-কবচ।

যাহা বহু অর্থব্যয় সাধ্য ও অসাধ্য ছিল, সেই বিশ্ব-বিজয়-কবচ সাধারণের হিতার্থে একরূপ বিনামূল্যে মাত্র খরচ বাবদ ১।৴০ আনা গ্রহণ করিয়া বিতরিত হইতেছে। এই বিশ্ব-বিজয়-কবচ শাস্ত্র অনুমোদিত ও সংশোধিত করিয়া প্রস্তুত করিতে হইলে ন্যূনকল্পে ৫০৲ টাকা ব্যয় পড়ে। এক ব্যয়ে বহু কবচ প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া ১।৴০ আনা।

ইহা ধারণে এক সপ্তাহের মধ্যে সর্ব্ব রকম বিপদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। পুরশ্চরণসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মন্ত্রশক্তি দ্রব্যগুণের অপূর্ব্ব সম্মিলন বিশ্ব বিজয় কবচ। ভক্তি সহকারে সাধ্যমত পূজা মানসিক করিয়া মন্ত্রপূত বিশ্ব-বিজয়-কবচ ধারণে মকর্দ্দমায় জয়লাভ, চাকরী প্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্যলাভ ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি, শত্রুদিগকে বশীভূত করা ও পরাভূত, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, কালাজ্বর প্রভৃতি মহামারী হাত হইতে আত্মরক্ষা ও অকালমৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি অনায়াসে করা যায়। ইহা ধারণে অর্শ, অম্ল, স্বপ্নবিকার আমাশয় সারে, বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়, মৃতবৎসা যা সুপ্রসব হয়, নষ্ট সম্পত্তির পুনরোদ্ধার, স্বামী স্ত্রী অনুরাগী, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, সর্প-দংশন নিবা হয়। প্রদর, বাধক, মৃগি, মূর্চ্ছা, ভূত প্রেত, উন্মাদ, চোর, ও অগ্নিভয় হইতে রক্ষা পাইবার বিশ্ব-বিজয় কবচ ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ। ইহা ধারণে কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন। এবং অতি দরিদ্র ব্যক্তিও ধনবান হইয়া থাকেন। হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ শিখ, পাঞ্জাবী আপামর সাধারণ ভারতবাসী, রাজা, মহারাজা, শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই কবচ ধারণ করিয়া প্রতিদিন অভাবনীয় ফললাভ করিতেছেন।

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান—"যোগমায়া আশ্রম" বৈদ্যনাথ ধাম দেওঘর পোঃ, সাঁওতাল পরগণা।

ড্রাম /৫ ও /১০ পয়সা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,

ব্রাঞ্চ ঔষধালয়—১২ নং সেণ্ট্রাল এভিনিউ, ২১৭ নং অপার চিৎপুর রোড, ১৫৩।১ বহু-বাজার ষ্ট্রীট, ৬৬।৪ নং রসারোড, কলিকাতা।
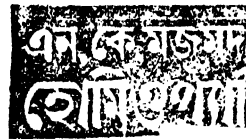
কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স—পুস্তক ড্রপার সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ১০৪ শিশি ২৲, ৩৲, ৩৷৷০, ৫৷৷০, ৬৸০, ১১৷৷০ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা [illegible] ([illegible]) ১৷৷০ টাকা, মাশুল ৷৵০।

বাঁশরী।

শ্রীমনোমোহন বিদ্যারত্ন।

বনের মাঝে বাজলো বাঁশী, ঘরে থাকা হল দায়,
দখিন হাওয়ায় ভেসে আসে বাঁশীর সুর ঐ
"আয় গো আয়।"
শাশ্ ননদী কটমটিয়ে চাইছে কেবল আমার পানে,
ব্যাকুল হিয়া আকুল করে বাঁশী আমায় বলে টানে।
ভরা ঘড়া উলটে ফেলে তাড়াতাড়ি জলকে যাই,
মনোচয়া ধন মদন মোহন বারেক যদি দেখতে পাই।
কি গুণ জানে বাঁশের বাঁশী? কোথায় পেল এমন সুর!
শুনলে বাঁশী মন উদাসী লজ্জা সরম হয় যে দূর।
কত জ্বালা পাই দুবেলা কত কথা শুনতে পাই,
ইচ্ছা করে কেড়ে নিয়ে বাঁশীর মাথা চিবিয়ে খাই।
সাঁজ সকালে বাজে বাঁশী নাইকো যে তার সময় জ্ঞান,
নিদ্রা ঘোরে স্বপ্নে শুনি হৃদয় মাঝে বাঁশীর তান।
লজ্জা দিয়ে পাপিয়ারে সপ্তসুরে বাজে বাঁশী,
চুলো বঁধু বনে বসে বাঁশীর সুরে পরাব ফাঁসী।
রাধা নামে সাধা বাঁশী ডাকে যখন উভরায়,
সারাপ্রাণে পুলক লহর দোদুল দোলায় দুলিয়ে যায়।
নীল আকাশের তলে বসে মুক্ত হাওয়ায় ছড়িয়ে প্রাণ।
ইচ্ছা করে সদাই শুনি বংশী ধারীর বাঁশীর গান!

আমি ফাল্গুন।

(শ্রীমাধুরীমোহন মুখার্জী এম্ আর এ এস)

আমি ফাল্গুন—আমি প্রেমিক প্রেমিকার বুকে আগুন [illegible] দিবার জন্য নবকিশলয় তৃণ, নবীন হরিৎ পত্র ও মনোমোহন পুষ্পের আসনে বসন্তকে বসাই। অবশ্য এই বসন্তাগমনে রাসভ বাহিনী শীতলা মাতাকে স্মরণ করিতে হয় না। ইহার আগমনে—ইহার আবির্ভাবে অপরূপ রমণীয় কন্দর্প দেবের আরতি করিতে হয়। আমি সেই পূজার সমস্ত আয়োজন করিয়া দিই। আমি নরনারীর নয়নে নয়নে বেতারের একটা ইঙ্গিত দিয়া থাকি; গোলাপী গণ্ডে একটা আবেশের আশা মোহের ফাঁসের চিহ্ন মাখাই, বুকে কি যেন একটা অপরূপ উদ্যম—অননুভূত উৎসাহ জাগাইয়া তুলি—প্রাণে প্রাণে যে কি একটা অশেষ আবেগের ঢেউ—লালসার শিখা—অশেষ মদিরা-মোহের টান জুড়ে দিই। নরনারী প্রেমোচ্ছ্বাসে ফুলিয়া উঠে দেহে অপূর্ব্ব লাবণ্য ভাসিয়া উঠে। আদরে কোকিল বঁধুকে ডাকিয়া আনি, পাপিয়া বউ কথা কও বলিয়া কুহু কুহু স্বরের সঙ্গে মিশাইয়া আমার আগমনে যে সকলেই প্রেমের মদিরা মোহে মোহিত, আনন্দে আত্মহারা, আমি সেই কামদেব, আমি সেই রতির দোসর। আমি সর্ব্ব বিজয়ী, আমি সেই দেবদেবীর ধনুকে জ্যা লাগাইয়া দিই তবে তো তাহার ফুলশর ছুঁড়ে নরনারীকে বিধ্বস্ত করে। আমারই জন্যে বসন্ত নরনারীর বশের অস্ত্র হইয়া থাকে। আমিই চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির আদর বাড়াইয়াছি। আমারই জন্যে "আজি এসেছি এসেছি বঁধুর" রচয়িতার এত কদর। রবীর "বাঁধ না তরী" বোধ হয় আমি না থাকলে "সোণার তরী" ভাসিয়া যাইত।

আমি ফাল্গুন—আমার দাপের চোটে শীত প্রভু ধীরে ধীরে 'গুটি গুটি মারিয়া" মলয়ানিলের বসনখানি ফেলিয়া পালায়। আমার সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত মানুষের গায়ে ফুটিয়া উঠে কিন্তু বড় কিছু কর্ত্তে পারে না। তোমরা বড় নেমকহারাম, কেন না আমার অশেষ গুণ থাকা সত্ত্বেও তোমরা বল কি না আমিই তোমাদের নানারকম অসুখ

এনে দিই। কিন্তু বল দিকি, মা দুর্গার ভাসান হ'য়ে গেলে আমার জন্যে তোমরা আশান্বিত হও কিনা বল দেখি ভাই? পৌষ মাঘের দিনে যখন বাঘকে অস্থির করিয়া তুলে তখন তোমরা আমার জন্যে হা হুতাশ কর কি না?

আমি ফাল্গুন, আমি নহবতের সাহানা তানে বাংলার ঘর মুখরিত করিয়া তুলি। আমার জন্যে কত পিতৃমাতৃ মহাদায় হইতে অতি মহাদায় কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হয়; আমার জন্যে দেখ কোম্পানীর কাগজ সমান পাশ করা ছেলের বাপ কিছু গোছাইয়া লয়; আমার জন্যেই তো পড় পড় বাড়ী তাদের নূতন রঙিন কাপড় পরে। আমার জন্যেই তো তোমাদের ছেলেরা বছরের মধ্যে একদিন বেপরোয়া স্ফূর্ত্তি কর্ত্তে পায়, তাদের সে দিন কি আমোদ! কি ভাক্ত মাথান মূর্ত্তিতে বেড়িয়ে বেড়ায়। আমি তো আমের বউল, যবের শীষ দিয়ে বাণীকে ডেকে আনি। আমার খাতিরে তোমরা বাণীকে বুকে তুলে লও। আমি আমগাছে বউল ধরাই তাইতো গরমের চোটে আম খেয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা কর। আমি ফাল্গুন—আমি হাল ফ্যাশানের বাবু, আমি পুরাণ কোন জিনিষ দেখ্তে পারি না—তাইতো তোমরা শাল দোশাল গরমের কাপড় চোপড় পরিষ্কার কর্ত্তে দাও—আমি তো তোমাদিগকে পিন্ পিন্ সিমলার ধুতি পরাই,গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী চাপাইয়া দিই; মসলিনের চাদর গলায় লাগাইয়া দেই—আমার জন্যেই তোমরা বাবু সাজো, আবার তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বাবু হ'য়ে "হাবু" বনে যাও। আমি তো গাছ গাছড়ার পুরাণ পাতার কাপড় খসাইয়া নূতন কাপড় দিই; তোমরা তাই দেখে আত্মহারা হও। দেখ আবার, কলিকাতার লোক আমার দৌলতে তো খেতে পায়। আমার হাতের গুণে পয়সায় জোড়া বেগুন, আধ আনা সের শুঁটি, ঝুড় খানেক পালং শাক, সের খানেক মাছ তোমাদের গামছার আশ্রয়ে আসে, আমার গুণে কি ইংরাজ, কি মুসলমান, কি বাঙ্গালী সকলেই কপি গাজর শালগাম বীটপালন প্রভৃতি মুখরোচক খাবার তাহাদের থালা বা ডিসে উঠে। আমারই জন্যে নিমের সুক্তো, নিম ভাজা, সজনে খাড়ার তরকারী, কুলের অম্বল, আমের চাটনী, কপির কালিয়া তোমাদের মুখে উঠে। আমি না থাক্‌লে তোমাদের তো দুর্ভিক্ষ হোত।

আমি ফাল্গুন—আমি ছেলেদের মধ্যে পড়ার আগুন ছুটাই দিই। আমার ভয়ে ছেলেরা বছর ভোর দিন গুণে। আমি আস বলে, মার্চ্চ সোদর সাদরে আলিঙ্গন কর্ত্তে আসে। সোদর আমার অদ্ভুত লোক—ছেলেদের সঙ্গে ইহার বড়ই ভাব, ভায়া ইউনিভার্সিটীর সঙ্গে ছেলেদের পরিচয় করাইয়া দেয়। আমি না এলে ছেলেরা মাতৃকুল নাশ করে এলিয়ে পড়্‌তো, বিয়েও হোত না। কিন্তু ভাই আমি এবার একটু বড় গোছের হয়েছি, কেন না, আমারই বাল্য বয়সেই তোমাদের মহাত্মা গান্ধী মুক্তি পেলে, সুরেন্দ্রে সুরেন্দ্রে মারামারি লাগ্‌লো, মিনেষ্ট্রী মিষ্ট্রী হ'য়ে পড়্‌লো, ব্যোমেও অমূল্যধন আসিল- আমারই আমলে মুন্সীপালের গোদার জন্মের যোগাড় আরম্ভ হো'ল। আমার জন্যেই সুরেন্দ্রের ইন্দ্রত্ব গুচলো। আমার জন্ম না হ'তে হ'তেই তোমরা ভাঙ্গা কোনশিলে মালসী ধরে দাঁড়াতে পেরেছে। আমার প্রভাবে শুধু ভারত কেন ইংলণ্ডও লণ্ডভণ্ড হোল সে দেশেও আবার জন্যে পাল্লা দিয়ে মিণ্টার নেবার চেষ্টায় একটা অদল বদল হোল।

আমি ফাল্গুন—আমি অগুণ, আমি নির্গুণ আমি সজ্ঞানে সগুণ ব্যোম, ভোলানাথ বাবাকে বিল্বপত্র ও ধুঁতুরা দিয়ে ডেকে নিয়ে আসি। মনে নাই কি? কোন এক সময়ে নিষাদ ব্যাধ বাবার মাথায় একটা বিল্বপত্র দিয়ে স্বর্গে গেল সে তো আমারই সময়ে। তোমরা কে না সেই আশায় সারাদিন উপোস কর,আবার তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ সকালে এক পিয়ালা চা খেয়ে নির্জ্জলা উপবাস করে ধর্ম্ম করেন। আমার জন্যেই তো ঐ দিন তোমরা "ষ্টার" বা 'মনোমোহনে" সারারাত্রির ভোর ষ্টারটির (তারাটি) মতন নিজের মনোমোহন কর্ব্বার জন্ত ইরাণের রাণী, জনা, বিল্বমঙ্গল, ললিতাদিত্য, প্রতাপাদিত্য, বঙ্গে বর্গী প্রভৃতিকে ডেকে নিয়ে আসো। আমার জন্যে রেলওয়ে কোম্পানী কৃতজ্ঞ—এবার থেকে রেলের কাছে আমি শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন আদায় কর্ব্বো। আমার জন্যেই তো ই, আই, বিএন্, বিএন্ ডবলু, ই বি ও এ বি রেলগুলি বিশেষ লাভবান। আমি পুরির নিকটে চন্দ্রভাগায় সূর্য্যিকে উঠাই—ভুবনেশ্বরে লোকনাথে মেলা জমাই, আমার জন্যেই তো তারকেশ্বরের মোহান্ত, রাম-নগরের রাজা, [illegible]র গুণ্ডাপাণ্ডা ও পশুপতি নাথের অনাথ পাণ্ডাগণ এক বছরের খোরাক করিয়া লয়।

এমন কি সুদূর চাটগাঁয়ে আমোদের চাটি লাগাই। দেখলে আমার জন্যে তোমরা কত লাভ কর।

আমি ফাল্গুন—আমি ফাগ দিয়ে মুরারীমোহন ত্রিভঙ্গ বাঁকা শ্যামের নীল দেহটাকে লাল রং মাখিয়া সোজা রাঙ্গা হ'য়ে ফুলের দল করে দিই। আমার আসরে বিহ্বলা চঞ্চলা গোপিণীগন বুকের ধন নীলমণি কালো সোণাকে নিয়ে একদিনের জন্য খেলা কর্ত্তে পায় আমার আসরে বাঁ হাতে আবিরের থালা—ডান হাতে কুঙ্কুম নিয়ে "তোর কালোচরণ রাঙা ক'রে ফিরবো ঘরে গোপিণী সবে মোহন চূড়া পীতধড়া আবির ঢেলে রাঙা হ'বে"—গান গেয়ে "ঘুরে ফিরে এমনি করে ছড়িয়ে দেবে ফাগের রাশি। লালে লাল হোকরে ভাই, রাঙা হ'বে মোহন বাঁশী॥
রাঙা হ'বে ফুলের দল, রাঙা হ'বে বনের ফল
রাঙা হ'বে যমুনার জল, রাঙায় রাঙায় মিশামিশি।

আমারই জন্যইতো তোমরা—

"আজি দোললীলা হোলিখেলা আজি খেলিব হরি" বলে, রাস্তায় রাস্তায় ঘরে ঘরে হোরি খেলিয়ে বেড়াতে পার্কে। আমার জন্যই ব্রজের রাখাল প্রেমের কাঙ্গাল হ'য়ে রাধা রাধা বলে বাঁশী বাজিয়ে যমুনায় উজান বহিয়ে দেয়। আমার জন্যই মুরারীমোহন বংশীধারী নীলনলিন আঁখি শ্যাম মনোমোহন মদনমোহন মাধুরী মোহন রাসবিহারী প্রেমের প্যারী। আমার জন্যেই তো—

নারীর মনে সরম নাই—"সতী শিরোমণি ভারতীগণ" "সরম ছোড়ি" হোলিখেলার মগ্না বসন,ব্যসনে লক্ষ্য নাই—সকলেরই সরম হরষে ভাসিয়া উঠে। ভারতের যাবতীয় যুবতী কামিনী প্রেমময়ী মূর্ত্তিমতী সতীত্বের খনি করার কে জান, আমিই সেই ফাল্গুন।

আমি ফাল্গুন—আমি মহা পুণ্য জন, আমি পুণ্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। আমার বুকে শান্তনব, ধীর সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ভীষ্মের জন্ম। আমি না থাকলে সত্যের লোপ হোত, জিতেন্দ্রিয় জিনিসটা যে কি কেউ জানতো না—আমি না থাকলে বোধ হয় কুরুক্ষেত্র ঘট্‌তো না—আর দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞার কথা শুনতে পেতে না—আমি না থাকলে মহাভারতটাই অন্যরকম হ'য়ে যেত। আমারই আমলে তোমাদের পরমহংসদেবের জন্ম। যে উৎসব দেখবার জন্য তোমরা হোরমিলার কোম্পানীকে বড়লোক করে দেও সে উৎসবটাও থাক্‌তো না। আমি না থাকলে বোধ হয় বাঙ্গালা থেকে বেলুড় ও দক্ষিণেশ্বর নামটা লোপ পেতো। আমি থাকায় তোমরা কত মিশনের নিশান উড়িয়ে বেড়াচ্ছো—আমার বিরহে তোমাদের রামকৃষ্ণ মিশন, বিবেকানন্দ সোসাইটী বোধ হয় থাকতো না।

এখন দেখলে আমি ফাল্গুন—আমি কত সগুন, কত কাজে কত গুণ ধরাই, আমি কত উপকারী, আমি ধার্ম্মিক, আমি স্বার্থশূন্য, আমি জিতেন্দ্রিয়, আমি সত্যবাদী, আমি রসজ্ঞ, আমি প্রেমময়, আমি প্রেমের অবতার, প্রেমের জনক, আমার জয় সর্ব্বত্র। এখন সকলে মিলে আমার জয়গান কর। সানন্দে সুস্থ শরীরে আমার আসরে বেড়িয়ে বেড়াও। মুখে হাসির রেখা মাখিয়া হৃদয়ে পূর্ণ প্রেম নিয়ে প্রিয়ার সঙ্গে হোলিখেলা খেল। "প্রিয়া" "প্রিয়া" বলে নীলমণির মতন আঁচল ধরে থাকো, দেখো ভাই যেন চাবি খুলতে যেয়োনা—তাহ'লে বিপদ। মনে রাখবে আমি ফাল্গুন—আমার জয় সর্ব্বত্র। এবারকার মত আসি—কি বল্‌বো গুডমর্ণিং গুডইভিনিং না গুড নাইট বলুন কি বলবো নমস্কার, প্রণাম, যা হোক একটা ধরে নেবেন; এখন চল্লুম।

"জ্যোৎস্না"

(১)

আমার জীবন ব্যর্থ হইয়া যায় নাই। বিবাহ করিয়াছি কলিকাতার বাড়ীতে, দেড়শত টাকা মাহিনায় একাউন্টেন্ট এর চাকুরী করি, স্ত্রীপুত্র সহ একটা দ্বিতল বাড়ীতে বেশ সুখেই আছি বলিতে হইবে। বেশী আশাও কোন দিন ছিল না; যা যখন অদৃষ্টের জোরে সামনে আসিয়া জুটিয়াছে তাই জড়াইয়া দিন গুলি কাটাইয়া দিতেছি। আর বাঁচিবই বা কতদিন? পঞ্চাশ বৎসর ছাড়িয়া চলিয়াছি—আদিযুগে জন্ম লইলে ত এখন বনে যাইবার কথা ছিল। যাক্

আমার জীবনে কোন দুঃখই নাই, কিন্তু এ জীবনের জন্যই—এরই যৌবনের খেয়ালে একটা জীবন কেমন ব্যর্থ

তার কাটিয়া গেল তাই বলিতেছি। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম বিবাহ আর করিব না ; কিন্তু ভাবা যত সহজ হইয়াছিল, কার্য্যতঃ তত সহজ হইল না। যৌবনে এমনই একটা সময় আসিল—বুঝি আকাঙ্খার—যখন কেবল একটা স্মৃতিকে জড়াইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিলাম না। তখন ভাবিলাম বিবাহ করিলেও মনে থাকিবে, কিন্তু তাহাও হইল না ; এ ভালবাসার মধ্যে (ভালবাসা না মোহ সে বিষয় আমার সন্দেহ আছে) সে স্মৃতি প্রবেশ করিতে পারিল না। পুরুষের প্রাণ বুঝি এমনি—এতই কঠিন আমরা, নতুবা আমি ভুলিলাম আর সে অতটুকুতেই নিজকে ভাসাইয়াছিল কেন ? ভুলিয়াই গিয়াছি সত্য। আজ অনেকদিন পর যে একটু মনে হইয়াছে, সেও এই জ্যোৎস্নায় ছাদে একা বসিয়া আছি বলিয়া—পরিবার কোন আত্মীয়ের বাসায় বেড়াইতে গিয়াছেন।

(২)

তখন আমার বয়স এই পনের ষোল হইবে। আমি তখন জলপাইগুড়ী স্কুলে থার্ড ক্লাসে পড়ি। সুরেন্দ্রনাথ ছিল আমার এক ক্লাসফ্রেণ্ড। সর্ব্বদাই তাদের বাড়ীতে আমি যাইতাম, সেও আমাদের বাড়ীতে থাকিত। আমাদের বাসাটী ছিল ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড আফিসের উলটা দিকের গলিটার ঠিক মধ্যে, আর সুরেনের বাসা ছিল জেলের ধারে।

আমি সুরেনের বাসায় প্রায়ই যাইতাম। সুরেনের সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতাম। সুরেনের মা আমাদের আদর করিয়া খাওয়াইতেন, আমাদের সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেন। সুরেনের এক বোন ছিল, বয়স তখন তার এই এগার বার হইবে। দিব্য মেয়েটী ছিল, নাম ছিল তার জ্যোৎস্না, ডাকতো সবাই তাকে "বাদলী" বলে। সে লজ্জায় আমার কাছে বড় আসত না। তার দাদা সর্ব্বদাই আমাকে দেখাইয়া তাকে ঠাট্টা করিত—

"বাদলি তোর বর এসেছে"

"উঃ, এসেছে" এই বলিয়া সে ছুটিয়া পালাইত, সহজে সে আমাদের সামনে বড় আসিত না। তবে মায়ের আদেশে নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া অনেক সময় চায়ের কাপটা বা মোহনভোগের প্লেটটা লইয়া সে উপস্থিত হইত বটে, কিন্তু কোন রকমে সেগুলি আমাদের সামনে ঠেলিয়া দিয়া পলাইয়া বাঁচিত।

সে আমায় কেমন ভাবিত জানিনা, তবে তার সৌন্দর্য্য সত্যই আমায় মুগ্ধ করিত।

(৩)

এমনি করিয়া জলপাইগুড়িতে তিন বৎসর কাটিয়াছে। তারপর মেট্রিক পাস করিয়া আমি সিটিকলেজে আই, এ, পড়িতে আসিলাম, আর সুরেন রংপুর কলেজে ভর্ত্তি হইল।

এর পর, আই, এ, পরীক্ষার পর গ্রীষ্মের বন্ধে আমি জলপাইগুড়িতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সুরেন সেখানেই ছিল, তার বাসায় গিয়াছিলাম, তার মা আমায় অনেক আদর করিয়াছিলেন। জ্যোৎস্নাকে সেবার যেন দেখি নাই, তবে বাহির হইয়া আসিবার সময় অপর দিকে চাহিয়া থাকিতেই যেন তাকে পাশের ঘরে দেখিয়াছিলাম, এমনি আমার মনে হয়। যাক্।

তার পর, তখন কোলকাতায় বি, এ পড়িতেছি, তখন একদিন সুরেনের একখানা চিঠি পাইলাম। তার বোনেরই জন্য আমার কাছে নানা অনুরোধ উপরোধ—তাহারা মেয়ে নিয়ে বড়ই ঠেকিয়াছে ইত্যাদি নানা কথা। আমি ত এ চিঠির যথাযোগ্য উত্তরে জলপাইগুড়ীতে আমার মাতুল মহাশয়ের নিকট এ প্রস্তাব করিতে লিখিয়া দিলাম। তার পর কি হইল আমি কোন খবর রাখি না।

পূজার বন্ধে বাড়ী আসিয়া মায়ের নিকট শুনিলাম, আমার বিয়ের এক সম্বন্ধ আসিয়াছিল—জলপাইগুড়ী হইতে কিন্তু ওরা "দেবে থোবে" বড় কম তাই এ বিয়ে বোধ হয় হবে না। আমিও যেন শুনিলাম না এ ভাবেই চুপ করিলাম। অভিভাবকদের সঙ্গে এ বিষয়ে কোন কথাবার্ত্তা বলা অপরাধজনক এরূপই বোধ হয় আমার মনে হইয়াছিল ; কিন্তু সত্যই এর মধ্যে একটা জীবন মরণের কিছু আছে জানিনে ; হয়ত কিছু বলা আমার পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব হইত। আহা, প্রেমের এমন মন্দাকিনী স্রোতে কে না ভাসিতে চায় ? কিন্তু বুঝি বিধাতার অভিশাপে "সে নদী মরুকূলে হারান ধারা"। যাক্।

(৪)

বড়দিনের বন্ধের কয়েকদিন আগে, একদিন—সেদিন শুক্রবার, আমার শরীরটা বড়ই খারাপ লাগিতে লাগিল। কি হইল, অসুখ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু সবই

যেন সেদিন কেমন বেসুর বাজিতে লাগিল। কলেজ হইতে আসিয়া রোজই বেড়াইতে যাই, কিন্তু সেদিন কোথাও যাওয়া হইল না। বসিয়া বসিয়া সেক্সপিয়রের কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাইলাম। তারপর শয্যায় পড়িয়া কতক্ষণ ছাই ভস্ম ভাবিয়া সন্ধ্যার পরই সামান্য কয়েক গ্রাস ভাত মুখে দিয়া আসিয়া শয্যাগ্রহণ করিলাম। শীতের দিন, কিছুকাল পরেই যেন ঘুমাইয়া পড়িলাম।

শেষ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম। আমি চেয়ারে বসিয়া কি যেন ভাবিতেছি, এমন সময় এক ষোড়শ বর্ষীয়া সুন্দরী যেন সেই ঘরে প্রবেশ করিল; চিনিতে পারিলাম—সে জ্যোৎস্না, আমি যেন জিজ্ঞাসা করিলাম—

"তুমি এমন সময় এখানে কেন?"

"তোমায় দেখিতে আসিলাম, চলিয়া যাইতেছি"

"চলিয়া যাইতেছ? কোথায়?"

"যেখানে আশা অপূর্ণ থাকেনা সেখানে।"

"বুঝিলাম না"

"বুঝিবার দরকার নাই, যদি পারত এ হতভাগিনীকে মনে রাখিও।"

একটা কম্প দিয়া যেন জ্বর ছাড়িল। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া দেখি শরীর হইতে যেন আগুন বাহির হইতেছে। ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি ২টা।

পরদিন মনটা কেমন বিশ্রী লাগিতে লাগিল। কলেজে গেলাম না, সুরেনের কাছে একখানা চিঠি লিখিলাম, সংবাদ বেশী কিছু নয়, সে কেমন আছে, তার মা—ইত্যাদি।

(৫)

আট দশদিন পর একখানা বন্ধ পত্র আসিল। মনে হইল যেন সুরেনের পত্র, কেন যেন ভয়ে ভয়ে পত্রটী খুলিলাম;—

দাদা, আর বাঁচিয়া থাকিতে পারিলাম না। এ জীবন লইয়া আর কাহারও কাছে দাঁড়াইবার ক্ষমতা আমার নাই। আমায় জীবনে মরণে তোমার বন্ধু বিমলবাবুই স্বামী, তা তিনি আমায় বিয়ে করুন আর নাই করুন। মায়ের কাছে কত কাঁদিয়াছি, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই। বিবাহের দিন ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে, আর আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। দিদিমার ঘর হইতে আফিং চুরি করিয়া আনিয়াছি, এখনই তাহা খাইয়া, এ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিব। দাদা, এ মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নয়, দায়ী শুধু আমিই। তোমার বন্ধুকে এ বিষয়ে কিছুই জানাইবার দরকার করে না। দাদা, তোমাদের স্নেহ অতুলনীয়, কিন্তু এত স্নেহও এ হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। বুঝি আরেকটা দিক আছে স্ত্রীলোকের যা এ বন্ধনের চেয়েও বেশী। ক্ষমা করিও, দাদা স্নেহের ছোট বোনটীকে ক্ষমা করিও। জানিনে, এ দগ্ধ হৃদয় শান্তিলাভ করিবে কিনা! মৃত্যু কেমন জানিনা, এর পর কি তাও জানিনে। কিন্তু মরিতে আমায় হইবেই।

তোমার চির আদরের
স্নেহের বোন জ্যোৎস্না।

চিঠিখানা হাত হইতে পড়িয়া গেল, মনে হইল যেন স্বপ্নই দেখিতেছি।

তারকেশ্বর

জনৈক পত্র প্রেরক লিখিতেছেন—

অধুনা তারকেশ্বর তীর্থ স্থানের নাম ভারতের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সত্যাগ্রহের পর হইতে, স্বামী সচ্চিদানন্দ ও বিশ্বানন্দের সুবন্দোবস্তে এখন এই স্থানে বহু যাত্রীর সমাগম হইতেছে। বিগত শিবরাত্রির সময় তথায় যেরূপ যাত্রীর ও বিপণির আবির্ভাব হইয়াছিল, তদ্রূপ অনেকদিন দেখা যায় নাই। সেই সময় স্বেচ্ছাসেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সুবন্দোবস্ত দেখিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইয়াছেন। শিবরাত্রির পার্ব্বণ উপলক্ষে স্বামী সচ্চিদানন্দ ও বিশ্বানন্দ উভয়েই তারকেশ্বরে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সেই সময় একটি ঘটনার জন্য আমরা বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছি। স্বামী সচ্চিদানন্দ সেই জনতার মধ্যে উত্তেজিত হইয়া স্বেচ্ছাসেবকগণকে এরূপ অশ্রাব্য ও ঘৃণিত ভাষায় গালাগালি দেন, উহা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। তিনি তারকেশ্বরের জন্য প্রভূত কষ্ট স্বীকার করিয়া ইহার নষ্ট কোষ্ঠি

উদ্ধার করিয়াছেন; কিন্তু স্বামিজী গত শিবরাত্রির ন্যায় তারকেশ্বরে সাধারণের সমক্ষে যেরূপ কুৎসিত ব্যবহার করিয়াছেন, উহাতে তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার লাঘব হয়। বৃদ্ধ বয়সে তিনি বোধ হয় বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়াছেন!

সতীন

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

যেমন পরগাছার নিধনে মূল গাছের কিছুই হয় না, সে যেমন সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে— তেমনি তরুলতার বিসর্জ্জন হইলেও ভাদুড়ী সংসারের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। সারদা ঠাকুরাণী পুনরায় দেখিয়া শুনিয়া নিজের পছন্দ মত এক ধনী কন্যার সহিত অতুলের বিবাহ খুব সমারোহ সহকারে দিয়াছিলেন। ধনীর কন্যা নিরু ওরফে নীরা সুন্দরী গৌরবর্ণা না হইলেও নেহাত কুৎসিৎ ছিল না। বাহিরে তাহার কোন সৌন্দর্য্য না থাকিলেও ভিতরটা তাহার ছিল খাটি ও নারীজনোচিত সদ্‌গুণাবলীর আধার। মায়ের আদরিণী বধূ বলিয়া অতুলও তাহাকে খুব প্রীতির চক্ষে দেখিত। মোটের উপর নিরু সুখী হইয়াছিল. কিন্তু একটী বিষয়ে সে তাহার অন্তরের নিভৃত কোণে একটু ব্যথা অনুভব করিত, সেটি তাহার সতীনের কথা ভাবিয়া। দেবর নকুলের নিকট তরুর কথা শুনিতে শুনিতে তাহার অবাধ্য নয়ন–জল বাধা মানিত না। নারীই নারীর বেদনা অনুভব করিতে পারে। একদিন নিরু অতুলকে বলিল "একটা কথা বলব সত্য উত্তর দেবে।"

অতুল হাসিয়া বলিল "কি কথা নিরু"

"সত্য উত্তর যদি দাও তবে বলি।"

"আচ্ছা সত্য উত্তরই দিব বল"

"তুমি আমায় ভালবাস ?"

"সেকি কথা নিরু তোমায় ভালবাসি নাত কাকে ভাল বাসবো।"

"ও তোমার মুখের কথা আজ বল ভালবাসি কালই পানথেকে চুন খস্‌লেই দূর করে দেবে।"

অতুল নিরুর গালে একটু ছোট ঠোকনা দিয়ে বলিল "কিযে বল পাগলের মত, তোমায় কখনও ছাড়তে পারি ? আমার প্রাণের সবই যে তুমিময়. তুমিছাড়া আমি যে আর কিছু জানিই না!

নিরু একটু উত্তেজিত ভাবে বলিল "তোমায় বিশ্বাস কি ? যে বিবাহিত স্ত্রীকে—যে স্ত্রীকে দেবতা ব্রাহ্মণ সাক্ষী রেখে গ্রহণ করে বিনা অপরাধে ত্যাগ কর্‌তে পারে সে যে আর একজনকে ত্যাগ করবে না তার প্রমাণ দেখিয়ে দিতে পার ? তোমার মত নিষ্ঠুর যে তার মুখে ভালবাসার কথা শুনিলে সহজে মন বিশ্বাস করতে চায় না। আহা সতীরাণী দিদি আমার সে তোমা বই আর কিছু জানত না, ভিটায় একটু স্থান ভিক্ষা চেয়েছিল, তাকে তুমি বিনা দোষে ত্যাগ করেছ,,

অতুল বিষন্ন মুখে বলিল, বিনা দোষে নয় সবই তো জানো নিরু,,

"শুনেছি,, নিরু বলিল শুনেছি, কিন্তু তুমি নিজে কিছু দেখেছ কি ?

দেখিনি বটে, কিন্তু মা কি মিথ্যা কথা বলবেন।

কিন্তু আমার বিশ্বাস যে তিনি সতীর মতই নিষ্পাপ। তাকে আনতে পার না ?

তা হয় না নিরু। মার বিরুদ্ধে আমি যেতে পারিনা। তারপর তার উচিত ছিল আমাকে জানান। কিন্তু সে কোন কথাই আমার কাছে লিখলে না। নিশ্চয়ই সে দোষী, তাই কিছু লেখেনি,,

ইহার উপর নিরু আর কোন কথাই বলে নাই। কিন্তু কে যেন তার কাণে কাণে বলিয়া যাইত তরু তারই মত নির্দ্দোষ। সময় বসিয়া থাকে না, সে তার মত চলিয়া যায়। মোক্ষদা দেবীও চলিয়া গেলেন। নিরু বাপের বাড়ী গেল। অতুল কোন বৈষয়িক কার্য্যোপলক্ষে নৌকা করিয়া উত্তর পাড়ায় যাইতেছিল। বিধিবিড়ম্বনায়, বেলুড়ের নিকট একটি লঞ্চের সহিত তাহার নৌকার সংঘর্ষ হওয়ায় নৌকা ডুবিয়া গেল। তখন বর্ষাকাল, তাহাতে জোয়ারের সময় প্রবল স্রোতবেগে [illegible] মাঝিমাল্লা যে কে কোথায় ভাসিয়া গেল তাহা ঠিক করা গেল না। কেবল অতুল কোনরূপে

বেলুড়ের একটি স্নানের ঘাটে মূর্চ্ছিত অবস্থায় তীর সংলগ্ন হইয়া রহিল।

বিকালবেলা ঘাটে কেহই ছিল না। কেবল তরু একাকিনী গা ধুইবার জন্য ঘাটে গিয়াছে, এমন সময় ঘাটের উপর নরদেহ দেখিয়া ভীত হইল মৃত কি মূর্চ্ছিত তাহা বুঝিতে পারিল না। সে সাহসে ভর করিয়া নিকটে গেল, নিকটে গিয়া সে যাহা দেখিল তাহাতে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, সে চীৎকার করিয়া লোক ডাকিল। সকলে আসিয়া অতুলকে তরুদের বাড়ীতে উঠাইল। অনেক্ষণ পরে তাহার জ্ঞান হইল বটে, কিন্তু তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ ও শরীরে ভীষণ উত্তাপ; কবিরাজে দেখিয়া বলিলেন "সান্নিপাতের লক্ষণ দেখা যাইতেছে বটে, তবে জীবনের কোন আশঙ্কা নাই। তরু এতক্ষণ কি করিতেছিল! সে তখন ঠাকুর ঘরে দেবতার চরণে অশ্রু ও ভক্তির অঞ্জলী লইয়া জানাইতেছিল "ওগো দয়াল, দীনের বন্ধু ওঁকে ভাল করে দাও, যত অপরাধ করেছি সব ক্ষমা কর ঠাকুর, একবার কৃপাদৃষ্টিতে ফিরে চাও, বলে দাও কি দিলে উনি ভাল হবেন, যা চাও তাই দেব।"

দেবতার বুঝি কৃপা হইল! তরুর অক্লান্ত সেবা আর কবিরাজ মহাশয়ের সুচিকিৎসার গুণে অতুল সেবার রক্ষা পাইল। ২২শ দিন পরে অতুলের জ্বর ছাড়িল। একদিন তরু ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল। অতুল বলিল, কি নিরু"?

"না আমি। কথা বোলনা কবিরাজ বারণ করেছে।"

অতুল চাহিয়া দেখিল কি সেই সৌম্য জ্যোতির্ম্ময়ী মুখ! যেন মূর্ত্তিমতী সেবা তার শিয়রে বসিয়া! কি নির্ম্মল চাহনী, কি পবিত্র সে হাসি! সে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল আর ভাবিল ইহাকেই সে এত দিন আবর্জ্জনার মত দূরে ফেলিয়া রাখিয়াছে! কি কঠোর ব্যবহারই তাহার প্রতি সে করিয়াছে। আর সে অনাহারে অনিদ্রায় তাহারি সেবা করিতেছে।

তরু বলিল "কি ভাবছ এখন কিছু ভেবনা ভাবলে তোমার অনিষ্ট হবে"।

"কি ভাবছি শুনবে তরু! ভাবছি আমি মানুষ না পশু, জড় না চেতন, সত্যই নিরু সেদিন বলিয়াছিল যে আমি বড় পাষাণ আমার প্রাণে ভালবাসা থাকতে পারে না। অযথা তোমার মনে কষ্ট দিয়া কি পাপ করেছি। আর বুঝি তার প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমায় ক্ষমা করতে পারবে তরু" এই বলিয়া অতুল তরুর দুটি হাতে ধরিয়া ব্যথিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

"ওকি বলছ? তুমি আমার কাছে কিসের ক্ষমা চাইছ? তোমার ত কোন দোষ নাই। আমার অদৃষ্টে যা ছিল তাই হয়েছে! তার জন্য আর দুঃখ কেন! সুখ থাকলেই দুঃখ থাকে। দুঃখ আছে বলেই আমরা সুখ অনুভব করতে পারি; অন্ধকার আছে বলেই আমরা আলোর জ্ঞান পাই, তুমি ভেবনা। আমার আর কোন দুঃখ নাই। এই কয় দিনের জন্য তোমায় পেয়েছি, এতেই আমি সুখী, আশির্ব্বাদ কর যেন ঐ পায়ের উপর মাথা রেখে মরতে পারি।

"এবার আর ছাড়ছিনা তরু, একবার পেয়ে হারিয়ে ছিলাম, কত কষ্টই পেলাম আর তোমায় ছেড়ে দেবনা"

"আর কেন? নিরু আমা সুখে থাকুক, আমার সর্ব্বস্ব আমি তাকেই দিলাম আর আমার জীবন কি। আর কিছুই চাই না, কেবল মরণ কালে একবার এস"

—তা হচ্ছে না দিদি! নিরু তোমার এত স্বার্থপর নয় ও যে তোমার দিদি। আমার ওতে কোন অধিকার নাই। দিদি আমি যে তোমার বোন দিদি, আমায় ছেড়ে থাকতে পারবে! চাও দেখি আমার দিকে, আজ আমার কাছে তোমাকে হার মানতেই হবে" এ বলিয়া সে অতুলের হাত ধরিয়া তরুর হাতে দিল ও উভয়কে প্রণাম করিয়া কহিল "দিদি আজ থেকে আমি কেবল তোমাদের পূজার অধিকারিণী" এই বলিয়া সে হাসতে লাগিল।

তরু উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সাশ্রুলোচনে নীরুকে বুকে নিয়ে বলিল "কেন বোন আমার হৃদয়ের বাঁধ ভেঙ্গে দিলি। সত্যই আজ আমাকে হারিয়ে দিলে

নিরু হাসিয়া বলিল, দিদি সতীন চিরকাল সতীনকে হারাইতে চেষ্টা করে

তরু বলিল কে বলে তুই আমার সতীন, তুই যে আমার বোন

অতুল অবাক হইয়া দুই বোনের মিলন দৃশ্য দেখিল ও মুগ্ধ হইয়া সেই বিশ্বনিয়ন্তা উদ্দেশ্যে মস্তক নমিত করিল।

তিব্বত।

(১) তিব্বত মধ্যএসিয়ার একটি প্রদেশ এবং পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান। ইহা চীনসাম্রাজ্যের অন্তর্গত। ইহার পরিমাণ ফল ৬৫১৭০০ বর্গ মাইল ; লোক সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ।

(২) তিব্বতের পশ্চিমাংশে পামীর মালভূমি, পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ স্থান! এইস্থান হইতে এসিয়া মহাদেশের পর্ব্বত-শ্রেণী চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া গিয়াছে। তথাকার উচ্চ মালভূমি একটি মরুপ্রান্তর বিশেষ। ইহার অধিকাংশ স্থান হিমাবৃত থাকে এবং অনেক স্থানই তৃণগুল্ম বিহীন।

(৩) তিব্বতের অন্তর্গত ইলেনের বৌদ্ধ আশ্রম পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থানে স্থাপিত। ইহার উচ্চতা সতের হাজার ফিট।

(৪) তিব্বতের বীরপুরুষদিগের বিবাহের পূর্ব্বে কনে বাছিয়া লইতে হয়। সেই সময় দেনা পাওনা ও যৌতুকের পরিমাণ স্থির হয়। বরই কন্যার পিতার বা কর্ত্তৃপক্ষের সন্তোষ করিতে বাধ্য হন। বিবাহের পূর্ব্বে শ্বশুরালয়ে গিয়া বরকে কএকবার ভোজ দিতে হয়। শেষে বিবাহের সময় কনেকে বরের বাহুমূলে অস্ত্র সঞ্চালনপূর্ব্বক শোণিত বাহির করিতে হয়। উভয়ের শোণিত মিশ্রিত হইলে বর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করেন। সেই সময় কনেকে গলায় দড়ি পরিয়া সম্প্রদান স্থলে উপস্থিত হইতে হয়। এই দড়িতে প্রমাণ, স্ত্রী স্বামীর দাসী হইয়া জীবন যাপন করিবে। আবার তিব্বতেই অনেক সংসারে এক যুবতী পঞ্চপতির ভার্য্যা হইয়া থাকে। সেই স্থানে পঞ্চভ্রাতার ঔরষ পুত্র, জ্যেষ্ঠকে "বাবা" এবং আর সকলকে কাকা বলিয়া থাকে মা কিন্তু সকলেরই মা কাহারও কাকি নহে।

(৫) তিব্বতে যিনি বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্ম্মকর্ম্মে শ্রেষ্ঠ, তিনি প্রধান লামা বা রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন। ইনি তিব্বতের ভগবান চৈঙ্গ রেজিগের শরীরী আরতার সম্মান লাভ করেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিব্বতের বর্ত্তমান প্রধান লামা বা শাসন কর্ত্তা দলুই লামার মন্দিরের ছাদ খাঁটি স্তুবর্ণে নির্ম্মিত।

এপর্য্যন্ত চারিজন হিন্দু পরিব্রাজক অশেষ জালাপালা অতিক্রম করিয়া তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরে গিয়াছেন! ১৭৮৪ খৃঃ জনৈক প্রসিদ্ধ হিন্দু পরিব্রাজক পুরনগির গোঁসাই ইংরাজের দূত স্বরূপ তিব্বত এবং চীন রাজধানী পিকিন প্রভৃতি পরিভ্রমন করেন। তিনি তিব্বতের প্রসিদ্ধ তেসু-লামার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন (২) ১৮৬৬ খৃঃ পণ্ডিত নয়ন সিং মানস সরোবর দর্শন করিয়া সামেপা অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করেন। তিনি ইংরাজের দূতরূপে গিয়াছিলেন নয়ন সিং সর্ব্বপ্রথমে মানচিত্রে লাসার স্থান নির্ণয় করেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সেজন্য তাঁহাকে একখানি বড় জমিদারী জায়গীর স্বরূপ দিয়াছিলেন। (৩) তৎপরে কিষণ সিং নামক আর একজন হিন্দু লাসায় গমন করেন। তিনি লাসার মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টকে উপহার দিয়াছিলেন। (৪) সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী শরচ্চন্দ্র দাস তিব্বত যাত্রা করেন। তিনি কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গের উত্তর দিক অনু-সন্ধান করায় ভারত গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সরকারী চাকরী ও সি আই ই উপাধি সম্মানে ভূষিত করেন।

(৭) তিব্বতে মানুষ মরিলে তাহাকে কুকুর দিয়া খাওয়ান হয়। দরিদ্র লোকের মৃত্যু হইলে তাহাকে সাধারণ কুকুরে ভক্ষণ করে ; কিন্তু ধনীলোকের জন্য মঠ বা মন্দিরে ভাল ভাল কুকুর রাখা হইয়া থাকে।

(৮) তিব্বতীয় নরনারীগণ খর্ব্বকায়। তথায় পাঁচ ফিট চারিইঞ্চি অপেক্ষা দীর্ঘকায় পুরুষ এবং পাঁচ ফিটের অধিক দীর্ঘকায়া মহিলা প্রায় দেখা যায় না। তথাকায় মহিলাগণ মাসান্তে একবার করিয়া কবরী বন্ধন করে, তখন তাহার জন্য বিপুল আয়োজন করিতে হয়। তাহারা বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র গাত্র ধৌত করে। অত্যধিক শীতই ইহার প্রধান কারণ। গাত্রবস্ত্র যতদিন না জীর্ণ হইয়া যায়, ততদিন একবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর বস্ত্র পরিধান করে

(৯) তিব্বতীয়া বিদেশীর উপর চটা, তজ্জন্য বাহির হইতে প্রায় কোন পরিব্রাজকই তিব্বতের মধ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয় না। শুনিতে পাওয়া যায়, যে রাজকর্ম্মচারী শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরকে প্রবেশ অধিকার দিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।

(১০) ১৯০৪ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে ভারতের ভূত পূর্ব্ব রাজ প্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন তিব্বতে এক ব্রিটিশ মিশন প্রেরণ করেন। কর্ণেল স্যার ফ্রান্সিস ইয়ঙ্গহাসব্যাণ্ড সেই অভি-যানের কর্ত্তা ছিলেন। তিনি তিব্বতের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম যাজক বা শাসন কর্ত্তা দলুই লামার সহিত তথায় ইংরাজের বাণিজ্য বিষয়ে ব্যবস্থা করিয়া আসেন।

বটকৃষ্ণপালের

এড্ওয়ার্ডস্ টনিক

বা

য়্যান্টি-ম্যালেরিয়াল্ স্পেসিফিক।

অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এমত আশু ফলপ্রদ মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য—বড় বোতল ১৷৷০ প্যাকিং ডাকমাশুল ১৲ টাকা।
ছোট বোতল ১৲ ৷৵০ আনা

রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শ্বেলে লইলে খরচ অতি সুলভ হয়।

পত্রদ্বারা নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট্

(কলিকাতা হেলথ্ অফিসারের ব্যবস্থানুসারে প্রস্তুত)

অধুনা সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারী যেরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে উহার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে কলিকাতার হেলথ্ অফিসারের আবিষ্কৃত ট্যাবলেটই একমাত্র অবলম্বন। তিনি অক্লান্ত গবেষণার দ্বারা এই ট্যাবলেট আবিষ্কার করিয়া বহু সংখ্যক রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (formula) অনুসারে এই ট্যাবলেট প্রস্তুত করিয়া জনসমাজে প্রশংসনীয় হইয়াছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ২৫ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি ৷৵০ আনা মাত্র।

সিরাপ অব হাইপোফস্ফাইট অফ লাইম।

শ্বাসনালী প্রদাহ, হাঁপানি, স্বরনালী এবং মলকোষ্ঠের উত্তেজনা, স্বরভঙ্গ, সর্দ্দি, কাশি, ক্ষয়কাশ প্রভৃতি যাবতীয় কণ্ঠনালীর পীড়ায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ইহাতেও ক্ষুধার বিশেষরূপে উদ্রেক হইয়া থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ বার আনা মাত্র।

মহামান্য ভারতের বড়লাট সাহেব বাহাদুর কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত।

কেমিষ্টস এণ্ড ড্রুগিষ্টস ১ ও ৩ বন্‌ফিল্ডস্ লেন, (চীনাবাজার) কলিকাতা।

সোল এজেন্টস:—

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং

ফুটবল! ফুটবল!!

আমাদের বল উৎকৃষ্ট কাউ হাইড হইতে সুদক্ষ কারিকর দ্বারা বিলাতী বিরগুলে সেলাই হইয়া থাকে—বিলাতী বলের মত আমাদের বলের সেপ ঠিক থাকে ও সেইরূপ মজবুত হয়। (ব্লাডার ও লেস সহ) ১নং বল ১৷৵০, ২নং ২৷৷০, ৩নং ৩৷০, ৪৷৷০, ৪নং ৪৷৷০, ৫৲, ৫নং ৫৷৷০, চাম্পিয়ান ৮৲, শিল্ড চ্যাম্পিয়ান ৯৲, শিল্ড ম্যাচ ১০৷৷০ ঐ ক্রোম ১৪৲ ইণ্টার ন্যাসন্যাল ১১৷৷০ ঐ ক্রোম ১৫৲ শিব দাস ১২৲ ঐ ক্রোম ১৫৷৷০। ব্লাডার—১নং ৷৵০ ২নং ১৲ ৩নং ১৷০ ৪নং ১৷৷০ ৫নং ১৷৵০ ইন্‌ফ্লাটার ১৷৷০ ১৷৵০ ২৷৷০। পত্র লিখিলে বিনা খরচায় ক্যাটলগ পাঠান হয়।

ডাক্তার ও রোগীর আবশ্যকীয়

যাবতীয় দ্রব্যাদি যথা—

থার্ম্মমিটার, ষ্টেথস্কোপ, ইঞ্জেকসানের যাবতীয় সরঞ্জাম ছুরি, কাঁচি, ডুস, বেডপ্যান, আইসব্যাগ, দন্ত, কর্ণ, চক্ষু স্ত্রীচিকিৎসা ও সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রোপচারের যন্ত্রাদি এবং এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ব্যাগ ও পকেট কেশ সুলভমূল্যে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়।

মজুমদার ব্রাদার্স
৮৩।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রামোফোন ক্রেতাগণের সুবর্ণ সুযোগ

অভাবনীয় মূল্য হ্রাস হইয়াছে, মূল্য ৩০৲ টাকা হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। মেসিন ক্রয় করিবার পূর্ব্বে অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের দোকানে পদার্পণ করিবেন।

জে এন ঘোষ

গ্রামোফোন ও হারমোনিয়াম বিক্রেতা
৮৪-২ নং রোড কলিকাত

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস' বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি,আই, ই, (কাশীমবাজার) মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর), রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ.আর, সি,আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর আসাম), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজা কুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্ব্বেল প্যালেস), শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম- এ, বি-এল, জমিদার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার, (ঢাকুরিয়া), শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত জগতপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নলীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার' শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলীনী-রঞ্জন সরকার এম,এল, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলি-কাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে, জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারত সঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলী), শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্য-বিনোদ (লাভপুর), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি এস. শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং), শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল- চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া), কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় . শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি রঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, শাঁখারিটোলা, শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুখাঁ কৌন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার (পটলডাঙ্গা হাউস) ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার পাথুরিয়াঘাটা।

মজলিস-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইলে মাসিক বা বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

সৌখীন বা পেশাদার গায়ক-বাদক
(অন্ততঃ এক জনের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা পাঠাইলে
এক সংখ্যার মজলিস বিনামুল্যে প্রেরিত হয়)

ম্যানেজার মজলিস
২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd. No. C. 1116

মজলিস

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [৩২শ সংখ্যা

১৩৩১ সাল, ৭ই চৈত্র শনিবার, নগদ মূল্য ৫১০ পয়সা।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ, ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস কার্য্যালয়—২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মজলিস

ঋতু-সংহার।

[শ্রীব্রজবল্লভ রায়।]

মলয় বাতাসে—ওড়ে অই ধুলা.—
মশা ডাকে "শন্ শন্"।
ময়রায় গজা-রস গোল্লায়
মাছি করে ভন্ ভন্।
পেটের জ্বালায়—সকাল সন্ধ্যা
ছেলেদের হন্‌হন্!
বাপের বাড়ীতে যেতে বাধা দিলে,
"গিন্নীর "গন্‌গন্"।
উড়ে বামুনের নিত্য কামাই,
ঝী মাগী গিয়াছে ছেড়ে।
মাইনে না পেয়ে—চেকার বেটায়
রেগে রুখে আসে তেড়ে।
হরির ছেলের—কালাজ্বর ব'লে;
চলছে অ্যান্টিমণি!
যে দিবসে যাই—দেখিবার পাই,
রন্ধ্রে ব'সেছে শনি!
রামের ভাইটী টাইফয়েডেতে—
ঘুমায় আরামে সুখে।
কলেরায় কত লোক কুপোকাৎ
দিলে ওই শিঙে ফুঁকে।
জিয়ালো মাছের মাথা গুলো মোটা,
পেট চিরে দেখি পোকা;
দুগ্ধ অভাবে,—যকৃত বেড়ে
ম'লো রমেশের খোকা।
বাস্তু কুলাঙ্গনে—মহিমাময়ী,
ক'চ্ছেন দিন শক্ত।
'মসূরিকা' করে বাস্তু উজাড়,
সবে শীতলার ভক্ত।
সজিনার ডাঁটা—ডালে ডালে ঝোলে,
হয়নি আমের বোল,
কেউ খায়—গম পোস্তা কাবাব
কেউ বা শিমের ঝোল!
খোট্টা চেঁচায়—"কবীর" বলিয়া,
কেরাণী পলায় ডরে।
ছেলের জননী—ভক্তের পানে,
তাকান মানের ভরে।
কাক ডাকে অই—কাকা কাকা রবে,
ইঁদুরে কাপড় কাটে।
বরপণ দিয়ে—কন্যার বাপ,
সাত দোরে ফ্যান্ চাটে।
দেশেতে অভাব—অন্ন জলের,
ঘরে ঘরে নিমোনিয়া।
এ সব দেখিয়া—বুঝেছি এবার,
'বসন্ত' এল প্রিয়া!

অস্পৃশ্যতা ও তাহার প্রতিকার।

শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী।

আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি দেশটা হোল কি? মহাত্মা গান্ধীর মত দেব চরিত্র মহাপুরুষকে কন্যা কুমারী মন্দিরে প্রবেশ করিতে বাধা দেওয়া হইয়াছিল শুনিয়া অবাক্ হইয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি দেব মন্দির গুলি কি তথা কথিত টিকিধারীদের এক চেটিয়া? মাথায় টিকি,

গলে উপবীত না থাকিলে লোকে কি মানুষ নয়? মানুষকে মানুষ কোন অধিকারে রাস্তাঘাটে যাইতে দিবে না? অস্পৃশ্য জাতিদিগকে বলি তাহারা সদাচারী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হউন, তাহা হইলে কে তাহাদিগকে মন্দিরে যাইতে দিবে না? তখন যদি ব্রাহ্মণেরা বাধা দেয় তবে টিকিওয়ালাদের অভিশাপের ভয়ে ভীত না হইয়া তাহাদের জন্মগত অধিকার তাঁহারা আদায় করিবেন। যদি কেহ তাহাদের রাস্তায় যাইতে না দেয়, মন্দিরে ঢুকিতে না দেয় তবে তাহারাও তাহাদের সেবা করা বন্ধ করিবেন। এই প্রজাতন্ত্রের যুগে উচ্চবর্ণের এই সব অত্যাচার অবিচার আর চলিবে না। তবে নিম্ন জাতিদিগকেও বলি তাহারা শুধু সামাজিক মর্য্যাদা দাবী করিলেই চলিবে না, তাহাদের মধ্যে যে অনাচার রহিয়াছে, সেই গুলি দূর করিতে তাহারা চেষ্টা করিবেন। অস্পৃশ্যতার মূল কারণ সদাচার রক্ষা, মেথর কি বিষ্ঠা মূত্র পরিষ্কার করিবার পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না? নমোশূদ্র কি মল ত্যাগান্তে রীতিমত শৌচ করিতে পারে না? যদি না পারে তবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েই বা তাহাদের স্পর্শ করিবে কেন? সাহেবেরা শাদা ধব্ধবে পোষাক পরে, কিন্তু এই বাহ্য শুচি দ্বারা কোন ব্রাহ্মণই তাহাদিগকে শুচি বলিয়া মনে করে না। বাহ্যিক শৌচ যেমন দরকার তেমনি আভ্যন্তরিক শুচিতাও চাই, ব্রাহ্মণ জাতি এই শুচিতা রক্ষার জন্যই অস্পৃশ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তবে নিম্ন জাতির মধ্যে শুচি ভাবাপন্ন লোক যে নাই তাহা নহে, তাহাদেরও মধ্যে অনেক দেবতুল্য লোক আছে, আহারে বিহারে সংযমে তাহারা অনেক তথাকথিত ব্রাহ্মণ কুলীনেরও উপরে। কিন্তু সাধারণতঃ নিম্ন জাতির মধ্যে সদাচারের ও ধর্ম্মানুশাসনের বড়ই অভাব, এই জন্য অনুরোধ নিম্ন জাতিরা যদি সমাজে তাহাদের দাবী পুরাইতে চান, তবে তাঁহারা নিজেদের মধ্যে দ্রুত শিক্ষার বিস্তার করুন এবং সর্ব্বদা ঘর বাড়ী পোষাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার রাখিতে চেষ্টা করুন। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ অর্থ Evolution—Revolution নয়। আত্মোন্নতি কর, সকলেই তোমাদের আদর করিবে, জল খাইবে, একত্র বসিবে, তখন যদি না বসে তবে তোমরা সমাজে বিদ্রোহ করিও, কোন অনুশাসন মানিও না, টিকিওয়ালাদের হুঙ্কারে ভ্রূক্ষেপও করিও না। অতএব অস্পৃশ্যতা দূর করিতে গেলে স্বেচ্ছাচারিতার দ্বারা হইবে না, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ সকল বর্ণকেই সদাচার রক্ষা করিতে হইবে।

ব্যথার-দান।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত।

ষ্টেশন থেকে যখন লাল লাল কাঁকর দেওয়া পথের মাঝ দিয়ে গ্রামের পথে ঢুকলুম, শ্রান্ত সূর্য্য তখন তার ঢুলু-ঢুলু চোখে পৃথিবীর দিকে একবার শেষ চাওয়া চেয়ে নিচ্ছিল! তার চোখের রক্ত আভাটুকু গাছের মাথায়, শান্ত ধীর নদীর বুকে পড়ে তাদেরও ভাল করে রাঙিয়ে তুলছিল, সহর থেকে এসে, পল্লীগ্রামের এই স্নিগ্ধ মনোরম দৃশ্যটা বড়ই ভাল লাগ্ল। কিন্তু যেতে হবে তখনও অনেক দূর।

যাঁর বাড়ীতে গিয়ে উঠ্ব তিনি আমার নিজের কেউই নন। বাবার কোন এক দূর সম্পর্কের বোন হতেন, তাও ভাল জানিনে। তবে এইটুকু জানি শৈশবের স্নিগ্ধ ক্রোড়ে থাকার সময়ে স্নেহময়ী মা আমার যখন সকলকে কাঁদিয়ে কোন এক দূর অজানা-সীমান্তের পরপারে গিয়ে উঠ্লেন, তখন এই নারীই তাঁর সমস্ত স্নেহটুকু অযাচিত ভাবে ঢেলে দিলেন—আমার এই ছোট বুকখানার ভেতর। মুহূর্ত্তের জন্যও আমার চিরপ্রফুল্লিত অন্তঃকরণখানা জানতে পারেনি যে তার মা নেই—সে মাতৃহারা। হাঁ, এইরকমই ছিল আমার তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক।

গোধূলীর রক্ত-চ্ছটার বুকে তখন ধীরে ধীরে মিশে আসছিল কিসের এক ম্লান-ছায়া। এমন সময়ে আমি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে পৌছুলুম। আদর আপ্যায়নে পিসীমা আমার ছোট বুকখানাকে ভরিয়ে দিলেন—তাঁর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতায়।

বাড়ীতে উপস্থিত হতেই একদল ছেলেমেয়ে 'দাদা, দাদা' বলে ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরলে। তাদের ছাড়া আর একটী মেয়েকে দেখ্লুম একপাশে চুপকরে দাঁড়িয়ে! আমার মতন সম্পূর্ণ অ-জানা অ-চেনার কাছে আসতে তার যেন সাহস হচ্ছিল না, অথচ আসিবার জন্য কি কাতরতা, কি এক গভীর ব্যাকুলতা তার লাজ-ভাঙা

মুখের ওপর ফুটে উঠেছিল। সকলের চেয়ে আমার দৃষ্টিটা বেশী আকর্ষণ করেছিল ঐ ছোট্ অ-জানা অ-চেনা মেয়েটীর কালো ডাগর ডাগর চোখ দুটী। তারিদিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলুম, হঠাৎ পিসী মার ছোটছেলেটী বলে উঠল ওকে চেননা দাদা? ও যে আমাদের কমলী। আয়না কমলী দাদার সঙ্গে খেলবি আয় না! কি জানি কমলা কি ভাবলে! আমার মুখের দিকে একবার করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল। আর আমি? ম্লান বিমূঢ় দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম্। তার সঙ্গে সঙ্গে চলে যাওয়া দৃষ্টিটা আমার কখন যে ফিরে এসেছিল টেরও পাইনি।

* * *

দুদিনের মধ্যেই তার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেল। বেচারীর এক বুড়ো মা ছাড়া এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর আপনার বলতে কেউই ছিল না। হাঁ, একজন ছিল তাদের জীবনমরণের চিরসঙ্গী—আর তীব্র কশাঘাতকে সময়ে অসময়ে অম্লানমুখে সয়ে গেছে সেই দারিদ্র্য।

কমলী এদের ঘরে ছিট্‌কে এসে পড়েছিল, ভাঙ্গা কুঁড়ের চাঁদের আলোর মতন। মেঘের মতন একরাশ কালো কালো চুল নিয়ে সে যখন লোকের সুমুখে এসে দাঁড়াত, তার অতি বড় শক্রকেও স্বীকার কোরতে হ'ত যে অতুল ঐশ্বর্য্যাধিকারী ধনীর সাতমহলা প্রাসাদেও এমন সুন্দরী খুব কমই পাওয়া যায়।......

কিন্তু সত্যিই কি সে আমাকে ভালবাসে! হাঁ, নিশ্চয়ই বাসে, নইলে সেদিন বিদায় নেবার কথা বল্‌তে কেন সে তার ছোট হাতদুটো দিয়ে আমায় অমন করে জড়িয়ে ধরলে? একি শুধু মিছামিছি?............অমনি অমনি? ওগো না, না, তা যে হোতে পারে না!......

সেদিন বিদায় নেবার দিন! পিসী-মা তাঁর প্রাণভরা অসীম যত্ন নিয়ে আমায় খাওয়াইয়াছিলেন, মাঝে মাঝে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আহারও বৃদ্ধি না হয়ে হ্রাস হোল, তারই অনুযোগ করছিলেন। কিন্তু মনটা তখন আমার আমাতে ছিল না, সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কেনে, এক চিরমধুর শান্ত স্নিগ্ধ কুটীরের চারপাশে! ওগো সে যে আমার আছে চির-মধুর, চিরপবিত্র, চির আকাঙ্খিত!

ঝোলমাখা ভাতের ওপর হঠাৎ খানিকটা দই ঢেলে ফেলতেই পিসী-মা আমার শশব্যস্তে লাফিয়ে উঠ্‌লেন, স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন—কি হয়েছেরে তোর, অমু? বল্‌তে নেই শশুরের মুখে ছাই দিয়ে এত বড়টী হ'লি, এখনও খেতে শিখ্‌লিনে?—দেখছিস্ কমলিও তোর খাওয়া দেখে হাস্‌ছে, ওলো কম্‌ল! যাস্ কেন লো? ও তোর দাদাকে—স্নিগ্ধ অনুযোগের সহিত কথাগুলো বলে ফেলেই পিসী-মাও হাসতে লাগ্‌লেন। কোন রকমে খাওয়া শেষ করে সেদিন উঠে পড়লুম্।......

আজ যাবার দিন! আবার কখনও এই স্নিগ্ধশ্যামল পল্লীর সঙ্গে দেখা হবে কিনা কে জানে? হাঁ, হতেও পারে। কিন্তু ওগো সেদিন এভাবে নয়—হয়ত অন্যভাবে। কিন্তু সেদিন সত্যই আসবে কি?

পর পর আরও তিনটে মাস চলে গিয়েছে। চারিদিকেই উৎসব—চারিদিকেই আনন্দ কলরোল। দীর্ঘ তিন মাসের পর আবার চলেছি আমার সেই চিরাকাঙ্খিত চির-মধুর পল্লী-বুকে।

গ্রামের ভেতর যখন ঢুকলুম, মনটা আমার আনন্দে ভরে গেল। আবার বহুদিন পরে তার দেখা পাব। বহুদিনের অদর্শন আজ বক্ষপুর্ণ আলিঙ্গনের তৃপ্তিপ্রদকতায় ভরে উঠ্‌বে।

কিন্তু সে কি আজও আমায় ভালবাসবে? আজও সে কি তার ডাগর ডাগর চোখ দুটো নিয়ে আমার সুমুখে এসে দাঁড়াবে?......

পিসী-মা আবার আমাকে স্নেহ-প্রীতিপূর্ণবাক্যে অভ্যর্থনা করে নিলেন; ছেলে মেয়েরা নাচ্‌তে নাচ্‌তে ছুটে এল। কিন্তু সে আজ এল না কেন? তবে কি সে আজ আর—না, না, সে কি করে আস্‌বে সে যে তার প্রাণ ভরে জানে শুধু আমাকেই! হুঁ! কি আনন্দ আজ। প্রতিমুহূর্ত্তে উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে রইলুম্—পুনর্মিলনের আশায়!

সন্ধ্যে হয় হয়। ধীরে ধীরে তাদের কুটীরের কাছে গিয়ে অস্ফুটস্বরে সাড়া দিয়ে ডাকলুম্।

কমলার মা সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এল। বললুম্—কমলা কোথা?

কমলার মা কোন উত্তর দিল না। তাড়াতাড়ি আঁচলটাকে মুখে চাপা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। কিছুই বুঝ্‌তে

মা পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে বল্লুম—অমন কোরছেন্ কেন? কমলা কোথা?

এবার কমলার মা ফুঁপিয়ে ২ কাঁদতে লাগ্‌ল। তারপর ধীরে ধীরে একটী আঙ্গুল আকাশের দিকে উঠিয়ে বল্‌লে—স্বর্গে!

বিশ্বাস হোল না। অ্যাঁ, ভগবান কি এতই নিষ্ঠুর? ওগো না, না, তা যে হোতে পারে না। সে অসম্ভব। বুড়ী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে— ওগো গেল সপ্তাহে কম্‌লি আমাকে ছেড়ে গিয়েছে গো!……উন্মত্তার মত মাটীতে পড়ে তাঁর মা চীৎকার করে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। আর আমি? দুই হাতে বুকটাকে চেপে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম!

বাহিরে তখন চারিদিকে উৎসব। অদূরে পূজোবাড়ী থেকে আরতির বাজনাটা তখন সন্ধ্যার মুক্ত-সমীরণের বুকের ভেতর দিয়ে ভেসে আস্‌ছিল। আজ চারিদিকে হাসি, চারিদিকে আনন্দের লহর। শুধু আমারই বুকটা ঠেলে ঠেলে কিসের একটা চাপা কান্না বেরিয়ে আস্‌তে চাইছে!……

জাগুক আলোক

শ্রীললিতলোচন দত্ত।

আমার আঁধারে সুপ্ত জাগিতে ব্যাকুল?
আলোক আলোকে কিন্তু তা'র চক্ষুশূল!
আলোকে জীবন রয়, আঁধারে মরণ,
তবুও সে তিমিরেই করে'ছে বরণ!
ভাবে সুপ্ত, র'বে গুপ্ত আঁধারে কালিমা;
ভাল তাই নাহি বাসে অরুণ লালিমা!
তিমিরে কি পাখী গায়, ভ্রমর গুঞ্জরে?
তিমিরে কি শোভা পায় প্রসুন পুঞ্জরে?
আলোকে আনন্দ রয়, আঁধারে বিষাদ,
আঁধারে আচ্ছন্ন আছে অন্তক নিষাদ।
অপরাধ গুপ্ত সত্য থাকে কি আঁধারে?
সর্ব্বদর্শী নেত্র কে সে লাগাবে ধাঁধা রে?
জাগাবারে চাহে যে-ই আলোকে জাগুক?
দ্যুলোকের দীপ্তি তা'র দু'চোকে লাগুক।

"হিন্দু-নারী"

শ্রীরাখালদাস গোস্বামী বি, এ।

গার্হস্থ্যেরই সেতু তুমি,
কর্ম্ম জ্ঞানের ধাত্রী যে;
ভিক্ষুকেরই অন্ন তুমি,
আলোক শিখা রাত্রিতে।
পথহারার ধ্রুব তারা
জ্বলছ চির বর্ত্তিকা;
বিজন সখা দুর্দ্দিনেরই
উৎসবেরি পতাকা।
শিবের পানে ত্রিশূল যেমন
রক্ষা কর স্বামীকে;
ভারত তোমার ভারত তোমার,
বঙ্গে তোমার জন্ম যে।

গুণের ভাই

(চিত্র)

কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ।

(ক)

নীরোদ সুধীরের ছোটভাই। সুধীর নীরোদকে খাইয়ে দাইয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে একপ্রকার মানুষ (?) করে তুলেছে। সে এখন দুটো পাশ করে আফিসে কাজ কর্ম্ম করচে। তারা কল্‌কাতায় একখানা ছোট বাড়ী ভাড়া করে একসঙ্গে থাকে—বাড়ীভাড়া সুধীরকেই বইতে হয়। সুধীরের স্ত্রী ও দুটি ছেলে আছে—নিরোদ সবে মাত্র বিবাহিত।

সুধীরের অবস্থা এখন বড়ই খারাপ। সে একজন এম, এ। সে এতদিন একটা স্কুলে হেড্ মাষ্টারী করছিল, কিন্তু স্কুলটা হঠাৎ উঠে যাওয়ায় তার কাজটা গিয়েছে।

এখন সে প্রাইভেট পড়িয়ে কোন রকমে সংসার চালাচ্ছে। তবে নীরোদ যে দাদাকে নেহাৎ কিছু সাহায্য না করে এমন নয়, তবে সেটা তার মর্জ্জির ওপর নির্ভর করে এবং For and for between—কচিৎ কখনো।

(খ)

সুধীরের পায়ে জুতো নেই বল্‌লেই চলে অর্থাৎ যা আছে তাকে আর থাকা বলা চলে না। "তালির উপরে তালি, তালি শোভা পায়।" সে জুতা পায়ে দিয়ে ভদ্র লোকের সাম্‌নে যাওয়া চলে না। তাই নীরোদ বলেছিল—"দাদা, এবার মাইনে পেলে তোমাকে একজোড়া জুতো কিনে দেব।"

নীরোদ মাইনে পেল—এক জোড়া জুতোও কিনে দিতে রাজি হলো। তবে তার মধ্যে একটা সর্ত্ত ছিল যে জুতোর দাম যা হবে তার সিকি সুধীরকে দিতে হবে। সুধীর সমস্ত ভেবে চিন্তে তাতেই রাজী হলো।

(গ)

জুতো যখন কেনা হয় তখন সমস্ত দামটাই নীরোদ দিল, তবে কথা রইল যে সুধীর দুদিন বাদ প্রাইভেট টিউসনের টাকা পেলে জুতোর দামের সিকি দুটাকা নীরোদকে দিবে। নীরোদ দুটোদিন অপেক্ষা করে থাক্‌বে—দুটোদিন বইত নয়।

দুদিন পরে সুধীর টিউসনের টাকা পেলো, কিন্তু হঠাৎ তার বড় ছেলেটীর অসুখ করায় কিঞ্চিৎ ব্যয়াধিক্য বশতঃ (টানাটানির সংসার ত!) অঙ্গীকৃত টাকা দুটী যথাসময়ে ভাইকে দিতে পার্‌লনা। নীরোদ চটেই লাল—গজ্‌ গজ্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল।

একদিন আর থাক্‌তে না পেরে সুধীরের মুখের ওপরই বলে দিল "দাদা তুমি যদি টাকা দিতে না পার তাহলে কালই আমার এক বন্ধুকে জুতো জোড়াটা বেচে দেব—(সুধীর তখন পর্য্যন্ত পায়ে দেইনি)—সে নিতে চেয়েচে। আমার টাকার বিশেষ দরকার—কাল একেবারে ক'বাক্স এসেন্স না কিন্‌লেই নয়—মোটেই নেই। "সুকুর" (অর্থাৎ সুকুমারী—নীরোদের স্ত্রী) ভারি কষ্ট হচ্ছে, আর আমিও বন্ধুবান্ধবদের মহলে বেরুতে পাচ্ছিনে।

এই না শুনে সুধীরের মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত জলে উঠল। সে অনেক কষ্টে রাগ দমে নিয়ে কেবল মাত্র বল্‌ল, সচ্ছন্দে বেচে দিতে পার জুতো ঐ ওখানে পড়ে আছে।

আরো দুদিন কেটে গেল। একদিন সন্ধ্যার সময় নীরোদ আফিস থেকে এসে রুক্ষস্বরে দাদাকে সম্বোধন ক'রে বল্‌ল "তবে তুমি আমার জুতোর দাম দিচ্ছ না?"

তখন সুধীরের মনের অবস্থা বড় ভাল ছিল না, কারণ তার ছেলেটীর অসুখ relapse (পুনরায় দেখা দেওয়ার) করবার মতন হয়েছিল। সুধীরও একেবারে তেলে বেগুন জ্বলে উঠ্‌ল এবং কঠোর কর্কশ কণ্ঠে উত্তর কর্‌ল "কেন তোর বন্ধু জুতো কিন্‌ল না।" এ না বলেই সে তার কামিজের পকেট থেকে দুটো টাকা বার ক'রে ঝনাৎ ক'রে নীরোদের পায়ের কাছে ফেলে দিল, এবং আরও বল্‌ল "তোর আর দুদিন সবুর সইল না......কিন্তু......এদিকে তোরা দুজন......" সুধীরের স্ত্রী কমলা এসে বাধা দিল।

নীরোদও মহাক্ষ্যাপ্পা। সে অম্‌নি বলে উঠ্‌ল—"আজ জুতোর দাম না পেলে ঐ জুতা মেরে টাকা আদায় কর্‌তাম।" এই বলেই সে বিদ্যুৎবেগে বাড়ী হ'তে বেরিয়ে গেল। কমলা ত অবাক!

(ঘ)

এই ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পরে সুধীর তার বাড়ী ওলার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত ক'রে—অন্য এক পাড়ায় একটু ভাল দেখে একখানা খোলার বাড়ী ভাড়া ক'রে তার যৎসামান্য জিনিষ পত্র ও স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে চ'লে গেল। নীরোদ দাদাকে থাক্‌বার জন্য একবার অনুরোধও কর্‌ল না—যদিও তারি লোকসানটা বেশী, কারণ এবার থেকে বাড়ী ভাড়াটা তাকেই দিতে হবে। আর সুধীর কেবলই ভাব্‌তে লাগ্‌ল—

ধিক্ মায়ের পেটের ভায়ের নামে
আর ধিক্ এম, এ, পাশে।

পল্লী-সংস্কার

শ্রীমনোমোহন বিদ্যারত্ন।

আজকাল চারদিক থেকেই পল্লী সংস্কারের ঢেউ উঠেছে, কতজনে কত রকমের ফন্দী বের কচ্ছেন এর উপর স্বরাজ দলের তিন লাখ কংগ্রেস ফন্দীত আছেই, তবে তাঁরা গভীর জলের মাছ, সহসা ঘাঁই দেন না। কবিরাজী মূল্য তালিকা বা হোটেলের মেনুর মত বেশ একটা শ্রুতি মধুর কার্য্য তালিকা বের করে এ পর্য্যন্ত বোধ হয় নীরবে অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ কচ্ছেন অন্ততঃ আমরা তাঁদের নেমে পড়ার মত অবস্থা এ পর্য্যন্ত দেখতে পাই নি। বাঙ্গালী শতকরা ৯৯ জন অজীর্ণ রোগগ্রস্ত, এ অভ্যাসটা যুগ যুগান্তর থেকে রক্ত করে বর্ত্তমানে মজ্জাগত হয়ে পড়েছে ; কাজেই একসঙ্গে বেশী পরিমাণ হজম করার ক্ষমতা নাই তা সে খাদ্যই হোক বা নিয়ম কানুনই হোক। মরা ধাতে ক্রমে সইয়ে নিতে হবে। শ্রীচৈতন্য দেবের চেলারা যেমন "নামে রুচি জীবে দয়া বৈষ্ণব সেবন" তিন কথায় তাঁদের ধর্ম্মের সার মর্ম্ম বুঝিয়ে দিয়েছেন, স্বত্ব. রজঃ. তমঃ এই তিনের মধ্যে যেমন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জড়িয়ে আছে, সেইরূপ পল্লী-সংস্কারটাকেও এইরূপ দুমড়ে দামড়ে ছোট করে নিতে পারলে ভাল হয়। অনেক সন্ন্যাসীতে যে গাজনটা বাস্তবিকই নষ্ট হয় এত চোখের উপর অষ্ট প্রহরই দেখতে পাচ্ছি, ছেলেদের পড়বার সময় তিনজন একসঙ্গে মিলিত হলে যদিও গোলমাল হয় কিন্তু চারজন একসঙ্গে হলেই হাটের অবস্থায় পরিণত হয়! তাই আমাদের মনে হয় সমস্ত কাজ এক সঙ্গে না ধরে কিছু কিছু করে অগ্রসর হওয়াই উচিত। যে পরিমাণ টাকা উঠেছে আর কাজের যে ফর্দ্দ করা হয়েছে তাতে জমা খরচের দুই মুখ মিলিয়ে দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। এতে ইতঃভ্রষ্ট স্ততঃনষ্ট হওয়ারই পোনের আনা সাড়ে উনিশ গণ্ডা সম্ভাবনা। মনস্বী প্রবাসী সম্পাদক এ বিষয়ে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন। আমরা বলি প্রথমতঃ খাদ্য শস্য সংরক্ষণ করতে পারলে একটা বড় কাজ হয়। স্থানীয় উৎপন্ন শস্য যদি রপ্তানী না হয় তবে বোধ হয় কোন স্থানেই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু রপ্তানী বন্ধ করা—বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাধাই কঠিন সমস্যা। আমাদের মনে পড়ে বহুদিন পূর্ব্বে ঢাকা জেলার তেওতা গ্রামের জনৈক জমীদারের চেষ্টায় ধর্ম্মগোলা স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছিল, ঐ ব্যবস্থা এখনও আছে কি না জানি না, অন্ততঃ আমাদের পরিচিত কোন স্থানে ঐরূপ ধর্ম্ম গোলার অস্তিত্ব খুঁজে পাই নি। এ সময় কিন্তু ঐরূপ ধর্ম্ম গোলার বড় দরকার, কৃষকগণ উৎপন্ন ফসল বিক্রী না করে থাকতে পারবে না—তাদের রাজার খাজনা, ঔষধের দাম, মহাজনের দেনা আরও হরকছুম খরচ ঐ ফসলের মধ্যে। তাদের কাছে থেকে যদি উপযুক্ত মূল্যে ঐ সমস্ত ফসল কিনে গোলাজাত করা যায় তবে তারাও আধা কড়ির বদলে পূরাদামে জিনিষ বেচে বর্ত্তে যায়, পরন্তু খাদ্য শস্য বিদেশী মহাজনদের ফটকাবাজীর প্রশ্রয় দিতে দূর দুরান্তরে চালান না হয়ে ভবিষ্যতের অবলম্বনরূপে স্থানীয় ধর্ম্মগোলাতেই বাঁধা থাকে।

তারপর বিশুদ্ধ পানীয় জল—যার অভাব. বাঙ্গালার অধিকাংশ পল্লীর লোকই চৈত্র বৈশাখ মাসে হাড়ে হাড়ে অনুভব করে, লোকালবোর্ড, মিউনিসিপালিটী, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ইত্যাদি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এই বিষয়ে কিছু কিছু চেষ্টা কচ্ছেন বটে, কিন্তু তা একেবারেই উল্লেখযোগ্য নয়, অবস্থানুসারে পুষ্করিণী, নলকূপ, ইন্দারা ইত্যাদি খননের দ্বারা ক্রমে অভাব দূর করতে হবে। যদি পেট ভরা থাকে ও তৃষ্ণার সময় এক গণ্ডুষ পরিষ্কার জল পায় তবে রোগ বালাই আপনা হতেই অৰ্দ্ধেক দূর হয়ে যাবে।

তারপর আর একটা বড় কথা আছে, স্বরাজ্য দলের জন্ম গ্রহণের বহু পূর্ব্ব হতে বাঙ্গলার অনেক পল্লীতে পল্লী মঙ্গলের উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান আছে, ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত পরামর্শ করে কাজের ব্যবস্থা করা হবে কি না খসড়া দেখে আমরা বুঝতে পারিনি। জন সাধারণই প্রকৃত পক্ষে সমাজের মেরুদণ্ড, তাদের বাদ দিয়ে কোন কাজ করতে গেলে, সফলতা লাভের সম্ভাবনা কম। উপযুক্ত পাথেয়াদি গ্রহণে সহর হইতে ২।১০ বার সভাকরা বা বক্তৃতা দিবার জন্য পল্লীগ্রামে গেলে বিশেষ কিছু ফল হবে না, যাঁরা পল্লীগ্রামে হাতে কলমে কাজ করেছেন বা কচ্ছেন, পল্লীবাসীর অভাব অভিযোগ, আয় ব্যয়, সুখ দুঃখের খবর যাদের নখ দর্পণে আছে তাঁদের ঠেলে রেখে যদি সহরের নতুন দল পল্লী সংস্কারে অগ্রসর হন সে চেষ্টা

পঞ্চত্বপ্রমে পর্য্যবসিত হবে। কংগ্রেসের বাইরে যে দল ধীরে ধীরে মাথাতুলে দাঁড়াচ্ছে তাকে কোলে টেনে না নিলে অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যে কংগ্রেস বা স্বরাজ্যদলের শত চেষ্টাতেও সে দলকে আয়ত্ত করা কঠিন হয়ে পড়বে।

ক্রমশঃ

আফগানিস্থান।

(১) ভারতবর্ষের পশ্চিম ও পারস্য দেশের পূর্ব্বে আফগানিস্থান। ইহার এক দিকে রুসঋক্ষের লোলুপ দৃষ্টি, অপর দিকে ব্রিটিশসিংহের তীব্র কটাক্ষ, মধ্যস্থানে দুর্দ্ধর্ষ আফগান জাতি। ইহার পরিমাণ ফল ২৫০০০০ বর্গ মাইল লোক সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ। আফগানেরা মুসলমানজাতি। ইহাদের ভাষা বাস্তু অর্থাৎ প্রায় পারস্য ভাষার মত। এদেশের অধিপতির উপাধি আমীর। তাঁহার অধীনে কয়েক জন খাঁ দ্বারা এই রাজ্য শাসিত হইয়া থাকে।

(২) আলপ্তগীন নামক একজন তুর্ক দেশীয় ক্রীতদাস আফগানীস্থানের অন্তর্গত গজনী নগর অধিকার পূর্ব্বক তথায় স্বাধীন হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জামাতা সবক্তিগীন গজনীর রাজা হন। তাঁহার পুত্র সুলতান মামুদ ক্রমান্বয়ে সতের বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

১১৫২ খ্রীঃ ঘোররাজ আলাউদ্দিন, গজনী অধিকার পূর্ব্বক ঐ নগর ধ্বংস করেন। তাহার কিছুদিন পরে গজনী রাজ্য বিলুপ্ত হয়।

(৩) ১৭৩৯ খ্রীঃ আফগানগণ আমেদ সাহ দুরাণীর অধীনে ছয়বার ভারতবর্ষ আক্রমণ পূর্ব্বক দেশ লুণ্ঠন করিয়াছিল, ১৭৪৭ খ্রীঃ সর্ব্বপ্রথম জাতির নৃপতি হইয়া আফগান সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৭৩ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। অতঃপর ক্রমান্বয়ে টাইমুর (১৭৭৩খ্রীঃ—১৭৯৩), জাশনসাহ (১৭৯৩—১৮০০), সাহসুজা (১৮০০—১৮০৯) মামুদসাহ (১৮০৯—১৮২৫), আমীর দোস্ত মহম্মদ (১৮২৫—১৮৬৩ সের আলী (১৮৬৪—১৮৭৮) আবদর রহমন খাঁ (১৮৮০—১৯০১) হবিবুল্লা খাঁ (১৯০১—১৯২২), আমনউল্লা খাঁ বর্ত্তমান আমীর।

(৪) ১৮৩৮ খ্রীঃ রাজপ্রতিনিধি লর্ড অকল্যাণ্ড বাহাদুর আফগান আমীর দোস্ত মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ আমীর সের আলীর সহিত ইংরাজ রাজের দ্বিতীয় বার আফগান সমর সংঘটিত হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে আমীর পরাজিত হইয়া তুর্কিস্থানে পলায়ন করিয়া তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর আবদর রহমন খাঁ কাবুলের অধিপতি হইলেন। ১৮৮০ খ্রীঃ কাবুলে রুসিয়ার প্রভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আমীর আবদর রহমনের একটি সন্ধি হয় যে, তিনি অন্য কোন বৈদেশিক রাজ্যের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতে পারিবেন না। প্রতিদানে আমীর, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রতিবৎসর অষ্টাদশ লক্ষ মুদ্রা বৃত্তি পাইবেন স্থির হয়। তদবধি আফগান রাজ্য স্বাধীন মিত্ররাজ্যরূপে ইংরাজের নিকট পরিগণিত হইয়া রাজধানী কাবুলে ইংরাজের একজন মুসলমান রেসিডেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে

(৫) উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী পেশওয়ারের সন্নিকটস্থ খাইবার গিরিপথ দিয়া আফগানিস্থানে যাইতে হয়। খাইবার পথের বিস্তার প্রায় ত্রিশ মাইল; পর্ব্বত পৃষ্ঠ সেলেট প্রস্তরের, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহার শৃঙ্গ ৬০০—১০০০ ফিট উচ্চ। খাইবার পথের মুখে পেশবার নগর সুদৃঢ় দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত।

(৬) হিরাট নগর ভারতবর্ষ হইতে আফগানিস্থানে যাইবার পথে সিংহদ্বার স্বরূপ। ইহা একটা বাণিজ্য স্থান। পৃথিবীর মধ্যে এই নগর সর্ব্বাপেক্ষা হতভাগ্য দেশ, ইহা প্রায় পঞ্চাশবার ধ্বংস ও বিজিত হইয়াছে। পরিশেষে ১৮৮৭ খৃঃ রুসিয়ার কবল হইতে মুক্ত হইয়া আমীরের অধীনে বিদ্যমান।

(৭) আফগানিস্থানের সন্নিকট সিবেট পর্ব্বত কাটিয়া এক বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছে। পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা বৃহৎ পাথরের প্রতিমূর্ত্তি আর নাই। আমেরিকার স্বাধীনতার উপাসক জর্জ ওয়াসিংটনের প্রতিমূর্ত্তি পৃথিবীতে আকার হিসাবে দ্বিতীয় স্থানীয়।

(৮) বর্ত্তমান আফগান আমীর সম্প্রতি রাজধানী কাবুলে একটি মিউজিয়ম বা যাদুঘর উদ্বোধন করিয়াছেন। যাদুঘরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিগত তিন বৎসর যাবৎ বহু পরিশ্রম করিয়া বহুবিধ প্রাচীন ইতিহাস ও প্রসিদ্ধ বস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন। আমীর বাহাদুর এই যাদুঘরের জন্য তিন খানি কার্পেট উপহার দিয়াছেন, তাহাতে পারস্য নৃপতিদিগের মূর্ত্তি চিত্রিত আছে। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও এক খানি সিল্কের কার্পেট, একটি স্বর্ণ নির্ম্মিত বন্দুক ও পারস্যের ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহম্মদ নাদির সাহের একখানি তরবারি দিয়াছেন।

(৯) ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের মধ্যে যে বাণিজ্য হয়, পেশওয়ার তাহার কেন্দ্রস্থল। উষ্ট্রের পৃষ্ঠে পণ্য দ্রব্য লইয়া যাতায়াত করিতে হয়। এদেশে এখনও রেলপথ হয় নাই। এই রাজ্যের প্রতি চিরদিন রুসিয়ার লক্ষ্য। খুস্ক পর্য্যন্ত রুসের রেলপথ হইয়াছিল। সম্প্রতি খুস্ক হইতে আফগান প্রান্ত পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তারিত হইয়াছে। রুসিয়ার সহিত আফগানিস্থানের বাণিজ্যের বহুল পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে। সম্প্রতি রুসিয়ার সহিত ইহার বাণিজ্য সন্ধির কথাবার্ত্তাও চলিতেছে।

(১০) আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান হইতে ভারতবর্ষের দিকে শীতকালে অতি শীতল এবং গ্রীষ্মকালে অতি উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হয়। এদেশে শীতকালে অত্যধিক শীত এবং গ্রীষ্মকালে বেশ গরম হয়। এই প্রদেশে নানাবিধ সুমিষ্ট ফল জন্মিয়া থাকে।

তখন ও এখন।

সরোজিনী—আমার স্বামীটী এম্নি বোকা যে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'য়ে উঠেচে।

বিনোদিনী—আমারও স্বামী আগে যেমন ছিলেন, আর তেমনটি নেই; আগে তিনি বাহির থেকে এসে মনি ব্যাগ শুদ্ধ জামাটী আন্‌লায় ঝুলিয়ে রাখ্‌তেন। কিন্তু আজ কাল তিনি ভারি চালাক হ'য়ে উঠেচেন। এখনও আল্‌নায় জামা রাখেন বটে, কিন্তু পকেটে মণিব্যাগ আর থাকে না।

কি সহজ।

মধু। আজ পাড়ায় দশটা টাকা ধার করতে যেতে হবে।

যদু। যেওনা। দশ টাকা ধার করার চেয়ে,রোজগার করা ঢের বেশী সহজ।

সন্দেহ।

"বাবা"

"উঁ।"

মাষ্টার মশাই বল্লেন, আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য প্রতিবেশীদের সাহায্য করা।

ঠিক কথা।

তা হলে প্রতিবেশীদের কর্ত্তব্য কি?

ধরি মাছ না ছুঁই পানি।

মিঃ মিটার। তোমার পিতার সামনে গিয়ে আমি যদি ভরসা করে তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব তুলি তাহলে কি সেটা সুবুদ্ধির কাজ হবে?

কুমারী। আমার বাবার সঙ্গে প্রথমে টেলিফোনে কথা কওয়াই তোমার পক্ষে নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে।

প্রকাশ্য রাজপথে।

আসামী রাস্তায় মাতলামী করার অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছে। হাকিমের প্রশ্নের উত্তরে সে বল্লে হুজুর, আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুজন রমণীর সঙ্গে কথা কইছিলুম। হঠাৎ আমি বুঝতে পারলুম দুখান হাত আমার কণ্ঠদেশ আলিঙ্গন করলে। আমি অবাক্ হয়ে দেখলুম সে ঐ পাহারাওয়ালাটা।

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস' বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি,আই, ই, (কাশীমবাজার) মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর), রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ,আর, সি,আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর-আসাম), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজ-কুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্ব্বেল প্যালেস), শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম-এ, বি-এল, জমিদার, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার, (ঢাকুরিয়া), শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত জগতপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নলীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার' শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলীনীরঞ্জন সরকার এম,এল, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে, জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারত সঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলী), শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্য-বিনোদ (লাভপুর), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি এস, শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং), শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া), কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়), শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি রঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, শাঁখারিটোলা, শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুখাঁ কৌন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার (পটলডাঙ্গা হাউস) ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার পাথুরিয়াঘাটা।

মজলিস-বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক হইতে হইলে মাসিক বা বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

সৌখীন বা পেশাদার গায়ক-বাদক

(অন্ততঃ এক জনের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা পাঠাইলে

এক সংখ্যার মজলিস বিনামূল্যে প্রেরিত হয়)

ম্যানেজার মজলিস

২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গোবৰ্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd. No. C. 1116

মজলিস

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [৩৩শ সংখ্যা

১৩৩১ সাল, [illegible] চৈত্র শনিবার, নগদ মূল্য ৵১০ পয়সা।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ, ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস কার্য্যালয়—২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কবিকাতা।

শিরোরোগের মহৌষধ

গুণে অদ্বিতীয়, গন্ধে অতুলনীয়। কেশের অকাল পক্কতা নিবারণ করিয়া কেশ কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ ও কুঞ্চিত করে। ১ শিশি ১৲ ৩ শিশি ২৷৷৹ ৬ শিশি ৫৲ ১২ শিশি ৯৷৷৹ টাকা এক গ্রোস ১০৮৲ টাকা। ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

সুরবল্লী কষায়।

রক্ত-দুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লী কষায় সেবনে রক্তের যাবতীয় দোষ নষ্ট হয়। শরীরে নূতন রক্ত উৎপন্ন হইয়া কান্তি, পুষ্টি ও লাবণ্য বর্দ্ধিত করে। এই সালসা সকল ঋতুতেই সেবন করা যাইতে পারে। আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও সেবনে বাধা নাই।

১ শিশি ১৷৷৹ ৩ শিশি ৩৸৹ ১২ শিশি ১৫৲ টাকা।

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সি, কে, সেন কোং লিমিটেড

প্রতিষ্ঠাতা।

কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন।

২৯ কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বর্গীয় কবিরাজ

গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের

আয়ুর্ব্বেদীয়

চিকিৎসালয়, ঔষধালয় ও বিদ্যালয়

৯।১নং কুমারটুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তদীয় সুযোগ্য পৌত্র

বৈদ্যমহোপাধ্যায়

কবিরাজ শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন

বিদ্যাভূষণ, কাব্যভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকর ভিষক্‌ভূষণ দর্শননিধি কর্ত্তৃক সুপরিচালিত।

এখানে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত, তৈল, বটীকা, অরিষ্ট প্রভৃতি সদাসর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধাদি শাস্ত্রসম্মত ও বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত হয় বলিয়া মূল্যও অধিক। ব্যবহার করিলেই ঔষধাদির গুণ সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অল্প মূল্যের ঔষধ বিক্রয় করিয়া জনসাধারণকে প্রতারিত করা হয় না। দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়।

দোহাই তোমাদের !

আবার বলিতেছি, দোহাই তোমাদের, তোমরা মেয়ে মদ্দে মিলিয়া বঙ্গসাহিত্যকে এমন করিয়া কলুষিত করিও না। বুড়া হইয়াছি, তোমাদের সাহিত্য সৃষ্টিটা তো আজও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না! তাই মনে হয়, তোমরা আর্য্য সাহিত্যের মহত্ত্ব একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ। প্রেমের নামে কামের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছ। এই যে খবরের কাগজে পড়িতেছি—বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে ছাদের উপর সভা হইয়াছিল, কোন কালেজের ছাত্রদল নাকি বালিকাদের সঙ্গীত শুনিয়া এন্‌কোর এন্‌কোর বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল, কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী দেখাইয়া হাসির হর্‌রা তুলিয়াছিল; এই যে শুনিতেছি—কোন স্কুলের ছাত্রগণ এক দরিদ্র পিওনের পদার্পিত মাত্র যৌবনা পত্নীকে হরণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল, বালিকার রোদনধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া প্রতিবাসীজন সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইলে ঐ বালকের দল তাঁহাকে ছুরি দেখাইয়া শাসাইয়াছিল, কৈ, এমন অভাবনীয় ব্যাপার আমরা ত কখনও দেখি নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—তোমাদের রচিত কুসাহিত্য পাঠেই—অধুনা ইহা সম্ভবপর হইতেছে! তোমরা উপন্যাস লিখিতেছ, নাটক রচনা করিতেছ—কেবল লালসাগ্নির ইন্ধন যোগাইবার জন্য। সাহিত্য যে কি পবিত্র জিনিষ—তোমাদের সে জ্ঞান নাই। কথাটা সত্য, কাজেই তোমাদের কাছে নিতান্ত অপ্রিয়, কিন্তু দোহাই তোমাদের না বুঝিয়া আমাদের উপর চটিও না।

আজ সাহিত্যের উদ্দেশ্যটা—আর একবার তোমাদিগকে স্মরণ করাইবার জন্য আসিয়াছি। জানি, তোমরা এ ধর্ম্মের কাহিনী শুনিবে না। তবুও আমরা বলিব—পুণ্যের ও দেবত্বের উচ্চ আদর্শে অন্তরকে গঠন করিতেই সাহিত্যের জন্ম। এই হেতু সাহিত্য সুন্দর ও মহান্, পবিত্র ও নির্ম্মল, সত্য এবং সংযমের আধার।

সংসারে মানুষের পাশব প্রবৃত্তি বড় প্রবল। সাহিত্য মানুষকে সদুপায় দেখাইয়া পশু হইতে তাহাকে শ্রেষ্ঠ করিবার চেষ্টা করে। সাহিত্যের শিক্ষা—মনুষ্যত্ব লাভের অনুকূল। একটা উদাহরণ দিই। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য—সতীর গৌরবে পরিপূর্ণ। রামায়ণ মহাভারত আমাদের প্রাচীন সাহিত্য। উহা পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি—আর্য্য নারী নিজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রাণ পরিত্যাগেও কুণ্ঠিত হইতেন না। স্বামীর নিমিত্ত তাঁহারা এক অপূর্ব্ব সংযম বলে—বিশ্বের বিপদকেও বরণ করিয়া লইতেন। পরপুরুষের স্পর্শাশঙ্কায়—অনলে পুড়িয়া মরিতেন। পতির মঙ্গল কামনায়—হাসিতে হাসিতে নিজের প্রাণ আহুতি দিতেন।

কৌশল্যা—অযোধ্যার রাজমহিষী। সতীত্ব গৌরব রক্ষার্থে তিনি কি আত্ম সংযমের পরিচয় দিয়াছেন, তোমরা সকলেই তাহা পড়িয়াছ। কৌশল্যার স্বামী দশরথ রাজা—কিন্তু তিনি কৈকেয়ীর নিতান্ত বশীভূত। সুতরাং কৌশল্যা দেবী চিরদিন মনঃকষ্টেই কাল কাটাইয়াছেন। একমাত্র পুত্র রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সময়—সপত্নী কি ভীষণভাবে আত্মপ্রকাশ করিল, পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম বনযাত্রা করিলেন—বুঝিয়া দেখ তখন কৌশল্যার কি মনের অবস্থা, তিনি দারুণ আবেগে—পুত্রের সঙ্গে বনে যাইতে প্রস্তুত। অযোধ্যায় তাহার সুখ নাই! কিন্তু যেমন রামচন্দ্র তাঁহাকে সতীর কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিলেন, অমনি কৌশল্যার চমক ভাঙ্গিল। দশরথ জীবিত থাকিতে—তাঁহার কি কোথাও যাওয়া চলে? স্বামীকে ছাড়িয়া তাঁহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিতেই পারে না। অপত্য স্নেহের চেয়ে স্বামী ভক্তিকেই তিনি বড় ভাবিলেন। কর্ত্তব্য বুদ্ধি—

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে—আমরা হিন্দু সংসারের আদর্শ দেখিতে পাই। সে প্রেমাদর্শে নায়ক নায়িকা 'ভালবাসি ভালবাসি' বলিয়া বারম্বার চীৎকার করে না, "তোমার জন্য প্রাণ কেমন করে" "বুক ফাটিয়া যায়" এমন কথা বলে না! সে প্রেমে দোকানদারী নাই। সে প্রেমে—যে যাহার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যায়। কর্ত্তব্য সাধন করিতে গিয়া—ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, মমতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, ভালবাসা, আপনা হইতে গোমুখীর পবিত্র ধারায় উথলিয়া পড়ে। হিন্দুর সংসারে—পরস্পরের মহাশাসনে আবদ্ধ। সেখানে স্বামী স্ত্রীকে শাসনে রাখেন, স্ত্রী স্বামীকে শাসনে রাখেন। হিন্দু বিবাহের ভার গুরুজনের হস্তে। বিবাহ অর্থে—নৈতিক শাসন, ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ নহে। তোমরা এসব বুঝিয়াও বুঝিতে চাওনা। বাল্য বিবাহের অনেক গুণ; কবির কথায়—"ছেলেবেলা হ'তে, নাড়িতে চাড়িতে অবেশ্য মানিবে পোষ"—এই বাল্যবিবাহের বন্ধন ছিঁড়িয়া কেহ গণ্ডীর বাহিরে যাইবার অবসর পায় না। একটা পুরুষের দৈবাৎ উচ্ছৃঙ্খলতা, একটা বালবিধবার কচিৎ পদস্খলন, তোমাদের কাছে—সংস্কারের নজির হইয়া দাঁড়ায়। তোমাদের কু-সাহিত্য—হিন্দুদের গালি দিবার জন্য ঐ নজিরের নমুনা দেখায়। সংস্কারের নামে তোমরা সংহার করিবার প্রয়াস পাও। ইহাই আমাদের দুঃখ।

তোমরা উচ্চ শিক্ষায় যথেষ্ট বড়াই করিয়া থাক। সেই উচ্চশিক্ষার মোহে তোমরা এমনি আচ্ছন্ন যে কুরুচির নাম করিয়া "রাবণের রম্ভাবতী হরণ" এবং কীচক দ্রৌপদী সংবাদ বাদ দিয়া রামায়ণ মহাভারতকে শুদ্ধ করিয়া লইয়াছ, অথচ গ্রন্থকারের বিরাট উদ্দেশ্য বুঝিবার চেষ্টা কর নাই। গ্রন্থপাঠের ফলশ্রুতি যে তোমরা মানিতে চাহ না। আমাদের বিশ্বাস—পুরাণ পাঠের যেমন ফলশ্রুতি আছে, উপন্যাস পাঠেরও তেমনি ফলশ্রুতি আছে। পুস্তক পাঠের ফলশ্রুতির ফলে—আগেকার নরনারীর ধর্ম্মপ্রাণতা ছিল। এখনকার নাটক নভেল পড়িয়া লোকে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। শাশুড়ীর তিরস্কারে বধূর আত্মহত্যা, পাশের খবর বাহির হইলে যুবকের অহিফেন সেবন, দরিদ্র সন্তানের বিলাস বাসনা, পুরুষের ইন্দ্রিয় তর্পণ, নারীর অস্বাভাবিক অভিমান—কু-সাহিত্য পাঠের ফলশ্রুতি [illegible] কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি।

সতীর প্রাণে আত্মসংযম আনিয়া দিল। বলিতে পার—এটা সেকালের বুড়াবুড়ির ভালবাসা। কিন্তু সেকালের যুবক যতীদেরও এইরূপ আত্মসংযম ছিল। সীতা, উর্ম্মিলা, ভরত, লক্ষ্মণ—কত নাম করিব? ইঁহাদের আত্মশাসন, আত্মসংযম—সপ্তকাণ্ডময় কল্পপাদপকে ফলে ফুলে পল্লবে—সাহিত্যের তপোবনে সাজাইয়া রাখিয়াছে।

ব্যাসদেব যখন সাহিত্যের কর্ণধার, তখনকার ঘটনাটী একবার ভাবিয়া দেখ। সে যুগের দ্রৌপদী, কুন্তী, গান্ধারীর আত্মসংযমে আমরা বিস্মিত হই! অরুন্ধতী, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শর্ম্মিষ্ঠা, শকুন্তলা—ইঁহাদের প্রত্যেকের জীবন সংযমের মহিমায় মণ্ডিত। কত যুগ চলিয়া গিয়াছে অদ্যাপি এই সকল মহিমময়ী নারী হিন্দুর হৃদয় সিংহাসন অধিকার করিয়া রহিয়াছেন! কচ—শুক্রাচার্য্যের গৃহে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষার জন্য আসিয়াছেন, তাঁহার সহচরী সুন্দরী দেবযানি সমস্ত দিন উভয়ে একত্রে থাকেন। কচের রূপে দেবযানী মুগ্ধা। ইহা স্বাভাবিক। তথাপি দেবযানী পাপচ্ছায়ার পক্ষপাতিনী নহেন। কচ সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও যখন এই যুবতীকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, কেবল আত্মসংযমের বলেই নারী হইয়াও দেবযানী অভিলাষকে সংযত করিতে পারিয়াছিলেন। তোমরা হইলে এরূপ চরিত্র সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইতে না। তোমরা কচ দেবযানীকে বর্ম্মার জাহাজে তুলিয়া প্রেমের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিতে।

তোমরা দেখাইতে চাও—হিন্দুর কাছে নারীর কোন গৌরব নাই। একথা কোন বিদেশী বলিলে আমাদের রাগ হয় না। কিন্তু তোমরা ঘরের ঢেঁকী—তোমরা বলিবে কেন? হিন্দুর কাছে হিন্দুনারী—বড় যত্নের জিনিষ। তিনি গৃহে গৃহলক্ষ্মী। তাঁহাকে লইয়াই পরিবারের সুখ শান্তি, মান সম্ভ্রম, সকলই। তিনি পরাধীনা দাসী মাত্র নহেন। ভক্তিতে তিনি গুরুজনের অধীন, প্রেমে স্বামীর অধীন, স্নেহে সন্তান দেবরাদির অধীন,—তাঁহার স্বাতন্ত্র্য নাই, তবুও তিনি অধীনে স্বাধীন। হিন্দুনারীর জীবন শত বন্ধনে বাঁধা, সে বন্ধন মনু দেন নাই, সে বন্ধন পরাধীনতা নহে। সে বন্ধন আশ্রয় আশ্রিতের পরস্পরের বন্ধন, তাহার নাম—ভক্তির পরিপুষ্টি, স্নেহের অবলম্ব, প্রেমের পরিপূর্ণতা, কর্ত্তব্যের স্বাভাবিক বিকাশ চেষ্টা।

আমাদের এক বাল্য-সুহৃদ্,—"বিষবৃক্ষ" পড়িয়া রাত্রে স্বপ্নের ঘোরে 'কুন্দ কুন্দ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন। শেষে নিদ্রা ভঙ্গের পর, পত্নীর মুখে ব্যাপারটা শুনিয়া তিনি এতদূর লজ্জিত হইয়াছিলেন যে—প্রতিজ্ঞা করিয়া উপন্যাস পড়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

পাপের চিত্র আঁকিতে হয়—পুণ্যের প্রভাব দেখাইবার জন্য। তোমরা যে পাপের চিত্র আঁক,—তাহার উদ্দেশ্য কি? তোমরা ত পাপ পুণ্যের পার্থক্যই স্বীকার কর না। সতী অসতী তোমাদের চ'খে একই জিনিষ। তোমাদের নাটক, নভেল, কবিতা, সন্দর্ভ,—মেয়ে-ছেলেদের হাতে দেখিলে আমাদের বুক কাঁপিয়া উঠে। তোমাদের সাময়িক পত্রে—আর্টের ধূয়া ধরিয়া নগ্ন চিত্র বাহির হয়।

যদি সাহিত্যের পরিপুষ্টিই তোমাদের লক্ষ্য থাকে, তবে পাপের চিত্র কমাইয়া দাও, পুণ্যের মূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠুক। দোহাই তোমাদের বুড়ার কথাটা শুনিবে কি?

ছাতা বিভ্রাট্।

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
বি, এ, কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

শনির দৃষ্টি পড়লে পোড়া মাছও যে পালিয়ে যায় এ কথাটা খুবই সত্য।

আজ কবছর ধরে আমার ছাতাগুলো শনির দৃষ্টিতে যে কি অদ্ভুত রূপে অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে তার গল্প আজ কর্ব্বো।

প্রায় দু'বছর পূর্ব্বে আমি একটী ছাতা ব্যবহার কর্ত্তাম। সেটী আমার ভারি পছন্দসই ছিল। যেমন হাল্কা, তেমনি মজবুদ্ আবার তেমনি সৌখিন। ছাতাটী প্রায় নতুনই ছিল, এমন সময় কোন ব্রহ্মজ্ঞানী আত্মরত চোর তাকে আত্মসাৎ করে বসে রইল।

তখন পকেটে ঘুঘু বাসা নিয়েছে, কাজেই নতুন ছাতা কেনবার শক্তি নেই। আমার ধাত অতি খারাপ হলেও ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র মাথার উপর দিয়ে যেতে লাগল।

তাই দেখে এক ছাত্র দয়াপরবশ হয়ে বল্লে, "আপনি আমার ছাতাটা দিনকতক ব্যবহার করুন।" আমি প্রথমে না, না, করলাম, তারপর তার ছাতাটা গ্রহণ করলাম, ছাতা মাথায় দিয়ে দিয়ে এরূপ পরবশ হয়ে উঠেছিল।

ছাতাটী খুব দামী, তারপর পরের জিনিষ, তাই সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকতাম, এবং খুব যত্নে রাখতাম। এমনি করে দিনকতক কেটে গেল। তারপর একদিন চিৎপুর রোডে দাঁড়িয়ে কোন লোকের সঙ্গে কথা বলচি। ছাতাটা ঠিক লাঠির মত রেখেছি। এমন সময় দেখি, সেটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। "হা হা ছাতা জ্বলছে" বলে লোক জমে গেল। আমি হতবুদ্ধি হ'য়ে ছাতাটা ঠকাস্ ঠকাস্ করে ঠুকতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু হুতাশন দৃক্‌পাত না করে সেটীকে ভস্মীভূত করে তবে ছাড়লে।

যাক্। ছাত্রকে দাম দিয়ে সেই রকম একটী ছাতা কিনে দিতে হলো এবং প্রতিজ্ঞাটা আরো দৃঢ়ীভূত হল। জীবনে কখনো ছাতা মাথায় দিব না। এমনি করে দুই তিনমাস কাটলো।

একদিন ঘোর রাত্রে এক ছাত্রের বাড়ী হতে পড়িয়ে আসবার সময় বৃষ্টি আরম্ভ হলো। ছাত্র জিজ্ঞাসা করলে স্যর, ছাতা আনেন না কেন? কারণ বলতে গিয়ে তাকে ছাতা বিভ্রাটের সমস্ত ঘটনা বললাম। সে একটী গোরন ছাতা এনে দিয়ে বল্লে "এটা আপনাকে নিতেই হবে আমার আর একটা নতুন আছে।"

আশ্চর্য্য ব্যাপার! ছাতা যেতেও ছাড়বেনা। আসতেও ছাড়বেনা। আমি কিন্তু কিছুতেই নিতে স্বীকৃত হলাম না।

পার্শ্বের ঘরে ছাত্রের পিতা ছিলেন, তিনি ব্যাপার জানতে পেরে নিজে এসে ছাতাটী নেবার জন্যে আমায় অনুরোধ করতে লাগলেন। এ অনুরোধ এড়ান বাস্তবিকই শক্ত, কাজেই বাধ্য হয়ে ছাতাটী নিতে হলো এবং সেটীকে নিজস্ব করে দিনকতক ব্যবহার কর্ত্তে লাগলাম।

সেদিন বেশ মনে আছে, বিজয়া দশমী। বিকালবেলা নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট দিয়ে ঘটা করে একটী প্রতিমা ভাসান চলেছে, শুনতে পেয়ে ক্ষণেকের জন্য বাসা খুলে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপর ঘরে ঢুকে দেখি, সে ছাতাটী অদৃশ্য হয়ে গেছে। ঘরে সব থরে থরে সাজান রইল, আর ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো গেল আমার ছাতাটা।

তখন প্রতিজ্ঞাটা এত ভীষণ হয়ে উঠলো যা দেখলে পিতামহ ভীষ্মদেরও তাক লেগে যেতো! বাস্তবিক, ছাত্র

জীবন ত্যাগ করে একেবারে উগ্রতপস্বী হয়ে উঠলাম। এরকম করে মাস আষ্টেক কেটে গেল।

তারপর ঘন বরসা এসে দেখা দিলে। সর্ব্বদাই ভিজি আর সর্ব্বদাই সর্দ্দিতে ফ্যাঁচ্ ফোঁচ্ করি। সর্দ্দিকাসি নিবারক ওষুধের জাহাজ পেটে পুরতে লাগলাম, কিন্তু তবুও "প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু"।

এইরূপ অবস্থা নিয়ে একদিন শ্বশুর বাড়ী গেলাম। উঃ! আজ মনে পড়ে সেই শ্বশুরবাড়ী যাবার দিন। গাড়ী হতে নেমেচি, আর আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। অথচ পার হতে হবে ৫।৬খানি মাঠ আর আধডজন গ্রাম। সেই সমস্ত পথটা ভিজে ভিজে শেষে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হলাম।

শ্বশুর বাড়ীতে দিন দুই পড়ে রইলাম, কিন্তু আর ত থাকা যায় না। কলিকাতার দক্ষিণ হস্তের টান ধরবে যে, কাজেই ফিরে আসবার আয়োজন কর্ত্তে লাগলাম। তখনো কিন্তু দুর্য্যোগ পুরামাত্রায় আছে। একে ভিজতে ভিজতে গেছি, তারপর যদি আমিও এমনিকরি তাহলে কি আর বাঁচতে হবে? এই বলে শাশুড়ী ঠাকরুণ কিছুতেই আসতে দেবেন না। কিন্তু আমার না এলে যখন চলবে না, শুনলেন, তখন আমায় শ্যালার একটী ছাতা এনে বল্লেন, "তবে এইটে নিয়ে যাও" আমি চমকে উঠে বল্লাম—না, মা মাপ কর্ব্বেন আর কারুর ছাতা মাথায় দিচ্চি না (যাকে আগের গল্প করেছি)। মরে যাই সেও ভাল তবুও ছাতা কিনছি না, আর পরের ছাতা মাথায় দিচ্চি না।" কিন্তু শাশুড়ী শুনবেন কেন? কুরুক্ষেত্র কাণ্ড জুড়ে দিলেন। অগত্যা আমায় ছাতা নিতেই হলো।

যখন কল্‌কেতায় বাসায় এসে পঁহুছিলাম তখন অনেক রাত হয়েছে। ছাতাটা ঘরের এককোণে রেখে শুয়ে পড়লাম এবং পরদিন যথাপূর্ব্বং সাংসারিক কাজে ব্যাপৃত থাকলাম। অনেকদিন ছাতা ব্যবহার করিনি নাকি ভাল ছাতার কথা মনে ছিল না। দুপুর বেলা হঠাৎ মনে পড়াতে সব কাজ ফেলে ছুটে বাসায় এসেছি, সে ছাতা আর নাই! তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, সকলকে জিজ্ঞাসা কল্লাম, কিন্তু কেহই সংবাদ দিতে পাল্লে না। তখন মাথায় হাত দিয়া পড়লাম্। হায়রে শণি! তোর আজ নিয়মগামিনী প্রবৃত্তি দেখে হাসিও পায় দুঃখও পায়। আগে তুই রাজ রাজড়ার রাজত্ব কেড়েকুড়ে নিতিস্, আর এখন কিনা গরীবদের ছাতার রোগ।

তার পর এক বছর হয়ে গেছে আর ছাতা ব্যবহার করিনি, কখনো কিনবো বলে আশাও নাই! হ্যাঁ, মাঝে ৺রামনারায়ণ গণেশলাল ভকতদের বাড়ী শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে, পণ্ডিতবিদায়ে একটা ছাতা উপহার পেয়েছিলাম। ছাতাটী দিন কতক ব্যবহার করেছিলাম বটে, কিন্তু তাতে আর মায়া ফেলিনি। তবে পাঠকদের বলে রাখি, সেটাকেও আজ মাস কতক দেখতে পাচ্চি না। যার কাজ সেই করেচে ভেবে এবারে আর অন্বেষণ মাত্রই করিনি। থাক্ যাক্ শণিপ্রিয় আপদ্ না থাকলে ভাল।

কিন্তু এখন ভাবি আলাদা! সত্যই কি এ শণির কাজ, না কোন অশরীরী দেবতার কাজ! সেই দেবতা স্বর্গের, সেই দূত যেন আমার মঙ্গলের জন্যই, আমার মাথা হতে ছাতা কেড়ে নিচ্চে! তার "ক্ষীণ অথচ মর্ম্মভেদী" বীণা যেন আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌চে "ওরে মূঢ়! বৃথা কেন ছাতা দিয়ে মাথা আবৃত করে রাখছিস্। তুই কি জানিস্ না, অন্তরীক্ষ হতে, স্বর্গ হতে যাহা তোর মাথায় পড়চে, যাকে তুই ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র বলে এত ভয় পাস সেই ঝড়বৃষ্টি রৌদ্র দেবতার আশীর্ব্বাদ ধুয়ে এসে স্বর্গ হতে মর্ত্ত্যে পতিত হয়। ঝড় বৃষ্টি রৌদ্রকে নিবারণ করাও যা দেবতার আশীর্ব্বাদ হতে বঞ্চিত হওয়াও তা।

নভঃস্থল ও মস্তকের মাঝে কোন ব্যবধান রাখিস না রাখিস না।" কেজানে, আমার ছাতা খোয়া যাওয়া এ শণির কাজ কি আমার কল্যাণকামী কোন এক অদৃশ্য হস্তের কাজ!

পারস্য

(১) তুরুষ্ক ও আরবের পূর্ব্বে পারস্যদেশ। ইহার দেশীয় নাম ইরাণ অর্থাৎ আর্য্য। তথায় আর্য্যজাতি বাস করিত। পারস্য অতি প্রাচীন দেশ। তৎকালে এই দেশ বিখ্যাত ছিল। ইহার পরিমাণ ফল ৬৪০০০০ বর্গ মাইল—লোক সংখ্যা প্রায় এক কোটী। ইহারা মুসলমান জাতি।

(২) ৫৫৯ খ্রীঃ পূঃ সাইরাস্ পারস্যরাজ্য স্থাপন করেন। ৩৩১ খ্রীঃ পূঃ ম্যাসিডোনিয়ার অধিপতি আলেকজাণ্ডার

কর্ত্তৃক এই নগর বিধ্বস্ত হইয়াছিল। প্রায় শত বৎসর পরে, ইহা নূতন করিয়া গঠিত হইয়া আমাডেনে রাজধানী স্থাপিত হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারক মহাপুরুষ মহম্মদের জামতা ফিলিফ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া ইসপাহান নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৩২ খ্রীঃ আফগানগণ কর্ত্তৃক বিজিত হয়। কিন্তু ইহা নাদিরসাহ অধিকার পূর্ব্বক স্বাধীন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, ১৭৭৯ খ্রীঃ তদীয় জনৈক সেনাপতি পারস্যরাজ্য অধিকার করেন। তদবধি ইহা একটী স্বতন্ত্র স্বাধীনরাজ্যে পরিগণিত।

(৩) ১৭৩৯ খ্রীঃ পারসীক নরপতি নাদিরসাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ পূর্ব্বক দিল্লীশ্বর মহম্মদ সাহকে কর্ণালের যুদ্ধে পরাভূত করিয়া দিল্লী নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি হীরকশ্রেষ্ঠ কোহিনুর, সুপ্রসিদ্ধ ময়ুরসিংহাসন ও বিস্তর নগদ অর্থ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

(৪) পারস্য সম্রাটের তিহরান রাজধানীর প্রাসাদ অতুল ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। একটি কক্ষ আয়না দ্বারা সুসজ্জিত এবং সমুদয় মেজে কার্পেট রেশম বিস্তৃত। সেই গৃহের টেবেল চেয়ার প্রভৃতি সমস্তই স্বর্ণনির্ম্মিত। যে গৃহে ভারতের সুবিখ্যাত ময়ুর সিংহাসন আছে, তাহার ঐশ্বর্য্য জগতে অতুলনীয়।

(৫) সাহের রাজপ্রাসাদের প্রধান কক্ষে একখানি পারস্য দেশীয় কার্পেট প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া অনবরত ব্যবহার হইয়াও এখনও অচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। শাল, কার্পেট ও তরবারির জন্য এই দেশ সমধিক প্রসিদ্ধ। সাহের একখানি তরবারি আছে তাহার মূল্য—দশ হাজার পাউণ্ড।

(৬) পৃথিবীতে যত রাজমকুট আছে, তন্মধ্যে পারস্য সম্রাটের মুকুটে যত মূল্যবান রত্নাদি বিদ্যমান তদ্রূপ আর কোন দেশের রাজ মুকুটে দেখিতে পাওয়া যায় না। পারস্যপতি যেরূপ অপূর্ব্ব মুক্তারমালা ব্যবহার করেন সেরূপ মুক্তারমালা কোন নৃপতির ভাগ্যে ঘটে না।

(৭) পৃথিবীর দ্বাদশটী রাজধানীও প্রধান প্রধান নগরের সময় নিরূপণ করিতে পারা যায়, এরূপ একটী ঘড়ি সাহের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার মধ্যস্থলে রাজধানী তিহরানের সময় নির্দ্দেশ করিবার জন্য অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একটী অংশ আছে। চতুষ্পার্শ্বে কয়েকটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র গোলকে লণ্ডন, সেণ্টপিটাসবর্গ, প্যারিস বার্লিন, রোম, ভিয়ানা, কনষ্টাণ্টিনোপল, ইওকোহামা, ওয়াসিংটন, পিকিন, সমরকন্দ ও বোম্বাই—এই দ্বাদশটি স্থানের সময় জানিতে পারা যায়।

(৮) পারস্য দেশে এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার পুষ্প রাত্রিকালে প্রস্ফুটিত হয়। আকাশের প্রথম তারকার সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃক্ষের প্রথম পুষ্প ফুটিয়া উঠে এবং রাত্রি গভীর হওয়ার সহিত সম বৃক্ষস্থ অনেক ফুল ভরিয়া যায়। তৎপরে যত প্রভাত হইয়া আসে, বৃক্ষের পুষ্পগুলিও শুকাইতে থাকে। অবশেষে সূর্য্যোদয়ের সময় আর কোন পুষ্প দেখিতে পাওয়া যায় না।

(৯) পারস্য দেশে এক অদ্ভুত পদ্ধতি আছে, বাড়ীতে কেহ মরিলে, যাহারা মৃতের উদ্দেশ্যে শোক প্রকাশার্থ আগমন করে, তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে একটি বোতল দেওয়া হয়। সেই বোতলে আগন্তুকেরা শোকাশ্রু ভরিয়া রাখে। প্রকাশ যে, চিকিৎসক যে রোগীর আশা একবারে পরিত্যাগ করেন, ঐ অশ্রুজল সেবনে তাহার ব্যাধি দূর হয়।

(১০) পারস্যদেশে নানাবিধ বহুমূল্য ধাতু ও পারস্য-উপসাগরে উৎকৃষ্ট মুক্তা পাওয়া যায়। তথায় এখনও শিকারী বাজ পক্ষী পুষিবার প্রথা আছে, প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক বাজ পক্ষী পুষিয়া থাকে। হিন্দুদিগের ন্যায় পারসীকেরাও অশৌচ হইলে দাড়ি গোঁপ মস্তক কামাইয়া থাকে। এ দেশের রেশমের বস্ত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্য্য পূর্ণ দ্রব্য সমূহ প্রসিদ্ধ। তথায় অনেকগুলি লবণ হ্রদ আছে। গ্রীষ্মকালে অত্যধিক গরম ও শীতকালে বিলক্ষণ শীত হয়। বৃষ্টিপাত খুব কম হইয়া থাকে।

নসীরামের ঢোল।

(শ্রীহংসানন্দ বকধর্ম্মী লিখিত)

নসীরাম চক্রবর্ত্তী কোন এক ক্ষুদ্র জমিদারের ছেলে। বাল্যকাল হইতে বাপ মার অত্যধিক আদরে, নসীরাম লেখাপড়ায় আদৌ মনোযোগী ছিলেন না। তিনি বাল্যকাল হইতে ঢোলকের বাদ্য বড় ভালবাসিতেন। স্বগ্রামে বা পার্শ্ববর্ত্তী কোনও গ্রামে যাত্রাভিনয় হইতেছে শুনিলে, নসীরাম উল্লাসিত মনে সেখানে উপস্থিত হইয়া

অভিনয় দর্শন করিতেন এবং ঢোলকের বাদ্য শুনিয়া বিমোহিত হইতেন। ঢোলকের গুর, গুব, শব্দ তাঁহার বক্ষঃযন্ত্রে প্রতিধ্বনিত হইয়া তাঁহাকে একান্ত বিহ্বল করিয়া তুলিত, তিনি মনে মনে যথাসাধ্য ঢোলকের বোল আয়ত্ত করিয়া, সর্ব্বদা দুই হাতে বুক চাপড়াইয়া ও নিতম্বদ্বয় বাজাইয়া ঐ সব বোলের খসড়া প্রস্তুত করিতেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত গ্রামবাসী কোনও বৈষ্ণব ভবনে গমন করিয়া, তাহাদের একখানি ঢোলক লইয়া, গুম্ দাম্ শব্দে পিটাইয়া শ্রোতৃবর্গের বিস্ময়োৎপাদন ও প্রতিবাসিগণের নিদ্রার ব্যাঘাত করিতেন। কয়েক বৎসর এইরূপ চর্চ্চার দ্বারা নসীরাম একটা প্রকাণ্ড বায়েন হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার জীবনের উচ্চাকাঙ্খা ছিল একটা যাত্রার দল করিয়া তাহাতে ঢোলক বাদন করিবেন। ক্রমে যৌবন প্রাপ্তি সহকারে নসীরাম অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, কোনও প্রকারে গোটাকতক ছেঁড়া পায়জামা, ছাতার কাপড়ে রাংতা বসাইয়া সাজ পোষাক, জুড়িদের গোটাকতক চোগা চাপকান, খানকতক টিনের তরবারী, বাঁশের ধনুক, গোটাকতক পরচুল, খানকতক পুরাণো সাড়ী, একটা ঢোলক, একঝাল বাঁয়া তবলা, কয়েক ঝাল মন্দিরা প্রভৃতি সরঞ্জাম লইয়া নিকটবর্ত্তী কঙ্কনালি নামক নিরবচ্ছিন্ন এক চাষার গাঁয়ে গিয়া এক তন্তুবায় ভবনে আড্ডা গাড়িলেন ও একটা রামলীলার পালা সংগ্রহ করিয়া, যাহাদের মধ্যে জনকতক অভিনেতা স্থির করিয়া লইয়া, ঐ সকল নিরক্ষর লোককে মুখে মুখে পাঠ অভ্যাস করাইতেন এবং ঐ পল্লীর রাখালবালকদের কাহাকেও বা স্ত্রীলোকের পাঠ অভ্যাস করাইতেন, কাহাকেও বা নর্ত্তকীর অংশ শিক্ষা দিতেন। পাঁচটি ছয়টি রাখালবালককে ছোকরার গান শিখাইতেন। তাহাদের উচ্চারণের শুদ্ধাশুদ্ধির দিকে তাঁহার কোনই খেয়াল ছিল না, তিনি তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া কেবলই বলিতেন, "তোরা যা পারিস বক্তৃতা আদি করিস, সকল দোষ ঢাকিয়া লইবে আমার ঢোলকের চাঁটিতে।"

সুর যন্ত্রের দরকার। নসীবাবু কি করেন, চন্দনপুরের একজন বৈরাগী ভিক্ষুক গ্রামে গ্রামে পাঁচসিকা মূল্যের একখানা বেহালা লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। একদিন কঙ্কনালি গ্রামে তাহাকে বেহালা বাজাইয়া গান করিতে দেখিয়া নসীবাবু আহ্লাদে আটখানা। তাহাকে নিজের বাসায় ডাকিয়া আনিয়া যত্নপূর্ব্বক আহার করাইলেন, কিছু গাঁজা কিনিয়া খাইবার জন্য নগদ পয়সাও দিলেন, শেষে প্রস্তাব করিলেন, "ভাই বেহালায় তোমার বেশ হাত আছে, আমার যাত্রার দলে আসিয়া তুমি দিনকতক তালিম দাও। অভিনয়ের সময় তুমিই বেহালা বাজাইবে, তাহাতে তোমার প্রতি রাত্রে আটআনা করিয়া রোজগার হইবে। নারাণপুরের ক্ষেপা যতীনও অভিনয়ের সময় আসিয়া বাজাইবে বলিয়াছে। যা হ'ক এখন তুমি একটি গৎ বাজাও দেখি।" এই বলিয়া নসীরাম ঢোলক পাড়িয়া বসিলেন। বদ্দিনাথ (বৈষ্ণব) ঝোলা হইতে একটু গঞ্জিকা বাহির করিয়া আচ্ছা করিয়া দলিয়া ছোট একটা কলিকাতে সাজিল ও নারিকেলের দড়ি পোড়াইয়া সেই আগুনে কলিকাটী একটু টিপিয়া চোঁচা টান লাগাইয়া দুই তিন দমেই নিঃশেষ করিল, তারপর বেহালার এ কাণ ও কাণ টিপিয়া ঢোলকের সহিত সুর মিলাইতে চেষ্টা করিল এবং বেহালার ছড়ে রজন ঘষিয়া একটি প্রাথমিক শিক্ষার গৎ যেমন তেমন করিয়া পুনঃ পুনঃ বাজাইতে লাগিল। বৈরাগীর পো গম্ভীর ভাবে গতের বাঙ্গালা ভাষ্য সকলকে বুঝাইয়া দিলেন—

"থাক্ রে থাক্ তোকে বাঘে ধরে থাক্।
বাঘে ধ'রে থাক্ তোরে শ্যালে ধ'রে থাক্॥

নসীরাম মন্ত্রমুগ্ধ হইলেন। তিনি সোৎসাহে উঠিয়া নিজ পদরজ বেহালাদারের মস্তকে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, বাবাজি বেঁচে থাক, তোমার হাত যেমন মিষ্ট আমার দলে দিনকতক থাকলেই, তুমি দ্বিতীয় শশী ওস্তাদ হবে তার আর ভুল নেই।" বলা বাহুল্য বৈরাগীর পো মহা হর্ষে নসী চক্রোত্তিকে ভুমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল। পাঁচসিকা দামের বেহালার সুর, নসীরামের ভীমনাদী ঢোলকের শব্দেই ডুবিয়া যাইতেছিল, নসীবাবু তাতেই তুষ্ট।

কয়েক মাস পরে কঙ্কনালি গ্রামের রক্ষাকালী পূজায় নসীরামের যাত্রার প্রথমাভিনয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে দুইচারিখানি কৃষক পল্লীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে নসীবাবুর চেষ্টা হইল ভদ্রপল্লীতে বায়না সংগ্রহ করা। বায়না অর্থে তেল তামাক আর অভিনেতৃবর্গের কৃষকোপযোগী জলযোগ। এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে একবার শারদীয়া পূজায় নারায়ণ

পুরের পেন্সন প্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টার স্বর্গীয় কৃষ্ণদয়াল সিংহ মহাশয়কে নসীবাবু একবার পটাইয়া ফেলিলেন। তাঁহার বাটীতে সপ্তমী অষ্টমী দুই রাত্রি নসীবাবুর যাত্রার অভিনয়। কৃষ্ণদয়ালবাবু মহাত্মা লোক ছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের একজন জমিদার পুত্রের আব্দার তিনি অমান্য করিলেন না। বিশেষতঃ সঙ্গীতাদি শ্রবণে ও বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদে তিনি পরমোৎসাহী ছিলেন।

সপ্তমী পূজার রাত্রি। নসীরামের যাত্রা বসিয়াছে, আখড়াই আর থামেনা বদ্দিনাথ ও ক্ষেপা যতীন সেই "থাক্‌রে থাক্ তোকে বাঘে ধ'রে থাক্" গৎ বেহালায় পুনঃ পুনঃ বাজাইতেছে, কত ক্যাঁকর ক্যাঁকর করিয়া পাল্‌টিয়া উহারই মূর্চ্ছনা উঠিতেছে। আর শ্রীশ্রীনসীরাম বিপুল বিক্রমে ধাতেরে কেটে ধিতাং ধিতাং শব্দে বেহালার ক্ষীণ ধ্বনিকে ডুবাইয়া দিয়া বাদ্য কেরদানি দেখাইতেছিল, এইরূপে এক প্রহর কাটিয়া গেল, ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে লাগিল। সাজঘরে সাজ পরিয়াছে বিলম্বে ব্যাপার অনুসন্ধানে যাহা জানা গেল, তাহাতে একটা হাস্যরোল উঠিল। প্রথমেই যে কৃষকটির প্রবেশের কথা, সে কৃষ্ণদাস বাবুরই জনৈক প্রজা, আলু বেগুনের চাষ করে ও নিত্য মাথায় করিয়া পাটুলির বাজারে বিক্রয় করিয়া আসে। সে বলিতেছে আমি জমিদারের সাম্‌নে কিরূপে বাহির হইয়া অভিনয় করিব, আমি কখনই তা পারিব না, তখন নসীবাবু স্বয়ং উঠিলেন ও নারদের দাড়ি পরিয়া নামাবলী গায়ে দিয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়া কোনও রূপে মানরক্ষা করিয়া গেলেন, তার পরে দুই একটি দৃশ্য অতি কষ্টে হইবার পর, আর কেহ আসেও না ও অভিনয় তাক্ ছাড়া হইয়া যাইবার মত হইল, দর্শকেরা অনেকেই বিরক্ত হইয়া পলাইতে লাগিল; নারদ বেশে তখনও নসীবাবু ঢোলকের কাছে বসিয়াছিলেন। শ্রোতৃবর্গ উঠিয়া যায় দেখিয়া নীরদ বেশী বায়েন শ্রীশ্রীনসী রাম উঠিয়া আসিয়া আসরে দাঁড়াইলেন ও কৃতাঞ্জলি পুটে সকরুণ স্বরে সকলকে নিবেদন করিলেন, মহাশয়গণ দয়া করিয়া উঠবেন না, ছাতারের মুখে কৃষ্ণ বুলি বলান যেমন অসম্ভব, এই চাষা বেটাদের মুখে শুদ্ধ ভাষায় বক্তৃতাভিনয় ও সেইরূপ, আমার দলের অভিনয়ই ঐরূপ, তবে শুনিবার বিষয় আছে তাহা আমার ঢোলক, আপনারা দয়া করিয়া একটু বেহালার গৎ ঢোলক শুনুন ও যথার্থ গুণ গ্রাহী, থাকিলে তাহার বিচার করুন" এই বলিয়া অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া বেহালাওয়ালাকে বলিলেন "বাজা ত বদ্দিনাথ, ভাল ক'রে একবার গৎ" বলিয়াই ঢোলকের কড়া নাড়িয়া চাড়িয়া চাটি আরম্ভ করিলেন; বদ্দিনাথ বাবাজীও ক্ষেপা যতিন ও সেই সেই মামুলি গত ধরিলেন 'থাক্‌রে থাক্ তোরে বাঘে ধরে থাক্' ঢোলকের ভীম ভৈরব রবে শ্রোতৃবর্গ নিতান্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়া পড়িতে লাগিলেন, এদিকে এইসব দেখিয়া মনের দুঃখে অভিমানে নসীবাবু ঢোলকের ডাইনেতে চাটির বদলে এমন এক কিল মারিলেন যে, চামড়া ফাঁসিয়া তাহার হাত রুধিরাপ্লুত হইল।

এখন ও তখন

(শ্রীকুঞ্জবিহারী মিত্র)

বড় ভালবাসি তোমা বাসিরে "তখন"
কেমনে বিস্মৃতি নীরে
লুকাইছে ধীরে ধীরে
অতীতের স্মৃতি গুলি—সোণার স্বপন
কোথায় "এখন" আর কোথা সে "তখন"।
"তখনের" রাজপীঠে রাজিছে "এখন"
তবে কেন সেই হাসি
হৃদয়ে পশেনা আসি
বাজেনা বীণাটী মোর কেনরে তেমন
"তখনের" করে তাহা বেজেছে যেমন।
"তখনের" রাজলক্ষ্মী পেয়েছে "এখন"—
তবুরে যেদিকে চাই
কেন শুধু হের ছাই
তবু কেন কাঁদে প্রাণ কে জানে এমন
কেন নাহি মিলে যাহা মিলেছে "তখন"।
এইত সে হাসি খুসি—নহেত তেমন
এ যে জোর করে হাসা
জোর করে ভালবাসা
পরাণ মাতান নহে এ যে সে নিরূপ
না জানিরে কত ভেদ "এখনে" "তখন"।
বিদ্যা বুদ্ধি গরিমায় মণ্ডিত "তখন"
হরিতে পাপের ভার
বহাতে পুণ্যের ধার

প্রাণ বিনিময়ে প্রাণ দিত বিসর্জ্জন—
আছে কি সে সব রত্ন তোমার "এখন"।
স্বার্থত্যাগ কারে বলে জান কি "এখন"?
আপনি আপনা লয়ে
ভীষণ যাতনা সয়ে
জ্বলিছ পুড়িছ মজা দেখিছ কেমন—
তোমার তুলনা ভবে তুমিই "এখন"।
"তখন" তোমারে চাহি চাহিনা "এখন"
তোমার সাথেতে রব
পুরাতন স্মৃতি পাব
চাহিনা অসার তোমা চাহিনা "এখন"
শান্তি চাই যেই শান্তি পেতাম "তখন"।
বৃথা চাকচিক্যে শুধু ঝলসে নয়ন
নাহিক আনন্দ রোল
বারমাস হট্টগোল
হাসি আবরণে ঢাকা কেবল ক্রন্দন
নাচুক "এখন" রঙ্গে—গিয়াছে "তখন"।

মজলিস।

গত ২০শে ফাল্গুন বুধবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্স্থ ভারত সঙ্গীত সমাজে রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ এম-এল-সি ও শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এল-সির আহ্বানে মজলিসের দ্বিতীয় বার্ষিক পঞ্চম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ বি-এল, শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এল-সি, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম-এ, শ্রীযুত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ(পাথুরিয়াঘাটা), শ্রীযুত ভুবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ঘোষ (মোন্তা বাবু) শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাকুলিয়া) শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র ঘটক (অবসর প্রাপ্ত মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট্) শ্রীযুত বিজয়লাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত প্রমথনাথ রায়, শ্রীযুত ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দাস শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত পীযূষকান্তি ঘোষ শ্রীযুত হেমেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত, শ্রীযুত নলিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুত অনাথনাথ বসু, শ্রীযুত কার্ত্তিকচন্দ্র সেন শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গোস্বামী, শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী শ্রীযুত রাইচাঁদ বড়াল, শ্রীযুত গোপালচন্দ্র দাস প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য লোক মজলিসে যোগদান করিয়াছিলেন শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে বিচারপতি শ্রীযুত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় পরলোকগত সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ ৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। সভাপতি মহোদয় বলেন, এই সভায় সঙ্গীতজ্ঞ অনেক সজ্জন উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের ভিতর হইতে কোন যোগ্য লোককে সভাপতি পদে বরণ করিলে শোভনীয় হইত। আমি শ্রোতা হইয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু আমাকে সভাপতি হইতে হইল। সুখের বিষয় অপরাপর শোক সভায় যেরূপ বক্তৃতার স্রোত বহে, এ সভায় সেরূপ হয় নাই। তাঁহার বহু শিষ্য ছিল, তন্মধ্যে এখানে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহারা তাঁহার উদ্দেশে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। তিনি উত্তাপবিহীন স্নিগ্ধ আলোকের মত ছিলেন। তিনি অনেক বড় বড় রাজা মহারাজার মজলিসে যাইতেন বটে, কিন্তু কখনও বড়মানুষী চাল চালেন নাই। তিনি আশা করেন, গোস্বামী মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষিত হইবে এবং স্মৃতি রক্ষিত হইলে তিনি তাহাতে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সভাপতিকে ধন্যবাদ দিবার প্রসঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গীতজ্ঞতার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন গোস্বামী মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য একটি আদর্শ সঙ্গীত স্কুল স্থাপিত হইলে ভাল হয়। সভান্তে গান বাজনা হয়।

বটকৃষ্ণপালের

এডওয়ার্ডস্ টনিক

বা

য়্যাণ্টি-ম্যালেরিয়াল্ স্পেসিফিক।

অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এমত আশু ফলপ্রদ

মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য—বড় বোতল ১।৷০ প্যাকিং ডাকমাশুল ১৲ টাকা।
ছোট বোতল ১৲ „ ৸০ আনা

রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শ্বেলে লইলে খরচ অতি সুলভ হয়।

পত্রদ্বারা নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট্

(কলিকাতা হেল্‌থ্ অফিসারের ব্যবস্থানুসারে প্রস্তুত)

অধুনা সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী যেরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে উহার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে কলিকাতার হেলথ্ অফিসারের আবিষ্কৃত ট্যাবলেটই একমাত্র অবলম্বন। তিনি অক্লান্ত গবেষণার দ্বারা এই ট্যাবলেট আবিষ্কার করিয়া বহু সংখ্যক রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (formula) অনুসারে এই ট্যাবলেট প্রস্তুত করিয়া জনসমাজে প্রশংসনীয় হইয়াছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ২৫ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি ৸০ আনা মাত্র।

সিরাপ অব হাইপোফস্ফাইট

অফ লাইম।

শ্বাসনালী প্রদাহ, হাঁপানি, স্বরনালী এবং মলকোষ্ঠের উত্তেজনা, স্বরভঙ্গ, সর্দ্দি, কাশি, ক্ষয়কাশ প্রভৃতি যাবতীয় কণ্ঠনালীর পীড়ায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ইহাতেও ক্ষুধার বিশেষরূপে উদ্রেক হইয়া থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা মাত্র।

মহামান্য ভারতের বড়লাট সাহেব বাহাদুর কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত।

কেমিষ্টস এণ্ড ড্রগিষ্টস ১ ও ৩ বনফিল্ডস্ লেন, (চীনাবাজার) কলিকাতা।

সোল এজেণ্টস:—

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং

ফুটবল! ফুটবল!!

আমাদের বল উৎকৃষ্ট কাউ হাইড হইতে সুদক্ষ কারিকর দ্বারা বিলাতী নিরগুলে সেলাই হইয়া থাকে—বিলাতী বলের মত আমাদের বলের সেপ ঠিক থাকে ও সেইরূপ মজবুত হয়। (ব্লাডার ও লেস সহ) ১নং বল ১৸০, ২নং ২৷৷০, ৩নং ৩।০, ৪৷৷০, ৪নং ৪৷৷০, ৫৲, ৫নং ৫৷৷০, চাম্পিয়ান ৮৲, শিল্ড চ্যাম্পিয়ান ৯৲, শিল্ড ম্যাচ ১০৷৷০ ঐ ক্রোম ১৪৲ ইণ্টার ন্যাসন্যাল ১১৷৷০ ঐ ক্রোম ১৫৲ শিবদাস ১২৲ ঐ ক্রোম ১৫৷৷০। ব্লাডার—১নং ৸৵০ ২নং ১৲ ৩নং ১।০ ৪নং ১৷৷০ ৫নং ১৸০ ইনফ্লাটার ১৷৷০ ১৸০ ২৷৷০। পত্র লিখিলে বিনা খরচায় ক্যাটলগ পাঠান হয়।

ডাক্তার ও রোগীর আবশ্যকীয়

যাবতীয় দ্রব্যাদি যথা—

থার্ম্মমিটার, ষ্টেথস্কোপ, ইঞ্জেক্‌সানের যাবতীয় সরঞ্জাম ছুরি, কাঁচি, ডুস, বেডপ্যান, আইসব্যাগ, দন্ত, কণ্ঠ, চক্ষু স্ত্রীচিকিৎসা ও সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রোপচারের যন্ত্রাদি এবং এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ব্যাগ ও পকেট কেশ সুলভমূল্যে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়।

মজুমদার ব্রাদার্স

৮৩।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রামোফোন ক্রেতাগণের সুবর্ণ সুযোগ

অভাবনীয় মূল্য হ্রাস হইয়াছে, মূল্য ৩০৲ টাকা হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। মেসিন ক্রয় করিবার পূর্ব্বে অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের দোকানে পদার্পণ করিবেন।

জে এন ঘোষ

গ্রামোফোন ও হারমোনিয়াম বিক্রেতা

৮৪-২ নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা

মজলিস-বৈঠক

'মজলিস' বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, (কাশীমবাজার) মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর) রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এক, আর, সি, আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর আসাম), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহারাজা কুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্বেল প্যালেস), শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল্ (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি এল, জমিদার রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার, (চাকুরিয়া), শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত জগত-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার. শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর. শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিজা [illegible] মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নবীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় রন্ধুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ নির্মলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল. সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে, জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ [illegible] জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক [illegible] সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, শ্রীযু ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লাভপুর), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি এস শ্রীযুক্ত [illegible] পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল, এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ নদীয়া), কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ শ্রীযুক্ত [illegible] সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়), শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি রঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, শাঁখারিটোলা, শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুখাঁ কৌন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার (পাথুরিয়াঘাটা [illegible]) ও সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার পাথুরিয়া ঘাটা।

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা. শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক

Regd. No. C. 1116

মজলিস

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [৩৪শ সংখ্যা

১৩৩১ সাল, ২১শে চৈত্র শনিবার, নগদ মূল্য ১০ পয়সা।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ, ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস কার্য্যালয়—২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সেল ! সেল !! সেল !!!

গ্রাণ্ড রিডাকসন সেল, সস্তার চূড়ান্ত।

জগৎবিখ্যাত "বি" টাইমপিসের আদর চিরদিন ভারতের ঘরে ঘরে হইয়া আসিতেছে। ইহার নূতন পরিচয় দিবার আর কিছুই নাই। কলকব্জা অতি সূক্ষ্ম ও মজবুত। একদমে ৩৬ ঘণ্টা চলে। গ্যারাণ্টি ৩ বৎসর। গ্রাহক—সাবধান! উপহার নামক 'অখাদ্য' লইয়া ঠকিবেন না। কারণ লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু। জগৎ-বিখ্যাত "বি" মার্কা জার্ম্মাণ দেশে প্রস্তুত দেখিয়া লইবেন। মূল্য ১টী ১৸০ এলার্ম বা ঘুম ভাঙান ২৷৷০ টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

দি টাইমপিস্ সেলার

৩০, গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পদ্মমধু

বিখ্যাত চিকিৎসকগণের সুপ্রশংসিত হাটখোল দত্তবাড়ীর পদ্মমধু ভুবন বিখ্যাত। চক্ষু উঠা, ছানি, দৃষ্টিহীনতা, রাতকাণা, ঝাপসা দেখা, চক্ষু কর্ কর্ করা লাল হওয়া পাতায় পাতায় জুড়িয়া যাওয়া চক্ষুজ্বালা ও অর্দ্ধদৃষ্টি, অদূর দর্শন প্রভৃতি চক্ষের যাবতীয় পীড়া প্রশমিত হয় এবং চক্ষু স্নিগ্ধ ও শীতল রাখে ও জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয়। মূল্য প্রতি ড্রাম ১৲ ৩ ড্রাম ২৷৷০, ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা।

এন, দত্ত ব্রাদার্স, জন্মভূমি কার্য্যালয়,
৬৭নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্ব-বিজয়-কবচ।

যাহা বহু অর্থব্যয় সাধ্য ও অসাধ্য ছিল, সেই বিশ্ব-বিজয়-কবচ সাধারণের হিতার্থে একরূপ বিনামূল্যে মাত্র খরচ বাবদ ১।৵০ আনা গ্রহণ করিয়া বিতরিত হইতেছে। এই বিশ্ব-বিজয়-কবচ শাস্ত্র অনুমোদিত ও সংশোধিত করিয়া প্রস্তুত করিতে হইলে ন্যূনকল্পে ৫০৲ টাকা ব্যয় পড়ে। এক ব্যয়ে বহু কবচ প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া ১।৵০ আনা।

ইহা ধারণে এক সপ্তাহের মধ্যে সর্ব্ব রকম বিপদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। পুরশ্চরণসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মন্ত্রশক্তি দ্রব্যগুণের অপূর্ব্ব সম্মিলন বিশ্ব বিজয় কবচ। ভক্তি সহকারে সাধ্যমত পূজা মানসিক করিয়া মন্ত্রপূত বিশ্ব-বিজয়-কবচ ধারণে মকর্দ্দমায় জয়লাভ, চাকরী প্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্যলাভ ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি, শত্রুদিগকে বশীভূত করা ও পরাভূত, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, কালাজ্বর প্রভৃতি মহামারীর হাত হইতে আত্মরক্ষা ও অকালমৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ অনায়াসে করা যায়। ইহা ধারণে অর্শ, অম্ল, স্বপ্নবিকার, আমাশয় সারে, বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়, মৃতবৎসা দোষ যায়, সুখপ্রসব হয়, নষ্ট সম্পত্তির পুনরোদ্ধার, বেশ্যাশক্ত-স্বামী স্ত্রী অনুরাগী, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সর্প-দংশন নিবারণ হয়। প্রদর, বাধক, মৃগি, মূর্চ্ছা, ভূত প্রেত, পিশাচ, উন্মাদ, চোর, ও অগ্নিভয় হইতে রক্ষা পাইবার বিশ্ব-বিজয় কবচ ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ। ইহা ধারণে কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন হয় এবং অতি দরিদ্র ব্যক্তিও ধনবান হইয়া থাকেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ শিখ, পাঞ্জাবী আপামর সাধারণ ভারতবাসী, রাজা, মহারাজা, শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই কবচ ধারণ করিয়া প্রতিদিন অভাবনীয় ফললাভ করিতেছেন।

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান—"যোগমায়া আশ্রম" বৈদ্যনাথ ধাম,
দেওঘর পোঃ, সাঁওতাল পরগণা।

এম. কে. মজুমদার এণ্ড কোং

হোমিওপ্যা

ড্রাম /৫ ও /১০ পয়সা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
ব্রাঞ্চ ঔষধালয়—১২নং সেণ্ট্রাল এভিনিউ, ২১১ নং অপার চিৎপুর রোড, ১৫৩।১ বহু-বাজার ষ্ট্রীট, ৬৬।৪ নং রসারোড, কলিকাতা।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স—পুস্তক ড্রপার সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ১০৪ শিশি ২৲, ৩৲, ৩৷৷০, ৫৷৷০, ৬৸০, ১১৷৷০ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পুস্তক (ইংরাজি) ২৷৷০ টাকা, মাশুল ৷৷৵০।

দুর্গতি মোচনের উপায়।

বেদে আভাষ পাই—এই মৌন মুগ্ধ মেদিনীর বুকে—ভারতবর্ষই নাকি তাহার সুপুষ্ট সভ্যতার প্রথম প্রচার করিয়াছিল। পুরাণে শুনি—নন্দনের নিত্য অধিবাসিনী কমলা রাণী ভারত ভূমির শান্ত তপোবনে আপনার পাদ-পীঠ রচনা করিয়াছিলেন। ইতিহাসে পড়ি—অতীত সমৃদ্ধি গৌরবে গরিয়সী ভারতভূমি, আপনার অতুল ধন সম্পদের অর্ঘ্য সাজাইয়া সকল শ্রেণীর নবাগতকে সমান উদারতায় অভ্যর্থনা করিয়াছিল। সেই মত সমণ্বয়ের, ধর্ম্ম সমন্বয়ের, জাতি সমন্বয়ের অভ্রান্ত নিদর্শন মহাদেশ আজ মহত্বের শ্মশান। পরম দুঃখ ও চরম দৈন্য—আজ তাহার সমস্ত শোভন শ্রী মুছিয়া ফেলিয়া জীর্ণ কঙ্কালে পরিণত করিয়াছে। অলস আত্মহারা অদৃষ্টবাদী পৌনঃপুনিক জন্ম বিজৃম্ভিত অশীতি লক্ষ-যোনিতে ভ্রাম্যমান জীব আমরা—ধ্বংসাবশেষের উপর কোনও রকমে বাঁচিয়া রহিয়াছি।

যে দেশে ভোগের জন্যই ভগবান এক হইয়াও বহু হইয়াছিলেন, সে দেশ আজ এত দরিদ্র-এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত কেন? অনেকদিন ধরিয়া অনেকেই ইহা ভাবিয়া আসিতেছেন। এ দেশের এই দারুণ দারিদ্র্যের কারণ কি? কেহ বলেন—ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতা, কেহ বলেন জাতিভেদ, কেহ বলেন-ধর্ম্মের গোঁড়ামি, কেহ বলেন—মনের ভাঁড়ামি, কেহ বলেন—ভাগ্যের অভিশাপ, কেহ বলেন—সামাজিক পাপ, কেহ বলেন—বাল্য পরিণয়, কেহ বলেন—জ্ঞানের অপচয়, কেহ বলেন—কুসংস্কারের প্রভাব, কেহ বলেন বিধবা বিবাহের অভাব, কেহ বলেন—ছুঁৎমার্গ, কেহ বলেন—বিলাসিতা, কেহ বলেন—সার্ব্বজনীন বিদ্যাশিক্ষার অপ্রসার, কেহ বলেন প্রাচীন নীতির পরিহার। এইরূপ নানা মুনির নানা মত, সুতরাং এ অবস্থার প্রতিকার করা মানুষের সাধ্যাতীত।

সুখের বিষয় এতদিনে রোগ ধরা পড়িয়াছে। মনীষী মিঃ মার্টেন—যিনি একদিন আদম সুমারীর কর্ত্তা হইয়া, লোকতত্ত্ব নিরূপণে অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন,—সেই সুপ্রসিদ্ধ জন-রহস্যবিদ্ সাহেব, সাগর পারের বিরাট সভায় সকলের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন—ভারতের লোক সংখ্যা অতিরিক্তরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং তাহারই ফলে ভারতের এই ঘোর দারিদ্র্য উপস্থিত হইয়াছে। এ যখন সাহেবের "শ্রীমুখের বচন", তখন অবিশ্বাস করা চলে না। সাহেব প্রতিকারের পন্থাও দেখাইয়াছেন, তিনি উপদেশ দিয়াছেন ভারতের জনসাধারণের অবস্থা ভাল করিতে হইলে, তাহাদের দুঃখ ও দুর্দ্দশা মোচন করিতে হইলে এই লোক সংখ্যা কমাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

ভারতের ভাবনা ভাবিয়া মহামতি মার্টেনের যে মাথা ব্যথা হইয়াছে—এজন্য আমরা তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ। "লোক সংখ্যা বৃদ্ধি—ভারতের দুর্গতির হেতু, সে দুর্গতি দূর করিবার জন্য লোক সংখ্যা কমান উচিত"—মার্টেন সাহেব গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া—একথা প্রচার করিয়াছেন। মিঃ মিলনী প্রমুখ পার্লামেন্টের সভ্যগণও নাকি এই মত মানিয়া লইয়াছেন। সুতরাং ভারতের দুঃখ দুর্গতি নিবারণের যে একটা উপায় হইবে অর্থাৎ ভারতের লোক সংখ্যা কমাইবার যে একটা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা হইবে, অত্র সন্দেহ নাস্তি। তবে লোক তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ দুই চারিজন নাকি রটাইতেছেন—ভারতের লোক সংখ্যা ইউরোপের অনেক দেশের চেয়ে কম। ইঁহারা দেখাইতেছেন—বেলজিয়ামে প্রতি বর্গ মাইলে গড়ে লোক সংখ্যা ৬৬৬, ইংলণ্ডে ও ওয়েলসে ৬১০, হল্যাণ্ড ও ডেনমার্কে ৫১৩, জার্ম্মাণীতে ৩৩২, এবং ভারতবর্ষে ১১৭, অথচ ইউরোপের ঐ সকল দেশে লোক সংখ্যা যে বাড়িয়াছে—এমন কথা কেহই বলিতেছেন না। এই জন্য ভারতের

লোক সংখ্যা বাড়িয়াছে, এমন কথা সাহেব কি মতলবে বলিয়াছেন,—অনেকেই তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছেন না।

আমরা কিন্তু মর্ম্মটা বুঝিতে পারিয়াছি। সত্যই ভারতে লোক সংখ্যা বেজায় রকম বাড়িয়া উঠিয়াছে। আগে ভারতের মানুষগুলা খাইত, পরিত, ঘুমাইত, খাজনা টেক্স দিত, জমী চষিত, আগ্রহের সহিত বিদেশী মাল কিনিয়া ঘর সাজাইত, কোন হাঙ্গামাই ছিল না। লোক সংখ্যা তখন ধর্ত্তব্যের মধ্যেই ছিল না। এখন ভারতের লোকগুলা—সাম্যবাদী হইয়া উঠিয়াছে, আপনাকে ইংরেজের সমান ভাবিতেছে, সমান অধিকার চাহিতেছে, শাসন সংস্কারে মজগুল হইয়াছে, ‘‘স্বরাজ’’ ‘‘স্বরাজ’’ করিয়া গোল বাধাইতেছে—অতএব লোক সংখ্যা নিশ্চয়ই বাড়িয়াছে। কোন আফিসে—একটা কুড়িটাকায় কেরাণীগিরি খালি হইবা মাত্র—পাঁচশত এম-এ, ৮ আটশত আই-এ, এক হাজার মাতৃকুলাসন সেই কাজটীর জন্য দরখাস্ত করিতেছে—লোক সংখ্যা যে বাড়িয়াছে—ইহাই ত তাহার জলন্ত প্রমাণ। আগেকার লোকগুলা জাতি হারাইবার ভয়ে—জাহাজে চড়িত না ; এখন সাহেবের বেশে সাহেবের দেশে গিয়া, সাহেবের সমাজে মিশিয়া সভায় দাঁড়াইয়া সাহেবী ভাষায় নিজেদের অভাব অভিযোগ জানাইতেছে ! অতএব লোক সংখ্যা বৃদ্ধির এটাও তো একটা লক্ষণ। আগে মেয়েরা—স্বামী পুত্রের সেবায়—নীরবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, এখন দলে দলে সায়া সেমিজ পরিয়া পুরুষের কাছে নিজের ন্যায্য অধিকারের দাবী করিতেছে। মুল্লুক জুড়ে মহিলা জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ইহাতেও কি বলিবে না লোক সংখ্যা বেশী হইয়াছে ?

একবার “বিজ্ঞানের” দোহাই দিয়াই দেখা যাক। পূর্ব্বে স্বামী স্ত্রীর সম্মিলনের একটা বাঁধা নিয়ম ছিল। কেননা সেকালের অজবুকগুলা বিশ্বাস করিত—“পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।” পুত্রের জন্য বিবাহ। পুত্রোৎপাদন—পুণ্য কর্ম্মের অন্তর্গত ছিল। কাল ভেদ, ঋতু ভেদ, অবস্থা ভেদ, পর্ব্ব ভেদ—কত রকম বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হইত। কাজেই তখন সন্তান কম জন্মাইত। এখন ওসব আপদ নাই। বিবাহ—নরনারীর একটা ঘটনা। প্রতি পরিবারেই প্রবাসী পতীর গর্ভাধান। প্রত্যেক বৎসরেই বাড়ীতে ষষ্টিপূজার ঘটা। বাল্য বিবাহের ফলে—বাইশ বৎসরের পুরুষ—৫টী সন্তানের পিতা। বিধবা বিবাহের ফলে—ক্ষেত্রজ পুত্রের উদ্ভব হইতেছে। পণ প্রথার পরিণামে—কত কুন্তীরই কানীন পুত্র ভুমিষ্ঠ হইতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে—ভারতে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই জন্যই ভারত এত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে।

সাহেব ব্যবস্থা দিয়াছেন—এই দারিদ্র্যের একমাত্র প্রতিকার লোক সংখ্যা কমান। কিন্তু আমরা সাহেবকে নিশ্চিন্ত হইতে বলিতেছি। লোক সংখ্যা কমাইবার চেষ্টা আর বড় করিতে হইবে না। সে ব্যবস্থা মহাকাল নিজেই করিয়াছেন।

বেবি উইক উপলক্ষে—কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের চ'খে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন—এদেশে শিশু মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশী। সেটা আঁতুড় ঘরের দোষ, অশিক্ষিতা ধাত্রীর দোষ, প্রাচীনাদের কুসংস্কারের দোষ, গয়লার দুধের দোষ হইলেও, লোক সংখ্যাত কমিতেছে। এই ভাবে কমিতে থাকিলে ভবিষ্যতে দেশের দারিদ্র্য অবশ্যই ঘুচিবে। তবে একটা ভাবনা এই, লোক সংখ্যা কমিলে—মেলিন্সফুড, হরলিক্স, কণ্ডেন্সড্ মিল্ক, অ্যানম্ বরিয় ফুড্ প্রভৃতি শিশু খাদ্যগুলি কোন্ দেশে বিকাইবে ?

ধর্ম্মরাজ যম ভারতের লোক সংখ্যা কমাইবার জন্য বৈধ ভাবেই চেষ্টা করিতেছেন। ওলাউঠা দেবী—পল্লীগ্রামে মৌরসী পাট্টা লইয়াছেন। তিনি বর্ষে বর্ষে অনেকগুলিকে কমাইতেছেন।

‘‘বসন্ত’’ সখাও বড় অল্প কাজ করিতেছেন না। তিনিও লোক সংখ্যা কমাইয়া ফেলিতেছেন।

প্লেগ—আরও ক্ষমতাশালী কর্ম্মচারী। তিনি দেশকে দেশ উজাড় করিয়া দিতেছেন।

সকলের চেয়ে বাহাদুরী—প্রেমময়ী ম্যালেরিয়ার। তাঁহার মত লোক কমাইতে পারে,—এমন আর দ্বিতীয় দেখা যায় না। ইঁহার বড় ভাই কালাজ্বর ও রীতিমত ধ্বংসলীলা আরম্ভ করিয়াছেন। ক্ষয় কাশও শতকরা ৩০ জনকে মুক্তির পথ দেখাইতেছেন।

লোক সংখ্যা কমাইবার জন্য—ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, হার্টডিজিজ্, ডাইবিটিস্, প্রভৃতি সদস্যগণ—রীতিমত কাজ চালাইতেছেন। যৌন ব্যাধি অর্থাৎ মেহ, উপদংশ, পক্ষাঘাত

বাস্ত প্রভৃতিও একযোগে ভূতার চরণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে সকলেই কৃতকর্ম্মা কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং ভায়নিষ্ঠ কর্ম্মচারী। অতএব লোক সংখ্যা কমিতে আর বড় বেশী বিলম্ব হইবে না। সেজন্য আমরা মিঃ মার্টেনকে আশ্বস্ত হইতে বলি। ভারতের লোক সংখ্যা কমাইবার জন্ত তাঁহাকে আর ভাবিতে হইবে না। কাজ যে ভাবে চলিতেছে,—শতাব্দীর মধ্যেই সব শেষ হইয়া যাইবে। 'দুর্ভিক্ষ' 'জলকষ্ট' 'মহামারী' ভারতের লোক সংখ্যা কমাইবার জন্ত—সকলেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাঁখিয়াছেন। ইহার উপর—ভারতবাসীরা নিজেরাও যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। নভেলী শিক্ষায়—মেয়েরা কথায় কথায় আত্মহত্যা করিতেছে। মদনানন্দ মোদকাদি—পুরুষগুলাকে যৌবনের প্রলোভন দেখাইয়া অকাল মৃত্যুর পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। সম্প্রদায় বিশেষ—খাদ্যে ভেজাল দিয়া দেশের লোকের জীবনী শক্তি ক্ষয় করিয়া দিতেছে। অতএব—ভারতের লোক সংখ্যা অচিরেই কমিবে,—তাহাতে আর সংশয় নাই। যদি আশানুরূপ না কমে, তখন আমরা ডাক্তার কবিরাজদিগকে অনুরোধ করিব। যেহেতু হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহাদের যজ্ঞ ভাগ দিয়া স্তব করা হইয়াছে—

"ভিষকরাজ! নমস্তভ্যং
যমরাজ সহোদরঃ।
যমো হরতি বৈ প্রাণান্
ত্বন্তু প্রাণ ধনানিচ॥

এই মুখেতেই সব আছে।

শ্রীমতী দুর্গেশনন্দিনী ঘোষ।

এই মুখেতে হাসি কান্না,
এই মুখেতে রাগ আছে।
এই মুখেতে গরল সুধা,
এই মুখেতে রূঢ়কথা,
এই মুখেতে মিষ্ট কথা,
এই মুখেতে ভাব আছে।
এই শ্রীমুখের বচনে—
কত সংসার যায় অধঃপতনে,
এই মুখেরই ভালবাসায়,
কত পর আপন হচ্ছে।
এই মুখেরই হরিনামে,
কত পাপী যায় মোক্ষ ধামে
এই মুখেরই গালি মন্দে,
কত পুত্র ত্যজ্য হচ্ছে।
এই মুখেরই তর্ক দ্বারায়,
কত ভায়ে ভায়ে বিচ্ছেদ ঘটায়,
এই মুখেরই বই পড়াতে,
কত ছেলে পাশ হচ্ছে।
এই মুখেরই একটি কথায়,
কত প্রলয় কাণ্ড হয়,
এই মুখেরই একটি কথায়,
কত লোকের প্রাণ বাঁচে।
এই মুখেতেই বিচার ক'রে,
দোষী সাব্যস্ত করে।
নির্দ্দয়ভাবে কত লোককে,
ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলোচ্ছে।
এই মুখেরই হাঁসি কান্নায়,
কত লোকের কত কি হয়,
এই মুখেরই হাসি দেখে,
কত কুল কামিনী মজেছে।
এই মুখেরই বক্তৃতায়,
কত লোকের শিক্ষা হয়।
এই মুখেই পরনিন্দা ক'রে,
কত লোকে সুখী হচ্ছে।
এই মুখেরই পরামর্শে,
কত যুদ্ধ চলে দেশ বিদেশে,
এই মুখেরই মিষ্ট ভাষায়,
শেষে আবার সন্ধি হচ্ছে।
এই মুখেতেই উপার্জ্জন,
এই মুখেতেই কার্য্যক্ষম,
এই মুখের জন্যই পায় যে রন্ধন,
মুখ না থাক্‌লে হন্ নারায়ণ।
এই মুখেতে ভজন ভোজন,
এই মুখেতেই হরেক রকম,

এই মুখেতে জানিয়ে দেন,
এই মুখের মত কাহার বদন।
এই মুখেতেই পার পাওয়া যায়,
এই মুখ না থাক্‌লে কি হোত উপায়?
এই মুখেরই কু মন্ত্রণায়,
শয্যাগুরু বিগ্‌ড়ে দেয়।
এই মুখেরই আধ ভাষায়,
প্রাণ যেরে মাতিয়ে দেয়,
এই মুখ খানি দেখ্‌লে পরে,
সকল জ্বালা জুড়ায়ে যায়।
এই মুখেরই কাতর বাণী,
কর্ণে কেহ নাহি শুনি,
বৃদ্ধ ব'লে ফেলে রেখে
চলে যায় অমনি।
এই মুখেরই প্রেম হাসি,
আমি বড়ই ভালবাসি,
এই মুখেতে আমিও হাসি,
শেষে দেখি পরায় ফাঁসি।
এই মুখের কথা বলব কত,
মুখ বন্ধতেও মজা তত,
এই মুখের কথা সাঙ্গ করে,
বল হরি বদন ভরে।

এসিয়া।

(১) এশিয়া মহাদেশ একাকী পৃথিবীর সমগ্র ভূভাগের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। ইহার আয়তন প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা প্রায় ৮৫ কোটি। ইহা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রায় ৬৭০০ এবং উত্তর দক্ষিণে ৫৩০০ মাইল। এই মহাদেশে প্রধানতঃ ১৫ টি বৃহৎ রাজ্য আছে।

(২) ইউরোপীয় রুসরাজ্য এই মহাদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহার এদেশস্থ রাজ্য তিনটি প্রদেশে বিভক্ত। উহাদের পরিমাণ ফল ৬১২৫০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ২৯০০০০০০ জন। এই মহাদেশে তুরস্কের রাজ্যও বিস্তৃত। ইহার পরিমাণ ফল ৭৩০০০০ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ১৬০০০০০০। এই সকল স্থানে বিভিন্ন জাতি আছে। তাহারা সুলতানের অধীন

(৩) অতি প্রাচীন কালে এসিয়ার অন্তর্গত ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ বেবিলোনিয়া নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান বোগদাদ নগরের প্রায় পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে উক্ত নদীর তীরে প্রসিদ্ধ বেবিলন নগর স্থাপিত হয়। এই বেবিলন নগর মধ্যে বেলুস নামক তদানীন্তন উপাস্য দেবতার মন্দির থাকায় উহার নাম তদনুসারে বেবিলন হয়। সেই মন্দির এক অদ্ভুত পদার্থ। ইউফ্রেটিস নদীর পূর্ব্ব তীরে এই মন্দির অবস্থিত ছিল। তাহার চূড়া পর্য্যন্ত আট থাকে গ্রথিক্ষ হয়। মন্দিরের বহির্ভাগে উহার গাত্র বেষ্টন করিয়া এক সোপানাবলী চূড়া পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছিল। ইহার সর্ব্বোপরিস্থ থাকের মধ্যে একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠ বেলুস্ দেবের জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল। মন্দিরের স্থানে স্থানে সুবৃহৎ স্বর্ণ প্রতিমূর্ত্তি সমূহ শোভাবর্দ্ধন করিত। এই সকল প্রতিমূর্ত্তি মধ্যে একটি ৪০ ফিট উচ্চ ছিল, উহা নির্ম্মাণ করিতে ৬৫০ মণের অধিক স্বর্ণ লাগিয়াছিল। তাহার প্রত্যেকটিতে প্রায় ৩১ কোটি টাকার স্বর্ণ নিয়োজিত হয়। মন্দিরের তলভাগে প্রত্যেক দিকের পরিমাণ ৬০০ এবং উচ্চতাও ৬০০ ফিট। উহা ইষ্টক ও পীচের দ্বারায় পরস্পর সংযুক্ত, ইহার নিম্নভাগ হইতে চূড়া পর্য্যন্ত নানাস্থানে নানা প্রকোষ্ঠ ছিল। তাহাদের ছাদ খিলান করা এবং বড় বড় স্তম্ভ দ্বারা সুরক্ষিত। এই মন্দিরের সীমা চতুষ্পার্শ্বে প্রায় এক মাইল ছিল। উহার চতুর্দ্দিকে প্রায় আড়াই মাইল পরিবেষ্টিত প্রাচীর হইয়াছিল। জরাক্সিস গ্রীসীয় যুদ্ধযাত্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক এই মন্দির বিধ্বস্ত করিয়া বহুমূল্য দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।

(৪) ইউফ্রেটস নদীর পশ্চিমতীরে নেবুকাডনেজার এক অপূর্ব্ব রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার বেড় প্রায় আট মাইল। এই প্রাসাদের মধ্যে লম্বমান উদ্যান অতিশয় আশ্চর্য্যজনক। এক সম চতুষ্কোণ স্থানের সর্ব্বত্র খিলানময়ছাদ যুক্ত গৃহ সমূহে পরিব্যাপ্ত করিয়া তাহার উপরিভাগে উদ্যান নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সমচতুষ্কোণ স্থানের প্রত্যেকদিক পরিমাণে ৪০০ শত ফিট বাইশ ফিট ভিত্তি বিশিষ্ট এক পরিবেষ্টক প্রাচীর দ্বারা উহা সুরক্ষিত।

একতালা হইতে উহাতে উঠিবার জন্য দশ ফিট প্রশস্ত সোপান রাজি চতুর্দ্দিকে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সর্ব্বোপরি ভাগে প্রথমতঃ বৃহদাকার সমতল প্রস্তর সমূহ বিন্যস্ত হয়; তাহাদের দৈর্ঘ্য ১৬ ফুট ও প্রস্থ ৪ ফুট। তাহার উপরিভাগে বহুল পরিমাণ পীচ মিশ্রিত কাষ্ঠ খণ্ড সমূহ সংস্থাপিত হয়, তদুপরি পীচদ্বারা পরস্পর সংযুক্ত দুই থাক ইষ্টক দিয়া সাজান হয়, তাহার উপর ঘন করিয়া সীসক বিন্যস্ত হইয়া তদুপরি মৃত্তিকারাশিদিয়া উদ্যান গঠিত হইয়াছিল। সেই উদ্যান মধ্যে এবং মঞ্চের প্রত্যেক তলার চতুর্দ্দিকে নানাবিধ সুন্দর ফল ও ফুলের বৃক্ষ সমূহ শোভা-বর্দ্ধন করিত। উহাতে জলসেচ করিবার জন্য নদী হইতে কলের দ্বারা জল উত্তোলিত হইত। ইহার উপরিভাগ হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইত। নেবুকাডনেজার স্বীয়পত্নীর মনস্তুষ্টির জন্য এই উদ্যান নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। অধুনা ইহার চিহ্ন মাত্র নাই।

(৫) এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত ইফিসাস নামে এক প্রাচীন নগর ছিল। তথাকার ডায়েনা দেবীর মন্দির পুরাকালের এক আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইত। ডায়েনা চন্দ্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই মন্দির ও তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গনাদি সুদূর প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। মন্দিরটী এক পর্ব্বতের পাদদেশে এক জলময় বিস্তীর্ণ ভূমির সন্নিকট ছিল; উহা নির্ম্মাণ করিতে বহু অর্থ ব্যয় হয় এবং এসিয়ার নানা স্থান হইতে চাঁদাস্বরূপ অর্থ প্রেরিত হইয়াছিল। ১২০ বৎসরে ইহার নির্ম্মাণ কর্য্যে সমাধা হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪২৫ ফিট ও প্রস্থে ২২০ ফিট। ১২৭টি স্তম্ভ দ্বারা সুশোভিত ও সুরক্ষিত। প্রত্যেক স্তম্ভ কোন না কোন রাজার প্রদত্ত অর্থে নির্ম্মিত হয়। স্তম্ভগুলি ৬০ ফিট উচ্চ; তাহাদের মধ্যে ৩৬ টী অতি সুন্দররূপে ভাস্কর কার্য্যে সুশোভিত। শ্বেত বর্ণ মার্ব্বেল প্রস্তর, বহুমূল্য কাষ্ঠ ও স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। নানা প্রকার বহুমূল্য চিত্র ও প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা সুশোভিত। সম্রাট গালিনাসের সময় গথ নামক এক অসভ্য জাতি কর্ত্তৃক সেই অপূর্ব্ব মন্দির ভস্মীভূত হইয়া যায়। এক্ষণে তাহার অতি সামান্য চিহ্নই বিদ্যমান আছে।

(৬) ভূ-মধ্য সাগরে রোডস ও সাইপ্রাস্ নামক দ্বীপ দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ধাতু নির্ম্মিত সুবৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য্য পদার্থ ছিল। প্রাচীনকালে রোডস্ দ্বীপে এপোলো নামক দেবতার অর্চ্চনা হইত। উল্লিখিত পিত্তল প্রতিমা এপোলোদেবেরই প্রতিমূর্ত্তি উক্ত দ্বীপ দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী বাঁধা পোস্তার উপর তাহার দুইটি চরণ অবস্থিত ছিল। মধ্যভাগ দিয়া জাহাজ গমনাগমন করিত। মূর্ত্তিটী ১১৫ ফিট দীর্ঘ। ইহার হস্তস্থিত বৃদ্ধাঙ্গুলি, মনুষ্য হস্তদ্বয় বিস্তার করিয়া বেষ্টন করিতে পারিত না। অঙ্গুলি সমূহ বড় বড় সাধারণ প্রতিমূর্ত্তি অপেক্ষাও বৃহত্তর। ইহার অভ্যন্তর ভাগ শূন্যময় উহার মধ্য দিয়া মস্তক পর্য্যন্ত সোপান ছিল। খ্রীষ্টিয় সকের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে এই প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। উহা নির্ম্মান করিতে দ্বাদশ বৎসর অতীত হয়। কিন্তু ষাট বৎসর মাত্র উহা দণ্ডায়মান ছিল। তৎপরে প্রবল ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। উহা ওজনে প্রায় ২০০০ মণ ছিল।

(৭) এসিয়া মহাদেশ পূর্ব্বে আফ্রিকা মহাদেশের সহিত সুয়েজ নামক সঙ্কীর্ণ ভূভাগ দ্বারা সংযুক্ত ছিল। সামুদ্রিক পোত সমূহের যাতায়াতের সুবিধার জন্য ইহাকে খাল খনন করা হয়। ১৮৫৯—১৮৬৯ খ্রীঃ দশ বৎসর প্রায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ডিলে সেপাস নামক জনৈক ফরাসী পূর্ত্ত বিশারদ কর্ত্তৃক এই খাল খনিত হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ৮৭ মাইল ও প্রস্থে প্রায় ২২৫ ফিট এবং গভীরতা প্রায় ২৭ ফিট। ইহা ইউরোপ হইতে এসিয়ার জাহাজের গতিবিধির কেন্দ্রস্থল।

(৮) পৃথিবীর মধ্যে কাস্পিয়ান হ্রদ বা সাগর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ লবনাক্ত হ্রদ; এসিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্ নদী ইয়াং-সিকিয়াং দৈর্ঘ্যে ৩ হাজার মাইলেরও বেশী। ইহার পর আমুর দ্বিতীয় নদী। দৈর্ঘ্যে ৩ হাজার মাইল।

(৯) এসিয়ায় মধ্যভাগ অত্যন্ত শৈলাকীর্ণ। কাশ্মীরের উত্তরে পামির মালভূমি এসিয়ার পর্ব্বত সমূহের কেন্দ্রস্থল প্রায় পামির একটি চতুর্ভূজাকৃতি অত্যুচ্চ মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া পর্ব্বত শ্রেণী বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া এসিয়ার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে।

(১০) এসিয়ার সর্ব্বোত্তর ভাগে প্রচণ্ড শীত; তজ্জন্য তথায় কোন বৃক্ষাদি জন্মিতে পাবে না এবং বসতি ও বিরল। মধ্য ভাগ নাতি শীতোষ্ণ, দক্ষিণ ভাগ উষ্ণ। দক্ষিণ ভাগের ভূমি উর্ব্বর লোক সংখ্যাও অধিক। নানা জাতীয় পশুপক্ষী এই ভাগেই অধিক এবং পশ্চিমাংশের মরু অঞ্চল অত্যন্ত অনুর্ব্বর।

আত্মোৎসর্গ।

(শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এল,)

যে দিন তোমার সৌম্য মূরতি
ভাতিয়া উঠিল নয়নে মোর,
মিলায়ে দেখিনু সে মূরতি সনে
লভিনু যাহারে ধেয়ানে মোর।
যে দিন মোহের বাঁধন টুটিল,
পুলকে পরাণ নাচিয়া উঠিল,
তখনই দেবতা চিনিনু তোমারে,
তুমিই ইষ্ট দয়িত মোর।
যেদিন মধুর প্রণবের সনে,
মন্ত্র পীযূষ ঢালিলে শ্রবণে
অলস অবশ পরাণ আমার
জাগিল ত্যজিয়া নিদ্রাঘোর।
সে দিন হে দেব! তোমার চরণে
বিলাইয়া দিনু নিজ কায়মনে
সকল দম্ভ, সকল গর্ব্ব—
আপনা বলিতে যাছিল মোর।

বি, এ, ডিগ্রীধারীর মর্ম্মোচ্ছ্বাস

(শ্রীরাধারঞ্জন সেন)

ভবঘুরে আমি, বি, এ, ডিগ্রীধারী,
পারিনা চলিতে আমি অনাহারী।
তৈল ভাণ্ড হাতে ফিরি দ্বারে দ্বারে,
দিলেনা চাকুরি কেহ ত আমারে।
পিতা জমিজমা সব ঘুচাইয়ে,
শিক্ষা ব্যয় মম গেলেন যোগায়ে,
স্বর্গত আমারে মানুষ করিয়া,
গলে ঘণ্টা মম দেছেন বাঁধিয়া।
মা ষষ্ঠীর বরে বছরে বছরে,
ছেলে পিলে ঘরে আর নাহি ধরে।
যাহা পেয়েছিনু শ্বশুরে পীড়িয়া,
জঠর আগুণে গিয়াছে পুড়িয়া।
গৃহিণীর হাতে শোভে কাচ-চুড়ি,
নাগ্রা নাবুদ আমি পরবাসে ঘুরি।
কেন ঢুকেছিনু হায় কলেজেতে,
প্রায়শ্চিত্ত তারি হয় দিনে রেতে।
শত তালি যুত আমার বিনামা,
মলিন বসন গায় ছেঁড়া জামা।
সময়েতে মরি ঢুকিতে আপিসে,
দরোয়ান বলে "ভাগ্ যা হিঁয়াসে"।
ত্রিশ টাকা, ভাত্তা কোথাও মিলেনা,
দয়া ক'রে কেহ চাকুরি দিলেনা।
অভিমানে চাহি ডিগ্রী ছিঁড়িবারে,
যাব ক্যানাডাতে মোট বহিবারে।
দেশেতে এ কার্য্য পারিনা করিতে,
যাব জাপানেতে লাঙ্গল বহিতে।
কুটীরে বসিয়া মুড়ি মুড়কি বেচে,
স্বাধীন জীবন উড়ে আছে বেঁচে।
কভু বাঞ্ছা মনে গোয়ালন্দে গিয়া,
চির সুখে রব হোটেল খুলিয়া।
কি করি, কি করি, বল কি বা করি,
বি, এ, পাশ ক'রে উপবাসে মরি
প্রণমি শ্রীপদে ও মা সরস্বতি,
তুমি কি ভারতী উনিভার সতি *?
দে গো মা বিদায় কলেজ বাসিনি!
জঠর যাতনা সহিতে পারি নি।
মম দুঃখে সবে হও সাবধান,
কোদালি লাঙ্গলে কর হে সাধন।

---

* University.

পরপারে এবং কুব্জ ও দরজী।

গত ১৪ই মার্চ্চ শনিবার শ্রীরামপুর "পিক্‌চার হাউস" রঙ্গমঞ্চে সেওড়াফুলী 'আর্টিষ্ট ইউনিয়ন' কর্ত্তৃক "পরপারে ও "কুব্জ-দর্জ্জি" অভিনীত হইয়া গিয়াছে। অভিনয় দেখিবার জন্ত আমরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, তার উপর "আর্টিষ্ট ইউনিয়ন" জমকাল নাম দেখিয়া কৌতুহলপরবশ হইয়া ঠিক ৮৷০ টার সময়

হাজিরা দিয়াছিলাম। কপালটা যে সঙ্গেই ছিল একথা আগে মনে হয় নাই। আমাদের কপালের ফেরে ৮॥ স্থলে ৯—৫৮ মিনিটের সময় ঐক্যতান বাদন আরম্ভ হয়। প্রকৃত পক্ষে ১০॥ টার সময়ই অভিনয় সুরু হইয়াছিল। প্রথমেই পেইন্টের দিক দিয়া আর্টের শ্রাদ্ধ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, হাত পা মুখের যে শ্রী খুলিয়াছিল, রাস্তা ঘাটে ঐরূপ চেহারা দেখিলে রোগ বিশেষের বাহ্যলক্ষণ বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য নয়। ভবিষ্যতে এই জিনিষটার উপর একটু লক্ষ্য রাখিলে ভাল হয়।' দৃশ্যপটগুলি অনিন্দনীয় হইয়াছিল, বিশেষতঃ রাজপথের দৃশ্যটা আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছিল. দৃশ্য সজ্জা সম্বন্ধে সামান্য একটু ত্রুটী ছিল, দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে মঞ্চ স্থলে রাজপথ দেখান হইয়াছিল, সরযুকে রাজপথে টানিয়া আনা একটা মারাত্মক ভ্রম। হীরন্ময়ীকে ধোপদস্ত ফরসা শাড়ী পরাইয়া আনা মোটেই সময়োপযোগী হয় নাই। প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে দয়ালের এক হাতে লাঠি আর এক হাতে হুকা দিয়া তাহাকে একেবারে কাবু করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, মশাটী পর্য্যন্ত তাড়াইবার উপায় ছিল না। যখন তাহাকে একবারও তাহার হুকার তামাকে টান দিতে দেখিলাম না তখন ও ভূতের বোঝা না চাপাইলে এমন কি ক্ষতি ছিল? দয়াল, হিরন্ময়ী, সরযু ও শান্তার অভিনয় ব্যতীত আর কাহারও অভিনয় তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। উহার মধ্যে শান্তার অভিনয়ই শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল, কি গানে, কি বক্তৃতায়, কি সময়োপযোগী প্রবেশ ও প্রস্থানে সর্ব্বাংশে হিরন্ময়ী ও দয়ালের অভিনয় স্বাভাবিক ভাল হইয়াছিল, তার নিম্নেই সরযূর স্থান। করুণাময়ী আগাগোড়া চলচ্চিত্রের অভিনয় করিয়া গিয়াছে, একবর্ণ বোঝে কার সাধ্য! আর তারই বা বিশেষ অপরাধ কি! ম্যানেজার ফণীন্দ্রবাবু দো চোখো কার্ড বিলাইয়া কতকগুলি যেরূপ সমজদার শ্রোতার সমাবেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে যে শেষ পর্য্যন্ত ভালয় ভালয় পাঁড়ি মজাইয়া দিতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। আশা করি এইবার ঠেকিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইতে শিখিবেন।

বিশ্বেশ্বরের অভিনয় বড়ই এক ঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছিল, তরঙ্গের নাম গন্ধ নাই, স্থির সমুদ্র। পার্ব্বতীর অভিনয় মোটের উপর মন্দ হয় নাই, কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় ভাবের অভিব্যক্তি দেখাইতে গিয়া মূলে হাভাতে হইয়া পড়িয়াছিল; তার উপর বেচারী সখের গোপ জোড়াটী লইয়া একেবারে নাজেহাল, কখন বা খসিয়া পড়ে ওরূপ ভাবে গোপের উপর অস্বাভাবিক আসক্তি দেখাইতে গেলে কি অভিনয় জমে? মহিম ছেলেমানুষ, এখনই তাকে এইরূপ একটা বড় অংশ অভিনয় করিতে দিয়া ফণীবাবু বেচারার মাথাটী খাইতেছেন কেন বুঝিলাম না! ভবানী প্রসাদের চিত্তাকর্ষক গান কয়েক খানির আরও উৎকর্ষ বাঞ্ছনীয়। আর্টিষ্ট ইউনিয়নের এই প্রথম অভিনয়, প্রথম বারে ভ্রম প্রমাদ হওয়া স্বাভাবিক, সে হিসাবে অভিনয় মোটের উপর ভালই হইয়াছে বলা যাইতে পারে। যে বিষয়গুলি আমাদের নিকট অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত বোধ হইল, তাহাই বন্ধুভাবে উল্লেখ করিলামমাত্র, আশা করি পুনরভিনয়ে সংশোধনের চেষ্টা হইবে। শান্তার অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শান্তার অভিনয় দেখিয়া সেওড়াফুলির শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর কোলে শান্তাকে একখানি রৌপ্যপদক পুরস্কার দিয়াছেন, গুণের আদর সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। সেওড়াফুলী রেলক্লাবের কালী বাবু রঙ্গমঞ্চের উপর উঠিয়া পদক দানের কথা প্রকাশ করেন এবং পদকটী যথাস্থানে সংবদ্ধ করিয়া দেন। এটা কালীবাবুর পেশা হইয়া পড়িল নাকি? কুজ ও দরজীর অভিনয় অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল, এটা যে তাঁহাদের প্রথম অভিনয় তাহা আদৌ বুঝিবার উপায় নাই। আসলের ঝড়তি পড়তি সুদের দ্বারা পোষাইয়া লইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং সে চেষ্টা যে সর্ব্বাংশেই সফল হইয়াছিল তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যায়।

বন্দোবস্তের ত্রুটীতে অভিনয়কালে অত্যধিক গোলমাল হইয়াছিল, আমরা সম্মুখে থাকিয়াও অনেক কথা আদৌ বুঝিতে পারি নাই; দ্বিতীয়, অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে ত একটী বর্ণও শুনিতে পাওয়া যায় নাই। দ্বার রক্ষকগণের অত্যধিক উদারতা প্রভাবে তিল ধারণের স্থান ছিল না। সেওড়াফুলীর প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ কুণ্ডুকে উপস্থিত দেখিলাম, তিনি এই ইউনিয়নের একজন পৃষ্ঠপোষকও বটেন।

নব্যচিকিৎসক।

(কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন)

আমরা সব হাল ফ্যাসানের নব্য চিকিৎসক
মোদের ধরণ ধারন সবই আছে- যাতে ভোলে লোক
ক'বরেজ আমি—নাইন্‌' টিকি,
সিগারেটা সদাই ফুঁকি
তোমরা সব দেখেছ কি আমার বিজ্ঞাপনের রোক্‌।
অ্যালোপ্যাথি বৃত্তি আমার
দেখছ না কি গোঁফের বাহার,
ষ্টেথেষ্টোপ্‌ টা মাথায় লাগাই—
(রোগীসব) হাতের ভেতর হোক্‌।
আমি হানিম্যানের প্রধান শিষ্য
চেয়ে দেখ আমার দৃশ্য,
যৌবনটা আনাই ফিরে—ভুলাই সবার শোক
আমরা সব হাল ফ্যাসানের নব্য চিকিৎসক।

বটকৃষ্ণপালের

এডওয়ার্ডস্ টনিক

বা

য়্যাণ্টি-ম্যালেরিয়াল্ স্পেসিফিক।

অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এমত আশু ফলপ্রদ
মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য—বড় বোতল ১।৷০ প্যাকিং ডাকমাশুল ১৲ টাকা।
ছোট বোতল ১৲ ,, ৸০ আনা
রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শ্বেলে লইলে খরচ অতি সুলভ হয়।

পত্রদ্বারা নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট্

(কলিকাতা হেলথ্ অফিসারের ব্যবস্থানুসারে প্রস্তুত)

অধুনা সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী যেরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে উহার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে কলিকাতার হেলথ্ অফিসারের আবিষ্কৃত ট্যাবলেটই একমাত্র অবলম্বন। তিনি অক্লান্ত গবেষণার দ্বারা এই ট্যাবলেট আবিষ্কার করিয়া বহু সংখ্যক রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (formula) অনুসারে এই ট্যাবলেট প্রস্তুত করিয়া জনসমাজে প্রশংসনীয় হইয়াছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ২৫ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি ৸০ আনা মাত্র।

সিরাপ অব হাইপোফস্ফাইট অফ লাইম।

শ্বাসনালী প্রদাহ, হাঁপানি, স্বরনালী এবং মলকোষ্ঠের উত্তেজনা, স্বরভঙ্গ, সর্দ্দি, কাশি, ক্ষয়কাশ প্রভৃতি যাবতীয় কণ্ঠনালীর পীড়ায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ইহাতেও ক্ষুধার বিশেষরূপে উদ্রেক হইয়া থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা মাত্র।

মহামান্য ভারতের বড়লাট সাহেব বাহাদুর কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত।

কেমিষ্টস এণ্ড ড্রাগিষ্টস ১ ও ৩ বনফিল্ডস্ লেন, (চীনাবাজার) কলিকাতা।

সোল এজেণ্টস্:—

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং

ফুটবল! ফুটবল!!

আমাদের বল উৎকৃষ্ট কাউ হাইড হইতে সুদক্ষ কারিকর দ্বারা বিলাতী বিরগুলে সেলাই হইয়া থাকে—বিলাতী বলের মত আমাদের বলের সেপ ঠিক থাকে ও সেইরূপ মজবুত হয়। (ব্লাডার ও লেস সহ) ১নং বল ১৸০, ২নং ২৷৷০, ৩নং ৩।০, ৪৷৷০, ৪নং ৪৷৷০, ৫৲, ৫নং ৫৷৷০, চ্যাম্পিয়ান ৮৲, শিল্ড চ্যাম্পিয়ান ৯৲, শিল্ড ম্যাচ ১০৷৷০ ঐ ক্রোম ১৪৲ ইণ্টার ন্যাসন্যাল ১১৷৷০ ঐ ক্রোম ১৫৲ শিব দাস ১২৲ ঐ ক্রোম ১৫৷৷০। ব্লাডার—১নং ৸৵০ ২নং ১৲ ৩নং ১।০ ৪নং ১৷৷০ ৫নং ১৸০ ইনফ্লাটার ১৷৷০ ১৸০ ২৷৷০। পত্র লিখিলে বিনা খরচায় ক্যাটলগ পাঠান হয়।

ডাক্তার ও রোগীর আবশ্যকীয়

যাবতীয় দ্রব্যাদি যথা—

থার্ম্মমিটার, ষ্টেথস্কোপ, ইঞ্জেক্সানের যাবতীয় সরঞ্জাম ছুরি, কাঁচি, ডুস, বেডপ্যান, আইসব্যাগ, দন্ত, কর্ণ, চক্ষু স্ত্রীচিকিৎসা ও সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রোপচারের যন্ত্রাদি এবং এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ব্যাগ ও পকেট কেশ সুলভমূল্যে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়।

মজুমদার ব্রাদার্স
৮৩।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রামোফোন ক্রেতাগণের সুবর্ণ সুযোগ

অভাবনীয় মূল্য হ্রাস হইয়াছে, মূল্য ৩০৲ টাকা হইতে ২০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। মেসিন ক্রয় করিবার পূর্ব্বে অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের দোকানে পদার্পণ করিবেন।

জে এন ঘোষ

গ্রামোফোন ও হারমোনিয়াম বিক্রেতা
৮৪-২ নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা

মজলিস্-বৈঠক।

'মজলিস' বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, (কাশীমবাজার) মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর), রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ, আর, সি, আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর আসাম), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহারাজা কুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্কেল প্যালেস), শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল্ (সেরপুর টাউন), শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি এল, জমিদার রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার, (ঢাকুরিয়া), শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত জগত-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নবীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত নলীনি-রঞ্জন সরকার এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে, জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লাভপুর), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি এস, শ্রীযুক্ত হরশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল, এণ্ড কোং), শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া), কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ শ্রীযুক্ত কানাইচাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়), শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি রঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ দেওর জমিদার, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, শাঁখারিটোলা, শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুখাঁ কৌন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার (পটলডাঙ্গা হাউস) ও সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার পাথুরিয়াঘাটা।

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd. No. C. 1116

মজলিস

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [৩৬শ সংখ্যা

১৩৩২ সাল, ৫ই বৈশাখ শনিবার, নগদ মূল্য ৶১০ পয়সা।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ, ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস কার্য্যালয়—২০৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নববর্ষ।

শ্রীমতী দুর্গেশনন্দিনী ঘোষ।

এস ওগো নববর্ষ। নববর্ষের নব সাজে,—
নব রঙে রঙ্গিন হ'য়ে, এস ওগো ভুবন মাঝে।
নব ফলে, ফুলে, মুকুলে ধরাতে গো পড় ঢ'লে,
কাউকে দাওগো সুখ শান্তি, কাউকে ভাসাও দুকূলে।
শীতরাণীকে বিদায় দিয়ে বসন্তকে বুকে নিয়ে—
কোকিলের কুহু তানে বিশ্ববাসীর প্রাণ মাতিয়ে—
এস এস ধরামাঝে, নীল আকাশে রূপ মিশায়ে—
তোমার তরেই নর নারী আছে ওগো পথ চেয়ে।
তোমার আশায় ভারতবাসী, অর্ঘ্য নিয়ে আছে বসি,
দয়া ক'রে লওগো তুলে দীনেদের এই পুষ্পরাশি।
কি দিয়ে সাজাই তোমায় মোদের ত গো কিছুই নাই,
শুভদিনে শুভক্ষণে শান্তি যেন পাই গো সবাই॥

আনন্দ ও প্রকৃতি।

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ কাব্যসাংখ্যতীর্থ

বুদ্ধদেবের প্রিয় শিষ্য, আনন্দ, এক বিশেষ কাজে চলেছেন। পথে তাঁর জলপিপাসা পেলে। জলার্থী হয়ে যেতে যেতে দেখ্‌তে পেলেন একটী মাতঙ্গজাতীয়া তরুণী যুবতী একটা কূপ হ'তে জল তুলচে। তরুণীর নাম প্রকৃতি।

আনন্দ তারই নিকট পানীয় জল চাইলেন। প্রকৃতি প্রকৃতি অত্যন্ত শশঙ্কিত ভাবে বল্লে, "ওগো বামুন ঠাকুর! আমি যে অতি ছোটজেতের মেয়ে। আমি তোমায় কি করে জল দি? ওঠো ঠাকুর! আমার কাছে জল খেয়ে তোমার ধর্ম্ম যাবে।"

আনন্দ নির্ব্বিকার চিত্তে বল্লেন, "আমি তোমার কাছ হতে তোমার জাত চাইনি, বাছা! আমি একটু জল চেয়েচি। তেষ্টায় মরে যাচ্ছি। যদি পার একটু জল দাও।"

প্রকৃতি—তুমি কি সত্য আমার হাতে জল খাবে ঠাকুর!

আনন্দ—সত্যি মিথ্যা দিয়েই দেখ।

প্রকৃতির হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌লো! এত বড় দান সে যে জীবনে কল্পনা কর্ত্তে পারেনি? লজ্জা-কম্পিত হস্তে, অবনত মুখে সেই নীচ জাতীয়া যুবতী জগৎ প্রভু বুদ্ধদেবের প্রধান অন্তরঙ্গ যুবক আনন্দকে জল দান কর্লে।

আনন্দ ধন্যবাদ দিয়ে, হাসিমুখে চলে যেতে লাগ্‌লেন, কিন্তু প্রকৃতি? আহা! সে বেচারী এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কিসের বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেল! তার রমণী হৃদয় যুবকের সামান্য পবিত্র মধুর কথা বার্ত্তায় একেবারে উদ্বেলিত হয়ে পড়ল। এক কথায় সে যুবকের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। সে আনন্দের পেছু পেছু যেতে আরম্ভ করে দিলে।

প্রকৃতি আত্মহারা, প্রেমে পাগল। সে নিজের অবস্থা একেবারে ভুলে গেল, সরাসরি বুদ্ধদেবের নিকট গিয়ে বল্লে "ওগো! জগতের স্বামী! ওগো বরাভয় দাতা! আমায় একটী বর দাও। তোমার শিষ্য, আনন্দ যেখানে থাকবে, আমাকেও সেইখানে বাস করতে দাও। আমি তার অনিষ্ট কর্ব্বো না, তার তপস্যায় বাধা দোবো না, কেবল তাকে রোজ রোজ একবার করে দেখবো আর দাসীর মত তার সেবা শুশ্রূষা কর্ব্বো! জগৎপ্রভু! অধিনীকে এই ভিক্ষা দাও!"

বুদ্ধদেব প্রকৃতির অন্তরের কথা বুঝলেন। আনন্দের উপর তার অগাধ প্রীতি বুঝতে পেরে একটু সান্ত্বনা দিয়ে,

মেয়েকে বললেন, প্রকৃতি ! মা আমার ! তোমার হৃদয় আজ ভালবাসায় পরিপূর্ণ। কিন্তু তোমার এ ভালবাসার উৎস কোথা হতে হঠাৎ জেগে উঠ্‌লো তা তুমি বুঝতে পার্চ্ছনা। আনন্দের মত অনেক সুপুরুষ যুবককে তুমি দেখেছ, কিন্তু তাদের উপর তোমার এ প্রেম ত জাগেনি ! তবেই দেখ, মেয়ে ! তুমি আনন্দে মুগ্ধ হওনি, তার দয়াতে মুগ্ধ হয়েচ। কেমন কিনা ! আনন্দের নিকট হ'তে যে দয়া ধর্ম্মের আস্বাদ পেলে সেই দয়া ধর্ম্মকে নিজের জীবনে সকল কর্ম্মে চেষ্টা কর। তুমি ও আনন্দের মত সকলকে দয়া কর্ত্তে শিখ।"

তার পর বুদ্ধদেব প্রকৃতিকে আরো অনেক উপদেশ দিয়ে তার মন হতে প্রেমের উদ্দাম প্রবৃত্তিটা তাড়িয়ে দিলেন। প্রকৃতি পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে জ্ঞানমিশ্র প্রেমের প্রেমিকা হয়ে উঠ্‌লো।

জগৎপূজ্য বুদ্ধদেব শেষে তাঁকে বললেন—"প্রকৃতি তুমি ধন্য মেয়ে ! আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি মাতঙ্গ জাতীয়া হলেও অনেক উচ্চবংশে নরনারীর আদর্শ স্থানীয়া হবে। তুমি ধর্ম্মে ও পবিত্রতার অলঙ্কারে ভুষিতা হবে অনেক রাণী মহারাণীকেও হার মানিয়ে দেবে। যাও, মা ! আজ হতে ধর্ম্মাচরণে নিযুক্ত থাক। হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দাও। প্রেমবলে সর্ব্বজীবকে আপন কোলে টেনে নাও, ভগবান্ তোমার কল্যাণ করুন।"

কলির—কবিরাজ।

[শ্রীশচীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।]

সভ্য-ভব্য-বাংলা দেশের মাথা,
সবার সেরা সহর কলিকাতা।
গুলজার বেশ—আছে সর্ব্বদাই।
বিশ্বে নাইকো এমন মজার ঠাঁই।
মফঃস্বলের—জনৈক বৈদ্যরাজ,—
ইচ্ছা হ'লো—ক'র্ত্তে শেষের কাজ,
গঙ্গাতীরে বাস কর্ব্বেন ব'লে,
এলেন তিনি ক'লকাতাতে চ'লে।
কয়দিনেই—হাল ফেল্‌লেন বুঝে,
বাড়ী নিলেন, মাঝখানেতে খুঁজে।
টাকার কুমীর—সবাই হেথা থাকে।
বৈদ্যটীকে ক্রমে সবাই ডাকে।
একে বৃদ্ধ,—বুদ্ধিটে খুব পাকা,
গোড়া থেকেই চিনেছিলেন টাকা
তাতে আবার বিশাল ধনীর দেশে,
মরণ কালে শরণ নিলেন এসে।
জুটে গেল ধামা ধরার দল—
সুখ্যাতি তাঁর বেরোয় অনর্গল।
ভাল ক'ল্লেন যদি কারো ফোঁড়া,
"কার্ব্বাঙ্কোল আরাম"—বলে গোঁড়া।
সুযোগ মত—দিলেন প্রচার করি'—
সকল রোগে—ইনিই ধন্বন্তরী।
সহর মাঝে—উঠলো বিষম ঢেউ,
"যক্ষ্মা রোগে মর্ব্বেনা আর কেউ"।
কবিরাজের—এম্‌নি বরাৎ জোর,
রুগী দেখেই করেন বাজী ভোর।
ভুলে গেলেন কি উদ্দেশ্যে আসা।
গঙ্গাতীরে—রোজগার হয় খাসা।
মোসাহেবে—রটায় অবশেষে,—
"অপমৃত্যু থাক্‌বেনা আর দেশে,
সহরবাসী ! লও তোমরা চিনি,
সাক্ষাৎ শিব,—কৈলাশনাথ ইনি"।
এই ভাবেতে—দিন কাটে বেশ সুখে,
প্রশংসা তাঁর শুনে লোকের মুখে,
কানা খোঁড়া গল্প খাঁদা আদি,
সবাই এসে, নিত্য লাগায় গাঁদি।
একদা এক রুগ্ন শিশু ল'য়ে—
কোন বাবু এলেন ব্যস্ত হ'য়ে।
ছেলেটীকে নিজের কোলে রেখে,
ব'ল্লেন—'একবার দেখুন প্রভু ! একে"।
একটা সেকেণ্ড—টিপে শিশুর হাত,—
কবিরাজ ক'ন—"পাইনে খুঁজে ধাত,
এখন এরে আনেছ—কি ক'র্ত্তে ?
চার দিনেতে হবেই একে ম'র্ত্তে"।
অবাক্ বাবু—শুনে দারুণ বাণী,—
শুকিয়ে গেল,—তখনি মুখখানি,

কাঁদতে কাঁদতে--বলেন বৈদ্যবরে,
"জীবন কি এর চারটী দিনের তরে ?
বুদ্ধি আমার—হ'ল যে আজ লোপ,
আগে তবে কেন দিলেন 'হোপ' ?"
চতুর ভিষক্ —ক্রুদ্ধ হ'লেন শেষে—
"আগে আমি দেখিছি কি এরে ?"
বাবু ব'ল্লেন—"আজ্ঞে, মহাশয় !
আপনি এরে দেখেছেন নিশ্চয়।"
সবিস্ময়ে—বৈদ্য তখন কন,
"কদ্দিন দেখ্ছি, কত সে বিবরণ।"
বাবু বলেন—"দু'সপ্তাহ ধ'রে,—
দেখ্ছেন একে, দেখুন মনে ক'রে,
ওষুধ দেবেন—ভাল হবে ব'লে"।
বৈদ্য তখন অমনি গেলেন গ'লে।
বলেন—"এরে ঠাওর ক'র্ত্তে নারি,
উপকার এর হ'য়েছে দেখি ভারি,
দুসপ্তাতে—কি পরিবর্ত্তন !
ঔষধের আছে কি প্রয়োজন ?"
বাবু বলেন—"এসেছি তো ভাই,
ফুরিয়ে গেছে, ওষুধ আর যে নাই।"
বৈদ্য তখন—অমনি বলেন হেঁকে,
"ওরে সুরেন ! ওষুধ দেনা এঁকে।
ঐ ঘরেতে ঔষধ পাবেন যান,
দীর্ঘকাল ধ'রে—এরে খাওয়ান।
বেঁচে গেছে—চিন্তা নাইক আর।
চিকিৎসা মোর—অতি চমৎকার"।
নেপথ্যেতে—ঝন্ ঝন্ আওয়াজ,
শুনে বেজায় তুষ্ট ভিষক্ রাজ।
জোঁকের মত—রক্ত শোষণ ক'রে,—
বাঁচবে এরা আর কত দিন ধরে ?
কোথা চরক, বাভট ! অশ্বি বেশ,—
আয়ুর্ব্বেদের এই পরিণাম শেষ !
দণ্ডে দণ্ডে—মত পরিবর্ত্তন,
এ তোমাদের, রোমসংস্করণ ?
এ সব বৈদ্য যমের বড় ভাই।
দাঁদের দেশে—একি বিষম খাঁই।
যমত হরণ করেন শুধু প্রাণ,
এঁদের হাতে—দুইই অবসান।

পরধর্ম্ম ভয়াবহ।

৩০ বৎসর পূর্ব্বে (৺রাধাজীবন রায় কবিশেখর রচিত অপ্রকাশিত পদ্য।)

ধান্যক্ষেত্র কাছে এক কদম্বের গাছে—
বাসাবাঁধি কোন শুক মনোসুখে আছে।
চাষার আশার ধন ইচ্ছামত খায়,
শিষ্ শুদ্ধ পাকাধান আনে সে বাসায়।
আহারের সেরা বস্তু ধান খেয়ে খেয়ে,
মোটা সোটা গেঁটা গোঁটা সেটা সব চেয়ে।
একদিন ব'সে ব'সে মনে ভাবে পাখী—
খাইয়া নীরস ধান কেন শুধু থাকি ?
ঈশ্বরের সৃষ্টিমাঝে ফলাভাব নাই—
একঘেয়ে খেয়ে কেন জীবন কাটাই ?
সকল ফলের সেরা ফল নারিকেল।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দুই যায়, খেলে শাঁস জল'
থাকিতে এমন দ্রব্য—এ ধরণী মাঝে।
শুষ্ক ধান কেন খাই ছি ছি মরি লাজে।
যা' খেয়েছি তা' খেয়েছি আর নাহি খাব।
নারিকেল খেয়ে এবে জীবন জুড়াব।
নারিকেল ফল যেন বৈকুণ্ঠের সুধা।
একবার মুখে দিলে থাকে না ত ক্ষুধা।
বিশ্বামিত্র ক'রেছেন সৃষ্টি নিজ হাতে।
বহুবিধ খাদ্য হয় উৎপন্ন ইহাতে।
নারিকেল জল পানে পিত্ত হয় নাশ
বায়ুর প্রকোপ কমে খেলে কচি শাঁস।
মর্ত্ত্যের অমিয়, যা'রে চন্দ্রপুলি কয়।
নারিকেল হ'তে তাহা প্রস্তুত যে হয়।
মুড়ি সহ নারিকেল, বড়মিঠা লাগে।
শুনিয়াছি এতে নাকি অম্লশূল ভাগে।
নারিকেল লাড়ু লোকে মণ্ডা ফেলে খায়
নারিকেল কুমড়িতে অরুচি পলায়।

শাক বা মোচার ঘণ্টে নারিকেল কোরা,
তা'র কাছে কোথা লাগে ক্ষিরের কটোরা।
ছাঁকাতেলে নারিকেল ভেজে যারা খা'য়।
খাস্তা গজা পানে তারা ফিরিয়া কি চায়?
নারিকেল ফোঁপল বড়ই সুমধুর।
চিবাইলে ক্ষুধা আর কমি হয় দূর॥
নারিকেল-খণ্ডে খণ্ডে নানাবিধ যোগ।
রসকরা মনোহর—দেবতার ভোগ।
নারিকেল তৈল নারী মাথে সমাদরে।
পূর্ণঘটে নারিকেল সর্ব্ব বিঘ্ন হরে।
কাঠে হয় ঘাট বাঁধা ছোবড়ায় দড়ি।
কাটি চেঁচে ঝাঁটা বাঁধ বেচে পাবে কড়ি।
পাতাও না যায় ফেলা এত তার গুণ,
বর্ষাকালে অনায়াসে ধরাও উনুন।
বাল্দো গুমালে করে ইন্ধনের কাজ।
রসে হয় গুড় গেঁজে নাহি হয় ঝাঁঝ।
মেথি অতি সুকোমল, তাল করে কাশি।
একমুখে গুণ এর কেমনে প্রকাশি?
একটা না একটা সবারি দোষ আছে।
কোন দোষ নাহি দেখি নারিকেল গাছে।
থাকিতে এমন গাছ—জগতের আশা,
অন্য গাছে—কেন আর থাকি বেঁধে বাসা?
এইরূপে নানাকথা মনেতে ভাবিয়া।
নারিকেল গাছে শুক বসিল উড়িয়া'
শুকের সাধের ফল কাঁদি কাঁদি ঝোলে,
পবন হিল্লোলে—কিবা শাখা গুলি দোলে।
কাঁদির উপরে ব'সে ছিল যত বল—
এক মনে শুক ঠোঁটে ঠোক্‌রায় ফল।
যেখানে দাঁতের কোপ সহজে না বসে।
সেই ফলে করে চঞ্চু আঘাতে হরষে।
খোসা না বিদীর্ণ হয় যত ঠোক্‌রায়,
দাতে হ'তে চঞ্চু তার ভোঁতা হ'য়ে যায়।
হাতে হাতে প্রতিফল—তখনি পাইল।
ধান খাইবার শক্তি ঘুচিয়া যাইল।
ঠোঁট গেল চূর্ণ হ'য়ে বিধির বিপাকে—
মুখ না নাড়িতে পারে চুপ ক'রে থাকে।
না পারে খাইতে কিছু,—অনাহারে মরে
এরূপ দুরভিলাষ—মূর্খগণই করে।
সুকঠিন নারিকেল—শুক খাদ্য নয়।
আগে যদি বুঝে চলে এ দশা কি হয়?
আপনার শক্তি বুঝে যাহারা না চলে,
শুকের সমান দশা হয় ভূমণ্ডলে॥
নিজ অবস্থায় তুষ্ট থেকো ভাই সব।
পশ্চাতে হবেনা শেষে হ'য়ে পরাভব।
কিকাজ সাহেব হয়ে বাঙ্গালীর ছেলে—
কোথাও পাবেনা সুখ ধর্ম্মছেড়ে গেলে।

উমেদারী

[শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন, শাস্ত্রী]

গীত

উমেদারী কি ঝক্‌মারী বলিহারি যাই,
মোসাহেবি কোথায় লাগে—এমনটি আর নাই।
কথায় কথায় মন যোগান,—পেয়েছে খানসামা যেন,
বাঙ্গালী—কাঙ্গালী মোরা, কত অপমান পাই।
ভোর না হ'তে আসি ছুটে, বিনা পয়সার যেন মুটে,
সবাই করি,—কেবল বাকী জুতোটি সেলাই।

দুইজন উমেদারের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

১ম উমেদার।—না, আমি যদি না খেতে পেয়েও মরি, তবু আর উমেদারী করতে পারবনা। আজ ছ' মাস তো ক্রমাগত মন জুগিয়েই আস্‌ছি, যা ব'লছে তাই কর্‌ছি। যা আমার বাপ পিতামহ কখন না ক'রেছে উমেদারী করতে এসে তাও বাকী রইল না। বাজার করা, হিসাব রাখা—এসবতো আছেই, তার উপর ক্রমশঃ চাকর একটা কাজে গেলে তামাক সাজাও আস্ত হ'ল। আবার আজকের হুকুম বামুনটা পালিয়েছে, কারু ত খাওয়া হচ্ছে না—তুমিই চাটি ভাত রাঁধ যাও। আমার চোদ্দ পুরুষ কখন রেঁধে ভাত খাইনি। বাড়ীতে আমাদের মেয়েদের অসুখ হ'লে উপোষ করি তবু রেঁধে খেতে পারিনে। আমার উপর এই হুকুম। কায নেই আর চাক্‌রিতে,—আমি এই খানেই ইতি কর্‌ছি।

২য় উমেদার।—তোমার তো ভাত রাঁধতে বলেছে।

সে তো পদে আছে—হাজার হোক বামুনের কাজ তো বটে। আমায় যা ব'লছে তা শুনলে অবাক হ'বে। আমায় বলে বাবার বড় ব্যারাম, তাঁর কাছে দিন রাত একজন লোক থাকা দরকার। তাই তিনি যদ্দিন না সারেন তদ্দিন বোসে চাকরটাকে তাঁর কাছে ব'সে থাকতে বলেছি। তুমি বেশী কিছু পার আর না পার কুটনো কখানা কুটে দিও, বাটনাটুকু বেটে দিও, আর কখানাই বা থালা,—আমি আর আমার স্ত্রী, আর আমার মেয়ে প্রেমলতা—আর তোমরাও না হয় দু'জনে এক'দিন এখানে খেও, তা' হ'লে তোমাদের দু'জনকার নিয়ে মোট পাঁচখানা থালা একবার কলতলায় নিয়ে যাওয়া বইত নয়, নিয়ে গিয়ে কলের মুখে ধরলেই অমনি ধুয়ে যাবে। তা এ কাজ টুকু বাবা যতদিন না সারেন চালিয়ে নিও।

১ম উমেদার।—এর পর না বলে বসে—আমার মেয়েকে আর আমার স্ত্রীকে তেল মাখিয়ে চান করিয়ে দাও, ব'সে থেকে থেকে ওঁদের শরীর অথর্ব্ব হ'য়ে উঠছে; ওঁরা আর আপনারা তেল মেখে চান্ করতে কষ্টবোধ করেন।

২য় উমেদার।—তা যে রকম দেখ্ছি তা এ ফরমাস করতেও বোধহয় মুখে বাঁধবে না। আচ্ছা ভাই কামিনী মাষ্টারটা তো দিন দিন বেশ গুছিয়ে উটতে লাগ্লো। ওতো আমাদের মত বেয়ারিং পোষ্টের চাকর—চাকরি পাবার আশায় মেয়েটাকে পড়ার শুনেছি। তা' আমাদের যাও কিছু আছে, ওর "অস্তভক্ষ ধনুর্গুণঃ"। তবে ওর এত বাবুগিরি চলে কোত্থেকে বল দেখিনি।

১ম উমেদার।—ও আর আমাদের ঢের তফাৎ। আমরা রাঁধুনির কায করি, তামাক সাজা বাসন মাজা—এই সব ক'রে মন জোগাই, ও যে রা ত্তর দু'পর পর্য্যন্ত দোতালার উপর ব'সে নিরিবিলিতে প্রেমলতার মষ্টারী করে! একে মাষ্টার, তাতে সখের, ওর খাতিরের ভাবনা কি? পয়সা রই বা ভাবনা কি?

২য় উমেদার।—মেয়েটাই বুঝি ওকে পয়সা দেয়?

১ম উমেদার।—শুনেছি মেয়েটাও নাকি কবি! কবিতা লেখে কাগজে ছাপায়, এর পরিণাম কোথায় দাঁড়াবে, তা' কে বলতে পারে। যত বয়স হচ্ছে ততই যেন রূপ ফেটে উঠছে, এখনো বিয়ে দেবার নাম নেই! কলকাতায় আছেন তাই সব সাজছে পাড়াগাঁয় থাকলে কত থানা হ'য়ে যেত!

(কর্ত্তা পদ্মলোচন বাবুর প্রবেশ)

পদ্মলোচন।—তোমরা এখনো এখানে ব'সে বকাবকি করছ! এই জন্যই এদ্দিন থেকে তোমাদের কিছু হচ্চে না। আমার চেষ্টা থাকলে কি হবে,—তোমাদেরও তো ক্ষমতা চাই। আমি কোন কালে ব'সে গিয়েছি,—আজ বামুন আসেনি—তুমি দুটো ভাত রেঁধে, আর বদ্দিনাথটা বাবার কাছে ব'সে তাঁর সেবা করুক, তুমি আজ তা'র কাজটা চালিয়ে নিও। তা তোমরা বেশ গল্প ক'রে দিনটা কাটিয়ে দিলে বাস!

১ম উমেদার।—আজ্ঞে এই খাবারই যোগাড় করছি।

পদ্মলোচন।—আর খাবার যোগাড় করছ। এদিকে যে বাবার অবস্থা শেষ হ'য়ে উঠলো। আর রাঁধতে হবে না, প্রেমলতার জন্য তুমি শিগ্গির কিছু খাবার কিনে এনে দাও, সেতো আর থাকতে পারবে না। (২য় উমেদারের প্রতি) আর তুমি শিগ্গির ডাক্তারের বাড়ী যাও,—গিয়ে বলগে, হাত পা সব হিম হ'য়ে এসেছে, চৈতন্যও বুঝতে পারা যাচ্ছে না, নাভিশ্বাসের মত বোধ হচ্ছে, আপনি একবার শিগ্গির ঔষধ পত্তর যা নিতে হয় নিয়ে আমার সঙ্গে আসুন। যাও—দেরী ক'র না।

উভয়ে।—যে আজ্ঞা।

তারকেশ্বর।

শ্রীমনোমোহন বিদ্যারত্ন।

ভাটপাড়ার কেল্লায় বসে গোঁড়ার দল যজ্ঞের চাল দিচ্ছিলেন, কালের চক্রে এতদিনে কিস্তী মাত হল। হুগলী জজ আদালতে তারকেশ্বরের যে দেওয়ানী মোকর্দ্দমা চলছিল এতদিনে তার প্রাথমিক বিচার শেষ হয়েছে। আদালত সোলেনামা নাকচ করে দিয়েছেন আর নতুন বাদীগণকে পক্ষ করে নিয়েছেন এখন লেগেযা গুরো! সোলেনামা নাকচ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোহান্ত সতীশচন্দ্র গিরির গদীত্যাগ ও বাতিল হল, প্রস্তাবিত কমিটী জলের তরঙ্গ জলে মিশে যাওয়ার মত একেবারে চিচিং ফাঁক! প্রভাত গিরির গদীতে আর কোন অধিকারে থাকলো না, মোটামুটি এই

হযবরল অবস্থা। ওদিকে ভাটপাড়ার বুড়োশিব খবরের কাগজে মাভৈঃ মাভৈঃ ফতোয়া দিচ্ছেন, আবার ঋষিবর নিযুক্ত করবেন বলে আকাশের চাঁদ হাতে তুলে দিচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু মন্দির এখনও স্বরাজ্য চমুর দখলে, কিন্তু এখন তাঁরাই বা কোন্ অধিকারে মন্দিরের দখল বজায় রাখতে পারবেন তাত বুঝে উঠতে পারিনা। ঋষিবরের আগমনে তারা কি সুবোধ গোপালের মত পাততাড়ি গুটিয়ে নিয়ে সরে পড়বেন, না আবার সেইরূপ গজ কচ্ছপের যুদ্ধ সুরুকরে দিবেন সেটাও ভাববার কথা। এখন ব্রাহ্মণ সভা এগিয়ে আসুন, আর ঘোমটা দিয়ে থাকলেত চলবে না। নেপথ্য থেকে অভিনয় করা খুব কঠিন নয় যতক্ষণ না সেটা মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। আমরা এর আগেও একবার বলেছি, আজও আবার বলছি, বাবার ভাগ্যে যা থাকে তাই হবে, তা দেখবার কোন অধিকার আমাদের নাই, দেখতে যাওয়াও বাতুলতা, আমরা বলতে চাই এতদিনের সমস্ত শ্রমই ত পণ্ড হল, কর্ত্তাদের উদ্দাম বাসনা বহ্নিতে নিরয় রোগ শোকে ক্লিষ্ট আমরা—আর কতদিন এরূপ অন্ধভাবে ইন্ধন যোগাব। যাক গত বিষয়ের আলোচনা করে কোন লাভ নাই, ব্রাহ্মণ সভা যখন এত কাণ্ডকরে তাঁদের জেদ বজায় রাখলেন তখন এইবার তারকেশ্বরের ভার—অন্ততঃ তথাকথিত ঋষিবরের শুভাগমন পর্য্যন্ত—গ্রহণ করুণ নতুবা মুখ রাখবার স্থান থাকবেনা। যত শীঘ্র সমস্ত প্রকাশ করে দেশবাসীর উৎকণ্ঠা দমন করিতে পারেন সেই চেষ্টা দেখুন।

এই সম্বন্ধে সাধারণের কিছু বলবার আছে, স্বরাজ্যদল যেরূপ হটকারিতার সহিত আপোসের কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, আপোসের পূর্ব্বে প্রকৃতপক্ষে আপোস মীমাংসার পরিণাম ফলের সহিত যাহাদের ইষ্টানিষ্ট ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত তাদের নিকট একটা মুখের কথা জিজ্ঞাসা না করে জানিনা কি উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হয়ে কর্ণপটহের হৃদয় বদ্ধকরে আপোসের কাজে অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে ছিলেন আজ তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে, এই যে একবৎসর ধরে অর্থব্যয় কারাবাস কষ্ট যন্ত্রনা সারা বাঙ্গালা ভোগ করলে এর জন্য দায়ীকে? দেশবাসী ইহার জন্য কাহারও নিকট কৈফিয়ত চাইবে? ব্রাহ্মণ সভার প্রতিও বক্তব্য এই যে হয় তাঁরা সরে দাড়ান, পূর্ব্বের সর্ত্তমতই আপোষের যদি কোন ব্যবস্থা এখন করা সম্ভবপর হয় তাই করুন, নয়ত তারকেশ্বরের সমস্ত ভার গ্রহণ করুন রিসিভারের রাজত্ব হলেই লোকে চতুর্ভুজ হবেনা। আমাদের মনে হয় আর তিলমাত্র দেরী না করে স্বরাজ্যদল ও ব্রাহ্মণসভার যোগে একটা পরামর্শের ব্যবস্থা করা উচিত। তারকেশ্বরে যদি আবার কোন অঘটন ঘটে যদি আবার দেশের সাহায্য দরকার হয় তবে শত স্বরাজদল বা সহস্র ব্রাহ্মণসভা মাথা কুটে মরলেও আগের মত সাড়া পাবেনা, তা পাওয়াও সম্ভব নয়। কারণ ভবি আর ভোলে না—অন্ততঃ ভোলা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ সভার মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দ আকাশেই মিলিয়ে যাবে।

তথ্য—নিচয়।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১)

জার্ম্মেণীর অন্তর্গত জেনা বিশ্বালয়ের অধ্যাপক হেকেল সাহেবের প্রণীত ব্রহ্মাণ্ডরহস্য (The riddle of the universe) পুস্তকে পাওয়া যায়—

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে পৃথিবীতে ১,৫০০,০০০,০০০, লোক বাস করে তন্মধ্যে

ব্রহ্ম বৌদ্ধ সংখ্যা.........৬০০, ০০০, ০০০।

খ্রীষ্টান.....................৫০০, ০০০, ০০০।

অখ্রীষ্টান বা হিদেন (নানাপ্রকার) ২০০, ০০০, ০০০।

মুসলমান....................১৮০, ০০০, ০০০।

ধর্ম্মশূন্য মনুষ্য ....১০, ০০০, ০০০।

(২)

ভারতে অনেকেই বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া পণ্ডিত হইয়াছেন বা হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বর্গীয় হরিনাথ দের ন্যায় মনস্বী, বহু ভাষাবিৎ পণ্ডিত ভারতে কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার ন্যায় ভাষাবিৎ পণ্ডিত সমগ্র পৃথিবীতেও বিরল ছিল। নিম্নলিখিত ভাষাগুলিতে তিনি বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

(১) ইংলিশ (২) লাটিন্ (৩) গ্রীক (৪) সংস্কৃত (৫) আরবী (৬) পালী (৭) পার্সী (৮) উর্দ্দু (৯) উড়িয়া (১০) হিন্দি (১১) বাঙ্গালা (১২) ইটালিয়ান (১৩) ফ্রেঞ্চ (১৪) স্পেনিস (১৫) জার্ম্মন্ (১৬)

টার্কিস্ (১৭) পর্ত্তুগাজ (১৮) পুস্তু (১৯) রুষীয় (২০) পার্সীয় (২১) হিব্রু (২২) চীনীয় (২৩) জাপানী (২৪) বর্ম্মিজ (২৫) শ্যামীয় (২৬) সিলোনিজ (২৭) তিব্বতীয় (২৮) মারাঠী (২৯) গুজরাতী।

(৩)

উপস্থিত সময়ে ডাক্তারেরা বলেন ১ হাজার ১০০ শত প্রকার ব্যাধি মানুষকে আক্রমণ করিতে পারে; শুধু মানুষের চক্ষু নষ্ট করিতে ৪০ প্রকার রোগ ঘুরিতেছে। মানুষকে রক্ষা করে কে?

(৪)

প্রাচীন তম গাছ।

দক্ষিণ মেক্সিকোর সান্টা'মেরিয়া গির্জ্জার উঠানে একটী প্রকাণ্ড সাইপ্রেস গাছ আছে। বৈজ্ঞানিকরা বলেন এটির বয়স পাঁচহাজার হইতে ছয় হাজার বৎসর। পৃথিবীর মধ্যে ইহাই প্রাচীনতম গাছ। মেনিস যখন ইজিপ্টের একছত্র সম্রাট সেই সময় বীজ হইতে গাছটী অঙ্কুরিত হয়। মেনিস খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দে রাজত্ব করেন। একশত বৎসর পূর্ব্বে হামবোল্ড গাছটী প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি গাছের গায়ে একটী ট্যাবলেট্ আঁটিয়া দেন। গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ট্যাবলেটটী অনেকটা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

গাছটীকে মাটি হইতে চার ফিট উচুতে মাপিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহা একশ ছত্রিশ ফিট মোটা এখনও ইহার পূর্ণ যৌবন জরার কোনও চিহ্নই নাই।

ভাঙ্গা বাঁশী।

শ্রীকুঞ্জবিহারী মিত্র।

ভাঙ্গা বাঁশী অইখানে থাক পড়ে থাক্
জোছনা মাখান রাতে
মধুর মলয় বাতে
যমুনা পুলিনে জোয় ফুটেছিল বাক্
থাক বাঁশী অইখানে থাক পড়ে থাক্।

একদিন হায় বাঁশী কত বেজেছিল
যমুনা উজান ব'য়ে
প্রেমেতে অধীরা হয়ে
কদম্বের মূলে ঘুরে যবে নেচেছিল
না জানি সেদিন বাঁশী কত বেজেছিল।
যেদিন কালার আশে যত ব্রজবালা
ঘর দোর ছেড়ে দিয়ে
পতি পুত্র তেয়াগিয়ে
ছুটেছিল জুড়াবারে বিরহের জ্বালা
সেদিন এ বাঁশী লয়ে সেধেছিল কালা।
যেদিন রূপের হাটে যমুনার কূলে
দধি বিকাবারে এসে
আপনা বিকায়ে শেষে
উন্মাদিনী ব্রজবালা কদম্বের মূলে
বেজেছে সেদিন বাঁশী কত তান তুলে।
ননী দিতে দেরী হ'লে "মা" "মা" বলে ডেকে
মায়ের আঁচল ধরে
মায়েরে পাগল করে
ফুকারি কেঁদেছে বাঁশী কত থেকে থেকে;
সেদিন ফুরায়ে গেছে রাখ বাঁশী ঢেকে।
আর কি সেদিন আছে সব অন্ধকার
আর কি যমুনা তটে
আর কি সে বংশীবটে
আছে কি চিকণ কালা—ব্রজ কণ্ঠহার,
রাধা নামে সাধা বাঁশী কে বাজাবে আর।
কালিন্দীর কাল জলে যত ব্রজবালা
জল লইবার ছলে
আসিবে কি দলে দলে
হেরিতে সে বাঁকা চূড়া জুড়াবারে জ্বালা
আর কি বাজাবে বাঁশী রাধা বলে কালা?
তবে আর কেন বাঁশী আর তবে আর
বেজে আর কাজ নাই
কে আর বাজাবে ছাই
আর তোরে ভাসাইয়া দিব যমুনায়
কেমনে বাজিবি ছাই কে বাজাবে হায়।

কোরিয়া।

(১) চীন সাম্রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তে কোরিয়া রাজ্য। ইহার পরিমাণ ফল ৮৬,০০০ বর্গমাইল লোক সংখ্যা প্রায় এক কোটি।

(২) কোরিয়া প্রথমে চীনের করদরাজ্য ছিল। তৎপরে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চীন জাপান যুদ্ধের সময় ইহা স্বাধীন হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রুষ জাপান যুদ্ধের পর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহা জাপান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে।

(৩) কোরিয়ায় বুদ্ধদেবের ধর্ম্মবিন্দু যে মন্দিরে রক্ষিত আছে তাহার ত্রিশ পাদ পরিমিত স্থানে কোন প্রকার তৃণাদি জন্মে না, কোন বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না, কোন প্রকার কুসুমও প্রস্ফুটিত হয় না। অধিকন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কোন চতুষ্পদ জন্তু সেই পবিত্র স্থানে বিচরণ করে না।

(৪) কোরিয়ায় একটি শীত সমীর গিরিগহ্বর আছে, এই গহ্বর হইতে সম্বৎসর প্রবল শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইয়া থাকে।

(৫) কোরিয়ায় একটি অদ্ভুত অত্যুষ্ণ প্রস্তর আছে, সেই জ্যোতিষ্মান প্রস্তরখণ্ড অতি প্রাচীনকাল হইতেই একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের শিখর দেশে প্রতিষ্ঠিত। ইহা অগ্নির ন্যায় উষ্ণতাসম্পন্ন, সর্ব্বদাই দেদীপ্যমান।

(৬) কোরিয়া একটি অবিনশ্বর অটবী আছে, সমস্ত বৎসর ধরিয়া কুঠার দ্বারা ইহার অটবী সমূহ ছেদন করিলেও পুরুভুজ বা রক্তবীজের ন্যায় মুহূর্ত্ত মধ্যে পুনরায় তাহার পাদদেশ হইতে নূতন নূতন মহীরুহের উদ্ভব হইয়া থাকে।

(৭) মিথুন কোরিয়া উপদ্বীপের পার্শ্বদ্বয়ের প্রস্রবন দম্পতি অবস্থিত। উভয়ের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান থাকিলেও এক অন্তঃ সলিলাধীন প্রবাহ অলক্ষিতভাবে তাহাদের নিত্য সংযোগ বিধান করিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যখন জলপূর্ণ থাকে, তখন অন্যটী শুষ্ক এবং একটির জল বিস্বাদ হইলে অন্যটীর নির্ম্মল ও স্বাদুজল থাকে।

(৮) কোরিয়ায় একটি ভাসমান প্রস্তর আছে। এই প্রস্তরের সম্মানার্থ তাহার পুরোদেশে এক রম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার আকৃতি অতি বৃহৎ; ত্রেতা যুগে কপিবৃন্দ নীলসাগরে প্রস্তর ভাসাইয়াছিল, কলিযুগে কোরিয়া রাজ্যে অদ্ভুত এই প্রস্তরখণ্ড ভাসমান।

(৯) কোরিয়ার স্ত্রীলোক দিগের কোন নাম নাই। তাহাদিগকে তথাকার লোকে অমুকের কন্যা বা স্ত্রী বলিয়া ডাকিয়া থাকে। তথাকার অধিবাসীগণ কখন চুল কিম্বা দাড়ী কামায় না। তাহাদের সংস্কার ঐরূপ করিলে পিতামাতাকে অসম্মান প্রদর্শন করা হয়।

(১০) কোরিয়ার এখনও চা, লবণ, জুতা, প্রভৃতি মুদ্রার বিনিময়ে ব্যবহার হয়। তথায় কোন প্রকার বৃহৎ বৃক্ষ নাই। এমন কি, শবদাহের জন্যও অন্যদেশ হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে হয়।

বটকৃষ্ণপালের

এডওয়ার্ডস্ টনিক

বা

য়্যাণ্টি-ম্যালেরিয়াল্ স্পেসিফিক।

অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এমত আশু ফলপ্রদ

মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য—বড় বোতল ১৷৷৹ প্যাকিং ডাকমাশুল ১৲ টাকা।
ছোট বোতল ১৲ ৸৹ আনা

রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শ্বেলে লইলে খরচ অতি সুলভ হয়।

পত্রদ্বারা নিঃমাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট্

(কলিকাতা হেলথ্ অফিসারের ব্যবস্থানুসারে প্রস্তুত)

অধুনা সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী যেরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে উহার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে কলিকাতার হেলথ্ অফিসারের আবিষ্কৃত ট্যাবলেটই একমাত্র অবলম্বন। তিনি অক্লান্ত গবেষণার দ্বারা এই ট্যাবলেট আবিষ্কার করিয়া বহু সংখ্যক রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (formula) অনুসারে এই ট্যাবলেট প্রস্তুত করিয়া জনসমাজে প্রশংসনীয় হইয়াছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ২৫ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি ৸৹ আনা মাত্র।

সিরাপ অব হাইপোফস্ফাইট অফ লাইম।

শ্বাসনালী প্রদাহ, হাঁপানি, স্বরনালী এবং মলকোষ্ঠের উত্তেজনা, স্বরভঙ্গ, সর্দ্দি, কাশি, ক্ষয়কাশ প্রভৃতি যাবতীয় কণ্ঠনালীর পীড়ায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ইহাতেও ক্ষুধার বিশেষরূপে উদ্রেক হইয়া থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৸৹ বার আনা মাত্র।

মহামান্য ভারতের বড়লাট সাহেব বাহাদুর কর্ত্তৃক পৃষ্টপোষিত।

কেমিষ্টস এণ্ড ড্রগিষ্টস ১ ও ৩ বনফিল্ডস্ লেন, (চীনাবাজার) কলিকাতা।

সোল এজেণ্টস্:—

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং

ফুটবল। ফুটবল!!

আমাদের বল উৎকৃষ্ট কাউ হাইড হইতে সুদক্ষ কারিকর দ্বারা বিলাতী বিরগুলে সেলাই হইয়া থাকে—বিলাতী বলের মত আমাদের বলের সেপ ঠিক থাকে ও সেইরূপ মজবুত হয়। (ব্লাডার ও লেস সহ) ১নং বল ১৸৹, ২নং ২৷৷৹, ৩নং ৩।৹, ৪৷৷৹, ৪নং ৪৷৷৹, ৫৲, ৫নং ৫৷৷৹, চ্যাম্পিয়ান ৮৲, শিল্ড চ্যাম্পিয়ান ৯৲, শিল্ড ম্যাচ ১০৷৷৹ ঐ ক্রোম ১৪৲ ইণ্টার ন্যাসন্যাল ১১৷৷৹ ঐ ক্রোম ১৫৲, শিব দাস ১২৲ ঐ ক্রোম ১৫৷৷৹। ব্লাডার—১নং ৸৵৹ ২নং ১৲ ৩নং ১।৹ ৪নং ১৷৷৹ ৫নং ১৸৹ ইনফ্লাটার ১৷৷৹ ১৸৹ ২৷৷৹। পত্র লিখিলে বিনা খরচায় ক্যাটলগ পাঠান হয়।

ডাক্তার ও রোগীর আবশ্যকীয়

যাবতীয় দ্রব্যাদি যথা—

থার্ম্মমিটার, ষ্টেথস্কোপ, ইঞ্জেকসানের যাবতীয় সরঞ্জাম ছুরি, কাঁচি, ডুস, বেডপ্যান, আইসব্যাগ, দন্ত, কণ্ঠ, চক্ষু স্ত্রীচিকিৎসা ও সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রোপচারের যন্ত্রাদি এবং এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ব্যাগ ও পকেট কেশ সুলভমূল্যে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়।

মজুমদার ব্রাদার্স

৮৩।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রামোফোন ক্রেতাগণের সুবর্ণ সুযোগ

অভাবনীয় মূল্য হ্রাস হইয়াছে, মূল্য ৩০৲ টাকা হইতে ২০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। মেসিন ক্রয় করিবার পূর্ব্বে অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের দোকানে পদার্পণ করিবেন।

জে এন ঘোষ

গ্রামোফোন ও হারমোনিয়াম বিক্রেতা

৮৪-২ নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস' বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, (কাশীমবাজার) মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর), রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ, আর, সি, আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর আসাম), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজ-কুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর) কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্ব্বেল প্যালেস), শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল্ (সেরপুর—টাউন), শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি এল, জমিদার রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার, (ঢাকুরিয়া), শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত জগত-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত বিশ্বচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নবীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত নলিনি-রঞ্জন সরকার এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলি-কাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে, জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লাভপুর), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি এস, শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল, এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া), কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়), শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি—রঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, পাথারিয়াঘাটা শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুখাঁ কৌন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার (পটলডাঙ্গা হাউস) ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার পাথুরিয়াঘাটা।

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [৩৭শ সংখ্যা

১৩৩২ সাল, ১২ই বৈশাখ শনিবার, নগদ মূল্য ৫১০ পয়সা।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ, ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস কার্য্যালয়—২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সেল ! সেল !! সেল !!!

গ্রাণ্ড রিডাকসন সেল, সস্তার চূড়ান্ত।

জগৎবিখ্যাত "বি" টাইমপিসের আদর চিরদিন ভারতের ঘরে ঘরে হইয়া আসিতেছে। ইহার নূতন পরিচয় দিবার আর কিছুই নাই। কলকব্জা অতি সূক্ষ্ম ও মজবুত। একদমে ৩৬ ঘণ্টা চলে। গ্যারাণ্টি ৩ বৎসর। গ্রাহক—সাবধান! উপহার নামক 'অখাদ্য' লইয়া ঠকিবেন না। কারণ লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু। জগৎ-বিখ্যাত "বি" মার্কা জার্ম্মাণ দেশে প্রস্তুত দেখিয়া লইবেন! মূল্য ১টী ১৸৹ এলার্ম্মি বা ঘুম ভাঙ্গান ২৷৹ টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

দি টাইমপিস্ সেলার

৩৹, গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পদ্মমধু

বিখ্যাত চিকিৎসকগণের সুপ্রশংসিত হাটখোলা দত্তবাটীর পদ্মমধু ভুবন বিখ্যাত। চক্ষু উঠা, ছানি, দৃষ্টিহীনতা, রাত্তকাণা, ঝাপসা দেখা, চক্ষু কর্ কর্ করা, লাল হওয়া পাতায় পাতায় জুড়িয়া যাওয়া, চক্ষুজ্বালা ও অর্দ্ধদৃষ্টি, অদূর দর্শন প্রভৃতি চক্ষের যাবতীয় পীড়া প্রশমিত হয় এবং চক্ষু স্নিগ্ধ ও শীতল রাখে ও জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয়। মূল্য প্রতি ড্রাম ১৲ ৩ ড্রাম ২৷৹, ডাঃ মাঃ ৶৹ আনা।

এন, দত্ত ব্রাদার্স, জন্মভূমি কার্য্যালয়,

৩৭নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্ব-বিজয়-কবচ।

যাহা বহু অর্থব্যয় সাধ্য ও অসাধ্য ছিল, সেই বিশ্ব-বিজয়-কবচ সাধারণের হিতার্থে একরূপ বিনামূল্যে মাত্র খরচ বাবদ ১৶৹ আনা গ্রহণ করিয়া বিতরিত হইতেছে। এই বিশ্ব-বিজয়-কবচ শাস্ত্র অনুমোদিত ও সংশোধিত করিয়া প্রস্তুত করিতে হইলে ন্যূনকল্পে ৫০৲ টাকা ব্যয় পড়ে। এক ব্যয়ে বহু কবচ প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া ১৶৹ আনা।

ইহা ধারণে এক সপ্তাহের মধ্যে সর্ব্ব রকম বিপদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। পুরশ্চরণসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মন্ত্রশক্তি দ্রব্যগুণের অপূর্ব্ব সম্মিলন বিশ্ব বিজয় কবচ। ভক্তি সহকারে সাধ্যমত পূজা মানসিক করিয়া মন্ত্রপূত বিশ্ব-বিজয়-কবচ ধারণে মকর্দ্দমায় জয়লাভ, চাকরী প্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্যলাভ ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি, শত্রুদিগকে বশীভূত করা ও পরাভূত, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, কালাজ্বর প্রভৃতি মহামারীর হাত হইতে আত্মরক্ষা ও অকালমৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ অনায়াসে করা যায়। ইহা ধারণে অর্শ, অম্ল, স্বপ্নবিকার, আমাশয় সারে, বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়, মৃতবৎসা দোষ যায়, সুখপ্রসব হয়, নষ্ট সম্পত্তির পুনরোদ্ধার, বেশ্যাশক্ত-স্বামী স্ত্রী-অনুরাগী, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, সর্প-দংশন নিবারণ হয়। প্রদর, বাধক, মৃগি, মূর্চ্ছা, ভূত প্রেত, পিশাচ, উন্মাদ, চোর, ও অগ্নিভয় হইতে রক্ষা পাইবার বিশ্ব-বিজয় কবচ ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ। ইহা ধারণে কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন হয় এবং অতি দরিদ্র ব্যক্তিও ধনবান হইয়া থাকেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ শিখ, পাঞ্জাবী আপামর সাধারণ ভারতবাসী, রাজা, মহারাজা, শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই কবচ ধারণ করিয়া প্রতিদিন অভাবনীয় ফললাভ করিতেছেন।

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান—"যোগমায়া আশ্রম" বৈদ্যনাথ ধাম, দেওঘর পোঃ, সাঁওতাল পরগণা।

ড্রাম /৫ ও /১০ পয়সা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ব্রাঞ্চ ঔষধালয়—১২ নং সেণ্ট্রাল এভিনিউ, ২১১ নং অপার চিৎপুর রোড, ১৫৩।১ বহু-বাজার ষ্ট্রীট, ৬৬।৪ নং রসারোড, কলিকাতা।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স—পুস্তক ড্রপার সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ১০৪ শিশি ২৲, ৩৲, ৩৷৹, ৫৷৹, ৬৸৹, ১১৷৹ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা রত্নাকর (বাঁধান) ২৷৹ টাকা, মাশুল ৷৶৹।

মজলিস

শুধুই রহস্য।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

আর লিখিব কি? যে দিকে যাই শুধুই রহস্য। রহস্য লিখিবার শক্তি কি সকলের থাকে? সে শক্তি ছিল—বঙ্কিমচন্দ্রের, ছিল ইন্দ্রনাথের, ছিল অক্ষয় চন্দ্রের, ছিল চন্দ্র নাথের, ছিল যোগীন্দ্র চন্দ্রের, ছিল পাঁচকড়ি দাদার, ছিল দ্বিজেন্দ্র লালের, ছিল সুরেশ চন্দ্রের; সে ইন্দ্র চন্দ্রের যুগ চলিয়া গিয়াছে। আর রহস্যের উৎস দেখিতে পাই না তবে এখনও রহস্য সৃষ্টি করিতে পারেন—বুড়া অমৃতলাল, কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথ, প্রোফেসর ললিত বাঁড়ুজ্যে এবং মিনার্ভার মনস্বী নাটককার ভূপেন্দ্র নাথ। ইহারা রহস্য "লিখিতে" পারেন আমরা রহস্য "দেখিতে" পাই। কি রকম দেখিতে পাই শুনিবে?

এই যে হিন্দু মহাসভা নামে একটা বিরাট বিশাল সভা সহরের বুকে জমকাইয়া বসিল—ইহার সম্বন্ধে নাকি কোন কোন সাময়িক পত্রের মন্তব্য—"আপত্তিজনক"। অর্থাৎ এই সভার অধিবেশনকে হিন্দুসভার অধিবেশন বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। এই খানেই রহস্য রসের সৃষ্টি। কেন না হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য যতই উদার হউক না কেন, বিধবা বিবাহের প্চলন ও বাল্য বিবাহ উঠানো—এ দুইটী জিনিষ গোঁড়া হিন্দুরা পছন্দই করিবেন না। কারণ বিধবা বিবাহ চালাইলে, কুমারী বিবাহ তুলিয়া দিতে হইবে। আবার পণ প্রথার অত্যাচারে বাল্য বিবাহ তো আপনা হইতেই উঠিয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ সমাজের এই তিন বড় জাতির ঘরে ১৭।১৮ বৎসরেরও অবিবাহিতা কন্যা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সভা ডাকিয়া বক্তৃতা দিয়া, প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বাল্য বিবাহ তুলিয়া দিবার আর বড় আবশ্যকতা নাই। বোধ হয় এই জন্যই সকল দলের হিন্দু—এই হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন নাই।

হিন্দু মহাসভা সম্বন্ধে সহযোগিনী "বসুমতীর" মন্তব্য পড়িয়া 'আনন্দ বাজার" বেজায় চটিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ মহা সম্মিলন সম্বন্ধে সেই আনন্দ বাজার পত্রিকার মন্তব্য আপনারা শুনিয়াছেন কি? আমরা আনন্দ বাজার হইতেই তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—"কতিপয় গোঁড়া ব্রাহ্মণ মহা-সভার (অর্থাৎ হিন্দু মহাসভার) অধিবেশনের সময়েই বর্দ্ধমানে পৃথক সম্মেলন বসাইয়াছিলেন"। এখানেও রহস্য রসের সৃষ্টি। আনন্দবাজার যে জন্য বসুমতীকে দোষ দিয়াছেন, নিজেও সেই দোষ করিয়াছেন। তিনি রাজা শশিশেখরেশ্বরকে একজন "জমিদার" এবং ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলনকে "বর্দ্ধমানের বৈঠক" বলিয়াছেন! ইহার কারণটুকুও আমরা আবিষ্কার করিয়াছি। হিন্দুমহাসভার পক্ষে—আনন্দ বাজারের কর্ত্তারা ছিলেন, কাজেই সমস্ত হিন্দু না গেলেও সে ত মহাসভাই বটে। আর হিন্দু সভার উদ্দেশ্যের সঙ্গে ব্রাহ্মণ সম্মেলনের মতের মিল নাই। কাজেই উহা সামান্য বৈঠক বৈকি! অথচ দেশের বড় বড় পণ্ডিত এ বৈঠক আলো করিয়াছিলেন।

ষ্টার থিয়েটারে নাকি রবিবাবুর চিরকুমার সভা অভিনীত হইবে। এজন্য ষ্টার থিয়েটারের প্রশংসা যিনি কখনও করেন নাই, আমাদের এমন এক সহযোগীও এবার "চ্যাং মুড় কানীকে" 'জয় বিষহরি" বলিয়া ফেলিয়াছেন! যিনি দশমুখে ষ্টারের জনার নিন্দা করেন,—তিনি এই চির কুমার সভা অভিনয় করিবে বলিয়া—ষ্টারকে বলিয়াছেন 'অভিনয় ভাল হউক, মন্দ হউক, ষ্টারের চেষ্টা প্রশংসনীয়!" আমরাও ঐ কথার প্রতিধ্বনি করিতেছি। যে হেতু চিরকুমার সভা কবি গুরুর লেখা—নাট্যমন্দিরে উহার অভিনয় নিখুঁত হইত।

হারে কি রকম অভিনয়ের খোলতাই হয় —সে তত্ত্ব "নিহিতং গুহায়াং"। আমরা কিন্তু "ও রসে বঞ্চিত এদাস গোবিন্দ"।

*　　　*　　　*

তারকেশ্বরের অবস্থা আবার নাকি অতীতের রূপ ধরিবার উপক্রম করিয়াছে। একদিকে বিশ্বানন্দ প্রভৃতি সংস্কারকারীর দল—তীর্থ রক্ষা করিতেছেন, অন্য দিকে ব্রাহ্মণ সভার মুরুব্বীর দল "ভূরি ভূরি শাস্ত্র বচনং আওড়াইয়া—ব্রাহ্মণত্বের গৌরব দেখাইতেছেন,—শুনিতেছি লীলাময়ও আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিন দিকে তিন থাবা, দেখা যাক এবার কি করেন বাবা! আমরা দেখিতেছি—"তীর্থ হিন্দুয়ানী" সংস্কার মা বোনের ইজ্জত—এই সব বড় বড় কথা গুলার চারিদিকে—শুধুই রহস্য। আসল যা' তা' চুকিয়া গিয়াছে—ভদ্রলোকের ছেলেরা ভিক্ষা করিয়াছে, জেলে গিয়াছে, মারও খাইয়াছে।

শুনিতেছি—এই তীর্থ সংস্কারের সর্ব্বপ্রধান পাণ্ডা নাকি নিজের নামের অর্থ এতদিনে বজায় করিয়াছেন। তিনি যখন তারকেশ্বরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন সকলেই ভাবিয়া ছিল—তিনি "সৎ" তা'র পর সংস্কার করিতে গিয়া মায়ের [illegible] হইয়াছিলেন—"চিৎ" এখন নাকি সতীশের দলে [illegible]য়াই তাঁহার 'আনন্দ"। আমরা হিন্দু ত্রিতত্বের [illegible]াসক-স্বামীজীর এই ত্রিমূর্ত্তির পানে চাহিয়া ভাবিতেছি—ধর্ম্ম জগতেও বুঝি শুধুই রহস্য!

এ[illegible]ার সাহিত্যের কথাটা বলি। বঙ্কিমের শূন্য সিংহাসনের উত্তরাধিকারী—এবার পদ্মাপারে গিয়া পতি-গিরি করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই—"পতি-গিরি" পাইয়াও তিনি সতীর মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। প্রভু নাকি, প্রকাশ করিয়াছেন—"একনিষ্ঠ প্রেম ও "সতীত্ব" সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। যদিও একনিষ্ঠ প্রেম উচ্চ আদর্শ ও প্রশংসার বস্তু, কিন্তু সতীত্ব সেরূপ গৌরব পাইবার অধিকারী নহে! পাঠক! এমন অপূর্ব্ব কথা আর কখনও শুনিয়াছ কি? সতীত্বের মধ্যে একনিষ্ঠ প্রেম থাকিতে পারে না, সাহিত্যিকের শ্রীমুখে এমন কথা কেহ শুনিয়াছেন কি না জানি না। আমরা কিন্তু আর একবার শুনিয়াছিলাম। সে নদীয়া সাহিত্য সম্মিলনে—এবার শুনিলাম মুন্সিগঞ্জে। বক্তা—সেবারেও যিনি, এবারেও তিনি। ছিঃ! জম্বুদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিয়া সতীর সার বস্তু লইয়া, এমন কঠোর রহস্য করিতে আছে কি? আফিসের মাঠে আবাদ চাষ করিতে দাগুরায় বারণ করিয়া গিয়াছেন, নইলে দেখাইতাম এই সকল "সবুজ" অবুঝের মত "সাহিত্যের ভিতরে জমা করিতেছে"—শুধুই রহস্য।

"স্মৃতি।"

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিএল।

আমার, সকল স্মৃতির মাঝেতে রয়েছে
　　　তোমার স্মৃতিটি মাখা,
আমার, সকল সুখের মাঝেতে রয়েছে
　　　তোমার বিরহ ঢাকা।
আনমনে যায় দিবস বহিয়ে
নিশিথিনী যায় কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
সব চেয়ে প্রিয় দেখিনু ভাবিয়ে
　　　তোমাতে ডুবিয়ে থাকা।
উদাস হিয়ার গুপ্ত বেদনে
যখনই তাকাই আকাশের পানে
তোমার মূরতি সাকারা হইয়ে
　　　(হয়) গগনের পটে আঁকা
তোমার অভাবে জীবন জনম
সকলই বিফল ওহে নিরমম
জীবন শুধুই জীবন ধারণ,
　　　পরাণ র'য়েছে ফাঁকা।
আছি পথ চেয়ে আসিবে ব'লিয়ে
কত বর্ষ মাস তোমার লাগিয়ে
নয়নের জলে, হতাশ হৃদয়ে
　　　এই ছিল ভালে লেখা।
এস প্রিয়তম এস ফিরে এস
ভাল বাস আর নাহি ভাল বাস,
বারেক দাঁড়াও সমুখে আমার
　　　(দাও) মরণের পথে দেখা

উদীয়মান নব অবতার

(শ্রীহংসানন্দ বকধর্ম্মী বিরচিত)

বাজলোরে গান গৌর সারং ভক্তি-সারঙ্গে,
গৌড় ছেড়ে উধাও গৌর ভক্ত ক্রূচঙ্গে।
'চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শুনে গৌর মনে ত্রাস,
ভিটে ছাড়া হ'য়ে তাঁহার নিত্যাপুরে বাস।
কোথা গেলে কৃষ্ণদাস কোবরেজ গোঁসাই ?
সিদ্ধান্তের কাছে আর ক'স্কে পাচ্ছ নাই।
তুমি ত জাহ্নবী বুড়ি আছ তিন কাল,
'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' মতে তুমিও বেতাল।
দেব দ্বিজ পণ্ডিতের কেবা ধারে ধার
সিদ্ধান্তে পরাস্ত করে শকতি কাহার ?
সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তে, গোড়ায় শিক্ষা মহাভ্রম,
নতুবা উল্টাবে কেন বৈষ্ণবের ক্রম ?
আপনাকে অতি নীচ জানাটা না হ'লে,
বৈষ্ণবতা হয় কি গো দাম্ভিকতা-বলে ?
উল্টা ডিঙ্গির উল্টা কথা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত,
যে না মানে করে তার চৌদ্দ পুরুষান্ত।
"ভক্তির সিদ্ধান্ত" ছাড়ি একি হে আবার
"গৌড়ীয়ের" ধ্বজে চিত্র দন্ত অবতার।
চৌদ্দ ভুবন সমুদ্ভূত সিদ্ধান্তের পদে
চিনি হ'য়ে গেল শেষে চিনির বলদে ?
গৌরে কবরে গেড়ে তাই কি গোঁসাই ;
নিজে দণ্ডধারী গোরা ? Fie ! Fie !! Fie !!!

মিহিজামের মাঠ।

শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেই যে কবে রবিনসনক্রুসো পড়িয়াছিল সেই হইতেই শ্যামলের একটা advenaturous Life এর স্বপ্ন একটা মনে মনেই থাকিয়া গিয়াছিল, কোন দিন কোন সুযোগেই রবিন্‌সনক্রুসোর মত একটা অমানুষিক কীর্ত্তি করিবার সুযোগ উহার বাঙ্গালী জীবনে ঘটিয়া উঠে নাই। এজন্য তাহার অনুশোচনারও অন্ত ছিল না। অত্যন্ত সাধারণ এই বাঙ্গালীদের জীবনটাকে সে অভিশাপ দিতে ত্রুটি করিত না। কলিকাতার ইডেন গার্ডেন, আলিপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন এমনই বহুস্থানে সে বহুবার ভ্রমণ করিয়াছিল, নিজেকে ইচ্ছা করিয়াই অনেক সময় নিরুদ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল ; কিন্তু shipwrecked life ঘটায় নাই, কখনও একটা বানরের তাড়া খাইয়াও তাহার adventure এর তৃষ্ণা মিটে নাই।

যুদ্ধের সময় সে যুদ্ধে যাইবার চেষ্টা করিতেও ত্রুটি করে নাই। কিন্তু তাহার চক্ষের চস্‌মা এবং তালপাতার সিপাহীর মত পঞ্জাবী পরা চেহারা দেখিয়া কোন ডাক্তারই তাহাকে মনোনীত করে নাই।

এই সমস্ত দুঃখের পুঞ্জীভূত অন্তর বেদনা একদিন কিন্তু তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। আর টেলিগ্রাফ দিয়াই সে নানা রকম অদ্ভুত ও অমানুষিক কার্য্য কল্পনা করিয়া ভ্রমণে বাহির হইল এবং প্রথমেই মিহিজামে তাহার রঙ্গভূমি পরিকল্পনা করিয়া সেই ভূমিতেই প্রথম পদার্পণ করিল।

রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াই শ্যামলের প্রথর দৃষ্টি পড়িল মিহিজামের আশেপাশের শালবন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়গুলির দিকে। সে মিহিজাম পাহাড় হইতে আরম্ভ করিয়া দূরে বোদমা পাহাড় পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কোথাও একটা অসম্ভব, একটা অমানুষিক দৈব না হউক আংবিক কার্য্য করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতে পারিল না।

প্রায় বিরক্ত ও ক্লান্ত হইয়া অবশেষে একদিন সে মিহিজামের শ্যামল মহুয়া বৃক্ষশ্রেণী ও অবারিত মাঠের দিকে মনোনিবেশ করিল। সেখানে অবারিত মাঠের উপরেই তরঙ্গায়িত ধানের রাশি বাঙ্গালী শ্যামলের প্রাণে বোধ হয় মোহন বাঁশী বাজাইয়াছিল। তাই অন্যমনে সে বহুদূর চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার পদযুগল যখন একান্তই কাতর হইয়া বেদনার আভাস দিতে লাগিল, তখন পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে যে সে তাহাদের বাড়ীর পরিচিত পথ ও পল্লীপ্রান্ত ছাড়িয়া একেবারে বহুদূর চলিয়া আসিয়াছে। শীতের মধ্যাহ্নেই সূর্য্যের প্রখর কিরণ অসহ্য হওয়াতে সে পার্শ্বের একটা মহুয়া বৃক্ষের তলায় বিশ্রাম করিতে বসিতেই দেখিতে পাইল যে, সেই বৃক্ষটার অপর দিকে একটা মাঠে দুইটী

অদূরস্থ জাতীয়া যুবতী ধান কাটিতেছে। শুধু ধানই কাটিতেছে না, শ্যামলের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেও তাহারা ছাড়িতেছে না এবং উভয় পক্ষের দৃষ্টি সম্মিলিত হইলে হাসির রাশি ছড়াইতেও ক্রটী করিতেছে না। এমন কি মৃদু গুঞ্জনে এমন একটা গীতও বোধ করি তাহারা সমস্বরে গাহিতেছিল যাহার অর্থ না বুঝিলেও গানটা যে কতকটা আদি রসাশ্রিত তাহা যুবতীদের মধ্যে মধ্যে হাসির ছটা ও সুরের বাহার শুনিয়া শ্যামলের বুঝিতে বাকী রহিল না। দূরে রাখাল বালকেরা গরু চরাইতেছিল, এতদূরে যে, তাহাদের কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত শোনা যাইতেছিল না—তাহা ছাড়া শ্যামল যতদূর দৃষ্টিপাত করিল তাহার চতুর্দ্দিকে জন মানবের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিল না। উপরে অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নে অনন্ত ধানের রাশি, যুবতীদের হাসিও সঙ্গীত লইয়া সেখানকার নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নকেই শুধু মনোরম করিয়া তুলে নাই। দূরে শ্যামলের দৃষ্টি সীমার শেষ প্রান্তে সুসজ্জিত বনানী ও পর্ব্বত শ্রেণীর অস্পষ্ট নীলরেখা দিগন্তের যে মেখলা নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহাও শ্যামলের নয়ন মনকে অতি মাত্রায় তৃপ্ত করিতে ছাড়ে নাই।

এই একান্ত নির্জ্জনে চিন্তামাত্র সঙ্গী পাইয়া শ্যামল মহুয়া বৃক্ষের তলায় দিব্য আরামে একটা সিগারেট ধরাইয়া ভাবিতে লাগিল যে, আজিকার মধ্যাহ্নে তাহার জীবনে যে ঘটনার শুভ সংযোগ হইয়াছে রবিন্‌সন ক্রুসোর জীবনে এমন কোন সুযোগই আসে নাই। বেচারী ক্রুসো চিরদিন সমুদ্রে ডুবিয়া সাঁতরাইয়া আর বনের পশু পক্ষী লইয়া মরিয়াছে। কিন্তু শ্যামলের বাঙ্গালী জীবনে যে কবিত্ব মাখা adventure স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহা বোধ করি বাঙ্গালী না হইলে কাহারও ভাগ্যেই জুটে না; এবং সে যে আজ জয় যাত্রায় বাহির হইয়াছে তাহাকে সুসম্পন্ন করিবেই, পশ্চাতে ঐ যে রমণী দুটী এখনও হাসিতেছে, গাহিতেছে, চটুল চাহনীর সঙ্গে অঙ্গ ভঙ্গী করিতেছে তাহাদিগকে প্রেমের এমন রসাল তুলি দিয়া সে বশীভূত করিবে যে, কাল হইতে প্রত্যহ তাহারা শ্যামলের পথ চাহিয়া এই বৃক্ষের তল দেশেই বিরহ শয্যা পাতিয়া বসিয়া থাকিবে। নারীর হৃদয় জয় নাকি অভেদ্য দুর্গ জয়ের চেয়েও কঠিন। কি ছার যুদ্ধ—আজ এই মিহিজামের মাঠে বসিয়া শ্রীমান শ্যামল যে যুদ্ধ জয় করিয়া যাইবে—শত শত কাইজার, সহস্র সহস্র জার্ম্মান যুদ্ধ জয় করিয়াও তাহার কণামাত্র লাভ করিতে পারিবে না।

এই সব চিন্তায় প্রায় মাতাল হইয়া শ্যামল পিছন ফিরিয়া বোধ করি তাহার শীকার দুটীকেই দেখিতে যাইতেছিল, কিন্তু পশ্চাৎ ফিরিতেই দেখিতে পাইল যে, সেই যুবতীদ্বয়েরই একজন একেবারে তাহার অত্যন্ত কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

তাহার দিকে চাহিতেই যুবতী হাসিয়া বলিল—বাবু, একটা বিড়ি দিন না।

বাবুর পকেটে ঐ জিনিষটা ছিল না—কিন্তু সে তাড়াতাড়ি পকেট হইতে একটা ভাল সিগারেট বাহির করিয়া দিল। যুবতী একটু ইতস্ততঃ করিয়া সিগারেট ধরাইয়া লইয়া বেচারী শ্যামলের দিকে একটা কটাক্ষ হানিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল। আর শ্যামলের যে টুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল—তাহাও যুবতীর সঙ্গে অন্তর্হিত হইল। সে কয়েকবার যুবতীকে ডাকিয়া কাছে বসিয়া দু'একটা গল্প করিতে চাহিল এবং এই রৌদ্রে বহুক্ষণ কাজ করিলে—মাথার ব্যারাম হইতে পারে বলিয়া একটু আত্মীয়তাও করিল। কিন্তু যুবতীরা হাসি ছাড়া আর কোন কথারই উত্তর দিল না। হায় রে, হাসি—এই পোড়াহাসিই ত সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই হাসি দেখিয়াই একদিন অসুর মজিয়াছিল —শুধু মজে নাই—হাসির অমৃত পান করিয়া আসল অমৃত ও অমরত্ব হারাইয়াছিল। এই হাসি দেখিয়াই একদিন দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার জপতপের গলায় ফাঁসি পরাইয়া ত্রিশূল ডমরু ফেলিয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন। এই হাসিই একদিন পার্থজয়ী বীর প্রবীরকে শ্মশানে আনিয়া ফেলিয়াছিল। নারীর অধরের হাসি—সে যে বিশ্বনাশী। সে যে কখন কোন্ অর্থে অধর উলটিয়া দেয়—তাহা বুঝিবার সাধ্য কাহারও হয় না বলিয়াই বোধ হয় মানুষ তাহার অর্থ জানিতে একেবারে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বসে। সে হাসি তড়িতের রাশি, নারীর অধরের হাসি শুধু গলায় ফাঁসি দেয় না, এ হাসির জন্য রক্তরাশির বাণও ডাকিয়া যায়। এ হাসি যে শুধু অধরেরই নহে। অধর হইতে আঁখি এবং আঁখি হইতে নারীর প্রতি অঙ্গে এমনই তাড়িতের রাশির সৃষ্টি করে, যে তাহার সম্পর্কে ও সম্মুখে যে কেহই আসুক তাহাকেই অভিভূত করে।

আর শ্যামল যে অবস্থার মধ্যে সেখানে আসিয়া পড়িয়াছিল—এবং তাহার বয়স ও অভিজ্ঞতার অনুপাতে এই প্রলোভন এত বেশী হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে আর সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিল না। একেবারেই সে যুবতী দ্বয়ের কাছে আসিয়া মাটিতেই বসিয়া পড়িল। এবং কি কথা দিয়া কথা আরম্ভ করিবে তাহা খুঁজিয়া না পাইয়া নানা কথার সূচনা করিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিল।

যুবতী শুধু কথায় নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের হাসি ও গানে বেচারী শ্যামলকে এমনি আচ্ছন্ন করিয়া রহিল যে, সেই মিহিজামের মাঠে শুধু শ্যামল আর সম্মুখের ঐ যুবতী দুইটি ছাড়া এ পৃথিবীতে অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব যে বর্ত্তমান আছে সে সকল শ্যামল ভুলিয়া গেল।

আর ঠিক এই সময়েই পশ্চাৎ হইতে এক যোড়া বিকৃত কণ্ঠের ভীষণ আওয়াজ শোনা গেল। পিছন ফিরিতেই শ্যামল দেখিল একটা লোক খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। আর একজন প্রায় তাহার অতি নিকটে আসিয়াছে, তাহাদের দুইজনের হস্তেই দুগাছা লাঠি ছিলত বটেই, পরন্তু যে লোকটী তাহার অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল ক্রোধে তাহার এমনি অবস্থা উপনীত হইয়াছিল যে সে স্পষ্ট করিয়া কোন কথাই কহিতে পারিতেছিল না। সে লোকটী তোৎলা, রাগিলে তাহার কথা প্রায়ই বুঝা যায় না।

সে শ্যামলের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এই তো-তো-তো-তোর বা—ড়ী কোথা? ওরে তো-তো-তোর বা—বাড়ী কোথা? বল্না—ব—ব বলল্না—বেটা—"

শ্যামল তখন বলিবে কি? সে বেচারী এখানে একেবারেই অনভিজ্ঞ, শুধু adventureএর খাতিরেই সে এতটা অগ্রসর হইয়াছিল, বুকত তাহার ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল। কারণ ঐ একজোড়া লাঠি যে তাহার মাথাকেই লক্ষ্য করিয়া ক্রমশঃই নিকটে আসিতেছে যতই অনাভজ্ঞ হউক পরম দুঃখের সহিত একথা তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না। ক্রুসো এইরূপ সময়ে কি করিয়াছিল তাহা ভাবিতে গিয়াই তাহার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। হায়রে! ক্রুসোর একটা বন্দুক ছিল, একটা কুকুর ছিল, তাহার যে কিছুই নাই।

পুনরায় প্রশ্ন হইল, ব-ব-বল্না বেটা এ—ই তোর বাড়ী বাড়ী কোথা?

আর পশ্চাতের সেই খোঁড়া লোকটীর প্রায় কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল সে বুলডগের মত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল এরে ছোক্রা তোর বাড়ী কোথা?

হাঁ করিয়া শ্যামলের মনে হইয়া গেল যে এক্ষেত্রে কালা সাজা ছাড়া উপায় নাই। সে তাহাদের দিকে আর বড় তাকাইল না। পুনরায় সেই প্রশ্ন হইল "এই কো-কো-কোথা থেকে এসেছিস্?

সে প্রায় হাসি হাসিমুখেই বলিল, ধান কাটা দেখছি।

বলি তো—তোর বাড়ী কোথা?

ধানকাটা।

তোর—বা বা-বাড়ী কোথা?

শ্যামল দুই হাত দিয়া ধানকাটা দেখাইয়া পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিল, "ধানকাটা" কানে কম শোন নাকি?

অত্যন্ত রাগিয়া সেই তোৎলা লোকটী চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—ন্যা—ন্যা—ন্যা-ন্যাকামী হ'চ্চে। শ্যামল দেখিল আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না। তবু সে বাম কর্ণের পিছনে হাত দিয়া হাসিয়া বলিল, আমি কিছু কম শুনি।

"ব—বটে" বলিয়া তাহার কানটী ধরিয়া বেশ করিয়া নাড়া দিয়া বলিল—বলি, ঘর কোথা—

শ্যামল একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিল বেটা ছোট লোক আমার গায়ে হাত! আমি আজ বাপের বন্দুকটা নিয়ে আসিনি ব'লে দাঁড়াও—বলিয়াই সে এক লম্ফ যতদূর পারিল সরিয়া আসিয়া বলিল—দাঁড়া তোরা যদি বাপের বেটা হ'স্ দাঁড়া আমি আমার বন্দুকটা নিয়ে আসি" এই বলিয়াই সে উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইল। আর যাহারা তাহাকে মারিতে আসিয়াছিল তাহারা কিয়দ্দূর অনুসরণ করিয়াই ক্ষান্ত হইল। কারণ বন্দুকের কথাটা তাহাদের কর্ণে বেশ মিষ্ট লাগে নাই! স্ত্রীলোক দুইটী ইতি পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল। পুরুষ দুইটী পিতার পুত্রত্বের প্রমাণ করিবার জন্য ভয়ে ভয়ে একটু দাঁড়াইল বটে, কিন্তু পাছে বহুক্ষণ অবস্থিতি করিলে সত্যসত্যই বন্দুক আসিয়া পড়ে এবং পিতার পুত্রত্বের বিনাশ সাধন করিয়া বসে—তাই কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া তোৎলা লোকটী বলিল—কি-কি-কি বল!

হুজুরের চ'লে চল' বলিয়াই খোঁড়া লোকটী দ্রুত চলিতে লাগিল—কারণ পশ্চাৎ হইতে বন্দুক আসিয়া পড়িলে বিপদ সর্ব্বাগ্রে তাহারই হইবে, সে কথাটা সে ভুলিতে পারে নাই।

শ্যামলেরও adventnre তৃষ্ণা মিটিয়াছিল। সে সেই রাত্রেই মিহিজাম ছাড়িয়া প্রস্থান করিল, সে বোধ করি আর কোন adventure আজ পর্য্যন্ত করে নাই।

কিন্তু সেই হইতেই সে তাহার মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিল, আর বন্ধু মহলে বলিয়া বেড়াইত দেখ 'রবিন্‌সন্ ক্রুশো' একটা নিছক মিথ্যা গল্প। ও কখনও হয় না।

শ্যাম।

(১) এসিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশে ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ পূর্ব্বে শ্যামরাজ্য অবস্থিত। আয়তনে এই রাজ্য ব্রহ্মদেশের তুল্য—লোক সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ। রাজ্যের অধিবাসিগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী।

(২) শ্যামরাজ্যের অধীশ্বর রাজা চুড়ালঙ্করণের ১৮৬৮ খ্রীঃ পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার মুকুট উৎসবের সময় ইউ-রোপীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিগণ উৎসব মন্দিরে আগমন করেন। প্রাচ্য নরপতির মুকুটোৎসবে প্রতীচ্য রাজপ্রতি-নিধির উপস্থিতি ও যোগদান এই প্রথম। ইহার পূর্ব্বে আর কোনও প্রাচ্য রাজার মুকুট উৎসবে প্রতীচ্য রাজপ্রতিনিধির যোগদান হয় নাই।

(৩) খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের অন্তর্গত রহিসখালী ও হালি সহরের অনেক জাহাজ ভারতীয় পণ্য লইয়া শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্ককে যাইত এবং তথা হইতে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি লইয়া আসিত। এক্ষণে গুজরাটী ও ভাটিয়াদের ঐ ব্যবসায় হস্তগত হইয়াছে।

(৪) শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্ককে ব্যবসায় ও চাকরী উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রায় চারি হাজার হিন্দু আছেন। সম্প্রতি ব্যাঙ্ককে হিন্দুগণ এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া জয়পুর হইতে শ্রীশ্রীনারায়ণ নাম্নী উমা মহেশ্বর সিদ্ধিদাতা গণেশ ও হনুমান মূর্ত্তি—লইয়া গিয়া সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কাম্বোডিয়ায় একটি বিরাট বিষ্ণু মন্দির আছে।

(৫) রাজধানীর বহুসংখ্যক লোক নদীর জলের উপর জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। এবং তাহাদিগের আবাসগৃহ গুলিকে ক্রমাগত স্থানান্তরিত করে। ব্যাঙ্কক সহরে প্রায় পঁচাত্তর হাজার গৃহ ভাসমান বাঁশের ভেলার উপর নির্ম্মিত। কেহ কেহ নদীর জলে নদীর উপর বজরাবাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অনেকেই জলচরের ন্যায় বাস করিতেছে।

(৬) ১৫০০ খ্রীঃ ফ্রানসোয়া সম্রাটের সময় শ্যামে ফরাসীগণ পদার্পণ করেন। তদবধি ইহারা এই রাজ্যকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ব্যাঙ্কক সহরে অধিবাসীদিগের অপেক্ষা প্রবাসী বিদেশীয়দিগের সংখ্যাই অধিক। তাহার মধ্যে আবার চীনাদের সংখ্যা সকল অপেক্ষা বেশী হইয়াছে।

(৭) ফ্রাপাতুমের বৌদ্ধমন্দির শ্যামভূমির একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। তথায় সামরিক বিদ্যালয় ও কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সমগ্র শ্যাম রাজ্যে এরূপ সুবৃহৎ মন্দির আর নাই।

(৮) শ্যাম দেশের অধিবাসিগণ বিজোড় সংখ্যাকে অশুভকর বলিয়া মনে করে। গৃহ নির্ম্মাণ করিবার সময় তাহারা সকল দিকেই সমান সংখ্যক দরজা ও জানালা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

(৯) ভূতপূর্ব্ব শ্যামরাজ চুড়ালঙ্করণের দশ হাজার বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে রাজার দুই শত পুত্র ও সাড়ে তিন শত কন্যা জন্মিয়াছিল।

(১০) শ্যামদেশবাসিগণ হস্তী প্রিয়। এমন কি, জাতীয় পতাকায় হস্তীমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে। শ্যামীবাসীদিগের মধ্যে শত করা পঁচানব্বই জন লোক কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। তথাকার পুরুষেরা দাড়ি গোঁপ রাখে না। রমণীগণ ১১।১২ বৎসর বয়সেই বিবাহের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত এবং ত্রিশ বৎসরে বৃদ্ধাদিগের মধ্যে পরিগণিত হয়।

পল্লী-সংস্কার।

শ্রীমনোমোহন বিদ্যারত্ন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে পেট—অন্ততঃ অর্দ্ধেকটাও—ভরা থাকলে আর তেষ্টার সময়, এক গণ্ডূষ বিশুদ্ধ জল জুটলে রোগ বালাই আপনা হতেই

অর্দ্ধেক কমে যাবে। বোশেখ মাস পড়তে না পড়তেই বাঙ্গালার চার দিক থেকে চাতকের মত "ফটিক জল "ফটিক জল" ধ্বনি গগনভেদী চীৎকারে অহরহঃ ধ্বনিত হচ্ছে, এই দুরবস্থার কি সুব্যবস্থা বাঙ্গালার নেতাগণ ক'রছেন না করছেন তা জানি না। বাঙ্গালার অধিকাংশ পল্লীতে এই গ্রীষ্মকালে জলের অভাবে লোকে এত কষ্ট পায় যে তা দেখলে বুক ফেটে যায়। কথায় যে চিড়ে ভেজেনা তা সকলেই জানেন, অথচ বক্তৃতা করবার সময় কারো সে জ্ঞান থাকে না। বক্তৃতার মুখে আকাশের চাঁদ হাতে তুলে দিলেও কাজের সময় তার ষোলকড়াই কানা হয়ে দাঁড়ায়। সেই জন্য আমাদের মনে হয় কথাবার্তাতে আর সময় ক্ষেপ না করে কাজে নেমে পড়া উচিত। বাঙ্গালার পল্লীর বড় বড় কয়েকটী অভাবের কথা ও তার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে আমরা ক্রমে আলোচনা করব। জলের অভাবটা বড় অভাব, তাত আগেই বলেছি। এই অভাবকে স্বভাবে আনতে হলে পল্লীবাসীদিগকে প্রথমতঃ সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। সরকার বাহাদুরের চেষ্টায় ও যত্নে "কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী" অনেক জায়গাতেই স্থাপিত হয়েছে। ডাঃ গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের ঐকান্তিক যত্নে এ্যান্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটীর কার্য্য ক্ষেত্র ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, এই সকল প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় অনেক বড় বড় কাজ হচ্ছে ও হতে পারবে। পাশাপাশি ৩।৪টী গ্রাম নিয়ে একটী করিয়া সমবায় সমিতি গঠন করা দরকার। বর্ত্তমানে যে সকল স্থানে জলের অভাবে লোকে কষ্ট পাচ্ছে সেই সকল জায়গায় খোঁজ নিলে দেখতে পাওয়া যাবে যে চিরকাল এরূপ ছিল না, প্রত্যেক গ্রামেই ২।১টী পুকুর বা ২।৪টী ডোবা ছিল, সংস্কার অভাবে বর্ত্তমানে সে গুলি মজে গিয়ে খট্ খট্ কচ্ছে, ঐ পুকুর ডোবা গুলিকে ঝালিয়ে নিতে পারলে কম খরচে জলের অভাব অনেকটা দূর হতে পারে—কিন্তু তার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে টাকার অভাব। সমবায় সমিতির দ্বারা সে অভাব অনেকটা দূর করতে পারা যায়, একটী পুকুরে হয়ত ৩।৪ জনের অংশ আছে, তার মধ্যে এক জনের অবস্থা ভাল তিনি অংশ মত সংস্কারের খরচা দিতে পারেন, দিতে প্রস্তুত ও আছেন কিন্তু আর তিন জনের হয়ত সে খরচা দিবার সামর্থ্যই নাই কাজেই সে মজা পুকুর চিরকালই মজাই রয়ে যাবে, তাকে ভরিয়া তোলবার আর কোন উপায় হবে না। সমবায় সমিতি করে, যদি সেই পুকুরের মালিকদের কাছে একটা বন্দোবস্ত করে নিয়ে সংস্কারের ব্যবস্থা করতে পারা যায় তাহলে খরচাটা মাছের চাষে অল্পদিনের মধ্যেই উঠে যায়, উপরন্তু গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা হয়।

রঙ্গরস।

কোন জাতীয় আয়না।

আছিমুদ্দী। (সহরে বেড়াতে এসে এক দোকানে ঢুকে) আমার একখানা আয়না চাই।

দোকানী, হাত আয়না ?

আছিমুদ্দী। না, যাতে মুখ দেখা যায়।

সূর্য্য ও পাতাল।

আশাবাদী। কখনো হতাশ হয়ো না। মেঘের তলায় সূর্য্য আছে—আবার আলো ফুটবে।

দুঃখবাদী। হাঁ জলের তলাতে পাতালও আছে,—তা বলে জলে ডুবলে মানুষ বাঁচে কি ?

নব-সমুদ্র-বন্দনা।

পিতা (ছোট ছেলেকে সমুদ্র দেখিয়ে) মধু, কেমন দেখচ পুত্র। বাবা, এই ময়দানটায় কি সব সময়েই জল দাঁড়িয়ে থাকে ? এখন ত বর্ষাকাল নয়।

একটি দৃশ্য।

কুমারী কমলা (বিবাগার্থী যুবকের কামনা অগ্রাহ্য করে) না, আমি চিরকুমারী থাকব। মিছে মিনতি করবেন না, জানবেন আমার দয়া নেই, হৃদয় নেই।

মিঃ ব্যাভো। (বাধা দিয়ে) হৃদয় নেই! তার জন্যে ভাববেন না—আমার হৃদয় আমি আপনাকে দান করতে রাজী আছি।

সৎ পরামর্শ।

রাম। এটা আমার দ্বিতীয় বিবাহ। প্রথমবারে আমি ভালবেসে বিয়ে করেছিলুম, কিন্তু এবারে বিবাহ করেছি টাকার লোভে।

শ্যাম। আমি এখনো বিবাহ করিনি। তুমি যখন দুবার বিবাহ করেছ, তখন এ-সম্বন্ধে আমাকে কোন সৎ পরামর্শ দিতে পার কি ?

রাম। ভালবাসায় পড়ে হোক আর টাকার জন্যেই হোক—কোন কিছুর জন্যেই কখনো বিবাহ কোরো না সাবধান।

চাট্‌নি।

[শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়]

(১)

প্রভু। (পাচকের প্রতি) দেখ, বাপু, তুমি যে রোজ রোজ কাজে অমনোযোগী তার জন্য বকুনি খাবে, এ তো বড় ভাল নয়।

পাচক। তাতে আপনি দুঃখিত হ'বেন না, বাবু! আমি তাতে কিছু মনে করি না।

(২)

তুমি কেন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রলে বল দেখি? তাতে কি হ'য়েছে— আর একটা প্রতিজ্ঞা ক'র্‌তে কতক্ষণ?

(৩)

তোমায় ব'লে গেছলুম দুধটা উথলে ওঠার দিকে নজর রেখো।

তা তো রেখেছিলুম, দুধটা প্রায় ঘণ্টা খানেক হ'ল উথলে পড়ে গেছে।

(৪)

তোমার স্ত্রী কি জানেন যে আজ আমি তোমাদের ওখানে খাব?

তা আর জানেন না? আজ [illegible] এই বিষয় নিয়ে [illegible] তার সঙ্গে আমার আধঘণ্টা [illegible] ঝগড়াই হ'য়ে গেছে।

(৫)

মাতা। ঘড়ীটায় [illegible] হাত দিলে তোমার কি শাস্তি হ'বে বলেছিলুম?

পুত্র। তা তো মনে প'ড়্‌ছে না মা।

(৬)

মাতা। তোমার বাবাকে কেন অত প্রশ্ন জিজ্ঞেস্ ক'র্‌ছ? দেখছনা উনি রাগ ক'র্‌ছেন?

পুত্র। জিজ্ঞেস্ কর্‌ছি বলে তো রাগ ক'র্‌ছেন না। উত্তর দিতে পাচ্ছেন না বলেইত রাগ ক'র্‌ছেন।

(৭)

ইংরাজি ভাষায় অনেক বড় বড় কথা পাওয়া যায়, কিন্তু Higher mathemetics এর নিম্নলিখিত কথাটীর অপেক্ষা ইংরাজী ভাষায় কোন বড় কথা আছে কিনা সন্দেহ। কথাটি এই unnypersymmetricoantiparallelepipedicalionalographicaily.

কথাটির অর্থ ও উচ্চারণ একটু ভাবিয়া দেখুন না।

বিক্রয়ের নোটীশ।

১৯২৫ সালের ১লা মে তারিখে বেলা ১২ বার টার সময় কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক কোর্ট হাউসে তাঁহার বিক্রয় গৃহে নিম্নলিখিত সম্পত্তি সমূহ অবিসংবাদিত রূপে বিক্রীত হইবে। ১৯১৮ সালের ৯৩৪ নং মোকদ্দমার বলে এই সম্পত্তি সমূহ বিক্রীত হইবে। (স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু বনাম জ্যোতি কুমার বসু ও অন্যান্যের মধ্যে এই মামলা হয়)

লাট নং ১—কলিকাতা সুতানুটীতে ১৯৪ নং আপার সার্কুলার রোডে যে ৩ কাঠা ৩২ বর্গ ফুট জমি আছে তাহা ও তদুপরিস্থ দোতালা ইষ্টক [illegible] গৃহ।

লাট নং ২—কলিকাতা সুতানুটীতে ১০নং কৃষ্ণ রাম বাবুর ষ্ট্রীটে ৬ কাঠা ৩ ছটাক ও ২৫ বর্গ ফুট যে জমির অংশ আছে তাহা।

বিশেষ জানিতে হইলে উপরোক্ত রেজিষ্টারের নিকট অথবা কলিকাতা ৬নং ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটে মেসার্স বি এন বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট দরখাস্ত করুন।

বি এন বসু এণ্ড কোং
বাদীর এটর্নী হাইকোর্ট
আদিম বিভাগ কলিকাতা
১৪ই মার্চ্চ ১৯২৫।

(স্বাক্ষর)
মরিস্ রেমফ্রি
রেজিষ্ট্রার

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস' বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি,আই,ই, (কাশীমবাজার) মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর), রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ,আর,সি,আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর আসাম), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজা-কুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্কেল প্যালেস), শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল্ (সেরপুর—টাউন), শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম,এ, বি,এল, জমিদার রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার, (চাকুরিয়া), শ্রীযুক্ত [illegible] জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার ([illegible]) শ্রীযুক্ত জগত-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত নলিনি-রঞ্জন সরকার এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে, জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লাভপুর), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি এস, শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (স্বত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল, এণ্ড কোং), শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া), কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়), শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি—রঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এ, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ [illegible] জমিদার, শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন [illegible] জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, পাথুরিয়াঘাটা শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুখাঁ কৌন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার (পটলডাঙ্গা হাউস) ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার পাথুরিয়াঘাটা।

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd. No. C. 1116

মজলিস

[৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [৩৮-শ সংখ্যা

১৩৩২ সাল, ১৯শে বৈশাখ শনিবার, নগদ মূল্য ৫১০ পয়সা।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ, ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস কার্য্যালয়—২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যাহা বহু অর্থব্যয় সাধ্য ও অসাধ্য ছিল, সেই বিশ্ব-বিজয়-কবচ সাধারণের হিতার্থে একরূপ বিনামূল্যে মাত্র খরচ বাবদ ১।৴০ আনা গ্রহণ করিয়া বিতরিত হইতেছে। এই বিশ্ব-বিজয়-কবচ শাস্ত্র অনুমোদিত ও সংশোধিত করিয়া প্রস্তুত করিতে হইলে ন্যূনকল্পে ৫০৲ টাকা ব্যয় পড়ে। এক ব্যয়ে বহু কবচ প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া ১।৴০ আনা।

ইহা ধারণে এক সপ্তাহের মধ্যে সর্ব্ব রকম বিপদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। পুরশ্চরণসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মন্ত্রশক্তি দ্রব্যগুণের অপূর্ব্ব সম্মিলন বিশ্ব বিজয় কবচ। ভক্তি সহকারে সাধ্যমত পূজা মানসিক করিয়া মন্ত্রপূত বিশ্ব-বিজয়-কবচ ধারণে মকর্দ্দমায় জয়লাভ, চাকরী প্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্যলাভ ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি, শত্রুদিগকে বশীভূত করা ও পরাভূত, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, কালাজ্বর প্রভৃতি মহামারীর হাত হইতে আত্মরক্ষা ও অকালমৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ অনায়াসে করা যায়। ইহা ধারণে অর্শ, অম্ল, স্বপ্নবিকার, আমাশয় সারে, বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়, মৃতবৎসা দোষ যায়, সুখপ্রসব হয়, নষ্ট সম্পত্তির পুনরোদ্ধার, বেশ্যাশক্ত-স্বামী স্ত্রী-অনুরাগী, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, সর্প-দংশন নিবারণ হয়। প্রদর, বাধক, মৃগি, মূর্চ্ছা, ভূত প্রেত, পিশাচ, উন্মাদ, চোর, ও অগ্নিভয় হইতে রক্ষা পাইবার বিশ্ব বিজয় কবচ ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ। ইহা ধা[illegible] সুপ্রসন্ন হয় এবং [illegible] ব্যক্তিও ধনবান হইয়া থাকেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ শিখ, পাঞ্জাবী আপামর সাধারণ ভরতবাসী, রাজা, মহারাজা, শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই কবচ ধারণ করিয়া প্রতিদিন অভাবনীয় ফললাভ করিতেছেন।

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান—"যোগমায়া আশ্রম" বৈদ্যনাথ ধাম,
দেওঘর পোঃ, সাঁওতাল পরগণা।

সেল! সেল!! সেল!!!

গ্রাণ্ড রিডাকসন সেল, সস্তার চুড়ান্ত।

জগৎবিখ্যাত "বি" টাইমপিসের আদর চিরদিন ভারতের ঘরে ঘরে হইয়া আসিতেছে। ইহার নূতন পরিচয় দিবার আর কিছুই নাই। কলকব্জা অতি সূক্ষ্ম ও মজবুত। একদমে ৩৬ ঘন্টা চলে। গ্যারাণ্টি ৫ বৎসর। গ্রাহক—সাবধান! উপহার নামক 'অকেজো' লইয়া ঠকিবেন না। কারণ লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু। জগৎ-বিখ্যাত "বি" মার্কা জার্ম্মাণ দেশে প্রস্তুত দেখিয়া লইবেন! মূল্য ১টী ১৸০ এলার্ম্ম বা ঘুম ভাঙ্গান ২৷৷০ টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

দি টাইমপিস্ সেলার

৩০, গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিখ্যাত চিকিৎসকগণের সুপ্রশংসিত হাটখোলা দত্তবাড়ীর পদ্মমধু ভুবন বিখ্যাত। চক্ষু উঠা, ছানি, দৃষ্টিহীনতা, রাতকাণা, ঝাপসা দেখা, চক্ষু কর্ কর্ করা লাল হওয়া পাতায় পাতায় জুড়িয়া যাওয়া চক্ষুজ্বালা ও অর্দ্ধদৃষ্টি অদূর দর্শন প্রভৃতি [illegible] যাবতীয় [illegible] প্রশমিত হয় এবং চক্ষু স্নিগ্ধ ও শীতল থাকে [illegible] জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয়। মূল্য প্রতি ড্রাম ৷৷৹, ৩ ড্রাম ২৷৷০, ডাঃ মাঃ ৷৴০ আনা।

এন, দত্ত ব্রাদার্স, জন্মভূমি কার্য্যালয়,
৫৯নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ড্রাম ৴৫ ও ৴১০ পয়সা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
ব্রাঞ্চ ঔষধালয়—১২ নং সেণ্ট্রাল এভিনিউ, ২১১ নং অপার চিৎপুর রোড, ১৫৩।১ বহু-বাজার ষ্ট্রীট, ৬৬।৪ নং রসারোড, কলিকাতা।

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স—পুস্তক ড্রপার সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ১০৪ শিশি ২৲, ৩৲, ৩৷৷০, ৫৷৷০, ৬৸০, ১১৷৷০ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা রত্নাকর (বাঁধান) ২৷৷০ টাকা, মাশুল ৷৵০।

গিরিশচন্দ্র।

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

(১৭)

গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটার।

গত ২১শ সংখ্যক পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল,—"শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে বিশেষ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে না পারায় বেঙ্গল থিয়েটার সম্প্রদায় তৎপরে মধুসূদনের 'মায়াকানন' নাটক অভিনয় করেন। মায়াকাননের তিন অঙ্ক বেশ জমিয়াছিল, তাহার পর দর্শকগণের বিরক্তিকর বোধ হইয়াছিল।" এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইলাম, শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের বহুপরে "মায়াকানন" বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। উভয় সঙ্কট, মোহান্তর এই কি কাজ, চক্ষুদান, রত্নাবলী, দুর্গেশনন্দিনী, কাদম্বরী, এরাই আবার বাঙ্গালী সাহেব, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, বিদ্যাসুন্দর, মালতী মাধব প্রভৃতি নাটকাদি অভিনীত হইবার পর মাইকেল মধুসূদন দত্তের মায়াকানন নাটক ১৮৭৪ খ্রীঃ ১৮ই এপ্রিল (১২৮১ সাল, ৬ই বৈশাখ) বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনয় হয়। ইহার প্রায় দশ মাস পূর্ব্বে (১৮৭৩ খ্রীঃ ২৯শে জুন) মধুসূদনের মৃত্যু হয়। অভিনয় দর্শনার্থে লোকারণ্য হইলেও, দর্শকগণ নাটকাভিনয় দর্শনে তাদৃশ প্রীতিলাভ করিতে পারেন নাই। শেষ দুই অঙ্ক করুণরসাত্মক হইলেও প্রথম তিন অঙ্ক বিশেষ বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথম রজনীর অভিনয় দর্শনে ১৮৭৪ খ্রীঃ ২১শে এপ্রেল তারিখের ইংলিসম্যান সংবাদ পত্রে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল—

"The Bengal Theatre.—On Saturday last, **the tragedy of Maya Kanan, a posthumus work of the late Michæl Madhu Sudan Dutta** was acted at the Bengal Theatre. In spite of the heat, there was a bumper house, every available space being filled. The first three acts of the drama were not at all interesting, and consequently the attention of the listners began to flag and signs of impatience were heard. But the last two acts were extemely tragical and were admirably performed. The death by suicide of the two lovers, Ajayah and Indumati and of Sunanda, the companion of Indumaty, was exceedingly touching and deeply affected the hearers. The songs and concert were ... up to the mark.

অজয়, ইন্দুমতী ও সুনন্দার ভূমিকা যথাক্রমে হরিদাস বৈষ্ণব, শ্যামা এবং গোলাপসুন্দরী ওরফে সুকুমারী দত্ত অভিনয় করিয়াছিলেন।

"কাম্যকানন" নাটক লইয়া গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটার খোলা হয়। নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন, "বেঙ্গল থিয়েটার শীঘ্রই মাইকেল মধুসূদন দত্তের "মায়া কানন" নাটক অভিনীত হইবে জ্ঞাত হইয়া নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে বলেন, ঐ মায়াকানন ভেঙ্গে টেঙ্গে যা হোক কিছু একটা তৈয়ার করিতে হইবে। নগেন, নগেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবেনবাবু, আমি এবং মেডিকেল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর দেবেন্দ্রবাবু নামক জনৈক যুবক—সকলে মিলিয়া কাম্যকানন নামে একটা নাটকই বলুন আর Fairy Taleই বলুন—রচনা করিয়া ফেলিলাম।"

হঠাৎ সেদিন থিয়েটারে অগ্নিভয় উপস্থিত হওয়ায় 'কাম্যকানন' কিয়দংশমাত্র অভিনীত হইয়াই বন্ধ হইয়া

যায়। থিয়েটারের সম্মুখে Star Light হইতে হঠাৎ আগুন জ্বলিয়া উঠে। দেওয়ালের গায়ে গ্যাসবাক্সে চিমনি বসান হয় নাই, সে জন্য উত্তাপের আধিক্য বশতঃ এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছিল। গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটারের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী মহাশয় বলেন,—"থিয়েটারের বাহিরের মাথায় ঘড়ি দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তখন ঘড়ি তৈয়ারী না হওয়ায় সেই স্থানে ধর্ম্মদাস বাবু একটী পিচবোর্ডে ঘড়ি সুচিত্রিত করিয়া তাহার চারিপার্শ্বে লাল সালু দিয়া বাহার করেন এবং তাহার পার্শ্বে গ্যাসলাইট জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। শত্রু পক্ষের লোক আসিয়া লাঠি দিয়া খোঁচাইয়া সেই সালু গ্যাসের মুখে লাগাইয়া দেয়। আগুন জ্বলিয়া উঠিলে হৈ-চৈ পড়িয়া যায়। দর্শকগণ প্রাণভয়ে বাহির হইয়া পড়ে।" যাহাই হউক বহুলোকের সমবেত চেষ্টায় শীঘ্র অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। বেঙ্গল থিয়েটারের অখিলবাবু এই অগ্নি নির্ব্বাণে অসমসাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তী সুবিখ্যাত ভূম্যধিকারী ছাতুবাবুর বাটীর কর্ম্মচারিগণ আসিয়াও যথেষ্ট সাহায্য করেন।

অগ্নি নির্ব্বাণের পর দর্শকগণ [illegible] রঙ্গালয়ে পুনঃ প্রবেশ করেন, সেই সঙ্গে বহু[illegible]খ্যক লোক বিনা টিকিটে ঢুকিয়া পড়ে এবং পুনর্[illegible] অভিনয় আরম্ভ করিবার জন্য [illegible]থাকে—রঙ্গালয়ে এক মহা বিশৃঙ্খলা

সুপ্র[illegible]

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় সেদিন নবনির্ম্মিত রঙ্গালয়ে নূতন নাটক দেখিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা গোলযোগ থামাইবার জন্য রঙ্গমঞ্চ হইতে নিস্ফল চেষ্টা করিবার পর নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয় হাঁটু পাতিয়া করযোড়ে "আগামী সপ্তাহে সকলকে বিনামূল্যে থিয়েটার দেখাইব" বলিয়া দর্শকগণকে শান্ত করেন। পর সপ্তাহে থিয়েটার দেখিবার নিমিত্ত প্রত্যেক দর্শককে একখানি করিয়া টিকিট দেওয়া হয়।

'কাম্যকানন' আর অভিনীত হয় নাই। পরদিন (১৮৭৪ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী) বেলভেডিয়ারে Fancy Fair উপলক্ষে গ্রেট ন্যাসন্যালে নীলদর্পণ নাটক অভিনীত হয়।

অতঃপর সান্যাল-ভবনে ন্যাসন্যাল থিয়েটার কর্ত্তৃক অভিনীত দীনবন্ধু বাবুর নাটকগুলির পুনরভিনয় করিয়া ইহারা মনোমোহন বসু মহাশয়ের "প্রণয় পরীক্ষা" নাটক প্রথম অভিনয় করেন। অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ প্রীতিলাভ করিলেও সেরূপ অর্থ সমা[illegible]ম হয় নাই।

১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অমৃতবাজার পত্রি[illegible] সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের বিরচিত "বাজারের লড়াই" নামক একখানি নাটক গ্রেট ন্যাসন্যালে প্রথম অভিনীত হয়। কলিকাতার বিখ্যাত শীলেদের সহিত বাজার লইয়া হগসাহেবের যে দাঙ্গা হয় সেই ঘটনা লইয়া এই নাটকখানি রচিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য ইহা সাময়িক অভিনয় মাত্র।

গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটারে ধর্ম্মদাস সুর মহাশয় প্রথমে ম্যানেজার ছিলেন; তাঁহার হাতে ক্যাস থাকিত এবং টিকিট issue করা ও হিসাব নিকাশের ভার তাঁহার উপর ছিল। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান পরিচালক ছিলেন। বস্তুতঃ এই নতুন [illegible] সত্বাধিকারী ভুবনমোহন বাবুকে ধর্ম্মদাস বাবু এবং নগেনবাবুই থিয়েটার করিতে উত্তেজিত করেন এবং কিশোর বয়স্ক ভুবন বাবুও ইহাঁদের মতের বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য করিতেন না।

গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠাবধি এ পর্য্যন্ত গিরিশ বাবু ইহাঁদের সহিত প্রকাশ্যভাবে যোগদান করেন নাই, তবে সম্প্রদায়ের সহিত ইহাঁর কোনরূপ অকৌশলও ছিল না। দেবেন্দ্রবাবু ও নগেন্দ্রবাবু ভ্রাতৃদ্বয় গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার সহিত বহুদিন পরিচিত ছিলেন,—মাসাবধি থিয়েটারের পরিচালনা করিয়া যখন তাঁহারা বুঝিলেন থিয়েটারের বিক্রয় ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে এবং বেঙ্গল থিয়েটার 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনয় করিয়া সুযশে এবং যথেষ্ট অর্থ সমাগমে দিন দিন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিতেছে,

* ১৮৭৩ খ্রীঃ,২০শে ডিসেম্বর স্বর্গীয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক নাটকাকারে গঠিত হইয়া 'দুর্গেশনন্দিনী' সর্ব্ব প্রথম বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রাত্রির প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীর নাম :—

তখন তাঁহারা আর নিজ শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া, গিরিশ বাবুকে আসিয়া ধরিয়া বসিলেন।

ক্রমশঃ

সামান্য ফর্দ্দ।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

নগৎ ন'বো হাজার আটেক, চাই সোনা আশী ভরি।
সিক্স্‌থ ইয়ারে পড়ছে ছেলে, এম-এ পাশ করবে যে শিগ্‌গিরি ॥
রিষ্ট ওয়াচ্‌, হীরের বোতাম আর সোনার চশমাটী।
গার্ডচেন আর হীরের আংটী, পাম্‌শু আর চটী ॥

তুমি "বি, সরকারের" পার দিতে না হয় "গুহরনাথেরি"
দান সামগ্রি রূপোর চাই আর নমস্কারি এক গাড়ী ॥
রূপে, গুণে, কার্ত্তিক সে যে ছেলেটী আমার
এত কমে পাত্র বিশ্ব দুনিয়ায় মেলা ভার ॥
ভাল কথা, ভুল হ'য়েছে মনে থাকেনা ছাই –
ফর্দ্দে ধর্ত্তে বাকী কিছু সংসামান্য চাই ॥
বারাণসী দু-এক জোড়া, খাট, বিছানা, মশারি।
জামাই হ'বে, গঙ্গা পাবে বাড়ি ভিটে বিক্‌কিরি ॥
তোমার জামাই তা'রে দেবে ধব এসব কিছুই নয়।
ক্যাসবাক্স, আর কিছু ক্যাস্‌ দিলেই ভাল হয় ॥
এগার হাতের "ফরেশ-ডাঙ্গা" আর আইভরির ছড়ি।
বুক কেস্‌ সেল্‌ফ্‌, টেবিল্‌ চেয়া'র, জামায়েরনামে একবাড়ী ॥
বিশেষতঃ ছেলের বিয়ে আজকালের বাজারে।
এত কমে ছেড়ে শেষে পড়্‌ব কি ফাঁপরে ॥
মেয়ের শুধু কটা চামড়া, নয় ডানাকাটা পরি।
দেখি যদি এর বেশী পাই, মাস দু'এক কর দেরি ॥
অনেক দেনা করে ফেলেছি আশাতে ছেলের।
মাছের তেলে ভাজিবে... মাছ, নিয়ে গো ব্যায়ের ॥
আমি মাইনে পাই টাকা চল্লিশ, পাঁচটা নিয়ে ঘর করি।
আমার চারিটি মেয়ে বিয়ের জুগী ১২, ১৪, ১৬, ২০ ॥

জগৎসিংহ—	শরৎচন্দ্র ঘোষ।
অভিরাম স্বামী –	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। (চোয়ে)
ওসমান—	হরিপদ দাস (জাতিতে বৈষ্ণব)
বিমলা—	গোলাপসুন্দরী (সুকুমারী দত্ত)
তিলোত্তমা—	শ্রীমতী জগত্তারিণী।
আয়েসা—	চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
আসমানি—	এলোকেশী।

ইঁহারা সকলেই অভিনয়ে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। হরিদাস বৈষ্ণবের ওসমান, গোলাপসুন্দরীর বিমলা এবং চোয়ের আয়েসার ভূমিকাভিনয় সর্ব্বজন সমাদৃত হইয়াছিল। "জগৎসিংহ'বেশী শরৎবাবু ঘোড়ায় চড়িয়া রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়া দর্শকগণকে চমৎকৃত করিয়া দিতেন। রঙ্গমঞ্চের উপর ঘোড়া বাহির করা—শরৎবাবুই প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। এ নিমিত্ত বেঙ্গল থিয়েটারে প্লাটফরম আগাগোড়া মাটীর ছিল, মাঝে খানিকটা তক্তা বসান থাকিত মাত্র। শরৎবাবু একজন বিখ্যাত ঘোড়সওয়ার ছিলেন। নাট্যসম্রাজ্ঞী শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী বলেন,—"আমরাও দেখেছি, ষ্টেজে ঘোড়া, বেরিয়ে দুষ্টুমি করছে, কিন্তু যেই শরৎবাবু ঘোড়ার গায়ে হাত দিলেন, অমনি সে শান্ত শিষ্ট, যেন কিছুই জানে না। শরৎবাবুর একটা সখের টাট্টু ঘোড়া ছিল। তিনি সেই ঘোড়ায় চ'ড়ে তাঁদের বাড়ীতে, একতলা থেকে সিঁড়ি ভেঙ্গে, তেতালায় ঠাকুরঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন। আর তার ঠাকুর মা, ঠাকুরের প্রসাদী ফলমূল ঘোড়াকে খেতে দিতেন।"

আফ্রিকা।

(১) আফ্রিকা আয়তনে অন্যান্য মহাদেশ গুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানীয় অর্থাৎ এসিয়ার পরেই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মহাদেশ। ইহা উত্তর দক্ষিণে ৫,০০০ মাইল দীর্ঘ এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে ৪,৬২৫ মাইল প্রস্থ। ইহার পরিমাণ ফল এককোটী সাড়ে উনিশ লক্ষ বর্গ মাইল – লোক সংখ্যা প্রায় ২০ কোটী।

(২) সাতটী প্রবল ইউরোপীয় জাতি এই মহাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশ অধিকার ভুক্ত করিয়াছেন। কেবল উত্তরস্থ বার্ব্বারি রাজ্যের অন্তর্গত মোরোক্কো এবং পূর্ব্বস্থ আবিসিনিয়া এই দুইটী রাজ্য প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন আছে। ইউরোপীয় স্বাধীন রাজ্য সমূহের পরিমাণ ফল ৫,৫০,০০০০ বর্গ মাইল; তন্মধ্যে ইংরাজের ৩২৭৭০০০ বর্গ মাইল, ফরাসীর ৩৮৬৬০০০ বর্গ মাইল, জার্ম্মাণীর ৮৯৮০০ বর্গ মাইল ছিল।

টহা ইউরোপীয় মহাসমরের সময় হস্তচ্যুত হইয়াছে, পর্তুগীজ ৭৯৪০০০ বর্গ মাইল, বেলজিয়ম ৯০৫০০০ বর্গ মাইল, ইটালীর ২৩০০০০ বর্গ মাইল, স্পেনের ১৫৪০০০ বর্গ মাইল।

(৩) আফ্রিকার অন্তর্গত মরোক্কো একটী দেশীয় স্বাধীন রাজ্য এবং একজন সুলতানের অধীন। আবিসিনিয়া একটী প্রাচীন দেশীয় সাম্রাজ্য। ১৮৯৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ইহা ইটালীর মিত্ররাজ্য ছিল, তৎপরে স্বাধীন হইয়াছে। ইহার পরিমাণ ফল ১৬০০০০ বর্গ মাইল—লোক সংখ্যা ৩০ লক্ষ। তথায় নানাজাতি বাস করে, তাহাদের অধিকাংশই আরব দেশ হইতে আসিয়াছে। এ দেশের বাজারে লবণকে মুদ্রারূপে ব্যবহৃত করা হয়। বর্ত্তমান যুবরাজ রসটকারী বিলাত গিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ লর্ড নেপিয়ার আবিসিনিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সম্রাট থিওডোরের মুকুটখানি হস্তগত করেন। উহা তদবধি ইংলণ্ডের ভিক্টোরিয়া আলবার্ট মিউজিয়মে ছিল; সেই মুকুটখানি মহামান্য ভারত সম্রাট মহোদয় সম্প্রতি আবিসিনিয়ার বর্ত্তমান সাম্রাজ্ঞী জেউদিটুকে উপহার প্রদান করিয়াছেন।

(৪) ১৮৩০ খ্রীঃ ফরাসীগণ আলজিরিয়া প্রদেশ অধিকার করিয়াছেন। ১৮৮১ খ্রীঃ হইতে টিউনিসের শাসনকর্ত্তা ফরাসীর অধীন হইয়াছেন। ইহার পরিমাণ ফল ২৫৮০০০ বর্গ মাইল—লোক সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ফরাসীজাতি।

(৫) ১৯১১ খ্রীঃ ত্রিপলি প্রদেশ ইটালী অধিকার করিয়াছেন। তিনটী সহর একত্রে আবিষ্কার হওয়ায় ইহার ত্রিপলি নাম হইয়াছে। ইহার পরিমাণ ফল ৪০০০০০ বর্গ মাইল—লোক সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ।

(৬) ১৪৮৬ খ্রীঃ পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক কেপকলোনী প্রদেশ আবিষ্কৃত হয়। ১৬৫১ খ্রীঃ কতিপয় ওলন্দাজ আসিয়া বসতি করেন। ১৮০৬ খ্রীঃ ইংরেজেরা অধিকার করিয়াছেন। ইহার পরিমাণ ফল ২৫০০০০ বর্গ মাইল—লোক সংখ্যা ১২৫০০০০ জন।

দক্ষিণ আফ্রিকার আঙ্গোরা নামক ছাগলের রোমে উৎকৃষ্ট পশম উৎপন্ন হয়। কেপকলোনী নামক স্থান হইতে প্রতিবৎসর প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকার ছাগ রোম বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

(৭) ১৮৩৬ খ্রীঃ কেপকলোনী হইতে কতকগুলি বুয়রজাতি আসিয়া ট্রান্সভালে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ক্রমে তদ্দেশীয় অধিবাসীদিগের সহিত বিবাদ হওয়ায় ১৮৭৭ খ্রীঃ উহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়; ১৮৮১ খ্রীঃ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল; পরিশেষে সুবর্ণ খনি ও উৎকৃষ্ট হীরক আবিষ্কৃত হওয়ায় ব্রিটীশ অধিবাসিগণের সহিত মনোমালিন্য ঘটে, পরিশেষে ১৯০০ খ্রীঃ ইংরাজের সহিত যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বুয়র সেনাপতি ক্রুগ্রি, ডিওয়েট প্রভৃতি বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

(৮) কিম্বার্লির হীরক খনির ন্যায় সুবৃহৎ খনি পৃথিবীর কুত্রাপি নাই। তথা হইতে প্রতি বৎসর অন্যূন চতুর্দ্দশ কোটি টাকার হীরক উঠিতেছে। তথায় এত অধিক গন্ধক যে, পিপীলিকা প্রভৃতি বাস করিতে পারে না। জোহান্সবার্গ নামক স্থানে একটি প্রকাণ্ড স্বর্ণের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পৃথিবীতে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ স্বর্ণখনি।

(৯) ১৮৪৩ খ্রীঃ নেটাল রাজ্য ইংরাজের অধিকৃত হইয়াছে। ইহার পরিমাণ ফল ৩৫০০০ বর্গ মাইল—লোক সংখ্যা ১১০০০০০ জন। ইহার অধিকাংশ অধিবাসী কাফ্রী। নেটালের জল বায়ু এত পরিষ্কার যে সময়ে সময়ে ১৫।২০ মাইল দূরবর্ত্তী বস্তু বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইহার অন্তর্গত জুলুল্যাণ্ডে চন্দ্রের আলোক সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট পরিষ্কার ও উজ্জ্বল। শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও ষষ্ঠীর দিন তথায় প্রায় সাত মাইল দূরের বস্তু স্পষ্ট দেখা যায়। অন্যান্য দিন কেবল নক্ষত্রের আলোকে ছাপা কাগজ বা পুস্তক বিনা দীপ সাহায্যে অনায়াসে পড়িতে পারা যায়।

(১০) সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশটী একটী প্রকাণ্ড মালভূমি। ইহার উত্তর এবং পশ্চিম ভাগ অপেক্ষাকৃত অনুন্নত, দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগ অপেক্ষাকৃত উন্নত। এ দেশের অভ্যন্তর ভাগের জলবায়ু অত্যন্ত শুষ্ক—প্রায় বৃষ্টি হয় না। এই মহাদেশ নানাপ্রকার জীবজন্তু ও খনিজ দ্রব্যের জন্য পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত।

যৌবনের অবসান।

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ,
কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

আমি [illegible] বুঝতে পাচ্ছি আমার যৌবন কাল ফুরিয়ে গেছে। কথায় বলে, "বল, বুদ্ধি, ভরসা তিরিশ পেরুলেই ফরসা" তা আমি ত আজ দড় বছর তিরিশ পেরিয়েছি কাজে কাজেই শস্ত্র দৃষ্টিতেও আমার যৌবনের অবসান ঘটেচে!

আমি যে তা স্পষ্ট অনুভব কচ্চি! আগে রূপ রস গন্ধ, শব্দ স্পর্শে একটা জান্তব সত্য অনুভব কর্ত্তাম, এখন দেখচি ও সব ভ্রান্তি, যৌবন সুলভ বৃত্তি বিশেষের ভোজবাজী।

এই সে দিন পর্য্যন্ত, রোজ একবার করে আর্শি দিয়ে মুখ দেখতুম। আমি কাল হলেও নিজের মুখ দেখতে লজ্জা বোধ হত না বা স্নানান্তে চুল আঁচড়াতে দ্বিধা বোধ হ'ত না। কিন্তু এখন আর সে প্রবৃত্তি ও নেই আর সে প্রয়োজনীয় [illegible] এমন কি পরামাণিক যে দিন চুল কেটে দিয়ে যায় সে দিন ও আর্শির ব্যবহার [illegible] ইচ্ছে যায় না। তা সে ছোট বড় করেই চুল ছাটুক বা বড় ছোট করেই ছাটুক।

আগে কি উচ্চাভিলাষটাই না ছিল! একজন বড় গোছের সমাজ সংস্কারক হয়ে, স্বরাজ সাধনায় আমি দশ জনের একজন হবো, হিন্দু মুসলমান এক করে দেবো, বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তিত ক'রে বৈধব্য যন্ত্রণার লাঘব ক'রে দেব, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার কর্ব্বো, এটা কর্ব্বো, ওটা কর্ব্বো, সেটা কর্ব্বো, গান্ধী মহারাজের সুপরিচিত হবো, চিত্তরঞ্জনের লেফটনান্ট দলের মধ্যে একজন হবো, ইত্যাকার কত লোভনীয় কামনাই না আগে ছিল। আর এখন? ওসব কিছু ভাল লাগে না, কিছু ভাল লাগে না। এখন খালি মনে হয়, আমি কে, কতটুকু শক্তি ধারণ করি? আমার কি সাধ্য যে হেন করেঙ্গা তেন করেঙ্গা' বলে লাফালাফি করি? গান্ধী চিত্তরঞ্জন, ঈশ্বরের প্রেরিত, তাঁদের অবশ্য খেটে খুটে মর্ত্তে হবে। আমি কেন চাপরাস না পেয়েও রঙিন নেশায় বুঁদ হয়ে থাকি? এখনো কদাচিৎ যৌবনের শেষ রশ্মি যখন মনের মাঝে এসে পড়ে লাল আভায় ঝিক্ ঝিক্ কর্ত্তে থাকে, তখন ভগবানকে ডেকে বলি "ত্বয়া হৃষিকেশ, হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি" যাঁকে নল নীল গবাক্ষ করেছে, সে প্রস্তর দিয়ে সেতু প্রস্তুত কর্ব্বে আর যাকে কাঠ বিড়ালী করেছে বালুকা কণা সংগ্রহ ছাড়া আর কি করিতে সক্ষম হয়?

আগে স্ত্রীবন্ধু পেলে আনন্দে আটখানা হয়ে যেতাম। তাদের মুখে আবার দাদা বাণী শুনে নিজেকে অদ্বিতীয় সৌভাগ্যশালী মনে কর্ত্তাম। এখন যদি বন্ধুদিকে এক এক খানি চিঠি লিখবো, তাও সময় পাই না। আর যাদের ছোট বোনের মত কত আদর যত্ন কর্ত্তাম তাদের সংবাদ নেওয়াটা কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করি না। চিত্তের নিষ্ঠুরতা দেখে তারাও অবাক্, আমিও অবাক্।

তখন নারীর সর্ব্বতোমুখী উন্নতির জন্যে কি ঝোঁকটাই ছিল! এই মনে করে একদিন মাতৃ-জাতি সেবক সমিতিই গঠন করে বসলাম এবং মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা ও স্বাধীনতার বিধি-নিষেধ যত কত প্রচার কর্ত্তুম, কিন্তু এখন সব চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ও চিন্তাটাও কোথা ভেসে গেছে! এখন মনে হয় মায়ের কল্যাণ মায়েরা করুকগে, আমি কেন মাথা ঘামাতে যাই? বলবো কি, একটা বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদকতা করেও প্রত্যহ সেই বিদ্যালয়ে যেতে আর গা [illegible] সেই প্রতিষ্ঠানটী আমার কতই সাহায্য প্রার্থনা করে।

আগে সপ্তাহান্তে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে গ্রামের প্রান্তস্থিত সবুজক্ষেত্রে বেড়াতে যাওয়াটা একটা নেশার মত ছিল। সেখানে সান্ধ্য সমীরণ স্পর্শে মনের কপাট খুলে গিয়ে কত গোপনীয় কথাই না চলত। উঃ! সে সব কথা যেন পরস্পরকে না জানালে পেটটা ফুলে থাকতো। সে কত কথা! সে অফুরন্ত চির নূতন রহস্যপূর্ণ রসালাপ! গগনকায় ম্লান হয়ে যেতো, রাঙ্গারবি ডুবে যেতো, সমস্ত প্রকৃতি আঁধারের কোলে ধীরে ধীরে চলে যেতো, তবু আমাদের কথার সাঙ্গ নাই। আর এখন? সামান্য দু' তিন বছরে মানসিক কি পরিবর্ত্তনাই ঘটে গেল! এখন সেই সব বন্ধুকে কতদিন দেখিনি, সেই হরিৎ ক্ষেত্রে কত মাস যাই নি, তবু ত সেই দুর্দ্দমনীয় আগ্রহ আর জাগে না?

আগে ব্যক্তি বিশেষের উপর কি তীব্র মোহান্ধতাই না ছিল। শনিবার সকাল হতে একটা নেশায় ঘোরে থাকতাম। অনবরত ঘড়ি দেখতাম, কখন ষ্টেসানে যাবার সময় হলো। বাড়ীর কাছে যত এগুতাম বুকটা টিপ্ টিপ্ কর্ত্তো যদি তার কোন অমঙ্গল গিয়ে দেখি। আজ ও ত

যাই, কিন্তু সে রকম উন্মাদের মত, ভূতাবিষ্টের মত আর যাই না—কর্ত্তব্যের অনুরোধে চলি। প্রথম গাড়ি ধর্ত্তে না পার্লে, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থে চলি। কিন্তু আগে প্রথম গাড়ী ফেল হলে মনে হতো একটা মস্ত ক্ষতি হলো।

এই সব নানা কারণে, বাহ্য লক্ষণ ও আভ্যন্তর অনুভূতির সহায়ে বেশ বুঝতে পাচ্চি, আমার যৌবন চলে গেছে, আয়ু সূর্য্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে। আমি তপ্ত জীবন শেষ করে এখন মরণ পথের পথিক।

এখন এই মরণের পথে সম্বল কে তাই ভাবি? ধর্ম্ম: অর্থ, কাম মোক্ষ:? ও চতুর্মুখ ব্রহ্মার সঙ্গে আমার যে কখনো পরিচয় ঘটবে তা বলে ত বোধ হয় না। কিছুই নাই, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। পথও নাই, পাথেয় নাই আমারও তাই দশা ঘটবে। "একা আমি প্রান্তর মাঝারে।" বিল্ব মঙ্গলের মত আমারও অন্তরাত্মা ঐ কথাই বলে উঠছে। এখন আমি "ন যযৌ ন তস্থৌ" হয়ে দাঁড়িয়ে আছি—কিন্তু কতদিন এমন করে আর চল্‌বে?

বিধি-নিষেধ।

[শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়]

১। দাতাকে দান হইতে নিবৃত্ত করিও না।

২। স্বামী-স্ত্রী, প্রভু-ভৃত্য, পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই ভেদ জন্মাইও না।

৩। দুর্ব্বাক্য প্রয়োগে সাধুর মর্ম্ম-ব্যথা উৎপাদন করিও না।

৪। মন্দির, উপবন, সভা, মঠ ভঙ্গ করিয়া ধ্বংস করিও না।

৫। পোষ্যবর্গকে বিপদ্‌কালে অকিঞ্চন অবস্থায় ত্যাগ করিও না।

৬। গচ্ছিত ধন আত্মসাৎ করিওনা।

৭। শিক্ষককে নিম্নস্থানে বসাইয়া অধ্যয়ন করিও না।

৮। জলে মূত্র বা পুরীষ বা শ্লেষ্মা ত্যাগ করিও না।

৯। উৎকোচ গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিও না।

১০। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিও না।

১১। বৃথা ভ্রমণ, বৃথা পশুহিংসা নিষেধ।

১২। পরধন ও পরস্ত্রীতে কদাচ লোভ করিও না

১৩। পরস্ত্রীকে নগ্নাবস্থায় কদাচ দর্শন করিবে না।

১৪। চোরের সহিত এবং অসতের সহিত আলাপ করিও না।

১৫। নগ্ন হইয়া স্নান করিও না—শয়ন করিও না—ধর্ম্মকার্য্য করিও না।

১৬। রবিবারে, মঙ্গলবারে, [illegible] ও শুক্রবারে তৈল মর্দ্দন করিও না।

১৭। ভগিনী, পরস্ত্রী, জননী ও বয়স্থা কন্যা—ইহাদের সহিত একাসনে একত্রে বসিও না।

১৮। উত্তরে বা পশ্চিমে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিওনা।

১৯। দক্ষিণ বা পশ্চিম মুখ হইয়া ভোজন করিও না।

২০। চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ ও স্বজন বিয়োগ কালে তৈল মর্দ্দন, গাত্রমার্জ্জন ও কেশ বিধূনন করিও না।

২১। নিত্য অন্ততঃ শিরঃস্নান করিবে। কিন্তু স্নান করিয়া কোন কালে পরিধেয় বস্ত্র বা হস্ত দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিও না।

২২। যদি দীর্ঘজীবি হইতে চাও তবে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিও।

২৩। রাত্রিকালে এক প্রহরের পর আহার করিও না।

২৪। সাধারণতঃ ৬ ঘণ্টার অধিক নিদ্রা যাইও না।

২৫। পদ ধৌত করিয়া আহার করা উচিত।

২৬। নিদ্রাভঙ্গ হইলে প্রভাতিক মঙ্গল শ্লোক পাঠ করিবে ও সাধু চরিত্র চিন্তা করিবে।

২৭। সুখ বা দুঃখে মন দিওনা। দুঃখের কথা যদি বলিতে হয় ঈশ্বরকে বলিও।

২৮। মানুষের উপর নির্ভর না করিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিও।

২৯। যদি সুস্থ থাকিতে চাও, পরিমিত আহার করিও।

৩০। উচ্ছিষ্ট অবস্থায় সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা দর্শন করিও না এবং সূর্য্য ও চন্দ্রের দিকে মুখ করিয়া বিষ্ঠা, মূত্র ত্যাগ করিও না।

স্বাগতম্

শ্রীমনোমোহন বিদ্যারত্ন।

মহাত্মা এসেছেন, বর্ত্তমান যুগে ভারতের—ভারতের কেন জগতের মানব শ্রেষ্ঠ বাঙ্গলায় এসেছেন। অহিংসা, স্বার্থত্যাগ মূর্ত্ত হয়ে—বঙ্গ গগনে দেখা দিয়েছে। এ আনন্দ

রাখবার স্থান নাই, রোগ শোক প্রপীড়িত, অনশন ক্লিষ্ট বাঙ্গালীর প্রাণে দু' দিনের জন্য যে অনাবিল, অপার্থিব আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে তা অতি মধুর—অতি পবিত্র। চারিদিকেই অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন চলছে, বাঙ্গালার প্রত্যেক নগর হতেই মহাত্মার [illegible] হচ্ছে, বঙ্গ মাতা [illegible] মহিমময় সন্তানের জন্য স্নেহ-শীতল [illegible] উন্মুক্ত করে অধীর ভাবে প্রতীক্ষা কচ্ছেন। বাঙ্গলার আর সে সুখ নাই, সে শান্তি নাই, সমাগত পুরুষ শ্রেষ্ঠকে—বাঙ্গলা মায়ের হৃদয়ের মণিকে অভ্যর্থনা করবার উপযুক্ত কোন উপচারই আমাদের নাই, জগতের বরেণ্য অতিথিকে বাঙ্গালার পর্ণকুটীরে তৃণ শয্যায় আহ্বান করা নিতান্ত অশোভন হইলেও একমাত্র সান্ত্বনা এই যে তিনি দীনের বন্ধু, তাঁর কাছে ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মুর্খ ভেদ নাই, তাঁর কাছে স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের বিচার নাই, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইতে আচণ্ডালে তাঁর শুভেচ্ছা সমভাবে পরিব্যাপ্ত। 'মহাত্মা নিজে নির্ব্বিকার হলেও, ভগবানের দান বলে মান অপমান শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা স্তুতি নিন্দা মাথায় তুলে নিতে অভ্যস্থ হলেও আমাদের কি কোন কর্ত্তব্য নাই? মুক্তি যজ্ঞের পবিত্র হোতা—মুক্তি সংগ্রামের অহিংস সেনাপতির অভ্যর্থনা দেবদারু পত্রে দুটো তোরণ সাজিয়ে, ঢাক ঢোল বাজিয়ে বা দুটো লোক দেখান ফুলের মালা ছুঁড়ে চলে না—এতে চাই প্রাণের অনাবিল শ্রদ্ধা, এতে চাই স্বার্থত্যাগ—পরার্থপরতা, এতে চাই সম বেদনা। "কায়েন মনসা বাচা" ভাবেই এ অভ্যর্থনায় যোগদান করতে হবে। পারবে কি বাঙ্গালী? যদি পার—আজি মনে জ্ঞানে বুঝিয়া থাক বাঙ্গালার বুকে সমাগত ত্যাগী সন্ন্যাসীর অভ্যর্থনার অধিকারী হইয়াছ তবে এস ভাই হাত ধরাধরি করে অন্ততঃ দুদিনের জন্যও সংসারের শোক তাপ ভুলে গিয়ে আপন হারা হয়ে পুরুষর্ষভের সংবর্দ্ধনা করি। দু দিনের জন্য নীরস রাজনীতির কচ্‌কচি থেকে মনকে ফিরিয়ে এনে ধীর ও সংযত কর। অসংযত চিত্তে মহাপুরুষের অভ্যর্থনা হয় না, তাঁহারই আদেশ ও ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে সাধনার পথে অগ্রসর হও, তোমার ভবিষ্যত অতীব মধুর। অতীব উজ্জ্বল—অতীব পবিত্র। গত ১৬ই এপ্রিল তারিখের "ইয়ংইণ্ডিয়ায়" তিনি বলিয়াছেন বাঙ্গলায় আমি যে জন সাধারণের সম্মুখীন হইব আশা করি তাঁহারা সকলেই খদ্দর পরিধান করিবেন।" বাঙ্গালী অতি ভাগ্যবান তাই এই মাহেন্দ্রক্ষণে এই দৈববাণী শুনিয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন 'যাঁহারা আমার আহারের ব্যবস্থা করিবেন তাঁহারা যেন একটা ভাল চরকারও ব্যবস্থা রাখেন; এই ব্যবস্থায় আমি স্থানীয় চরকা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে সমর্থ হইব, সাধারণতঃ আমাকে ভাল চরকাই দেওয়া হইবে, সুতরাং যে স্থানে আমি যাইব চরকা দেখিয়াই তথাকার সুতার উৎপন্নের অবস্থা বুঝিতে পারা আমার পক্ষে কঠিন হইবে না।" এই স্পষ্ট ইঙ্গিতের পর ত আর কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। আমাদের মনে হয় যে হৃদয় নিয়ে—সমস্ত পঙ্কিল আবর্জ্জনা দুরে ঠেলে ফেলে সে পবিত্র ও মাজ্জিত হৃদয় নিয়ে আমরা মহাত্মাকে সম্ভাষণ করতে যাচ্ছি সেই ভাবটাকে স্থায়ী করতে পারলেই সেই বিরাট পুরুষের আগমন ও অভ্যর্থনা সার্থক হবে, নতুবা দু দিনের জন্য—ক্ষুদ্র আমি—হীন আমি—দীন আমি রাজার পোষাক গায় চড়িয়ে রাজার অভিনয় করে যবনিকার অন্তরালে গিয়ে যদি সাজ পোষাক খুলে ফেলে আবার সেই হীন দীন কাঙ্গাল সাজতে হয় তবে এ ছেলে খেলা না করাই ভাল।

এক চামচ ওষুধ।

—"ডাক্তার বাবু, খোকার জন্যে যে ওষুধটা দিয়েছিলেন সেটা ফুরিয়ে গেছে।"

—এক শিশি ওষুধ এক ঘণ্টায় ফুরিয়ে গেছে! অসম্ভব আমি ত তোমাকে বলেছিলুম, খোকাকে ঘণ্টায় এক চামচ করে ওষুধ খাওয়াতে।"

—হ্যাঁ, ডাক্তার বাবু, ঠিক! আমি তা ভুলিনি, কিন্তু আমি, আমার স্ত্রী, আর আমার দুই বোনকেও এক এক চামচ ওষুধ খেতে হয়েছে।"

—অ্যাঁ, সেকি! কেন?

—যতক্ষণ না আমরা সবাই খেয়ে ওষুধটা ভারি মিষ্টি বললুম, ততক্ষণ পর্য্যন্ত খোকা কিছুতেই এক চামচ ওষুধ খেতে রাজি হয়নি।

তিন সংগ্রহ।

হীরালাল। শুনলুম তোমার স্ত্রী নাকি ভারী মিতব্যয়ী

পান্নালাল। হঁ। কিন্তু তবু সে আট চল্লিশটা টাকা বাজে খরচ করেচে।

হীরালাল। কি ক'রে?

পান্নালাল। বাজে খরচ হচ্চে দেখে আমার স্ত্রী রাঁধুনীকে ছাড়িয়ে দিলে অথচ সে নিজে রাঁধতে জানে না। সুতরাং সে সংগ্রহ করলে একখানা "পাক প্রণালী শিক্ষা" সুতরাং আমি সংগ্রহ করলুম "ডিস্‌পেপসিয়া" সুতরাং ডাক্তার সংগ্রহ করলে বার কয়েক এসে নগদ আটচল্লিশ টাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ।

মাধব বাবু ফটোগ্রাফ তোলার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। কিন্তু শেষটা স্ত্রীর অনুরোধে তাঁকে ফটো তোলাতে হলো।

দোকান থেকে ফটোগুলি এল, কিন্তু স্বামীর ছবি দেখে স্ত্রী সচকিত স্বরে ব'লে উঠলেন, "ছি, ছি তোমার ছবি দেখে লোকে বল্‌বে কি! আঁ, তোমার কোটের বোতাম গুলিই যে ছেঁড়া।

মাধববাবু, এইটে দেখাবার জন্যে আমি ফটো তুলিয়েছি। আশাকরি তোমার আর বোতামগুলি তুলিয়ে দিতে আপত্তি হবে না।

ছাঁটা নয়—খোঁজা

ভদ্রলোক। (মাথার প্রকাণ্ড টাক্ দেখাইয়া) ওহে আমার চুল ছাঁটতে তোমার কম পয়সা নেওয়া উচিত। দেখচ ত আমার চুল কত কম।

পরামাণিক। আজ্ঞে আপনার চুল ছাটবার জন্যে ত আমি পয়সা চাইছি না! আপনার প্রত্যেকটি চুল দস্তর মত খুঁজে খুঁজে আমাকে বার করতে হবে, আমি সেই খোঁজার মেহনতের দরুণই পয়সা চাইছি।

নোটীশ।

১৯২৫ সালের ২২শে মে শুক্রবার কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক তাঁহার কোর্টহাউস গৃহে বেলা ১২টার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিক্রীত হইবে। এই মামলার নম্বর ১৮৩৪,১৯২২ সালে এই মামলা হয় (পি, ই, গজাদার এণ্ড কোম্পানী বনাম অভয় চরণ চৌধুরী ও অন্যান্যে এই মামলা হয়)।

কলিকাতা সুতানুটীতে ২নং লাল মাধব মুখোপাধ্যায়ের লেনে কতক দোতালা ও কতক তিন তালা ইষ্টক নির্ম্মিত যে বাটী আছে তাহা ও তৎসংলগ্ন ৩ তিন কাঠা ১১ এগার ছটাক ও ৩১ একত্রিশ বর্গ ফুট জমি।

বিশেষ জানিতে হইলে রেজেষ্ট্রারের আফিসে অথবা কলিকাতা ১১নং ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটে মেসার্স কার মেটা এণ্ড কোম্পানী সলিসিটারদের নিকট দরখাস্ত করিবেন।

কার মেটা এণ্ড কোং
বাদীর এটর্ণী
১৯২৫ সালের ৩রা এপ্রিল

মরিস রেমফ্রি
রেজিষ্ট্রার

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস' বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা [illegible]নাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা [illegible]শচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, (কাশীমবাজার) মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর), রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এক, আর, সি, আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর আসাম), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজা-কুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্কেল প্যালেস), শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল্ (সেরপুর—টাউন), শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি-এল, জমিদার রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার, (চাকুরিয়া), শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত জগত-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার. শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর. শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত [illegible]মোহন পাণ্ড (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত [illegible]মেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত ন[illegible]ন প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন সরকার এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলি-কাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল. সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে, জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লাভপুর), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি এস, শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (স্বত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল, এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া), কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়), শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি—রঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, শাঁখারিটোলা. শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুখাঁ কৌন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার (পটলডাঙ্গা হাউস) ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার পাথুরিয়াঘাটা।

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd. No. C. 1116

মজলিস

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [৩৯শ সংখ্যা

১৩৩২ সাল, ২৬শে বৈশাখ শনিবার, নগদ মুল্য ৶১০ পয়সা।

শ্রী ব্রজবল্লভ রায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ, ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস কার্য্যালয়—২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখনো কি সময় হয়নি আসিবার ?

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

১।

সাধুজনে সঙ্কটে করিতে পরিত্রাণ,
ধর্ম্মক্ষেত্রে রক্ষিবারে ধর্ম্মের সম্মান,
বিনাশিতে জগতের দুস্কৃতির ভার,
ব'লে ছিলে—ফিরে তুমি আসিবে আবার !
সে আশায় আছি ব'সে কত কাল ধরি,
কই দেখা দিলে—ওহে দীনবন্ধু হরি !
"সম্ভবামি যুগে যুগে"—তোমারি যে কথা,
আমাদের ভাগ্য দোষে হ'ল কি অন্যথা ?
শুধাই কাতরে নাথ ! বল একবার—
এখনো কি সময় হয়নি আসিবার ?

২।

ক'রেছিলে—কি প্রতিজ্ঞা কৌরবের রণে,
দ্বাপরের সে ঘটনা পড়ে নাকি মনে ?
অনন্ত পাপের দাপে—অবনী আকুল,
অতীতের নীতি তত্ত্ব হ'য়ে গেছে ভুল।
চারিদিকে দেখিতেছি—কি ভীষণ ছবি !
মানব মানবী বেশে দানব দানবী !
তোমার সাধের বিশ্বে, দেখহে ! কেশব !
নিখিলের নর নারী স্বার্থপর সব !
নাহি সে পবিত্র ভাব, সত্য সদাচার,
এখনো কি সময় হয় নি আসিবার ?

৩।

দিনান্তে শাকান্ন—দীন খাইতে না পায়,
ধনীর সর্ব্বস্ব যে'চে বিলাসের দায়।
অর্থ পরমার্থ শুধু—যে দিকেতে চাই,
ঈশ্বরের সৃষ্টি মাঝে ঈশ্বরে না পাই !
শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম,—বিকৃত সকলি,
হিত অনুষ্ঠান মাঝে—ঘৃণ্য দলাদলি !
ভায়ে ভায়ে শত্রু ভাব, হিংসার তাড়না,
ভুবন ভরিয়া আছে—ছল প্রতারণা,
পর দুঃখে অশ্রুকণা—খুঁজে মেলা ভার,
এখনো কি সময় হয়নি আসিবার ?

৪।

বিধবার ব্রহ্মচর্য্য—নাহি প্রয়োজন—
তা'র বিবাহের হয় কত আয়োজন !
বাল্য পরিণয় যত অনিষ্টের মূল !
সে কালের যাহা কিছু—সব চক্ষুঃশূল !
সমাজের সংস্কার—শুধু বক্তৃতায় !
বরপণে জাতি কুল জলে ভেসে যায়।
তীর্থ গুরু সন্ন্যাসীর ভোগের পিপাসা !
'আত্মহারা' হ'য়ে শুধু পরের প্রত্যাশা !
নারী চাহে পুরুষের মত অধিকার।
এখনো কি সময় হয়নি আসিবার ?

৫।

স্বামী-অঙ্ক হ'তে স্ত্রীকে কেড়ে নিয়ে যায়,
সমাজ—দুঃখিনী পানে ফিরিয়া না চায়।
রক্ষিতে পত্নীর মান—পতি নাহি পারে,
কুল বধু কুল ত্যজি'—কুলটা সংসারে !
ছয় বছরের মেয়ে—স্নেহের পুতলি,
তবু ওঠে পিশাচের—লালসা উথলি।
নিত্য নিত্য নানাভাবে—নারী নির্য্যাতন—
রূপের তৃষ্ণায় জলে-কামুকের মন।

মাতৃজাতি প্রতি ঘৃণ্য পশু ব্যবহার।
এখনো কি সময় হয়নি আসিবার।

৬।

অর্থলোভে—পিতা, কন্যা সঁপে বৃদ্ধবরে,
অভিমানে মাতা তা'র আত্মহত্যা করে।
পতি পত্নী-এক আত্মা, দেহ মাত্র ভেদ,
তারাই চাইছে আজ বিবাহ বিচ্ছেদ!
ইহ পরকাল ব্যাপী—অটুট বাঁধন,
"সাময়িক চুক্তি" সেটা—কর্ম্মের সাধন,
প্রেম ভক্তি কুল গর্ব্ব—গেছে রসাতল,
ফ'লেছে কি সুন্দর স্ত্রীশিক্ষার ফল,
'স্বাধীনতা' নামে চলে পাপ ব্যভিচার,
এখনো কি সময় হয়নি আসিবার?

৭।

উপাধিতে মোক্ষলাভ,—বিদ্যা অর্থ করী,
সাধুতার পরিচয়—পরবৃত্ত হরি।
"সতীত্ব" কিছুই নয়, সাহিত্যে প্রকাশ,
সাহিত্য সম্রাট করে দেশের বিনাশ।
নগ্ন চিত্র আর্ট নামে জগতে বিকায়।
মোদক মদনানন্দ—সংযম শিখায়।
ব্রত, পূজা, জপতপ,—ঋষিদের ভ্রম,
ব্রাহ্মণ আকুল কিসে থাকে বর্ণাশ্রম।
কেহ আর নাহি মানে সম্বন্ধ বিচার,
এখনও কি সময় হয়নি আসিবার?

৮।

ব'লে ছিলে—দেখা পাব বিপদে তোমার,
হে কেশব! বিপদের বাকি কিবা আর?
চৌর্য্য দ্বেষ, নরহত্যা,—ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ,
অন্নাভাব জল কষ্ট বিধাতার কোপ।
বিসূচিকা, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা কালাজ্বরে,
কীট পতঙ্গের মত লক্ষ লোক মরে।
সম্ভবামি যুগে যুগে, তোমার যে পণ,
কোথা তার সার্থকতা ওহে নারায়ণ?
এখনও কি সময় হয়নি আসিবার?
সে দিনের, সে যুগের বাকি কত আর?

গিরিশচন্দ্র।

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

(১৭)

গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের যোগদান।

("মৃণালিনী" নাটকাভিনয়)

গ্রেট ন্যাসন্যাল-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া গিরিশচন্দ্র অবৈতনিক ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন এবং স্বয়ং 'পশুপতির' ভূমিকাভিনয়ে স্বীকৃত হন। ১৮৭৪ খ্রীঃ, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, গ্রেট ন্যাসন্যালে মৃণালিনীর প্রথমাভিনয় হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতাগণের নাম:—

পশুপতি	...	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
হেমচন্দ্র	...	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
দিগ্বিজয়	...	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু
হৃষীকেশ	...	অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফী
ব্যোমকেশ	...	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)
মাধবাচার্য্য	...	মতিলাল সুর
বখতিয়ার খিলিজি	...	মহেন্দ্রলাল বসু
জনার্দ্দন	...	রাধাপ্রসাদ বসাক
মৃণালিনী	...	বসন্তকুমার ঘোষ
গিরিজায়া	...	আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
মনোরমা	...	শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
মনিমালিনী	...	মহেন্দ্রনাথ সিংহ

প্রত্যেক ভূমিকাই সুযোগ্য অভিনেতাগণ কর্ত্তৃক অভিনীত হওয়ায় নাট্যামোদীগণ 'মৃণালিনী' অভিনয় দর্শনে অতীব আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। পশুপতির ভূমিকাভিনয়ে গিরিশচন্দ্র অদ্ভুত অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। ক্ষেত্রমোহন বাবু বলেন,—যে দৃশ্যে পশুপতি মনোরমার মুখে পরিচয় পাইলেন, ইনিই কেশবের কন্যা ও তাঁহার পরিনীতা ভার্য্যা, সে দৃশ্যে 'পশুপতি' বেশী গিরিশ চন্দ্রের তৎকালীন বদন মণ্ডলের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন—এখনও যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি,—তাঁহার কণ্ঠস্বরের সেই বিচিত্রতা—এখনও যেন কর্ণ পটাহে প্রতিধ্বনিত হইতেছে,

কিন্তু কেবল মুখে বলিয়া তাহা বুঝান বড় কঠিন। যে সময়ে মুসলমান-পরিচ্ছদ পরিহিত পশুপতি বিধর্ম্মী সৈন্য বেষ্টিত হইয়া রাজপথে চলিয়াছেন, সে সময় পশুপতির সেই উন্মাদ অবস্থা—মধ্যে মধ্যে জ্ঞান সঞ্চার—গিরিশবাবু অতি আশ্চর্য্যভাবে [illegible] মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দর্শকগণ সেই অদ্ভুত অভিনয় দেখিতেন।

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বাবু বলেন,—নাটকের শেষ দৃশ্যে সেই অগ্নিরাশির মধ্যে অই ভুজামূর্ত্তি আলিঙ্গনে গিরিশচন্দ্রের অদ্ভুৎ অভিনয় নৈপুণ্য দর্শনে আমরা পর্য্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িতাম—দর্শক তো দূরের কথা!"

মনোরমার ভূমিকা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এত সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন যে গিরিশ বাবু মৃণালিনীর বিজ্ঞাপনে লিখিয়া দিয়াছিলেন—"Look-look to your Monoroma, she jumps at the fire!" সুবিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য মদনমোহন বর্ম্মণ 'মৃণালিনীর' গান গুলিতে সুমধুর সুর সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। আশুতোষ বন্দোপাধ্যায় গিরিজায়ার ভূমিকা অভিনয় করিতেন, তাঁহার সুধাকণ্ঠে গিরিজায়ার গানগুলি প্রাণময়ী হইয়া দর্শক-হৃদয় দ্রবীভূত করিয়া দিত। সান্যাল ভবন হইতে ন্যাসন্যাল থিয়েটার উঠিয়া যাইবার পর নাট্যাচার্য্য অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রায়ই মফঃস্বলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া আবার চলিয়া যাইতেন। গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটার যে দিন খোলা হয়, সে দিন তিনি নিমন্ত্রিত দর্শকরূপে থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিলেন। মৃণালিনী নাটক খুলিবার পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় আসিয়া বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধে অল্পদিনের জন্য থিয়েটারে যোগদান করেন এবং হৃষিকেশের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আবার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। যাহাই হউক বেঙ্গল থিয়েটারে দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটারও মৃণালিনী অভিনয়ে যথেষ্ট গৌরব লাভ করিয়াছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইতিপূর্ব্বে বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে গঠিত মৃণালিনীর পাণ্ডুলিপি পাইয়া বেঙ্গল থিয়েটার সম্প্রদায়ও বহুকাল ধরিয়া এই নাটকের অভিনয় করেন। [illegible] সুন্দরীর 'গিরিজায়ার' গান শুনিবার নিমিত্ত বহু দর্শক সমাগম হইত।

গিরিশচন্দ্র যে সময়ে অর্থাৎ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'মৃণালিনী' নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত করেন, তখন পর্য্যন্ত তিনি স্বয়ং কোন নাটক রচনা করেন নাই। আমরা গিরিশচন্দ্র লিখিত দুইটী দৃশ্যের কিয়দংশ পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিলাম। এতৎ পাঠে পাঠকগণ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত গিরিশচন্দ্রের নাটক রচনার প্রথম উদ্যমের সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন।

প্রথম দৃশ্য (৪র্থ অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক)

[বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্মরণ থাকিতে পারে যে, নবদ্বীপাধিপতি বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধিকার পশুপতির সহিত মুসলমান সেনাপতি বখতিয়ার খিলিজির এইরূপ ষড়যন্ত্র হয় যে, পশুপতি যুদ্ধে নিরস্ত্র থাকিলে বখতিয়ার নবদ্বীপ অধিকার করিয়া তাঁহাকে বঙ্গ সিংহাসনে বসাইবেন। পশুপতির এই বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বদেশদ্রোহিতার ফলে বখতিয়ার নির্ব্বিবাদে বঙ্গ সিংহাসন লাভ করেন বটে, কিন্তু নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন না। পরন্তু পশুপতিকে বলিলেন, "যে অবিশ্বাসী—সে নরাধম কখনও সিংহাসনের উপযুক্ত নয়। এক্ষণে তুমি বন্দী।"

এই সময় কারারুদ্ধ পশুপতির মনে যে আক্ষেপের ঝড় উঠে, তাহারই চিত্র গিরিশ বাবু এই ভাবে ফুটাইয়াছেন :—]

কারাগারে—পশুপতি।

পশুপতি। রাজ্যনাশ কারাবাস—কর্ম্মদোষে আমার সকলই ঘটিয়াছে. কিন্তু আমি কেমন করে মনোরমাকে বিস্মৃত হ'ব! মনোরমা, তোমার জন্য সব, তোমার কথা না শুনে আমি সব হারালুম। কিন্তু তোমা হারা হয়ে কি পশুপতি জীবন ধারণ করতে পারে? কে বলে—পৃথিবী দুঃখময়। পৃথিবীতে এমন কি দুঃখ আছে যে পশুপতিকে পীড়িত করতে পারে? নরক যন্ত্রণা, [illegible] পশুপতির পাপের শাস্তি বিধান কর। নরকে কি এরূপ শাস্তি আছে—পশুপতির উপযুক্ত শাস্তি কি নরকে আছে? আমার অন্তঃকরণ অপেক্ষা কি নরক ভীষণ—শত শত

নরক একত্রিত করো—আমার অন্তঃকরণের নিকট তারা পরাস্ত হবে। আত্মীয় স্বজন শোণিতে চরণ প্রক্ষালন করেছি। তথাপি কি পশুপতির হৃদয়ে স্নেহের উদয় হয়। স্নেহ, তুমি বৃক্ষ শাখা অবলম্বন করো,—পাষাণে বাস করো —পশুপতির হৃদয়ে তোমার স্থান নাই।

(মহম্মদ আলীর প্রবেশ)

মুসলমান, আবার তুমি কি প্রিয় সম্ভাষণ করতে এসেছ ? একবার তোমার প্রিয় সম্ভাষণে বিশ্বাস করে এই অবস্থাপন্ন হয়েছি, বিধর্ম্মীকে বিশ্বাস করবার প্রতিফল পেয়েছি, এখন আমার মৃত্যু সংকল্প আর তোমাদের কোন প্রিয় সম্ভাষণ শুনবো না।

[ক্রমশঃ]

পবিত্রতার দাবী।

(গল্প)

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ।

সকাল বেলায় দাদাঠাকুর বেশ মৌজ করিয়া একটা সিগারেট টানিতেছিলেন, কাছে একটি ভক্তও কতকটা সিগারেটের প্রসাদ প্রতীক্ষায় কতকটা বা খোসামুদির প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল। যেহেতু দাদাঠাকুর এখন বড় একটা কেউ কেটা নহেন, একটা অফিসের বড়বাবু। তাঁবে অনেক লোক খাটে। এবং সম্প্রতি "অপবিত্রতা নিবারণী সভা" করিয়া বেশ জাহির করিয়া বসিয়াছেন, সভার সভ্য সংখ্যাও বেশ দিনে দিনে বাড়িয়া যাইতেছে। লোকে বলিতেছে দাদাঠাকুরের এখন জোর বরাত, বরাতের জোরে কখন যে কার শুকনা ডাঙ্গায় ডিঙ্গী চলে তা কেইবা জানিতে পারে।

যে বাড়িটায় দাদাঠাকুরের বাস সেটা এককালে অত্যন্ত অপবিত্র বাড়ী ছিল; সম্প্রতি সহরের উন্নতি বিধায়িনী সভায় কল্যাণে নরকও নন্দনে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। উপস্থিত দাদাঠাকুর বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে পুত্র কন্যা লইয়া আছেন, আলো, বাতাস, কলের জল লইয়া আর কাহারও সহিত তাঁহার ঝগড়া ঝাঁটি করিতে হয় না, সহরের বুকে একখানা গোটা বাড়ীর মালিক তিনি।

প্রসাদ লোলুপ চৈতন্যচরণ ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চড়াইয়াছিল, এমন সময় আর একটি অনুগ্রহভিখারী সেখানে আসিয়া প্রবেশ করিল। সে আসিয়াই উচ্চকণ্ঠে বলিল, দাদাঠাকুর আপনার ... ফল ধরেছে। দাদাঠাকুর বলিলেন, সে কি রকম ?

সে বলিল কাল রাত্রে পুলিশ কোন অ বিবাকে ... বাইরে বের হতে দেয়নি, যারা বেরিয়েছিল তাদের অনেককে প্রায় ধরে নিয়ে গেছে।

দাদাঠাকুর অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিলেন, বলকি ?

চৈতন্যচরণ কিছুমাত্র বিস্মিত না হইয়া বলিল, তা আর হবে না ? কেমন লোক কলম ধরেছিল তা দেখতে হবে—কালে যে দুর্নীতির আইনটা হয়ে গেল তাও আমাদের দাদাঠাকুরের কলমের জোরে।

নবাগত নবাইচন্দ্র বলিল, সে আমাদের জানাই ছিল। দাদাঠাকুর তাঁহার ছোট ভুঁড়িটিতে হাত বুলাইয়া ঈষৎ একটু হাসিলেন মাত্র, আর একজন আসিয়া হাঁক ডাক করিয়া বলিল বেজায় গোলমাল বাজারে, ও বেউশ্যে মাগীদের।

হঠাৎ চৈতন্যচরণ কেট্‌লী ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ছি ছি করকি বেউশ্যে কথাটাও এখানে উচ্চারণ করবার যো নেই—বলো যে অপবিত্রাদের তোমরা কি এখানকার আইন কানুনে বেশ দুরস্ত হতে পারোনি ?

সেও একজন স্তাবকদিগের মধ্যেই, সে কারণ আম্‌তা আম্‌তা করিয়া মাথা চুলকাইয়া বলিল, আমি ভুলে গিয়েছিলুম চৈতন্যচরণ।

চৈতন্যচরণ লেক্‌চার দিবার ছলে বলিল, এখন আমাদের পবিত্র চিন্তা, পবিত্র ভাব, পবিত্র কথাবার্ত্তা ছাড়া আর কিছু চলতে পারে না। এমন কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও আমাদের পবিত্রতার স্বপ্ন দেখতে হবে।

নবাইচন্দ্র বলিল স্বপ্ন ত তুচ্ছ কথা ছেলেদের রুটিংএর মত ছাপানো ফরমে রীতিমত ঘন্টায় ঘন্টায় পবিত্র কার্য্যের ঘন্টা নাড়তে হবে।

চৈতন্যচরণ চায়ের পেয়ালা বাজাইয়া বলিল, আলবাৎ। উপস্থিত আগন্তুকটা অনেকখানি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল।

খানিক পরে দাদাঠাকুর পুনর্ব্বার ভুঁড়িটিতে হাত

বুঝাইতে বুঝাইতে বলিলেন, অপবিত্রারা খুব কাঁদাকাটি করছে, কি বলো।

চৈতন্যচরণ বলিল, কাঁদা কাটি কি বলছেন দাদাঠাকুর, শোনা যাচ্ছে অনেকে হুজুরে আর্জিও দাখিল করছে, তা ধর্ম্মাবতার ... আপনার লেখা না ... আমার বিশ্বাস জলগ্রহণই করেন না। তিনি তাদের সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছেন বলেছেন দেশে ঢের তরী তরকারির বাজার পড়ে আছে, সেখানে তরী তরকারী বেচতে পারে কি লোকের বাড়ী ঝি গিরীও করতে পারে। দাদাঠাকুর বলিলেন ঠিক কথাই তিনি বলেছেন, চমৎকার এমন নইলে বিচার।

এমন সময় প্রৌঢ়া গোছের এক বাড়ীওয়ালি সেখানে প্রবেশ করিল। সে কিছুমাত্র সংকোচ না করিয়া দাদা ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মধুবাবু, তোমরা ত আইন করে গরীবদের রুটির পথ মেরে দিলে, ভালই করলে—এখন দুটো একটার ভার ত তোমাদের নিতেই হবে। অবশ্য ঝি-গিরীর কাজই করবে।

দাদাঠাকুর খুশী হইয়া বলিলেন, অবশ্য এ প্রস্তাব তোমরা করতে পারো, কিন্তু ঝিটিকে দেখে শুনে বেশ করে আমার বোঝা চাই।

বাড়ীওয়ালী বলিল দেখাব আবার কি? বিধুত তোমার অপরিচিত ছিল না—সেই বিধুরই মেয়ে—

বিধুর নামেই দাদা ঠাকুরের মুখখানি কেমন ফ্যাকাশে হইয়া গেল। একটা ঢোক গিলিয়া বলিলেন বিধুর মেয়ে, তা—তা—

বাড়ীওয়ালী বলিল আর তা তা করবার সময় নাই। বিধু ত যতদূর জানি—

দাদাঠাকুর অনেকক্ষণ হইতেই চোখের ইশারায় বাড়ী-ওয়ালীকে চাপিয়া যাইবার ইঙ্গিত করিতেছিলেন, কিন্তু থামিল না দেখিয়া হঠাৎ অত্যন্ত চটিয়া মটিয়া উঠিয়া চৈতন্য চরণকে বলিলেন, চৈতন্য বেটীকে বাড়ী থেকে দূর করে দাও ত, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা—

বীর চৈতন্যচরণ কোথায় কি পাইবে চায়ের চামচখানা উঠাইয়া বলিল নিকাল যাও। আবি নিকাল যাও। বেটী বেটী পাজী কোথাকার।

বাড়ীওয়ালী পলাইয়া যাইতেছিল। এমন সময় পাগলী বিধু আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্বর উচ্চ করিয়া বলিল দাড়াও দেখি একবার। এমন বিকট চাহনি চাহিতে লাগিল বীরপুরুষ চৈতন্যচরণ ও তাহার সঙ্গী ছুটি পর্য্যন্ত সে সময় পলাইতে পারিলে বোধ হয় বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু এই রুক্ষ কেশা পাগলীর আবির্ভাবটা কম লোভনীয় ছিল না। সেই জন্য স্থান ত্যাগ করিতে পারিল না। পাগলী মধুসূদনের আরও কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—চিনতে পারো কি অনেকদিনের কথা মনে পড়ছে কি?

দাদাঠাকুর তখন কোথায় একখানা ভাল লাঠি পাওয়া যায় তাহাই খোঁজ করিয়া দেখিতেছিলেন। পাগলী কিন্তু আসিল না, বলিতে লাগিল আমার চরম সর্ব্বনাশ করবার মূলে তুমি নও কি? কার ভরসায় সহরে আজ সত্ত নাম কিনেছ? বড় যে, সাধুতাই ফলানো হচ্ছে, ভেবেছ কি? পৃথিবীর সবাই চুপ করে থাকলেও আমি চুপ করে থাকবো না। আমার ধর্ম্মকে তুমি পথের ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছ। আমার মেয়েকে যাকে বুকের রক্তে জন্ম দিয়েছিলুম সেই মেয়েকে বাড়ীওয়ালির হাতে তুলে দিতে হয়েছিল কেন? তোমারই প্রবঞ্চনায় ভেবেছিলুম যে লোক এত সর্ব্বনাশ করতে পারে তার মুখের দিকে চাইব না। কোন কালে না, কিন্তু পাগলের মন দীর্ঘ দিনের পর ফিরে এলুম, ভাবলুম দীর্ঘ দিনের পরে যদি শুধু মানুষ বলে আমাদের পানে চাও? কি ভণ্ড মাথা হেঁট করলে! যে ভেবেছ আমার নষ্ট চরিত্রের জন্য আমিই দায়ী? তা নয়, যদি ভগবান থাকেন যদি ন্যায় অন্যায় বিচার করবার একজন কেউ থাকেন তবে তুমিও যেমন দায়ী আমিও তেমনি, এখন আমার মেয়েকে তোমার খোরাক পোষাক দিতেই হবে। তাকে এই পৃথিবীতে আনতে তুমিই একমাত্র দায়ী।

লজ্জায় ঘৃণায় দাদাঠাকুর চক্ষে সরিষার ফুল দেখিতে-ছিলেন। প্রতিকারেরও কোন পন্থা খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, দেখিতেছিলেন চৈতন্যচরণ আদি ভক্তমণ্ডলীর অধরে একটা হাস্য-রেখা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে। কিছুই ছাপা থাকিতেছে না—দাদাঠাকুর বাড়ীওয়ালীকে মিনতি করিয়া বলিলেন, বাড়ীওয়ালি পাগলীকে নিয়ে যাও। ওর যত টাকা পাওনা আছে সব মিটিয়ে দেব।

বাড়ীওয়ালী বলিল ও পাঠিয়ে দেবার কথা নয়—এখনি দাও—পাগলী টাকা নিবি তবে উঠ্‌বি।

পাগলীও ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আমার সমস্ত টাকা উসুল করবো তবে ছাড়বো।

দাদাঠাকুর উপায়ান্তর না দেখিয়া বাড়ী হইতে টাকা আনিতে গেলেন। ইত্যবসরে চৈতন্যচরণ নবাই হাসিতে হাসিতে লুটোপুটি খাইয়া এ উহার গায়ে পড়িয়া বলিল দেখছি কাউকে চেনবার যো নেই, ঠক বাছতে গাঁ উজাড়, অপবিত্রা নিবারণীর সভাপতির মাথায় এতখানি পবিত্রতার পাঁক জমাট ছিল কে জানতো? বেড়ে হয়েছে যক্ষের মত অনেক টাকা আগলান ছিল যাই হোক কিছুও অন্ততঃ সদ্ব্যয় হতে পারবে।

টাকা লইয়া একদিক দিয়া দাদাঠাকুরের প্রবেশ অন্য দিক দিয়া পাগলীর মেয়েও প্রবেশ করিল, প্রবেশ করিয়াই মায়ের হাতে একটা টাকা দিয়া বলিল এখানে এসে বসে আছিস, ওঠ পাগলী বলিল, দাঁড়া টাকা নেই।

দাদা ঠাকুর ভুল করিয়া পাগলীর মেয়ের দিকে চাহিয়া লইতেছিল আর ভাবিতেছিল এই করিয়া সে পিতৃত্বের দাবী পথে আঁস্তাকুড়ে কি করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল ঠাওরাওরাইতে পারিতেছিল না পাগলী টাকা লইবার জন্য হাত পাতিল।

মেয়ে সবলে মায়ের হাতটা ছিনাইয়া লইয়া বলিল, লজ্জা করে না? যে তোমার সর্ব্বনাশ করেছে তার কাছ হতে টাকা নিয়ে তার ভাল করে যাবে মা তুমিও যেমন উন্মাদ হয়েছ আমিও তেমনি উন্মাদ হবো। অভিশাপ দেবো না, শুধু বলবো ভাল হোক সেই ভাল বইতে পারে হয়। চৈতন্য চরণ মনের ভাব চাপিতে না পারিয়া ফুটিয়া বলিল চমৎকার।

মিশর।

(১) আফ্রিকার অন্তর্গত মিশর দেশ পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার পরিমাণফল ৩৬৩১৮১ বর্গমাইল; লোক সংখ্যা ২৩২৮১৩ জন। উহাদের শতকরা ৯০ জন মুসলমান ৯ জন খ্রীষ্টান এবং অবশিষ্ট একজন অপরাপর জাতি। দেশীয় পুরুষদিগের মধ্যে হাজার করা ৮৫ জন ও স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে হাজারে তিন জন মাত্র লেখাপড়া জানে। রাজধানী কায়রো নগরে নানা জাতীয় প্রায় দশলক্ষ লোক বাস করিতেছে। মিশরের আয় প্রায় বিশকোটী টাকা।

(২) মিশরে যত রাজপরিবর্ত্তন হইয়াছে, বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তদ্রূপ [illegible]। ৫০০০ খ্রীঃ পূঃ মিনিস নামক জনৈক রাজা মিশরের রাজপদে অধি... গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে আইন প্রচলন এবং মেম্ফিস সহরের পত্তন করিয়াছিলেন। ৩৪০ খ্রীঃ পূঃ ইহা পারস্যের অধীন হয়। ৩৩২ খ্রীঃ পূঃ সেকেন্দার সাহ মিশর জয় করেন। ৩২২ খ্রীঃ পূঃ আলেকজাণ্ডার এই দেশ অধিকার করেন। ৩০ খ্রীঃ পূঃ মিশর রোমের অধীন হয়। ৬৪০খ্রীঃ আরবেরা ইহা জয় করে। ১২৫০ খ্রীঃ মেমলুক দাসেরা মিশরে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল। ১৫১৭ খ্রীঃ তুর্ক সুলতান সেলিম সাহ মিশর জয় করেন। ১৭৯৮ খ্রীঃ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট মিশর আক্রমণ করিলে, লর্ড নেলসন নীলনদের যুদ্ধে ফরাসী রণপোত বিধ্বস্ত করেন। ১৮০১ খ্রীঃ বৃটিশ জাতি ফ্রান্সের প্রভুত্ব নষ্ট করিয়া মিশরকে তুর্ক সুলতানের অধিকারে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। ১৮১১ খ্রীঃ আলবেনিয়া নিবাসী মহম্মদ আলী, তুরস্কের সুলতান কর্ত্তৃক মিসরে প্রেরিত হইলে তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। পূর্ব্বে মিশরের শাসন কর্ত্তার "ওয়ালী" উপাধি ছিল। ১৮৬৬ খ্রীঃ হইতে খেদিব উপাধি হয় এবং তুরস্কের করদ রাজ্যরূপে শাসন আরম্ভ হয়। খেদিব তুরস্ককে বার্ষিক এককোটি ৮০ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদান করিতেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ মিশর লইয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে গোলোযোগ হইয়াছিল। ১৮৮২ খ্রীঃ আরবী পাশা বৃটিশের হস্তে আত্মসমর্পন করে।

১৮৮৩ খ্রীঃ হইতে একজন ইংরাজ রাজস্ব মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ বৃটীশ জাতি সমস্ত বিষয়ে খেদিবের কর্ত্তা হইয়া উঠেন। ১৯১৪ খ্রীঃ তুর্কসুলতানের সমস্ত ক্ষমতা নষ্ট করিয়া বৃটীশজাতি এই দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হন। এক্ষণে তুর্কী সুলতানের সহিত কোন সম্পর্ক নাই! মিশর এক্ষণে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের রক্ষিত দেশ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

(৩) বহুপূর্ব্ব কালে মিশর দেশের সম্রাটগণ আপন আপন স্মৃতি চিহ্ন ও সমাধিক্ষেত্রে বিশাল প্রস্তরময় পিরামিড প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। লাইবেরিয়া নামক মরুভূমিতে

প্রায় পঁচিশ মাইল জুড়িয়া এই সকল পিরামিড অবস্থিত। ৯০০ খ্রীঃ পূঃ একটি সুবৃহৎ পিরামিড চিরন্স নামক জনৈক মিশরীয় নৃপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা নির্ম্মাণ করিতে এক লক্ষ শ্রমজীবী বিংশতি বৎসর ক্রমাগত কার্য্য করিয়াছিল। এই পিরামিডের নিম্নে একটী প্রকোষ্ঠে উক্ত নরপতির সমাধিস্থান বিদ্যমান। ইহার প্রত্যেক পার্শ্ব ৮০০ ফিট আকৃতি চতুষ্কোণ ও ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া উন্নত হইয়াছে। ইহা উচ্চে প্রায় ৮০০ ফিট। যে সকল প্রস্তরে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা দৈর্ঘ্যে ত্রিশ ফিটেরও বেশী। উহাতে ১৬৩৫০০০০ মণ প্রস্তর আছে। ইহাতে ২০০ সোপান। ইহার নিম্নভাগের বিস্তৃতি ৫৫০০০০ বর্গ ফিট এবং প্রত্যেক পার্শ্ব ৭০৪০ ফিটের অধিক। ভিত্তি একটি শৈলের অঙ্গ। শিখর দেশের প্রতি পার্শ্ব ৩২ ফিট। ছয়পানি সমচতুষ্কোন প্রস্তর দ্বারা উহা আচ্ছাদিত। সমস্ত পিরামিড মধ্যে কত কক্ষ আছে, তাহা অদ্যাপি নির্ণয় হয় নাই। এই বিরাট পিরামিডের পরিমাণ ৮৫০০০০০০ ঘন ফিট। ইহা ৩৫ বিঘা ভূমির উপর নির্ম্মিত। উচ্চতা ৫০০ ফিট অপেক্ষাও অধিক। ইহার শিখর দেশের কিয়দংশ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ইহা পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের মধ্যে অন্যতম।

(৪) ১৮৭৬ খ্রীঃ মিশরের সুলতান ইসমাইল আলীর সময় সুয়েজ খালের পথ উন্মুক্ত হইলে বৃটীশ নৌবাণিজ্যের প্রসার জন্য খেদিবকে ছয় কোটি টাকা দিয়া গ্রেট বৃটেন সুয়েজ খালের অংশ ক্রয় করেন। লেসেপ্স নামক জনৈক ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার এই খালের আবিষ্কর্ত্তা। ১৮৫৬ খ্রীঃ ২৬শে জানুয়ারী খেদিব আব্বাসে হিলমির সময় মরুভূমির মধ্যদিয়া মিশর দেশের রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে।

(৫) মিশর দেশে বিবিধ প্রকার ৯০ খানি সংবাদ পত্র আছে। উহাদের মধ্যে ১২ খানি ফরাসী, ৪ খানি ইংরাজী, ৪ খানি ইটালিয়ান, ৮ খানি গ্রীক, ৩ খানি আরমেনিয়ান, ২ খানি মালটজ, ৩ খানি ইংরাজী ফরাসী মিশ্রভাষায় এবং অবশিষ্ট ৫৪ খানি আরবী ভাষায় সংবাদ পত্র। আরবী সংবাদপত্র গুলি মিশরবাসীর মুখে পত্র। বৈদেশিক ও অর্দ্ধ বৈদেশিক পত্রিকাগুলির অধিকাংশ মিশরের স্বার্থের প্রতিকুলাচরণ করে।

(৬) খ্রীঃ পূঃ ৩২২ মাসিডোনিয়ার অধীশ্বর আলেকজাণ্ডার মিশর অধিকার পূর্ব্বক স্বীয় নামে আলেকজান্দ্রিয়া নগরী স্থাপন করেন। ৫২ খ্রীঃ পূঃ তথাকার বিশ্ববিখ্যাত আলেকজান্দ্রিয়ান পুস্তকালয় অগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত হয়। উক্ত লাইব্রেরীতে চারিলক্ষ দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান পুস্তক ছিল।

(৭) প্রাচীন মিশর দেশে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাগ্রে লাইট হাউস নির্ম্মিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টের জন্মের ২৮০ বৎসর পূর্ব্বে মিশরের রাজা টলেমি, আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের মুখে শ্বেত মার্কেলে এই লাইট হাউস্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

(৮) প্রাচীন মিশর শিল্পকলায় জগতের বরেণ্য দেশ সমূহের অন্যতম। তথাকার মিউজিয়মে একটি প্রাচীনতম ও সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন কাষ্ঠের মূর্ত্তি আছে। উহা জগতের ভাস্কর বিদ্যার অগ্রদূত বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন। তাহার সৃষ্টি অনৈতিহাসিক যুগে হইয়াছিল। ইহা এখনও জলবায়ুর গুণে প্রায় অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান।

(৯) প্রাচীন মিশরে সর্ব্বপ্রথমে চিত্র বিচিত্র গৃহতল নির্ম্মিত হয় ২৩০০ খ্রীঃ পূঃ বৎসরের প্রাচীন মিশরীয় অট্টালিকাতেও এই শ্রেণীর গৃহতল দেখা গিয়াছে। মিশরের জনৈক ব্যক্তির নিকট প্রায় ৫০০০ খ্রীঃ পূঃ বৎসরের একটি নীল রঙ্গের জার আছে, তাহার রং এখনও নষ্ট হয় নাই।

(১০) মিশর দেশে যাহারা "টেলিফোন অপারেটরের" কার্য্য করে, তাহাদিগকে ইংরাজী, ফরাসী ইটালিয়ান, গ্রীক ও আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ হইতে হয়।

গান

[কবিরাজ—শ্রীসত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন, শাস্ত্রী]

আমি গাহিব তোমারি গান।
আমার যা' কিছু সকলি, দিয়েছ যা' তুমি,
সকলি তোমারি দান।
ডাকে পাখীগুলি (সে যে) তোমারি কাকলি,
(তুমি) শিখায়েছ সবে—তোমারি যা' বুলি,—
তুলিছে তোমারি তান্।
ক্ষিতি মাঝে ওগো তোমারি ছটা,
ইন্দ্র ধনু—সে যে—তোমারি ঘটা,
(তুমি) ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমে
বিশ্ববাসীর প্রাণ।

রঙ্গরস

লোকসান নেই—

বন্ধু। হাঁ হে, এই যে রাত একটার ভিতরে থিয়েটার বন্ধ করার নিয়ম হ'ল এতে কি তোমাদের ব্যবসার লোকসান হবে না?

বাঙ্গালা রঙ্গালয়ের অভিনেতা—একটুও না। নাটকের প্রথম অঙ্ক শেষ না হ'তে হ'তেই ত সমস্ত থিয়েটার খালি হ'য়ে পড়ে।

সিরাজুদ্দৌলার হত্যাকারী।

শিক্ষক। সিরাজুদ্দৌলাকে কে খুন করে ছিল?

ছাত্রেরা। চুপ।

শিক্ষক। (চটিয়া) তোমাদের মধ্যে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই তা জান!

একটি ভীরু ছাত্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "সত্যি মাষ্টার মশাই, আমি খুন করি নি!

সেয়ানা কুকুর

বন্ধু। আমার একটা কুকুর ছিল—সে মানুষের মত সেয়ানা। চমৎকার পাহারা দিত, আর কোন লোককে দেখলে ভদ্রলোক কি ছোট লোক তা খুব সহজেই ধরে ফেলত।

মধু। কুকুরটা কোথায় গেল।

বন্ধু। তাকে বাধ্য হয়ে তাড়িয়ে দিতে হয়েছে। একদিন সে আমাকেই কামড়ে দিয়াছিল।

দোকানে নেই

দাসী। মা ঠাক্‌রোন, দোকানে আমি সে জিনিষটা পেলুম না।

গিন্নি। কোন্ জিনিষ টা?

দাসী। দোকানে তা পেলুম না।

গিন্নি। কি পেলি না?

দাসী। আপনি যা আন্‌তে দিয়েছিলেন।

গিন্নি। আমর, কি আন্‌তে দিয়েছিলুম?

দাসী। জানি না মা! আমি ভুলে গেছি।

বিক্রয়ের নোটিশ।

১৯২৫ সালের ৫ই জুন শুক্রবার বেলা ১২ টার সময় কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক কোর্ট হাউসস্থিত তাঁহার বিক্রয় গৃহে নিম্নলিখিত সম্পত্তি সমূহ নিশ্চিত রূপে বিক্রীত হইবে।

১৯২১ সালের ১৫৫৯ নং মোকদ্দমার বলে ঐ সম্পত্তি সমূহ বিক্রীত হইবে। (এই মোকদ্দমা দেব প্রসন্ন ঘোষ বনাম শরচ্চন্দ্র চন্দের ও অন্যান্যের মধ্যে হয়।) সম্পত্তির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

লাট নং ৫। কলিকাতা ১২ নং আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীটে যে ১ বিঘা এগার কাঠা ৯ ছটাক এবং ৪৫ বর্গফুট ভাড়াটিয়া জমি আছে তাহার সমস্ত।

লাট নং ৭। কলিকাতা ১১নং মুন্সী আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীটে যে দুই বিঘা ১ এক কাঠা ৪ ছটাক এবং ছয় বর্গ ফুট ভাড়াটিয়া জমি আছে তৎসমস্ত।

লাট নং ৮। কলিকাতা ২১ ২২, ও ২৩ নম্বর মার্সডেন ষ্ট্রীটে এবং ৯ নং মুনসী আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীটে যে প্রায় ২ দুই বিঘা ১ এক কাঠা ১২ ছটাক এবং ১ এক বর্গ ফুট ভাড়াটিয়া জমি আছে তাহা সমস্ত।

বিশেষ জানিতে হইলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর আফিসে অথবা মেসার্স পাল এণ্ড রায় ৬ নং ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় আবেদন করিবেন।

পাল এণ্ড রায়
বাদীর এটর্ণী
হাইকোর্ট আদিম বিভাগ
কলিকাতা ২৭শে এপ্রিল
১৯২৫

(স্বাক্ষর)
মরিস রেমফ্রি
রেজিষ্ট্রার

বটকৃষ্ণপালের

এডওয়ার্ডস্ টনিক

বা

য়্যান্টি-ম্যালেরিয়াল্ স্পেসিফিক।

অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এমত আশু ফলপ্রদ মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য—বড় বোতল ১৷৷০ প্যাকিং ডাকমাশুল ১৲ টাকা।
ছোট বোতল ১৲ ,, ৸০ আনা
রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শ্বেলে লইলে খরচ অতি সুলভ হয়।
পত্রদ্বারা নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট্

(কলিকাতা হেলথ্ অফিসারের ব্যবস্থানুসারে প্রস্তুত)

অধুনা সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী যেরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে উহার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে কলিকাতার হেলথ অফিসারের আবিষ্কৃত ট্যাবলেটই একমাত্র অবলম্বন। তিনি অক্লান্ত গবেষণার দ্বারা এই ট্যাবলেট আবিষ্কার করিয়া বহু সংখ্যক রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (formula) অনুসারে এই ট্যাবলেট প্রস্তুত করিয়া জনসমাজে প্রশংসনীয় হইয়াছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ২৫ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি ৸০ আনা মাত্র।

সিরাপ অব হাইপোফস্ফাইট অফ লাইম।

শ্বাসনালী প্রদাহ, হাঁপানি, স্বরনালী এবং মলকোষ্ঠের উত্তেজনা, স্বরভঙ্গ, সর্দ্দি, কাশি, ক্ষয়কাশ প্রভৃতি যাবতীয় কণ্ঠনালীর পীড়ায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ইহাতেও ক্ষুধার বিশেষরূপে উদ্রেক হইয়া থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা মাত্র।

মহামান্য ভারতের বড়লাট সাহেব বাহাদুর কর্ত্তৃক পৃষ্টপোষিত।

কেমিষ্টস এণ্ড ড্রগিষ্টস ১ ও ৩ বনফিল্ডস্ লেন, (চীনাবাজার) কলিকাতা।

সোল এজেণ্টস:—

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং

ফুটবল! ফুটবল!!

আমাদের বল উৎকৃষ্ট কাউ হাইড হইতে সুদক্ষ কারিকর দ্বারা বিলাতী বিরগুলে সেলাই হইয়া থাকে—বিলাতী বলের মত আমাদের বলের সেপ ঠিক থাকে ও সেইরূপ মজবুত হয়। (ব্লাডার ও লেস সহ) ১নং বল ১৸০, ২নং ২৷৷০, ৩নং ৩।০, ৪৷৷০, ৪নং ৪৷৷০, ৫৲, ৫নং ৫৷৷০, চাম্পিয়ান ৮৲, শিল্ড চ্যাম্পিয়ান ৯৲ শিল্ড ম্যাচ ১০৷৷০ ঐ ক্রোম ১৪৲ ইণ্টার ন্যাসন্যাল ১১৷৷০ ঐ ক্রোম ১৫৲ শিব দাস ১২৲ ঐ ক্রোম ১৫৷৷০। ব্লাডার—১নং ৸৶০ ২নং ১৲ [illegible] ১৷০ ৪নং ১৷৷০ ৫নং ১৸০ ইনফ্লাটার ১৷৷০ ১৸০ ২৷৷০। পত্র লিখিলে বিনা খরচায় ক্যাটলগ পাঠান হয়।

ডাক্তার ও রোগীর আবশ্যকীয়

যাবতীয় দ্রব্যাদি যথা—

থার্ম্মমিটার, ষ্টেথস্কোপ, ইঞ্জেক্‌সানের যাবতীয় সরঞ্জাম ছুরি, কাঁচি, ডুস, বেডপ্যান, আইসব্যাগ, দন্ত, কণ্ঠ, চক্ষু স্ত্রীচিকিৎসা ও সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রোপচারের যন্ত্রাদি এবং এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ব্যাগ ও পকেট কেশ সুলভমূল্যে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়।

মজুমদার ব্রাদার্স
৮৩।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রামোফোন ক্রেতাগণের সুবর্ণ সুযোগ

অভাবনীয় মূল্য হ্রাস হইয়াছে, মূল্য ৩০৲ টাকা হইতে ২০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। মেসিন ক্রয় করিবার পূর্ব্বে অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের দোকানে পদার্পণ করিবেন।

জে এন ঘোষ

গ্রামোফোন ও হারমোনিয়াম বিক্রেতা
৮৪-২ নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস' বৈঠকের পৃষ্টপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি,আই,ই, (কাশীমবাজার) মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর) রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ,আর,সি,আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর আসাম), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহারাজা-কুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্ব্বেল প্যালেস), শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল্ (সেরপুর—টাউন), শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি এল, জমিদার রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার, (ঢাকুরিয়া), শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত জগত-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার. শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর. শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নলীন প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত নলীনি-রঞ্জন সরকার এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ এম. এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল. সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে, জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লাভপুর), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি এস, শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্ত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল, এণ্ড কোং). শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া), কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন. কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়), শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি—রঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্তপঞ্চানন সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, শাঁখারিটোলা, শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুখাঁ কৌন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার (পটলডাঙ্গা হাউস) ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার পাথুরিয়াঘাটা।

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd. No. C. 1116

মজলিস

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [৪১শ সংখ্যা

১৩৩২ সাল, ৯ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, নগদ মূল্য ৵১০ পয়সা।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ, ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস কার্য্যালয়—২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মজলিস

মেসের ঝী।

মেসের ঝী মোলায়েম মিঠে মেয়ে মানুষটী! মেয়ে মানুষ হইলেও—তিনি বাবুদের বাসার মেরুদণ্ড। বিদ্যা উপার্জ্জনের জন্য, অর্থ উপার্জ্জনের জন্য,—সহরে না থাকিলে চলে না। সহরে থাকিতে হইলেই বাসা চাই, বাসা বাঁধিলেই ঝী চাই। এই ঝী নামটীতে—কেমন একটু মাদকতা আছে। "ঝী" বলিলে অবজ্ঞা বুঝায় না, ঝী মানে কন্যা। বাস্তবিক "ঝী" গৃহস্থের কন্যা স্থানীয়া। কিন্তু মেসের ঝী—সাধারণ 'ঝী'এর মত নহে। মেসের ঝী বলিলে—আমরা কল্পনা নেত্রে দেখিতে পাই হাসিভরা টিপপরা—একখানি সুন্দর মুখ। অঙ্গনে প্রাঙ্গনে—কক্ষে অলিন্দে—তার আলো করা চিত্তহরা অপরূপ রূপ! সে দাসী হইলেও অভি মানিনী,—সেবা ব্রতেও গর্ব্বশালিনী, চাবিকাটী অঞ্চল বন্দিনী,—সকলে সন্ধ্যায় আকুল বাবুকুল বন্দিনী। মেসের ঝী—ঝাঁটা হস্তে প্রতি কক্ষে বিরাজ করে। ফরসা কাপড় পরে। বাটনা বাটে, লেবু কাটে, তরকারী কোটে;—বিদ্যুতের মত চমকে ওঠে,—বামুন ঠাকুরকে রান্না শেখায়, মুদীর, গয়লার, ধোপার হিসাব লেখায়, এলোচুলে উঠানে বসিয়া মাছ কুটিয়া দেয়, কলতলাতে বাসন মাজে,—ভাঁড়ার ঘরে পান সাজে,—সমানভাবে সকল মনিবের মন যোগায়, কাছে বসে ভাত খাওয়ায়,—বাবুরা বাহির হইয়া গেলে—ঘর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে, রোগে শুশ্রূষা করে,—আরামে গল্প শোনায়, বেয়াদপি দেখিলে আপনার জনের মত শাসন করে, রাগিলে মুখ বাঁকায়, সাধিলে আড়ে আড়ে তাকায়। তাই বলিতেছিলাম—মেসের ঝী সাধারণ ঝি নহে। সে সর্ব্ব-ব্যাপিনী, অনন্তরূপিণী, মুচকে মুচকে হাসিনী, মৃদু মধুর ভাষিণী,—নিখিল অভাব নিবারিণী, সকল সন্তাপ হারিণী, মেসের ঝী—"বাবুদের" গৃহিণী সচিব সখী মিত্র সে, প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলা বিধৌ। "অতএব ঝী নহিলে মেস্ চলিতে পারে না।

একদা এক ছোক্‌রা বাবু—সকাল সকাল মেসে ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে দুইজন বন্ধু। ঝী তখন ঠোঙ্গা ভরা জল-খাবার আনিয়া বাবুদের "বৈকালী"র ব্যবস্থা করিতেছিল। ছোক্‌রা বাবু—আসিয়া নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কাপড় ছাড়িয়া—বিছানার উপর বসিলেন। ঝী খাবারের ঠোঙ্গা বাবুর হাতে তুলিয়া দিল। ইয়ার দু'জন তখন বারান্দায় দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক দেখিতেছিল। ছোক্‌রা বাবু খাবার খাইতে খাইতে—ঝীর মুখের দিকে চাহিলেন, ঝী একটু হাঁসিল। বাবুর মাথাটাও একটু ঘুরিল। তিনি ঝীর সেই নধর নিটোল চুড়ী পরা হাতখানি চাপিয়া ধরিলেন। ঠিক বলিতে পারি না—পথে আসিতে আসিতে বাবু 'মদনানন্দ মোদক' খাইয়াছিলেন কিনা? ঝী কিন্তু চীৎকার করিয়া উঠিল। বাবুর শরীরে বিদ্যুৎ ছুটিল। ইয়ারদ্বয় সাহায্যের জন্য জুটিল। ঝীর কণ্ঠস্বরে—পথে লোক জমিয়া গেল। ফলে—বাবু ইয়ারদ্বয়কে লইয়া তিরোভাব হইলেন।

ঝী সহুরে মেয়ে। ইজ্জত হানির দাবি দিয়া—বাবুর নামে নালিশ করিল। শেষ প্রকাশ পাইল, বাবুর কলেজী নলেজ হইতেছে, সুতরাং তিনি চরিত্রহীন নহেন। ঝী অন্য বাবুদের যেরূপ যত্ন করে, বাবুকে সেরূপ করেনা বলিয়া, বাবু ঝীকে একদিন তিরস্কার করিয়াছিলেন। তাই ঝী এই মিথ্যা মামলা আনিয়া প্রতিশোধ লইবার উদ্যোগ করিয়াছে।

যাহা হউক মেসের অন্য বাবুরা নাকি যুক্তি করিয়া, ঝীকে বলিয়া মামলা তুলিয়া লইয়াছেন। এ সংবাদে আমরা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং ঝীয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আর বাবুকেও বলিতেছি—ঝীকে অপমান করিয়া তিনি ভাল কায করেন নাই। মেসে

থাকতে গেলে মেসের ঝীর সঙ্গে বিবাদ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। মেসের ঝী যে সে লোক নহে, মেসের ঝী চিনিতে হইলে সাহিত্যে সম্রাট্ হইতে হইবে। সতীত্বকে কুসংস্কার বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। মেসের ঝীর সতীত্ব নষ্ট হয় না। মেসের ঝীর ভালবাসা—একনিষ্ঠ প্রেম বলিয়া অভিধানে উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা বাবুকে—আধুনিক উপন্যাস পড়িয়া সংযত হইতে বলি।

আর মেসের ঝীর প্রতিও আমাদের অনুরোধ—তোমরা আর মেসে থাকিও না। তোমাদের আদর—আফিমের মৌতাতে,—তোমাদের কদর রূপদক্ষের প্রতিভায়, তোমাদের মহিমা—কবির কামকল্পনায়! যে মেসে কলেজের ছাত্র থাকে, পাঠশালার পড়ুয়া থাকে, সে মেসে ঝী দেখিলে আমরা ভয় পাই। মনে হয়—কোনদিন হয়তো ঝী বর্ম্মা জাহাজে চড়িবে। তাহার সেই অস্পষ্ট উধাও কাহিনী—ছাপার অক্ষরে বাহির হইয়া বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিবে। সেই অভিনব অভিরাম অভিভূত সাহিত্য—শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবার উপাধানের তলায় বিরাজ করিবে। বিশ্ব প্রেমের বিপুল শক্তিতে—তাহা 'সবুজ সাহিত্য' নামে সমাজে স্থান পাইবে। আমাদের মত হতচ্ছাড়া বুড়া মড়ারা—'সবুজ' সাহিত্য বুঝিতে পারিবে না তাহারা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া দেখিবে বঙ্গদর্শনে বিক্রমাদিত্য বিরস বদনে বসিয়া আছেন, তাঁহার বিখ্যাত বত্রিশ সিংহাসন বসুমতীর বিশাল গর্ত্ত হইতে বাহির করিয়া,—সবুজ দলের ভোজরাজা তাহাতে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শুভক্ষণ বুঝিয়া—জলধর বৃষ্টির বসুধারা ঢালিতেছেন—রাধাশ্যামসুন্দরের চরণে ভক্তির অর্ঘ্য সঁপিতেছেন,—ভারতবর্ষে ঘন ঘন শাঁখ বাজিতেছে। যাহারা দাশু রায়ের পাঁচালীতে পেট্টরের গন্ধে আঁতকাইয়া উঠিয়াছিল, ভারতের বিদ্যাসুন্দর পড়িতে ঘৃণা করিয়াছিল, সেকালের সরল সাহিত্যে কুরুচির গন্ধ পাইয়াছিল,—সবুজের শিবসুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারাও বাহবা দিতেছে—

"ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা,
কীর্ত্তি তোমার ভার হ'ল যে আঁচা।"

গিরিশচন্দ্র।

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

(১৭)

গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটার।

("মৃণালিনী" নাটকাভিনয়)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

'মৃণালিনী' অভিনয়ের পরে গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে গঠিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' ৪ঠা এপ্রিল (১৮৭৪ খ্রীঃ) গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটারে পুনরভিনীত হয়। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, ১৮৭৩ খ্রীঃ ১০ই মে রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে ন্যাসন্যাল থিয়েটার কর্ত্তৃক 'কপালকুণ্ডলা' প্রথমাভিনীত হইয়াছিল। গ্রেট ন্যাসন্যালে প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতাগণ:—

নব কুমার	...	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কাপালিক	...	মতিলাল সুর
অধিকারী	...	গোপাল চন্দ্র দাস
কপাল কুণ্ডলা	...	শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
মতি বিবি	...	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)
শ্যামাসুন্দরী	...	ভোলানাথ বসু
পেশমান	...	আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন,— "নগেনবাবু দেখিতে যেরূপ সুপুরুষ ছিলেন, সেইরূপ একজন উৎকৃষ্ট নট ছিলেন। নবকুমারের ভূমিকা তিনি অতি যোগ্যতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। মতিলাল সুরের 'কাপালিকের' ভূমিকাভিনয় অতুলনীয় হইয়াছিল। নীলদর্পণের 'তোরাপ' এবং কপালকুণ্ডলার 'কাপালিকের' অভিনয়ে এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। কপালকুণ্ডলার অভিনয়ে ক্ষেত্রমোহন বাবু এবং মতিবিবির অভিনয়ে বেলবাবু বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। সে সময়ে প্রত্যেক নাটকের প্রধান স্ত্রী চরিত্রের ভূমিকাগুলি ক্ষেত্রবাবু ও বেলবাবুর এক চেটিয়া ছিল। মিষ্ট পার্টের অভিনয়ে ক্ষেত্রবাবুর এবং একটু ঝাঁজাল পার্টের অভিনয় বেলবাবু অদ্বিতীয় ছিলেন।'

ক্ষেত্রমোহন বাবুর মতে 'মৃণালিনী' অভিনয়ের পূর্ব্বে

'কপালকুণ্ডলা' অভিনীত হইয়াছিল। ফলতঃ এ সময়ের ইতিহাস পর পর গুছাইয়া লেখা বড়ই কঠিন, কারণ, সে সময়ে থিয়েটারগুলির নিয়মিত ভাবে বিজ্ঞাপন সংবাদ পত্রে বাহির হইত না, এবং সে কালের সাক্ষী স্বরূপ যে কয়েকটী লোক এখনও বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদেরও ধারাবাহিক বৃত্তান্ত স্মরণ নাই। যাহাই হউক ক্ষেত্রমোহন বাবু বলেন—"এই সময়ে গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটারে মনোমোহন বসুর রামাভিষেক, দীনবন্ধুবাবুর কমলে কামিনী ও হরলাল রায়ের হেমলতা নাটক নূতন অভিনীত হয় এবং রামনারায়ণ তর্করত্নের নব নাটক, শিশিরকুমার ঘোষের নয়শো রূপেয়া, উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবা বিবাহ নাটক প্রভৃতি পুনরভিনীত হইতে থাকে।" প্রায় প্রত্যেক নাটকের নায়কের ভূমিকাই নগেনবাবু দক্ষতার সহিত অভিনয় করিতেন। হেমলতা নাটকের নায়ক সত্যসখার ভূমিকা অভিনয়ে মহেন্দ্রলাল বসু প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা বলিয়া নাট্যামোদীগণের নিকট সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গ্রন্থকার হরলাল বাবু হেয়ার স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন, নাটকখানি তিনি একটু নব্য ধরণের করিয়া লিখিয়াছিলেন। ভাষার মাধুর্য্যে, ভাবের সৌন্দর্য্যে ও নাট্যচাতুর্য্যে নাটকখানি প্রীতিপ্রদ হওয়ায় সে সময়ে অনেক প্রাইভেট থিয়েটারে 'হেমলতা' নাটকের অভিনয় হইত। 'হেমলতা' নাটকের অভিনেতাগণের নাম আমরা ক্ষেত্রমোহন বাবুর নিকট নিম্নলিখিতরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি :—

বিক্রম সিংহ	...	মতিলাল সুর
তেজসিংহ	...	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সত্য সখা	...	মহেন্দ্রলাল বসু
দেবদাস	...	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নরহরি	...	মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
মনোহর	...	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি
বীরেন্দ্র সিংহ	...	কালিদাস সান্যাল
জয়রাম সিংহ	...	গোপাল চন্দ্র দাস
হরিহর	...	অবিনাশচন্দ্র কর
তারাদেবী	...	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)
কমলাদেবী	...	বসন্তকুমার বসু
হেমলতা	...	শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
সুহাসিনী	...	যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রমদা	...	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
লক্ষ্মী	...	তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়

গ্রেট ন্যাসন্যালে পর পর বহু নাটক সুযোগ্য অভিনেতাগণ কর্ত্তৃক অভিনীত হইলেও থিয়েটারের বিক্রয় সেরূপ সুবিধাজনক হইতে লাগিল না, বরং অর্থাগম ক্রমশঃই হ্রাস পাইতে লাগিল। তাহার প্রধান কারণ, বেঙ্গল থিয়েটারে স্ত্রী-অভিনেত্রী কর্ত্তৃক স্ত্রী চরিত্র অভিনীত হওয়ায় দর্শকগণ তথায় বেশীরকম আকৃষ্ট হইত, তাহার উপর 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনয়ে সম্প্রদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। সম্প্রতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' নূতন নাটকাভিনয়ে—ইহাদের যশঃ সৌরভ আরও বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। গ্রেট ন্যাসান্যাল সম্প্রদায় স্ত্রী অভিনেত্রী একেবারেই লইবেন না ইহাই স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল এবং বেঙ্গল থিয়েটার ক্রমে যতই বল সঞ্চয় করিতে লাগিল, ততই তাঁহাদিগকে চিন্তিত করিয়া তুলিল। তাঁহাদের হিতৈষী বন্ধুরা বলিতে লাগিলেন,—স্ত্রী-অভিনেত্রী নিযুক্ত করিলেই থিয়েটারে বিক্রয় বাড়িয়া যাইবে। সাধারণ দর্শকগণও থিয়েটারে স্ত্রী-অভিনেত্রী প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য অনুযোগ করিতে লাগিল।

সম্প্রদায়ও তাঁহাদের পুরুষ অভিনেত্রীগণকে লইয়া বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছিলেন। তাহার কারণ এ পর্য্যন্ত যাঁহারা এই থিয়েটারে স্ত্রী চরিত্রের ভূমিকা অভিনয় করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদের ক্রমশঃই বয়স বৃদ্ধি হইতে থাকায় তাঁহাদিগকে আর ভাল মানাইত না, এবং তাঁহারাও আর স্ত্রীলোক সাজিতে ইচ্ছা করিতেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু, বেলবাবু, মহেন্দ্রলাল বসু পূর্ব্বে স্ত্রীচরিত্র অভিনয় করিতেন, কিন্তু পুরুষের ভূমিকায় ইহাঁদের আবশ্যক হইয়া পড়িতে লাগিল। নাট্যাভিনয়ে ইহাঁদের বিশেষরূপ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, বাহির হইতে নূতন লোক আনিয়া পুরুষ সাজাইতে হইলে অভিনয়ও যে সেরূপ সুবিধাজনক হইবে না, ইহা তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিতে লাগিলেন। তাহার উপর অন্যান্য স্থান হইতে বিশেষ চেষ্টায় যে সকল বালক সংগ্রহ করিয়া আনা হইয়াছিল, তাহারা ক্রমেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছিল। অভিনয় রাত্রে কেহ কেহ আসিতই না, বাড়ীতে গিয়াও খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। মণিলাল সিংহ নামক জনৈক

যুবক গড়পার হইতে আসিত, খুঁজিতে খুঁজিতে তাহাকে রাস্তার এক গাছতলায় বসিয়া থাকিতে দেখা গেল,—ইত্যাদি নানা কারণে সম্প্রদায় যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিয়া অবশেষে স্ত্রী-অভিনেত্রী লওয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতেই স্ত্রী-অভিনেত্রী সংগ্রহ হইতে লাগিল। রাজকুমারী, ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী, যাদুমণি ও হরিদাসী (সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী কুসুম কুমারীর মাতা) এই পাঁচটী অভিনেত্রীকে যথাক্রমে ৩২৲, ২২৲, ২৭৲, ২০৲ ও ১৫৲ মাসিক বেতনে গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটারে প্রথমে নিযুক্ত করা হয়। রাজকুমারী বড় ঘেমটাওয়ালী ছিল, ঘেমটা ছাড়াইয়া তাহাকে থিয়েটারে আনিতে হইয়াছিল, এজন্য তাহার বেতন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছিল। নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বাবু বলেন—"স্ত্রী-অভিনেত্রী লইবার পূর্ব্বে আমাদের যে আশঙ্কা ছিল, তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবার পর বুঝা গেল, সেরূপ আশঙ্কা অমূলক। তাহারা যথা সময়ে থিয়েটারে আসিত এবং আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া থিয়েটারের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত।" এই পঞ্চ অভিনেত্রীকে লইয়া নগেন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত কলঙ্কভঞ্জন (সতী কি কলঙ্কিনী) নামক একখানি গীতিনাট্যের শিক্ষা প্রদান কার্য্য আরম্ভ হয়। * সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য মদন মোহন বর্ম্মণ এই গীতিনাট্যে অতি মধুর সুর সংযোজনা করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯শে সেপ্টেম্বর, মহা সমারোহে 'সতী কি কলঙ্কিনীর' প্রথমাভিনয় হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—

[ক্রমশঃ

* অভিনয় ঘোষণার পূর্ব্বেই 'কলঙ্কভঞ্জন' মুদ্রিত হইয়াছিল। যে সময়ে কভার ছাপিবার আয়োজন হইতেছিল, সে সময়ে দৈবক্রমে নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বাবু প্রেসে গিয়া পড়েন। হঠাৎ তাঁহার মনে উদয় হয়, 'কলঙ্কভঞ্জন' নামটী বড়ই সাদাসিদে, একটু নুতনত্ব করিয়া নাম করণ করিলে ভাল হয়। তিনি প্রেসে বসিয়াই 'কলঙ্কভঞ্জন' নামের পরিবর্ত্তে 'সতী কি কলঙ্কিনী' নাম প্রদান করেন। তাঁহার প্রদত্ত নাম সকলের মনোনীত হওয়ায় 'সতী কি কলঙ্কিনী' নাম দিয়া অভিনয় ঘোষণা করা হয়। প্রাচীনেরা বলেন—"গ্রন্থ রচয়িতা দেবেন্দ্র বাবু।" কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থে আমরা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম দেখিতে পাই।

দখিণে-হাওয়া।

গান

চুরচুরে হোয়ে ফুলের সুবাস,
ভুরভুরে হোয়ে ফুলের ধুলায়,
ফুর্ ফুরে হোয়ে বিহান-বেলায়
তোফা আছ তুমি দখিণে-হাওয়া।
জান না কি তুমি বাসন্তী ব্রততী
পর পরশনে, পীড়া পায় অতি?
কেন দুঃখ তা'য় দাও, সদাগতি?
তা'র প'রে তব কিসের দাওয়া?
কুলু-কুলু কুলু সুখদ সুতানে
প্রবাহিণী ধায় পয়োনিধি পানে;
তুমি তা'রে কেন ফুলায়ে তুফানে
বিস্ময় কর তাহায়।
অলি ঢলি' পড়ে ফুল-কলি-কায়,
প্রীতি দিতে পুষ্পে গুঞ্জরিয়া গায়,
বিনিময়ে শুধু বিন্দু মধু চায়,
তুমি কেন তা'য় করহে ধাওয়া!

নারীর প্রতি উপদেশ।

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিএ সাংখ্যতীর্থ।

১। ট্রেনে—ট্রেনে ওঠবার নামবার সময় কদাচ ইঞ্জিনের দিকে পিছন ফিরে ওঠা নামা কর্ব্বে না। সামান্য ঝাঁকানিতে গুরুতররূপে আঘাত পাবে। যদি অনেকে একসঙ্গে থাক তবে হুড় হুড় করে এক কামরায় উঠে পড়বে না। হয়ত সেই কামরায় আদৌ স্থান নাই, তখন কামরাস্থিত লোকেরও কষ্ট তোমাদেরও কষ্ট। বেশ পুরুষের মত স্বাধীন ভাবে, যেখানে যেখানে [illegible] পাবে সেইখানে সেইখানে উঠে পড়বে। মোট [illegible] ট্রেনে

কখনো দিশা হারা হবে না, মনকে খুব শক্ত রাখবে নচেৎ সহস্র বিপদে পড়বে।

২। পথে পথে হাত ধরাধরি করে কখনো যাবে না। রাস্তা পার হবার সময় ছুটবে না, সবদিক্ চেয়ে আস্তে বা কিছু জোরে চল্‌বে। অন্ধভাবে এ ওর অনুগমন কর্ব্বে না। প্রত্যেকে স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ বিপদের দিকে লক্ষ্য রেখে চল্‌তে থাক্‌বে। তোমার পুরোবর্ত্তিনী যে ভাবে যে দিক দিয়ে গিয়ে গাড়ীঘোড়ার বিপদ কাটালে তুমিও যদি সেইভাবে সেইদিক দিয়ে চল, হয়ত সেই গাড়ী তোমার ঘাড়ে এসে পড়বে এই পথে ও ট্রেণে সর্ব্বদা নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে চল্‌বে।

৩। বিপদে—বিপদের সময় মনকে দৃঢ়রূপ বেঁধে ফেলবে। পুত্রশোক উপস্থিত হলে একেবারে আত্মহারা পাগলিনী হয়ে স্বামীর বিপদের উপর বিপদ বাড়াবে না। অর্থাভাব উপস্থিত হলে স্বামীকে "এ দাও সে দাও" বলে জ্বালাতন কর্ব্বে না। সেই সময় সর্ব্বপ্রযত্নে ব্যয় সংক্ষেপ কর্ব্বার চেষ্টা কর্ব্বে—বাসনাকে মনের মধ্যে স্থান দেবে না।

৪। সম্পদে—সম্পদের সময় অর্থাৎ আর্থিক স্বচ্ছল তার সময়, সংসারের আবশ্যক জিনিষপত্র কিনে ফেলবে। আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবে, আবশ্যক লৌকি-কতা বজায় রাখবে। স্বামীর সাধ্যমত তীর্থ পর্য্যটন করে আসবে। কিন্তু সেই সময় গয়না দিয়ে শরীর মুড়তে যেওনা, বিলাসিতার দ্রব্যে ঘর বোঝাই করো না বা উড়ে বামুন ও অপ্রয়োজনীয় ঝী চাকর রেখে নিজের স্বাস্থ্যের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে যেও না।

৫। তীর্থে—হাঁ করে পথ চল্‌বে না। অপরিচিত লোককে আদৌ বিশ্বাস কর্ব্বে না। কেবল সঙ্গীর সঙ্গে চলা ফেরা কর্ব্বে। তীর্থের দেবতা ছাড়া আর কারোর উপর অতি ভক্তি দেখাবে না। পথে হঠাৎ বিপদ ঘটলে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেঁদো না। নিঃসঙ্কোচে পার্শ্বস্থিত ভদ্রলোকদের তোমার বিপদের কথা জানাবে, এবং পাঁচজন ভদ্রলোক যা পরামর্শ দেন তাই কর্ব্বে। তীর্থে [illegible] ধর্ম্মার্জ্জনের জন্য যাবে, কেনা-বেচা কর্ত্তে যেওনা। অর্থাৎ সেখানে গিয়েও সাংসারিকতায় মেতে থেকো না।

৬। বাল্যে—বাল্যে মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া শিখে [illegible] স্কুলের সাহায্য না পেলেও ঘরে বসে নিজের যত্নে লেখাপড়া শিখবে। অনেক সময় পিতামাতার উৎসাহ না পেতে পার, কিন্তু তা বলে শিখতে অবহেলা করো না। যদি একান্ত পিতৃ-সংসারে সুযোগ না পাও, স্বামীর কাছে এসে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ কর্ব্বে। সব স্বামী চায় যাতে তার স্ত্রী একটু লেখাপড়া শেখে। আজকাল বাঙা-লীর জীবন যেভাবে গঠিত হয়ে উঠবে তাতে সামান্য লেখা পড়া না জান্‌লে যে কি বিপদ তা আশ পাশের অশিক্ষিতা মেয়ের কাছে জান্‌তে পার।

৭। বধূত্বে—শাশুড়ী ননদের বিরুদ্ধাচরণ কর্ব্বেনা, বা তাদের সঙ্গে তর্ক কর্ব্বে না। এইখানে তোমার অগ্নি পরীক্ষা পরকে আপনার করে নিয়ে থাকতে হবে। লক্ষ 'গৃহলক্ষ্মী' হতে হলে যে কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়ম আছে সেইগুলি যথাসাধ্য মেনে চল্‌বে। হয়ত তাদের মধ্যে অনেকগুলি তোমার চিত্তবৃত্তির সঙ্গে খাপ খাবে না, কিন্তু তা হলেও তোমায় মেনে চল্‌তে হবে। তার বিদ্রোহিতা-চরণ কর্লে তোমার উপর যে প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়বে আর তার বেগ সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বে না।

৮। বৈধব্যে—দুরদৃষ্ট বশতঃ যদি তোমার কপালে বৈধব্যের ছাপ পড়ে তখন জীবনটাকে নূতন করে গড়ে তুল্‌বে। আচারনিষ্ঠ হবে কিন্তু শুচিবেয়ে হও না। সংসারের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে একেবারে আবদ্ধ করে ফেলো না। মনকে একটু উচুদিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা কর্ব্বে। পূজা, অর্চ্চনা নিয়ে ত থাকবেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশের চিন্তাতেও মনোযোগ দেবে। যদি পল্লীগ্রামে থাক তোমার পাড়াটীর উন্নতিকল্পে মনোযোগ দেবে। যথাসাধ্য সকলকে সেবা ও সাহায্য কর্ব্বে। বিষন্নতাকে টেনে এনে সর্ব্বদা বিমর্ষ হয়ে থাকবে না—মনকে প্রফুল্ল রাখবে।

আমি বৈশাখ।

(এম্ মুখার্জ্জী এম আর এ এস।)

গাজনের বাজনার অবসাদ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আমি আসিয়া কাঙ্গালা বাঙ্গালাদেশে নূতন খাতার পত্তন করি। আমি আসি—বসন্ত যখন চড়কের ঘোরপাক খেয়ে নাজেহাল

হ'য়ে থাকতে পারে না—পলায়ন করে—তখন আমি। আমার অভ্যর্থনার যেরূপ সুন্দর ব্যবস্থা হয়, তা' তোমাদের যত Reception committee (অভ্যর্থনা সমিতি) যত লোককে Recieve করেছে, তার চেয়েও আমার অভ্যর্থনা খুব ধুমের হয়। তোমরা যদি কাউকে অভ্যর্থনা বা recieve কর তখনি তোমরা একটা committe বা সমিতি তৈরী কর—কতই না মিটিং বস'ও—কতই না কথার citing বর্ষণ কর—কতই না টাকা তোলো—তার মধ্যে কতক টাকার cheating করো—কতক টাকার আবার eating কর কিন্তু অভ্যর্থনা যেন everborn বা জন্মগত ও everpassing বা অবিনশ্বর—সুনিশ্চিত এবং অতিনিশ্চিৎ। আমার জন্যে কোন Reception committee ফর্মা (অবশ্য ছাপাখানার ফর্মা বা ইটের ফর্মা নয়) কর্ত্তে হয় না—আমার অভ্যর্থনায় না আছে meeting, না আছে cheating—আছে কেবল ভরপুর eating তোমরা আমার অভ্যর্থনার জন্য ঘরে ঘরে কতই শাঁখ ঘণ্টা বাজাও—তোমাদের ছেলেমেয়েরা কত পুণ্যি পুকুর যম পুকুর, গোকাল শিবপূজা প্রভৃতির মন্ত্রের শব্দে আমাকে অভিনন্দন করে আমার address (বাড়ীর ঠিকানা নহে) তোমাদের মেয়েরাই করে থাকে। আমার অভ্যর্থনার জন্যে তোমরা দোকানে দোকানে আমের সর ও কলসীর উপর ডাব দিয়ে সাজিয়ে রাখো—খাতায় খাতায় দেয়ালে দেয়ালে—দরজা দরজায় সিন্দুর দিয়ে শুভ ১লা বৈশাখ লিখ। আমি ধন্য, আমার আগমনও ধন্য।

আর আমার জন্য professional priest (অর্থাৎ কিনা যাহাদের পেশা পৌরহিত্য) গণের একটা মেনডে "সময় নষ্ট করিওনা" donot take my time (সময় লইওনা) —

প্রভৃতি তাদের কপালে—যেন চন্দন দিয়ে লেখা থাকে। আমার আগমনের—জন্যে দোকানে দোকানে গার্ডেন পার্টি বা বৈকালীক দলের সৃষ্টি হয় তোমাদের রেস্ত কিছু খসে—বলে আমার উপর কতই না বিরক্ত হও,—কিন্তু দোকানদারেরা আমাকে দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করে।

আমার দাপটে দেবাদিদেব মহেশ্বরকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে থাকতে হয় আবার গঙ্গা শুকিয়ে যায় বলে নারায়ণকে ছত্রিশ কোটি দেবতারা পর্য্যন্ত একটা evening party তে একটু afternoon meal দেন।

আমার জন্যই তো অনেকে গঙ্গাকে ভোলে না তাই ভোর হ'তে না হ'তে নামাবলি গলায় দিয়ে আনন্দমনে দৌড়ায়রে। জল যে জগৎ জীবন আমি তা তোমাদিগকে বেশ করে বুঝিয়ে দি।

আমার আগমন পেয়ে অনেক বিরহী ও বিরহিনী উন্মুখ হ'য়ে থাকেন—আর সঙ্গে সঙ্গে অমনি বিরহমিলন সলিল-সিক্ত-হৃদয়-দীপ্ত প্রেমের গান গাহিয়া বিরহী বিরহিণীকে বুকে ধরে নিজে ধন্য হয়—আমার জয় গান করিতে করিতে গোলাপলাঞ্ছিত অধরে করে চুম্বনদান—বিরহিণী উল্লাসিতা হইয়া প্রতিদান কর্ত্তে ভোলেন না।

আবার আমার জন্যে ময়রারা "হা, হুতাশ" করেন এক মাস পরে তবে তারা লগনসার হিড়িকে পড়ে কিছু গুছিয়ে নিয়ে আমার গুণ গান কর্ত্তে থাকে। আমার জন্যেই তো তোমরা কন্যাদান মহা পুণ্যলাভ বা লোকসান করো। আমার জন্যেই তোমাদের অরক্ষণীয়া কন্যার সদগতি (শ্মশানে না হয় বিবাহ আসরে) হয়। অবশ্য ক'নের বাপেরা এটর্নী বাড়িতেও সঙ্গে সঙ্গে হাঁটাহাঁটি করে বাড়ীর পাটাখানি জমা দিতে হয়।

আমার জন্যই তো তোমরা অক্ষয়স্বর্গ কামনা করে থাকো। জানিনা, এতলোক যদি অক্ষয় স্বর্গে যেয়ে permanent settlement করে তবে ইন্দ্ররাজাকে একটু ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে দেবসভারূপী parliament এ একটা বিল (খাল বিল নহে) উপস্থিত কর্ত্তে হবে বোধ হয়। যমরাজাও কাজের একটু recreation (অবসর) পাবেন।

আমার সঙ্গে সঙ্গে রাধাবিনোদিনীর প্রাণধন শ্যাম-কলেবর ফুলের সাজে সেজে যমুনাপুলিন বিহারিণী রাধার সহিত ফুলশয্যা করেন। আবার সেই ফুলশয্যা দেখ্বার জন্য তোমরা কতই না ধুমধাম করে খড়দহে যাও। আমার মাঝে থেকে ১৪ দিন ধরে পুরীতে যে যাত্রা হয় সেটারও উপলক্ষ আমি।

আমি জগতকে দেখিয়ে দি—

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানিচদুঃখানিচ"

আমি কাল বৈশাখী তুলে জগতকে যেন [illegible] করিতে উদ্যত হই—জগতটা যেন যন্ত্রস্থ হ'য়ে উঠে—[illegible]

পরক্ষণেই নবচন্দ্রাকর নিসৃত তুষার ধবল রশ্মিতে জগতকে প্রভাসিত করে দি—জগত যেন হেসে উঠে আকাশকে কোলা কুলি করে। আমি দি.কে এত খড় করে দি যে তোমরা কত কাজই না করো—আবার রাত্রিতে কেমন মলয়ের বাতাস দিয়ে ঘুম পাড়াই। আমি তোমাদিগকে ঘাম দ্বারা তোমাদের শরীরকে filter করে দি- ঘামেতে তোমাদের দেহে যত ময়লা সব বের হয়। আমার জন্যে তোমাদের কাপড় চোপড়ের কত কম খরচ হয়'তা জানতো! আমার জন্তেই তো তোমরা দিনে দু'বার তিনবার চান করে শরীরকে ঝক্ ঝকে তক্ তকে করো।

এতগুণ থাকা সত্ত্বেও তোমরা বল কি না যে আমি কলেরা এনে তোমাদিগের মধ্যে ছেড়ে দি—আমার আসায়—২।১ জনের কলেরা হয় বটে, কিন্তু আমার জন্যই তোমাদের বসন্তের অন্ত হয়—আমার জন্যেই তো তোমা-দিগকে খক্ খক্ করে আর কাশ্‌তে হয় না—অমি যেন electricity বা সম্মোহন বিদ্যায় ম্যালেরিয়া রাক্ষসকে বাঙ্গালা থেকে transport করে দিই—আচ্ছা তোমরা হলফ্ করে বল দিকিন্—আমার আমলে রোগমুক্ত সবল সুস্থকায় হও কি না?

আমি Florist

আমি বেলের গড়ে জুঁইয়ের গড়ে গেঁথে নিয়ে তোমা-দের গলায় পরিয়ে দি।

আমি horticuenrist

আমি তোমাদিগকে কতই না ফল খাওয়াই—সামান্য জাম জামরুল থেকে আরম্ভ করে তরমুজ ফুটি সমস্তই তোমাদিগকে দি—তোমরা নতুন নতুন ফল খেয়ে—ঠাণ্ডা হও। আমি আবার—তোমাদিগকে হনুমান দন্ত ফলটি দিয়ে তোমাদিগকে চাঙ্গা করে রাখি।

আবার আমার দাপের চোটে কত Cold room কত বেলের সরবৎ কত ঘোলের সরবতের সুতিকাগৃহের [illegible] পাও। আমি তো calcutta Ice Association, [illegible]lee Ice Factory প্রভৃতিদের ডবল বোনাস দেনার [illegible] Share holderদের লোহার সিন্ধুক বোঝাই [illegible] তোমরাও প্রাণ ঠাণ্ডা করো।

[illegible]ম তোমরা বেলের গড়ে গলায় দিয়ে নানারূপ তরল [illegible]ink কর্ত্তে কর্ত্তে আমাকে বিদায় দাও। আমি বিদা[illegible] আমার ভায়রা ভাইকে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করে দি।

আরব।

(১) তুরস্কের দক্ষিণে আরব দেশ। ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ উপদ্বীপ। ইহার পরিমাণফল প্রায় ১২ লক্ষ বর্গ মাইল—লোকসংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ জন। আরবেরা মুসলমান ধর্ম্মী। এই দেশ প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত; তুরস্ক, ইজিপসিয়ান, ইংরাজ এবং দেশীয়দিগের শাসনে শাসিত।

(২) ৩৩১ খ্রীঃ পূঃ ১লা অক্টোবর মাসিডেনের অধিপতি মহাবীর আলেকজাণ্ডার আরবের সমতলভূমে ডেরিয়াসকে পরাভূত করিয়া পারস্য সাম্রাজ্য স্থাপনে বাধা দিয়াছিলেন। ৭৩২ খ্রীঃ আরবেরা পালেষ্টাইন ও মিশর দেশ জয় করিয়াছিল।

(৩) ৫৭০ খ্রীঃ ২০ এপ্রেল সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারক মহাপুরুষ মহম্মদ মক্কানগরে জন্মগ্রহণ করেন। ৬৩২ খ্রীঃ মদিনাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সময় আরবের অধিবাসিগণ নানাবিধ পৌরাণিক দেবদেবীর ও নক্ষত্রাদির আরাধনা করিত। তৎকালে মহম্মদ ইসলাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার জন্মস্থান মক্কা ও সমাধিস্থান মদিনাতে প্রতিবৎসর বহু মুসলমান তীর্থযাত্রী গমন করিয়া থাকেন। ঐ স্থান দুইটি অতি সুন্দর কারুকার্য্য দ্বারা সুশোভিত আছে।

(৪) আরবদেশে এক প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ জন্মে তাহাকে "হাস্য" বৃক্ষ বলে। কেহ তাহার বীজ খাইলে হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না। তথাকার লোকে উহার বীজ শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া রাখিয়া দিয়া থাকে।

(৫) আরবেরা অতি ভদ্র ও অতিথি বৎসল। তাহা-দিগের মধ্যে প্রথা আছে যে, অতিথি অভ্যাগতের সহিত আলাপ পরিচয় হইবার পর, গৃহস্বামী যদি তাহাকে কাফি পান করিতে দেন, তাহা হইলে তিনি অতিথির প্রতি কুত্রাপি শত্রুতাচারণ করেন না।

(৬) এডেন ইংরাজের অধিকার ভুক্ত একটি প্রয়োজনীয় বন্দর। ইহা বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অধীন। ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে যাতায়াত কালে সামুদ্রিক জাহাজ গুলি এই স্থান হইতে কয়লা তুলিয়া লইয়া থাকে।

(৭) আরব দেশের কোন কোন স্থান উর্ব্বরা, মধ্যদেশ বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুভূমি; ইহার মধ্যে কয়েকটি মরুস্থান আছে। এই মরুদ্যানে প্রচুর খেজুর জন্মিয়াথাকে।

(৮) আরব দেশ উষ্ট্রের জন্য পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত। উষ্ট্রের পৃষ্ঠে যে কুজ থাকে, আরবেরা তাহার মাংস খাইতে ভালবাসে। তথায় ইহা একটী সুখাদ্য বলিয়া পরিচিত। আরব দেশীয় অশ্ব দীর্ঘ ও স্থূলকায়। এ দেশের অশ্ব সর্ব্বোত্তম বলিয়া কথিত। উষ্ট্র এ দেশের প্রধান উপকারী জন্তু।

(৯) পৃথিবীর মধ্যে আরব দেশ একটি অত্যধিক গরম ও শুষ্ক দেশ। এ দেশে বৃষ্টি প্রায় হয় না। ইহার অধিকাংশ স্থান মরুভূমি। এ দেশে নদী নাই।

(১০) ইউরোপীয়দিগের আগমনের পূর্ব্বে আরবেরা ভারত সাগরে বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়াছিল। আরব দেশের স্ত্রীলোকেরা গোলাপ পুষ্পের কুঁড়ি চিনির সহিত সিদ্ধ করিয়া আহার করে। আরবদিগের দৃষ্টি শক্তি অতীব প্রখর।

চিত্র-বিচিত্র।

[শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়]

(১)

সাড়ে চুয়াত্তরের কথা।

আকবর যখন চিতোর আক্রমণ করেন, তখন যে সকল রাজপুতবীর যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দান করেন, কথিত আছে যে তাহাদের সকলের উপবীত খুলিয়া আকবর নাকি তাহা ওজন করিয়াছিলেন। ঐ সকল পৈতার ওজন ৭৪॥০ মণ হইয়াছিল। সেই হইতেই পত্রের শেষ পিঠে রাজপুতগণ এই অঙ্ক লিখিয়া দিতেন। ঐরূপ পত্র নাকি পত্রের অধিকারী ভিন্ন অন্য কেহ খুলিলে চিতোরের নর-হত্যার পাপ তাহার লাগিবে সকলেরই এরূপ একটা প্রবল বিশ্বাস ছিল। এ সংস্কার কালের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারের নাগ-পাশ বদ্ধ বাঙ্গালা দেশেও যে না পৌছিয়াছিল তাহা নয়।

(২)

যুবরাজের পত্র-সংখ্যা।

ইংলণ্ডের যুবরাজ গড়ে দৈনিক সাত শত পত্র পান। কোন কোন সময়ে পত্রের সংখ্যা ১৫০০ পর্য্যন্ত হয়। ভারত বর্ষে আসিবার দুই সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে তিনি দৈনিক ২০০০ পত্র নাকি পাইয়াছেন।

(৩)

ব্রিটেনের দেনা।

আমেরিকার কাছে বিগত যুদ্ধের জন্য ইংরাজের ১২৭৫০০০,০০০,০৲ দেনা আছে। আমেরিকা দেনা পরিশোধের তাগাদা দেওয়ায় ইংরেজ আবার মিত্র শক্তির কাছে তাহার প্রাপ্য মিটাইবার চিঠি দিয়াছে। মিত্র শক্তির নিকট ১৬৪৭০০০০০০০, টাকা ইংরেজের পাওনা।

(৪)

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ধনী লোক হ'চ্ছেন মিঃ হেন্‌রী ফোর্ড। ইনিই 'ফোর্ড' (Ford) মোটরকারের আবিষ্কারক ও স্বত্বাধিকারী।

বিক্রয়ের নোটীশ।

১৯২৫ সালের আগামী ৫ই জুন শুক্রবার হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার বেলা দ্বিপ্রহরে নিম্নলিখিত সম্পত্তি সমূহ বিক্রয় করিবেন। ১৯২৩ সালের ৪০৮নং মোকদ্দমার বলে এই সম্পত্তি সমূহ বিক্রীত হইবে। ললিতমোহন দত্ত বনাম শ্যামাচরণ মিত্র ও অন্যান্যের মধ্যে এই মোকদ্দমা হয়।

(১) কলিকাতা ১০নং দত্ত পাড়া লেনে ২ দুই কাঠা ৮ আট ছটাক পরিমাণ দোতালা বাড়ীর ⅕ এক পঞ্চমাংশ।

(২) কলিকাতা ৮নং মহম্মদ রমজান লেনে ১ এক কাঠা ১৩ ছটাক পরিমাণ দোতালা বাড়ীর ⅕ এক পঞ্চমাংশ।

সবিশেষ জানিতে হইলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট অথবা ৪নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীটে বাবু আর, এল দত্তের নিকট জানিবেন।

রাজেন্দ্র লাল দত্ত
বাদীর এটর্ণী
১৯২৫।২৯শে এপ্রিল
হাইকোর্ট আদিম
বিভাগ, কলিকাতা।

(স্বাক্ষর)
মরিস রেমফ্রি
রেজিষ্ট্রার।

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস' বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, (কাশীমবাজার) মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর), রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ, আর, সি, আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর আসাম), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহারাজ-কুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্ব্বেল প্যালেস), শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল্ (সেরপুর—টাউন), শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি এল, জমিদার রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার, (ঢাকুরিয়া), শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত জগত-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার. শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর. শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ড (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নলিন প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত নলীনি-রঞ্জন সরকার এম, এস, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ এম. এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল. সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে, জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লাভপুর), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি এস, শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল, এণ্ড কোং) শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া), কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত কানাইচাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়), শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি—রঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, শাঁখারিটোলা, শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুখাঁ কৌন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার (পটলডাঙ্গা হাউস) ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার পাথুরিয়াঘাটা।

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd. No. C. 1116

মজলিস

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [৪২শ সংখ্যা

১৩৩২ সাল, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, নগদ মূল্য ৫১০ পয়সা।

সম্পাদক—

শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস কার্য্যালয়—২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সঙ্গে হয় না, এক পরিবারের সঙ্গে হয়। তাই স্বামীর মৃত্যুতে হিন্দু বিধবার সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘোচে না। স্বামীর ভক্তি লইয়া তিনি শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করেন, স্বামীর স্নেহ দিয়া ননদী দেবরকে যত্ন করে; হিন্দু বিধবা একাদশীর দিন বলেন—

আলো ব্রহ্মাণ্ডের জ্বালা, জলন্ত অনল ঢালা,
গ্রীষ্মের পিপাসা ঢালো—পৃথিবীর পর
বঙ্গের বিধবা আমি হবনা কাতর।

বিলাসিতাকে ঘৃণা করিয়া হিন্দুবিধবা বলেন—

দু'দিন প'রেছি থান, এতকি সখের প্রাণ,
সে যে ছিন্ন বেশে ও গো হয়নি কাতর!
এ জগতে রমণী কি এত স্বার্থ পর?

হিন্দু বিধবা হাসিমুখে শুনাইয়া দেন—

কভু করি একাহার, কভু উপবাস সার,
সে যে গো! আমার অঙ্গে পরাত গহনা,
সহিত সে পিশাচের কতই লাঞ্ছনা,
আমি কি রমনী ব'লে, রবি তাপে যায় গলে?
সহিতে আধেক তা'র আমি পারিবনা?

এমন স্বর্গের দেবীকে, তোমরা কামনায় কলুষিতা করিতে চাও কেন? বিধবার বিবাহ দিবার চেষ্টা না করিয়া,—বরপণ উঠাইবার চেষ্টা কর না কেন? তাহ'লে বুঝি সমাজ সংস্কারই তোমাদের ব্রত। নহিলে বিধবা বিবাহ দিতে গিয়া হিন্দুকে গালি দিলে তোমাদের সমস্ত চেষ্টাকেই আমরা হুজুগ ভাবিয়া চিরদিনই উপেক্ষা করিব, তোমাদের কার্য্যকে উন্মাদের খেয়াল ভাবিয়া উড়াইয়া দিব। তোমাদের দর্পদম্ভ শ্লাঘা—কালাপাহাড়ের ধ্বংস লীলা বলিয়া হিন্দুর পুরাণে গাথায় গল্পে ইতিহাসে বর্ণিত হইবে। তোমাদের মত লোকের প্রতিষ্ঠান হিন্দু কখনও শ্রদ্ধার চ'ক্ষে দেখিবে না।

এই যে নারীর দুঃখ ঘুচাতে গিয়া, দেশে এত অবলা আশ্রম স্থাপিত হইতেছে; তাহাতে কি কোনও অনাথার কিছু উপকার হইয়াছে? বরং আশ্রমের ধর্ম্মধ্বজীগণের কেলেঙ্কারীর কথা কাগজে পড়িয়া আমরা লজ্জিত হইতেছি আর ভাবিতেছি—

''হিন্দু নারী মর্ত্তে দেবী'—ফুলের চেয়ে পবিত্র সে,
তা'রে কেন নষ্ট করিস্, বিলাস প্রলোভনের বশে!

দোহাই দাদা—তোমাদেরও সংস্কারের মুখে ছাই।
আমরা গোঁড়া, গোড়া থেকে, গোঁড়া হ'য়েই থাকতে চাই।

'নোদা'

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিএ কবিগুণাকর

ছেলেটী তাহার নয়ক খারাপ
নয়ক নেহাৎ মন্দ,
পাড়ার সকলে ডাকে 'নোদা' বলে
আসল নামটী নন্দ।
গণিতে পারে সে ঠিক ষোল আনা,
করিয়াছে শেষ ধারা পাত খানা,
পাঠশাল ছেড়ে এসেছে সে দিন
এবে লেখা পড়া বন্ধ—
ছেলেটী তাহার নয়ক খারাপ
নয়ক নেহাৎ মন্দ।
ষেটের বাছাটী পড়েছে ষোলয়
ষাট ষাট বেঁচে থাক,
একটু আধটু টানে অই কিনা—
আহা আহা থাক্ থাক্!
খাবার জিনিষ খেলে বা কি হয়?
পাড়ার লোকেরা কেন কথা কয়?
ছেলের জননী বলেন স্বামীরে—
গেল চলে বৈশাখ,
এবে দেখে শুনে দাও বাছাটীরে
ঘুরাইয়া সাত পাক।
এবে সে বেড়ায় পাড়ায় পাড়ায়
নিধুর টপ্পা গেয়ে
আনাচে কানাচে এগলি, সেগলি
জানালার পানে চেয়ে।
কভু শিস্ দিয়ে ছাদ পানে চায়—
খুব ভোরে উঠি গঙ্গায় যায়
মেয়েদের ঘাটে বসে থাকে শুধু
ফিরে আসে ঘামে নেয়ে—

অথবা কখনো ফিরে আসে বুঝি
তাড়া বা প্রহার খেয়ে।
শুনিয়াছি আরো কবিতা লিখিতে
করিতেছে নাড়ু চেষ্টা,
আরম্ভ তার হয় না তেমন—
মেলাতে পারেনা শেষটা।
"প্রেমে না পড়িলে হয় কি কবিতা"
বলিয়াছে নোদা—আমি শুনেছি তা
সন্ধ্যা সকাল ঘোরে তারি খোঁজে
করিয়া ক্যাঁকান বেশটা—
শুনিয়াছি নোদা কবিতা লিখিতে
করিতেছে বহু চেষ্টা।
ছেলেটী তবুও নয়ক খারাপ
নয়ক নেহাৎ মন্দ,
পাড়ার সকলে ডাকে 'নোদা' বলে
আসল নামটী নন্দ।
গণিতে পারে সে ঠিক ষোল আনা,
করিয়াছে শেষ ধারাপাত খানা,
পাঠশাল ছেড়ে এসেছে সে দিন
এবে লেখা পড়া বন্ধ।
ছেলেটী তাহার নয়ক খারাপ
নয়ক নেহাৎ মন্দ।

বাসবদত্তা।

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিএ সাংখ্যতীর্থ।

বাসবদত্তা মথুরার বারাঙ্গনা। যেমন উচ্চশিক্ষিতা তেমনি তেজস্বিনী, তেমনি ঐশ্বর্য্যবতী, আবার তেমনি পরমাসুন্দরী। বড় বড় রাজা, বণিক প্রভৃতি তার গান শোনবার জন্ত, তার মুখের স্নেহের কথা শোনবার জন্ত লালায়িত—তার জন্তে তারা সর্ব্বস্বান্ত হতেও রাজী।

এ হেন বাসবদত্তার একদিন চক্ষু পড়ে গেল—উপগুপ্তের উপর। উপগুপ্ত বুদ্ধদেবের এক যুবক শিষ্য, গম্ভীর প্রকৃতির লোক, দীর্ঘাকৃতি, গৌরবরণ, পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের আধার। বাসবদত্তা এ মূর্ত্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল, তার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা তার উপর দিয়ে সমাবেৎ হলো, এক কথায়, সে এক গৃহহীন কাঙ্গালকে আত্মসমর্পণ করে বসে রইল!

বাসবদত্তা উপগুপ্তকে নিমন্ত্রণ কর্ব্বার জন্ত তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে দিলে, বলে দিলে, আপনি একবার এ অধীনীর গৃহে পদধুলি দিবেন আমার একান্ত অনুরোধ, এ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান কর্বেন না।" কিন্তু উত্তর এল সম্পূর্ণ আশ্চর্য্য ধরণের। উপগুপ্ত বলে পাঠিয়েছে—"বাসবদত্তার কাছে যাবার এখনো আমার সময় হয়নি।"

বাসবদত্তা অধীর হয়ে উঠলো, দূতীকে আবার পাঠিয়ে দিলে, বলে দিলে, তাকে বলিস্—বাসবদত্তা টাকাকড়ি চায় না, সে চায় তোমাকে। কিন্তু উত্তর এল সেই এক ধরণের—বাসবদত্তার কাছে যাবার এখনো আমার সময় হয়নি।

আশা পূর্ণ হলো না। বাসবদত্তা উপগুপ্তের নাগাল পেলে না।

কিছুদিন যায়। পরে এক ধনবান বণিক্ মথুরায় এসে উপস্থিত হলো। সে বাসবদত্তার নাম শুনে বিবিধ ধনরত্ন দিয়ে তার পূজা কর্লে, বাসবদত্তা বণিকের রক্ষিতা হয়ে গেল।

কিন্তু এই বাসবদত্তাকে আর একজন লোক পূর্ব্ব হতে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। সে মথুরা নগরীর প্রধান শিল্পী। দু'জনে সামনাসামনি পড়ল এবং পরস্পরের মারাত্মক শত্রু হয়ে উঠলো। বণিক প্রতিজ্ঞা কর্লে শিল্পীর ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে এবং বাসবদত্তাকে দিয়ে সেই কাজ করাতে হবে, কারণ তার টাকা আছে।

বাসবদত্তা অনেক ইতস্ততঃ করে, অনেক আপত্তি করে শেষে রাজী হলো এবং একদিন সুবিধায় পেয়ে অপরকে দিয়ে শিল্পীকে হত্যা কর্লে এবং তার দেহটা এইস্থানে পুতে ফেললে।

এ দিকে নগরে হৈ হৈ পড়ে গেল। শিল্পীর আত্মীয় স্বজন খুঁজতে খুঁজতে তার দেহটা বার করে ফেললে এবং রাজদ্বারে নালিশ করলে। বাসবদত্তার দোষ সাব্যস্ত হলো এবং বিচারক তাকে প্রাণে না মেরে তার নাক, কান, হাত, পা কেটে তাকে গো ভাগাড়ে ফেলে দিতে বল্লে। তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল হলো। বাসবদত্তা অতি অপবিত্র স্থানে পড়ে,

রুধিরাবৃত কলেবরে, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ কর্ত্তে কর্ত্তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা কর্ত্তে লাগল। পাশে রইল কেবল তার এক পরিচারিকা—সে মাছি তাড়িয়ে, কর্ত্তিত স্থানে ওষুধ লাগিয়ে কোন রকম কত্রীর যন্ত্রণার লাঘব কর্ত্তে লাগল।

এই ঘটনা উপগুপ্তের কাণে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি বাসবদত্তা যেখানে আছে সেই দিকে চলে গেলেন। বাসবদত্তা দূর হতে তাঁকে দেখতে পেয়ে ঝীয়ের সাহায্যে কাপড় গুছিয়ে ক্ষত স্থানে ঢাকা দিয়ে শান্তভাবে শুয়ে রইল, পরে উপগুপ্ত কাছে এলে মর্ম্মভেদী করুণস্বরে বল্লে—এই কি আস্‌বার সময় হলো আপনার? যখন রাজরাণী ছিলাম, রূপ, যৌবন, রাজ ঐশ্বর্য্য দিয়ে আপনার ঐ চরণ দুটী সেবা কর্ত্তে পার্ত্তাম, তখন ত কৈ এলেন না? আর এখন, মথিত, পদদলিত, কপর্দ্দক হীনা শ্মশান বাসিনী—এখন কি দিয়ে আপনার পূজা করি বলুন ত?

উপগুপ্ত স্নিগ্ধ গম্ভীর স্বরে বল্লেন—ভগিনী! আমি নিজের সুখের জন্য তোমার কাছে আসিনি! তুমি যে সৌন্দর্য্য হারিয়ে আজ আমার কাছে দীনতা প্রকাশ কচ্চো, মহত্তর সৌন্দর্য্য তোমায় দেবার জন্য আজ এখানে এসেছি। আমি ভাগ্যবলে এমন এক মহাপুরুষের কৃপালাভ করেচি, যাতে করে রমণীর রূপ, যৌবন, ভালবাসা আমার কাছে অতি তুচ্ছ বলে মনে হচ্ছে। তুমি যখন আমায় ডেকেছিলে তখন আমি এই মহাপুরুষের অপূর্ব্বলীলা কথা তোমায় শোনাব বলে ভেবেছিলাম, কিন্তু তখন তুমি ঐশ্বর্য্য মদে মত্তা, পার্থিবরূপ যৌবনে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্যা, তাই তখন আসিনি। আজ ঠিক সময় হয়েছে, আজ তুমি পার্থিব রূপৈশ্বর্য্যের ক্ষণিকত্ব উপলব্ধি কর্ত্তে পার, তাই আজ তোমায় দিব্য সৌন্দর্য্য দান কর্ব্বার জন্য এখানে এসেচি।

উপগুপ্তের কথা শুনতে শুনতে বাসবদত্তার চিত্ত শান্ত ও উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। দৈহিক তীব্র যন্ত্রণা কোথায় বিলীন হয়ে গেল, তার পরিবর্ত্তে এক স্বর্গীয় শান্তি তার মুখ মণ্ডলে বিরাজ কর্ত্তে লাগল। সে বলে উঠলো—আবার বল, আবার বল।

উপগুপ্ত অপূর্ব্ব বুদ্ধ-কথা বলতে লাগলেন আর বাসবদত্তা আত্মবিস্মৃত হয়ে সেই কথা শুনতে লাগল। দেখতে দেখতে তার জীবনীশক্তি ফুরিয়ে আসতে লাগল। অন্তিম সময় সন্নিকট হলো।

ক্ষণিক পরেই সব ফুরিয়ে গেল। বাসবদত্তা বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের আশ্রয় নিয়ে কৃতকর্ম্মের জন্য আনন্দচিত্তে শাস্তি গ্রহণ করে ধীর, স্থির, শান্তভাবে প্রাণত্যাগ কল্লে।

উত্তর আমেরিকা।

(১) এসিয়া ব্যতীত সমগ্র আমেরিকা অন্যান্য মহাদেশ অপেক্ষা আকারে বৃহৎ। উত্তর আমেরিকা দৈর্ঘে ৪৬০০ এবং প্রস্থে ৩,১১০ মাইল। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ৮,৩১-৯,৭১১ বর্গ মাইল—লোক সংখ্যা প্রায় ৯ কোটী ৮০ লক্ষ। তথায় অনেক ইউরোপীয় জাতি গিয়া বাস করিতেছেন ও করিয়াছেন। সমগ্র অধিবাসীর প্রায় চারি ভাগের তিন ভাগ উঁহাদের বংশধর। অবশিষ্ট নিগ্রো ও আদিম বাসী। ইহা প্রধানতঃ কানাডা, যুক্তরাজ্য, মেক্সিকো, আলাসকা ও গ্রীনল্যাণ্ড এই কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত; এতদ্ব্যতীত কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যও আছে।

(২) ১৪৯২ খ্রীঃ জেনোয়া নিবাসী ক্রাইষ্টোফাস্ কলম্বস্ স্পেন রাজের সাহায্যে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিয়া ১২ই অক্টোবর প্রত্যুষে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে অবতরণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য জাহাজ ক্রয় ও আট মাসের সকল প্রকার ব্যয় চব্বিশ হাজার টাকা মাত্র হইয়াছিল। তিনি সর্ব্ব প্রথমে আমেরিকার সংবাদ ইউরোপে প্রচার করেন। তৎপরে ১৪৯৭ খ্রীঃ ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরীর অধীনে সিবাষ্টেন ক্যাবট কর্ত্তৃক উত্তর আমেরিকা আবিষ্কার হয়। ১৪৯৯ খ্রীঃ আমেরিগো ভেসপুচি এইদেশ দেখিয়া গিয়া ইউরোপে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ইহার আবিষ্কার বিবরণ প্রকাশ করিলে তাঁহার নামানুসারে এই মহাদেশের নাম "আমেরিকা" হইয়াছে।

(৩) উত্তর আমেরিকার পশ্চিম ভাগে এক প্রকার অদ্ভুত বৃক্ষ আছে, তাহার নাম দিকদর্শন বৃক্ষ। উহার

পত্রের একটি প্রান্ত উত্তরাভিমুখে ও অপরটি দক্ষিণাভিমুখে থাকে এবং তাহার এক পৃষ্ঠ পূর্ব্ব ও অপর পৃষ্ঠ পশ্চিমদিকে অবস্থিত হয়। অন্ধকারময় রজনীতেও স্পর্শ করিয়াও পথিকগণ তদ্দ্বারা দিকনিরূপণ করিয়া থাকে। ইহার পত্র সমূহ অপর বৃক্ষের পত্রের ন্যায় চিৎ হইয়া জন্মায় না—কাত হইয়া থাকে।

(৪) আমেরিকায় পতঙ্গভুক বৃক্ষ নামে এক প্রকার বৃক্ষ আছে। তাহার পত্রের উপর পৃষ্ঠে ছয়টী তন্তু অর্থাৎ শুঁয়া আছে—পত্রের এক অর্দ্ধাংশে তিনটী ও অপর অর্দ্ধাংশে তিনটী। মক্ষিকাদি কোন পতঙ্গ তাহা স্পর্শ করিলে মুদিয়া যায়; কেবল জল স্পর্শে যায় না। সেই মুদিত পত্রের মধ্যে এরূপ অম্লরস নিঃসৃত হয় যে, তদ্দ্বারা তাহার ভক্ষনীয় মক্ষিকাদি জীর্ণ হইয়া যায়।

(৫) আমেরিকার পুষ্করিণীতে এক প্রকার লতা জন্মে। সেই সকল লতার পত্র মধ্যে এক প্রকার ছিদ্র আছে। যখন কোন ক্ষুদ্র মৎস্য অথবা কীট সেই লতার নিকট গমন করে, তখন উক্ত পত্র জল মধ্যে বিস্তৃত হইয়া প্রাণীকে নিজ পত্র মধ্যে প্রবেশ করাইয়া লইয়া থাকে। প্রাণিগণ পত্রস্থিত ছিদ্র মধ্যে প্রবেশ করিলে আর বহির্গত হইতে পারে না।

(৬) আমেরিকায় এক অদ্ভুত জলজন্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার দৈর্ঘ্য ৪৫ ফিট, ওজন প্রায় ৪০০ মন, মুখগহ্বরের পরিমাণ ৪৩×৩৮ ইঞ্চি, চামড়া ৩ ইঞ্চি পুরু, দন্ত অসংখ্য। ইহার উদরে ২০ মন ও ৫ মন ওজনের দুইটী মৎস্য এবং ৬ মন প্রবাল পাওয়া গিয়াছিল।

(৭) আমেরিকায় এক জাতীয় বিষধর সর্প দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের লাঙ্গুলে কতিপয় অস্থিময় চক্র থাকায় চলিবার সময় চড় চড় শব্দ করে। এই সর্প কাহাকেও দংশন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়।

(৮) আমেরিকার অন্তর্গত মিশুরী সহিত মিসিসিপী নদ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ নদী, ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪,২০০ মাইল। ইহার অববাহিকাও অতিশয় বিস্তৃত। যেস্থানে মিসিসিপী আসিয়া মিশুরির সহিত মিলিত হইয়াছে তথা হইতে এই নদী ক্রমশঃ প্রশস্ত হইয়াছে।

(৯) নায়গ্রা নদীর জলপ্রপাত এক অদ্ভুত পদার্থ। ইহার বিস্তার ২,১০০ ফিট এবং উচ্চতা ১৫৩ ফিট। ফেনরাশী উর্দ্ধে উঠিলে ত্রিশ ক্রোশ দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার শব্দ এত ভয়ঙ্কর যে, কোন কোন দিন ন্যূনাধিক আঠার ক্রোশ দূর হইতে শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাতে প্রতি পলে ২ কোটী ১৪ লক্ষ ৪৮ হাজার মন জল পতিত হইয়া থাকে। সেই জল প্রপাত বলে তড়িৎ শক্তি উৎপাদিত করিয়া তদ্দ্বারা লোকে পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে নগর আলোকিত করে এবং তাহাতে আরও নানাপ্রকার কার্য্য সাধন হইতেছে।

(১০) পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকা মহাদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোক রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

গিরিশচন্দ্র।

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

(১৭)

গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটার।

("মৃণালিনী" নাটকাভিনয়)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীকৃষ্ণ	...	মদনমোহন বর্ম্মন।
আয়ান	...	যোড়াসাঁকো নিবাসী জনৈক যুবক।
প্রতিবাসী	...	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
রাধিকা	...	রাজকুমারী।
বৃন্দা	...	ক্ষেত্রমণি।
গোপিনীগণ	...	যাদুমণি, কাদম্বিনী ও হরিদাসী

স্ত্রী অভিনেত্রী নিয়োগে এবং মদনবাবুর শিক্ষাচাতুর্য্যে এই গীতিনাট্যখানি নাট্যজগতে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল। দলে দলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় দর্শকেরই একত্র সমাবেশ বোধ হয় এ পর্য্যন্ত আর কোন থিয়েটারেই হয় নাই। অনেক সাহেব মেম এই গীতিনাট্য দেখিতে আসিতেন, এই জন্য ইহারা বিজ্ঞাপনের নিয়ে লিখিয়া দিতেন,—A synopsis of the play in

English will be supplied to the European audience.

সে সময়ে থিয়েটারে কনসার্টের বড়ই আদর ছিল। দর্শকগণ যেরূপ আগ্রহের সহিত থিয়েটার দেখিতেন, সেইরূপ আগ্রহের সহিত কনসার্ট শুনিতেন। বিখ্যাত কলাবিশারদ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গঠিত কনসার্টপার্টি গ্রেট ন্যাসন্যালে প্রথম হইতে বাজাইত। ইঁহাদের দলে প্রায় ত্রিশজন সুযোগ্য বাদক ছিলেন। গাড়ীভাড়া সমেত মাসিক প্রায় পাঁচ শত টাকা ইঁহাদিগকে দিতে হইত। স্ত্রী-অভিনেত্রী গ্রহণের পর কনসার্টের খরচ কমান হয়। সে সময় হইতে কনসার্ট সম্প্রদায় মদনমোহন বর্ম্মণের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। বেঙ্গল থিয়েটারে বউবাজার, সোনাগাছি এবং রামবাগানের সখের কনসার্ট পার্টি বাজাইত। যে রাত্রে যে পার্টি বাজাইত, থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে সে সম্প্রদায়ের নাম প্রকাশিত হইত। নচেৎ অবৈতনিক সম্প্রদায়ের অসম্মান করা হইত।

"সতী কি কলঙ্কিনী" অভিনয়ে অভাবনীয় কৃতকার্য্য হইয়া গ্রেট ন্যাসন্যাল সম্প্রদায় বিজয়গর্ব্বে বেঙ্গল থিয়েটারে নূতন অভিনীত 'পুরুবিক্রম' নাটকের পুনরভিনয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নাটকের নায়িকার ভূমিকা কাহাকে দেওয়া হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য উক্ত পাঁচটী অভিনেত্রীকে পরীক্ষা করা হয়।

পুরুবিক্রম নাটকে একস্থানে আছে,—"পাঞ্জাব প্রদেশস্থ সমস্ত নৃপতিবৃন্দ" ইত্যাদি—এই ছত্রটী একসঙ্গে স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিবার জন্য প্রত্যেক অভিনেত্রীকে বলা হইল। তন্মধ্যে ক্ষেত্রমণিই কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, এজন্য তাঁহাকেই উক্ত নাটকের নায়িকা ঐলবিলার ভূমিকা প্রদত্ত হয়। আলেকজেণ্ডার, তক্ষশীলা ও উদাসিনীর ভূমিকা যথাক্রমে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল সুর ও যাদুমণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ ৩রা অক্টোবর তারিখে গ্রেট ন্যাসন্যালে পুরুবিক্রম প্রথম অভিনীত হয়।* "গাও ভারতের জয়—জয় ভারতের জয়" সঙ্গীতটী দর্শকগণ পরম আনন্দসহ উপভোগ করিয়াছিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই ১৭ই অক্টোবর তারিখে 'হেমলতা' প্রণেতা হরলাল রায়ের 'রুদ্রপাল' নাটক অভিনীত হয়। এই নাটকখানি মহাকবি সেকস্পীয়রের 'ম্যাকবেথ' অবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল। 'রুদ্রপাল (ম্যাকবেথ), চণ্ডিকা (লেডী ম্যাকবেথ), বিজয় পাল' (ম্যাকডফ) সূর্য্যপাল (ডানকান্) ও পরিচারিকার ভূমিকা যথাক্রমে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমণি, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল সুর ও কাদম্বিনী অভিনয় করিয়াছিলেন।

পুরুবিক্রম ও রুদ্রপাল নাটকাভিনয়ে গ্রেট ন্যাসন্যাল সম্প্রদায় বিশেষ রকম যে একটা কৃতকার্য্যতা তাহা লাভ করিতে পারেন নাই। তাহার প্রধান কারণ, 'সতী কি কলঙ্কিনী'র পর দর্শকগণ আবার একখানি গীতিনাট্যের অভিনয় দর্শনের নিমিত্ত বড়ই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন।

তৎপর মাসে ১৪ই নভেম্বর তারিখে সুকবি লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত আনন্দকানন বা মদনের দিগ্বিজয় (The Bower of Bliss) নামক একখানি গীতিনাট্য গ্রেট ন্যাসন্যালে অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—

বসন্ত ... নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রমোদ ... মদনমোহন বর্ম্মন।
অবিবেক ... অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
নারায়ণ ... শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু
মদন ... সুরেশচন্দ্র মিত্র।
সঙ্গীত ... হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
রতি ও শান্তি ... যাদুমণি।
কবিতা ও কমলা ... রাজকুমারী।
অহমিকা ... ক্ষেত্রমণি।
চপলতা ... হরিদাসী।
লীলা ... কাদম্বিনী।

গীতিনাট্যখানি খুব জমিয়াছিল। সতী কি কলঙ্কিনীর পর গ্রেট ন্যাসন্যালের যশঃ-সূর্য্য আবার উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। রতির ভূমিকা লইয়া কোকিলকণ্ঠী যাদুমণি যখন রঙ্গমঞ্চ হইতে গান ধরিতেন, তখন তাঁহার বীণাবিনিন্দিত সুর-বৈচিত্রে দর্শকমণ্ডলী যাদুমণির যাদুমন্ত্রে যেন বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। "আনন্দ কাননের" গানগুলিও বড়

* বেঙ্গল থিয়েটারে 'পুরুবিক্রম'—১৮৭৪ খৃঃ ২২শে আগষ্ট প্রথমাভিনীত হইয়াছিল।

সুন্দর হইয়াছিল। 'যুবক যুবতী জাগো যামিনী যে যায়রে' —সে সময় কলিকাতার পথে ঘাটে সাধারণ লোকও গাহিতে আরম্ভ করে।

'(ক্রমশঃ)

বঙ্গের সুবিখ্যাত বংশী-বাদক,

৺অমৃতলাল দত্ত (হাবুবাবুর) জীবন চরিত।

[শ্রীমহাতাপচন্দ্র ঘোষ।

বঙ্গের সুবিখ্যাত বংশীবাদক ৺অমৃতলাল দত্ত (হাবুবাবু) প্রায় এগার বৎসর হইল (১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ সালে) ইহধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সুললিত বাঁশরীর আলাপ যাহা বাঙ্গালীর গর্ব্বের বিষয় ছিল, তাহা আর শুনা যায় না। ইউরোপের যে কোন বাদ্যযন্ত্র বাদক ৺অমৃতলালের (হাবুবাবুর) সমকক্ষ তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ফ্রান্সের সঙ্গীত কুলরাণী ম্যাডামকাল্ভে ৺অমৃতলালের নিকট ছয়টী রাগ শিক্ষা করিয়া গিয়াছেন, ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে। ম্যাডাম যখন ভারতে আসেন তখন তিনি তাঁহার গুরু বিবেকানন্দ স্বামী প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠে অবস্থান করেন, তখন মঠের কর্ত্তৃপক্ষ অমৃতলালের সহিত তাঁহার আলাপ করাইয়া দেন। ম্যাডাম যখন ঠাকুর রামকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা সঙ্গীত গান করেন, তখন তাঁহার রক্তগোলাপ গণ্ড বহিয়া অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া অমৃতলাল মোহিত ও অভিভূত হইয়া গেলেন। পরে ম্যাডামের সহিত আলাপ হইলে অমৃতলাল তাঁহার অমৃত সম বাঁশরীর আলাপ তাঁহাকে শুনাইলেন। ম্যাডাম অমৃতলালের বাঁশীর আলাপ শুনিয়া মোহিত হইলেন; তিনি এদেশীয় রাগ শিক্ষা করিবার জন্য অমৃতলালকে তাঁহার বাসস্থানে (grand hotel) নিমন্ত্রণ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে অমৃতলাল সেখানে গিয়া ম্যাডামকে ছয় রাগ শিক্ষা দিলেন। ম্যাডামের পিয়নিষ্ট(যাঁহার বেতন হাজার টাকা ম্যাডামকে দিতে হইত) অতিশয় আগ্রহ সহকারে অমৃতলালের সুর নোট করিয়া লইতে লাগিলেন। নোট করা শেষ হইলে আশ্চর্য্যের বিষয় তৎক্ষণাৎ ম্যাডাম ছয়টী রাগ অবলীলাক্রমে অমৃতলালকে শুনাইয়া দিলেন। আমরা অমৃতলালের নিকট শুনিয়াছি ম্যাডামের কণ্ঠে সমস্ত বাদ্য যন্ত্র বিদ্যমান আছে। যাহা একটু আধটু ত্রুটি রহিল তাহা অতি সামান্য এবং তিনি বলিয়াছিলেন, আমেরিকায় তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়া গেলে তিনি পুনরায় ভারতে আসিয়া অমৃতলালকে তাঁহার প্রদত্ত ছয়টি রাগ নিখুঁত ভাবে শুনাইয়া যাইবেন। হায়! সে আশা তাঁহার পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অমৃতলাল ইহধাম ত্যাগ করিয়া গেলেন, সম্ভবতঃ ম্যাডাম সে নিদারুণ বার্ত্তা শুনিয়া থাকিবেন, তাই আর এদেশে আগমন করেন নাই।

৺অমৃতলালের বংশ পরিচয়।

৺অমৃতলাল ও স্বামী বিবেকানন্দ, এক বংশে ও এক বাটীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীজী অপেক্ষা অমৃতলাল দুই বৎসর বড় ছিলেন, স্বামীজীর (নরেন্দ্রের) পিতা অমৃতলালের জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন। নিম্নে তাঁহার বংশ তালিকা সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল :–

কলিকাতায় শিমুলীয়াস্থ ৩নং গৌরমোহন মুখার্জ্জির ষ্ট্রীটে ইহাদের ভদ্রাসন পুরাতন বনিয়াদীবংশের সাক্ষ্য দিতেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের দুই ভ্রাতা ও ৺অমৃতলালের কনিষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ দত্ত (তমুবাবু) মাত্র জীবিত আছেন, সুরেন্দ্র নাথ উপস্থিত নোয়াখালীতে কার্য্য উপলক্ষে বাস করেন। স্বামীজির মধ্যম ভ্রাতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত (ইনি বিবাহ করেন নাই) এই বৃহৎ পুরীতে একাই অবস্থান করেন। স্বামীজির কনিষ্ঠ যুগান্তরের শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যিনি এতদিন জার্ম্মণি প্রভৃতি দেশে ছিলেন, উপস্থিত গভর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ৺অমৃতলালের পিতা ৺ কেদারনাথ দত্তের দুই সংসার ছিল, প্রথম পক্ষের পুত্রদ্বয় অমৃতলাল ও সুরেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় পক্ষের ৺শরৎচন্দ্র (ইনি খুব বলিষ্ঠ ছিলেন ; দুঃখের বিষয় যৌবনেই তাঁহাকে করাল কাল গ্রাস করিয়াছে)।

স্বামী বিবেকানন্দের পিতা ৺বিশ্বনাথ দত্ত এটর্ণি ছিলেন, ৺অমৃতলালের পিতা কেদারনাথ দত্ত ষ্টাম্প ও ষ্টেশনারীর বড়বাবু ছিলেন ও তাঁহার কনিষ্ঠ ৺তারকনাথ দত্ত আলীপুরের উকিল ছিলেন। তিন ভ্রাতা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কাজ করিলেও সংসার একই ছিল, আধুনিক সংসারের ন্যায় ভিন্ন হাঁড়ী ছিল না। পরেও অমৃতলাল ও সুরেন্দ্র নাথ, স্বামীজীর কয়ভ্রাতা সহ একই সংসারে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় বসবাস করিতেন। অমৃতলালের মাতামহ ৺বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্র (কোন্নগর দ্বাদশ মন্দির যাঁহাদের) তাঁহার দুই কন্যা প্রথমা ৺ভাবিনী দাসী অমৃতলালের জননী, দ্বিতীয়া ক্ষেত্রমণী দাসী (অমৃতলালের মাসীমাতা) রামবাগান দত্ত বংশের ৺গোবিনচাঁদ দত্তের স্ত্রী ও মিস তরুদত্তের জননী। ৺গোবিনচাঁদ দত্ত (controlar general) ছিলেন।

বাল্যকাল।

৺অমৃতলাল, ৺নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) প্রভৃতি সকলে মেট্রোপলিটনে অধ্যায়ন করিতেন। ৺অমৃতলাল স্কুলে বেশ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতেন, সকলেই ভাবিত অমৃতলাল কালে একজন কৃতবিদ্য হইবে এবং তাঁহার দেখাদেখি তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে। লেখাপড়ায় অমৃতলালের আগ্রহ থাকিলেও ব্যায়াম চর্চ্চা তাঁহার নিত্য কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, জিমনাষ্টিকে তাঁহার সমকক্ষ তখন কেহই ছিল না, তখনকার কালে দৌড়াইবার ও বেড়া ডিঙ্গাইবার প্রতিযোগিতা হইত ; তাহাতে অমৃতলাল শ্রেষ্ঠ হইয়া স্কুল হইতে পারিতোষিক প্রভৃতি পাইয়াছিলেন। বালক অমৃতলালকে সকলে হাবু বলিয়া ডাকিত, তাহাতে অমৃতলাল "হাবুবাবু" নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অতি শৈশব অবস্থায় অমৃতলাল পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় তাঁহার মাসীমাতা ও তাহার কন্যা মিস্ তরুদত্ত অমৃতলালকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। অমৃতলাল উক্ত তরুদত্তের নিকট হইতেই প্রথমে হারমোনিয়ম, ও পিয়ানো বাজাইতে শিক্ষা করেন। তাঁহার অদ্ভুত শিক্ষাশক্তি দেখিয়া মিস্ তরুদত্ত অমৃত লালকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। অমৃত লাল উক্ত তরুদত্তের নিকট হইতেই প্রথমে হারমনিয়ম ও পিয়ানো বাজাইতে শিক্ষা করেন। তাঁহার অদ্ভুত শিক্ষাশক্তি দেখিয়া মিস্ তরুদত্ত (যিনি পাঁচ বার বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন) তাঁহাকে বিলাতে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। অমৃত লাল তখনকার সংস্কার বশতঃ ধর্ম্মনাশ হইবার ভয়ে বিলাত যাত্রা করেন নাই। তাহার মেসো মহাশয় খ্রীষ্টান ছিলেন।

[ক্রমশঃ

মজলিস

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [৪৪শ সংখ্যা

১৩৩২ সাল, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার, নগদ মূল্য ৴১০ পয়সা।

সম্পাদক—

শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস কার্য্যালয়—২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গিরিশচন্দ্র।

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

(১৭)

গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার।

("মৃণালিনী" নাটকাভিনয়)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হঠাৎ গৃহ-বিবাদে থিয়েটার বন্ধ হইয়া যাওয়াতে উক্ত তারিখের 'ইংলিসম্যানের' কলিকাতা কলমে, সম্পাদক-লিখিত নিম্নোদ্ধৃত সহানুভূতিসূচক সংবাদটী বাহির হয়:—"The G. N. Theatre.—"* * * This company, since the opening of the Theatre this season has been doing very well, and we are sorry to find it shuts up so soon."

নগেন্দ্রবাবুর সহিত মদনমোহন বর্ম্মণ, কিরণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, গোপালচন্দ্র দাস, ব্রজবিহারী চট্টোপাধ্যায়, যাদুমণি, কাদম্বিনী, হরিদাসী প্রভৃতি কাজের লোকগুলি চলিয়া যাওয়ায়, ভুবনমোহন বাবুকে সম্প্রদায় পুনর্গঠনের নিমিত্ত তিন সপ্তাহ থিয়েটার বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। ধর্ম্মদাসবাবু পুনরায় থিয়েটারের ম্যানেজার এবং সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু প্রধান অভিনেতারূপে নিযুক্ত হইলেন। ১৯শে ডিসেম্বর (১৮৭৪খ্রীঃ) গ্রেট ন্যাসন্যালে লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার হরলাল রায়ের শত্রুসংহার বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এবং ২রা জানুয়ারী (১৮৭৫খ্রীঃ) সুপ্রসিদ্ধ উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' নাটক অভিনীত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সত্যভামার দর্প চূর্ণ বা পারিজাত হরণ নামক একখানি গীতিনাট্যের মহলা চলিতে থাকে। 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকখানি সাধারণের বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। প্রথমাভিনয় রজনীর প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ:—

শরৎ—মহেন্দ্রলাল বসু
বিনয়—ভোলানাথ বসু
মতিলাল—মতিলাল সুর
পুলিস-সেলার—গোষ্ঠবিহারী দত্ত
সরোজিনী—রাজকুমারী
সুকুমারী—গোলাপ সুন্দরী
ভুবনমোহিনী—ক্ষেত্রমণি।

অভিনয়ে সকলেই যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। গোলাপসুন্দরী, "সুকুমারীর" ভূমিকা এতদূর সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন যে, সেই সময় হইতে তাঁহাকে সকলে 'সুকুমারী' বলিয়া ডাকিত। 'শরৎ-সরোজিনী প্রণেতা' উপেন্দ্রনাথ দাসের উদ্যোগে, গোষ্ঠবিহারী দত্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়ায় তিনি 'সুকুমারী দত্ত' নামে সাধারণের নিকট পরিচিত হন। রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীগণ হীন বারাঙ্গনা শ্রেণীভুক্ত না হইয়া অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত একটী স্বতন্ত্র জাতি মধ্যে গণ্য হয়—উপেন্দ্রবাবুর ইহাই ইচ্ছা ছিল। এই নাটকের একটী দৃশ্যে শরতের ভূমিকায় মহেন্দ্রলাল বসু হঠাৎ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া দস্যুগণকে গুলি করিতেন। এই নিমিত্ত শরৎ-সরোজিনীর বিজ্ঞাপনের নিম্নে লেখা হইত,—"A drama of surpassing interest. Shootiug on the Stage." প্রথমাভিনয় রজনীর বিজ্ঞাপন দেখে ইংলিসম্যান সম্পাদক সে দিনের কাগজে লিখিয়াছিলেন,—"It is announced that there will be shooting on the stage, but we are at a loss to know what this means." যাহাই হউক 'শরৎ-সরোজিনী' নাট্য জগতে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল। তৎপর সপ্তাহে ৯ই জানুয়ারী তারিখে 'An acknowledged masterpiece of the day' বলিয়া শরৎ সরোজিনীর দ্বিতীয়াভিনয় ঘোষিত হয়।

ঐ তারিখে (৯ই জানুয়ারী) নগেন্দ্রবাবুর সম্প্রদায় চৌরঙ্গীর 'লুইস থিয়েটার রয়েল' ভাড়া লইয়া অভিনয় ঘোষণা করেন। তিনি তাঁহার থিয়েটারের নাম দেন—"গ্রেট ন্যাসন্যাল অপেরা কোম্পানী"। সে দিন অভিনয় হয়—'সতী কি কলঙ্কিনী' এবং 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নামক একখানি প্রহসন। নগেন্দ্রবাবু উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার চেষ্টা ও যত্নে সেদিন সদলবলে যোধপুরের মহারাজা, বেতিয়ার রাজকুমার এবং বহুসংখ্যক দেশীয় ও ইয়ুরোপীয় সম্ভ্রান্ত নরনারী অভিনয় দর্শনার্থে উপস্থিত হন। "সতী কি কলঙ্কিনীর" অভিনয় দর্শনে সকলেই পরম আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। যাদুমণি রাধিকার ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন,—তাঁহার সুমধুর সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া যোধপুরের মহারাজা রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত রঙ্গালয়ে ছিলেন। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসনে নগেন্দ্রবাবু 'মাতালের' ভূমিকাভিনয়ে সর্ব্বসাধারণের বিশেষরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ইংলিসম্যানে তৎপর সপ্তাহে সম্পাদকের মন্তব্য বাহির হইয়াছিল—"Pantomime in a native theatre is new thing". মদনমোহন বর্ম্মণের কনসার্ট সে দিন অতি সুন্দর বাজিয়াছিল।

লুইস থিয়েটারে স্বেচ্ছামত অভিনয়ের নানারূপ ব্যাঘাত দেখিয়া, নগেনবাবু হাবড়ার রেলওয়ে ষ্টেজ ভাড়া লইয়া, ১৬ই জানুয়ারী তারিখে 'সতী কি কলঙ্কিনী' এবং ৩০শে জানুয়ারী তারিখে 'আনন্দকানন' ও 'ভারতে যবন' অভিনয় করেন। কিন্তু অতদূরে দর্শকগণের যাইবার অসুবিধা হওয়ায় তিনি বেঙ্গল থিয়েটারের সত্ত্বাধিকারী শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উভয় সম্প্রদায় একত্র সম্মিলিত হইয়া অভিনয়ের প্রস্তাব করেন। বেঙ্গল থিয়েটারে দুর্গেশনন্দিনীর পর মাইকেলের পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী নাটকের পুনরভিনয় এবং আজমীর-রাজকুমারী, পুরুবিক্রম, কেরাণীদর্পণ, অপেরা বিভ্রাট (Opera Troubles) মনিমালিনী, নাটকাকারে পরিবর্তিত আলালের ঘরের দুলাল ইত্যাদি অভিনয়ে তখন সেরূপ সুবিধা হইতেছিল না; শরৎবাবু সকলদিক বিবেচনা করিয়া নগেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে সম্মত হন। উভয় সম্প্রদায় একত্র হইয়া ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে "Bengal Theatre and Great National opera" নাম দিয়া (বেঙ্গল থিয়েটারে) "সতী কি কলঙ্কিনী' অভিনয় করেন। উভয় সম্প্রদায়স্থ মিলিত শক্তির (with the united strength of both the companies) অভিনয় দর্শনে দর্শকমণ্ডলী বিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়াছিল এবং তৎসঙ্গে বিক্রয়াধিক্যও হইতে থাকে। দ্বিগুণ উৎসাহে মিলিত সম্প্রদায় প্রতি সপ্তাহে নূতন নাটক অভিনয় করিতে লাগিলেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে অপূর্ব্ব কারাবাস (Lady of the lake), ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ওথালো নাটকের বঙ্গানুবাদ এবং ৬ই মার্চ্চ তারিখে মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' নাটক আকারে গঠিত হইয়া অভিনীত হয়।

পাঠকগণের বিস্ময় জন্মিতে পারে,—অভিনেতারা কিরূপে তাঁহাদের ভূমিকাগুলি আয়ত্ত করিয়া লইয়া প্রত্যেক সপ্তাহে নূতন নূতন নাটক অভিনয় করিতেন? আমরা গিরিশচন্দ্রের কথাই পুনরুল্লেখ করিয়া ইহার উত্তর দিতেছি:—"এরূপ বিস্ময় জন্মিতে পারে, কারণ পাঠক জানেন না যে ন্যাসন্যাল থিয়েটার হইতেই প্রম্‌টার নামে একজন নেপথ্যে অভিনয়কারী সৃষ্টি হইয়াছে। প্রম্‌টারের বলেই ন্যাসন্যাল থিয়েটারে নূতন নূতন নাটক বুধবার ও শনিবারে হইত। ইহাতে রঙ্গালয়ের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আজও চলিতেছে।" ন্যাসন্যাল থিয়েটারের এই দোষ বেঙ্গল থিয়েটারেও সংক্রামিত হইয়াছিল।

"শরৎ সরোজিনীর" পর গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটারে 'নগনন্দিনী' নামে একখানি নূতন নাটক অভিনীত হয়। নাটকখানি সাধারণের নিকট আদৃত না হওয়ায় সম্প্রদায় শত্রুসংহার, নীলদর্পণ, নবীন তপস্বিনী, হেমলতা প্রভৃতি নাটকের পুনরভিনয় করিতেছিলেন। এমন সময়ে যে কোন কারণেই হউক মদনমোহন বর্ম্মণ কাদম্বিনীকে লইয়া বেঙ্গল থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া গ্রেট ন্যাসন্যালে আসিয়া পুনরায় যোগদান করিলেন। নারায়ণী, লক্ষ্মীমণি ও বিনোদিনী (সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী) নাম্নি তিনটি অভিনেত্রী এই সময়ে গ্রেট ন্যাসন্যালে নূতন নিযুক্তা হন।

গিরিশচন্দ্র দাস নামক জনৈক নাট্যামোদী ও সহৃদয় ব্যক্তি সে সময়ে দিল্লীতে থাকিতেন। তাঁহার উৎসাহে ধর্ম্ম দাস বাবু তথায় অভিনয়ার্থে গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটার হইতে কতকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতৃ লইয়া ১৮৭৫খ্রীঃ, মা

মাসের মাঝামাঝি দিল্লী যাত্রা করেন। দিল্লীতে গিয়াছিলেন —সুবিখ্যাত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, মতিলাল সুর, অবিনাশ চন্দ্র কর, নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, ভোলানাথ বসু, ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী, লক্ষ্মীমণি, নারায়ণী, শ্রীমতী বিনোদিনী প্রভৃতি। সত্বাধিকারী ভুবনমোহন বাবু দিল্লী যান নাই। ধর্ম্মদাস বাবু ম্যানেজার এবং অবিনাশ চন্দ্র কর সহকারী ম্যানেজার স্বরূপ গিয়াছিলেন।

কলিকাতায় গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটারে এই সময় খ্যাতনামা অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু Offg. Manager হন। তিনি মদনমোহন বর্ম্মণ, নেপালচন্দ্র মজুমদার, গোষ্ঠবিহারী দত্ত, গোলাপসুন্দরী, রাজমণি প্রভৃতিকে লইয়া সধবার একাদশী, হেমলতা, জামাই বারিক, ভারতে যবন, যমশো রোপেয়া ইত্যাদি পুরাতন নাটক অভিনয় করিয়া, ১৭ই এপ্রিল (১৮৭৫) তারিখে মাইকেল মধুসূদন দত্তের তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য নাটকাকারে গঠিত করিয়া অভিনয় করেন। অভিনয়ে সেরূপ কৃতকার্য্যতালাভ করিতে না পারিয়া নূতন গীতিনাট্যাভিনয়ে উদ্যোগী হন। ৮ইমে তারিখে 'নন্দনকানন' নামক একখানি গীতিনাট্য গ্রেট ন্যাসন্যালে অভিনীত হয়।

(ক্রমশঃ)

আচারের প্রয়োজনীয়তা।

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ,
কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

যে বংশে জন্মেছি তাতে আর কিছু থাক আর না থাক আচারটা পুরোমাত্রায় বর্ত্তমান আছে।

ছেলেবেলায় এই আচারের জ্বালায় জর্জ্জরিত হয়ে উঠ্তাম জলখেয়ে ঘটিটি যেখানে সেখানে রাখবার জো নেই। তার নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। ঘরের মধ্যে অধিকাংশ স্থানই পবিত্র, অথচ তাতে কবে যে দেবতা এসে বসে তার ঠিক নেই। এড়াকাপড়ে জিনিষ ছোঁয়া ত দূরের কথা, ঘরের অমুক অমুক স্থানে যাবারও অধিকার নেই।

একটু কোথাও গেলেই কাপড় ছাড়তে হবে, বাজার হতে এলে, কোন মেলা হতে এসে বা এমন কি কলিকাতা হতে এসেও কাপড় বদলাতে হবে। তা আবার এমনি ভাবে বদলাতে হবে যাতে কাচা কাপড় নোংরা কাপড়কে স্পর্শও না কর্ত্তে পারে। এটা যে কতবড় লজ্জাকর ব্যাপার তাত বুঝতেই পারেন! জুতা পায়ে ঘরে ঢুকবার অধিকার নাই, তেল মেখে কোন জিনিষ ছোঁয়ার অধিকার নেই, কাঠের সিন্দুকে পা দেবার অধিকার নেই—আর কত বল্‌ব!

এই সব দেখে শুনে আমার মনটা একসময় বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌লো! আমি মেয়েদের এই সমস্ত অতি-আচার বা অত্যাচার দমন কর্ব্বার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম। এক একটী অতি-আচার ধরে তার মূলোৎপাত কর্ত্তে লাগলাম।

অমন যখন তখন কাপড় ছাড়া বন্ধ করে দিলাম। আগে বাধ্য হয়ে কাপড় ছাড়তে হতো বটে, কিন্তু কাপড় ছেড়ে ছেড়ে এমন প্রবৃত্তি দাঁড়িয়ে গিছলো যে একদিন বেশী বেলা পর্য্যন্ত বাসী কাপড়ে থাকলে গা ঘিন্ ঘিন্ কর্ত্তো। কিন্তু এখন সে ভাবটা বেশ কেটে গেল। বাসী কাপড়ে থাকি তার ক্ষতি কি? কিন্তু কুসংস্কার ত তাড়ালাম! ক্রমে ক্রমে অপবিত্রতা বা কুসংস্কার শূন্যতার মাত্রা বেড়ে যেতে লাগল। বাসী কাপড়ে দুই একদিন থাকতে থাকতে, ঐ অবস্থাতেই নিত্য চা ভক্ষণ গা সওয়া হয়ে গেল। তার পর দন্তমার্জ্জনের পূর্ব্বেই চা পান। বাহাবারে! কেমন কুসংস্কার বর্জ্জিত হয়ে উঠ্‌ছি! এক একদিন দন্ত না মেজে কাপড় না ছেড়েই মধ্যাহ্ন ভোজন। অবশ্য এটা ভ্রান্তি বশে, কিন্তু এরূপ ভ্রান্তিও হামেসা দেখা দিতে সুরু কর্‌লে!

তেল মেখে কিছু ছুতে দেবে না? আচ্ছা তবে মাদুরে বসে তেল মাখা যাক্। তাই আরম্ভ করে দিলাম। বাড়ীতে হাঁউমাউ কর্‌লে কি হবে? আমিত কুসংস্কার দূরীকরণে অচল অটল।

ক্রমে দেখতে পেলাম বটে, তেলের গুড়ো পড়ে আর তাতে ধুলো জমে, মাদুরগুলো অতি নোংরা হয়ে উঠ্‌ছে কিন্তু তাহলেও ত কুসংস্কারের বশ হতে পারি না?

ভাত খেতে বসে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে গেলাসটী বাঁ হাতে ধরে চুমুক দিতাম, অমনি সব হাঁ হাঁ করে পড়তো, হাত এঁটো হলো হাত এঁটো হলো বলে।

আমি বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখিয়ে বলতাম—আচ্ছা,

কিসে আমার বাঁ হাত এটা হলো বলত? আমার হাত কি ঠোঁটে ঠেকেছে?

"তুই যে এটো গেলাসটা ছুলি? হাত এট হবে না?"

"ওঃ তাই বুঝি! কিন্তু এটো গেলাসটা যে মেঝেকে ছুয়ে রয়েছে তবে সব মেঝে এটো আর মেঝেটা যে বাড়ীখানাকে ছুয়ে রয়েছে তবে সব বাড়ীখানা এটো?"

"পারি না বাবু তোর সঙ্গে বক্‌তে, বলে পূর্ব্বপক্ষ হার মান্‌লো।"

একদিন একটা ভাত আসনে পড়াতে সেটাকে বাঁ হাতে করে সরিয়ে দিলাম এবং সেই হাতটা দিয়ে জামা কাপড় ছুলাম।"

"মাগো! কি নোংরা হয়ে উঠ্‌ছিস্ রে!" বলে হয়ত বাড়ীর যে কোন লোক বিরক্তি প্রকাশ কর্লে। আমি বোঝাতে লাগলাম অন্নকে বলে নারায়ণ, আর দেখতেও কেমন সুন্দর যেন ফুটন্ত জুঁই ফুল। এমন পবিত্র জিনিষকে স্পর্শ করে হাত ধুতে হবে? নারায়ণকে স্পর্শ কর্লে লোকে নোংরা হয়? বলিহারি তোমাদের বুদ্ধি!"

অন্ন হতে এটোর ভাবটা যখন কেটে গেল, তখন অন্ন ব্যঞ্জন, প্রভৃতি কাপড়ে চোপড়ে লাগলেও আর গা ঘিন্ ঘিন্ করে না। শেষে ভাত খেয়ে ভাল করে হাত ধোয়া কুলকুচি করাতেও অমনোযোগী হলাম। আরো এককাটী বেড়ে উঠলো। খাবার খেয়ে মোটেই হাতে জল দিতে ইচ্ছে কর্ত্তো না। কাপড়ে হাত মুছে ফেল্‌তাম্।

এমনি করে বহু দিন যায়। যতই কুসংস্কার ছিন্ন করি ততই অপবিত্র হয়ে উঠি। বাসী কাপড় না কাচা, ভাত খেয়ে ভাল করে না আঁচান, মনোযোগ দিয়ে দাঁত না মাজা, প্রত্যহ স্নান না করা, কিছু খেয়ে হাত না ধোয়া—এইসব অভ্যাস দাঁড়াল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হতে আরম্ভ হলো নানাব্যাধিতে জড়িয়ে পড়তে লাগলাম।

ছিলুম্ ব্রাহ্মণ সন্তান, হয়ে উঠ্‌লাম খাঁটি নিষাধ! কি অপবিত্র ভাবেই দিন কাট্‌তে লাগল।

হঠাৎ চোখ্ ফুটল! কে যেন বল্‌লে ওরে ভ্রান্ত! ওরে মূঢ়! এ গরু মেরে জুতো দান কর্ত্তে কে তোকে শেখালে? তোর আচারনিষ্ঠ পবিত্র বংশ হতে কুসংস্কার তাড়াতে গিয়ে তুই যে পশুর অধম হয়ে উঠ্‌ছিস্ তা কি বুঝতে পাচ্ছিস না?

আর বলো না, আর বলো না। আমি আমার অন্যায় বুঝতে পেরেছি, এবার হতে সাবধান হবো। হিন্দুর সংসারে কেন যে এই আচারের কঠোরতা তা এবার উপলব্ধি কর্ত্তে পেরেছি। যাকে একটু নোল্ দিলে অতল জলে নেমে যায় তাকে কি নোল দিতে আছে?

বোঝ ভাই! এই জন্যই আমাদের, তোমাদের, প্রত্যেক হিন্দু পরিবারের মেয়েরা অমন করে পবিত্রতামূলক আচারটী আঁকড়ে ধরে আছে। তারা ভালরকম জানে যদি একটু অন্যমনস্ক হয় তবে মন নিম্নাভিমুখে বিদ্যুৎগতিতে ছুটতে থাকবে। তাদের প্রাণে আঘাত দিও না, তাদের এই সাত্ত্বিকতারক্ষাকারী আচার নিষ্ঠাটিকে হেসে উড়িয়ে দিও না, পবিত্রমনে, শ্রদ্ধার সহিত এই নিষ্ঠার পূজা কর।" তবেই জগতে হিন্দু বলে গর্ব্ব প্রকাশ কর্ত্তে পার্ব্বে।

কাব্য ও বিজ্ঞান।

[শ্রীগোবিন্দ গুপ্ত]

একদা এক জ্যোতিষী মহান্ কহিল শান্ত স্বরে
নবীন কবির কুরুক্ষেত্র আনিয়ে দাওত মোরে।
কহিল পুত্র বিস্ময় ভরে একি আজ তব কথা?
তব প্রিয়তম বিদ্যা কি আজ দিল তব প্রাণে ব্যথা?
বাংলা কাব্য পড়িতে আপনি করেছেন মানা মোরে
কবির বাক্য অতি নগণ্য বলেছেন বারে বারে।
আজ কেন তবে ঘৃণ্য বিষয়ে হ'ল অভিরুচি আজ?
বুঝায়ে করুন পূর্ণ বাসনা আমার হৃদয় মাঝ।
উত্তরিল ধীর শান্ত সুধী সম্বোধি নিজ সুতে,
হে পুত্র! জীবন মোর বাপিয়াছি সুকঠোর ব্রতে।
ঢুঁড়িয়াছি তন্ন তন্ন করে' জ্যোতিষ্করাজির মাঝে
কোন্ তুচ্ছ নাম কার কোন গ্রহ কোথায় বিরাজে।
গূঢ়তত্ত্ব কত আবিষ্কার করেছি সৌর জগতে
অপূর্ণ, নীরস যেন তবু মোর জীবন মরতে।
কায়মনে বিদ্যা আরাধনা করিয়াছি নিশিদিন
হৃদয়ের সরসতা তবু হয় দিনে দিনে ক্ষীণ।
দেখিনু ছিল যা সম্মুখে মোর সকলি বস্তু বাহিরে
অন্তর কোথা পুড়ে হয় ছাই দৃষ্টি দিইনি ভিতরে।

কেথা এ গ্রহ মণ্ডল পতি কেন বা রয়েছে তারা
খুঁজি নাই আমি বুঝি নাই জ্যোতিষ হবে না সারা।
ভ্রান্তির পথে আপনি মত্ত ভেবেছি সকলে ভ্রান্ত
অনন্ত এই বিভুর সৃষ্টি করেছি তাহারে শান্ত।
সে কথা নাহি বিজ্ঞানে লেখা নাহিক উহার মর্ম্মে
ঈশ্বর হ'তে দূর হতে দূরে লয় সে সকল কর্ম্মে।
কাব্যের মাঝে আছে সে তত্ত্ব উদ্দাম ভাব মাঝারে
কবির ছন্দে আছে সে পুলক জ্যোতিষ পায় না তারে।
কবি ঝঙ্কারে উঠে নিনাদিয়া স্বরগের মৃদু তান
কল্পনা রাশি সুন্দরতায় বিতরে নবীন প্রাণ।
শুষ্ক নীরস ব্যাপিয়া জীবন শুকায়ে গিয়াছে হৃদি
পড়িব কাব্য নবীন হরষে সরসতা আসে যদি।

ভোট যুদ্ধ।

শ্রীমনোমোহন বিদ্যারত্ন।

বাধিল ভোটের যুদ্ধ, ভীষণ আরাবে
কাঁপায়ে চাটুয্যে পাড়া, সিংহ-ফারমেশী
কাঁপাইয়া কলাহাটা ভেদিয়া অম্বর
ছড়া'য়ে পড়িল ধ্বনি উর্দ্ধ অধঃ চারি
পাশে, হায়রে সেরূপ ঠোকাঠুকি হয়
যবে ইঞ্জিনে ইঞ্জিনে ছুটেছে চৌদিকে
সেনাপতি; ঝড়ের আগেতে যথা ছুটে
তুলারাশি অদম্য বেগেতে। ভোটারবৃন্দ
হইয়া ব্যাকুল সর্ষপের ফুল হেরে
দু'নয়নে। এ মহা আহবে ভোটাইবে
কারে না পায় ভাবিয়া। কহিছে অনেক
রথী কি ভাবিছ মনে? আশুতোষে আশু
তোষ প্রদানিয়া ভোট, ঘুচিবে সকল
জ্বালা। যেমন নম্র তেমনি কম্র, যথা
রসেতে ডুবান ঝাঝি পানতুয়া, মরি
মরি কি সুঠাম নধর চেহারা তারা
এইরূপে ভজাইয়া করিলে প্রস্থান,
উদিলেন অন্য রথী শুভ্র রঙ্গ স্থল

দিনমণি অস্তাচলে করিলে গমন
ধীরে ধীরে সন্ধ্যা যথা ঘেরে চারিদিকে।
বলিলেন উপহাসি "করেছ কি হায়?
নবীনে না করিয়া আদর মজিয়াছ
পুরাতনে! যদিও বিশাল ভূঁড়ি শোভে
সম্মুখেতে, তথাপি অতীব চারু অতি
সুকোমল, অন্তর তাহার, ঠেকিয়া ভূঁড়িতে
বিপক্ষের সব অস্ত্র হবে ভূমে কাৎ
গোটা গোটা আকাশের চাঁদ দিবে তুলে
সকলের হাতে।" পুনরায় অন্য বীর
আসি ধীরে ধীরে জলদ গম্ভীর স্বরে
লাগিল বলিতে," নাহিক বক্তব্য মোর
শ্রীহরির দাস আমি, ধর্ম্ম ভেবে কাজ
কর সবে, হৃদয়ে রাখিয়া হাত বল
দেখি ভাই! সাধিষ্ঠান হৃষীকেশ যথা
বিবেক রূপেতে, সে হৃদয় ছাড়ি কারো
কথা শুনিতে কি আছে? হাজার অভয়
দিক, হাজার বাজাক বাঁশী কালিন্দীর
কূলে ভ্রুক্ষেপ করিও না তায়, যদি
ধর্ম্ম থাকে পশ্চাতে তোমার, মাভৈ মাভৈঃ।
এইরূপে সকলেই গাইছে মামার
জয়, টানিতেছে ঝোল নিজ নিজ কোলে।
ধন্যরে মাকাল ফল! নাহিক অসাধ্য
কিছু, বৃদ্ধেরে সাজাতে পার সুচতুর
নবীন যুবক, শুনিলে তোমার নাম
খাবি খাওয়া রোগী চাহিবে নয়ন মেলে।
কলি যুগে মোক্ষ ফল তুমি ওরে ভোট
যে লভিবে তোমা, মনে মনে ভাবিবে সে
মহা ভাগ্যবান। কোটী কোটী নমস্কার
উদ্দেশে তোমার করিরে বাছনি আমি।
কি কুক্ষণে তুইরে রাক্ষস পাড়ি মারি
বিশাল জলধি, পশেছিলি এ ভারতে.
জ্বালায়ে পোড়ায়ে সবে করিলিরে খাক্।

মজাদার চাট্‌নি।

শ্রীসত্যচরণ মিত্র।

("ব্রহ্মানন্দ প্রশস্তি"র গ্রন্থকার)

বছর পাঁচ আগেকার কথায় যাওয়া যাচ্ছে। তখন আমাদের বঙ্গ সাহিত্য সমাজের কোন একজন বিশিষ্ট সাহিত্য সেবকের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী লীলাবতীর শুভ পরিণয় উপলক্ষে তাদের বাড়ী সুকচরে সস্ত্রীক যাই। বিশিষ্ট সাহিত্য বন্ধুটীর পত্নী'র সহিত আমাদের ৺গৃহিণীর পত্রে 'সই পাতানো' হওয়া অবধি পরস্পরের দেখা সাক্ষাতের সুযোগটা তার আগে হয় নাই। বন্ধুবরের বিশেষ অনুরোধ ও বন্ধুপত্নীর আন্তরের আবদার উপেক্ষা করতে না পেরে ঐ শুভ সম্মিলনে সস্ত্রীক যোগদান বিয়ের আগের দিনে হয়। বেলুড়ের পুরাতন মন্দির ঘাট হইতে সুকচরের ভাঙ্গাঘাটে নৌকাযোগে যেতে ঘণ্টা দেড় লাগে। ঘাট থেকে লীলাদের বাড়ীখানি ৪.৫ মিনিটের পথ। বিয়ে বাড়ী গিয়া পৌঁছাতে আন্তরে'র 'গোলাপ' তাঁহাদের উপর বড়ই প্রীতা হন বিয়ের ক'নে লীলা 'কাকীমা' 'কাকাবাবু' সম্বোধনে কত যে আমাদের উভয়কে তাদের আপনার জন মনে করিয়া লয় তা ব'লে শেষ করা যায় না। তথায় ৩।৪ দিন বেশই আমোদ আহ্লাদে কাটে। বিয়ের দিনের রাত্রিটা তখনকার কতিপয় তরুণ তার্কিকের (Young critic) বরযাত্রীবেশীর শুভাগমনে বেশ রং চং রসালাপে কেটে যায় ভদ্রেশ্বর থেকে বরযাত্রীর শুভাগমন হয়। তাঁদের সংখ্যা ৪০।৫০ জনের অধিক হবে না। উহার মধ্যে তরুণ যুবকের দলটি বেশ 'মজাদার চাট্‌নী' বিশেষ একটা কিম্ভূত কিমাকার পদার্থ। রাত্রি ১০টার আগেই বিবাহাদি মাঙ্গলিক ক্রিয়া সমাপান্তে 'দিয়তাং ভোজ্যতাং' রবে ভগ্ন পল্লীর ভগ্ন বাড়ীখানি ক্ষণকালের জন্য আহ্লাদে আটখান হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। লুচী, তরকারী, মিষ্টান্ন ও বোম্বাই আমের ছড়াছড়িতে কন্যা পক্ষে কোন ত্রুটিই দেখা যায় নাই। তরুণ যুবকদলের অধিকাংশেরই আনারসেরই চাট্‌নিটী এত মুখরোচক হয় যে, গৃহস্বামী তাহাদের বার বার দিয়াও পুনরায় তাগাদার উপর তাগাদা খাইয়া শেষকালে বলিতে বাধ্য হন যে,—'বাবাজী সকল এমন ক'রে বুড়োটাকে অপদস্থ করা কি তোমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে?" তরুণ দলের নেতা অরুণ বাবু কন্যাপক্ষের কর্ত্তাদিগকে লক্ষ্য করে ব'ললেন, "মহাশয়, এখন কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য কিছুই বোঝা যাচ্চে না। আমরা না হয় বরকে নিয়ে আরও একঘণ্টা এইখানেই বসে থাক্‌ছি—আমাদের আর চার হাঁড়ি ঐ মজাদার চাট্‌নীটা দিন। আর কিছুই আমরা চাই না—এমন কি পান ইত্যাদি পর্য্যন্ত।" তখন বন্ধুবরকে সকলে আমরা পরামর্শ দিলাম চট্ করে একখানা মোটরকার এখনি যোগাড় করে ফেল ভাই। ঠিক সেই সময় পাণিহাটীর জমিদার বাড়ীর ছোট কর্ত্তা তাঁহার নূতন মোটরকারে করে নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে আসেন। তিনি এই সব অদ্ভুত আবদার কাহিনী শ্রবণ করিয়া বলিলেন, এর জন্য অত ভাব্‌তে হবে না সুধীর বাবু। আমি এখনই নূতন বাজার থেকে পঞ্চাশটা আনারস এনে দিচ্ছি। "আমরা সকলেই তখন নিশ্চিন্ত হইলাম। বর বাবাজীর বন্ধুবর্গেরও আবদার রক্ষা করা হইল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আজ এক হাজার আটশত পঁচিশ দিন পূর্ণ হ'য়ে গেল— এখনও সেই মজাদার চাটনীর অতীত স্মৃতি এ দীন কিঙ্করের হৃদয় স্মৃতি হইতে মুছিয়া যাইতেছে না স্মৃতি বিলুপ্ত হইবার নয়—শ্বাস প্রশ্বাসে তাহা থাকেই থাকে। ইতি মধুরেণ সমাপয়েৎ—

রঙ্গরস

মনের মিল।

স্বামী। পাড়ার গদাধর মুখুয্যের ঘর কন্না কেমন সুখের বল দেখি? ওদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কেমন মনের মিল। তোমার মত গঙ্গাধরের স্ত্রী কখনো তর্ক বিতর্ক করে না।

স্ত্রী হ্যাঁ, সে কথা মানি। কিন্তু এটা তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেচ যে গঙ্গাধর বাবুর কাজ খালি শুনে যাওয়া। কথাবার্ত্তা কন সবই তাঁর স্ত্রী।

দাবার চাল।

সখী। আচ্ছা, স্বামীর কাছ থেকে কি ক'রে ভুলিয়ে টাকা আদায় করতে হয় তা বুঝি তুমি জাননা?

চতুরা। খুব জানি। যখনি আমার টাকার দরকার হয় আর স্বামী আমাকে টাকা দিতে আপত্তি করেন, তখনি আমি তাঁকে শাসিয়ে বলি চল্লুম এই বাপের বাড়ী। আমার স্বামী অমনি আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে রেল ভাড়া আমাকে দিয়া দেন।

রোজ ডাক্তার।

—আজ ছমাস ধরে রোজ আমার বাড়ীতে ডাক্তার আসা যাওয়া করেচে।—বটে! কিন্তু আমি তো জানতুম না যে এতদিন ধরে তুমি কোন অসুখে ভুগ্‌ছ।"

—না অসুখ টসুখ আমার কিছু হয় নি।

তবে?

ঐ ডাক্তারটি আমার একখানা বাড়ী ভাড়া নিয়েছে।

এঁচোড়ের পাকামি।

ছাত্র। মাষ্টার মশাই, আমি যা করিনি, তার জন্যে কি আমাকে শাস্তি পেতে হবে?

মাষ্টার। না, নিশ্চয়ই নয়।

ছাত্র। অভয় দিলেন ত?

মাষ্টার। হুঁ।

ছাত্র। আমি আজ পড়া মুখস্থ করিনি। আমাকে মার খেতে হবে নাত?

নিশ্চিন্ত হবার উপায়।

স্বামী। ওঃ সংসার খরচের হিসাব দেখে আমার পেটের পিলে যে চমকে যাচ্চে। গেল মাসে কেবল ডাক্তারারই পাওনা হয়েচে সাতশো টাকা। তাইতো কি করা যায়?

স্ত্রী। হিসাব দেখো না।

উত্তর আমেরিকা।

(১১) উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত মেক্সিকো প্রদেশের পশ্চিম প্রান্তে কালিফোর্ণিয়া একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। এই রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল বৃক্ষের কয়েকটির বয়ঃক্রম প্রায় চারি হাজার বৎসর। অথ চ বৃক্ষগুলি বেশ সতেজ পরিলক্ষিত হয়। দুইটি প্রসিদ্ধ উদ্যানে প্রায় সহস্রাধিক এরূপ বৃক্ষ আছে তাহার কাণ্ডের ব্যাস দশ ফিটের অধিক। আমেরিকার বিখ্যাত লোকদিগের নামানুসারে সেই সকল বৃক্ষের নামকরণ হইয়াছে। তথায় একটী সুবৃহৎ বৃক্ষের নাম উইলিয়ম্ ম্যাকিন্‌লি—ইহা ২৯১ ফিট উচ্চ এবং কাণ্ড প্রদেশের ব্যাস ২৮ ফিট। আর একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে, তাহার কাণ্ডের পরিধি ১৫৪ ফিট এবং চওড়া প্রায় ৫০ ফিট। অপর একটি বৃক্ষ উচ্চে ৩৭৫ ফিট এবং তাহার মূলের বেড় প্রায় ১০৮ ফিট। ইহার ছালগুলি প্রায় দুই ফিট পুরু।

১২। কালিফোর্ণিয়া প্রদেশে একটী গির্জ্জা আছে, তাহার একটী মাত্র বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠের কার্য্য নির্ম্মিত হইয়াছে। গির্জ্জাটী ৭০ ফিট উচ্চ, প্রায় ৫০০ লোকের উহার মধ্যে সমাবেশ হয়, একটী বৈঠক খানায় প্রায় ৮০ জন লোক বসিতে পারে এবং আরও চারিখানি বড় বড় কক্ষ আছে।

(১৩) কালিফোর্ণিয়া দেশে নর্ম্যাল নামক জনৈক বিজ্ঞান বিশারদ একপ্রকার অভিনব কাঁচ প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই কাঁচের সাহায্যে প্রায় তিন মাইল দূরবর্ত্তী পর্ব্বত সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। জলময় পর্ব্বত প্রভৃতিও এই কাঁচে বেশ প্রতীয়মান হয়। ঝড়, বৃষ্টি কুয়াসা কিছুতেই এই কাঁচের শক্তি ক্ষয় করিতে পারে না।

(১৪) কালিফোর্ণিয়ায় যেমন খর্ব্বাকৃতি ঘোটক দৃষ্ট হয়, পৃথিবীর আর কোন স্থানে তদ্রূপ দেখা যায় না। তথায় এক প্রকার ঘোটক ২২" ইঞ্চির অধিক উচ্চ এবং আট সেরের অধিক ওজন হয় না। যবদ্বীপও ক্ষুদ্র ঘোটকের জন্য প্রসিদ্ধ।

(১৫) কালিফোর্ণিয়া জেলের বন্দীগণ দিবসে তিন বার নানাবিধ সুখাদ্য খাইয়া থাকে। তাহাদিগকে পরিশ্রম করিতে হয় বটে, কিন্তু কোন প্রকার কষ্টভোগ বা তাড়না সহ্য করিতে হয় না।

(১৬) গ্রীনল্যাণ্ড দ্বীপে এস্কিমো নামে এক জাতীয় মনুষ্য আছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রকায় তাহাদের উচ্চতা ৭ ফিট এবং যাহারা দীর্ঘকায় তাহারা ৯ ফিট। সেই সকল দীর্ঘকায় দৈত্যের তাম্রের ন্যায় বর্ণ। তাহারা বন্য পশু শিকার করিয়া এবং পচা মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করে।

(১৭) গ্রীনল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলে তাসিউক নামে এস্কিমো জাতিদিগের একটি ক্ষুদ্র পল্লী আছে এইটী পৃথিবীর সর্ব্বোত্তরস্থ লোকালয়।

(১৮) গ্রীনল্যাণ্ড দেশে দেবদারু জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে "কার" বৃক্ষ বলে। তাহার উচ্চতা একফুট মাত্র। কিন্তু শাখা প্রশাখার পরিধি প্রায় ৬০ ফিট হয়। দূর হইতে সেই বৃক্ষকে দেখিলে একটী বৃত্তাকার ঝোপ বলিয়া অনুমিত হয়। উহা পার্শ্বের দিকেই বৃদ্ধি পায়—উপর দিকে উঠে না। তথাকার কারবৃক্ষ দুই তিন ফিটের অধিক উচ্চ হয় না। এদেশ হইতে এই বৃক্ষের চারা লইয়া অন্য দেশে রোপণ করিলে মরিয়া যায়।

(১৯) গ্রীনল্যাণ্ডের কোন কোন তুষার ক্ষেত্রে প্রায় অর্দ্ধ মাইল পুরু বরফ জমিয়া থাকে। এখানে প্রচুর পরিমাণে অ্যালুমিনিয়াম্ পাওয়া যায়।

(২০) ইংরাজের অধিকৃত নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড দ্বীপে সরীসৃপ নাই। তথায় কোন প্রকার সর্প, ভেক, টিকটিকি প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না। এ দেশের কুকুর জগতে বিখ্যাত।

নোটীশ।

১৯২৫ সালের আগামী ২০শে জুন শনিবার বারটার সময় কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত সম্পত্তি সমূহ বিক্রীত হইবে। ১৯২৩ সালের ৫৪২ নম্বর মোকদ্দমানুসারে এই সমস্ত সম্পত্তি বিক্রীত হইবে। এই মোকদ্দমা ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড বনাম হীরালাল মণ্ডল ও অন্যান্যের মধ্যে হয়। সম্পত্তির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

লাট নং ১—কলিকাতা সুতানুটিতে ১৫২ নম্বর আপার সার্কুলার রোডে যে ৬ ছয় কাঠা ১২ বার চিট এবং ১ এক বর্গ ফুট জমির খণ্ড আছে তাহা।

লাট নং ৩—কলিকাতা সুতানুটীতে ১৫৩ নং আপার সার্কুলার রোডে যে—৬ বিঘা এবং ১৪ চৌদ্দ বর্গফুট জমির খণ্ড আছে তাহা সম্পূর্ণ। এই জমির কিয়দংশ জলে আবৃত। পূর্ব্বে এই জমির নম্বর ছিল ১৫৪ নম্বর। এই জমির উপর যে সরিষার তৈলের মিল ও চারাগাছ, মেসিনারী এঞ্জিন, বয়লার, ঘানি, ট্যাঙ্ক আছে তাহা।

প্লট সকল :—

প্লট এ—আপার সার্কুলার রোডের উপর পাঁচ কাঠা ৭ সাতচিট এবং ১ এক বর্গ ফুট পরিমাণ।

প্লট বি—আপার সার্কুলার রোডের উপর ৫ পাঁচকাঠা ৫ চিট এবং ৩৪ চৌত্রিশ বর্গ ফুট পরিমাণ।

প্লট সি—আপার সার্কুলার রোডের উপর ৫ পাঁচকাঠা ৫ চিট এবং ২৩ তেইশ বর্গ ফুট পরিমাণ।

প্লট ডি—আপার সার্কুলার রোডের উপর ৪ চার কাঠা ১২ বার চিট এবং ৩৯ উনচল্লিশ বর্গফুট পরিমাণ।

প্লট ই—আপার সার্কুলার রোডের উপর ৪ চার কাঠা ৮ আট চিট, ৩৮ আটত্রিশ বর্গফুট পরিমাণ।

প্লট এফ্—আপার সার্কুলার রোডের উপর ৩ তিন কাঠা ৪ চারি চিট এবং ৪১ এক চল্লিশ বর্গফুট পরিমাণ।

প্লট জি—আপার সার্কুলার রোডের উপর ৪ চার কাঠা ১২ চিট এবং ২৪ বর্গফুট পরিমাণ।

প্লট এইচ্—হোগল কুড়িয়া গলির উপর ৪ কাঠা ১২ বার চিট ও ৫ পাঁচ বর্গফুট পরিমাণ।

প্লট জেড্—হোগল কুড়িয়া গলির উপর ট্যাঙ্ক এবং সরিষার তৈলের মিল সমেত অট্টালিকার সমূহ এবং তেলের মিলের চারাগাছ, মেসিনারি, এঞ্জিন, বয়লার প্রভৃতি। ৪ চার বিঘা ১ এক কাঠা ১১ এগার চিট এবং ৩৪ চৌত্রিশ বর্গফুট পরিমাণ।

বিশেষ এবং প্ল্যান (Plan) জানিবার জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কলিকাতা আফিসে অথবা মেসার্স কার মেটা এণ্ড কোম্পানী নম্বর ১১ ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটে আবেদন করুন।

কার মেটা এণ্ড কোং
বাদীর এটর্ণীগণ
হাইকোর্ট আদিম
বিভাগ

(স্বাক্ষর)
মরিস্ রেমফ্রি
রেজিষ্ট্রার

১৯২৫ সালের ১৪ই মে।

———

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস' বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি,আই,ই, (কাশীমবাজার) মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর) রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এক,আর,সি,আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর আসাম), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহারাজা-কুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্ব্বেল প্যালেস), শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল্ (সেরপুর—টাউন), শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি-এল, জমিদার রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার, (চাকুরিয়া), শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত জগত-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার. শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার ব্যারাকপুর. শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নবীন প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত মণীনিরঞ্জন সরকার এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল. সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে, জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লাভপুর), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি এস, শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল, এণ্ড কোং), শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া), কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়), শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি—রঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, শাঁখারিটোলা, শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুখাঁ কৌন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার (পটলডাঙ্গা হাউস) ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার পাথুরিয়াঘাটা।

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মজলিস

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [৪৫শ সংখ্যা

১৩৩২ সাল, ৬ই আষাঢ় শনিবার, নগদ মূল্য ৫১০ পয়সা।

সম্পাদক —

শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ ও শ্রী[illegible]নাথ কুমার।

মজলিস কার্য্যালয়—২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্ব-বিজয়-কবচ।

যাহা বহু অর্থব্যয় সাধ্য ও অসাধ্য ছিল, সেই বিশ্ব-বিজয়-কবচ সাধারণের হিতার্থে একরূপ বিনামূল্যে মাত্র খরচ বাবদ ১।✓০ আনা গ্রহণ করিয়া বিতরিত হইতেছে। এই বিশ্ব-বিজয়-কবচ শাস্ত্র অনুমোদিত ও সংশোধিত করিয়া প্রস্তুত করিতে হইলে ন্যূনকল্পে ৫০৲ টাকা ব্যয় পড়ে। এক ব্যয়ে বহু কবচ প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া ১।✓০ আনা।

ইহা ধারণে এক সপ্তাহের মধ্যে [illegible] বিপদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। পুরশ্চরণসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মন্ত্রশক্তি দ্রব্যগুণের অপূর্ব্ব সম্মিলন বিশ্ব বিজয় কবচ। ভক্তি সহকারে সাধ্যমত পূজা মানসিক করিয়া মন্ত্রপূত বিশ্ব-বিজয়-কবচ ধারণে মকর্দ্দমায় জয়লাভ, চাকরী প্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্যলাভ ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি, শত্রুদিগকে বশীভূত করা ও পরাভূত, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, কালাজ্বর প্রভৃতি মহামারীর হাত হইতে আত্মরক্ষা ও অকালমৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ অনায়াসে করা যায়। ইহা ধারণে অর্শ, অম্ল, স্বপ্নবিকার, আমাশয় সারে, বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়, মৃতবৎসা দোষ যায়, সুখপ্রসব হয়, নষ্ট সম্পত্তির পুনরোদ্ধার. বেশ্যাশক্ত-স্বামী স্ত্রী-অনুরাগী, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সর্প-দংশন নিবারণ হয়। প্রদর, বাধক, মৃগি, মূর্চ্ছা, ভূত প্রেত, পিশাচ, উন্মাদ, চোর, ও অগ্নিভয় হইতে রক্ষা পাইবার বিশ্ব-বিজয় কবচ ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ। ইহা ধারণে কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন হয় এবং অতি দরিদ্র ব্যক্তিও ধনবান হইয়া থাকে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ শিখ, পাঞ্জাবী আপামর সাধারণ ভারতবাসী, রাজা, মহারাজা, শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই কবচ ধারণ করিয়া প্রতিদিন অভাবনীয় ফললাভ করিতেছেন।

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান—"যোগমায়া আশ্রম" বৈদ্যনাথ ধাম, দেওঘর পোঃ, সাঁওতাল পরগণা।

সেল! সেল!! সেল!!!

গ্রাণ্ড রিডাকসন সেল, সস্তার চূড়ান্ত।

জগৎবিখ্যাত "বি" টাইমপিসের আদর চিরদিন ভারতের ঘরে ঘরে হইয়া আসিতেছে। ইহার নূতন পরিচয় দিবার আর কিছুই নাই। কলকব্জা অতি সূক্ষ্ম ও মজবুত। একদমে ৩৬ ঘণ্টা চলে। গ্যারাণ্টি ৩ বৎসর। গ্রাহক—সাবধান! উপহার নামক 'অশ্বডিম্ব' লইয়া ঠকিবেন না। কারণ লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু। জগৎ-বিখ্যাত "বি" মার্কা জার্ম্মাণ দেশে প্রস্তুত দেখিয়া লইবেন। মূল্য ১টী ১৸০ এলার্মিং বা ঘুম ভাঙ্গান ২৷৷০ টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

দি টাইমপিস্ সেলার

৩০, গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পদ্মমধু

বিখ্যাত চিকিৎসকগণের সুপ্রশংসিত হাটখোলা দত্তবাড়ীর পদ্মমধু ভুবন বিখ্যাত। চক্ষু উঠা, ছানি, দৃষ্টিহীনতা, রাতকাণা, ঝাপসা দেখা, চক্ষু কর্ কর্ করা, লাল হওয়া পাতায় পাতায় জুড়িয়ে যাওয়া চক্ষুজ্বালা ও অর্দ্ধদৃষ্টি, অদূর দর্শন প্রভৃতি চক্ষের যাবতীয় পীড়া প্রশমিত হয় এবং চক্ষু স্নিগ্ধ ও শীতল থাকে ও জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয়। মূল্য প্রতি ড্রাম ১৲ ৩ ড্রাম ২৷৷০, ডাঃ মাঃ ।✓০ আনা।

এন, দত্ত ব্রাদার্স, জন্মভূমি কার্য্যালয়,
৭৯নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এন. কে. মজুমদার এণ্ড কোং
হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ড্রাম ✓৫ ও ✓১০ পয়সা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
ব্রাঞ্চ ঔষধালয়—১২ নং সেণ্ট্রাল এভিনিউ, ২১৭ নং অপার চিৎপুর রোড, ১৩৩।১ বহু-বাজার ষ্ট্রীট, ৬৬।৪ নং রসারোড, কলিকাতা।
কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স—পুস্তক ড্রপার সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ১০৪ শিশি ২৲, ৩৲, ৩।০, ৫।০, ৬৸০, ১১।০ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা রত্নাকর (বাঁধান) ২।০ টাকা, মাশুল ।✓০।

মজলিস

১৬।৫৫

হট্টমালার দেশ।

শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

আগেই বলিয়া রাখি যে, যে দেশের কথা এখানে লিপিবদ্ধ হইতেছে সেখানে তরুণের দল প্রবল হইয়াছে—পুরাতনকে পশ্চাতে ফেলিয়া নূতনে অগ্রসর হইতেছে। সেখানে পুরাতনের প্রভাব একেবারে দূর হয় নাই বটে, প্রবীন তখনও শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে বটে, কিন্তু নবীনের সঙ্গে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়া আছে এবং এই নবীন ও প্রবীণের যুদ্ধে কোন পক্ষ জয়ী হইবে—তাহা লইয়া অনর্থক আলোচনারও অন্ত রহে নাই।

প্রবীণ বৃক্ষে বসন্ত হিল্লোল লাগিলে এবং তাহা হইতে নব পত্র পুষ্পের উদ্গম সম্ভাবনা দেখা দিলে যেমন তাহার মজ্জার মহায় নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব বাধিয়া যায় এবং বৃক্ষের পুরাতন পত্রপুষ্প নবীনের সঙ্গে সমপর্য্যায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়াও পারে না, কালধর্ম্মে আপনিই ভূলুণ্ঠিত হয়, এবং নূতনকে তাহার পুরাতন অধিকার ছাড়িয়া দিয়া যায়, যে দেশের নবীন ও প্রবীনের অন্তরে সেদিন জয়ের আকাঙ্খা ও পরাজয়ের সংশয় ঠিক তেমনই ভাবেই দোল খাইতেছিল। কিন্তু এই জয়োন্মুখ নবীন যেদিন পুরাতন হইবে, সেদিন যে, তাহাদের অবস্থা এই অবসান মুখ প্রবীনের চেয়ে কোন অংশেই ভিন্ন হইবে না—এই জয় পরাজয়ের নিরতিশয় চাঞ্চল্যে সে কথা কাহারও মনেই জাগিয়া উঠে নাই।

মানুষের অন্তরের যেদিন এই অবস্থা সেদিন সেই দেশের বৃদ্ধ রাজার তরুণী কন্যার সহসা পুতুল খেলার সখ দেখা দিল। রাজার একমাত্র কন্যা, তাঁহার সখ—সুতরাং দেশের সমস্ত পুতুলের কারিকরদের মধ্যে পুতুল গড়িবার সাড়া পড়িয়া গেল। রাজা বৃদ্ধ—তিনি দেশের বৃদ্ধতম কারিকর রামলালকে ডাকিয়া বলিলেন "রামলাল আমার কন্যার মনোমত পুতুল তোমাকে গড়িয়া দিতে হইবে।"

বৃদ্ধ রামলাল করযোড়ে নিবেদন করিল "মহারাজ, আর কি আমার সে শক্তি আছে যে, আজ আবার রাজবাড়ীর মনোমত পুতুল গড়িয়া দিব? সে কাল ত গিয়াছে মহারাজ।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "বুড়া, বুড়া হইয়া তোমার মতিভ্রম হইয়াছে—[illegible] যত, ভয় করিও না—ভাল করিয়া পুতুল গড়িয়া আন।"

বুড়া রামলাল হাসিয়া প্রস্থান করিল বটে, কিন্তু জয় সম্বন্ধে মনে তাহার সংশয় পুরামাত্রাতেই রহিয়া গেল।

(২)

এই রাজ্যে একদিন এমন সময় ছিল, যখন পুতুল তৈয়ারী করিবার এবং তাহার মধ্যে দক্ষতা ও কৃতিত্ব দেখাইবার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত এবং দেখিবার লোকেরও অভাব হইত না। কিন্তু কালধর্ম্মে মানুষ জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত হইয়াছে, তাহারা পুতুল খেলা ছাড়িয়াছে, পুতুল তৈয়ারীও ছাড়িয়াছে। কারণ পুতুল খেলা শুধু পুতুল খেলা ছাড়া আর কিছুই নয় একথা বুঝিতে প্রায় কাহারও বাকী নাই। কিন্তু এই পুতুল খেলা ছাড়িয়া অন্য কোন বীরোচিত খেলা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কল্পনা তাহাদের আসেও নাই এবং আসতেও দেখা যায় নাই। সুতরাং নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকাই তখন সে রাজ্যের সভ্যতা হইয়া উঠিয়াছিল। এই সভ্যতা যে রাজ্যের সভ্য বৃদ্ধ হইতে সভ্য বালককে পর্য্যন্ত একেবারে অভিভূত করিয়া দিয়াছে, এই সভ্যতাকে নিত্য নূতন ভাবে সভ্য করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টায় এই মহাসত্যটা কাহারও নজরেই পড়ে নাই।

কিন্তু এই সময়েই কোথাকার কোন দূর দেশ হইতে এক পরদেশী ভাস্কর আসিয়া অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্যে ও অনিন্দ্য কারুকার্য্যে এমন সব পুতুল তৈয়ারী করিয়া জন সমক্ষে উপস্থাপিত করিল যে, তাহা দেখিয়া স্বয়ং রাজকন্যা মুগ্ধা হইলেন। আর রাজা তাহাই দেখিয়া যখন নিজের অনুচরদের আহ্বান করিলেন তখন তাহারা তাড়াতাড়ি যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু বিপক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের বহুকালকার অব্যবহৃত তরবারি কোষমুক্ত করিবার আগেই চাহিয়া দেখিল যে, তাহাদের আপন আপন মস্তক সব নিজের নিজের পায়ের তলায় পড়িয়া আছে, আর তাহাদের নিশ্চেষ্ট বাহু শতচেষ্টায়ও শতবর্ষের অব্যবহৃত তরবারি কোষমুক্ত করিতে পারিতেছে না।

অবস্থা যখন এইরূপে প্রগাঢ় শোচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছে এবং একদিনকার দিগ্বিজয়ী ভাস্করগণ এক বিদেশী তরুণ শিল্পীর কাছে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইবার অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে তখনই রাজা বৃদ্ধ রামলালকে ডাক দিলেন। বৃদ্ধ রামলাল যৌবনে এরাজ্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিল। তাহার কারুকার্য্যে একদিন দিল্লীর সম্রাটগণ পর্য্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ রামলাল সেদিন এত বৃদ্ধ হইয়াছিল যে, এই জয়োন্মুখ নবীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে দাঁড়াইতেই সে ইতস্ততঃ করিতেছিল; কারণ এ যুদ্ধে পরাজয় হইলে পরাজয়ের ক্ষত এই বৃদ্ধের পক্ষে এত যন্ত্রণাদায়ক হইবে যে, জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টা তাহার একেবারে অশান্তি পূর্ণ হইয়া উঠিবে। আর জয় হইলে তাহা এই বৃদ্ধকে মোটেই স্পর্শ করিবে না, কারণ এমন জয় সে অনেক করিয়াছেও বটে, আর এই নবীন প্রতিপক্ষ, প্রতিপত্তি হইলেও বয়সের অনুপাতে তাহার স্নেহের সামগ্রী—জয়োন্মত্ত নবীন তাহা না বুঝিলেও বহুদর্শী প্রবীন তাহা বুঝিয়াছে তাই সংগ্রাম হইতে সে নিজেই বিরত থাকিতে চাহিয়াছিল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা অপকার হইতেছিল—সেটা স্বার্থের। তাহার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্যে এই বৃদ্ধ এতদিন যাহাদের হাতে ধরিয়া শিখাইয়াছে, যাহারা এতদিন এই বৃদ্ধ রামলালের একান্ত অনুগত শিষ্য ছিল, এই পরদেশী নবীনের নূতন মন্ত্রের মোহে আকৃষ্ট হইয়া তাহারও আজ এই বৃদ্ধকে ছাড়িয়া নূতনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে; আর নূতন ও পুরাতন অভিধান দিয়া দুইটা বিভিন্ন সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতেছে। তাহাতে শিল্পের উন্নতি হয়ত ভবিষ্যতে হইবে হয়ত হইবে না; কিন্তু এই দ্বন্দ্বকে উপলক্ষ্য করিয়া ঘরে যে আজ বাহিরের ঝড় প্রবেশলাভ করিল—বাহিরের ঝড় সত্যই যদি একদিন অন্তর্হিত হয় তবু ঘরের ভিতরকার এই ঝড়কে যে কিছুতেই বাহির করা যাইবে না তাহা দেখিয়া ও বুঝিয়াই এই বৃদ্ধ আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু শক্তি সেদিন এই বৃদ্ধকে ছাড়িয়া এতদূরে চলিয়া গিয়াছিল যে, সে শক্তি সংগ্রহ আর রামলাল কিছুতেই করিতে পারিতেছিল না, অথচ তাহার শক্তির বিচ্ছিন্ন অংশগুলাকে একত্র না করিলেই আর চলে না, তাহাও বুঝিতে কিছু মাত্র বাকী ছিল না।

(৩)

সপ্তাহ পরে রাজসভায় রামলালের আবার ডাক পড়িল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—আর রামলাল পুতুল গড়িতেছ?

রামলাল সাহস করিয়া উত্তর দিল, এখনও গড়ি নাই মহারাজ, আদর্শ খুঁজিতেছি।

রাজা অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন—একটা আদর্শ খুঁজিতেই যদি তোমার এক সপ্তাহ যায় তাহা হইলে তোমার জীবদ্দশায় আর পুতুল গড়া হইবে না, রামলাল একটু হাত চালিয়ে নাও।"

বৃদ্ধ রামলাল সবিনয়ে নিবেদন করিল—"তাহাই হইবে মহারাজ, আপনি এই পরীক্ষার একটা দিন স্থির করিয়া দিন। সেইদিন দেশের সমস্ত কারিকর আপনার প্রদর্শনীতে নিজ নিজ বিদ্যার পরিচয় দিবে আর আমার হাত যদিও কাঁপে তবু আমি মহারাজের আদেশে এই শেষবার আমার বহু পুরাতন শক্তিকে নিয়োজিত করিব—জয় পরাজয় অবশ্য নারায়ণের হাতে।"

(ক্রমশঃ)

প্রবঞ্চিত ও প্রবঞ্চক।

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ।
কাব্যসাংখ্যতীর্থ

কেবল ঠক্‌তে ঠক্‌তেই চলেছি। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, কেউ আর ঠকাতে পারলে ছাড়ে নি। কোথায় কোথায় কিরূপ ভাবে প্রবঞ্চিত হয়েছি তা গুছিয়ে লিখতে পারলে

একখানি বেশ শিক্ষাপ্রদ পুস্তক তৈয়ারী হয়; কিন্তু সে আর দরকার নেই, আর সে সব লিখলে অনেক বন্ধুই অভিমান কর্ব্বে, বলবে, ভাই না হয় প্রবঞ্চনাই করেছি তাবলে এমন ঢাক বাজান কি তোমার উচিত!

কিন্তু একটী বন্ধুর সাধুতা না বলে থাকতে পাচ্ছিনা। বন্ধুটীর একটী ছাপাখানা ছিল। ছাপাখানায় কর্ম্মচারী মাহিনা না পাওয়ার জন্য চিরকালই কাজ ছেড়ে দিত আর বাড়ীওয়ালা চিরকালই নালিশের ভয় দেখাত। কিন্তু উপার্জ্জিত অর্থ সব কোথায় যেত তা ভগবান জানেন। অথচ বন্ধুটীর দেনা হয়ে দাঁড়াল চার পাঁচ হাজার টাকা। ছাপাখানার গণেশ কাত হলেন. লালবাতী জলে উঠলো, বন্ধু মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন। আমার প্রাণে দয়া উপজিল। আহা বন্ধু সে! শুধু বন্ধু! তখন সে আমার বন্ধু, সুহৃৎ, সখা, মিত্র। তাকে দেখবো না? এই ভেবে আমার এক বিধবা ভগ্নীর হাজারখানেক টাকা তাকে দিতে চাহিলাম। সে মহা ধর্ম্মভীরুর মত জিভ্ কামড়ে বললে—"বিধবার টাকার ব্যাপার!" কিন্তু পরক্ষণেই পাছে শিকার ফস্কে যায় তাই বল্লে—কিন্তু এ টাকা আমি কারবারে ফেলবো না, এটা যেন আমি নিজে নিচ্ছি। কারবারে আরো একজনের সেয়ার আছে সে আবার টাকাটা অস্বীকার কর্ত্তে পারে।" আমি বন্ধুর সততা দেখে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে তার হাতে টাকা তুলে দিলাম। সে নেবার সময় গম্ভীরভাবে বল্লে একটা লেখা পড়া করে নিও, কি জানি যদি মরে যাই। আমি আত্মীয়তা দেখিয়ে বল্লাম—"যদি হঠাৎ আমার বন্ধু বিয়োগই ঘটে সে ক্ষতির কাছে সামান্য টাকার ক্ষতি অতি তুচ্ছ। আর লেখা পড়ার দরকার নেই।"

আমার এই নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে যে কি ঘটল তা আর বুঝিয়ে বলে কি হবে। কলিকাতায় এক অজ্ঞাত-কুলশীলকে একেবারে অতি বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম তার ফল হাতে হাতে পেলাম।

তাই বলছিলাম চিরকালটা ঠকেই আসছি, কিন্তু তবুও ত হুঁস হচ্ছে না! আমার বন্ধুরা এবং ছাত্রেরা আমার চরিত্রে দোষ দেয় এই বলে, আমি আদৌ লোক চিনতে পারি না। কিন্তু ভগবানের মূর্ত্ত-প্রতীক, নররূপী নারায়ণের মাঝে যে এমন সব দুষ্ট বুদ্ধি থাকতে পারে তা কি করে জানবো?

এই সেদিন একটা ছেলেও আমায় হদ্দমদ্দ ঠকিয়ে গেল, অবশ্য তুচ্ছ বিষয় নিয়ে। পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামীর এক প্রবন্ধ পড়ে আমার মনে হলো আমিও agriculture কর্ব্বো। মনে মনে জল্পনা-কল্পনা কচ্ছি এমন সময় দেখি কলিকাতার রাস্তা দিয়ে এক ছোক্‌রা ফুলগাছ ফেরী করে যাচ্ছে। আমি তাকে ডেকে কিছু ফুল গাছ কিনলাম এবং জিজ্ঞেস কল্লুম "হাঁহে, তোমার কাছ হতে বীজ পাওয়া যায়?" সে বল্লে, আজ্ঞে হাঁ, নানারকম গাছের বীজ পাওয়া যায়।" তার পর সে তার ফার্ম্মের বীজের পরমাশ্চর্য্যময়ত্বর সম্বন্ধে এমন সব হাত মুখ নেড়ে বর্ণনা কর্ত্তে লাগল যে আমি মুগ্ধ হয়ে ভাবলাম, তবে আর কি? আমি একদিন আমার বাগান দেখাতে বাঙলার লাটকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতে পার্ব্বো।

দু'দিন পরে আমার কথা মত সে বীজ এনে উপস্থিত করলে। খামে মোড়া, তাতে তার ফার্ম্মের ছাপ দেওয়া, মূল্য ছ' আনা। আমার হাত হতে মূল্য নেবার সময় সে বল্লে, "দেখবেন, এখন যেন মোড়া খুলবেন না, তাহলে বাতাস লেগে সব বীচি খারাপ হয়ে যাবে!" হাঁ, আমি ত খুলি, আমি অমন ন্যাকা ছেলে নইহে বাবু এই সব ভেবে চিন্তে অতি সন্তর্পণে সেই মোড়কটী বাড়ী এনে মার হাতে দিয়ে বল্লাম—এতে যে সব বীচি আছে বাগানে পুতে দাও। এতে নানারকম বিলাতি বীচি আছে। ছ-আনা দাম। মা সেই খামখানি নিয়ে চলে গেল। কিন্তু খানিক পরেই এসে বললে "হাঁরে একি সত্যই পয়সা দিয়ে কিনিছিস্ নাকি?"

আমি বললাম, "কি আছে দেখি" বলে খামের ভিতরের মাল দেখলাম—পাঁচটা লাউ বীচি, এগারটা ঝিঙে বীচি, আর গোটাকতক পুঁইশাকের বীচি! মাথায় বজ্রাঘাত পড়ল। এই পুঁইশাকের বাগান লাটসাহেবকে কি দেখাবো গো? যাক্, তাড়াতাড়ি বুদ্ধি করে মাকে বললাম, "না, কিনবো কেন, একটী বন্ধু দিয়েছে।" যার মূল্য একটুকরা তাম্রমুদ্রা,যা ব্যাঙ্কে চলে বাজারে চলে না তা আবার উপহার,—হয়তো এই ভেবে মা হাসতে হাসতে চলে গেল।

যাক্ বাজে কথা। তবে হয়ত পাঠক পাঠিকা আমায় ঠাট্টা করে বলবেন—লোকটা কি হাঁদা দেখ, কোথায় কার কাছে ঠকেছে তা সকলকে শুনিয়ে বেড়াচ্ছে। জানি হে

জানি। ছেলে বেলায় পড়েছিলাম "এবং চাপমানঞ্চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ"

কিন্তু তা সত্বেও কেন এই প্রবন্ধ লিখতে বস্‌লাম তার একটা গূঢ় কারণ আছে। আমি এই সব প্রবঞ্চনা থেকে একটা সত্য আবিষ্কার করেছি। সেটা এই মানুষ প্রবঞ্চিত হতে হতে ক্রমে কালক্রমে নিজেই একটা প্রবঞ্চক হয়ে দাঁড়ায়। আমারও দশা তাই হয়েছে। আমি প্রবঞ্চিতও বটে আবার প্রবঞ্চকও বটে। তবে আমার প্রবঞ্চনার কষ্টিপাথর কে জান। সে আর কেউ না—আমার মা ও আমার স্ত্রী।

বাল্যকালে গ্রাম্যস্কুলে পড়বার সময় মাঝে মাঝে কোথায় উধাও হয়ে যেতাম এবং মা জিজ্ঞেস করলে তাকে কেমন ঠকাতাম, তা মনে পড়ে। আবার কলিকাতায় যখন মাথামুণ্ডু মহাকাজে ব্যস্ত তখন বাড়ী যেতে দেরী হলে মাকে কিরূপ মিথ্যাপ্রপঞ্চে প্রবঞ্চিত কর্তাম তাও মনে পড়ে, আর শত শত ছোট-বড় বিষয় নিয়ে মাকে কিরূপ প্রবঞ্চনা করি তাত দেখতেই পাচ্চি।

আর স্ত্রী? সেও বড় আমার দ্বারা কম ঠক্‌চেনা। সে যখন তার বাপের বাড়ীর চিঠি আমাকে দিয়ে লেখায় তখন সেই চিঠিতে তার মুখের কথা যে উল্‌টে পাল্‌টে গিয়ে আমার মনের কথা হয়ে দাঁড়ায় তা সে জানেও না। তার বাপের বাড়ী হতে যখন দুঃসংবাদ আসে তা আমি যে কিরূপ চাপা দিয়ে পড়িয়ে শোনাই তাও বেচারী বুঝতে পারে না। তার পর যখন তার গা হতে এক একখানি গহনা খুলে নেবার প্রয়োজন হয় তখন আমি যে কিরূপ তার পক্ষে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হয়ে উঠি তা সে স্বপ্নেও জানতে পারে না।

কিছুদিন পূর্ব্বে তার উপর আমার প্রবঞ্চনা বুদ্ধিটা খুব বেশী করেই খাটাতে হয়েছিল। ব্যাপারটা এই।

তার এক সোহাগের দাদামশাই ছিল। হঠাৎ একদিন তার কঠিন পীড়ার সংবাদ এসে পড়ল। স্ত্রী বড় অধীর হয়ে উঠল এবং মামার বাড়ী যাবার জন্ম আমায় ধরে বসল। আমার যে নিয়ে যেতে আপত্তি ছিল তা নয়। কিন্তু এমনি সময়ের অভাব যে আজ যাই কাল যাই করে যাওয়া আর হয় না। সে একদিন অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হয়ে আমায় বল্‌লে অমুক ত রোজ আমার মামার বাড়ী হতে কল্‌কেতায় আনাগোনা করে, তাকে জিজ্ঞাস করো দাদামশাই কেমন আছে।" আমি সেই অমুককে জিজ্ঞাসা করে যা তথ্য সংগ্রহ করলাম তা বড় সুবিধে গোছের নয়। কিন্তু তাকে কি বলি? কখনো, "ভাল আছে" কখনো "সেই রকম আছে" বলে দিন কাটিয়ে দিতে লাগলাম, এবং বেচারীকে তার দাদা মশাইএর কাছে শীগ্‌গির নিয়ে যাবো এরূপ ব্যবস্থাও কর্‌তে লাগলাম।

হঠাৎ একদিন খপর এল দাদামশাই স্বর্গে চলে গেছেন। যাঃ কি করি এখন? বড়ই মুস্কিলে পড়লাম।

বাড়ীতে সে যখন জিজ্ঞেস্ কর্লে, "কেমন আছে।" বল্লাম বটে "ভাল আছে" কিন্তু পরক্ষণেই একটু গম্ভীর হয়ে বল্লাম, "কিন্তু আহা, যা কষ্ট পাচ্চে। যদি স্বর্গে চলে যায় ত খুবই শান্তি পায়। কি বল, না?"

সে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—"তা বটে।"

দু'তিন দিন পরে কথাপ্রসঙ্গে তাকে বল্লাম, "আচ্ছা, বলাও যায় না যদি তোমার দাদামশাই মারা যান্ তুমি কি পা ছড়িয়ে বসে কাঁদবে?" সে আত্মমান বজায় রাখতে গিয়ে বল্লে, "কাঁদবো কেন?" আমি তার বুদ্ধির তারিফ করে বল্‌লাম—"ঠিক যে যাবার সে ত যায় অনেকে মিছি মিছি কেঁদে কেঁদে মরে। আর স্বর্গ হতে সে হেসে বলে, কি মুখ্যু দেখ, আমার জন্যে কেঁদে মরচে।"

আর ত চেপে রাখা যায় না। তাই দুই একদিন পরেই বল্‌তে হলো, "তোমার দাদা মশাই স্বর্গে চ'লে গেছেন।" কিন্তু বল্‌বার সময় এমনি কাব্য প্রসঙ্গ আরম্ভ কর্লাম যে সে হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রইল। কি করে সজ্ঞানে দাদা মশাইএর মৃত্যু হয়েচে, কিরূপ সেই সময় ঘরটা হঠাৎ আলোকিত হয়ে গিছল, অর্থাৎ দেবদূতেরা নিতে এসেছিল ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে তাকে অভিভূত করে ফেল্‌লাম। সে শুম্ হয়ে বসে রইল। বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মে তার কপালের চুল ভিজে যেতে লাগল। বোধ করি তার বুক ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে লাগল, কিন্তু তবুও সে কাঁদলে না। আমার কাছে ছোট সে হতে পারে না। তাই কাঁদলে না, কিন্তু শোকের সবলক্ষণগুলোই ফুটে উঠলো। খানিকক্ষণ পরেই সে আমার কাছ হতে উঠে চলে গেল।

কি বলতে যাচ্ছিলুম? মনে পড়েছে। আমার বক্তব্য এই মানুষ যেমন ব্যবহার পায় তেমনি ব্যবহার কর্ত্তে চায়। যে বধূ শাশুড়ী ননদের দাঁতখিঁচানী খেয়ে খেয়ে দিন কাটায়

সেই আবার যখন শাশুড়ী বা ননদ হয় তখন ষোল আনা শোধ তুলে নেয়। যে ছাত্র শিক্ষকের বেত খেয়ে খেয়ে পশু জন্ম সার্থক করে সে যদি হড়ায় গড়ায় শিক্ষক হয়ে বসে তার সে প্রতাপ দেখে কে? তার ছাত্র সভ্যে থরহরি কম্প এসে পড়ে। যে কেরাণী আফিসে সাহেবের জুতার ঠোক্কর খেয়ে দিন কাটায় সে যদি সৌভাগ্যবশে বাড়ীতে চাকর রাখে ত সে চাকরের ভাগ্যে লাথিটা চাপড়টা দৈনন্দিন ব্যাপারে পরিণত হয়। আর আমার মত ঠকে ঠকেও যার হুঁস হয় না সে বাগে পেলে তার মুঠোর ভেতর যে যা যারা আছে, সে অবলা হোক আর অন্ধ জানোয়ার হোক তাকে ঠকাবেই ঠকাবে—এতে আর ভুল নাই—ভুল নাই।

তথ্য-পঞ্চক।

[শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়]

(১)

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ সংবাদ পত্র খানা Aix lachappleএর মিউজিয়মে রেখে দেওয়া হয়েছে। কাগজ খানা লম্বে সাড়ে আটফিট, এবং প্রস্থে ছয় ফিট।

(২)

সুয়েজ খাল থেকে বছরে আয় হয় ২,৭৫০,০০০ পাউণ্ড।

(৩)

লণ্ডনের চিড়িয়াখানার সব চেয়ে বড় কুমীর লম্বায় চোদ্দ ফিট, বয়স প্রায় নব্বই বছর।

(৪)

হাউস অব্ পার্লিয়ামেণ্ট তৈরী কর্ত্তে প্রায় ৩৫০০০০০ পাউণ্ড খরচ হয়েছিল।

(৫)

লণ্ডন মিউনিসিপ্যালিটীর বৎসরে ২৪ কোটী টাকা আয়। কলিকাতা ও বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীর প্রত্যেকের বাৎসরিক আয় প্রায় এক কোটী টাকা হইবে।

চিত্তরঞ্জন।

বাঙ্গালার ইন্দ্রপাত হইয়াছে! ভারতের সুনীল গগনে স্বরাজের যে উজ্জ্বল পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল তাহা অকস্মাৎ খসিয়া পড়িয়াছে—সহসা ভারতমাতার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আর ইহজগতে নাই। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৫॥০ ঘটিকার সময় দিনমণি যখন অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইতেছিলেন, সেই সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনেরও আয়ু-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দেশাত্মবোধের মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন। যৌবনে তিনি পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া যে সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, প্রৌঢ়ে দেশমাতৃকার ঋণ পরিশোধ করিতে করিতে তিনি সে সাধনা যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় দেশ যখন তাঁহার কাছে আরও কিছু নবীনতর প্রখরতর পাইবার আশা করিতেছিল, সেই সময় তিনি কাল সাগরে নিমজ্জিত হইলেন।

তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার ছিলেন। দৈনিক এক হাজার টাকা তাঁহার উপার্জ্জন ছিল। এই অগাধ টাকা তিনি ধূলিমুষ্টির ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া ভিখারী হইয়াছিলেন। জীবনের শেষ সম্বল রসারোডের বাড়ীখানিও তিনি মৃত্যুর কতিপয় দিবস পূর্ব্বে দেশের কার্য্যে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহার সহিত রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেকের মতভেদ ছিল, এখনও আছে, কিন্তু তাই বলিয়া আজ তাঁহার অতি শত্রুকেও স্বীকার করিতে হইবে যে দেশবন্ধু অকপট, সরল, অপ্রমেয় স্বদেশ হিতৈষী ছিলেন। দেশকে তিনি কখনও ওজন করিয়া ভালবাসেন নাই, তাঁহার দেশাত্মপ্রীতি ছিল—মাতৃস্তন্য পীযূষধারার ন্যায় গাঢ়, নির্ম্মল ও অনাবিল। তাই দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মুক্তির জন্য তিনি সত্য বলিয়া যাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেন, অকপটে তাহা প্রকাশ করিতে একটুও পশ্চাৎপদ হইতেন না।

দেশবন্ধু নির্ভীক, সাহসী, তেজস্বী মহাপুরুষ ছিলেন। সত্যের জন্য তিনি অত বড় আমলাতন্ত্রের ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করিতে বিন্দুমাত্র কাতর হন নাই। তাঁহার এই অদম্য অধ্যবসায় ও অকুতোভয়তার জন্য আজ কর্পোরেশন বাঙ্গালীর হস্তগত হইয়াছে, দ্বৈত শাসনের প্রত্যাহার করিতে হইয়াছে। তিনি আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে হয় ত আমলাতন্ত্রকে দেশবাসীর ন্যায্য দাবী পরিপূরণ করিতেই হইত।

আজ কি দিয়া মনকে প্রবোধ দিব, কি বলিয়া তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাইব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। ভগবান তাঁহার অমর আত্মার কল্যাণ বিধান করুন, ইহাই মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা।

কানাডা

(১) উত্তর আমেরিকার উত্তরে কানাডা প্রদেশ ইংলণ্ডের একটী উপনিবেশ রাজ্য। ইহা উত্তর আমেরিকার প্রায় অর্দ্ধাংশ—সমগ্র ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের প্রায় তৃতীয়াংশ। কানাডার উপনিবেশ প্রথমে ফরাসী কর্ত্তৃক গঠিত হয়। ১৬০৮ খ্রী: তাঁহারা সেণ্ট লরেন্স নদীর উপকূলে আসিয়া প্রথম বসতি করেন। তৎপরে ১৭৬০ খ্রী: ইংলণ্ড ফ্রান্সের নিকট হইতে ইহা অধিকার করিয়াছেন। ১৮৬৭ খ্রী: কানাডা রাজ্য নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার আয়তন ৩৫,১০,০০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ২২০০০০০ জন। এ দেশের শতকরা ৮৫ জন কৃষক, তাহারা নিজের জমি নিজেরাই চাষ করিয়া থাকে।

(২) কানাডা কয়েকটি উপনিবেশের সমষ্টি। প্রত্যেক উপনিবেশ সেই উপনিবেশ সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপারে স্বাধীন। তাহাদের স্বতন্ত্র পার্লিয়ামেণ্ট আছে, তাহাতে উপনিবেশ সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের মীমাংসা হয়, কিন্তু যে সকল ব্যাপারের সহিত সকল উপনিবেশের সম্বন্ধ তাহা নির্ব্বাহের জন্য সমস্ত উপনিবেশের প্রতিনিধি লইয়া একটি পার্লিয়ামেণ্ট আছে। রাজধানী অটোয়া সহরে এই পার্লিয়ামেণ্টের সৌধ অতীব মনোহর। তথায় ইংলণ্ডেশ্বরের একজন গবর্ণর জেনারেল থাকেন এবং প্রত্যেক প্রদেশ একজন করিয়া ছোট লাটের অধীনে শাসিত হইতেছে।

(৩) কানাডার অন্তর্গত বারমিউডাস কতকগুলি দ্বীপপুঞ্জ লইয়া গঠিত। উহা নিউইয়র্ক সহর হইতে প্রায় সাতশত মাইল দূরবর্ত্তী। তথাকার "বার মিউডাস ফ্লোটিং ডক" পৃথিবীর মধ্যে সুবৃহৎ। ইহা ৫৪৫ ফিট দীর্ঘ এবং ১০০ ফিট প্রস্থ।

(৪) সুপীরিয়ার হ্রদের ন্যায় সুবৃহৎ স্বাদু জল হ্রদ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। ইহা ৪০০ মাইল দীর্ঘ ও ১৬০ মাইল প্রস্থ, পরিমাণ ফল প্রায় ৩২,০০০ বর্গমাইল। ইহার জল লবণাক্ত নহে।

(৫) ১৮৩৭ খ্রী: ১৯শে মার্চ্চ কানাডায় প্রথম রেলপথ খোলা হইয়াছে। বর্ত্তমানে তথায় ৩৯,০০০ হাজার মাইল রেলপথ বিস্তার হইয়াছে।

(৬) কানাডার অন্তর্গত অণ্টারিও নামক স্থানে আবগারী আইনে এক অদ্ভুত নিয়ম আছে। মত্ত অবস্থায় দেশে কোন মাতাল যদি দৈবদুর্ঘটনায় হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে সে যে দোকান হইতে মদ্য পান করিয়াছিল সেই দোকানের মালিকের নিকট হইতে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিন সহস্র টাকার দাবী করিতে পারে।

(৭) কানাডা ও মার্কিণ যুক্তরাজ্যের সীমা নির্দ্ধারণ জন্য প্রতি মাইলে একটি করিয়া স্তম্ভ আছে। উহা বন নদী প্রভৃতির মধ্য দিয়া গিয়াছে। হ্রদের উপর কৃত্রিম দ্বীপ নির্ম্মিত হইয়াছে।

(৮) এক মহাদেশে যত প্রকার বিভিন্ন জলবায়ু, যত প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয়, যত প্রকার খনিজ পদার্থ আছে, তৎসমুদয়ই এই কানাডায় দৃষ্ট হয়। ইহার ভূগর্ভে অপরিমিত ধনরত্ন সঞ্চিত। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, নিকেল, কয়লা, পেটলিয়ম প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্যই এস্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানে যত যব উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ আর কোন দেশে হয় না।

(৯) কানাডার উত্তরাংশ মেরু প্রদেশের অন্তর্বর্ত্তী। শীতকালে ইহা তুষারে আবৃত থাকে। বৎসরের কয়েক মাস সূর্য্য সর্ব্বদা উদিত থাকে এবং অপর কয়েক মাস সূর্য্য দিকচক্র রেখার উপরে প্রায় দেখা যায় না। গ্রীষ্মের সময় অত্যধিক গরম হয়, কিন্তু উত্তাপের কোন স্থিরতা নাই। শীত অনেক দিন থাকে এবং অতিশয় তীব্র। উত্তরের শীতল বায়ু দক্ষিণে অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। রাত্রি অতিশয় দীর্ঘ।

(১০) কানাডার বিশাল সমতল ক্ষেত্রের মধ্যভাগে তৃণাকীর্ণ বিস্তৃত স্থান আছে। ইহার অনেক অংশ এক্ষণে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কানাডা রাজ্য হইতে প্রচুর পরিমাণে দেবদারু জাতীয় কাষ্ঠ, গম; গোমেষাদি পশু, চর্ম্ম, লোম নানাবিধ মৎস্য রপ্তানী হইয়া যায়। কৃষি, পশুচারণ ও কাষ্ঠ বিক্রয় এ দেশবাসীর প্রধান ব্যবসায়। ইংলণ্ড ও মার্কিণের সহিত ইহার প্রধান বাণিজ্য। এদেশের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা।

গিরিশচন্দ্র।

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

(১৭)

গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার।

("মৃণালিনী" নাটকাভিনয়)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ধর্ম্মদাসবাবু কর্ত্তৃক পরিচালিত গ্রেট ন্যাসন্যাল সম্প্রদায় দিল্লী হইতে লাহোর, আগ্রা, বৃন্দাবন, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে অভিনয় করিয়া মে মাসের প্রায় মাঝামাঝি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ১৫ই মে তারিখে গ্রেট ন্যাসান্যালে 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকের পুনরভিনয় ঘোষণা করা হয়। বিজ্ঞাপনের নিম্নে নিম্নলিখিত নোটিশ বাহির হইয়াছিল :—

"The portion of the Company, lately giving so many successful performances in Delhi, Lahore, etc- so favourably noticed in the Papers, having just returned to Calcutta, the performances henceforth will be on a grand scale."

পশ্চিমপ্রদেশে নানাস্থানে অভিনয়পূর্ব্বক সম্প্রদায় প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছিলেন, বিশেষতঃ লাহোরে কাশ্মীরের মহারাজার সম্মুখে অভিনয় করিয়া গ্রেট ন্যাসন্যাল সম্প্রদায় যেরূপ যথেষ্ট অর্থ পাইয়াছিলেন, সেইরূপ শাল, জামিয়ার, স্বচ্ছ পাথর প্রভৃতি বহুমূল্য পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া ইহারা থিয়েটারের মালিক ভুবনমোহন বাবুকে যৎসামান্য অর্থ এবং কাশ্মীরাধিপতির উপহার স্বরূপ একখানি অল্পমূল্যের কাশ্মীরি রুমাল এবং একখানি ছোট পাথরের রেকাবি প্রদান করেন।

কিছুদিন পরে সমস্ত রহস্য প্রকাশ হওয়ায় এবং থিয়েটারে লোকসান ও হিসাব পত্রের খাতায় গোলযোগ ইত্যাদি নানাকারণে বিরক্ত হইয়া ভুবনমোহনবাবু আগষ্ট মাস (১৮৭৫ খ্রীঃ) হইতে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে থিয়েটার লিজ প্রদান করেন।

কৃষ্ণধনবাবু গ্রেট ন্যাশন্যালের পরিবর্ত্তে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল থিয়েটার' নাম দেন এবং মহেন্দ্রলাল বসুকে ম্যানেজার করিয়া থিয়েটার চালাইতে থাকেন। পদ্মিনী * শরৎ-সরোজিনী, নীলদর্পণ, সতী কি কলঙ্কিনী, পুরুবিক্রম প্রভৃতি পুরাতন নাটকের পুনরভিনয় ব্যতীত ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল থিয়েটারে ২৩শে আগষ্ট তারিখে অপূর্ব্ব সতী, ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে ডাক্তারবাবু এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে কনকপদ্ম বা শকুন্তলা নূতন নাটক অভিনীত হয়। অক্টোবর মাসে শারদীয় পূজা উপলক্ষে থিয়েটার বন্ধ থাকে। পুনরায় ৬ই নভেম্বর তারিখে হেমচন্দ্রের বৃত্র সংহার কাব্য নাটকাকারে গঠিত করিয়া অভিনয় ঘোষণা করা হয়। প্রায় চারি মাস থিয়েটার চালাইয়া কৃষ্ণধনবাবু লাভ করা দূরে থাকুক, ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন, থিয়েটারের ভাড়া পর্য্যন্ত দিতে পারেন নাই। ভুবনমোহনবাবু বাধ্য হইয়া পুনরায় থিয়েটার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন।

(ক্রমশঃ)

* মহেন্দ্রলাল বসুর সাহায্য রজনী উপলক্ষে ৩রা জুলাই (১৮৭৫ খ্রীঃ) তারিখে গ্রেট ন্যাসন্যালে 'পদ্মিনী' প্রথম অভিনীত হয়। মহেন্দ্রবাবু ভীমসিংহ এবং গোপালচন্দ্র মজুমদার আলাউদ্দীনের ভূমিকা দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন।

রথযাত্রা।

শ্রীমনোমোহন বিদ্যারত্ন।

ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর বারমাসে "তের পার্ব্বণ" ছিল একদিন, যেদিন হিন্দু সব ছেড়ে ধর্ম্মটাকেই বড় করে দেখত, হিন্দুর প্রত্যেক কাজেই ধর্ম্মের ছাপমারা থাকত। তখন কিন্তু তারা সুখ শান্তিতে ছিল, এখনকার মত এত দৈন্য, এত দুঃখ ছিল না, এত হাহাকার ছিল না, আধি ব্যাধির এত প্রাবল্য ছিল না। হিন্দুর দূর দৃষ্টির কাছে ইহকালের সুখশান্তি অতি তুচ্ছ ছিল, কিসে ইষ্টদেবতার সাযুজ্য বা সামীপ্য লাভ করবে, অষ্টপ্রহর সেই চিন্তায় বিভোর থাকত, আর এখন, শিশ্নোদর পরায়ণ, মোহগর্ত্তে নিপতিত ভোগ বিলাসের কৃমিকীট আমরা ইহকালের সুখটাকেই বড় করে দেখতে শিখেছি; পরকালের অস্তিত্ব অনেকেই স্বীকার করিনা। আর্য্য ঋষিগণের লোকহিতকর বিধান সহজে মানতে চাই না তাই সংসারের পিচ্ছিল পথে প্রতিনিয়ত আমাদের পদস্খলন। তবুত বুঝিনা পদে পদে ঠেকেও ত শিখিনা। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা আমাদের একটী প্রধান পর্ব্ব-বড় উৎসব। শুধু আমাদেরই বা বলি কেন, দুর্গোৎসবের মত এটাও সার্ব্বজনীন উৎসব, সমস্ত জাতিই এই উৎসবের আনন্দ সমভাবে উপভোগ করে, তাতে কিন্তু হিন্দু বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না, কোন জাতিকেই এ আনন্দের অংশ দিতে কৃপণতা করে না, অথচ আজকাল অনেক সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুর ভিতর অনুদারতা দেখতে পেয়ে তাহারই সংস্কার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছেন। যে হিন্দু দ্বিধা সংস্কারহীন ভাবে 'সর্ব্বদেব ময়ো তিথি" বলে সমাগত চণ্ডালকেও

ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজা করতে অভ্যস্ত, যে হিন্দু "যত্র জীব তত্র শিব" বলতে পারে, যে হিন্দু ঘটে ঘটে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস ও স্বীকার করে তার উপরে অনুদারতার আরোপ নিতান্তই একদেশদর্শিতা। তবে আজকাল সকল ধর্ম্মেই অল্পাধিক অনাচার প্রবেশ করেছে, শাস ফেলে দিয়ে খোসা নিয়ে সকল ধর্ম্মেই মারামারি চলছে, হিন্দুধর্ম্মও সে দোষ থেকে অব্যাহতি পায়নি। সে দোষ হিন্দুধর্ম্মের নহে বা হিন্দু ধর্ম্মের বিধান কর্ত্তাগণেরও নহে—সে দোষ আমাদের। শাস্ত্রকারগণ বলেছেন :—

"দোলায়াং দোল গোবিন্দং
মঞ্চস্থ মধুসূদনম্
রথেচ বামণং দৃষ্ট্বা
পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"

শাস্ত্রের এই নির্দ্দেশ কি এখন আমাদের মনে আগের মত সাড়া দেয়? যদিও উপরোক্ত শাস্ত্র বাক্যের আধ্যাত্মিক একটা অর্থ আছে—পারি ত সময়মত তার বিশ্লেষণের চেষ্টা করব—কিন্তু তা ছেড়ে দিলেও আমরা সকলেই কি "রথেচ বামণং" দেখতেই এই বিশাল জনসমুদ্রে প্রবেশ করি?" "বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু তর্কে বহু দূর" আমরা সকলেই কি পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে শ্রীভগবানের চরণারবিন্দ দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ছুটে যাই? যদি তা না যাই তা হলে শাস্ত্রোক্ত ফলের দাবী করাই আমাদের পক্ষে অতি বড় ধৃষ্টতা। তাই বলছি ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু একবার ভাল করে চিন্তা কর তোমরা কি ছিলে আর নামতে নামতে কতদূর নেমে পড়েছ! সম্মুখে রথযাত্রা, একবার কায়মন প্রাণে "রথেচ বামণং" দর্শন কর, ভাবের ঘরে চুরী না করে—ভণ্ডামী দূরে ঠেলে ফেলে রেখে মুক্ত করে একবার বল :—

"নমো ব্রহ্মণ্য দেবায়,
গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়
গোবিন্দায় নমো নমঃ"

দেখবে কত আনন্দ পাবে, সারা জীবনে শান্তির হিল্লোল বয়ে যাবে।

বিক্রয়ের নোটীশ।

১৯২৫ সালের ৩রা জুলাই তারিখে শুক্রবার বেলা ১২টার সময় কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক তাঁহার বিক্রয়-গৃহে নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রীত হইবে। ১৯১৩ সালের ১০৭৮ নম্বরের মোকদ্দমা অনুসারে এই সম্পত্তি বিক্রীত হইবে। এই মোকদ্দমা রাজা জানকীনাথ রায় বাহাদুর এবং অন্যান্য বনাম রায় কুমার সিং এবং অন্যান্যের মধ্যে হয়। নিম্নে সম্পত্তির তালিকা প্রদত্ত হইল :—

"কলিকাতা ১৫২ নম্বর হ্যারিসন রোডে কতক পাঁচ তালা, কতক চারি তালা এবং কতক দোতালা যে বাস্তগৃহ এবং তৎ সংলগ্ন যে ১১ এগার কাঠা ১১ এগার ছটাক এবং ১২ বার বর্গফুট জমি আছে তাহা।"

বিশেষ জানিতে হইলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট অথবা ৬নং ওল্ডপোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট কলিকাতা মেসার্স বি, এন্ বসু এণ্ড কোম্পানী এটর্ণী এট্ ল এই ঠিকানায় আবেদন করিবেন।

বি, এন বসু এণ্ড কোং
বাদীর এটর্ণী
হাইকোর্ট আদিম বিভাগ
১৯২৫ সালের ১লা জুন।

স্বাক্ষর
মরিস রেমফ্রি
রেজিষ্ট্রার।

জন্মভূমি

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস' বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, (কাশীমবাজার) মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর), রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এফ, আর, সি, আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর আসাম), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহারাজা-কুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্ব্বেল প্যালেস), শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল্ (সেরপুর—টাউন), শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি-এল, জমিদার রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার, (চাকুরিয়া), শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত জগত-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার. শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর. শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নবীন প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত নলীনি-রঞ্জন সরকার এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল. সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে, জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লাভপুর), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর, জি এস, শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্ত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল, এণ্ড কোং), শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া), কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়), শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি—রঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, শাঁখারিটোলা, শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুখাঁ কৌন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার (পটলডাঙ্গা হাউস) ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার পাথুরিয়াঘাটা।

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd. No. C. 1116

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [৪৬শ সংখ্যা

১৩৩২ সাল, ১৩ই আষাঢ় শনিবার, নগদ মূল্য ৫১০ পয়সা।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীম[illegible], ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস কার্য্যালয়—[illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অকাল বিয়োগে

সদ্ধর্ম্ম-ব্রত শ্রীক্ষেত্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কাব্যকণ্ঠ, সাহিত্য-ভূষণ।

দেশ মাতৃকার অঙ্ক শূন্য করি হে বরণ্যে
হে মহান্ হে সুসন্তান!—
কোথা কোন্ অজানা প্রদেশে মাতৃভক্ত তুমি
মা ছাড়িয়া করিলে প্রস্থান?
সময়তো হয় নাই অসময়ে কেন বিধি
হানিলেন বিনা মেঘে বাজ?—
অক্লান্ত কর্ম্মী তুমি, দেবলোকে দেবতার
পড়িল কি এ সময়ে কাজ?
তোমার লাগিয়া বঙ্গ শূন্য, শোকে ম্রিয়মাণ—
আজ পূত এ ভারত ভূমি,
সবই তো রয়েছে সাজানো তোমার কীর্ত্তি দেব
একমাত্র নাহি হায় তুমি!
মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস, কৌন্সিল,
তোমার স্বরাজ্য দল হায়!
বাংলার অভাবে তব রাজনীতি আন্দোলন
প্রাণহীন হবে মৃতপ্রায়।
বঙ্গে ভারত মাঝারে তোমার মহৎ কার্য্য
পড়িয়া রয়েছে সব বাকী,
কে করিবে তব কার্য্য, কার ভরসায় দেব
চলে গেলে অসম্পূর্ণ রাখি?
নিস্তব্ধ তোমার সেই জলদ গম্ভীর গুরু—
সুশ্রাব্য সুমধুর রব,
স্বরাজ-বিজয়-বাদ্য-মাভৈঃ তোমার কণ্ঠে
চিরতরে হলো কি নীরব?
পর দুঃখ কাতর তুমি পারিতে না সহিতে যে
কারো চক্ষে কভু অশ্রু জল,
কাঁদে বাংলা, হিন্দুস্থান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যবাসী
স্পর্শিছে না তব মর্ম্মস্থল?
বিশ্বের পুরুষ মহা-যুগ-অবতার গান্ধী
রাজনীতি সদ্গুরু তোমার
তোমার বিয়োগে আজি কি ব্যথা তাঁহার বুকে
—তিনিও করেন হাহাকার।—
শোকাবেগে শবাধার তব ধরিলেন স্কন্ধে
দাঁড়ালেন চিতাশয্যা পাশে,—
জুড়াতে প্রাণের জ্বালা গান্ধী মহারাজ হায়
বিয়োগ ব্যথা কি তায় নাশে?
"অমূল্য-রতন তুমি" চিনিয়াছিলেন গান্ধী—
—জগতের শ্রেষ্ঠ মণিকার
"তোমার অভাব পূর্ণ হবে না হবে না কভু"
মনস্তাপ এত তাই তাঁর!
পতি ভক্তি-পরায়ণা বাসন্তী প্রতিমা সমা
বঙ্গমাতা শ্রীবাসন্তী দেবী,
কি কহিলে তাঁর দশা সার্থক জনম যাঁর
পত্নীভাবে তব পদ সেবি!
তাঁহার বৈধব্য দশা বড় মর্ম্মন্তুদ হায়—
নহে শুধু চিন্ন পিতৃহীন!
পিতৃহীন বঙ্গবাসী তোমার বিয়োগে সব
চক্ষে জল বদন মলিন!
নহে তব কন্যাদ্বয়, ভারতের কুলকন্যাগণ
সকলেরই চক্ষে বারিধারা

পিতার বিয়োগ ভাবি কাঁদে সবে উচ্চৈঃস্বরে
ব্যথিত ব্যাকুল হায় তাঁরা।
পরম বৈষ্ণব তুমি, পরম ভাগবত হ'য়ে
অহিংসক ছিলে সর্ব্ব ধর্ম্মে,
মঙ্গল কামনা আর দান ধর্ম্ম আচরণ
ছিল মাত্র তব সর্ব্ব কর্ম্মে।
আবাস ভবন, শেষ কপর্দ্দক দেশ হিতে
করিয়া গিয়েছ তুমি দান,
তোমার গোলক প্রাপ্তি কবির কল্পনা নহে—
—নহে মিথ্যা সত্য হে মহান্!
কর্ম্ম-বহুল-জীবনে তব বহু অসম্ভব
করিয়াছ তুমি সম্ভব—
পিতৃঋণ শুধিয়াছ দেওলিয়া হবার পরে
জগতের ইতিহাসে নব!
অর্থ-সর্ব্বস্বের দিনে অর্থের মমতা ছাড়ি
দেখায়েছ ত্যাগ-ধর্ম্ম যাহা,
মোক্ষ ভূমি এ ভারতে যদিও নূতন নয়,
বর্ত্তমানে অভিনব তাহা!
কি আর বলিব বেশী, বলিতে সরেনা বাণী
চলে না যে এ ক্ষুদ্র লেখনী
কেবা নহে মূহ্যমান তোমার শোকেতে হায়
কাঁদে সবে তিতিয়া অবনী।
বহু সাধনার ধন ছিলে হে বাংলার তুমি
ভারতের নয়ন-অঞ্জন—
আত্মার কল্যাণ হোক চির শান্তি লভ তুমি
আমাদের হে চিত্তরঞ্জন!

হট্টমালার দেশ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজা একথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং পরদিনই প্রকাশ করিয়া দিলেন যে, আগামী বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে মহারাজের আরাম উদ্যানে পুতুলের প্রদর্শনী হইবে। রাজ্যের সমস্ত শিল্পীরা সেখানেই তাহাদের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া যোগ্য পুরস্কার লইবে।

এই আদেশ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রচারিত হইল যে, এই প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিভার গলে স্বয়ং রাজকন্যা স্বহস্তে সর্ব্বজন সমক্ষে জয়মাল্য পরাইয়া দিবেন তখন মধুমক্ষিকার চাকে ক্ষুদ্র একটী ঢিল মারিলে তাহারা যেমন একবার গুঞ্জরিয়া উঠিয়াই আবার শান্ত হইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া যায়—রাজ্যের শিল্পীরাও তেমনই মৃদুগুঞ্জনে একবার জয়োল্লাস করিয়াই অধিকতর উৎসাহ ও একাগ্রতা লইয়া কার্য্যে লাগিয়া গেল।

সমস্ত রাজ্যময় একটা সতন্ত্র চেতনা কম্পিত আশায় উৎসাহে ও নৈরাশ্যে দোল খাইতে লাগিল।

(৪)

কিন্তু যাহাকে লইয়া এত আয়োজন, যাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য সমস্ত রাজ্যের লোক স্বয়ং রাজা রাজকন্যা এবং রামলালের আগ্রহের অবধি ছিল না—তাহাকে এই উদ্যোগ আয়োজন, এই বিরোধ ও বিগ্রহের সম্পূর্ণ বাহিরে এক নদীতীরে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া একদিন বৃদ্ধ রামলাল একেবারে অভিভূত হইয়া গেল। মাথার উপরে প্রচণ্ড রৌদ্র, তাহাতে তাহার ভ্রুক্ষেপ নাই—সে একটা বটগাছের তলায় এমনই উদাসমনে বসিয়াছিল যে, সংসারে যেন তাহার কোন চিন্তা নাই—যেন যে দুর্গ লইয়া লোকের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেছে—এই ব্যক্তি বহুপূর্ব্বেই তাহা জয় করিয়া বসিয়া আছে। যেন ত্রিপুর ধ্বংস করিয়া স্বয়ং ত্রিপুরারি সেই ধ্বংসলীলার একান্তে বসিয়া পরম নিবিষ্টমনে তাহাই দেখিতেছেন।

এই তরুণের দলপতির সঙ্গে পুরাতনের সর্দ্দার রামলালের পরিচয় ছিল না—চাক্ষুষ পরিচয় পর্য্যন্ত না। কিন্তু তথাপি একটিবার মাত্র দর্শনেই তাহাকে বুঝিতে রামলালের ভুল হইল না; বোধ হয় তাহার নূতন ধরণের কেশ ও বেশ দেখিয়া। কারণ সেই শ্রেণীর কেশ ও বেশ নাকি শুধু এই নবীন বিদ্রোহীর দলেই দেখা যাইত। তথাপি শুধু কেশ ও বেশ দেখিয়াই রামলাল নবীনের দলপতিকে চিনিতে পারিত না। কিন্তু এই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে সে যেখানটায় আসিয়া বসিয়াছিল তাহা যে শুধু নিরর্থক বসিয়া থাকা নহে—শিল্প প্রতিভাকে নূতন রূপ ও রং

দিবার নূতনতর প্রচেষ্টা তাহা এই ব্যক্তির চক্ষে প্রতিভার জ্যোতিঃ দেখিয়াই রামলাল বুঝিতে পারিয়াছিল। যৌবনে এ কার্য্য এই আজিকার বৃদ্ধ রামলাল একাধিকবার করিয়াছে। নূতনরূপ, নূতন রং, নূতন দৃষ্টি ও নূতন কল্পনা দিয়া এই ধরিত্রীর নূতন নূতন পরিকল্পনা করিয়াছে। আজ শক্তির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সাধের অবসানই শুধু হয় নাই, পুতুল গড়া পর্য্যন্ত রামলাল পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু পুতুলের রাজ্যে শিল্প ও শিল্পীর পরাজয় দেখিয়াই চিরন্তনের প্রতিনিধি বৃদ্ধকে আজ বহুদিন পরে আবার নদীতীরে কুঞ্জবনে রৌদ্র ও ছায়ার পথে শ্যামাবনীর পাশ দিয়া অক্ষম দেহটাকে টানিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছিল। এই নদী—এই কুঞ্জ—এই পথ ঘাট—রৌদ্র ও ছায়া তাহার এতই পরিচিত যে, যে উদ্দেশ্য লইয়া রামলাল সেদিন পথে বাহির হইয়াছিল—পথে পা দিতেই তাহা সিদ্ধ হইয়া গেল, তাহার জন্য অপেক্ষা বা আরাধনা করিতে হইল না। নূতনের কাজ নূতন কল্পনা করা আর চিরন্তনের কাজ তাহার অভিজ্ঞতার পুথি উল্টাইয়া দেখাইয়া দেওয়া যে, হে নূতন! তুমি আজ যাহা নূতন রূপে কল্পনা করিলে, তাহাকেই আমরা বহুদিন পূর্ব্বে পুরাতনরূপে আকৃতি দিয়াছি।

(৫)

তবু যেহেতু জয়লক্ষ্মী করায়ত্ত করাই উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল—আর তাহার সঙ্গে উভয়েরই শক্তির পরিচয় পাইবার একান্ত আকাঙ্ক্ষা উভয়েরই অন্তরে নিহিত ছিল—তাই এই নবীন ও প্রবীন সেদিন নিভৃত পথে যখন পরস্পর সম্মুখীন হইল তখন কেহই কাহাকেও একটী মাত্র ইঙ্গিত দিয়াও সম্বর্দ্ধনা করিল না। একজন অপরের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল মাত্র আর অপরে শুধু বার দুই ঘাড় নাড়িয়া সে চাহনির উত্তর দিয়া গেল। অথচ এই দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে কাহারও সত্যকার বিরোধ ছিল না। নবীন যে নবীন, এবং তাহার কল্পনা ও উৎসাহ দুইই নবীন তাহা যেমন জানিতে একজনের বাকী ছিল না, অপরেও সেইরূপ জানিত যে, প্রবীন সত্যই প্রবীন এবং উভয়ের মধ্যে মত ভেদ থাকিলেও নিরন্তর আঘাত করিয়া ও আঘাত সহিয়া অভিজ্ঞতার সত্যমূর্ত্তি যদি কেহ দেখিয়া থাকে তাহা হইলে সে এই প্রবীন। তবু এই দুই দিককার বৃদ্ধ দুইটীকে ঘেরিয়া এই যে নিরবচ্ছিন্ন চাঞ্চল্য ও কোলাহল দেখা দিয়াছিল তাহা কেবল শিষ্যদের কীর্ত্তি। নহিলে প্রবীন ত পথ ছাড়িয়াই দিয়াছিল, আর নবীন আসিয়া কিছু তরবারী আস্ফালন করিয়া সম্মুখ সংগ্রাম চাহে নাই—তবু ইহাদিগকেই উপলক্ষ্য করিয়া সংগ্রাম বাধিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু সংসারের রীতি যে ইহাই তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পৃথিবীর বোধ করি সম্পূর্ণ সংযত হইতে এখনও বিলম্ব আছে তাই পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষই খণ্ডযুদ্ধ হইতে সূচিত হইয়া আসিতেছে। নহিলে কোথায় ছিল রাম—আর কোথায় ছিল রাবন—মধ্যকার ভীষণ জলধি অতিক্রম করিয়া এই দুই শক্তিমানের পরস্পর সাক্ষাৎ হইবার বোধ হয় সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু মাঝে হইতে কৈকয়ীই বা বাদ সাধিল কেন—আর সূর্পনখাই বা মদনে মাতিবে কেন?

তবু এই পরস্পর বিরোধী দলের নির্ব্বিরোধী দুই দলের মধ্যে বাহিরেও বিরোধ বাধিত না। কিন্তু রাজকন্যা আসিয়া তাহাই বাধাইয়া দিলেন। পুরুষের মধ্যে পৌরুষ যতদিন অবশিষ্ট থাকে ততদিন সে প্রকৃতির অবহেলা সহিতে পারে না—ইহাই শাশ্বত নীতি। রাজকন্যা যদি নূতনকে আদর করিয়া পুরাতনের প্রত্যাখ্যান না করিতেন, তাহা হইলে বোধ করি এই সংঘর্ষ আদৌ উপস্থিত হইত না। কিন্তু রাজকন্যা যে দেশের মেয়ে সে দেশের রমণীরা সেদিন রমণীর রমণীয় জীবন যাত্রার ধারা একেবারে উল্টাইয়া দিয়া নূতনকে বরণ করিবার জন্য একেবারে হাত বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। পুরাযুগের শাঁখা ও সিন্দুর বর্জ্জন করিবার উদ্যোগ তখনও দেখা যায় নাই বটে, কিন্তু যে নূতনের পথে এই মহিলাকুল অগ্রসর হইতে ছিলেন এবং খুব দ্রুতই অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহার আসলরূপটা তখনও তাহাদের নিকট বেশ সুস্পষ্ট হয় নাই। হইলে বোধ হয় শুধু শাঁখা ও সিন্দুর নহে, যাহাদের জন্য এই দুইটা জিনিষ অত্যাবশ্যক হইবার পুরাতন প্রথা সেদিন অন্তর্হিত হয় নাই—তাহাদিগকেও বর্জ্জন করিতে এই নূতন পথের যাত্রীদের কোথাও বাধিত না।

(৬)

সে যাহা হউক রাজা প্রদর্শনীর অভ্যন্তরভাগকে এমন সুন্দররূপে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন এবং ছোট কুঞ্জের

অন্তরালে প্রত্যেক শিল্পীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন যে, একজনের শিল্পপ্রতিভা অন্যে দেখিতে পাইবে না এবং সে বিষয় দৃষ্টি রাখিবার জন্য সতর্ক প্রহরীও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কারণ একের আদর্শ দেখিয়া অন্যে যদি সেই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে—তাহা হইলে বিচারকের বিচার করা দুরূহ হইবে।

তারপর একদিন বৈশাখী পূর্ণিমার শুভ প্রভাতে মঙ্গলাকরণ সুসম্পন্ন করিয়া রাজা রাজকন্যা শিল্পীগণ ও বিশাল জনসঙ্ঘের সম্মুখে যেদিন প্রদর্শনীর প্রচ্ছদপট অপসারিত হইল সে দিন সেই সোৎসুক জন সঙ্ঘ প্রদর্শনীর মধ্যস্থলে স্বয়ং নূতনের প্রতিনিধিকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই সেই মূর্ত্তির সম্মুখে এক কল্লোলিত নদীর অপরিসীম সুন্দর পরিকল্পনা দেখিয়া যাহাকে কায়া ভাবিয়া ভ্রম হইতেছিল তাহাই ছায়া বুঝিতে পারিয়া শিল্পীর শিল্প প্রতিভাকে সাধুবাদ দিতে লাগিল। আর এই শিল্প প্রতিভা কাহার তাহাই জানিবার জন্য যখন লোকের আগ্রহের অবধি রহিল না তখনই রাজকন্যা স্বহস্ত-নির্ম্মিত এক চম্পক মালা সেই প্রতিমূর্ত্তির গলদেশে পরাইয়া দিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই একেবারে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া একান্তে সরিয়া গেলেন। এই জয়োৎসবের দিনে প্রতিভাকে জয়মাল্য দিতে গিয়া তিনি যে মূর্ত্তির গলে পুষ্পমাল্য দিয়াছেন তাহা যে একজীবিত ব্যক্তির আর সে ব্যক্তি স্বয়ং এই সভাস্থলে উপস্থিত আছে তাহা ভাবিয়াই তাঁহার লজ্জার অবধি রহিল না। আর তাঁহার লজ্জারুণ মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার সঙ্গিনীগণ মৃদুহাস্য করিতেও ক্রটী করিল না।

কিন্তু লোকে যে যাহাই ভাবিয়া থাকুক, শ্রেষ্ঠ প্রতিভাকে জয়যুক্ত দেখিয়া সেই বিশাল জনসঙ্ঘ স্বয়ং রাজা এবং রামলাল পর্য্যন্ত সোৎসহে করতালি দিয়া উঠিলেন। পর মূহুর্ত্তেই রাজা স্বয়ং প্রদর্শনীর মধ্যে গিয়া সেই মূর্ত্তির পশ্চাতে শিল্পীর নাম দেখিয়া আনন্দে প্রায় উন্মত্ত হইয়া আসিয়াই রামলালের হাত ধরিয়া বলিলেন—"রামলাল আমি বলি নাই যে, বুড়া হইয়া তোমার মতিভ্রম হইয়াছে যে বড় সে বড়ই থাকে।"

রামলাল নিমাইচন্দ্র অভিবাদন করিয়া ঠিক সেই মূর্ত্তির পাশেই এক রমণী মূর্ত্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল—মহারাজ। ইহাই নূতন শিল্পীর প্রতিভা—আমি এখানে বিচারক হইলে এই শিল্পীকেই প্রথমস্থান দিতাম। এই শিল্পের সম্মুখভাগে পশ্চাৎভাগে দুই বিভিন্ন মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে দেখুন।

(ক্রমশঃ)

গিরিশচন্দ্র।

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

(১৮)

গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার।

"গজদানন্দ" অভিনয়—গভর্ণমেণ্টের ক্রোধ অভিনয় শাসন আইন।

(Dramatic Performances control bill)

এবার গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারের ডাইরেক্টার হইলেন উপেন্দ্রনাথ দাস এবং ম্যানেজার হইলেন নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু। 'শরৎ সরোজিনী' নাটক লিখিয়া উপেন্দ্রবাবু নাট্যামোদীগণের নিকট সুপরিচিত হইয়াছিলেন, তাহার পর 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' নামে তিনি আর একখানি নাটক লেখেন। ইণ্ডিয়ান ন্যাসান্যাল থিয়েটারে কএকজন অভিনেতা 'নিউ এরিয়ান থিয়েটার' নাম দিয়া একটী নূতন সম্প্রদায় গঠন পূর্ব্বক বেঙ্গল থিয়েটারের ষ্টেজ ভাড়া লইয়া তথায় আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর (১৮৭৫ খ্রীঃ) দুই মাস অভিনয় করেন। ১৪ই আগষ্ট তারিখে ইহারা 'সুরেন্দ্র বিনোদিনীর' প্রথমাভিনয় করিয়া সর্ব্বসাধারণের যশোভাজন হন। ২১শে ও ২৮শে আগষ্ট উপর্য্যুপরি ইহার অভিনয় হয়। ৪টা সেপ্টেম্বর তারিখে নিউ এরিয়ান সম্প্রদায় 'বীরনারী' নামক একখানি নূতন নাটক অভিনয় করেন, কিন্তু নাটকখানি সাধারণের সেরূপ প্রীতিকর না হওয়ায় ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে রমেশচন্দ্রের সুপ্রসিদ্ধ 'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাস নাটকাকারে গঠিত করিয়া অভিনয় ঘোষণা করেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইহার দ্বিতীয়াভিনয় হয়। নিউ এরিয়ান থিয়েটার বঙ্গ নাট্যশালায় স্বদেশপ্রেমিকতা জাগাইবার একটা প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। ২৫শে আগষ্ট তারিখে ইহারা পুনরায় নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য 'পলাশীর যুদ্ধ' নাটকাকারে গঠিত করিয়া অভিনয় করেন।

তাহার পর নিউ এরিয়ানের আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না।

গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটারে ২২শে ডিসেম্বর 'সতী কি কলঙ্কিনী' পুনরাভিনয়ের পর ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রণীত 'হীরক চূর্ণ' নামক একখানি নাটক অভিনীত হয়। বরোদার মহারাজা মলহাররাও গাইকোয়াড় তৎস্থানস্থ রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ারকে থাদ্যের সহিত হীরকচূর্ণ প্রদানে হত্যাচেষ্টার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া গদিচ্যুত হন। এই ঘটনা অবলম্বনে নাটকখানি রচিত হয়। ইহার কএকমাস পূর্ব্বে বেঙ্গল থিয়েটারে ২২শে মে (১৮৭৫ খ্রীঃ) 'মলহাররাও গাইকোয়ার (or the Mirror of Baroda, the late scene) নামে এই নাটক অভিনীত হইয়াছিল।

৫ই ফেব্রুয়ারী (১৮৭৬ খ্রীঃ) গ্রেট ন্যাসন্যালে 'বিদ্যাসুন্দর' গীতিনাট্য অভিনীত হয়। 'বিদ্যাসুন্দর' খুব জমিয়াছিল। সঙ্গীতাচার্য্য শশিভূষণ দাস (কর্ম্মকার) সুন্দর, ক্ষেত্রমণি—মালিনী এবং সুকুমারী দত্ত বিদ্যার ভূমিকা অভিনয়ে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। কএক রাত্রি উপর্য্যুপরি ইহার অভিনয় হইয়া থাকে। অতঃপর গ্রেট ন্যাসনালে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুরুবিক্রম ও সরোজিনী নাটকের পুনরভিনয় হয়। বহুদিন পূর্ব্বে বেঙ্গল থিয়েটারে উক্ত নাটক দুইখানি প্রথমে অভিনীত হইয়াছিল; কিন্তু গ্রেট ন্যাসন্যাল সম্প্রদায় দক্ষতা সহকারে নাটক দুইখানির অভিনয় করিয়া দর্শক হৃদয়ে জাতীয়তার বীজ অঙ্কুরিত করিয়াছিলেন। পুরুবিক্রম নাটকে সঙ্গীত "জয় ভারতের জয় গাও ভারতের জয়" এবং সরোজিনী নাটকের ক্ষত্রিয় মহিলাগণের জহরব্রতের গান "জ্বল জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ—পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা" সে সময়ে পথে মাঠে ঘাটে গীত হইতে থাকে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র, ভূতপূর্ব্ব সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড সে সময়ে যুবরাজ ছিলেন। তিনি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ভারতবর্ষ দর্শনে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করেন। যুবরাজের অভ্যর্থনার নিমিত্ত কলিকাতায় অপূর্ব্ব সমারোহ হইয়াছিল। সে সময়ে ভারতের বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক ছিলেন। কলিকাতা, হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গীয় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, যুবরাজকে তাঁহার ভবানীপুরস্থ ভবনে আহ্বান করেন। যুবরাজ বহির্বাটীতে প্রবেশ করিবার পর মুখোপাধ্যায় গৃহিনী এবং অন্যান্য কুলমহিলারা শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি, বরণ প্রভৃতি দেশীয় হিন্দু আচার অনুষ্ঠানে সম্বর্দ্ধনা করিয়া যুবরাজকে লইয়া অন্তঃপুরে গমন করেন। শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত বহু হিন্দু পরিবারে বর্ত্তমান চাল-চলন পাশ্চাত্য রীতি-নীতির অনুকরণে যতটা পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইয়াছে, সে সময়ে ততটা হয় নাই। জগদানন্দবাবুর উক্ত কার্য্যের জন্য দেশে ও সমাজে তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল—সংবাদপত্র সমূহে তীব্র প্রতিবাদ এবং নিন্দা বাহির হইতে লাগিল। "বেঁচে থাকো মুখুজ্যের পো, খেললে ভাল বটে" বলিয়া কবিবর হেমচন্দ্রের 'বাজীমাৎ' কবিতা বাহির হইল। গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারও এই হুজুগে "গজদানন্দ" নামক একখানি প্রহসনের অভিনয় ঘোষণা করিলেন। স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ দাস প্রহসনখানি রচনা করেন এবং অনুরুদ্ধ হইয়া নট-গুরু গিরিশচন্দ্র তাহাতে কএকখানি গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।* ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার তারিখে গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে 'সরোজিনী' নাটক এবং 'গজদানন্দ' প্রহসন অভিনীত হয়। বলা বাহুল্য—রঙ্গালয়ে লোকারণ্য হইয়াছিল। প্রথিতনামা সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যক্তির উপর ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের তীব্র কটাক্ষ—দর্শকগণ পরম আনন্দের সহিত উপভোগ করিয়াছিল। ২৩শে ফেব্রুয়ারী বুধবারে—নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয়ের Benefit night উপলক্ষে গ্রেট ন্যাসান্যালে পুনরায় 'গজদানন্দ' এবং 'সতী কি কলঙ্কিনী'র অভিনয় হয়। একজন নিরপরাধ, সম্ভ্রান্ত এবং রাজভক্ত প্রজাকে থিয়েটারে এইরূপ ঘৃণিতভাবে

---

* আমরা বহু অনুসন্ধানে দুইখানি গীতের কিয়দংশ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। প্রথম গীতটী অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেল বাবু) গাহিতেন। দৃশ্য—হাইকোর্টের সম্মুখ। গানের প্রথম ছত্র—"(ওরে) জজ হ'তে চাও গজ গিরিধন।" দ্বিতীয় গীতটী সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী ক্ষেত্রমণি গাহিতেন। যথাঃ—"আমি পিসী থাকতে ভাবনা কিরে বোকা ছেলে। অনেক সুকৃতির ফলে আমার মতন পিসী মেলে॥ যদি মনের মতন সাজ গোছ করি ইত্যাদি।

চিত্রিত হইতে দেখিয়া পুলিস হইতে গজদানন্দ প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ২৬শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার তারিখে গ্রেট ন্যাসান্যালে 'কর্ণাটকুমার' নামক একখানি নূতন নাটক এবং গজদানন্দ প্রহসনের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'হনুমান চরিত্র' প্রহসন অভিনীত হয়। অভিনয় রাত্রে ডাইরেক্টার উপেন্দ্রবাবু রঙ্গমঞ্চ হইতে একটী তীব্র বক্তৃতাও করেন।

পুনরায় পুলিস হইতে 'হনুমান চরিত্র' এবং 'কর্ণাট কুমার' এর অভিনয় বন্ধ করিবার আদেশ আইসে। তৎপরবর্ত্তি বুধবার ১লা মার্চ্চ তারিখে উপেন্দ্রবাবুর Benefit night উপলক্ষে সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটক এবং "The Police of Pig and Sheep" নামক নূতন প্রহসন অভিনীত হয়। অভিনয় রাত্রে উপেন্দ্রবাবু পুনরায় একটী উত্তেজনাপূর্ণ ইংরাজি বক্তৃতা (on actress) করেন।

ইহার পরিণাম বড়ই ভীষণ দাঁড়াইল। গভর্ণমেণ্ট থিয়েটার সম্প্রদায়কে কঠোর শিক্ষাদানে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। বড়লাটের নিকট হইতে ordinance বাহির করিয়া, পুলিস হইতে—গজদানন্দ, হনুমান চরিত্র, কর্ণাট কুমার এবং The Police of Pig and Sheep এর অভিনয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার সম্প্রদায় যদিও তৎপরে সংযত হইয়া ৪ঠা মার্চ্চ, শনিবার তারিখে 'সতী কি কলঙ্কিনী' গীতিনাট্য এবং "উভয় সঙ্কট" প্রহসনের অভিনয় ঘোষণা করিয়াছিলেন, তথাপি সেই দিন—অভিনয় রাত্রে যে ঘটনা ঘটিল, তাহা নাট্যশালার ইতিহাসে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে।

(ক্রমশঃ)

কবির স্বপ্ন ভঙ্গ।

কবিগুণাকর

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ।

এই বস্‌লেম ইজি-চেয়ারে—
যাব না আর পরের দুয়ারে।
চাকুরির বাজারেতে লেগেছে আগুণ,
তার চেয়ে পথে পথে বেচিব বেগুণ।
কিংবা বসে বসে শুধু লিখিব কবিতা—
করিব গো রসালাপ লইয়া বণিতা।
হা হুতাশ দীর্ঘশ্বাসে কিবা ফল হবে?
হায় যেই ক'টা দিন আছি এই ভবে—
সজোরে বাহিয়ে যাব প্রেমের তরণী—
(বিশেষ দ্বিতীয় পক্ষ—তরুণী ঘরণী)
না হয় নাই বা খেনু শাক ভাত ডাল,
"গহনা দিতেই হবে।"—হা পোড়া কপাল—
অইখানে যত গোল, যত গণ্ডগোল—
উঠে পড়, খোজ কাজ ব'লে হরিবোল।

সমালোচনা।

চাঁদের আলো—সুপ্রসিদ্ধ লেখক, সুকবি শ্রীযুক্ত শশী ভূষণ দাস প্রণীত। মূল্য দুই পয়সা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান ২৪ নং নিমতলা ষ্ট্রীট (ঘর নং ৪৬)। শশীবাবু বাঙ্গালী পাঠক সমাজে সুপরিজ্ঞাত লেখক। একসময়ে তাঁহার চাবুক বঙ্গের ঘরে ঘরে আদৃত ও পঠিত হইত। ব্যঙ্গ কবিতার ভিতর দিয়া সমাজের দুর্নীতির পিঠে চাবুক মারিতে শশীবাবু সিদ্ধহস্ত। বর্ত্তমান পুস্তিকায় শশীবাবু "চাঁদের আলো" কবিতায় টাকার মাহাত্ম্য যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা পড়িতে বসিলে অতি বড় গুরুগম্ভীর ব্যক্তিও না হাসিয়া থাকিতে পারে না। "কাঙ্গালিনী" ক্ষুদ্র গল্পটি অতি উপাদেয়। এই দারুণ অনাচারের দিনে বাঙ্গালী পাঠক যদি একটু নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিতে চাও তবে শশীবাবুর এক একখানি চাঁদের আলো কিনিয়া পড়।

মেক্সিকো।

(১) মার্কিন যুক্ত রাজ্যের দক্ষিণে মেক্সিকো একটি স্বাধীন রাজ্য। ইহার পরিমাণ ফল ৭,৬৭,০০০ বর্গ মাইল—লোক সংখ্যা প্রায় ১৩,৫০০,০০০ জন। এ দেশের অধিবাসীদিগের অধিকাংশ স্পেনীয়দিগের বংশধর। তাহাদের ভাষাও স্পেনীয় এবং খৃষ্টধর্ম্মী। তথাকার আদিম-বাসীও স্পেনীয়দিগের মিশ্রনে উৎপন্ন শর্ব্বর জাতি এ দেশের অধিবাসী।

(২) মেক্সিকো এক সময়ে ইণ্ডিয়ানদিগের এক পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য ছিল। পরে স্পেনীয়গণ ইহা অধিকার করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৫২১ খ্রীঃ স্পেনীয়গণ তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮২১ খ্রীঃ এ দেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৩) নিউ গ্রাণাডার এক প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহার পত্র ও শিকড় হইতে রস বাহির করিয়া লিখিবার কালি পাওয়া যায়। কালির অন্য কোন প্রকার উপাদান তাহাতে মিশ্রিত করিতে হয় না।

(৪) দক্ষিণ মেক্সিকোর শণ্টা মেরিয়া গির্জ্জার প্রাঙ্গনে একটী প্রকাণ্ড সাইপ্রেস বৃক্ষ আছে তাহার বয়ঃক্রম প্রায় ছয় হাজার বৎসর। পৃথিবীর মধ্যে ইহাই প্রাচীনতম বৃক্ষ। বৃক্ষটীর মাটী হইতে চারি ফিট উচ্চে মাপিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহা ১২৬ ফিট মোটা। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, এখনও ইহার পূর্ণ যৌবন—জরার কোন চিহ্নই নাই।

(৫) মেক্সিকোর সানোরা নামক মরুভূমিতে ভোয়ারে কুই নামক একপ্রকার গুল্মলতা আছে। তাহা প্রায় পঁচিশ বৎসর একই রকম অবস্থায় থাকে; কিন্তু সেই লতা সাধারণতঃ দুই মাসের অধিক বাঁচে না।

(৬) মেক্সিকো টিহুণ্টিপেক যোজকের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে এ দেশের শিমারা বৃক্ষের ন্যায় একপ্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। তাহার পুষ্পগুলি বহুরূপীর ন্যায় রং দিনের মধ্যে তিনবার পরিবর্ত্তন হয়। প্রাতে উহার রং সাদা থাকে, দ্বিপ্রহরে সূর্য্য মস্তকের উপর উঠিলে সাদা রং লাল হইয়া যায়। রাত্রিকালে পুনরায় রং পরিবর্ত্তন হইয়া নীলবর্ণ ধারণ করে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেই পুষ্পের কোন সুঘ্রাণ থাকে না, কেবলমাত্র দ্বিপ্রহরের সময় দুই এক ঘণ্টার জন্য এক প্রকার সুমিষ্ট গন্ধ ফুলে পাওয়া যায়।

(৭) মেক্সিকো প্রদেশে ক্যাণ্ডিলিয়া নামক বৃক্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণ মোম উৎপন্ন হয়। মৌচাক হইতে সংগৃহীত মোম অপেক্ষা এই মোমের অধিক সহ্য গুণ আছে, পরন্তু বেশ কঠিন। তদ্দ্বারা বেহালা, গ্রামোফোনের রেকর্ড প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(৮) এদেশে অনেক খনিজ দ্রব্য আছে, তন্মধ্যে রৌপ্য পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ—তাম্র দ্বিতীয় স্থানীয়। ইহা একটি বিস্তৃত মালভূমি। তথায় এমন স্থান আছে, কখন বৃষ্টিপাত হয় না। ইহার উপকূল অস্বাস্থ্যকর। রাজধানী মেক্সিকো সহর উচ্চে অবস্থিত বলিয়া চিরবসন্ত বিরাজমান।

(৯) রাজধানী মেক্সিকো অতি সুন্দর সহর। তথায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বাটী আছে এবং সহরের দৃশ্য অতীব মনোহর। প্রজা সাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ যাবতীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এদেশে পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিতেছে বলিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। শিক্ষারও তাদৃশ সমাদর নাই। ১৮৫০ খ্রীঃ ৮ই অক্টোবর এদেশে রেলপথ খোলা হইয়াছে।

(১০) মেক্সিকো উষ্ণ প্রধান দেশ। এ দেশের কুকুরের গাত্রে লোম দেখা যায় না। প্রাণিতত্ত্ববিৎগণ বলেন যে, দেশের বায়ুর উষ্ণতাই কুকুরের লোম হীনতার প্রধান কারণ। তথাকার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এক প্রকার টুপি ব্যবহার করে, তদ্রূপ বৃহৎ টুপি আর কোন দেশের কোন লোকে ব্যবহার করে না। এ দেশ হইতে রৌপ্য, তাম্র, কাফি, চামড়া, মেহগ্নি কাষ্ঠ ও কোকিনেল প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে।

কলিকাতা হাইকোর্টের সেরিফ বাহাদুরের বিক্রয়ে নোটীশ।

মোকদ্দমার নম্বর ১৩০৫, ১৯২৪ সালের। বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়মে অবস্থিত হাইকোর্টের সাধারণ আদিম দেওয়ানী বিভাগ।

সেখ মহম্মদ ইব্রাহিম
বনাম
শামসুদ্দীন ও অন্যান্য।

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়মের কলিকাতা হাইকোর্টের সাধারণ আদিম বিভাগের ১৯২৫ সালের মার্চ্চ মাসের ১১ই তারিখের আদেশানুসারে নিম্নলিখিত সম্পত্তি সমূহ বিক্রীত হইবে। ১৯২৪ সালের ১৩০৫ নম্বর মোকদ্দমা অনুসারে এই সম্পত্তি বিক্রীত হইবে। এই মোকদ্দমায় সেখ মহম্মদ ইব্রাহিম বাদী এবং শাম সুদ্দীন ও অপরাপর প্রতিবাদী। এই মোকদ্দমায় যে ডিক্রী হয় সেই ডিক্রী অনুসারে এই সম্পত্তি বিক্রীত হইবে। ১৯২৫ সালের ১২ই জানুয়ারী এই ডিগ্রীর আদেশ হয়। ১৯২৫ সালের আগামী ২৭শে জুন শনিবার সেরিফের বিক্রয় গৃহে বেলা ১২ বারটার সময় উপরোক্ত প্রতিবাদীদের নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রীত হইবে :—

২০ কুড়ি জোড়া বুট
২০ কুড়ি জোড়া সু
৩ তিন খানি টেবল
২ দুই খানি চেয়ার
১ এক খানি ইলেক্‌ট্রীক্ ফ্যান্
৫৬টি সোলার টুপী
২১ একুশ বাণ্ডিল পট্টী
৩ তিন খানি র‍্যাক্
১০টি শিরস্ত্রাণ
৩ তিন দফা পাগড়ী
১ এক দফা খাকি টুপী
১ এক দফা পট্টী ফিতা
১ একটি ডাড়ি (Daree)
১ একটি ওয়াটার প্রুভ
২ দুই দফা টুপী
২টি টিন
১ দফা ড্রিল কোট
১ দফা কাপড়
১ একটি ডেস্ক
১ একটি বাক্স
১ একটি বনাত
১ দফা পশমের কাপড়
১ এক বাক্স কাঠের খেলনা
১ একটি আলমারি
১ এক বাণ্ডিল কাপড়
১ একটি গ্রামোফোন
১ একটি লোটা
১ একখানি আয়না
২ দুইটি ছাতা

৪০৯০৲ টাকা আদায়ের জন্য ও সেরিফের মাশুল ও চার্জ্জ (Poundage and charges) আদায়ের জন্য এই বিক্রয়ের নোটীশ জারি হইয়াছে।

বিক্রয়ের সর্ত্ত, কলিকাতার সেরিফের অফিসে কিম্বা—১০ নং ওল্ডপোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটে বাবু অম্বিকা চরণ দের অফিসে দেখা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া বিক্রয়ের সর্ত্ত বিক্রয়ের সময়ও উপস্থাপিত করা হইবে এবং পঠিত হইবে।

অম্বিকাচরণ দে
বাদীর এটর্ণী

ওঙ্কারমল জেঠিয়া
সেরিফ

জন্মভূমি

বটকৃষ্ণপালের

এডওয়ার্ড্‌স্‌ টনিক

বা

য়্যাণ্টি-ম্যালেরিয়াল্‌ স্পেসিফিক।

অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এমত আশু ফলপ্রদ

মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য—বড় বোতল ১॥০ প্যাকিং ডাকমাশুল ১৲ টাকা।
ছোট বোতল ১৲ „ ৸০ আনা

রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শ্বেলে লইলে খরচ অতি সুলভ হয়।

পত্রদ্বারা নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট্‌

(কলিকাতা হেলথ্‌ অফিসারের ব্যবস্থানুসারে প্রস্তুত)

অধুনা সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারী যেরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে উহার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে কলিকাতার হেলথ্‌ অফিসারের আবিষ্কৃত ট্যাবলেটই একমাত্র অবলম্বন। তিনি অক্লান্ত গবেষণার দ্বারা এই ট্যাবলেট আবিষ্কার করিয়া বহু সংখ্যক রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (formula) অনুসারে এই ট্যাবলেট প্রস্তুত করিয়া জনসমাজে প্রশংসনীয় হইয়াছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ২৫ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি ৸০ আনা মাত্র।

সিরাপ অব হাইপোফস্ফাইট অফ লাইম।

শ্বাসনালী প্রদাহ, হাঁপানি, স্বরনালী এবং মলকোষ্ঠের উত্তেজনা, স্বরভঙ্গ, সর্দ্দি, কাশি, ক্ষয়কাশ প্রভৃতি যাবতীয় কণ্ঠনালীর পীড়ায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ইহাতেও ক্ষুধার বিশেষরূপে উদ্রেক হইয়া থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা মাত্র।

মহামান্য ভারতের বড়লাট সাহেব বাহাদুর কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত।

কেমিষ্টস এণ্ড ড্রগিষ্টস ১ ও ৩ বন্‌ফিল্ডস্‌ লেন, (চীনাবাজার) কলিকাতা।

সোল এজেন্টস্‌ :—

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং

বিতরণ এই পুরশ্চরণসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচ ধারণমাত্রেই ব্যাধি, চাকুরী, ব্যবসা, অর্থ, পুত্র সম্বন্ধে শুভ ও সর্ব্ববিষয়ে জয়লাভ হয়। রামময় আশ্রম, বৈদ্যনাথ ধাম কুণ্ডা, এস, পি।

গ্রামোফোন ক্রেতাগণের সুবর্ণ সুযোগ

অভাবনীয় মূল্য হ্রাস হইয়াছে, মূল্য ৩০৲ টাকা হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। মেসিন ক্রয় করিবার পূর্ব্বে অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের দোকানে পদার্পণ করিবেন।

জে এন ঘোষ

গ্রামোফোন ও হারমোনিয়াম বিক্রেতা

৮৪-২ নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস' বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি,আই,ই, (কাশীমবাজার) মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর),রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এক,আর,সি,আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর আসাম), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজা-কুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্ব্বেল প্যালেস), শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল্ (সেরপুর—টাউন), শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি-এল, জমিদার রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার, (ঢাকুরিয়া), শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত জগত-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নলীনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত নলীনি-রঞ্জন সরকার এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল, সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে, জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লাভপুর), শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল, এণ্ড কোং), শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া), কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়), শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি—রঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, শাঁখারিটোলা, শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুখাঁ কৌন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার (পটলডাঙ্গা হাউস) ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার পাথুরিয়াঘাটা।

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd. No. C. 1116

মজলিস

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [৪৭শ সংখ্যা

১৩৩২ সাল, ২০শে আষাঢ় শনিবার, নগদ মূল্য ৴১০ পয়সা।

সম্পাদক—

শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস কার্য্যালয়—২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মজলিস

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

(শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী)

করাল কালের এক প্রলয় ঝঞ্ঝাঘাতে ভারতের বক্ষ হইতে একটি মহামহীরুহ সহসা উৎপাটিত হইয়াছে।

মৃত্যুর ঘনঘটাচ্ছন্ন সন্ধ্যাসমাগমে বাঙ্গালার স্বরাজ-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে! সহসা বাঙ্গালার পক্ষে, ভারতের পক্ষে, সহস্র অশনিসম্পাতে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ভারতের মুক্তিসাধনার সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বেই—দেশসেবাব্রত উদ্‌যাপিত হইবার পূর্ব্বেই লোকান্তরিত হইয়াছেন। যিনি ত্যাগে মহাত্মা গান্ধীর প্রকৃত মন্ত্রশিষ্য—যিনি তেজে শতসূর্য্যসম সমুজ্জ্বল—যিনি দেশসেবার মহাযজ্ঞে হোতা, সেই চিত্তরঞ্জন নাই। আজ তোমাদের চোখে যত জল আছে, সমস্ত ঝর ঝর করিয়া বর্ষণ কর। তোমার স্বরাজসাধনার সিদ্ধি দূরবর্ত্তিনী হইয়া গেল; কাঁদ ভারতমাতা, তোমার ভক্ত সন্তান অকালে তোমার অঙ্কচ্যুত হইলেন। মুক্তির সংগ্রামে যিনি শঙ্খ জয় করিয়াছিলেন; যাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কোটি কোটি ভারতবাসী তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া সাধনাক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিল—যাঁহার জয়নাদ বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগরের গর্জ্জনের মত বোধ হইয়াছিল; যাঁহার সঞ্জীবনী শক্তি পরাজিত জাতির শবে জীবন সঞ্চার করিয়াছিল, তিনি আর নাই! তাই বলি যদি প্রাণে একটুকু শোক পাইয়া থাক তবে কাঁদ, বাঙ্গালী কাঁদ!

আজ জননীর মন্দিরের বেদীমূলে পুরোহিতের মৃত্যু-স্তম্ভিত হস্ত হইতে আরতির পঞ্চপ্রদীপ ভূমিতে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ যুদ্ধক্ষেত্রে জয়োল্লাসে অগ্রসর সেনাদলের নায়কের হস্ত হইতে তাঁহার মুখমারুতপ্রপূরিত তূর্য্য পড়িয়া গিয়াছে। কে আর ভৈরবনাদে সেবক-কিরিটিনীকে-স্বদেশ-সাধনক্ষেত্রে পরিচালনা করিবে?

যাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই, তাহাই কঠোর সত্যে পরিণত হইয়াছে। যাহা অসম্ভব বলিয়া ভারতবাসী নিশ্চিন্ত ছিল, তাহাই সম্ভব হইয়াছে—চিত্তরঞ্জন আর নাই!

চিত্তরঞ্জন গিয়াছেন। তাঁহার গৌরবরবি যখন মধ্যগগনে উপনীত হইয়া কিরণজাল বিস্তারিত করিতেছিল, যখন দেশে বিদেশে তাঁহার প্রভাব অনুভূত, যখন বাঙ্গালায় ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহার নাম জপমালা করিয়াছিল, তখন তিনি আপনার অপরিম্লান, ক্ষমতারশ্মি সংহরণ করিয়া অকালে অস্তমিত হইলেন।

কিন্তু আজ কে তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিবে? কাহার সে শক্তি আছে যে শক্তিধরের স্থান অধিকার করিবে? দেবাদিদেব মহাদেব যেমন আপনার জটাজাল জাহ্নবীর চঞ্চল ধারা ধারণ করিয়া তাহা শান্ত ও স্নিগ্ধ করিয়াছিলেন, চিত্তরঞ্জন তেমনই আপনার ক্ষমতায় বাঙ্গালার চঞ্চল রাজনীতিক প্রবাহ সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। তাহাকে সর্ব্ববিধ বিশৃঙ্খলামুক্ত করিয়াছিলেন; যখন ভারতগগনে বিচ্ছেদের বিষাগ্নি সমুজ্জ্বল—তখন তিনি অহিংসার বর্ম্মে আবৃত হইয়া সকল সম্প্রদায়কে একত্রীভূত করিয়াছিলেন।

দেশের যখন বড় দুর্দ্দশা—দেশবাসীর যখন বড় বেদনা, সেই সময় ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জনের আবির্ভাব। এমনই অবস্থায় যুগে যুগে সকল দেশের নেতার আবির্ভাব হইয়াছে। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ গোখেল; তিলক, রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি যুগাবতারগণ জাতির এমনই অধঃপতনের যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা শ্মশানে শব সাধনা করিয়া জাতির ভাগ্য পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহারা

বজ্রকণ্ঠে ডাকিয়া ভীরুকে সাহসী করিয়াছেন—অলসকে কর্ম্মী করিয়াছেন; অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন। ম্যাজিনী গ্যারিবল্ডী, কাভুর, ওয়াসিংটন প্রভৃতিরও জাতির যুগসন্ধিকালে আবির্ভাব। চিত্তরঞ্জনও দেশের সেইরূপ সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভারতের দুর্দ্দশার অমানিশার ঘনান্ধকারে ভারতবাসী যখন নিরাশায় অবসন্ন, তখন তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আজ তাঁহার অকালতিরোভাবে সেই অন্ধকার যেন গাঢ়তর হইয়া উঠিল। তিনি গিয়াছেন—তাঁহার অসমাপ্ত, কার্য্যভার তাঁহার দেশবাসীকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালীর কি ছিলেন? যে বৈরাগ্য, ত্যাগ বা সন্ন্যাসের মধ্য দিয়া ভারতের ভাব ধারার বৈশিষ্ট্য গোমুখীর পুণ্যপূত স্নিগ্ধ ধারার মত শত বাগে উচ্ছলিয়া উঠে; যে ভাব ও চিন্তার ধারা ভারতীয়ের অস্থিমজ্জায় ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া আছে,—চিত্তরঞ্জনের মধ্যে দিয়া সেই বৈরাগ্য ও সেই ভাবধারা শত সৌরকারাঙ্কন প্রভায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। চারি শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালার নিভৃত পল্লীবাটে শ্রীচৈতন্য যেমন মৃদঙ্গ-করতাল-ধ্বনির সহিত মধুর হরিনামের বন্যা আনয়ন করিয়া অজয়ের তটপ্রান্ত হইতে মণিপুরের বনান্তরাল পর্য্যন্ত ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, তেমনই বাঙ্গালার রাজনীতির "মরা গাঙ্গে" প্রেমের বন্যায় চিত্তরঞ্জন সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। বাঙ্গালী চিত্তরঞ্জনের বিরাট ত্যাগের স্বরূপ দেখিয়া ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রীতি সম্ভ্রমে নতমস্তকে ত্যাগী প্রেমিক চিত্তরঞ্জনকে অঞ্জলি ভরিয়া অর্ঘ্য দিয়াছিল।

জাতির বহু ভাগ্যবলে এমন জননায়ক মিলিয়া থাকে। চিত্তরঞ্জনের সহিত রাজনীতিক অভিমত লইয়া দেশের কাহারও যে মতবিরোধ ছিল না, এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু তুচ্ছ সে বিরোধ—জাতির ঘোর দুর্দ্দিনে চিত্তরঞ্জন বিরাট ত্যাগের যে জ্বলন্ত বর্ত্তিকালোক লইয়া জাতিকে পথিপ্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত পাইব কোথায়? দেশনায়ক মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁহার মতবিরোধ ঘটিয়াছিল, কিন্তু ভবিষ্যৎদর্শী নেতা, চিত্তরঞ্জনের মধ্যে যে শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি তাঁহাকে কংগ্রেসের রাজনীতিক্ষেত্রে পথিপ্রদর্শনরূপে বরণ করিয়াছিলেন। এ শক্তি সামান্য শক্তি নহে।

বাঙ্গালীর আশা, বাঙ্গালীর ভরসা, বাঙ্গালীর বুদ্ধিবল, বাঙ্গালীর শক্তি, বাঙ্গালার বিরাট পুরুষ আজ কোথায় কোন্ অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়া গেলেন। যে পুরুষ সিংহ কম্বুনাদে বলিয়াছিলেন, স্বরাজ আমার মূলমন্ত্র আমি স্বাধীনতা চাই—বাঙ্গালি। আজ তাঁহার অভাব কে পূর্ণ করিবে? সেই শক্তিধরের নেতৃত্বে বঞ্চিত হইয়া আজ তুমি কাহাকে তাঁহার আসনে বরণ করিবে? সমস্ত দেশ ও জাতিকে কাঁদাইয়া কোথায় কোন্ দেশে সে শক্তিধর মহাপ্রস্থান করিলেন?

বাঙ্গালী। সম্মুখে তোমার কাঁদিবার দিন আসিয়াছে। এস বাঙ্গালী প্রাণ ভরিয়া কাঁদ—যাহা হইয়াছে, তাহা সহজে পাইবার নহে। কিন্তু সে ক্রন্দনের সপ্তসমুদ্রের মধ্যেও রত্ন আহরণ করিবার শক্তি সঞ্চয় কর। তাঁহারই শক্তিতে শক্তিধর হইয়া তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিবার চেষ্টা কর। তাঁহারই ভাব প্রবাহের পুণ্যধারায় স্নাত—প্লাবিত হইয়া ত্যাগের পথে, মুক্তির পথে অগ্রসর হও। তিনি গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আছে। দেখ ঐ পৃথিবীর পরপার হইতে তাঁহার পূত আত্মা তোমাদিগকে হাস্যস্ফুরিতাধরে পথিনির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। তুমি আত্মশক্তি ভুলিয়াছ, ঘর ছাড়িয়াছ, পদে পদে পরকে জড়াইয়া ধরিতে অভ্যস্ত হইয়াছ, পরকে আশ্রয় বলিয়া মানিতে শিখিয়াছ, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আত্মস্থ হও, আপনার শক্তিতে আপনার পদে ভর দিয়া দাঁড়াও, বল দৃঢ়স্বরে—এস দেশবন্ধু আমাদের দুর্ব্বল মনে বল দাও, আমাদের এ মোহ ঘুচাও তোমার ত্যাগের পুণ্যস্পর্শে আমাদের পরনির্ভরতা দূর কর, আমাদিগকে মানুষ হইতে শিখাও। মনে কর সেই দিনের কথা। যে দিন চাঁদপুরে আমাদেরই দুঃখী শ্রমিক ভ্রাতা সহায়হীন, আশ্রয়হীন, পথের ভিখারী হইয়া প্রবলের পাড়ন হইতে দূরে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। সে দিন কাহার অন্তঃকরণ দরিদ্রের ব্যাথায় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল? কে সে দিন তরঙ্গ-ভঙ্গ-ভীষণা পদ্মার ক্ষুদ্র নৌকায় পাড়ি তুলিয়াছিল? তুচ্ছ প্রাণের মায়া, তুচ্ছ ভোগবিলাস। আজীবন সুখে বিলাসে লালিত পালিত ঐ চিত্তরঞ্জন—দরিদ্রের বন্ধু দেশবাসী শ্রমিকের বন্ধু চিত্তরঞ্জন সেদিনে স্থির থাকিতে পারেন নাই। সে কি দুর্জ্জয় শক্তি, যাহা চিত্তরঞ্জনের প্রাণে এ প্রেরণা জাগাইয়াছিল?

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

বংশপরিচয়।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর তারিখে কলিকাতা সহরে চিত্তরঞ্জন দাশ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গলার অতি প্রাচীন বৈদ্যবংশ। উদারতায়, মনস্বিতায়, প্রতিভায়, সরলতা এবং স্বাধীনতা প্রিয়তায় এই বংশ বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। কথিত আছে, এই বৈদ্য বংশের বহু লোক প্রাচীন বাঙ্গলায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরের অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল বিলের পার্শ্বস্থিত তেলিরবাগ নামে ক্ষুদ্র গ্রামে চিত্তরঞ্জনের পূর্ব্বপুরুষগণ ইদানীং আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের পিতামহ কাশীশ্বর দাশ গ্রামের মধ্যে একজন প্রতিভাশালী লোক বলিয়া সম্মানিত হইতেন। কাশীশ্বরের তিন পুত্র—দুর্গামোহন, কালীমোহন, ভুবনমোহন। দুর্গামোহনের তিন পুত্র,—পরলোকগত সত্যরঞ্জন, রেঙ্গুনের জজ জ্যোতিষরঞ্জন এবং বাঙ্গালার এডভোকেট জেনারেল সতীশরঞ্জন। ভুবন মোহনেরও তিন পুত্র—চিত্তরঞ্জন, প্রফুল্লরঞ্জন, বসন্তরঞ্জন। অপুত্রক কালীমোহন বসন্তরঞ্জনকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্গামোহন ভুবনমোহন ও কালীমোহন তিন ভ্রাতাই ব্যবহারাজীব ছিলেন। ভুবন মোহন এটর্ণী, দুর্গামোহন ও কালীমোহন উকীল। তিন ভ্রাতাই যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; পরবর্ত্তী কালে কালীমোহন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু হইয়াছিলেন। রসা রোডের যে গৃহ চিত্তরঞ্জন সাধারণের সম্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, তাহাই কালীমোহনের আবাস ছিল।

এই বংশের সকলেই তাঁহাদের কৌলিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। দুর্গামোহন এবং ভুবনমোহন ব্রাহ্ম সমাজের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন এবং তদানীন্তন সমস্ত সাধারণ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেন। চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবন মোহন কেবলমাত্র এটর্ণী ছিলেন না, অধিকন্তু তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন" নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের পিতা ও পিতামহ তাঁহাদের দরিদ্র প্রতিবাসীবর্গের সাহায্যার্থ মুক্তহস্তে অর্থদান করিতেন, চিত্তরঞ্জন বিশেষভাবে এই কৌলিক গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া দানশৌণ্ড খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

বাল্যশিক্ষা।

বাল্যকালে চিত্তরঞ্জন কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাস করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী কলেজিয়েট স্কুল হইতে এনট্রান্স পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উক্ত কলেজ হইতে দক্ষতার সহিত বি, এ, পাশ করেন। কলেজে অধ্যয়ন কালে তাঁহার সতীর্থগণ সাহিত্য ও বাগ্মিতায় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হয়েন। বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত গমন করেন। বিলাতে যে সময় দাদা ভাই নৌরাজী পার্লামেন্টের সদস্য হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই সময় চিত্তরঞ্জন তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া বিলাতে অনেক সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই বক্তৃতাগুলিতে অসাধারণ প্রতিভা প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। বিলাতে ও ভারতে অনেকে সেই বক্তৃতা পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইহাই চিত্তরঞ্জনের যশের শৈলশিখরে উঠিবার প্রথম পদক্ষেপ।

সিভিল সার্ভিসে বাধা

ইহার কিছুদিন পরে বিলাতের পার্লামেন্টের অন্যতম সদস্য মিঃ জন ম্যাকনীল ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অবমাননাজনক অভদ্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ছিলেন। সেই সময় চিত্তরঞ্জন ইংলণ্ড প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া জ্বলন্ত ভাষায় এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতার প্রভাবে মিঃ ম্যাকনীলকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে এবং পার্লামেন্টের সদস্যপদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ইহার অল্পদিন পরে তাঁহাকে (মিষ্টার দাশকে) বিলাতে "ভারতীয় অবস্থা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করা হয়। তিনি যে সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই সভার সভাপতি ছিলেন মিঃ গ্লাডষ্টোন। তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত তীব্র হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায় যে, মিঃ দাশ বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইলেও ঐ বক্তৃতার জন্য তাঁহার নাম শিক্ষানবীশদের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হয়।

সিভিল সার্ভিসে প্রবিষ্ট হইতে না পারিয়া মিঃ দাশ

ইনার টেম্পেলে ব্যারিষ্টারী পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ১৮৯১ কিম্বা ৯২ অব্দে মিঃ দাশ কলিকাতা হাইকোর্টের বারে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রথমে নানা কারণে তিনি ব্যারিষ্টারীতে আপনার স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই। নানা কারণে তাঁহার প্রতিভা বিকাশের পথ রুদ্ধ ছিল। কিন্তু প্রকৃত শক্তি কখনও চিরকাল উপেক্ষিত বা অনাদৃত থাকিতে পারে না। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলার আসামী শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষের পক্ষে মিঃ দাশ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার ব্যবহারশাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রায় ছয় মাস কাল এই মামলা চলিয়াছিল। মামলা চালাইবার জন্য যে টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল, ব্যারেষ্টারের পারিশ্রমিকে কয় দিনে তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়। তখন শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীকে দিয়া আর মামলা চালান অসম্ভব হয়, অনন্যোপায় হইয়া "বন্দে মাতরমের" কর্ম্মী—চিত্তরঞ্জনের বন্ধুরা শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি চিত্তরঞ্জনকেই এই মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করিতে বলেন, চিত্তরঞ্জন সানন্দে ও সাগ্রহে সে ভার গ্রহণ করিয়া যে অসাধারণ ত্যাগের ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই মামলা পরিচালনে, উদারস্বভাব, পরদুঃখকাতর চিত্তরঞ্জন এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। এই সময় তিনি তাঁহার সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গাড়ী ঘোড়া পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই ত্যাগ স্বীকারের ফল ফলিতে বিলম্ব হয় নাই। এবং মামলার ফলে ব্যবহারাজীবস্বরূপে তাঁহার যশঃ ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং লোকে আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে অধিক ফি দিয়া মামলা পরিচালন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে থাকেন। ডুমরাওনের মামলায়, নাগপুরের হোমরুল লীগের সেক্রেটারী মিঃ বৈদ্যের মামলায়, ব্রহ্মদেশে মিঃ মেটার পক্ষসমর্থনে তিনি ব্যবহারশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তির পরিচয় প্রদান করেন। এই সময় তাঁহার যশঃ এত উচ্চস্থানে উন্নীত হইয়াছিল যে, চট্টগ্রামের কুতুবদিয়ার বন্দীরা তাঁহাকেই তাঁহাদের পক্ষে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করে। অন্যে পরে কা-কথা, স্বয়ং ভারতসরকার মিউনিশান বোর্ডের মামলায় কৃতী চিত্তরঞ্জনকে তাঁহাদের পক্ষের ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করেন; কিন্তু এই মোকদ্দমা চালাইবার সময় তিনি অসহযোগ মত অবলম্বন পূর্ব্বক ব্যারিষ্টারী কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

ত্যাগী চিত্তরঞ্জন

যে সময় চিত্তরঞ্জন ব্যবহারজীবির কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি এক সহস্র মুদ্রার কমে কলিকাতা হাইকোর্টের কোন মোকদ্দমাই গ্রহণ করিতেন না, বিদেশ যাইতে হইলে তাঁহাকে অত্যন্ত অধিক অর্থ প্রদান করিতে হইত। এই সময় তিনি যেমন এক দিকে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, অন্য দিকে তেমনি মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

বাবাজী না বাওয়া ডিম ?

বেলা বোধ হয় দশটা বাজিয়া গিয়াছিল। আমি চক্ষু বুজিয়া চুপ করিয়া শুইয়াছিলাম। বাহিরে—সজল কৃষ্ণ মেঘে আবৃতের আকাশ আচ্ছন্ন, ভিতরে—রোগ-শয্যার উপর আমার অস্থিসার বিবর্ণমুখে যন্ত্রণার কুঞ্চন অস্বাভাবিক দীপ্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্ব রাত্রে আমার জরটা হাম্বীর রাগিণীর মত ধৈবতে জোর দিয়া একটু বেশী বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিল।

তিন জন ডাক্তার বন্ধু—আমার গৃহের মধ্যেই—একখানা সতরঞ্চির উপর বসিয়াছিলেন। আমাকে নিদ্রিত মনে করিয়া, ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ অভিমত প্রকাশ করিতেছিলেন—"এ জর ম্যালেরিয়া" নগেন্দ্রকুমার বলিতেছেন—"আমার বোধ হয় ইহা টাইফয়েড্", অশ্বিনীকুমার এ কথায় আপত্তি তুলিয়া কহিতেছিলেন—"নিশ্চয়ই ইহা ব্রোঙ্কাইটিস্"! তিন জনের তুমুল তর্কের ভিতর—'ইঞ্জেকসন' 'ইমলসন' 'কুইনাইন' এই তিনটী নাম—বারম্বার প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। আমি তখন ভাবিতেছিলাম কবিতার ছন্দ, গানের তান, নৃত্যের ভঙ্গী, পেটের জ্বালা, কালের গতি, সব বৃহৎ জিনিষেরই যেমন একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে, ডাক্তার বাবুদের মেটিরিয়া মেডিকার বুঝি সেরূপ একটা ব্যবস্থা নাই! "নানা মুনির নানা মত"—এই চির প্রচলিত বঙ্গীয় প্রবচনের উদাহরণ—ডাক্তার বাবুদের প্রেস্কৃপ্‌সন্!

সহসা তপঃপ্রসন্ন বরদাতা দেবতার মত উপস্থিত হইয়া ডাক্তার রাজেন্দ্রমোহন নন্দী আমার তপ্ত ললাট স্পর্শ করিলেন। তাঁহার হাসি হাসি মুখ দেখিয়া আমার "ভেরস্পর্শের" ফাঁড়া কাটিয়া গেল। ৩.৪ দিন "অ্যাসিড্ মিক্‌শ্চার" খাইয়া আমি এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম। কিন্তু জীবন্মৃত হইয়া পড়িয়া রহিলাম।' কারণ ডাঃ রাজেন্দ্র মোহন আমাকে নড়িতে চড়িতে পড়িতে বারণ করিয়া দিলেন! নানাদেশ হইতে রোগাতুর নরনারী আসিয়া আমার দ্বারে "ধন্না" দিতে লাগিল, তাহাদের ভগ্নকণ্ঠের কাকুতি শুনিয়াও আমি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলাম না। ডাক্তার বাবুর ইহাই হুকুম! আমার সম্মুখের রাজপথ দিয়া প্রত্যহই ডাক্তারের দল গাড়ী চড়িয়া নিজের শ্রীবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন! আমি শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম—

"বাঁচিলে বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনবার।".

বল দেখি এ আমার উৎকট রোগ, না বিকট বিরহ· বিরহে ভয় পঞ্চবানের, আমার ভয় ডাক্তারের বাক্যবাণকে। তফাৎ কেবল এইটুকু, নহিলে—"সোণার অঙ্গ তো জর জর" হইয়াই ছিল—বাকি শুধু আপ্ত দৌত্য!

এই সময় একটা বুক পোষ্ট আসিয়া হাজির। আমি কম্পিত হস্তে উপরের প্যাকিং খুলিয়া ফেলিলাম, দেখিলাম একখানি নূতন বই, নাম—"রসরাজ গৌরাঙ্গ স্বভাব ও শ্রীমস্তে মধুর ভাব"। বইখানি পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। ভাবিলাম—ডাক্তার পড়িতে বারণ করিয়াছেন, কিন্তু রোগ-শয্যায়, জীবিত কালের শঙ্কট সঙ্কুল অবস্থায়, ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িতে দোষ কি? যদি মরিয়া যাই—পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লই। প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের লীলা কাহিনী পড়িয়া ধন্য হই।

পুস্তকখানি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। মলাটে দেখিলা "শ্রীবিশ্বম্ভর দাস বাবাজী কর্ত্তৃক প্রণীত।" ভিতরে দেখিলাম—ছন্দোময়ী রচনা। মহাপ্রভুর পবিত্র লীলা— বড় আগ্রহে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু একি! এইকি গৌরাঙ্গ দেবের লীলা কথা? যিনি সংসার বিরাগী কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী প্রেমের অবতার, কে এ বিশ্বম্ভর বাবাজী—আমাদের সেই পরমারাধ্য নদীয়ার নিমাইকে 'কামের অবতার' বানাইয়াছে? বিশ্বম্ভর, কি বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণব? বৈষ্ণব কি মহাপ্রভুর সম্বন্ধে এমন মন্তব্য দিনের আলোকে বাহির করিতে পারে? বৈষ্ণব বৈষ্ণবের বন্দনীয় দেবতাকে এমন মসীলিপ্ত করিয়া চিত্রিত করিতে পারে? এই জঘন্য অশ্লীল বইখানার দুই চারি পাতা পড়িয়াই—আমার রুগ্ন দেহ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। উপাধানে ভর থাকিয়াও মাথাটা যেন ঘুরিয়া উঠিল। হায়! ডাক্তার! কেন তোমার কথা শুনিলাম না? তুমি আমায় পড়িতে বারণ করিয়াছিলে, কেন আমি সে কথায় অন্যথাচরণ করিলাম! পাঠক! বিশ্বম্ভর বাবাজীর প্রতিপাদ্য ব্যাপার বুঝিয়াছ কি? এই দুর্ম্মতি বৈষ্ণব সমাজে থাকিয়া, সকলকে বুঝাতে যায়—বৈষ্ণব দেবতা চৈতন্য দেব একজন লম্পট ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রথম যৌবনেই রমণীর প্রতি আসক্ত, তিনি লুকাইয়া নবদ্বীপ নিবাসিনী নারীবৃন্দের নিভৃত নিকুঞ্জে নাগররূপে নিধুবন লীলায় নিয়ত নিরত থাকিতেন। এই নিগূঢ় নায়ক ভাব, এই কামিনীর কুটীরে কামুকের কন্দর্প রস, এই নিত্য নূতন ফুলে অলির মধুপান বৃত্তি—মর্ত্ত্যের লোক এতদিন জানিত না, বিশ্বম্ভর বাবাজী পেটেন্ট ঔষধের মত ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন। করিয়া নিজে ধন্য হইয়াছেন, আমাদিগকেও ধন্য করিয়াছেন।

অনধিকারী অবৈষ্ণবগণ শিক্ষার অভিমানে—কৃষ্ণ চরিত্র বুঝিতে না পারিয়া ষোড়শ শত গোপিনীর সঙ্গে বৃন্দাবনচন্দ্রের ভোগ সম্বন্ধ প্রচার করিয়া থাকেন, ইহা আমরা জানি। কিন্তু চৈতন্যদেব যিনি আদর্শ সন্ন্যাসী, যিনি ঘুমন্ত যুবতী পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, রমণীর হাতে ভিক্ষা গ্রহণ করার জন্য যিনি নিজের প্রিয় শিষ্যেরও মুখ দেখেন নাই, যিনি বৈষ্ণব সমাজে উপদেশ দিয়াছিলেন—

সন্ন্যাসী হঞা করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥

সেই চৈতন্য দেব—তাঁহার উপর রমণী কুলের ভোগ সম্বন্ধ আরোপ—জগাই মাধাই ও কখন কল্পনা করে নাই। আর তুমি বিশ্বম্ভর বাবাজী, নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত করিয়া, বৈষ্ণব পদরেণুপূত কাটোয়া নগরে জন্মিয়া, সেই নির্ম্মল শেফালিকা শুভ্র চরিত্রে এমন কলঙ্কের কালী মাখাইয়া দিতে সাহস করিলে? তোমার বৈষ্ণবের কীর্ত্তি

কলাপ দেখিয়াই একদা শিক্ষিত সমাজ বৈষ্ণব ধর্ম্মকে ঘৃণার চ'খে দেখিতেন—একথা কি তোমার মনে পড়ে না? ভক্তবৃন্দের রচিত মহাপ্রভুর অনেকগুলি ত জীবনী আছে, বল দেখি তুমি কোথায় পড়িয়াছ—চৈতন্য দেবের পার্ষদ—গদাধর, নরহরি, রঘুনন্দন প্রভৃতি মহাপুরুষগণ শ্রীগৌরাঙ্গের উপভোগের জন্য যুবতী সংগ্রহ করিয়া আনিতেন; মহাপ্রভুর ইন্দ্রিয় বিলাস বর্ণনা করিতে তোমার কি লজ্জা হইল না? তোমার মাথায় আকাশের বাজ পড়িল না? তোমার পদতলের পৃথিবী ভূমিকম্পে কাঁপিয়া উঠিল না? ছি ছি ধিক্ তোমাকে! ধিক তোমার পৈশাচিক কল্পনায়, ধিক্ তোমার জুগুপ্সামূলক কাম কলুষিত পাপ প্রবৃত্তিকে! শুনিলাম শ্রীধাম নবদ্বীপে কে একজন হরিদাস গোস্বামী আছে—সেও নাকি "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" পত্রিকায় তোমার এই জঘন্য স্বকোলকল্পিত মতবাদ সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ লিখিতেছে—এই গুণধর গোস্বামীকে বৈষ্ণব সমাজ কি পাষণ্ড বলিয়া ঘৃণা করিবে না?

শ্রীচৈতন্য দেব—বাঙ্গালার গর্ব্ব, বাঙ্গালীর পূজনীয় প্রাণের ঠাকুর। তাঁহার চরিত্রে—যে পাষণ্ড ইন্দ্রিয় বিকার দেখিতে পায়, কাগজে কলমে সে কথা লিখিয়া প্রচার করে, ছাপার অক্ষরে তাহা মুদ্রিত করিয়া বিষাক্ত বাষ্পের মত সমাজে ছাড়িয়া দেয়, সে মানবরূপী দানব। তাহার অপরাধ অতি গুরুতর, সে অপরাধ অমার্জ্জনীয়। সমস্ত বৈষ্ণব সমাজের উচিত—এই গুরু অপরাধীদের দণ্ড দেওয়া।

ব্যাভিচার লিপ্ত ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণ নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমায়—বৈষ্ণব ধর্ম্মের কল্পতরুমূলে আশ্রয় লাভ করিয়া নেড়ানেড়ী নামে পরিচিত হইয়াছে। এই নেড়া নেড়ীরা ধর্ম্মের কোন ধার ধারে না, ইহাদের পেশা—ভিক্ষা, নীতি গাঁজা ও আফিং সেবা, কার্য্য—ইন্দ্রিয় তর্পণ। নেড়ীরা লোকের কাছে—বৈষ্ণবী বলিয়া আত্ম পরিচয় দেন। নেড়াদের নাম "বাবাজী"। আমরা ছেলে বেলায়—এই নেড়াদিগকে এই ভণ্ড বৈষ্ণবগণে—"বাওয়া ডিম" বলিয়া ক্ষেপাইতাম। মহাত্মা চৈতন্য প্রভুকে—যে কামরসে "রসরাজ" বলিতে পারে, তাঁহার ভক্তি লীলাকে যে মদনোৎসব বলিয়া প্রচার করে, ভাবোন্মত্ত মহাপ্রভুকে যে গুপ্ত প্রেমের লম্পট মনে করিয়া পদ্য লিখিতে পারে,—সে "বাবাজী" না "বাওয়া ডিম"?

ভাববার কথা।

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

১। মদ খেয়ে টলতে টলতে রাত বারটার সময় ছেলে বাড়ী এলো। এসে দেখলে দোর বন্ধ। বাড়ীতে এখন কেবল তার বাপ আছেন আর কেউ নেই। ছেলে কড়া নেড়ে ডাকতে লাগল—"গোপাল দা! গোপাল দা!" তার চীৎকার শুনে এক বৃদ্ধ প্রতিবেশী দোর খুলে বাহিরে এসে বল্লেন—ওকিরে হতভাগা! বাপকে দাদা বলে ডাকচিস কি বল?" "ছেলে জড়ান গলায় বল্লে মশাই, জানেন না। আমার এখন যে অবস্থা তাতে যদি বাবাকে বাবা বলে ডাকি ত বাবারই অপমান। তাই গোপাল দা বলে ডাকচি। কত শালা ছোট ভাই মদ খায় তাতে বড় ভাইএর কি এসে যায়? তাই গোপাল এখন আমার বাবা নয়, দাদা!' বৃদ্ধ আবার দোরের খিল্ দিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

২। গুটিকতক ছেলে চাঁদার খাতা হাতে করে পার্ব্বতী বাবুর সদর ঘরে বসে আছেন। পার্ব্বতীবাবু দেখি যদি কিছু দিতে পারি বলে সেই যে অন্দরমহলে ঢুকেছেন আর বেরুচ্চেন না। ছেলেরা শেষে অধীর হয়ে ডাকাডাকি সুরু করে দিলে। অনেকক্ষণ পরে পার্ব্বতীবাবু বেরিয়ে এসে শুষ্কমুখে বল্লে—ওহে কিছু পাওয়া গেল না। গিন্নী বল্লে এখন ভাঙ্গান নেই।" একজন ছেলে একটু বিরক্ত হয়ে বল্লে তবে মশাই এতক্ষণ বসিয়ে রাখলেন কেন?" পার্ব্বতী বাবু বল্লেন—কি করি বল। গিন্নীর কাছে কিছু আদায় কর্ব্বার মতলবে ছিলুম, কিন্তু পারা গেল না। একজন ছেলে একটু ঠাট্টা করে বল্লে আপনি যে মশাই আমাদের জন্য এতটা খেটেছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ! আচ্ছা, মশাই! জিজ্ঞাসা করি, আপনি টাকা কড়ি আপনার পরিবারের হাতে রাখেন কেন? বৃদ্ধ বলেন—তার কারণ আছে হে কারণ আছে। কামিনী আর কাঞ্চন একসঙ্গে রেখেছি তার কারণ হঠাৎ যদি বৈরাগ্য আসে ত ত্যাগ হওয়ার সুবিধে হবে। বুঝলে হে! "যে আজ্ঞে! খুব বুঝেছি।" বলে ছেলেরা বিদায় নিলে।

৩। বেলা বারটার সময় কেষ্টচরণ ঘরে ঢুকে মাকে

"ডেকে বল্লে—মা, বড় খিদে পেয়েছে, শিগ্গির ভাত দে। মা বল্লে আমি ত কোন সকালে রেঁধে বেড়ে বসে আছি রে, হতভাগা! তুই এতক্ষণ কোন চুলোয় ছিলি? তা অমন মুখ ফিরিয়ে রেখেছিস্ কেন? কি হয়েছে? আমায় মুখ দেখাবি না? কেষ্টচরণ তদবস্থায় থাকিয়াই বল্লে—আমার মুখ দেখাব না কেন? তোরই মুখ দেখবো না। রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতে কামিনী কাঞ্চনের মুখ দেখতে নেই। দে শিগ্গির ভাত বেড়ে দে। মা হাস্তে হাস্তে বল্লেন—তাই বুঝি আমার মুখ দেখবি না? ও পোড়া দশা! রামকেষ্টর কি চেলা হয়েছিস্রে!" কেষ্টচরণ অধীর হয়ে বল্লে—সে যাই হোক্‌ তুই ভাত দে না? ওই যা তোর মুখ দেখে ফেল্লুম। তবে আগে তোর গুরুর কাছ হতে জেনে আয় আমার মুখ দেখলে কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, তার পর ভাত পাবি।"

৪। রঘুদয়ালের বাসা ছিল চিরকাল বউবাজারের দিকে। হঠাৎ বৃদ্ধ বয়সে সে নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটে বাসা তুলে নিয়ে এল। অনেক কাল পরে এক পোরণ বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বন্ধু অবাক হয়ে বল্লে কিহে রঘু! "চিরকাল থাকতে বউবাজার অঞ্চলে। এবার যে হঠাৎ নিমতলায় চলে এলে?" রঘুদয়াল গম্ভীর হয়ে বল্লে, ভায়াহে, অনেক ভেবে চিন্তেই এই অঞ্চলে বাসা নিয়েছি। জানত, জ্ঞাতিবর্গ সব শত্রু হয়ে দেশ ছাড়া করেছে। তারপর বন্ধুবান্ধব যে যেখানে ছেল সব ঝড়ে আঁবের মত কে কোথায় ছটকে পড়েছে। মাত্র ছুটো ছেলে সম্বল। তার ও আবার কঙ্কালমাত্র সার। বউবাজার হতে নিমতলা শ্মশানে তাদের যদি আমাকে বয়ে আনতে হয় তবে তাদেরও আমার খাটে শুয়ে পড়তে হবে। এই সব ভেবে চিন্তে এই অঞ্চলটায় বাসা নিয়েছি।" বন্ধু গম্ভীর ভাবে বল্লে "ভাববার কথা বটে!"

কবে?

কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ

কবে—দুষিত এ কারা ছাড়িয়া যাইব
মজার শ্বশুর নন্দনে,
কবে—তাপিত এ চিত করিব শীতল
স্বাধীন প্রেমের চন্দনে।
কবে—বেড়াব সেজে গুজে আমার আমি হারা
গৃহের নাম নিতে নয়নে ববে ধারা
রসিক যুবা হেরি ব্যাকুল হবে প্রাণ
বিপুল পুলক স্পন্দনে।
কবে—নারীর লাজ ভয় চরণে দলিয়া
উধাও হইব গো 'শ্রীরাধা' বলিয়া
চরণ টলিবেনা হৃদয় গলিবে না
স্বামীর আকুল ক্রন্দনে।

মার্কিণ যুক্তরাজ্য।

(১) অধুনা ব্যবসায় ও ধনসম্পদে যুক্তরাজ্য পৃথিবীর মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার পরিমাণ ফল ৩০ লক্ষ বর্গমাইল, লোক সংখ্যা প্রায় ১০ কোটি ৫৫ লক্ষ। তথায় এক কোটি ৪০ লক্ষ পরিবারের নিজস্ব বাটী আছে। ইহা ৪৫ দেশ ও ৩ টি প্রদেশে বিভক্ত।

(২) ১৬০৭ খ্রীঃ হইতে ১৭৩২ খ্রীঃ মধ্যে যুক্তরাজ্যের আদিম অধিবাসী বৃটীশ দ্বীপপুঞ্জ হইতে আসিয়া এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৭৭৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত তাহারা বৃটনের অধীন ছিল; কিন্তু কতকগুলি ট্যাক্সের পীড়নে স্বাধীনতার জন্য উদ্যোগী হয়। সেই সময় সেনাপতি ওয়াসিংটন প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া বৃটনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ সংঘটিত করেন।

১৭৭৮ খ্রীঃ যুদ্ধের পর বৃটন তাহাদের স্বাধীনতা স্বীকার করেন; ঐ বৎসর ওয়াসিংটন প্রথম সভাপতি মনোনীত হন। ১৮৬১ খ্রীঃ ইহার সহিত কয়েকটী দেশ সংযুক্ত হইয়া বর্ত্তমান শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাদের সভাপতি চারিবৎসর পরে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। প্রত্যেক প্রদেশের গবর্ণর সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হয় এবং সভাপতি জনসাধারণে নির্ব্বাচিত করেন। যুক্তরাজ্যে এ পর্য্যন্ত আঠারজন সভাপতি হইয়াছেন। তিনি সপ্তাহে পাঁচ সহস্র মুদ্রা বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

(৩) যুক্তরাজ্যের ভার্জ্জিনিয়া দেশই ইংলণ্ডের এক প্রকার প্রথম উপনিবেশ। র‍্যালে আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনে রাজ্ঞী এলিজাবেথের অনুমতি প্রাপ্ত হন। এলিজাবেথ ভার্জ্জিন অর্থাৎ অবিবাহিতা ছিলেন বলিয়া এই উপনিবেশের নাম ভার্জ্জিনিয়া হইয়াছিল। এই প্রদেশ তাম্রকূট ও আলুর জন্ম স্থান। এখনও তথায় যেরূপ তামাক ও আলুর জন্মে, তদ্রূপ আর কোথাও হয় না। ১৫৮৫ খ্রীঃ সুপ্রসিদ্ধ নাবিক স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে তথা হইতে তামাক ও গোল আলুর বীজ আনিয়া প্রথমে স্বদেশে বপন করেন। অধুনা আমেরিকার তামাক ও আলু সদ্বীপা ধরিত্রির প্রায় সর্ব্বত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।

(৪) যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন রংয়ের ডাক টিকিট যত প্রকার বেশী ব্যবহার হয়, তদ্রূপ আর কোন দেশে প্রচলন

নাই। পোষ্টাফিস সমূহে মাসিক গড়ে প্রায় ২ কোটি ৮০ লক্ষ ডাক টিকিট বিক্রয় হয়; যখন কার্য্য মন্দা পড়ে তখন প্রায় এক কোটির কম বিক্রয় হয় না।

(৫) যুক্তরাজ্যে অধুনা সংবাদ পত্রের সংখ্যা ২১, ৪২৫; তন্মধ্যে দৈনিক পত্রিকা ২,১০০, জার্ম্মনি ভাষায় ৭০০, ফরাসী ভাষায় ৪০, বক্রি অপরাপর ভাষায় প্রচলিত। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মনীতে যত সংখ্যক সংবাদ পত্র প্রকাশিত ও পাঠ করা হয় প্রায় সেই সংখ্যক এদেশে প্রকাশিত ও সংগৃহীত হইয়া থাকে। অধুনা এই রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক সংবাদ পত্র প্রচার হয়।

(৬) শিক্ষা বিষয়ে যুক্ত রাজ্য পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত। ইহার শতকরা ৯০ জন লোক শিক্ষিত। এদেশে অনেক গুলি বিশ্ব-বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রথমে নিউটনে স্থাপিত হইয়াছিল; তৎপরে ১৬৩৬ খ্রীঃ ম্যাসাচুয়েটসের অন্তর্গত কাম্ব্রিজ নগরে স্থানান্তরিত হয়। ইহাতে ১১ লক্ষ ২১ হাজার এবং চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার পুস্তকাদি আছে। ১৭০০ খ্রীঃ ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমে সেব্রুক নামক স্থানে স্থাপিত হইয়া ১৭১৫ খ্রীঃ নিউহাভেন নামক স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

আমেরিকার বিখ্যাত গ্রন্থকার জন জেমস্ অডুবনের "বার্ডস অব আমেরিকা" নামক গ্রন্থ দীর্ঘতায় সম্ভবতঃ জগতের মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এত দীর্ঘ পাতা বিশিষ্ট পুস্তক পৃথিবীতে আর নাই। ১৮২৭—১৮৩৮ খ্রীঃ মধ্যে মুদ্রিত হয়। ইহা কেবল মাত্র মানচিত্রে পূর্ণ। পুস্তক খানি রসটক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সযত্ন রক্ষিত একটি রত্ন-মধ্যে পরিগণিত।

(৮) পৃথিবীতে যত টেলিফোন আছে, তাহার তিন ভাগের দুই ভাগ, মোটরকার আছে তাহার পাঁচ ভাগের চারি ভাগ, যত স্বর্ণ জহরৎ ও মুক্তাদি আছে তাহার অধিকাংশই আর যত ধন সম্পত্তি আছে তাহার অর্দ্ধেকেরও অধিক মার্কিণের হস্তগত।

(৯) আরিজোনা জেলায় মন্টেজুমা নামে একটি অতলস্পর্শ হ্রদ আছে। তাহার বিস্তার প্রায় ৬০০ ফিট। কিন্তু ইহা এত গভীর যে এ পর্য্যন্ত গভীরতার পরিমাণ নিরূপিত হয় নাই। এই হ্রদের জল স্বচ্ছ ও শীতল এবং কোন কিছুতেই জলের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। এরূপ ক্ষুদ্র আয়তনের অতলস্পর্শ হ্রদ পৃথিবীর আর কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। যে স্থানে এই হ্রদটি আছে তাহার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি আগ্নেয়গিরির নির্ব্বাণবিশেষ বিদ্যমান।

(১০) যুক্তরাজ্যে পৃথিবীর মধ্যে একটি আশ্চর্য্য ঘড়ি আছে, উহা নগরবাসীদিগকে সময় বলিয়া দিয়া থাকে। তাহাতে কল কব্জা নাই, কেবলমাত্র মুখ কাঁটা ও একটি পিস্তার আছে। তদ্বারা প্রতি ৩৮ সেকেণ্ডে ইহার ভিতর হইতে প্রতিবারে গরম জল বেগে নল দিয়া বহির্গত হইয়া পিস্তারে আঘাত করিয়া কাঁটাগুলিকে ৩৮ সেকেণ্ড অগ্রসর করে। প্রায় পনের বৎসর আক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মার্কিণের একজন সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী ঘড়িটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঘড়িটী আগাগোড়া পেণ্ডুলাম, ঘণ্টা মিনিটের কাঁটা ও উপরের সংখ্যার শব্দগুলি পর্য্যন্ত—সিকি ঘাসে প্রস্তুত। ইহা সাড়ে ছয় ফিট উচ্চ এবং ধাতুনির্ম্মিত ঘড়ির ন্যায় ঠিক সময় রাখিয়া থাকে। যুক্তরাজ্যে একটি ঘড়ি নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার ব্যাস ৩৮ ফিট, মিনিটের কাঁটাটি প্রত্যেক মিনিটের ২৩ ইঞ্চি করিয়া অগ্রসর হয়। ফিলাডেলফিয়ার আর একটি ঘড়ির ব্যাস ২৫ ফিট।

মজলিস-বৈঠক।

'মজলিস' বৈঠকের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম :—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), অনারেবল্ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (নদীয়া) মহারাজা স্তর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি,আই,ই, (কাশীমবাজার) মহারাজা জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর),রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এক,আর,সি,আই, (সন্তোষ) রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (তাজহাট), রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর (গৌরীপুর আসাম), মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজা-কুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক (মার্বেল প্যালেস), শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী এম, এ, বি, এল্ (সেরপুর—টাউন), শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক জমিদার শ্রীযুক্ত মাধবগোবিন্দ রায় এম এ, বি-এল, জমিদার রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, জমিদার, (ঢাকুরিয়া), শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত অচলকুমার সেন জমিদার, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, জমিদার (নড়াইল) শ্রীযুক্ত জগত-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার, (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টার বারাকপুর, শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল জমিদার, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে (এটর্ণি) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে (জমিদার) ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার (গোবরডাঙ্গা), শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত নলিনি-রঞ্জন সরকার এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি, রায় বঙ্কুবিহারী মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দত্ত জমিদার, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কলিকাতা, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এল. সি, জমিদার বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে, জমিদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দত্ত জমিদার (সম্পাদক ভারতসঙ্গীত সমাজ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, বাকুলিয়া (হুগলি), শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ (লাভপুর), শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল (সত্বাধিকারী বটকৃষ্ণ পাল, এণ্ড কোং), শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার (নাটুদহ, নদীয়া), কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ সেন, (কবিরাজ স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়), শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক জমিদার, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার (কুণ্ডি-রঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এল, এ, জমিদার (নড়াইল), শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ দাস জমিদার, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শীল জমিদার, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত জমিদার, শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্তপঞ্চানন সরকার জমিদার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, শাঁখারিটোলা, শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুখাঁ কৌন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক জমিদার (পটলডাঙ্গা হাউস) ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার পাথুরিয়াঘাটা।

গোবর্দ্ধন মেশিন-প্রেস ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Regd. No. C. 1116

মজলিস

৩য় বর্ষ] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [৪৮-শ সংখ্যা

১৩৩২ সাল, ২৭শে আষাঢ় শনিবার, নগদ মূল্য ৴১০ পয়সা।

সম্পাদক—

শ্রীব্রজবল্লভ রায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ ও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

মজলিস কার্য্যালয়—২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মজলিস

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

[শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পিতৃঋণ পরিশোধ।

তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ভুবনমোহন বাবু তাঁহার বংশের অন্যান্যের ন্যায় অত্যন্ত উদার ছিলেন। পরদুঃখকাতরতার জন্য তিনি তাঁহার আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হাইকোর্টে তাঁহার নাম এবং প্রতিপত্তি থাকিলেও তিনি যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতে তাঁহার কুলাইত না। ফলে তিনি ক্রমশঃ ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্রমে সেই ঋণজাল অত্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়ায় তিনি দেউলিয়া আইনের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পিতা যে ঋণ পরিশোধ করিয়া যাইতে পারেন নাই, চিত্তরঞ্জন তাহা পরিশোধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। যেমন তাঁহার হস্তে অজস্র অর্থ আসিয়া পড়িতে লাগিল, অমনই তিনি তাঁহার পিতার উত্তমর্ণদিগকে তাঁহাদের প্রাপ্য অর্থ দিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার পিতার ঋণের এক পয়সাও অবশেষ রাখেন নাই। এ বিষয়ে চিত্তরঞ্জন হিন্দু হিসাবে আদর্শ পুত্র ছিলেন। তাহার পর চিত্তরঞ্জন প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন ও মুক্তহস্তে সেই অর্থ ব্যয়ও করিয়াছিলেন। কলিকাতার বহু ছাত্র, অধ্যাপক ও সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জনের অকাতর দানের অংশভাগী ছিলেন।

সাহিত্য সেবায় চিত্তরঞ্জন।

ব্যবহারাজীবের কার্য্যপরিচালনে চিত্তরঞ্জন বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিলেও বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনায় তিনি বিশেষ প্রীতি অনুভব করিতেন, তাঁহার প্রণীত "সাগর-সঙ্গীতে" তাঁহার কবিত্ব প্রতিভার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

সাহিত্যের আলোচনার কালে চিত্তরঞ্জনের মনে রাজনীতির আলোচনার প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠে।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহে বক্তৃতাকালে চিত্তরঞ্জন দাস বলিয়াছিলেন, আমার মতে আমাদের দেশের কার্য্য করিতে হইলে, ইউরোপীয় রাজনীতির আলোচনা করিলে চলিবে না। দেশের কাজ আমার ধর্ম্মের অংশ মাত্র। ইহা আমার জীবনের অঙ্গীভূত। আমার স্বদেশ সম্বন্ধে ধারণায় দেবত্বের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। দেশের সেবা এবং জাতির সেবা—মানুষের সেবা। মানুষের সেবাই ভগবানের আরাধনা।

উক্ত বক্তৃতাতে তিনি নিম্নলিখিত কথাগুলি আরও দৃঢ়ভাবে বলিয়াছিলেন—"আমাদের পূর্ব্বপুরুষের নিকট হইতে অবদানস্বরূপ আমরা একটি মহতী সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা এক আধ্যাত্মিকতার রক্ষক হইয়া আছি। সেই আধ্যাত্মিকতা জগৎকে দান করিতে হইবে। আমরা সেই অগ্নি পুনরায় প্রদীপ্ত করিব। যাহা সুপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাকে জীবন্ত এবং উজ্জ্বল করিতেই হইবে।" আর এক সময়ে তিনি যে কথা বলিয়াছিলেন, সে কথা বলিতে তিনি কখনও ক্লান্তিবোধ করেন নাই। তাঁহার সেই কথাগুলির মর্ম্ম এইরূপ:—ভারত কখনও পরাজিত হয় নাই এবং ভগবানের ইচ্ছায় ইহা কস্মিন্‌কালে পরাজিত হইবে না। পরন্তু ভারত তাহার আদর্শ, তাহার সভ্যতা, তাহার শিক্ষা দীক্ষা সমস্ত জগতের নিকট প্রকটিত করিবে। সেই কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে, যত দিন পর্য্যন্ত ভারতের এই বাণী পৃথিবীর লোক উৎকর্ণ হইয়া না শুনিবে, তত দিন ইহার কার্য্য চলিতে থাকিবে।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষে চিত্তরঞ্জন দাস কংগ্রেস নেতৃত্বভার লইয়া রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় বোধ হয় আবেদন-নিবেদনে কখনই আস্থাবান্ ছিলেন না। ১৯১৭ অব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে ভারত-সচিব যে ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার পরই চিত্তরঞ্জন রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। যে সময় রাউলাট আইনের পাণ্ডুলিপির ফলে দেশময় আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময় মহাত্মা গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন দাস উভয়ে রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। তাহার পর পঞ্চনদের হাঙ্গামা জালিয়ানওলাবাগের হত্যাকাণ্ডে দেশময় যখন তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, সে সময় দেশবন্ধু দেশের কার্য্যে ঐকান্তিকভাবে আত্মনিয়োগ করেন। পঞ্চনদের হাঙ্গামার অনুসন্ধানকল্পে কংগ্রেস কর্ত্তৃক যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল, চিত্তরঞ্জন দাস তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। হাণ্টার কমিটী এবং কংগ্রেস তদন্ত কমিটী, এই উভয় কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে কলিকাতায় লালা লজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন বসে। সেই কংগ্রেসে স্বরাজ লাভের, পঞ্চনদের অত্যাচারের প্রতীকারের এবং খেলাফতের অন্যায় ব্যবস্থার সংশোধনের জন্য অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করা হয়। চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় তখন ঐ অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করেন নাই। কিন্তু নাগপুর কংগ্রেস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর তিনি যুবরাজের আগমন বর্জ্জন পূর্ণ মাত্রায় সমর্থন করিয়াছিলেন এবং সরকার যে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন অবৈধ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, সরকারের সেই কার্য্য তিনি অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করেন। সেই সময় তিনি দেশের লোককে এই বলিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, উত্তেজনার প্রবল কারণ থাকিলেও দেশের লোককে সম্পূর্ণ অহিংসভাবাপন্ন থাকিতে হইবে।

কারারুদ্ধ চিত্তরঞ্জন।

১৯২১ অব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে মৌলানা আবুল কালাম, শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং অন্যান্য লোকের সহিত দেশবন্ধু দাশ মহাশয় গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। গ্রেপ্তার হইবার পূর্ব্বে দেশবন্ধু দাশকে আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়। কিন্তু কারারুদ্ধ হওয়ায় দাশ মহাশয় সভাপতি হইতে পারেন নাই। হাকিম আজমল খাঁ তাঁহার স্থানে সভাপতি হয়েন। তিনি যখন কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন, সেই সময় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কলিকাতায় আসিয়া সরকারের সহিত দেশের রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে মীমাংসা বৈঠক বসাইবার চেষ্টা করেন। দেশবন্ধু সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে টেলিগ্রাম করিয়া তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি এই ব্যাপারে কোনরূপ সংশ্লিষ্ট থাকিবেন না। আমেদাবাদে কংগ্রেসের বৈঠক বসিবার পূর্ব্বে দেশবন্ধু দাশ মহাত্মা গান্ধীর নিকট তাঁহার অভিভাষণের খসড়া পাঠাইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী পরে উহা 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই অভিভাষণে দেশবন্ধু দাশ কেন অসহযোগ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করেন। তিনি প্রতিভাশালী ব্যবহারাজীবের তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রদর্শনপূর্ব্বক ভারতীয় শাসন-সংস্কার আইনের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, এই আইনের দ্বারা আমরা কোন সুবিধালাভ করিতে পারিব না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় যতদিন পর্য্যন্ত আমরা স্বরাজলাভ করিতে সমর্থ না হই, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে অহিংস অসহযোগ অবলম্বন করিয়া থাকিতেই হইবে।

দ্বৈতশাসন ও চিত্তরঞ্জন।

জেল হইতে বাহির হইলে পর তাঁহার স্বদেশবাসী সকলেই একবাক্যে চিত্তরঞ্জন দাশকে তাঁহাদের অবিসংবাদিত নেতা বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি দেশের কল্যাণ সাধন-কল্পে যে অসাধারণ স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য দেশবাসী তাঁহাকে গয়া কংগ্রেসের সভাপতিত্বে বরণ করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেসের উপর্য্যুপরি তিনটি অধিবেশনে কাউন্সিল বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধু দাশ মহাশয় সেই প্রস্তাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কউন্সিল প্রবেশ করিবার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া লইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টায় তিনি সাফল্য লাভ করেন নাই। এই সময় তিনি স্বরাজ্য দল গঠন করেন এবং দাক্ষিণাত্যের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া তাঁহার মত প্রচার করিয়াছিলেন। দেশের অধিকাংশ লোকই তাঁহার মতের অনুবর্ত্তী হয়। তাঁহারই চেষ্টায় দিল্লী কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে কাউন্সিল প্রবেশ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ঐ সভার সভাপতি হইয়াছিলেন।

ইহার পর কোকনদে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতেও কাউন্সিলে প্রবেশের প্রস্তাব অধিকাংশের ভোটে গৃহীত হয়। ইহার পরই স্বরাজ্য দল কাউন্সিলে প্রবেশ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ লাভ করেন। মধ্যপ্রদেশে এবং বাঙ্গালার স্বরাজ্য দল সত্য সত্যই দ্বৈত্য শাসনের সংহার কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হন। মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে চিত্তরঞ্জন জানিয়া গিয়াছেন যে বাঙ্গালা সরকার হস্তান্তরিত বিভাগ ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত সংরক্ষিত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন; আর মধ্য প্রদেশেও এইরূপ ব্যবস্থা চলিতেছে। চিত্তরঞ্জনের এই সাফল্য ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসে চিরদিন উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

আমেদাবাদে নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটীর সভায় মহাত্মা গান্ধী কাউন্সিল প্রবেশ প্রস্তাব সমর্থন করেন। গান্ধী—দাশের মিলনের ফলে স্বরাজ্যদলই কাউন্সিল গুলিতে কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালিত করিবার ভার প্রাপ্ত হন। স্বরাজ্য দল এবং স্বতন্ত্র দল সম্মিলিত হইয়া বার বার সরকারকে পরাজিত করিয়াছেন। বাঙ্গালায় মন্ত্রীর বেতন দিবার প্রস্তাব তিন তিন বার অগ্রাহ্য হয়। মধ্য প্রদেশে দ্বৈত্য শাসন অচল হইয়া যায়।

আজ প্রায় ছয় মাস হইল চিত্তরঞ্জন দাশ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অবস্থায়ও তিনি দেশের চিন্তা হইতে ক্ষণকালের জন্যও বিরত হইতে পারেন নাই। তিনি পাটনায় স্বাস্থ্যলাভের জন্য গমন করিয়াছিলেন; তথায় তিনি কিছু দিন ভালও ছিলেন। ইতিমধ্যে সরকার অর্ডিনান্স জারী করিয়া ধড়পাকড় আরম্ভ করেন এবং সেই অর্ডিনান্সকে আইনে পরিণত করিবার জন্য এক পাণ্ডুলিপি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছিলেন। সেই সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আর পাটনায় স্থির থাকিতে পারেন নাই। তিনি অসুস্থ দেহে কাউন্সিলে উপস্থিত থাকেন। বঙ্গীয় কাউন্সিল সে দিন বহু সংখ্যক ভোটে সরকারকে পরাজিত করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন সেই দিন বলিয়াছিলেন, এইবার আমার যোগ সারিয়া যাইবে।

তাহার পর ফরিদপুর প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি-রূপে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে এবং তৎ পূর্ব্ববর্ত্তী একটি ইস্তাহারে তিনি প্রকাশ্য করেন যে, তিনি আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছেন তাঁহার সেই বক্তৃতার কথা সকলেরই স্মরণ আছে। লর্ড বার্কেনহেড তাঁহার সে কথা লইয়া বিলাতে লর্ড সভায় আলোচনা করিয়াছেন।

প্রায় মাসাবধি পূর্ব্বে তিনি স্বাস্থ্যলাভের আশায় দার্জ্জিলিং যাত্রা করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার শরীর ক্রমশঃ ভাল হইতে ছিল, হঠাৎ গত ২রা আষাঢ় সোমবার তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। মঙ্গলবার অপরাহ্ন তিনটার সময় সে সংবাদ কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছে। আর ঐ দিন অপরাহ্ন ছয়টার সময় সংবাদ আসে—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আর নাই।

দেশের ক্ষতি

দেশবন্ধুর চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁহার জ্বলন্ত স্বদেশ প্রেম—এমন তীব্র স্বদেশপ্রেম এক লোকমান্য তিলক বা উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ব্যতীত আর কাহারও মধ্যে আমরা দেখি নাই। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ সত্যই বলিয়াছেন, তিলকের পরেই দেশবন্ধুর স্থান। "দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন হইলে এখনি আমি প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারি"—এই কথা অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন। আজ আমাদের মনে হইতেছে, দেশের জন্য সত্যই তিনি প্রাণ দিলেন;—স্বদেশের সেবায় সমস্ত শক্তি উৎসর্গ করিয়া তিনি মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইলেন।

গিরিশচন্দ্র।

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

(১৮)

গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার।

"গজদানন্দ" অভিনয়—গভর্ণমেণ্টের ক্রোধ

অভিনয় শাসন আইন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(Dramatic Performances control bill)

যে প্রহসন অভিনয় করিয়া গ্রেট ন্যাসান্যাল সম্প্রদায় গভর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাদের উপর দোষারোপ না করিয়া অন্য এক অপ্রত্যাশিত কারণে

গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে যে সুরেন্দ্রবিনোদিনী নাটক গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল, তাহা অশ্লীল (Obscene) এবং সেই অশ্লীল নাটক অভিনয় ও অশ্লীল দৃশ্য প্রদর্শনের জন্য গভর্ণমেণ্ট থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ এবং অভিনেতাগণকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দিলেন।

৪ঠা মার্চ্চ শনিবার গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারে সতী কি কলঙ্কিনী গীতিনাট্য অভিনীত হইতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ ডিপুটি পুলিশ কমিশনার ল্যাম্বার্ট সাহেব স্বদলবলে আসিয়া গ্রেট ন্যাশান্যালের ডাইরেক্টার উপেন্দ্র নাথ দাস,ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃত লাল বসু, অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার বঙ্কু বিহারী দাস, লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা মতিলাল সুর, অমৃত লাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোপাল চন্দ্র দাস, সঙ্গীতাচার্য্য রামতারণ সান্যাল প্রভৃতিকে ওয়ারেণ্টে ধরিয়া লইয়া যান। * সহসা পুলিশ আসিয়া ধরপাকড় আরম্ভ করিলে থিয়েটারে একটা ভীষণ হুলস্থুল পড়িয়া যায়। দর্শকগণ আতঙ্কে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। অভিনেতারা ব্যাকুল হইয়া উঠেন এবং অভিনেত্রীগণ ক্রন্দন করিতে সুরু করেন; কিন্তু উপেন্দ্র বাবু এবং অমৃত বাবুর নির্ভিকতায় ও প্রবোধ বাক্যে তাঁহারা আশ্বস্ত হন।

লালবাজার পুলিশ কোর্টে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডিকেন্সের নিকট বিচার হয়। গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন নিয়োগী কোর্টে গিয়া surrender করেন। ডাইরেক্টার উপেন্দ্রনাথ দাস (হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন উকীল শ্রীনাথ দাসের পুত্র) থিয়েটার সংক্রান্ত সর্ব্ববিষয়ে দায়িত্ব, তিনি স্বয়ং সত্ত্বাধিকারীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া ছিলেন স্বীকার করায় ভুবন বাবু অব্যাহতি পান।

বহু শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নাটকখানি অশ্লীলতা বর্জ্জিত বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন। কিন্তু তথাপি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডের ২৯২ ও ২৯৪ ধারানুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া থিয়েটারের ডাইরেক্টার উপেন্দ্র নাথ দাস এবং ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুকে বিনা পরিশ্রমে একমাস করিয়া কারাদণ্ড এবং অন্যান্য সকলকে অভিনেতা মাত্র বলিয়া মুক্তি প্রদান করেন। [৮ই মার্চ্চ, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)।

হাইকোর্টে মোশান হয় ইঁহাদের উকীল ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ গণেশ চন্দ্র চন্দ্র। সেদিন দোলের বন্ধ থাকা সত্ত্বেও হাইকোর্টের জজ ফিয়ার সাহেব কোর্টে আসিয়া ইহাদিগকে জামিনে খালাস প্রদান করেন। পরে বিচার হয়। বিচারে বসেন জাষ্টিস ফিয়ার ও মার্কবি। ইহাদের ব্যারিষ্টার ছিলেন মিঃ ব্রাণসন, মনোমোহন ঘোষ এবং টি পালিত। বিচারে সুরেন্দ্র বিনোদিনী অশ্লীল obscene প্রমাণিত না হওয়ায় উপেন্দ্র বাবু ও অমৃত বাবু অব্যাহতি লাভ করেন (২০শে মার্চ্চ, ১৮৭৬ খ্রীঃ)। ইহারা তিন দিন মাত্র জেলে ছিলেন। সে সময়ে ডাক্তার মেকাঞ্জি সাহেব জেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি ইহাদিগকে সাহেবদের কোয়ার্টারে থাকিতে দিয়াছিলেন এবং ইহাদের সহিত বিশেষ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন।

অতঃপর আদালতের উপর নির্ভর না করিয়া গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং যাহাতে থিয়েটারে সন্দেহজনক নাটকাদির অভিনয় বন্ধ করিতে পারেন,তন্নিমিত্ত অভিনয় শাসন আইন (Dramatic performances control Bill) প্রস্তুতের নিমিত্ত তৎপর হইয়া উঠিলেন। মার্চ্চমাসের মধ্যভাগেই মাননীয় মিঃ হব হাউস কাউন্সিলে আইনের একটি খসড়া দাখিল করিয়াছিলেন। যথা:—

'That whenever the Government was of opinion that any dramatic performance was scandalous or defamatory, or likely to excite feelings of dissatisfaction towards the

* শুনা যায় ষ্টেজম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুর মহাশয় ষ্টেজের উপর সিলিং এ উঠিয়া লুকাইয়াছিলেন। মতিলাল সুর দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, তিনি ঝাঁকা মুটে সাজিয়া পলায়ন করিবার সময় ধরা পড়েন। মহেন্দ্রলাল বসু তৎপর দিবসে প্রাতে পাল্কীর দোর বন্ধ করিয়া যাইতে ছিলেন, কিন্তু পুলিশের চক্ষু এড়াইতে না পারিয়া ধৃত হন। নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ সে সময়ে থিয়েটারের সহিত বিশেষ রূপ সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। মাঝে মাঝে থিয়েটারে আসিতেন এবং প্রয়োজনমত সাহায্য করিতেন। তখন তিনি ইণ্ডিয়ান লিগে কার্য্য করিতেন। পুলিশ আসিবার পূর্ব্বেই তিনি থিয়েটার হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন।

Government or likely to cause pain to any private parties in its performance, or was otherwise prejudical to the interest of the public, Government might prohibit such performances.'"

গভর্ণমেণ্ট যদ্যপি কোনও নাট্যাভিনয় কুরুচিপূর্ণ ও মানহানিকর বা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সাধারণের অসন্তোষ উৎপাদক ও ব্যক্তিবিশেষের মনঃপীড়া কারক বা জন সাধারণের স্বার্থ হানিকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে এইরূপ নাট্যাভিনয় বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

কাউন্সিলের মেম্বারগণ বিলখানি সমর্থন করিলে তাহা সিলেক্ট কমিটির হস্তে প্রদত্ত হয়। মিঃ ককরেল, রাজা নরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুর, স্যার আলেকজেণ্ডার আরবুদনট এবং মাননীয় মিঃ হব হাউস এই চারি জনকে লইয়া সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়। সকলে একমত হইয়া বিল খানি পাশ করাই সাব্যস্ত করেন; এবং ইণ্ডিয়া গেজেটে (৩৪৬ পৃষ্ঠা, ২৫শে মার্চ্চ, ১৮৭৬ খ্রীঃ) ইহা বিজ্ঞাপিতও হয়।

কলিকাতা ও ভারতের নানাস্থান হইতে এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইয়াছিল, তন্মধ্যে কলিকাতায় একটি প্রতিবাদ সভার বিবরণ ইংলিশম্যান হইতে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। ৪ঠা এপ্রিল, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ টার সময় হাইকোর্টের জজ দ্বারকানাথ মিত্রের বাটীতে একটি প্রতিবাদসভা হয়। প্রখ্যাত নামা প্রাণনাথ পণ্ডিতের প্রস্তাবে ও চন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের অনুমোদনে সুপ্রসিদ্ধ "রেজএণ্ডবায়ত" সম্পাদক সম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহুগণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। একটি Memorial ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করা স্থির হয়। সুবিখ্যাত রাসবিহারী ঘোষ, আশুতোষ বিশ্বাস প্রভৃতি কমিটির মেম্বার ছিলেন।

সাধারণের প্রতিবাদ সত্বেও রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর এবং আরও অনেক শিক্ষিত ও মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি গভর্ণমেণ্টের এই নূতন আইনের সমর্থন করিয়া ছিলেন। যাহা হউক ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে বড়লাট বাহাদুর অভিনয় আইন মঞ্জুর করেন। সেই দিন হইতে বঙ্গনাট্যশালার চরণযুগে [illegible]র শৃঙ্খল জড়িত হইয়াছে আজিও তাহা সমভাবেই আছে।

(ক্রমশঃ)

দুর্নীতি

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ।
কাব্যসাং [illegible]তীর্থ।

পথে-ঘাটে, স্বার্থে-পরার্থে, যত্র তত্র নৈতিকভাব অভাব দেখে অবাক্ হয়ে যাই। চুরিকরা, মিথ্যা কথা বলা, ফাঁকী দেওয়া, গুরুজনদিগকে অপমান করা, এসব ব্যক্তিগত ভাবে চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকবেও, তবে বেশী আর কম। কিন্তু এই সব দুর্নীতি যদি সমষ্টির মধ্যে দেখা যায় তবে সেটা ভয়ের কারণ নয় কি? আমি ত যেখানে সেখানে শত সহস্র দুর্নীতির পরিচয় পাই, এবং সমাজের ভবিষ্যৎ ভেবে আতঙ্কিত হয়ে থাকি।

বড় বড় দুর্নীতি যেমন বেশ্যাসক্ত হওয়া, মদ্যপান করা বা ব্যাভিচার করা এসব সকলের চোখেই ঠেকে, কাজেই এনিয়ে কিছু বলবারও নেই, কিছু লেখবারও নেই, যদি কিছু থাকে তবে এই সবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা।

কিন্তু ক্ষুদ্র শত্রুর সঙ্গে লড়াই করাই কঠিন ব্যাপার। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় দুর্নীতির নমুনা আজ দেব।

১। জন মজুরদের একটা অভ্যাস দাঁড়িয়েছে যে একটু সুযোগ পেলেই কাজে ফাঁকী দেওয়া। এদের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞান খুব অল্প পরিমাণেই আছে। তোমার কোন কাজে দুজন মজুর নিযুক্ত করলে, কিন্তু যদি কাজ পেতে চাও তবে সদা সর্ব্বক্ষণ তার কাছে তোমায় বসে থাকতে হবে। তোমার যত বড়ই কাজ থাক সে কাজ ক্ষতি করেও তোমাকে মজুরের সঙ্গে মজুরী কর্ত্তে হবে। তুমি যদি একটু অন্যমনস্ক হয়েছ ত মজুর মশাই কাজ ছেড়ে তামাক খেতে বসেছে। এতে করে সমাজের যে কত ক্ষতি হচ্চে, কত পরিশ্রম যে অনর্থক নষ্ট হয়ে যাচ্চে তা একটু ভাবলেই দেখতে পাওয়া যায়।

২। দোকানদারদের একটা রোগ, বালক বা অনভিজ্ঞ লোক পেলে ঠকাবেই ঠকাবে। এদিকে দোকানে ধুনো দেওয়া হচ্চে, অতি ভক্তির সহিত গণেশের পূজা করা হচ্চে, কিন্তু বালক খরিদ্দার পেলেই তার ধর্ম্মজ্ঞান কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর সংসারে বালকেরাই বেশী বাজার দোকান করে, কিন্তু এই সব কেনা বেচায় আমাদের পয়সা যে কিরূপ নষ্ট হয় তা আমরা

সকলেই বুঝতে পারি। আমি একদিন কয়লা কিনতে আমার ছোট ভাইকে পাঠাই, হাতে একখানি পাঁচ টাকার নোট দি। সে কয়লা কিনে আমায় চার টাকা যখন ফিরৎ দিল, দেখলুম চারটী টাকাই অচল। কয়লাওয়ালা নিশ্চয়ই ধর্ম্মকর্ম্ম করে কোন শুভদিনে দোকান ফেঁদেছিল, নিশ্চয়ই সে গণেশের পূজা করে থাকে, বা দেবতার নাম পুরো ভাগে লিখে হিসাব পত্র খুলে রাখে, কিন্তু তার মনেও একবার এলনা, এক সরলমতি বালককে প্রবঞ্চনা করলে তার গণেশ তুষ্ট হবেন কি রুষ্ট হবেন। দুর্নীতি এমনি তার হাড়ে হাড়ে ঢুকেচে।

৩। বালকের হাত দিয়ে কোন মিষ্টান্ন কিনতে পাঠালে সে মিষ্টান্ন উচ্ছিষ্ট হবেই হবে। এবিষয়ে অনেক বুড়ো বুড়ো ছেলেকেও অসংযমী ও লোভী দেখতে পাওয়া যায়। তারা খুব ভদ্র বংশের ছেলে, বাড়ীতে যে খেতে পায় না তাও নয়, কিন্তু তবুও তাদের এমনি শিক্ষার অভাব যে সামান্য একটু লোভ সংবরণ তাও তাদের পক্ষে অসাধ্য হয়ে ওঠে। যদি দই কিনতে পাঠাও তবে তোমাদের সাবধান করে দি, সে দই অপর কাকেও দেবে না, কারণ সে দইএ বালকের মুখ ঠেকেছেই। যদি রসগোল্লা কিনতে পাঠাও তাহলে ত কথাই নেই! রসগোল্লার রসটুকু চুসে চুসে খেয়ে মুখের রস দিয়ে ক্ষতিপূরণ করে বালক তোমায় রসগোল্লা এনে দেবে। এসবের জন্য দায়ী কে? দায়ী বালকের পিতা, মাতা, শিক্ষক, গুরুজন। তাঁরা বালককে কখনো ভুলেও নৈতিক উপদেশ দেন না বা তার কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত কর্ব্বার পক্ষে সহায়তা করেন না।

এইরূপ কত আছে। আর কত নাম কর্বো? অবাঙ্গালী দিগের মধ্যে—বিশেষ খোট্টাদের মধ্যে দুর্নীতির ছড়াছড়ি, কিন্তু তাদের শিক্ষা দেবার অধিকার আমাদের নেই, কারণ বাঙ্গালীর উপদেশ নিতে তারা ইচ্ছা করে না, কিন্তু বাঙ্গালীদের মধ্য হতে এই সব দুর্নীতি তাড়ান ত বিশেষ কষ্ট সাধ্য নয়। তারা যদি একটু চেষ্টা করেন তবে দেশের মধ্যে সুনীতি ও সদাচারের প্রসার হয়। কিন্তু নেতারা এদিকে মনোযোগ দিবেন কি?

আমাদের দেশে নেতার সংখ্যা বড় কম নয়। গড় পড়তায় একজনের উপর দুজন নেতা নেতৃত্ব করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় নেতার এমন ছড়াছড়ি সত্বেও নীতির বিস্তার হচ্চে না। নেতা ও নীতি এক ধাতু হইতেই গঠিত। যদি দেশকে নীতিজ্ঞান সম্পন্ন কর্ত্তে না পারলে তবে নেতৃত্বের সার্থকতা কি?

মার্কিন যুক্তরাজ্য।

(১) নিউইয়র্কের সহরে একটি সুবৃহৎ মেঘচুম্বী অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে ২০৮০ কক্ষ আছে, তন্মধ্যে ৪৪৫টি স্নানাগার। এই বাটিতে প্রায় দুই সহস্র লোক বাস করিতে পারেন।

(২) নিউইয়র্কের ব্রডওয়ে নগরে একটি বৃহৎ বাটী প্রস্তুত হইয়াছে। উহা ৪৭ তালা, উচ্চতা ৬১২ ফিট। নব্বই ফিট নিম্নে একটি কঠিন পর্ব্বতের উপর তাহার ভিত্তি। আঠারটি স্থানে সোপান আছে। কক্ষগুলি ১৫,০০০ পিস্তলের লণ্ঠনদ্বারা সজ্জিত। ব্রডওয়ে নামক রাজপথে প্রত্যহ প্রায় ৫ লক্ষ লোক পদব্রজে এবং ৭ লক্ষ লোক যানাদিতে যাতায়াত করিয়া থাকেন।

(৩) নিউ ইয়র্ক সহরে একটি ৪৫ তালা বাটি আছে। তাহাতে টেলিফোনে সংবাদ আদান প্রদানের জন্য বৎসরে প্রায় বিশ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

(৪) নিউ ইয়র্ক সহরে জগদ্বিখ্যাত তিনটী উচ্চ প্রাসাদ আছে। সিঙ্গার শিবন কল কোম্পানীর বাটী ৪৭ তালা এবং ৬১২ ফিট উচ্চ; মেট্রোপলিটন্ টাওয়ার ৭০০ ফিট উচ্চ; উলওয়ার্থ প্রাসাদে ২৪০০০ টন ইস্পাত ৭৯২ ফিট উচ্চ। উলওয়ার্থ প্রাসাদে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই গৃহে ৮৭ মাইল বৈদ্যুতিক তার সংলগ্ন। উহাতে ৮০,০০০ বিদ্যুতের বাতি আছে।

(৫) নিউইয়র্ক সহরে একটি ৫৫ তালা বাটি নির্ম্মিত হইয়াছে—উচ্চতা ৭৫০ ফিট। প্রাসাদটি যেন একটি সহর। তাহার মধ্যে অফিস, দোকান, হোটেল, গির্জ্জা, টেলিফোন, স্কুল, থিয়েটার, বায়স্কোপ, ডাকঘর, সভাসমিতি প্রভৃতি আছে। ইহাতে প্রায় ত্রিশ হাজার লোকের সমাবেশ হয়। তাহার নিম্নতলে নানা প্রকার কারখানা মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি আছে।

(৬) সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক সহরে একটি প্রকাণ্ড হোটেল নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে ১৬০০ কক্ষ ও ১০০০ স্নানাগার আছে। ইহা প্রস্তুত করিতে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে।

(৭) যুক্তরাজ্যের মধ্যে সিকাগো সহর একটি প্রধান বন্দর ও বাণিজ্য স্থান। তথাকার অনেকগুলি

অত্যুচ্চ বাটি আছে, তন্মধ্যে তিনটি ১৭ তালা, সাতটি ১৬ তালা তিনটি ১৫ তালা, ছয়টি ১৪ তালা, এবং সাতটি ১৩ তালা।

সিকাগো সহরের অডিটোরিয় হোটেল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ ভোজনাগার। উহা বাইশ তালা এবং প্রায় দুইশত ফিট উচ্চ। ইহাতে ১১৭২ কক্ষ আছে।

(৮) ফিলাডেলফিয়া নগর এদেশের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান শিল্পকেন্দ্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। ১৭৭৮ খ্রীঃ এই নগরে যুক্তরাজ্যের স্বাধীনতা বিঘোষিত হয়। এই সহরের সিটীহলের উপর তালায় উঠিতে হইলে ৫৯৮ সোপান অতিক্রম করিতে হয়। ঐরূপ অত্যধিক সোপানাবলী পৃথিবীর কোন প্রাসাদে নাই।

(৯) যুক্তরাজ্যে একটি অদ্ভুত বাটি নির্ম্মান হইয়াছে। দুইটী উনিশ তালা বাটীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটা সাত তালা বাটী ছিল। পার্শ্বের দুইটী মস্তকে বৃহৎ লোহার কড়ি চাপাইয়া একটি সেতুর ন্যায় করিয়া সেই সাত তালা বাটীর উপর আর কিছু না রাখিয়া ঐ লোহার সেতু হইতে দ্বাদশ তালা বাটী নীচের দিকে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(১০) ইলিয়ার নামক স্থানের উদ্ভিজ্জতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এরূপ একটি বাটী নির্ম্মান করিয়াছেন যে, তন্মধ্যে সর্ব্বদাই উষ্ণপ্রধান দেশের বায়ুসন্তাপের উত্তাপ বিদ্যমান থাকে। এবং উষ্ণপ্রধান দেশের সুস্বাদু ফলের বিবিধ বৃক্ষ রোপন করিলে তুষার পাত দ্বারা ঐ সকল বৃক্ষের কোনরূপ ক্ষতি হয় না। ঘরে বসিয়া ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, আফ্রিকার নানা প্রকার ফল ভক্ষণ করিতে পাওয়া যায়।

কবির স্বপ্নভঙ্গ।

কবিগুণাকর

(শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি,এ)

এই বসন্তমে 'ইজি-চেয়ারে'—
যাবনা আর পরের দুয়ারে।
চাকুরির বাজারেতে লেগেছে আগুন,
তার চেয়ে পথে পথে বেচিব বেগুন।
কিংবা বসে' বসে শুধু লিখিব কবিতা—
করিব গো রসালাপ লইয়ে বণিতা।
হা হুতাশ দীর্ঘশ্বাসে কিবা ফল হবে।
হায় যেই ক'টা দিন আছি এই ভবে—
সজোরে বাহিরে যাব প্রেমের তরণী—
(বিশেষ দ্বিতীয় পথ—তরুণী ঘরণী—)
না হয় নাই বা খেনু শাক ভাত ডাল,
"গহনা দিতে [illegible]ব!—হা পোড়া কপাল—
অইখানে যত গোল, যত গণ্ড গোল—
উঠে পড়, খোল্ল কাজ বলে হরিবোল।

শেরিফের নোটীশ।

মোকদ্দমার নং ১৬৬৫, ১৯২৪ সালের। বঙ্গদেশের ফোর্ট উইলিয়মস্থ হাইকোর্ট ও জুডি কেচারে।

সাধারণ আদিম দেওয়ানি বিভাগ (ordinary original civil juri sdiction)

বঙ্কুবিহারি ধর এণ্ড সনস্।
বনাম
বলাই চাঁদ মিত্র

সেরিফের বিক্রয় ঘোষণা।

১৯২৫ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গদেশের ফোর্ট উইলিয়মস্থ হাইকোর্ট অব জুডি কেচারে (High court of judicature at Fort William in Bengal in its ordinary original civil jurisdiction) আদেশানুসারে নিম্নলিখিত সম্পত্তি সমূহ বিক্রিত হইবে। ১৯২৪ সালের ৮ই জুলাই মাননীয় হাইকোর্ট কর্ত্তৃক—উপরোক্ত মামলায় যে ডিগ্রী হয় সেই ডিগ্রী অনুসারে—কলিকাতা হাইকোর্টের সেরিফ কর্ত্তৃক—১৯২৫ সালের ২৪শে জুলাই শুক্রবার বেলা ১২টার সময় প্রকাশ্য নীলামে হাইকোর্টের নিম্ন তলে শেরিফের বিক্রয় গৃহে নিম্নলিখিত সম্পত্তি সমূহ বিক্রীত হইবে এই সম্পত্তি সমূহ প্রতিবাদী বলাই চাঁদ মিত্রের।

৬৯৩ (পূর্ব্বে ৬৯২) নম্বর সিকদার বাগান ষ্ট্রীটে কলিকাতার উত্তরাংশে সুতানুটিতে বাদী বলাই চাঁদ মিত্রের অবিভক্ত অংশে যে এক পঞ্চমাংশ কতক তেতালা ও কতক দোতালা

ইষ্টক নির্ম্মিত বাটী এবং তৎসংলগ্ন যে জমির খণ্ড আছে তাহা। এই জমির উপর উক্ত ত্রিতল ও দ্বিতল অট্টালিকা অবস্থিত। জমির পরিমাণ অনুমান ৪ চার কাঠা ১১ এগার ছটাকের কিছু বেশী অথবা কম। এই বাড়ির উত্তরে ৭নং মোহন বাগান লেনস্থ বাটীর কিয়দংশ, এবং ১১ নং মোহন বাগান লেনের বাটীর কিয়দংশ, পূর্ব্ব দিকে একটী প্রাইভেট লেন, দক্ষিণে ৬৯|২ সিকদার বাগান ষ্ট্রীট এবং পশ্চিমে ৬৯|৪ নম্বর সিকদার বাগান ষ্ট্রীটের কিয়দংশ এবং সিকদার বাগান ষ্ট্রীটের কিয়দংশ। ১৮৬৫ সাল হইতে ১৯২৫ সালের ২৩শে মে মাস পর্য্যন্ত কলিকাতা রেজিষ্ট্রেসন অফিসে যে অনুসন্ধান হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে উপরোক্ত সম্পত্তি কাহারও নিকট কোন প্রকারে বন্ধক নাই, কোন প্রকার চার্জ্জ ও উক্ত সম্পত্তির উপর নাই, কোন ট্রাষ্টির ইহাতেও উক্ত সম্পত্তির ভার নাই কিংবা কোন প্রকারে উক্ত সম্পত্তি ঋণে আবদ্ধ নহে। কেবল একটী মাত্র ঋণে উক্ত সম্পত্তি বন্ধক আছে। ১৯২২ সালের ২১শে ডিসেম্বর (১) দেবেন্দ্র নাথ মিত্র, (২) প্রবোধ চন্দ্র মিত্র (৩) বলাই চাঁদ মিত্র বন্ধকীতে প্রতিবাদী এবং (৪) শশধর মিত্র (৫) বৈকুণ্ঠ নাথ মিত্র (৬) শ্রীমতী মুক্ত কেশী দাসী কর্ত্তৃক রাই মোহন রায় চৌধুরীর পক্ষে বন্ধক রাখা হয়। রাই মোহন রায় চৌধুরীর বাড়ী ৩৭ নং শোভা বাজার ষ্ট্রীট। শত করা বার্ষিক দশ টাকা সুদে এই সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ৮ হাজার টাকা ঋণ করা হয়। কথা থাকে যে মাসে মাসে এই টাকার সুদ পরিশোধ করা হইবে।

যে টাকা আদায়ের জন্য এই বিক্রয়ের নোটীশ দেওয়া হইয়াছে সেই টাকার পরিমাণ ১৮৫৩৬৮২ পাই (সুদ ও মোকদ্দমার ব্যয় ব্যতীত)

বিক্রয়ের সর্ত্ত কলিকাতা কোর্ট হাউসের নিম্ন তলে শেরিফের অফিসে কিংবা ১১নং ওল্ডপোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটে বাদীর এটর্ণী মেসার্স মিত্র ও বড়াল কোম্পানীর অফিসে বিক্রয়ের পূর্ব্বে যে কোন দিনে দেখা যাইবে। বিক্রয়ের সর্ত্ত বিক্রয়ের সময়ও উপস্থিত করা হইবে।

মিত্র এণ্ড বড়াল — ওঙ্কার মল জেটিয়া
বাদীর এটর্ণীগণ — শেরিফ
শেরিফের অফিস — কলিকাতা হাইকোর্ট
১৭ই জুন, ১৯২৫। — আদিম বিভাগ